মুসলিম বিশ্বের সুবিখ্যাত ও নির্ভরযোগ্য হাদীসগ্রন্থ 'সহীহ বুখারী শরীফ'-এর অনন্য ব্যাখ্যাগ্রন্থ

نَصْرُ الْبَارِیْ شَرْحُ صَحِیْحِ الْبُخَارِیْ

সহজ নসরুল বারী

শরহে সহীহ বুখারী

(১৩ তম খণ্ড)

আরবী-বাংলা

[সহজ তরজমা ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ]

মূল

হযরত মাওলানা উসমান গনী রহ.

মুহাদ্দিস, মাদরাসা মাযাহেরুল উলূম সাহারানপুর

সম্পাদনা

হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান

শাঈখুল হাদীস

মাদরাসা দারুর রাশাদ, মিরপুর, ঢাকা

আল-কাউসার প্রকাশনী

ইসলামী টাওয়ার ‖ **পাঠক বন্ধু মার্কেট**

১১, বাংলাবাজার ঢাকা। ‖ ৫০, বাংলাবাজার ঢাকা।

মোবাইল ০১৭১৬ ৮৫৭৭২৮, ০১৬১৬ ১৫২৫৩৫

www.alkawsar.org

"নসরুল বারী শরহে সহীহ বুখারী" এর অনুবাদ সহযোগি যারা

- ❖ **মুফতী মুহাম্মদ রাশিদুল হক,** মুহাদ্দিস, নরাইবাগ ইসলামিয়া মাদরাসা, ঢাকা।
- ❖ **মাওলানা নুরুল্লাহ,** ফাযেল, জামিয়া আরাবিয়া ইমদাদুল উলূম ফরিদাবাদ, ঢাকা।
- ❖ **মাওলানা আবদুর রকীব,** উসতাদ, জামেয়াতুর রাশাদ, মিরপুর ঢাকা।
- ❖ **মাওলানা মুহাম্মদ ইমদাদুল্লাহ,** বিশিষ্ট লিখক ও মুহাদ্দিস।
- ❖ **মাওলানা আবু সাঈদ,** উসতাদ, জামেয়াতুর রাশাদ, মিরপুর ঢাকা।
- ❖ **মুফতী মুয্যাম্মিল হুসাইন,** মুদাররিস, হাজী ইউনুছ কওমী মাদরাসা, ঢাকা।

প্রকাশক : মুহাম্মদ এণ্ড ব্রাদার্স, বাসা নং ২১৭, ব্লক ত, মিরপুর ১২, ঢাকা।
প্রথম প্রকাশ : রবিউল আউয়াল ১৪৩৮ হিজরী, ডিসেম্বর ২০১৬ ঈ.
 কম্পোজ আল কাউসার কম্পিউটার্স
মূল্য : পাঁচশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র
মুদ্রণ : জননী প্রিন্টিং প্রেস ঢাকা

সূচীপত্র

বিষয় | পৃষ্ঠা

كِتَابُ الْأَحْكَامِ

আহ্কাম অধ্যায়

كِتَابُ التَّمَنِّي

আকাঙ্খা অধ্যায়

كِتَابُ أَخْبَارِ الآحَادِ

খবরে ওয়াহিদ অধ্যায়

كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى الْجَهْمِيَّةِ وَغَيْرِهِمُ التَّوْحِيدُ

জাহমিয়াদের মতের খন্ডন ও তাওহীদ প্রসঙ্গ অধ্যায়

সূচী সমাপ্ত

صلى الله عليه وسلم

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الْاَحْكَامِ

আহ্‌কাম অধ্যায়

اَىْ هٰذَا كِتَابٌ فِىْ بَيَانِ الْاَحْكَامِ

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

احكام শব্দটির হামযা বর্ণে যবর দিয়ে حكم এর বহুবচন। আর তা হলো اِسْنَادُ اَمْرٍ اِلٰى اٰخَرَ اِثْبَاتًا اَوْ نَفْيًا অর্থাৎ একটি জিনিষকে অন্য আরেকটি জিনিষের জন্য সাব্যস্ত করা কিংবা একটি জিনিষকে আরেকটি জিনিষের থেকে নফী করা।

وَفِىْ اِصْطِلَاحِ الْاُصُوْلِيِّيْنَ خِطَابُ اللهِ تَعَالٰى الْمُتَعَلِّقُ بِاَفْعَالِ الْمُكَلَّفِيْنَ بِالْاِقْتِضَاءِ اَوِ التَّخْيِيْرِ

অর্থাৎ উসূলবিদদের পরিভাষায় احكام বলা হয় আল্লাহ তাআলার ঐ সম্বোধনকে যা শরীয়তের আজ্ঞাবহ বান্দাদের ক্রিয়া কর্মের সাথে সম্পৃক্ত হয়, তাকাযার সাথে কিংবা স্বাধীনতার সাথে। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা আজ্ঞাবহ ব্যক্তিদেরকে কিছু পালন করার ও কিছু জিনিষ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেন, কিছু কিছু জিনিষে বান্দাদেরকে স্বাধীনতা দান করেন যে, বান্দা মন চাইলে করবে কিংবা মন না চাইলে করবে না।

بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالٰى وَ { اَطِيْعُوا اللهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ

৩৭৬৭. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী : তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর, আনুগত্য কর রাসূলের এবং তাদের যারা তোমাদের মধ্যে ক্ষমতার অধিকারী

আল্লামা কিরমানী রহ. বলেন যে,

لم يثبت لفظ: بَاب. إِلاَّ لأَبِي ذَر. وَلَا يُوجد فِي كثير من النّسخ. عمدة القاري شرح صحيح البخارى (٢٤ / ٢٢٠)

এখানে باب শব্দটি হযরত আবূ যর রহ. এর নুসখা ভিন্ন অন্য কোন নুসখায় উল্লেখ নেই।

الطاعة : এর অর্থ হলো নির্দেশ পালন করা অর্থাৎ যে জিনিষের নির্দেশ দেওয়া হবে তা পালন করা এবং যা থেকে নিষেধ করা হবে তা থেকে বিরত থাকা। আয়াতে কারীমায় اطيعوا শব্দটি আমরের (নির্দেশসূচক) সীগা. যার অর্থ হলো তোমরা অনুগত্য প্রদর্শন করো, তোমরা নির্দেশ পালন করো।

قَوْلُهٗ: اُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ :: اُولِى শব্দটি ذو এর বহুবচন। যা হালতে نصبى ও جرى তে اولى আর হালতে رفعى তে اولوا হয়ে থাকে।

اُولِى الْاَمْرِ দ্বারা কি উদ্দেশ্য : স্বয়ং ইমাম বুখারী রহ. ذوى الامر দ্বারা اولى الامر এর তাফসীর করেছেন। (বুখারী ২য় ৬৫৯ পৃ:) অর্থাৎ আমীরগণ, প্রশাসক বা বিচারকগণ। যেমন আল্লামা আইনী রহ. বলেন اولى الامر দ্বারা প্রশাসকগণ উদ্দেশ্য। হযরত হাসান রহ. বলেন اولى الامر দ্বারা উলামায়ে ক্বেরাম উদ্দেশ্য। হযরত মুজাহিদ রহ. বলেন সাহাবায়ে ক্বেরাম উদ্দেশ্য।

আর হযরত যায়েদ ইবনে আসলাম রহ. বলেন اولى الامر দ্বারা الولاة তথা দেশের রাজা বাদশাহগণ উদ্দেশ্য। পূর্বোক্ত অভিমতসমূহের সাথে পারস্পরিক কোন দ্বন্দ নেই। কেননা সবগুলোই উদ্দেশ্য হতে পারে। কারণ মুসলমানদের উপর দেশের শাসকগণের আনুগত্য প্রকাশ করা ওয়াজিব। এমনিভাবে সাহাবায়ে ক্বেরাম, মুফতিয়ানে ইজাম ও মুজতাহিদগণের আনুগত্য প্রদর্শন করাও ওয়াজিব তবে শর্ত হলো যে, শরীয়ত বিরোধী কোন নির্দেশ না হতে হবে। যেমন আল্লামা কাস্তাল্লানী রহ. বলেন যে, তিনি واطيعوا اولى الامر, বলেননি। ইহার

ইশারা করার জন্য যে, রাসূলের আনুগত্যের ব্যাপারে কোন স্বাধীনতা নেই, বরং আনুগত্য করতেই হবে। অত:পর আয়াতটি এর উপর দালালত করছে যে, আমীরগণের আনুগত্য প্রদর্শন করা ওয়াজিব। তবে শর্ত হলো যে, তাদের সত্যের উপর অটল থাকতে হবে। আর যদি তারা সত্যের বিরোধীতা করে, তাহলে তাদের অনুসরন করা যাবে না।

দলীল : রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِيْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللهَ، وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي»

সহজ তরজমা

৬৬৭১. আবদান রহ. ... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল, সে আল্লাহরই আনুগত্য করল। আর যে ব্যক্তি আমার নাফরমানী করল, সে আল্লাহরই নাফরমানী করল। এবং যে ব্যক্তি আমার (নির্বাচিত) আমীরের আনুগত্য করল, সে আমারই আনুগত্য করল। আর যে ব্যক্তি আমার (নির্বাচিত) আমীরের নাফরমানী করল সে আমারই নাফরমানী করল।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৫৭ পৃ: পূর্বে : ৪১৫ পৃ:।

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا، وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»

সহজ তরজমা

৬৬৭২. ইসমাঈল রহ .... আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাযি. থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : জেনে রেখো! তোমাদের প্রত্যেকেই একজন দায়িত্বশীল; আর তোমরা প্রত্যেকেই নিজ অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। অতএব ইমাম, যিনি জনগনের দায়িত্বশীল, তিনি তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবেন। পুরুষ গৃহকর্তা তার পরিবারের দায়িত্বশীল; সে তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। নারী তার স্বামীর পরিবার, সন্তান-সন্ততির উপর দায়িত্বশীল, সে এসব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। কোন ব্যক্তির দাস স্বীয় মালিকের সম্পদের দায়িত্বশীল; সে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। অতএব জেনে রাখ, প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ দায়িত্বাধীন বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল এভাবে যে, তরজমাতুল বাবের মর্মার্থ হলো ইমামগণের আনুগত্য করতে হবে এবং তাঁদের হক প্রতিষ্ঠা করা ওয়াজিব। আর এই হাদিসের মর্মার্থ হলো যে, প্রত্যেক আইম্মাসহ সকলেই স্বীয় দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। সুতরাং এতটুকুই তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল থাকার জন্য যথেষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৫৭ পৃ: পূর্বে : ১২২, ৩২৪, ৩৪৭, ৩৮৪, ৭৭৯, ৭৮৩ পৃ:। তাছাড়া মুসলিম শরীফ : ২য় খণ্ড ১২২ পৃ:।

তাশরীহ : কেউ কেউ বলেন এই عموم এর মধ্যে ঐ একক ব্যক্তিও অন্তর্ভূক্ত হবে যার স্ত্রী সন্তানাদি বা চাকর চাকরানি নেই। সুতরাং সেই একক ব্যক্তির উপরও প্রয়োগ হবে যে, সে তার অঙ্গ প্রতঙ্গের তত্ত্বাবধায়ক। ফলে সে পালনীয় বিষয়গুলো পালন করবে এবং নিষিদ্ধ বিষয়গুলো থেকে বিরত থাকবে, চাই তা কর্মে থেকে হোক বা কথায় থেকে হোক কিংবা বিশ্বাস থেকে হোক। সুতরাং সে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোর এবং অনুভূতির তত্ত্বাবধায়ক।

بَابٌ: اَلْأُمَرَاءُ مِنْ قُرَيْشٍ

৩৭৬৮. অনুচ্ছেদ : আমীর কুরাইশদের থেকে হবে

তাশরীহ : এখানে الامراء হলো মুবতাদা আর من قريش হলো তার খবর। অর্থাৎ الامراء كائنون من قريش (উমদা)

এই তরজমাতুল বাবটি হাদিসেরই একটি শব্দ। কিন্তু যেহেতু সেই হাদিসটি ইমাম বুখারী রহ. এর শর্তানুযায়ী হয়নি, তাই ইমাম বুখারী রহ. হাদিসটি আনেন নি। তবে ইমাম বুখারী রহ. স্বীয় অভ্যাসানুযায়ী তরজমাতুল বাবে ইশারা করে দিয়েছেন।

খেলাফত ও ইমামত এর জন্য
কুরাইশী হওয়া

পূর্ববর্তী ও পরবর্তী জমহুর উলামায়ে কেরামের অভিমত হলো যে, খেলাফত ও ইমামত এর জন্য কুরাইশী হওয়া শর্ত। হযরত আবু বকর রহ. এই হাদিস দ্বারা দলীল পেশ করে আনসার সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর দাবীকে প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছেন, যখন আনসার সাহাবায়ে কেরাম রাযি. বললেন যে, একজন আমীর হবেন আনসার থেকে আরেকজন আমীর হবেন কুরাইশ থেকে। সাইয়্যেদুনা হযরত আবু বকর রাযি. যখন বললেন যে, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন الائمة من قريش। তখন সকল সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর উপর ঐক্যমত পোষণ করেছেন। সুতরাং এর উপর যেন ইজমা হয়ে গেল যে, খেলাফতের জন্য কুরাইশ হওয়া শর্ত। ইমাম বুখারী রহ. এ ব্যাপারে দুটি হাদিস বর্ণনা করেছেন।

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، يُحَدِّثُ: أَنَّهُ بَلَغَ مُعَاوِيَةَ، وَهُوَ عِنْدَهُ فِي وَفْدٍ مِنْ قُرَيْشٍ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو، يُحَدِّثُ: أَنَّهُ سَيَكُونُ مَلِكٌ مِنْ قَحْطَانَ، فَغَضِبَ، فَقَامَ فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رِجَالًا مِنْكُمْ يُحَدِّثُونَ أَحَادِيثَ لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ، وَلَا تُؤْثَرُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأُولَئِكَ جُهَّالُكُمْ، فَإِيَّاكُمْ وَالْأَمَانِيَّ الَّتِي تُضِلُّ أَهْلَهَا، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ فِي قُرَيْشٍ، لَا يُعَادِيهِمْ أَحَدٌ إِلَّا كَبَّهُ اللهُ فِي النَّارِ عَلَى وَجْهِهِ، مَا أَقَامُوا الدِّينَ» تَابَعَهُ نُعَيْمٌ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ

সহজ তরজমা

৬৬৭৩. আবুল ইয়ামান রহ.... মুহাম্মদ ইবনে জুবায়র ইবনে মুতঈম রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেন যে, তারা কুরাইশের একটি প্রতিনিধি দলের সঙ্গে মুআবিয়া রাযি.-র নিকট ছিলেন। তখন মুআবিয়া রাযি.-এর নিকট সংবাদ পৌছল যে, আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর রাযি. বর্ণনা করেন যে, অচিরেই কাহতান গোত্র থেকে একজন বাদশাহ্ হবেন। এটা শুনে তিনি ক্ষুব্ধ হলেন এবং দাঁড়ালেন। এরপর তিনি আল্লাহ্ তা'আলার যথাযোগ্য প্রশংসা করলেন, তারপর তিনি বললেন, যা হোক! আমার নিকট এ মর্মে সংবাদ পৌছেছে যে, তোমাদের কতিপয় ব্যক্তি

এরূপ কথা বলে থাকে, যা আল্লাহর কিতাবে নেই এবং যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকেও বর্ণিত নেই। এরাই তোমাদের মাঝে সবচেয়ে অজ্ঞ। সুতরাং তোমরা এ সকল মনগড়া কথা থেকে-যা স্বয়ং বক্তাকেই পথভ্রষ্ট করে-সতর্ক থাক। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -কে বলতে শুনেছি যে, (খিলাফতের) এ বিষয়টি কুরাইশদের মধ্যেই থাকবে, যতদিন তারা দীনের উপর কায়েম থাকবে। যে কেউ তাদের সঙ্গে বিরোধিতা করে তবে আল্লাহ্ তা'আলা তাকেই অধোমুখে নিপতিত করবেন। নুআয়ম রহ...মুহাম্মদ ইবনে জুবায়র রহ সূত্রে শুআয়ব-এর অনুসরণ করেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের শেষাংশের মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৫৭ পৃঃ পূর্বে : ৪৯৭ পৃঃ।

তাশরীহ : বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারী ৭ম খণ্ড ৫৬৭ পৃঃ দেখুন।

• حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، سَمِعْتُ أَبِي، يَقُولُ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ يَزَالُ هَذَا الأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنْهُمُ اثْنَانِ»

সহজ তরজমা

৬৬৭৪. আহমাদ ইবনে ইউনুস রহ......... ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : (খিলাফতের) এই বিষয়টি সর্বদাই কুরাইশদের মধ্যেই থাকবে, যতদিন তাদের মধ্য থেকে দু'জন লোকও অবশিষ্ট থাকবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৫৭ পৃঃ পূর্বে : ৪৯৭ পৃঃ।

তাশরীহ : এই ইরশাদটি যদিও সংবাদমূলক কিন্তু আমরের অর্থে। অর্থাৎ গাইরে কুরাইশকে খলীফা বানানো জায়েয নেই যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁদের (কুরাইশদের) মাঝে এমন দুব্যক্তিও জীবিত থাকবেন যাদের মাঝে নবুওয়াতের ধাঁচে খেলাফত পরিচালনা করার যোগ্যতা রয়েছে।

بَابُ أَجْرِ مَنْ قَضَى بِالحِكْمَةِ

৩৭৬৯. অনুচ্ছেদ : হিকমাত (সঠিক জ্ঞান)-এর সাথে বিচার ফয়সালাকারীর প্রতিদান।

لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الفَاسِقُونَ} [المائدة ٤٧]

আল্লাহ তা'আলার বাণী : আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে যারা বিধান দেয় না তারা সত্যত্যাগী

حَدَّثَنَا شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لاَ حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا، فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الحَقِّ، وَآخَرُ آتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا"

সহজ তরজমা

৬৬৭৫. শিহাব ইবনে আব্বাদ রহ.... আবদুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, দু'ধরনের লোক ছাড়া অন্য কারো প্রতি ঈর্ষা করা যায় না। একজন হলো এমন ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ্ ধন-সম্পদ দান করেছেন এবং তাকে তা সৎপথে ব্যয় করার ক্ষমতা দিয়েছেন। অপরজন হল, যাকে আল্লাহ্ হিকমাত (সঠিক জ্ঞান) দান করেছেন, সে তার দ্বারা বিচার ফয়সালা করে এবং তা অপরকে শিক্ষা দেয়।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের اتاه الله حكمة فهويقضى بها এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৫৭ পৃ: পূর্বে : ১৭ (علم অধ্যায়) ১৮৯, (যাকাত অধ্যায়) সামনে : ১০৮৮ পৃ:।

বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারী ১ম খণ্ড ৪০১ পৃ: দেখুন।

بَابُ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِلْإِمَامِ مَا لَمْ تَكُنْ مَعْصِيَةً

৩৭৭০. অনুচ্ছেদ : ইমামের আনুগত্য ও মান্যতা, যতক্ষণ তা নাফরমানীর কাজ না হয়

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، وَإِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ»

সহজ তরজমা

৬৬৭৬. মুসাদ্দাদ রহ......আনাস্ ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : যদি তোমাদের উপর এরূপ কোন হাবশী দাসকেও শাসক নিযুক্ত করা হয়, যার মাথাটি কিশমিশের ন্যায় তবুও তার কথা শোন ও তার আনুগত্য কর।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৫৭ পৃ: ৯৬, ৯৪ পৃ: ইবনে মাজাহ শরীফ : ২১১ পৃ:।

তাশরীহ : এটা হলো উমারা ও উম্মালদের ক্ষেত্রে, খলীফাদের ক্ষেত্রে নয়। কেননা হাবশী খলীফা হতে পারে না কারণ রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন الائمة من قريش। অর্থাৎ খলীফাতুল মুসলীমিন যদি কোন গাযওয়া বা সারিয়ায় কোন হাবশী ব্যক্তিকে আমীর কিংবা হাকীম বানিয়ে দেন, তাহলে তার আনুগত্য প্রদর্শন করা উচিৎ। কিন্তু হাদিস শরীফের মর্মার্থ এটা নয় যে, হাবশী গোলাম খলীফা হবেন। কারণ হাবশী গোলাম খলীফা হতে পারেন না। কেননা খলীফা হওয়ার জন্য কুরাইশ হওয়া শর্ত। তাই কুরাইশ ব্যতীত অন্য কারো খেলাফত সহীহ নয়।

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنِ الجَعْدِ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَرْوِيهِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَكَرِهَهُ فَلْيَصْبِرْ، فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ يُفَارِقُ الجَمَاعَةَ شِبْرًا فَيَمُوتُ، إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً»

সহজ তরজমা

৬৬৭৭. সুলায়মান ইবনে হারব রহ ..... ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : যদি কেউ তার আমীর (ক্ষমতাসীন) থেকে এমন কিছু দেখে, যা সে অপছন্দ করে, তাহলে সে যেন ধৈর্যধারণ করে। কেননা, যে কেউ জামাআত থেকে এক বিঘত পরিমাণ দূরে সরে মরবে, তার মৃত্যু হবে জাহিলিয়্যাতের মৃত্যু।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের فَلْيَصْبِرْ........ الى اخره এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৫৭ পৃ: পূর্বে : ১০৪৫ পৃ:।

তাশরীহ : হাদিস শরীফ দ্বারা বুঝা গেল যে, খলীফাতুল মুসলিমীন, মুসলিম হাকেম এর দল ও আনুগত্য থেকে বের হওয়া জায়েয নেই। যেমন খারেজী সম্প্রদায় হযরত আলী রাযি. এর আনুগত্য থেকে বের হয়ে পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى المَرْءِ المُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

সহজ তরজমা

৬৬৭৮. মুসাদ্দাদ রহ. .... আবদুল্লাহ্ রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন: যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর নাফরমানীর নির্দেশ দেওয়া না হয়, ততক্ষণ পছন্দনীয় ও অপছন্দনীয় সব বিষয়ে প্রত্যেক মুসলমানের জন্য তার মান্যতা ও আনুগত্য করা কর্তব্য। যখন নাফরমানীর নির্দেশ দেওয়া হয়, তখন আর কোন মান্যতা ও আনুগত্য নেই।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৫৭ পৃ: পূর্বে : ৪১৫ পৃ: তাছাড়া মুসলিম শরীফ : মাগাযী অধ্যায়, আবু দাউদ শরীফ : জিহাদ অধ্যায়।

তাশরীহ : এর দ্বারা জানা গেল যে, বিশ্ব জাহানের সৃষ্টিকর্তা পরওয়ার দিগারের বিপরীত কারো নির্দেশ শ্রবণ এবং আমল করা উচিৎ নয়। তবে ইসলামের বাদশাহ হাকেম যতক্ষন পর্যন্ত কোন গোনাহের হুকুম না দিবে ততক্ষন পর্যন্ত তাদের কথা শোন এবং আনগত্য প্রদর্শন করা ওয়াজিব।

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ. حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عُبَيْدَةَ. عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ. عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً. وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ. وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ. فَغَضِبَ عَلَيْهِمْ. وَقَالَ: أَلَيْسَ قَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُطِيعُونِي؟ قَالُوا: بَلَى. قَالَ: قَدْ عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ لَمَا جَمَعْتُمْ حَطَبًا. وَأَوْقَدْتُمْ نَارًا. ثُمَّ دَخَلْتُمْ فِيهَا فَجَمَعُوا حَطَبًا. فَأَوْقَدُوا نَارًا. فَلَمَّا هَمُّوا بِالدُّخُولِ. فَقَامَ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ. قَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّمَا تَبِعْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِرَارًا مِنَ النَّارِ أَفَنَدْخُلُهَا؟ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذٰلِكَ. إِذْ خَمَدَتِ النَّارُ. وَسَكَنَ غَضَبُهُ. فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ: «لَوْ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا أَبَدًا. إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ»

সহজ তরজমা

৬৬৭৯. উমর ইবনে হাফস ইবনে গিয়াস রহ..... আলী রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি ক্ষুদ্র সৈন্যদল প্রেরণ করলেন এবং একজন আনসারী ব্যক্তিকে তাঁদের আমীর নিযুক্ত করে সেনাবাহিনীকে তার আনুগত্য করার নির্দেশ দিলেন। এরপর তিনি (আমীর) তাদের উপর ক্ষুদ্ধ হলেন এবং বললেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি তোমাদেরকে আমার আনুগত্য করার নির্দেশ দেননি? তাঁরা বললেন, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, আমি তোমাদের দৃঢ়ভাবে বলছি যে, তোমরা কাঠ সংগ্রহ করবে এবং তাতে আগুন প্রজ্বলিত করবে। এরপর তোমরা তাতে প্রবেশ করবে। তারা কাঠ সংগ্রহ করল এবং তাতে আগুন প্রজ্বলিত করল। এরপর যখন তারা প্রবেশ করতে ইচ্ছা করল, তখন একে অপরের দিকে তাকাতে লাগল। তাঁদের কেউ কেউ বলল, আগুন থেকে পরিত্রাণের জন্যই তো আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুসরণ করেছি। তাহলে কি আমরা (অবশেষে) আগুনেই প্রবেশ করব? তাঁদের এসব কথোপকথনের মাঝে হঠাৎ আগুন নিভে যায়। আর তাঁর (আমীরের) ক্রোধও অবদমিত হয়ে পড়ে। এ ঘটনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট বর্ণনা করা হলে তিনি বললেনঃ যদি তারা তাতে প্রবেশ করত, তাহলে কোন দিন আর এর থেকে বের হত না। জেনে রেখো! আনুগত্য কেবলমাত্র বিধিসঙ্গত কাজেই হয়ে থাকে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৫৭ - ১০৫৮ পৃঃ المغازى অধ্যায়, ৬২২ পৃঃ ১০৭৮ পৃঃ।

তাশরীহ : বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানার জন্য নাসরুল বারী ৮ম খণ্ড (কিতাবুল মাগাযী) ৪১৩ পৃঃ দেখুন।

بَابُ مَنْ لَمْ يَسْأَلِ الإِمَارَةَ أَعَانَهُ اللهُ عَلَيْهَا

৩৭৭১. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে নেতৃত্ব চায় না, তাকে আল্লাহ তা'আলা সাহায্য করেন

ফায়দা : আমাদের হিন্দুস্থানী নুসখায় مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللهَ الخ রয়েছে। কিন্তু বুখারী শরীফের নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যাগ্রন্থ যেমন উমদাতুল কারী, ফতহুল বারী, ইরশাদুস সারী, এবং কিরমানী এসব গ্রন্থে الله শব্দ উল্লেখ নেই। বরং শুধু لَمْ يَسْأَلِ الإِمَارَةَ উল্লেখ রয়েছে। আর এটাই নির্ভরযোগ্য।

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ، لاَ تَسْأَلِ الإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، وَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ»

সহজ তরজমা

৬৬৮০. হাজ্জাজ ইবনে মিনহাল রহ .... আবদুর রহমান ইবনে সামুরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : হে আবদুর রহমান ইবনে সামুরা! তুমি নেতৃত্বের সাওয়াল করো না। কারণ চাওয়ার পর যদি তোমাকে তা দেওয়া হয়, তবে তার দায়িত্ব তোমার উপরই বর্তাবে। আর যদি সাওয়াল ছাড়া তা তোমাকে দেওয়া হয় তবে এ ব্যাপারে তোমাকে সাহায্য করা হবে। আর কোন বিষয়ের কসম করার পর, তার বিপরীত দিকটিকে যদি তার চেয়ে কল্যাণকর মনে কর, তাহলে কসমের কাফ্ফারা আদায় করে দিও এবং কল্যাণকর কাজটি বাস্তবায়িত করো।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৫৮ পৃ: পূর্বে : ৯৮০, ৯৯৫ পৃ: ১০৮৫ পৃ:।

তাশরীহ : فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ. الخ : এই হুকুমটি হলো يمين منعقده এর যে, যদি কেউ কসম খায় যে, আমি অমুক কাজটি করব, অত:পর সে বুঝতে পারল যে ঐ কাজটি না করাই উত্তম, তখন তার কসম ভঙ্গ করে কাফফারা আদায় করা উচিৎ। আহনাফের মতে কসম ভঙ্গ করার পূর্বে কাফফারা আদায় করলে তা কাফফারা হিসেবে আদায় হবে না। কসম ভাঙ্গার পর পুনরায় কাফফারা দেওয়া ওয়াজিব হবে। তাই হাদিস শরীফে বর্ণিত وأت الذى هو خير, দ্বারা যেন কেউ ভুল না করে বসে। কেননা و, হরফে আতফ শুধু তারতীবের জন্য আসে না।

بَابُ مَنْ سَأَلَ الإِمَارَةَ وُكِلَ إِلَيْهَا

৩৭৭২. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি নেতৃত্ব চায়, তা তার উপরই ন্যস্ত করা হয়

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ الحَسَنِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ سَمُرَةَ لاَ تَسْأَلِ الإِمَارَةَ، فَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ»

সহজ তরজমা

৬৬৮১. আবূ মামার রহ.... আবদুর রহমান ইবনে সামুরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বলেছেন : হে আবদুর রহমান ইবনে সামুরা! নেতৃত্ব চেয়ে নিও না। কেননা, যদি চাওয়ার পর তুমি তা প্রদত্ত হও, তাহলে তার সকল দায়-দায়িত্ব তোমার উপরই অর্পিত হবে। আর যদি না চাওয়া সত্ত্বেও তুমি তা প্রদত্ত হও, তাহলে এ ব্যাপারে (আল্লাহর পক্ষ থেকে) সহযোগিতা করা হবে। আর কোন বিষয়ে কসম করার পর তার বিপরীত দিকটিকে যদি উত্তম বলে মনে কর, তাহলে উত্তম কাজটি করে ফেল আর তোমার কসমের কাফ্ফারা আদায় করে দিও।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল : এই হাদিসটি পূর্বোক্ত বাবের অধীনে বর্ণিত হাদিসের অন্য আরেকটি সনদ। উভয়টা একই হাদিস, তবে একই হাদিসের জন্য দুটি তরজমাতুল বাব স্থাপন করা হয়েছে রাবীগণের ভিন্নতার কারণে এবং দুটি শর্তের উপর বিভক্ত হওয়ার কারণে। সুতরাং তিনি প্রতি শর্তের জন্য একটি করে শিরোনাম নির্বাচন করেছেন।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৮৫ পৃ: পূর্বে : ৯৮০, ৯৯৫ পৃ:।

তাশরীহ : পূর্বোক্ত হাদিসের তাশরীহ দেখুন।

بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الحِرْصِ عَلَى الإِمَارَةِ

৩৭৭৩. অনুচ্ছেদ : নেতৃত্বের লোভ অপছন্দনীয়

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الإِمَارَةِ، وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ القِيَامَةِ، فَنِعْمَ المُرْضِعَةُ وَبِئْسَتِ الفَاطِمَةُ»، وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ حُمْرَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الحَكَمِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَوْلَهُ

সহজ তরজমা

৬৬৮২. আহমাদ ইবনে ইউনুস রহ. ...... আবূ হুরায়রা রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন : তোমরা নিশ্চয়ই নেতৃত্বের লোভ পোষণ কর, অথচ কিয়ামতের দিন তা লজ্জার কারণ হবে। কত উত্তম দুগ্ধদায়িনী এবং কত মন্দ দুগ্ধ পানে বাধাদানকারিণী (এটা) (অর্থাৎ এর প্রথম দিক দুগ্ধদানের ন্যায় তৃপ্তিকর, আর পরিণাম দুধ ছাড়ানোর ন্যায় যন্ত্রণাদায়ক)।

মুহাম্মদ ইবনে বাশ্শার.....আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে এ হাদীসটি আবু হুরায়রা রাযি.-র ভাষ্য হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৫৮ পৃ: তাছাড়া নাসাঈ শরীফ : البيعة والسير والقضاء অধ্যায়।

তাশরীহ : وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ . يعنى لمن لم يعمل فيها بما ينبغى এর মতলব হলো এই যে, যদি কেউ রাজত্ব, নেতৃত্বে সফলকাম হওয়া সত্ত্বেও স্বজনপ্রীতি ও ঘুষ থেকে বেঁচে থেকে ন্যায়-ইনসাফের সাথে কর্ম-সম্পাদন করে আর এটা বড়ই মুশকিল- তাহলে অবশ্যই সে আখেরাতের আযাব থেকে মুক্ত থাকবে। এই জন্য বুদ্ধিজীবিগণ ও জ্ঞানী পরহেজগারগণ সদা সর্বদা নেতৃত্ব সরদারী থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করেছেন। যেমন বিশ্বব্যাপী সবচেয়ে বড় মুজতাহিদ ফেরেস্তার মত মানুষ ইমাম আবু হানিফা রহ. কারাবরণ করেছেন কিন্তু নেতৃত্ব কাজীর পদ গ্রহণ করেননি। তিনি ছাড়াও অনেক বুযুর্গের এমন ঘটনা রয়েছে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ العَلَاءِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَرَجُلَانِ مِنْ قَوْمِي، فَقَالَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ: أَمِّرْنَا يَا رَسُولَ اللهِ، وَقَالَ الآخَرُ مِثْلَهُ، فَقَالَ: «إِنَّا لَا نُوَلِّي هٰذَا مَنْ سَأَلَهُ، وَلَا مَنْ حَرَصَ عَلَيْهِ»

সহজ তরজমা

৬৬৮৩. মুহাম্মদ ইবনে আলা রহ. ...... আবূ মূসা রাযি. থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে, আমি ও আমার গোত্রের দু'ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট গমন করলাম। সে দু'জনের একজন বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাকে (কোন বিষয়ে) আমীর নিযুক্ত করুন। অপরজনও অনুরূপ কথা বলল। তখন তিনি বললেন : যারা নেতৃত্ব চায় এবং এর লোভ পোষণ করে, আমরা তাদেরকে এ পদে নিয়োগ করি না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল হাদীসের শেষাংশে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৫৮ পৃ: ৩০১,১০২৩

بَابُ مَنِ اسْتُرْعِيَ رَعِيَّةً فَلَمْ يَنْصَحْ

অনুচ্ছেদ : জনগণের নেতৃত্ব লাভের পর তাদের কল্যাণ কামনা না করা

তাহকীক : اسْتُرْعِيَ এই শব্দটি মাজহুল. فَلَمْ يَنْصَحْ . অর্থাৎ প্রজা নাগরিকদের কল্যাণ কামনা করেনি। যেমন প্রজাদের দ্বীনি সংশোধনের প্রতি মনোনিবেশ করেনি অর্থাৎ তাদের জায়েয ও প্রয়োজনীয় হক সমূহ আদায়ে ত্রুটি করেছে এবং জুলুম অন্যায় করেছে।

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَشْهَبِ، عَنِ الحَسَنِ، أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ زِيَادٍ، عَادَ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، فَقَالَ لَهُ مَعْقِلٌ إِنِّي مُحَدِّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَا مِنْ عَبْدٍ اسْتَرْعَاهُ اللهُ رَعِيَّةً، فَلَمْ يَحُطْهَا بِنَصِيحَةٍ، إِلَّا لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الجَنَّةِ»

সহজ তরজমা

৬৬৮৪. আবূ নুআয়ম রহ.....হাসান বসরী রহ থেকে বর্ণিত যে, উবায়দুল্লাহ্ ইবনে যিয়াদ রহ মাকিল ইবনে ইয়াসারের মৃত্যুশয্যায় তাকে দেখতে গেলেন। তখন মাকিল রাযি. তাকে বললেন, আমি তোমাকে এমন একটি হাদীস বর্ণনা করছি যা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনেছি। আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনেছি, যে, কোন বান্দাকে যদি আল্লাহ্ তা'আলা জনগণের নেতৃত্ব প্রদান করেন, আর সে কল্যাণকামিতার সাথে তাদের তত্ত্বাবধান না করে, তাহলে সে বেহেশতের ঘ্রাণও পাবে না।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ্

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৫৮ পৃ: সামনে : ১০৫৮ পৃ: মুসলিম শরীফ : الايمان অধ্যায়।

তাশরীহ : কোন কোন রেওয়ায়াতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তাআলা তার উপর জান্নাতকে হারাম করে দিবেন। তাবারানীর বর্ণনায় রয়েছে যে, কিয়ামতের দিন জান্নাতের সুঘ্রাণ সত্তর (৭০) বছরের দূরত্ব থেকে অনুভব হবে।

সন্দেহের নিরসন : (১) হাদিসটি হালাল মনে করার উপর প্রয়োগ হবে, (২) ভয় ধমকির উপর প্রয়োগ হবে।

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا حُسَيْنٌ الجُعْفِيُّ، قَالَ: زَائِدَةُ ذَكَرَهُ: عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الحَسَنِ، قَالَ: أَتَيْنَا مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ نَعُودُهُ، فَدَخَلَ عَلَيْنَا عُبَيْدُ اللهِ، فَقَالَ لَهُ مَعْقِلٌ: أُحَدِّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «مَا مِنْ وَالٍ يَلِي رَعِيَّةً مِنَ المُسْلِمِينَ، فَيَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لَهُمْ، إِلَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الجَنَّةَ»

সহজ তরজমা

৬৬৮৫. ইসহাক ইবনে মানসুর রহ. .... হাসান বসরূ রহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা মাকিল ইবনে ইয়াসারের কাছে তার শুশ্রুষায় আসলাম। এ সময় উবায়দুল্লাহ্ প্রবেশ করল। তখন মাকিল রাযি. বললেন, আমি তোমাকে এমন একটি হাদিস বর্ণনা করে শোনাব, যা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনেছি। তিনি বলেন, যদি কোন দায়িত্বশীল ব্যক্তি মুসলিম জনগণের দায়িত্ব লাভ করল এবং তার মৃত্যু হল এ অবস্থায় যে, সে ছিল খিয়ানতকারী, তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেবেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল এভাবে যে, এই হাদিসটি পূর্বোক্ত হাদিসের আরেকটি সনদ।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৫৮ - ১০৫৯ পৃঃ পূর্বে : ১০৫৮ পৃঃ।

তাশরীহ : প্রশ্ন ও উত্তর অতিবাহিত হয়েছে।

১. নেককার মুত্তাকীদের সাথে প্রথমবারে জান্নাতে প্রবেশ করা তার উপর হারাম।

২. ভয় ধমকি এবং ভর্ৎসনার উপর প্রয়োগ হবে,

৩. কিংবা হালাল মনে করার উপর প্রয়োগ হবে।

এই হাদিসে জালেম হাকিমগণ এবং জালেম নেতৃবৃন্দের উপর কঠোর ভয়ের কথা বর্ণনা রয়েছে।

بَابٌ مَنْ شَاقَّ شَقَّ اللهُ عَلَيْهِ

৩৭৭৫. অনুচ্ছেদ : যে কঠোর ব্যবহার করবে আল্লাহও তার প্রতি কঠোর ব্যবহার করবেন

এই বাবটি তানভীনসহ। অর্থাৎ هٰذَا بَابٌ فِي بَيَانِ مَنْ شَاقَّ عَلَى النَّاسِ شَقَّ اللهُ عَلَيْهِ কেননা জাযা আমলেরই جنس

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ طَرِيفٍ أَبِي تَمِيمَةَ، قَالَ: شَهِدْتُ صَفْوَانَ وَجُنْدَبًا وَأَصْحَابَهُ وَهُوَ يُوصِيهِمْ، فَقَالُوا: هَلْ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: "مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللهُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قَالَ: وَمَنْ يُشَاقِقْ يَشْقُقِ اللهُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ". فَقَالُوا: أَوْصِنَا، فَقَالَ: إِنَّ أَوَّلَ مَا يُنْتِنُ مِنَ الْإِنْسَانِ بَطْنُهُ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يَأْكُلَ إِلَّا طَيِّبًا فَلْيَفْعَلْ، وَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يُحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ بِمِلْءِ كَفِّهِ مِنْ دَمٍ أَهْرَاقَهُ فَلْيَفْعَلْ. قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ: "مَنْ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُنْدَبٌ، قَالَ: نَعَمْ جُنْدَبٌ"

সহজ তরজমা

৬৬৮৬. ইসহাক ওয়াসেতী রহ. ..... তারীফ আবূ তামীমা রহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাফওয়ান রাযি., জুনদাব রাযি. ও তাঁর সাথীদের কাছে ছিলাম। তখন তিনি তাদের উপদেশ দিচ্ছিলেন। তারা জিজ্ঞাসা করল, আপনি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে কোন কথা শুনেছেন? উত্তরে তিনি বললেন, আমি তাঁকে বলতে শুনেছি যে, যারা মানুষকে শোনাবার জন্য কোন কাজ করে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তার এ কথা শুনিয়ে দেবেন। আর যারা অন্যের প্রতি কঠোর ব্যবহার করে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা তার প্রতি কঠোর ব্যবহার করবেন। তাঁরা পুনরায় বলল, আমাদেরকে কিছু উপদেশ দিন। তিনি বললেন, মানুষের দেহের যে অংশ প্রথম দুর্গন্ধময় হবে, তা হল তার পেট। সুতরাং যে ব্যক্তি সামর্থ্য রাখে যে, একমাত্র পবিত্র (হালাল) খাদ্য ছাড়া আর কিছু সে আহার করবে না, সে যেন তাই করতে চেষ্টা করে। আর যে বক্তি সামর্থ্য রাখে যে, এক আঁজলা পরিমাণ রক্তপাত ঘটিয়ে তার ও জান্নাতের মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে না, সে যেন অবশ্যই তা করে। (ইমাম বুখারী রহ-এর ছাত্র ফেরাবরী) বলেন, আমি আবূ আবদুল্লাহ্ রাযি. (ইমাম বুখারী)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে আমি শুনেছি-এ কথা কি জুনদাব বলেছিলেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, জুনদাবই।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হদিসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৫৯ পৃঃ এই হাদিসের শুধু একটি অংশ অন্য সনদে ৯৬২ পৃঃ অতিবাহিত হয়েছে।

তাশরীহ : এই হাদিস দ্বারা জানা গেল যে, যেসকল আমল ও ইবাদাত লৌকিকতার সাথে সম্পাদিত হবে তা সাওয়ারের পরিবর্তে শাস্তির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। কেননা আমাল ও ইবাদাতে গোপনীয়তা উদ্দেশ্য, তবে যে সকল আমাল প্রকাশ্যে করা জরুরী, তা প্রকাশ্যই আদায় করতে হবে, যেমন ফরজ নামাযের জামাআত ইত্যাদি।

بَابُ الْقَضَاءِ وَالْفُتْيَا فِي الطَّرِيقِ

৩৭৭৬. অনুচ্ছেদ : রাস্তায় দাঁড়িয়ে বিচার করা, কিংবা ফাতওয়া দেওয়া

وَقَضَى يَحْيَى بْنُ يَعْمَرَ فِي الطَّرِيقِ وَقَضَى الشَّعْبِيُّ عَلَى بَابِ دَارِهِ

অনুচ্ছেদ : ইয়াহইয়া ইবনে ইয়ামার রহ. রাস্তায় বিচার কার্য করেছেন। শাবী রহ. তাঁর ঘরের দরজায় বিচার কার্য করেছেন

উদ্দেশ্য : ইমাম বুখারী রহ. এর একথা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য যে, ফতোয়া, কিংবা ফয়সালা তথা বিচার সম্পাদনের জন্য নির্দিষ্ট কোন স্থান যেমন কোর্ট কাছারী, মসজিদ হওয়া শর্ত নয়।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الجَعْدِ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا وَالنَّبِيُّ ﷺ خَارِجَانِ مِنَ المَسْجِدِ، فَلَقِيَنَا رَجُلٌ عِنْدَ سُدَّةِ المَسْجِدِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟» . فَكَأَنَّ الرَّجُلَ اسْتَكَانَ، ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا أَعْدَدْتُ لَهَا كَبِيرَ صِيَامٍ، وَلَا صَلَاةٍ، وَلَا صَدَقَةٍ، وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ، قَالَ: «أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ»

সহজ তরজমা

৬৬৮৭. উসমান ইবনে আবূ শায়বা রহ. ..... আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উভয়ে মসজিদ থেকে বের হচ্ছিলাম। এমন সময় একজন লোক মসজিদের আঙ্গিনায় আমাদের সাথে সাক্ষাত করে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কিয়ামত কখন হবে? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: তুমি তার জন্য কি প্রস্তুতি গ্রহণ করেছ? এতে লোকটি যেন কিছুটা লজ্জিত হল। তারপর বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! রোযা, নামায, সাদাকা খুব একটা তার জন্য করতে পারিনি। তবে আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসি। তিনি বললেন : তুমি যাকে ভালবাস (কিয়ামতের) তার সাথেই থাকবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল عِنْدَ سُدَّةِ المَسْجِدِ এ অংশটুকুর মাধ্যমে রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৫৯ পৃ: পূর্বে : ৫২১, ৯১১ পৃ:।

بَابُ مَا ذُكِرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَوَّابٌ

৩৭৭৭. অনুচ্ছেদ : উল্লেখ আছে যে, নবী ﷺ এর কোন দারোয়ান ছিল না

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ البُنَانِيُّ، قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ لِامْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ: تَعْرِفِينَ فُلَانَةَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهَا وَهِيَ تَبْكِي عِنْدَ قَبْرٍ، فَقَالَ: «اتَّقِي اللهَ، وَاصْبِرِي» ، فَقَالَتْ: إِلَيْكَ عَنِّي، فَإِنَّكَ خِلْوٌ مِنْ مُصِيبَتِي، قَالَ: فَجَاوَزَهَا وَمَضَى، فَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ فَقَالَ: مَا قَالَ لَكِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ: مَا عَرَفْتُهُ؟ قَالَ: إِنَّهُ لَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَجَاءَتْ إِلَى بَابِهِ فَلَمْ تَجِدْ عَلَيْهِ بَوَّابًا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَاللهِ مَا عَرَفْتُكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الصَّبْرَ عِنْدَ أَوَّلِ صَدْمَةٍ»

সহজ তরজমা

৬৬৮৮. ইসহাক্ ইবনে মানসূর রহ. ..... সাবিত বুনানী রহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনে মালিক রাযি.-কে তাঁর পরিবারের একজন মহিলাকে এ মর্মে বলতে শুনেছি যে, তুমি কি অমুক মহিলাকে চেন? সে বলল, হ্যাঁ। আনাস রাযি. বললেন, একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। সে তখন একটি কবরের পাশে কাঁদছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন : আল্লাহকে ভয় কর এবং ধৈর্য ধারণ কর। তখন সে বলল, আমার কাছ থেকে সরে যাও, কেননা, তুমি আমার মুসীবত থেকে মুক্ত। আনাস রাযি. বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে অতিক্রম করে চলে গেলেন। এ সময় অপর লোক তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। সে তাকে জিজ্ঞাসা করল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাকে কি বললেন। স্ত্রীলোকটি বলল, আমি তো তাঁকে চিনতে পারিনি। লোকটি বলল, ইনিই তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- রাবী বলেন, এর পর সে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরজায় আসল। তবে দরজায় কোন দারোয়ান দেখতে পেল না। তখন সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহর শপথ! আমি আপনাকে চিনতে পারিনি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : প্রথম আঘাতেই ধৈর্য ধারণ করতে হয়।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের فَجَاءَتْ إِلَى بَابِهِ فَلَمْ تَجِدْ عَلَيْهِ بَوَّابًا এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৫৯ পৃ: পূর্বে : ১৬৭, ১৭১, ১৭৪ পৃ:।

তাশরীহ : ইমাম বুখারী রহ. এর একথা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য যে, যে সবরের উপর রহমতের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে, তা হলো ঐ সবর যা কোন ব্যথা বা আঘাতের প্রথম দিকে করা হয়, অন্যথায় আস্তে আস্তে তো সবর (ধৈর্য্য) এসেই যায়।

بَابُ الحَاكِمِ يَحْكُمُ بِالقَتْلِ عَلَى مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ، دُونَ الإِمَامِ الَّذِي فَوْقَهُ

৩৭৭৮. অনুচ্ছেদ : বিচারক উপরস্থ শাসনকর্তার বিনা অনুমতিতেই হত্যাযোগ্য আসামীকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করতে পারেন

তাশরীহ : শহরের বিচারক যেমন হাইকোর্ট বা সুপ্রিমকোর্টের বিচারকের হদ ও কিসাস গ্রহণের অধিকার রয়েছে। তাই তাদের জন্য হদ বা কিসাস গ্রহণে তাদের দেশের বাদশাহের অনুমতি নেওয়া জরুরী নয়। তবে গ্রামের ছোট ছোট কর্মকর্তা যেমন থানার পুলিশ অফিসার, দারোগা তাদের জন্য হদ কিংবা কিসাস কার্যকর করার অধিকার নেই। মোটকথা কিসাসের ফয়সালা সর্বোচ্চ বিচারকের সাথে খাস না, বরং তাদের অধীনে অন্যান্য বিচারকগণেরও এর অধিকার রয়েছে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الذُّهْلِيُّ، حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ ثُمَامَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «إِنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ كَانَ يَكُونُ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَنْزِلَةِ صَاحِبِ الشُّرَطِ مِنَ الأَمِيرِ»

সহজ তরজমা

৬৬৮৯. মুহাম্মদ ইবনে খালিদ যুহলী রহ.... আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত যে, কায়স ইবনে সা'দ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সামনে এরূপ থাকতেন যেরূপ আমীরের (রাষ্ট্রপ্রধানের) সামনে পুলিশ প্রধান থাকেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের অর্থগত মিল রয়েছে। কেননা কায়স ইবনে সা'দ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সামনে অফিসারের ভূমিকায় ছিলেন এবং তিনি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নির্দেশাবলী কার্যকর করতেন। আর এটাই তরজমাতুল বাবের মর্মার্থ।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৫৯ পৃ:।

তাশরীহ: صاحب الشرط এর মধ্যে الشرط শব্দের শীণ বর্ণে পেশ ও রা বর্ণে যবর দিয়ে। এটি شرطة এর বহুবচন। অর্থ আলামত। আর صاحب الشرط দ্বারা সেনাবাহিনীর অফিসার উদ্দেশ্য।

হাদিস শরীফের মর্মার্থ এমনটা নয় যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যামানায়ও পুলিশ অফিসার ছিল। কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে এই পদবীর অস্তিত্ব ছিলো না। বনী উমায়্যার শাসনামলে এই পদবীর সূচনা হয়েছে। তাই হযরত আনাস রাযি. صاحب الشرط ছিলেন না বরং তাঁকে صاحب الشرط এর স্থলাভিষিক্ত বলা হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى هُوَ القَطَّانُ، عَنْ قُرَّةَ بْنِ خَالِدٍ، حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ هِلاَلٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ وَأَتْبَعَهُ بِمُعَاذٍ»

সহজ তরজমা

৬৬৯০. মুসাদ্দাদ রহ. ..... আবূ মূসা রাযি. থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে (গভর্নর করে) পাঠালেন এবং তার পশ্চাতে মু'আয রাযি. কেও পাঠালেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল এভাবে যে, এই হাদিসটি পূর্বোক্ত كتاب استتابة المرتدين এর অধীনে বর্ণিত দীর্ঘ এক হাদিসের টুকরো। আর এটি পূর্বোক্ত দীর্ঘ হাদিসের হুবহু সনদেই রয়েছে। পৃ: ১০২৩।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০২৩ পৃ:।

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا مَحْبُوبُ بْنُ الحَسَنِ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى: أَنَّ رَجُلاً أَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ، فَأَتَى مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَهُوَ عِنْدَ أَبِي مُوسَى فَقَالَ: مَا لِهَذَا؟ قَالَ: أَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ، قَالَ: «لاَ أَجْلِسُ حَتَّى أَقْتُلَهُ، قَضَاءُ اللهِ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

সহজ তরজমা

৬৬৯১. (অন্য সনদে পরবর্তী অংশটুকু) আবদুল্লাহ ইবনে সাব্বাহ্ রহ. ..... আবু মূসা রাযি. থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করার পর পুনরায় ইয়াহুদী ধর্ম অবলম্বন করে। তার কাছে মু'আয ইবনে যাবাল রাযি. এলেন। তখন সে লোকটি আবূ মূসা রাযি.-এর কাছে ছিল। তিনি 'মু'আয রাযি. কে জিজ্ঞাসা করলেন, এর কি হয়েছে? তিনি বললেন, ইসলাম গ্রহণ করেছিল। অত:পর ইহুদী হয়ে গেছে। মু'আয রাযি. বললেন, একে হত্যা না করে আমি বসব না। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিধান (এটাই)।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে পূর্বোক্ত হাদিসের যে মিল এই হাদিসেরও সেই একই মিল।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৫৯ পৃ: পূর্বে : ১০৫৯ পৃ:।

তাশরীহ : বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানার জন্য নাসরুল বারী ৮ম খণ্ড ৪১৪ পৃ: দেখুন।

بَابٌ: هَلْ يَقْضِي الْقَاضِي أَوْ يُفْتِي وَهُوَ غَضْبَانُ

৩৭৭৯. অনুচ্ছেদ : রাগের অবস্থায় বিচারক বিচার করতে এবং মুফতী ফাতওয়া দিতে পারেন কি

তাশরীহ : হাদিসের মধ্যেই এর জবাব পাওয়া যাবে যে, ক্রোধের অবস্থায় কোন বিষয়ের ফয়সালা করা উচিৎ নয়।

حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ، سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: كَتَبَ أَبُو بَكْرَةَ إِلَى ابْنِهِ، وَكَانَ بِسِجِسْتَانَ، بِأَنْ لاَ تَقْضِيَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانُ، فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لاَ يَقْضِيَنَّ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ»

সহজ তরজমা

৬৬৯২. আদম রহ... আবদুর রহমান ইবনে আবূ বাকরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আবূ বাকরা রাযি. তাঁর ছেলেকে লিখে পাঠালেন-সে সময় তিনি সিজিস্তানে অবস্থানরত ছিলেন-যে, তুমি রাগের অবস্থায় বিবাদমান দু'ব্যক্তির মাঝে ফায়সালা করো না। কেননা, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি যে, কোন বিচারক রাগের অবস্থায় দু'জনের মধ্যে বিচার করবে না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৬০ পৃ:, মুসলিম শরীফ : الاحكام অধ্যায়, আবু দাউদ শরীফ القضاء অধ্যায়, তিরমিযি শরীফ : الاحكام অধ্যায়, নাসাঈ শরীফ : القضايا অধ্যায়।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي وَاللهِ لَأَتَأَخَّرُ عَنْ صَلاَةِ الْغَدَاةِ مِنْ أَجْلِ فُلاَنٍ، مِمَّا يُطِيلُ بِنَا فِيهَا، قَالَ: فَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ قَطُّ أَشَدَّ غَضَبًا فِي مَوْعِظَةٍ مِنْهُ يَوْمَئِذٍ، ثُمَّ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ فَأَيُّكُمْ مَا صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيُوجِزْ فَإِنَّ فِيهِمُ الْكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ

সহজ তরজমা

৬৬৯৩. মুহাম্মদ ইবনে মুকাতিল রহ. ..... আবূ মাসউদ আনসারী রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আল্লাহর শপথ! আমি অমুক ব্যক্তির কারণে ফজরের জামাতে উপস্থিত হই না। কেননা, তিনি আমাদেরকে নিয়ে দীর্ঘ নামায আদায় করেন। আবূ মাসউদ রাযি. বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে কোন ওয়াযে সে দিনের মত অধিক রাগান্বিত হতে আর দেখিনি। এরপর তিনি বললেন : হে লোক সকল! তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ বিতৃষ্ণার উদ্রেককারী রয়েছে। অতএব তোমাদের মধ্যে যে কেউ লোকদেরকে নিয়ে নামায আদায় করবে, সে যেন সংক্ষিপ্ত করে। কেননা, তাদের মধ্যে রয়েছে বয়স্ক, দুর্বল ও কর্মব্যস্ত লোকেরা।

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৬০ পৃ: পূর্বে : ১৯, ৯৭, ৯৮, ৯০২ পৃ:।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ الْكَرْمَانِيُّ، حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ الزُّهْرِيُّ، أَخْبَرَنِي سَالِمٌ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: «لِيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا»

সহজ তরজমা

৬৬৯৪. মুহাম্মদ ইবনে আবূ ইয়াকূব কারমানী রহ. ..... আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর স্ত্রীকে ঋতুবর্তী অবস্থায় তালাক দিয়েছিলেন। উমর রাযি. এ ঘটনা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে বর্ণনা করেন। এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাগান্বিত হন। এরপর তিনি বলেন : সে যেন তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনে এবং তাকে আটকিয়ে রাখে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে পবিত্র হয়ে পুনরায় ঋতুবর্তী না হয় এবং পুনরায় পবিত্র না হয়। এরপরও যদি তার তালাক দেওয়ার প্রয়োজন হয়, তাহলে যেন তখন (পবিত্রাবস্থায়) তালাক দেয়। আবূ আবদুল্লাহ (বুখারী) রাযি. বলেন, যুহরী-ই মুহাম্মদ।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৬০ পৃঃ (তাফসীর অধ্যায়) ২৭৯, ৭৯০, ৮০৩ পৃঃ।

তাশরীহ : তালাক সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা, মাসআলা জানার জন্য নাসরুল বারী ৯ম খণ্ড ৬৯১ পৃঃ দেখুন।

بَابُ مَنْ رَأَى لِلْقَاضِي أَنْ يَحْكُمَ بِعِلْمِهِ فِي أَمْرِ النَّاسِ، إِذَا لَمْ يَخَفِ الظُّنُونَ وَالتُّهَمَةَ

৩৭৮০. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি মনে করে যে, বিচারকের জন্য তার জ্ঞানের ভিত্তিতে লোকদের ব্যাপারে বিচার ফায়সালা করার অধিকার রয়েছে। যদি জনগণের কুধারণা ও অপবাদের ভয় তার না থাকে

"كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِهِنْدٍ: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ» وَذَلِكَ إِذَا كَانَ أَمْرًا مَشْهُورًا

যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিন্দা বিনতে উতবাকে বলেছিলেন, তুমি তোমার (স্বামী আবূ সুফিয়ানের সম্পদ থেকে) এতটুকু পরিমাণ গ্রহণ কর, যতটুকু তোমার ও তোমার সন্তানের জন্য যথেষ্ট হবে ন্যায়সঙ্গতভাবে। আর এটা হবে তখন, যখন বিষয়টি খুবই প্রসিদ্ধ।

মুসান্নিফ রহ. এর দ্বারা ইমাম আবু হানিফা রহ. এর বক্তব্যের দিকে ইশারা করেছেন যে, কাজীর জন্য মানুষের হকের ক্ষেত্রে স্বীয় ইলম দ্বারা ফয়সালা করা জায়েয, কিন্তু কাজী আল্লাহ তাআলার হকের ক্ষেত্রে স্বীয় ইলম দ্বারা ফয়সালা করতে পারবে না, যেমন হদ।

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ جَاءَتْ هِنْدٌ بِنْتُ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ وَاللهِ مَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ يَذِلُّوا مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ وَمَا أَصْبَحَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ يَعِزُّوا مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ ثُمَّ قَالَتْ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مِسِّيكٌ فَهَلْ عَلَيَّ مِنْ حَرَجٍ أَنْ أُطْعِمَ مِنَ الَّذِي لَهُ عِيَالَنَا؟ قَالَ لَهَا: لاَ حَرَجَ عَلَيْكِ أَنْ تُطْعِمِيهِمْ مِنْ مَعْرُوفٍ

সহজ তরজমা

৬৬৯৫. আবুল ইয়ামান......আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হিন্দা বিনতে উতবা রাযি. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহর কসম! যমীনের বুকে এমন কোন পরিবার ছিল না, আপনার পরিবারের চেয়ে যার লাঞ্চনা ও অবমাননা আমার নিকট বেশি প্রিয় ও পছন্দনীয় ছিল। কিন্তু আজ আমার নিকট এরূপ হয়েছে যে, এমন কোন পরিবার যমীনের বুকে নেই, যে পরিবার আপনার পরিবারের চাইতে বেশি উত্তম ও সম্মানিত। তারপর হিন্দা রাযি. বলল, আবূ সুফিয়ান রাযি. একজন ভীষণ কৃপণ লোক। কাজেই আমি আমাদের সন্তানদেরকে তার সম্পদ থেকে খাওয়াই, আমার জন্য এটা দোষের হবে কি? নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন : না, তোমার জন্য তাদেরকে খাওয়ানো কোন দোষের হবে না, যদি তা ন্যায়সঙ্গতভাবে হয়।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের শেষাংশের মাধ্যমে মিল হয়েছে। কেননা হাদিসে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইলম অনুযায়ী ফয়সালা রয়েছে, যেমনটা আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৬০ পৃ: পূর্বে : ২৯৪, ৩৩২, ৫৩৯, ৮০৭, ৮০৮, ৯৮২ পৃ: সামনে : ১০৬৪ পৃ:।

তাশরীহ : কাজী সাহেবের জন্য দলীল প্রমাণ ও শপথ ব্যতিত স্বীয় ইলম অনুযায়ী কোন বিষয়ের ফয়সালা করা জায়েয কি না ?

এ মাসআলাটি মতবিরোধপূর্ণ। যেমন আল্লামা আইনী রহ. বলেন, এ ব্যপারে উলামায়ে কেরামের অনেক উক্তি রয়েছে, ইমাম শাফী রহ. বলেন কাজীর জন্য এমনটা মানুষের হকের ক্ষেত্রে জায়েয চাই সে বিষয়টা ফয়সালার পূর্বে জানুক বা পরে জানুক। আবু ছাওর রহ. তিনিও অনুরূপ মন্তব্য পেশ করেছেন।

ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেন মানুষের হক সংক্রান্ত বিষয়টি ফয়সালার পূর্বে জানা থাকলে স্বীয় ইলম অনুযায়ী ফয়সালা দেওয়া জায়েয নয়। এর ব্যতিক্রম ঘটলে স্বীয় ইলম অনুযায়ী ফয়সালা দেওয়া জায়েয। ইমাম আবু ইউসূফ ও ইমাম মোহাম্মদ রহ. এর মতে ফয়সালা করার পূর্বে জানলেও স্বীয় ইলম অনুযায়ী ফয়সালা দেওয়া জায়েয। কাজি শুরাইহ, শাবী, ও ইমাম মালেক রহ. এর প্রসিদ্ধ উক্তি এবং ইমাম আহমাদ, ইসহাক, আবু উবাইদ সহ অন্যান্য ইমামগণের মতে কাজী সাহেবের কোনক্রমেই নিজের ইলম অনুযায়ী ফয়সালা দেওয়া জায়েয নয়।

بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الخَطِّ المَخْتُومِ، وَمَا يَجُوزُ مِنْ ذٰلِكَ وَمَا يَضِيقُ عَلَيْهِمْ،

وَكِتَابِ الحَاكِمِ إِلَى عَامِلِهِ وَالقَاضِي إِلَى القَاضِي

৩৭৮১. অনুচ্ছেদ : মোহরকৃত চিঠির ব্যাপারে সাক্ষ্য, এতে যা বৈধ ও যা সীমিত করা হয়েছে। রাষ্ট্র পরিচালকের চিঠি প্রশাসকদের কাছে এবং বিচারপতির চিঠি বিচারপতির কাছে

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: كِتَابُ الحَاكِمِ جَائِزٌ إِلَّا فِي الحُدُودِ، ثُمَّ قَالَ: إِنْ كَانَ القَتْلُ خَطَأً فَهُوَ جَائِزٌ، لِأَنَّ هٰذَا مَالٌ بِزَعْمِهِ، وَإِنَّمَا صَارَ مَالًا بَعْدَ أَنْ ثَبَتَ القَتْلُ، فَالخَطَأُ وَالعَمْدُ وَاحِدٌ وَقَدْ كَتَبَ عُمَرُ إِلَى عَامِلِهِ فِي الجَارُودِ وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ فِي سِنٍّ كُسِرَتْ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: كِتَابُ القَاضِي إِلَى القَاضِي جَائِزٌ إِذَا عَرَفَ الكِتَابَ وَالخَاتَمَ وَكَانَ الشَّعْبِيُّ يُجِيزُ الكِتَابَ المَخْتُومَ بِمَا فِيهِ مِنَ القَاضِي وَيُرْوٰى عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوُهُ وَقَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَبْدِ الكَرِيمِ الثَّقَفِيُّ: شَهِدْتُ عَبْدَ المَلِكِ بْنَ يَعْلَى قَاضِيَ البَصْرَةِ، وَإِيَاسَ بْنَ مُعَاوِيَةَ، وَالحَسَنَ، وَثُمَامَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ، وَبِلَالَ بْنَ أَبِي بُرْدَةَ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ بُرَيْدَةَ الأَسْلَمِيَّ، وَعَامِرَ بْنَ عَبِيدَةَ، وَعَبَّادَ بْنَ مَنْصُورٍ، يُجِيزُونَ كُتُبَ القُضَاةِ بِغَيْرِ مَحْضَرٍ مِنَ الشُّهُودِ، فَإِنْ قَالَ: الَّذِي جِيءَ عَلَيْهِ بِالكِتَابِ: إِنَّهُ زُورٌ، قِيلَ لَهُ: اذْهَبْ فَالْتَمِسِ المَخْرَجَ مِنْ ذٰلِكَ، وَأَوَّلُ مَنْ سَأَلَ عَلَى كِتَابِ القَاضِي البَيِّنَةَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَسَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَقَالَ لَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُحْرِزٍ: جِئْتُ بِكِتَابٍ مِنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ قَاضِي البَصْرَةِ، وَأَقَمْتُ عِنْدَهُ البَيِّنَةَ: أَنَّ لِي عِنْدَ فُلَانٍ كَذَا وَكَذَا، وَهُوَ بِالكُوفَةِ، وَجِئْتُ بِهِ القَاسِمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ فَأَجَازَهُ وَكَرِهَ الحَسَنُ، وَأَبُو قِلَابَةَ: أَنْ يَشْهَدَ عَلَى وَصِيَّةٍ حَتّٰى يَعْلَمَ مَا فِيهَا، لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّ فِيهَا جَوْرًا وَقَدْ كَتَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَهْلِ خَيْبَرَ: «إِمَّا أَنْ تَدُوا صَاحِبَكُمْ، وَإِمَّا أَنْ تُؤْذِنُوا بِحَرْبٍ» وَقَالَ الزُّهْرِيُّ، فِي الشَّهَادَةِ عَلَى المَرْأَةِ مِنْ وَرَاءِ السِّتْرِ: «إِنْ عَرَفْتَهَا فَاشْهَدْ، وَإِلَّا فَلَا تَشْهَدْ»

সহজ তরজমা

কোন কোন লোক বলেছেন, 'হদ' (শরীয়তের নির্ধারিত শাস্তি) ব্যতীত অন্যান্য ব্যাপারে রাষ্ট্র পরিচালককে চিঠি দেওয়া বৈধ। এরপর তিনি বলেছেন, হত্যা যদি ভুলবশত হয়ে থাকে তাহলে রাষ্ট্র পরিচালকের চিঠি বৈধ। কেননা, তাঁর মতে এটি মাল সংক্রান্ত বিষয়। অথচ এটি মাল সংক্রান্ত বিষয় বলে ঐ সময় প্রতীয়মান হবে, যখন হত্যা প্রমাণিত হবে। ভুলবশত হত্যা ও ইচ্ছাকৃত হত্যা একই। উমর রাযি. তাঁর কর্মকর্তার নিকট জারুদের উত্থাপিত অভিযোগের ভিত্তিতে চিঠি লিখেছিলেন। উমর ইবনে আবুদল আজিজ রহ. ভেঙ্গে যাওয়া দাঁতের ব্যাপারে চিঠি লিখেছিলেন। ইবরাহীম রহ. বলেন, লেখা ও মোহর যদি চিনতে পারেন, তাহলে বিচারপতির কাছে অন্য বিচারপতির চিঠি লেখা বৈধ। শাবী বিচারপতির পক্ষ থেকে মোহরকৃত চিঠি বৈধ মনে করতেন। ইবনে উমর রাযি. থেকেও অনুরূপ বর্ণিত। মুআবিয়া ইবনে আবদুল কারীম সাকাফী বলেন, আমি বসরার বিচারতি আবুদল মালিক ইবনে ইয়ালা, ইয়াস ইবনে মুআবিয়া, হাসান, সুমামাহ ইবনে আবুদল্লাহ ইবনে আনাস, বিলাল ইবনে আবূ বুরদা, আবদুল্লাহ ইবনে বুরায়দা আসলামী, আমের ইবনে আবীদা ও আব্বাদ ইবনে মানসূরকে প্রত্যক্ষ করেছি, তাঁরা সকলেই সাক্ষীদের অনুপস্থিতিতে বিচারপতিদের চিঠি বৈধ মনে করতেন। চিঠিতে যার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হত সে যদি একে মিথ্যা বা জাল বলে দাবি করত, তাহলে তাকে বলা হত যাও, এ অভিযোগ থেকে মুক্তির পথ অন্বেষণ

কর। সর্বপ্রথম যারা বিচারপতির চিঠির ব্যাপারে প্রমাণ দাবি করেছেন তারা হলেন, ইবনে আবূ লায়লা এবং সাওয়ার ইবনে আবদুল্লাহ। আবূ নু'আয়ম রহ. আমাদের বলেছেন, উবায়দুল্লাহ ইবনে মুহরেয আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন যে, "আমি বসরার বিচারপতি মূসা ইবনে আনাসের কাছ থেকে চিঠি নিয়ে আসলাম। সেখানে আমি তাঁর নিকট এ মর্মে প্রমাণ পেশ করলাম যে, অমুকের নিকট আমার এত এত পাওনা আছে, আর সে কূফায় অবস্থানরত। এ চিঠি নিয়ে অমি কাসেম ইবনে আবদুর রাহমানের কাছে আসলাম, তিনি তা কার্যকর করলেন। হাসান ও আবূ কেলাবা অসিয়্যতনামায় কি লেখা আছে তা না জেনে তার সাক্ষী হওয়াকে মাকরূহ মনে করতেন। কেননা, সে জানে না, হয়ত এতে কারো প্রতি অবিচার করা হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খায়বারবাসীদের প্রতি চিঠি লিখেছিলেন যে, হয়ত তোমরা তোমাদের সাথীর 'দিয়ত' (রক্তপণ) আদায় কর, না হয় যুদ্ধের ঘোষণা গ্রহণ কর। পর্দার অন্তরাল থেকে মহিলাদের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেওয়া সম্পর্কে ইমাম যুহরী বলেন, যদি তুমি তাকে চিনতে পার তাহলে তার সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে, তা না হলে সাক্ষ্য দেবে না।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: لَمَّا أَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الرُّومِ، قَالُوا: إِنَّهُمْ لاَ يَقْرَءُونَ كِتَابًا إِلَّا مَخْتُومًا. "فَاتَّخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِهِ، وَنَقْشُهُ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ"

সহজ তরজমা

৬৬৯৬. মুহাম্মদ ইবনে বাশ্শার রহ....আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন রোম সম্রাটের কাছে চিঠি লিখতে চাইলেন, তখন লোকেরা বলল, মোহরকৃত চিঠি না হলে তারা তা পাঠ করে না। তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি রুপার আংটি তৈরি করলেন। [আনাস রাযি. বলেন] আমি এখনও যেন এর ঔজ্জ্বল্য প্রত্যক্ষ করছি। তাতে مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ অংকিত ছিল।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল এভাবে যে, তরজমাতুল বাবটি বিধি বিধান সম্বলিত। তার মধ্য থেকে একটি হলো الشهادة على الخط المختوم আর এই হাদীসেও الخط ও المختوم এর কথা উল্লেখ রয়েছে। (উমদাতুল কারী)

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৬১ পৃ: পূর্বে : ১৫, ৪১১, ৮৭২, ৮৭৩ পৃ:।

بَابٌ: مَتَى يَسْتَوْجِبُ الرَّجُلُ القَضَاءَ

৩৭৮২. অনুচ্ছেদ : লোক কখন বিচারক হওয়ার যোগ্য হয়।

وَقَالَ الحَسَنُ: "أَخَذَ اللهُ عَلَى الحُكَّامِ أَنْ لاَ يَتَّبِعُوا الهَوَى، وَلاَ يَخْشَوُا النَّاسَ، وَلاَ يَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، ثُمَّ قَرَأَ: {يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ، فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالحَقِّ، وَلاَ تَتَّبِعِ الهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ، إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الحِسَابِ}، وَقَرَأَ: {إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللهِ، وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، فَلاَ تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ، وَلاَ تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الكَافِرُونَ} [المائدة:]، " {بِمَا اسْتُحْفِظُوا} [المائدة:]: اسْتُودِعُوا مِنْ كِتَابِ اللهِ "، وَقَرَأَ: {وَدَاوُدَ، وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ القَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا}، «فَحَمِدَ سُلَيْمَانَ وَلَمْ يَلُمْ دَاوُدَ، وَلَوْلاَ مَا ذَكَرَ اللهُ مِنْ أَمْرِ هَذَيْنِ لَرَأَيْتُ أَنَّ القُضَاةَ هَلَكُوا، فَإِنَّهُ أَثْنَى عَلَى هَذَا بِعِلْمِهِ وَعَذَرَ هَذَا بِاجْتِهَادِهِ» وَقَالَ مُزَاحِمُ بْنُ زُفَرَ: قَالَ لَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ: " خَمْسٌ إِذَا أَخْطَأَ القَاضِي مِنْهُنَّ خَصْلَةً، كَانَتْ فِيهِ وَصْمَةٌ: أَنْ يَكُونَ فَهِمًا، حَلِيمًا، عَفِيفًا، صَلِيبًا، عَالِمًا، سَئُولًا عَنِ العِلْمِ

সহজ তরজমা

হাসান রহ. বলেন, আল্লাহ তা'আলা বিচারকদের থেকে অঙ্গীকার নিয়েছেন যে, তারা যেন কখনও প্রবৃত্তির অনুসরণ না করেন, মানুষকে ভয় না করেন এবং স্বল্প মূল্যের বিনিময়ে আল্লাহর আয়াতকে বিক্রয় না করেন ।এরপর তিনি (এর প্রমাণ হিসাবে পড়লেন। ইরশাদ হলো : হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি। অতএব তুমি লোকদের মধ্যে সুবিচার কর এবং খেয়াল-খূশীর অনুসরণ করবে না। কেননা তা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করবে। যারা আল্লাহর পথ পরিত্যাগ করে তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। কারণ তারা বিচার দিবসকে বিস্মৃত হয়ে আছে। তিনি আরো পাঠ করলেন, (আল্লাহ তা'আলার বাণী) আমি তাওরাত অবতীর্ণ করেছিলাম। এতে ছিল পথনির্দেশ ও আলো। নবীগণ, যারা আল্লাহর অনুগত ছিল তার ইহুদীদের তদনুসারে বিধান দিত, আরো বিধান দিত রাব্বানীরা এবং বিজ্ঞানীরা, কারণ তাদের করা হয়েছিল আল্লাহর কিতাবের রক্ষক... আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে যারা বিধান দেয় না তারাই সত্য প্রত্যাখ্যানকারী(৫ :৪৪) এবং আরো পাঠ করলেন (আল্লাহ তা'আলার বাণী) : স্মরণ কর দাউদ ও সুলায়মানের কথা, যখন তারা বিচার করেছিল শস্যক্ষেত্র সম্পর্কে; এতে রাতে প্রবেশ করেছিল কোন সম্প্রদায়ের মেষ' আমি প্রত্যক্ষ করছিলাম তাদের বিচার এবং সুলায়মানকে এ বিষয়ের মিমাংসা বুঝিয়ে দিয়েছিলাম। আমি তাদের প্রত্যেককে দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও জ্ঞান .... (২১ : ৭৮-৭৯)

(আল্লাহ তা'আলা) সুলায়মান আ. -এর প্রশংসা করেছেন, তবে দাউদ আ.-এর তিরস্কার করেননি। যদি আল্লাহ তা'আলা দু'জনের অবস্থাকেই উল্লেখ না করতেন, তাহলে মনে করা হত যে, বিচারকরা ধ্বংস হয়ে গেছেন। তিনি তাঁর (সুলায়মানের) ইলমের প্রশংসা করেছেন এবং (দাউদকে) তাঁর (ভুল) ইজতিহাদের জন্য ক্ষমা করে দিয়েছেন।

মুযাহিম ইবনে যুফার রহ. বলেন, উমর ইবনে আবদুল আযীয রহ. আমাদের বলেছেন, পাঁচটি গুণ এমন যে, কাযীর মধ্যে যদি একটিরও অভাব থাকে তাহলে সেটা তার জন দোষ বলে গণ্য হবে। তাকে হতে হবে বুদ্ধিমান, ধৈর্যশীল, পূত-পবিত্র চরিত্রের অধিকারী, দৃঢ়প্রত্যয়ী ও জ্ঞানী, জ্ঞানের অনুসন্ধিৎসু

সংক্ষিপ্ত তাশরীহ : হযরত দাউদ আ. এর ফয়সালাও শরীয়ত বিরোধী ছিলো না। মামলা মোকদ্দমার সুরত ছিল এই যে, ক্ষেতের যতটুকু পরিমাণ নষ্ট হয়েছিল, তার মূল্য ঐ বকরীর মূল্যের পরিমান ছিল। তাই তিনি ফসলের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ক্ষেতের মালিককে বকরীটি দিয়ে দিয়েছিলেন। আর মূলত এটাই শরয়ী কানুনের দাবী ছিল যাতে বাদী ও বিবাদীর সন্তুষ্টির কোন শর্ত ছিল না। কিন্তু এখানে যেহেতু বকরীর মালিকের সম্পূর্ণটাই ক্ষতি হয়ে গিয়েছিল। এইজন্য বাদী বিবাদী উভয়ের সন্তুষ্টির উপর হযরত সুলাইমান আ. এর সংশোধনের সুযোগ ছিল। আর তা হলো যার মধ্যে উভয়ের সহজতা এবং উভয়ের প্রতি বিবেচনা ছিল। তিনি প্রস্তাব করলেন যে. কিছুদিনের জন্য বকরীটি ক্ষেতের মালিককে দিয়ে দেওয়া হবে, যাতে ক্ষেতের মালিক বকরীর দুধ ইত্যাদি দ্বারা ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করবে। আর বকরীর মালিককে ঐ ক্ষেত সোপর্দ করে দেওয়া হবে। বকরীর মালিক ক্ষেতের পরিচর্যা করবে, পানি সিঞ্চন করবে। অতপর ক্ষেত যখন পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসবে তখন ক্ষেত ও বকরীকে নিজ নিজ মালিকের নিকট সোপর্দ করা হবে। সুতরাং এর দ্বারা জানা গেল যে, তাঁদের উভয়ের ফয়সালার মধ্যে কোন বিরোধ নেই যে, একজনের ফয়সালা সহীহ আর অন্যজনের ফয়সালা সহীহ নয়। তাই وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا বৃদ্ধি করে দেওয়া হয়েছে।

وَقَالَ مُزَاحِمُ بْنُ زُفَرَ الخ : আর মুযাহিম ইবনে যুফার রহ. বর্ণনা করেন যে, আমাদের নিকট ওমর ইবনে আব্দুল আযীয রহ. বর্ণনা করেছেন যে, এমন পাচটি স্বভাব (গুণ) রয়েছে যার একটিও কাজীর মধ্যে কম পাওয়া গেলে এটা তার জন্য দোষ ত্রুটি বলে সাব্যস্ত হবে। সেই ৫টি গুণ হলো এই যে, (১) জ্ঞানী, বোধসম্পন্ন হওয়া, (২) সহনশীল হওয়া, (৩) পরহেযগার হওয়া, (৪) কঠিন হওয়া অর্থাৎ হকের ক্ষেত্রে কঠোর হওয়া বা দৃঢ়পদে অবিচল থাকা, কারো হুমকি ধমকী বা সুপারিশে প্রভাবিত না হওয়া। (৫) আলেম হওয়া। ইলম বিষয়ক অনেক প্রশ্নকারী হওয়া। অর্থাৎ বড় বড় উলামায়ে কেরাম থেকে মাসআলা জিজ্ঞাসা করতে থাকা কেননা কখনো এমন হয়ে যায় যে, বড় বড় আলেম এর যেহেন সেদিকে যায় না, যেদিকে একজন ছোট আলেমের যেহেন চলে যায়। আর আলোচনা পর্যালোচনা দ্বারা যে কোন বিষয় পরিষ্কার ও দৃঢ় হয়ে যায়।

بَابُ رِزْقِ الْحُكَّامِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا

৩৭৮৩. অনুচ্ছেদ : প্রশাসক ও প্রশাসনিক কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের ভাতা

وَكَانَ شُرَيْحٌ الْقَاضِي يَأْخُذُ عَلَى الْقَضَاءِ أَجْرًا وَقَالَتْ عَائِشَةُ: «يَأْكُلُ الْوَصِيُّ بِقَدْرِ عُمَالَتِهِ» وَأَكَلَ أَبُو بَكْرٍ. وَعُمَرُ

বিচারপতি শুরায়হ রহ. বিচার কার্যের জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করতেন। আয়েশা রাযি. বলেন, (ইয়াতীমের) তত্ত্বাবধানকারী সম্পদ থেকে তার পারিশ্রমিকের সমপরিমাণ খেতে পারবেন। আবূ বকর রাযি. ও উমর রাযি. (রাষ্ট্রীয় ভাতা) ভোগ করেছেন

তাশরীহ ও তাহকীক : حكام শব্দটির حاء (হা) বর্ণে পেশ ও كاف (কাফ) বর্ণে তাশদীদ দিয়ে এটি حاكم এর বহুবচন।

عاملين এটি عامل এর বহুবচন। عاملين দ্বারা যাকাত আদায়ের আমলা কর্মচারী উদ্দেশ্য, যার দায়িত্বে যাকাত সদকা উসূল হয়।

وَكَانَ شُرَيْحٌ الْقَاضِي يَأْخُذُ الخ : কাজী শুরাইহ রহ. বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালনের পারিশ্রমিক গ্রহণ করতেন। অর্থাৎ তিনি হযরত ওমর ফারুক রাযি. কর্তৃক কূফার কাজী নিযুক্ত ছিলেন আর তিনি বিচারক হিসাবে দায়িত্ব পালনের ভাতা গ্রহণ করতেন। তাবারী রহ. বলেন, জমহুর উলামায়ে কেরামের মতে বিচারক হিসেবে ভাতা গ্রহণ করা জায়েয। তাঁদের কেউই নাজায়েয ও হারাম বলেননি। তবে কোন কোন বুযূর্গ মাকরূহে তানযিহীর প্রবক্তা ছিলেন। যেমন হযরত মাসরূক রহ. ভাতা গ্রহণ করতেন না। কিন্তু হযরত কাজী শুরাইহ রহ. ভাতা গ্রহণ করতেন।

وَقَالَتْ عَائِشَةُ الخ : উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, ইয়াতীমের রক্ষণাবেক্ষনকারীও স্বীয় কাজ অনুযায়ী ভাতা গ্রহণ করতে পারে। আর হযরত আবু বকর রাযি. হযরত ওমর রাযি. তাঁরাও খলীফা হিসেবে বায়তুল মাল থেকে ভাতা গ্রহণ করেছেন।

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ، ابْنُ أُخْتِ نَمِرٍ، أَنَّ حُوَيْطِبَ بْنَ عَبْدِ الْعُزَّى، أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ السَّعْدِيِّ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ فِي خِلاَفَتِهِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَلَمْ أُحَدَّثْ أَنَّكَ تَلِي مِنْ أَعْمَالِ النَّاسِ أَعْمَالاً، فَإِذَا أُعْطِيتَ الْعُمَالَةَ كَرِهْتَهَا، فَقُلْتُ: بَلَى، فَقَالَ عُمَرُ: فَمَا تُرِيدُ إِلَى ذَلِكَ، قُلْتُ: إِنَّ لِي أَفْرَاسًا وَأَعْبُدًا وَأَنَا بِخَيْرٍ، وَأُرِيدُ أَنْ تَكُونَ عُمَالَتِي صَدَقَةً عَلَى الْمُسْلِمِينَ، قَالَ عُمَرُ: لاَ تَفْعَلْ، فَإِنِّي كُنْتُ أَرَدْتُ الَّذِي أَرَدْتَ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِينِي الْعَطَاءَ، فَأَقُولُ: أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي، حَتَّى أَعْطَانِي مَرَّةً مَالاً، فَقُلْتُ: أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خُذْهُ، فَتَمَوَّلْهُ، وَتَصَدَّقْ بِهِ، فَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلاَ سَائِلٍ فَخُذْهُ، وَإِلَّا فَلاَ تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ» وَعَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِينِي الْعَطَاءَ، فَأَقُولُ أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي، حَتَّى أَعْطَانِي مَرَّةً مَالاً، فَقُلْتُ: أَعْطِهِ مَنْ هُوَ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنِّي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خُذْهُ، فَتَمَوَّلْهُ، وَتَصَدَّقْ بِهِ، فَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلاَ سَائِلٍ فَخُذْهُ، وَمَالاَ فَلاَ تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ»

সহজ তরজমা

৬৬৯৭.আবুল ইয়ামান রহ.. আবদুল্লাহ ইবনে সাদী রহ থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেন যে, উমর রাযি.-এর খিলাফত কালে তিনি একবার তাঁর কাছে আসলেন। তখন উমর রাযি. তাঁকে বললেন-আমাকে কি এ মর্মে অবগত করা হয়নি যে, তুমি জনগণের অনেক দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়ে থাক। অথচ যখন তোমাকে এর পারিশ্রমিক প্রদান করা হয়, তখন তুমি তা গ্রহণ করাকে অপছন্দ কর? আমি বললাম, হ্যাঁ। উমর রাযি. বললেন, কি উদ্দেশ্যে তুমি এরূপ কর। আমি বললাম, আমার বহু ঘোড়া ও গোলাম রয়েছে এবং আমি ভাল অবস্থায় আছি। সুতরাং আমি চাই যে, আমার পারিশ্রমিক মুসলমান জনসাধারণের জন্য সাদাকা হিসাবে পরিগণিত হোক। উমর রাযি. বললেন, এরূপ করো না। কেননা, আমিও তোমার মত এরূপ ইচ্ছা পোষণ করতাম। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন আমাকে কিছু দিতেন, তখন আমি বলতাম, আমার চেয়ে যার প্রয়োজন বেশি তাকে প্রদান করুন। এতে একবার তিনি আমাকে কিছু মাল দিলেন। আমি বললাম, আমার চেয়ে এ মালের প্রয়োজন যার বেশি তাকে দিন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ একে গ্রহণ করে মালদার হও এবং বৃদ্ধি করে তা থেকে সাদাকা কর। আর এই মাল সম্পদের যা কিছু তোমার নিকট এভাবে আসে, তুমি যার প্রত্যাশী নও বা প্রার্থী নও তা গ্রহণ কর। অন্যাথায় তার পিছনে নিজেকে নিরত করো না। যুহরী আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর রাযি. সূত্রে বলেন, তিনি উমর রাযি. কে বলতে শুনেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে যখন কিছু দান করতেন, তখন আমি বলতাম, আমার চেয়ে যার প্রয়োজন বেশি তাকে দিন। এভাবে একবার তিনি আমাকে কিছু মাল দিলেন। আমি বললাম, আমার চেয়ে যার প্রয়োজন বেশি তাকে প্রদান করুন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : একে গ্রহণ কর এবং বৃদ্ধি করে তা থেকে সাদাকা কর। আর এই প্রকার মালের যা কিছু তোমার কাছে এমতাবস্থায় আসে যে, তুমি তার প্রত্যাশীও নও এবং প্রার্থীও নও তাহলে তা গ্রহণ কর। তবে যা এভাবে আসবে না তার পিছনে নিজেকে ধাবিত করো না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৬১ - ১০৬২ পৃ: পূর্বে : ১৯৯ পৃ: । তাছাড়া মুসলিম শরীফ, নাসাঈ শরীফ এবং আবু দাউদ শরীফ الزكوة অধ্যায়।

তাশরীহ : এই সনদটি বিস্ময়কর। কেননা তাতে ৪জন সাহাবা একত্রিত হয়েছেন। আর সেই চারজন সাহাবা হলেন ১.হযরত সাইব ইবনে ইয়াযিদ রাযি., ২. হযরত হুআইতিব রাযি. , ৩. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সাদী রাযি. ৪.হযরত ওমর রাযি. ।

قوله : وَعَنِ الزُّهْرِيِّ الخ হযরত যুহরী রহ. থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন আমাকে সালেম ইবনে আব্দুল্লাহ বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযি. বর্ণনা করেছেন যে, আমি হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব রাযি. থেকে শ্রবণ করেছি, তিনি বর্ণনা করেন যে রাসূল ﷺ যখন আমাকে কিছু দিতেন, তখন আমি বলতাম আপনি আমার চেয়ে যার বেশী প্রয়োজন তাকে দিন। একদা রাসূল ﷺ আমাকে কিছু মাল দিলেন, আমি আরয করলাম আমার চেয়ে যার বেশী তাকে দিন। অতপর রাসূল ﷺ বললেন, তুমি তা গ্রহণ করো এবং তা বৃদ্ধি করে সদকা করে দাও। আর যখন মাল তোমার কাছে এমতাবস্থায় আসে যে তুমি তার প্রত্যাশীও নও এবং তুমি তার প্রার্থীও নও, তাহলে তুমি তা গ্রহণ করো। আর যে মাল এভাবে না আসে তুমি তার পিছনে পড়বে না।

بَابُ مَنْ قَضَى وَلَاعَنَ فِي الْمَسْجِدِ

৩৭৮৪. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি মসজিদে বসে বিচার করে ও লি'আন করে

وَلَاعَنَ عُمَرُ عِنْدَ مِنْبَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَضَى شُرَيْحٌ، وَالشَّعْبِيُّ، وَيَحْيَى بْنُ يَعْمَرَ فِي الْمَسْجِدِ وَقَضَى مَرْوَانُ عَلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ بِالْيَمِينِ عِنْدَ الْمِنْبَرِ وَكَانَ الْحَسَنُ، وَزُرَارَةُ بْنُ أَوْفَى. يَقْضِيَانِ فِي الرَّحَبَةِ خَارِجًا مِنَ الْمَسْجِدِ

সহজ তরজমা

উমর রাযি. নবী ﷺ-এর মিম্বরের সন্নিকটে লি'আন করিয়েছেন। শুরায়হ, শাবী, ইয়াহ্‌য়া ইবনে ইয়ামার মসজিদে বিচার করেছেন। মারওয়ান যায়িদ ইবনে সাবিত রাযি. -এর উপর নবী ﷺ -এর মিম্বরের কাছে কসম করার রায় দিয়েছিলেন। হাসান ও যুরারাহ ইবনে আওফা রাযি. মসজিদের বাইরের চত্বরে বিচার করতেন

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মিম্বরের পাশে লিআন করানোর হেকমত ছিল এই যে, এই মিম্বরের পবিত্রতা ও বড়ত্বের কারনে উভয় পক্ষ মিথ্যা লি'আন করা থেকে ভয় পাবে। এ থেকে হযরত উলামায়ে কেরাম বলেন যে, কসমকে জোড়ালো করার জন্য নির্দিষ্ট কোন সম্মানিত ও বরকতময় স্থানে কসম গ্রহণ করা যেতে পারে। এমনিভাবে বিশেষভাবে ও বিশেষ সময়েও কসম খাওয়ানো যেতে পারে।

قوله : وَقَضَى شُرَيْحٌ الخ হযরত কাযী শুরাইহ রহ. হযরত আমেরে শা'বী রহ. এবং ইয়াহইয়া ইবনে ইয়ামার রহ. মসজিদে মামলার ফয়সালা করেছিলেন। আর মারওয়ান ইবনে হাকম হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত রাযি. কে মসজিদের মধ্যে মিম্বরে নববীর নিকট কসম খাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। আর ইমাম হাসান বসরী রহ. ও যুরারাহ ইবনে আউফা রহ. মসজিদের বাহিরে চত্বরে ফয়সালা করতেন।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: «شَهِدْتُ الْمُتَلَاعِنَيْنِ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، وَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا»

সহজ তরজমা

৬৬৯৮. আলী ইবনে আবদুল্লাহ রহ. ..... সাহল ইবনে সাদ রাযি. থেকে বর্ণিত। আমি দু'জন (স্বামী-স্ত্রী) লি'আনকারীকে প্রত্যক্ষ করেছি, তাদের বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছিল। তখন আমার বয়স ছিল পনের বছর।

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল এভাবে যে, হাদিসের মধ্যে اللعان এর কথা উল্লেখ রয়েছে।

ফায়দা : এই হাদিসে যদিও মসজিদের কথা উল্লেখ নেই, কিন্তু বাবের অধীনে বর্ণিত সামনের হাদিসে পরিষ্কার উল্লেখ রয়েছে فتلاعنا في المسجد সুতরাং আর কোন ইশকাল নেই।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৬২ পৃ: পূর্বে : ৬০, ৬৯৪, ৬৯৫, ৭৯১ পৃ: । আরো জানার জন্য নাসরুল বারী ২য় খণ্ড, ৪৫০ পৃ: দেখুন।

তাশরীহ : لعان এর অর্থ এবং এসম্পর্কে বিস্তারিত বিধানাবলী জানার জন্য নাসরুল বারী ৯ম খণ্ড (কিতাবুত তাফসীর) ৪৪১ পৃ: দেখুন।

حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَهْلٍ أَخِي بَنِي سَاعِدَةَ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ؟ فَتَلَاعَنَا فِي الْمَسْجِدِ وَأَنَا شَاهِدٌ

সহজ তরজমা

৬৬৯৯. ইয়াহইয়া রহ. ..... বনূ সাঈদার ভ্রাতা সাহল ইবনে সা'দ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, এক আনসারী ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট এসে বলল, আপনার কি রায়? যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে অন্য কোন পুরুষকে দেখতে পায় তাহলে কি সে তাকে হত্যা করবে? পরে সে ব্যক্তি ও তার স্ত্রীকে মসজিদে লি'আন করানো হয়েছিল, তখন আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৬২ পৃ: পূর্বে : ৬০, ১০৬২, ৮০০ পৃ: : ১০৮৫ পৃ:।

بَابُ مَنْ حَكَمَ فِي الْمَسْجِدِ، حَتَّى إِذَا أَتَى عَلَى حَدٍّ أَمَرَ أَنْ يُخْرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَيُقَامَ

৩৭৮৫. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি মসজিদে বিচার করে। পরিশেষে যখন 'হদ' কার্যকর করার সময় হয়, তখন দণ্ডপ্রাপ্তকে মসজিদ থেকে বের করে হদ কার্যকর করার নির্দেশ দেয়।

وَقَالَ عُمَرُ: أَخْرِجَاهُ مِنَ الْمَسْجِدِ، وَيُذْكَرُ عَنْ عَلِيٍّ نَحْوُهُ

উমর রাযি. বলেন, তোমরা দু'জন একে মসজিদ থেকে বাইরে নিয়ে যাও। আলী রাযি. থেকেও এরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়

তাশরীহ : জমহুর উলামায়ে কেরামের মতে মসজিদে হদ প্রয়োগ করা নিষেধ। ওয়াসেলা থেকে বর্ণিত ইবনে মাজাহ শরীফে একটি হাদিসে রয়েছে যে, جنبوا مساجدكم اقامة حدودكم আর ইমাম মালেক রহ. বলেন দোররা'র মত সাধারণ শাস্তি মসজিদে কার্যকর করা জায়েয। তবে প্রস্তরাঘাতের মত বড় শাস্তি মসজিদে কার্যকর করা নিষেধ।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ. فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعًا قَالَ: «أَبِكَ جُنُونٌ؟» . قَالَ: لَا. قَالَ: «اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ» . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ: «كُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُ بِالْمُصَلَّى» . رَوَاهُ يُونُسُ، وَمَعْمَرٌ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّجْمِ

সহজ তরজমা

৬৭০০. ইয়াহইয়া ইবনে বুকায়র রহ.... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট এল। তখন তিনি মসজিদে ছিলেন। লোকটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে ডেকে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি যিনা করে ফেলেছি। তিনি তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। এভাবে সে যখন নিজের ব্যাপারে চারবার সাক্ষ্য প্রদান করল, তখন তিনি বললেন : তুমি কি পাগল? লোকটি বল, না। তখন তিনি বললেন : একে নিয়ে যাও এবং রজম (পাথর মেরে হত্যা) কর। ইবনে শিহাব বলেন জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাযি. থেকে যিনি শুনেছেন, তিনি আমাকে বলেছেন যে, যারা তাকে জানাযা পড়ার স্থানে নিয়ে রজম করেছিলেন আমি তাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। ইউনুস, মা'মার ও ইবনে জুরায়জ রহ জাবির রাযি. সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে রজম সম্পর্কে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৬২ পৃ: পূর্বে : ৭৯৪, ১০০৬, ১০০৮ পৃ:।

بَابُ مَوْعِظَةِ الإِمَامِ لِلْخُصُومِ

৩৭৮৬. অনুচ্ছেদ : বিচারকের বিবাদমান পক্ষকে উপদেশ দেয়া

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَأَقْضِي عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا، فَلَا يَأْخُذْهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ

সহজ তরজমা

৬৭০১. আবদুল্লাহ ইবনে মাসলামা রহ.... উম্মে সালামা রাযি. থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমিও মানুষ ছাড়া কিছু নই। তোমরা আমার কাছে বিবাদ নিয়ে এসে থাক। হয়ত তোমাদের কেউ অন্যের তুলনায় প্রমাণ উপস্থাপনের ব্যাপারে অধিক স্পষ্টবাদী। আর আমি তো যেরূপ শুনি সে ভিত্তিতেই বিচার করে থাকি। সুতরাং আমি যদি কারো জন্য তার অপর কোন ভাইয়ের হক সম্পর্কে কোন ফায়সালা দেই, তবে সে যেন তা গ্রহণ না করে। কেননা, আমি তার জন্য যে অংশ নির্ধারিত করলাম তা তো এক টুকরা আগুন মাত্র।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৬২ পৃ: পূর্বে : ৩৩২, ৩৬৮ পৃ: : ১০৬৪, ১০৬৫ পৃ:।

তাশরীহ : নাসরুল বারী ৮ম খণ্ডের ৩৫০ নং পৃষ্ঠার উদ্দেশ্যটা পড়া জরুরী। অনেক ফায়দা হবে ইনশাআল্লাহ।

بَابُ الشَّهَادَةِ تَكُونُ عِنْدَ الحَاكِمِ . فِي وِلاَيَتِهِ القَضَاءَ أَوْ قَبْلَ ذَلِكَ . لِلْخَصْمِ

৩৭৮৭. অনুচ্ছেদ : বিচারক নিজে বিবাদের সাক্ষী হলে, চাই তা বিচারকের পদে সমাসীন থাকাকালেই হোক কিংবা তার পূর্বে।

وَقَالَ شُرَيْحٌ القَاضِي، وَسَأَلَهُ إِنْسَانٌ الشَّهَادَةَ. فَقَالَ: «ائْتِ الأَمِيرَ حَتَّى أَشْهَدَ لَكَ» وَقَالَ عِكْرِمَةُ: قَالَ عُمَرُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: لَوْ رَأَيْتَ رَجُلًا عَلَى حَدٍّ، زِنًا أَوْ سَرِقَةٍ، وَأَنْتَ أَمِيرٌ؟ فَقَالَ: شَهَادَتُكَ شَهَادَةُ رَجُلٍ مِنَ المُسْلِمِينَ. قَالَ: صَدَقْتَ قَالَ عُمَرُ: «لَوْلاَ أَنْ يَقُولَ النَّاسُ زَادَ عُمَرُ فِي كِتَابِ اللَّهِ، لَكَتَبْتُ آيَةَ الرَّجْمِ بِيَدِي» وَأَقَرَّ مَاعِزٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالزِّنَا أَرْبَعًا. فَأَمَرَ بِرَجْمِهِ. وَلَمْ يُذْكَرْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْهَدَ مَنْ حَضَرَهُ وَقَالَ حَمَّادٌ: «إِذَا أَقَرَّ مَرَّةً عِنْدَ الحَاكِمِ رُجِمَ» وَقَالَ الحَكَمُ «أَرْبَعًا»

সহজ তরজমা

কাযী শুরায়হকে এক ব্যক্তি তার পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার আবেদন করলে তিনি তাকে বললেন, তুমি শাসকের কাছে যাও, সেখানে আমি তোমার পক্ষে সাক্ষ্য দিব। ইকরামা রহ. বলেন যে, উমর রাযি. আবুদর রহমান ইবনে আওফ রাযি..-কে বললেন, যদি তুমি শাসক হও, আর তুমি নিজে কোন ব্যক্তিকে হদের কাজ যিনা বা চুরিতে লিপ্ত দেখ (তাহলে তুমি কি করবে?)উত্তরে তিনি বললেন (আপনি শাসক হওয়া সত্ত্বেও) আপনার সাক্ষ্য একজন সাধারণ মুসলমানের সাক্ষ্যের মতই। তিনি [উমর রাযি..] বললেন, তুমি ঠিকই বলেছ। উমর রাযি. বলেন, যদি মানুষ এরূপ বলবে বলে আশংকা না হত যে, উমর আল্লাহর কিতাবে নিজের পক্ষ থেকে বৃদ্ধি করেছে, তাহলে আমি নিজ হাতে রজমের আয়াত লিখে দিতাম। মায়েয নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে চারবার যিনার কথা স্বীকার করেছিলেন; তখন তাকে রজম করার নির্দেশ দেন। আর এরূপ বর্ণনা পাওয়া যায় না যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপস্থিত ব্যক্তিদের থেকে সাক্ষ্য গ্রহণ করেছেন। হাম্মাদ রহ. বলেন, বিচারকের নিকট কেউ একবার স্বীকার করলে তাকে রজম করা হবে। আর হাকাম রহ. বলেন চারবার স্বীকার করতে হবে

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

এই আছার দ্বারা প্রমানিত হয়ে গেল যে, হযরত ওমর রাযি. এবং হযরত আব্দুর রহমান ইবেন আওফ রাযি. এর মাযহাব হলো এই যে, কাজী সাহেবের জন্য স্বীয় ইলম অনুযায়ী ফায়সালা করা জায়েয নেই।

রজমের আয়াতের ব্যাপারে হযরত ওমর রাযি. এর উক্তি দ্বারা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, তিনি স্বীয় ইলম অনুযায়ী ফয়সালা করাকে জায়েয মনে করতেন না। তাই হযরত ওমর রাযি. এর নিশ্চিত ভাবে জানা ছিল যে, আয়াতে রজম কোরআনেরই আয়াত কিন্তু তারপরও তিনি এই আয়াতটিকে স্বীয় মাসহাফে লিপিবদ্ধ করেন নি।

قَوْلُهُ: وَأَقَرَّ مَاعِزٌ الخ: হযরত মা'য়েয আসলামী রাযি. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সামনে ৪বার যেনার স্বীকারোক্তি দিয়েছেন, তারপর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে প্রস্তরাঘাত করার নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু একথা কোথাও নেই যে, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মায়েয আসলামী রাযি. এর স্বীকারোক্তির উপর উপস্থিত জনতাকে সাক্ষী বানিয়েছেন। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয়ে গেল যে, হাকেমের (বিচারকের) সামনে অপরাধের কথা স্বীকার করাই ফয়সালার জন্য যথেষ্ট। এর পাশাপাশি ঐসকল হাযরাতের উপর রদ হয়ে গেছে যারা অপরাধ স্বীকারোক্তির পর সাক্ষী রাখাকেও প্রয়োজন বলে মনে করেন।

قَوْلُهُ: وَقَالَ حَمَّادٌ: الخ হযরত হাম্মদ ইবনে সুলাইমান আল কূফী রহ. বলেন যে, যদি হাকেমের সামনে অপরাধী একবারও যেনার কথা স্বীকারোক্তি করে নেয়, তাহলেই তাকে রজম করা হবে, আর হাকাম বলেন ৪বার স্বীকারোক্তি করা জরুরী।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ، مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَوْمَ حُنَيْنٍ: «مَنْ لَهُ بَيِّنَةٌ عَلَى قَتِيلٍ قَتَلَهُ فَلَهُ سَلَبُهُ». فَقُمْتُ لِأَلْتَمِسَ بَيِّنَةً عَلَى قَتِيلِي، فَلَمْ أَرَ أَحَدًا يَشْهَدُ لِي، فَجَلَسْتُ، ثُمَّ بَدَا لِي، فَذَكَرْتُ أَمْرَهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ: سِلَاحُ هَذَا القَتِيلِ الَّذِي يَذْكُرُ عِنْدِي، قَالَ: فَأَرْضِهِ مِنْهُ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: كَلَّا، لَا يُعْطِهِ أُصَيْبِغَ مِنْ قُرَيْشٍ وَيَدَعَ أَسَدًا مِنْ أُسْدِ اللهِ، يُقَاتِلُ عَنِ اللهِ وَرَسُولِهِ، قَالَ: فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَدَّاهُ إِلَيَّ، فَاشْتَرَيْتُ مِنْهُ خِرَافًا، فَكَانَ أَوَّلَ مَالٍ تَأَثَّلْتُهُ. قَالَ لِي عَبْدُ اللهِ عَنِ اللَّيْثِ: فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَدَّاهُ إِلَيَّ، "وَقَالَ أَهْلُ الحِجَازِ: الحَاكِمُ لَا يَقْضِي بِعِلْمِهِ شَهِدَ بِذَلِكَ فِي وِلَايَتِهِ أَوْ قَبْلَهَا، وَلَوْ أَقَرَّ خَصْمٌ عِنْدَهُ لِآخَرَ بِحَقٍّ فِي مَجْلِسِ القَضَاءِ، فَإِنَّهُ لَا يَقْضِي عَلَيْهِ فِي قَوْلِ بَعْضِهِمْ حَتَّى يَدْعُوَ بِشَاهِدَيْنِ فَيُحْضِرَهُمَا إِقْرَارَهُ «.» وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِرَاقِ: مَا سَمِعَ أَوْ رَآهُ فِي مَجْلِسِ القَضَاءِ قَضَى بِهِ، وَمَا كَانَ فِي غَيْرِهِ لَمْ يَقْضِ إِلَّا بِشَاهِدَيْنِ «.» وَقَالَ آخَرُونَ مِنْهُمْ: بَلْ يَقْضِي بِهِ، لِأَنَّهُ مُؤْتَمَنٌ، وَإِنَّمَا يُرَادُ مِنَ الشَّهَادَةِ مَعْرِفَةُ الحَقِّ، فَعِلْمُهُ أَكْثَرُ مِنَ الشَّهَادَةِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يَقْضِي بِعِلْمِهِ فِي الأَمْوَالِ، وَلَا يَقْضِي فِي غَيْرِهَا". وَقَالَ القَاسِمُ: «لَا يَنْبَغِي لِلْحَاكِمِ أَنْ يُمْضِيَ قَضَاءً بِعِلْمِهِ دُونَ عِلْمِ غَيْرِهِ، مَعَ أَنَّ عِلْمَهُ أَكْثَرُ مِنْ شَهَادَةِ غَيْرِهِ، وَلَكِنَّ فِيهِ تَعَرُّضًا لِتُهَمَةِ نَفْسِهِ عِنْدَ المُسْلِمِينَ، وَإِيقَاعًا لَهُمْ فِي الظُّنُونِ» وَقَدْ كَرِهَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّنَّ فَقَالَ: إِنَّمَا هَذِهِ صَفِيَّةُ

সহজ তরজমা

৬৭০২. কুতায়বা রহ. ..... আবূ কাতাদা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুনায়নের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, শত্রুপক্ষের কোন নিহত ব্যক্তিকে হত্যা করার ব্যাপারে যার সাক্ষী আছে, সেই তার পরিত্যক্ত সম্পদ পাবে। (রাবী বলেন) আমি আমা কর্তৃক নিহত ব্যক্তির সাক্ষী তালাশ করতে দাঁড়ালাম। কিন্তু আমার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিবে এমন কাউকে দেখতে পেলাম না, সুতরাং আমি বসে গেলাম। তারপর আমার খেয়াল হল। আমি তার হত্যার বিষয়টিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে উল্লেখ করলাম। তখন তাঁর নিকট উপবিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে একজন বলল, যে নিহত ব্যক্তির আলোচনা হচ্ছে তার হাতিয়ার আমার কাছে রয়েছে। অতএব আপনি তাকে আমার পক্ষ হয়ে সন্তুষ্ট করে দিন। আবূ বকর রাযি. বললেন, কখনো না। আল্লাহ্ ও রাসূলের পক্ষে যে আল্লাহর সিংহ (পুরুষ) যুদ্ধ করছে, তাকে আপনি বঞ্চিত করে আপনি এই পাংশু কুরাইশকে কখনো দিবেন না, রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিষয়টি অনুধাবন করলেন এবং তা (হাতিয়ার ইত্যাদি) আমাকে প্রদান করলেন। আমি তা দিয়ে একটি বাগান খরিদ করলাম। এটাই ছিল আমার প্রথম সম্পদ, যা আমি মূলধন হিসাবে সংরক্ষণ করেছিলাম। আবদুল্লাহ রহ লাইছের সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করতে فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিষয়টি অনুধাবন করলেন) এর স্থলে فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাঁড়িয়ে গেলেন) বর্ণনা করেছেন। হিজাযের আলেমরা বলেন, শাসক তার জ্ঞানানুসারে বিচার করবে না, চাই তা দায়িত্বকালে প্রত্যক্ষ করে থাকুক, কিংবা তার পূর্বেই। তাদের কারো কারো মতে যদি বাদী বিবাদীর কোন পক্ষ অপর পক্ষের হক সম্পর্কে বিচার চলাকালে তার সম্মুখেও স্বীকার করে তবুও তার ভিত্তিতে ফয়সালা করা যাবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত দু'জন সাক্ষী ডেকে সে ব্যক্তির স্বীকারোক্তির সময় তাদের উপস্থিত না রাখবেন। কোন কোন ইরাকী আলেম

বলেন, বিচার চলাকালে যা কিছু শুনবে বা দেখবে সে ভিত্তিতে ফায়সালা করবে। তবে অন্য স্থানে যা কিছু শুনবে বা দেখবে দু'জন সাক্ষী ছাড়া ফায়সালা করতে পারবে না। তাদের অন্যরা বলেন বরং সে ভিত্তিতে ফায়সালা করতে পারবে। কেননা সে তো বিশ্বস্ত। আর সাক্ষ্য গ্রহণের উদ্দেশ্য তো প্রকৃত সত্যকে অনুধাবন করা। সুতরাং তার জ্ঞান (সাক্ষীর) সাক্ষ্যের চেয়ে অধিক নির্ভরযোগ্য। তাদের অন্য কেউ বলেন যে, মাল সংক্রান্ত বিষয়ে বিচারক তার নিজের জানার ভিত্তিতে ফায়সালা করবে। তবে অন্য ব্যাপারে নয়। কাসেম রহ বলেন যে, অন্যের সাক্ষ্য গ্রহণ ছাড়া শাসকের নিজের জ্ঞানানুসারে ফায়সালা করা উচিত নয়, যদিও তার জ্ঞান অন্যের সাক্ষীর চেয়ে অধিক নির্ভরযোগ্য তবুও। এতে মুসলিম জনসাধারণের কাজে নিজেকে অপবাদের সম্মুখীন হতে হয় এবং তাদেরকে (মিথ্যা) সন্দেহে ফেলা হয়। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সন্দেহ করাকে পছন্দ করতেন না। এজন্যেই তিনি পথচারীকে ডেকে বলে দিয়েছেন : এ হচ্ছে (আমার স্ত্রী) সাফিয়্যা।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَأَذَاهُ إِلَيَّ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৬৩ পৃ: পূর্বে : ২৮২, ৪৪৪ (মাগাযী) ৬১৮ পৃ:।

তাশরীহ : আরো বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারী ৮ম খণ্ড ৩৮৭ পৃ:।

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأُوَيْسِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَتْهُ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ فَلَمَّا رَجَعَتِ انْطَلَقَ مَعَهَا. فَمَرَّ بِهِ رَجُلَانِ مِنَ الأَنْصَارِ فَدَعَاهُمَا. فَقَالَ: «إِنَّمَا هِيَ صَفِيَّةُ» . قَالَا: سُبْحَانَ اللهِ. قَالَ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ» رَوَاهُ شُعَيْبٌ، وَابْنُ مُسَافِرٍ، وَابْنُ أَبِي عَتِيقٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ يَعْنِي ابْنَ حُسَيْنٍ، عَنْ صَفِيَّةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সহজ তরজমা

৬৭০৩. আবদুল আযীয ইবনে আবদুল্লাহ রহ. ..... আলী ইবনে হুসাইন রহ থেকে বর্ণিত। উম্মুল মু'মিনীন সাফিয়্যা বিনতে হুয়াই রাযি. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এসেছিলেন। যখন তিনি প্রত্যাবর্তন করছিলেন তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাথে সাথে হাঁটছিলেন। এমতাবস্থায় দু'জন আনসারী ব্যক্তি তাঁর পাশ দিয়ে অতিক্রম করল। তিনি তাঁদেরকে ডাকলেন এবং বললেন : এ হচ্ছে সাফিয়্যা। তাঁরা (আবাক হয়ে) বলল, সুবহানাল্লাহ্ (আমরা কি আপনার ব্যাপারে সন্দেহ করতে পারি?) তিনি বললেন : শয়তান বনী আদমের ধমনীতে বিচরণ করে থাকে। শুআয়ব প্রমূখ .... সাফিয়্যা রাযি... সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল : পূর্বোক্ত আছারে বর্ণিত إِنَّمَا هِيَ صَفِيَّةُ এর বয়ান স্বরূপ এই হাদিসটি উল্লেখ করেছেন।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৬৩ পৃ: পূর্বে : ২৭২, ২৭৩, ৪৩৭, ৪৬৪, ৯১৮ পৃ:।

ব্যাখ্যা : হাদিসটি মুরসাল। কেননা হাদিসের বর্ননাকারী হযরত আলী রহ. তিনি হলেন একজন তাবেয়ী। এবিষয়টাকে স্পষ্ট করার লক্ষ্যে ইমাম বুখারী রহ. পরবর্তীতে বলেছেন رواه شعيب وابن مسافر الخ

প্রশ্ন : নিজের ইলম অনুযায়ী হুকুম বা সিদ্ধান্ত না নেওয়ার বিষয়টি হযরত সাফিয়্যা রাযি. এর হাদিস দিয়ে দলীল দেয়ার কারণ কী ?

উত্তর : হযরত সাফিয়্যা রাযি. এর সাথে হযরত রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে দেখে শয়তান আনসার সাহাবীদের মনে কুমন্ত্রনা ঢেলে দিতে পারে। এইজন্য তিনি তার থেকে অপরাধ দূর করার নিমিত্তে তাদেরকে বলে দিলেন, ইনি হচ্ছেন হযরত সাফিয়্যা রাযি.। যদিও রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষ্পাপ একথা সাহাবীদেরও জানা ছিল। সুতরাং যারা মান মর্যাদায় তাঁর থেকে নিম্নে তাদের বেলায় নিজেকে অপরাধ থেকে বাঁচানোর বিষয়টি আরো গুরুত্বের দাবী রাখে। (কাসতাল্লানী)

(আর নিজের জ্ঞান অনুযায়ী সিদ্ধান্ত দিলে অপরাধের সমূহ সম্ভাবনা থেকে যায়। এই জন্য নিজের জ্ঞান অনুযায়ী সিদ্ধান্ত না নেয়া চাই।)

بَابُ أَمْرِ الوَالِي إِذَا وَجَّهَ أَمِيرَيْنِ إِلَى مَوْضِعٍ: أَنْ يَتَطَاوَعَا وَلاَ يَتَعَاصَيَا

৩৭৮৮. অনুচ্ছেদ : দু'জন আমীরের প্রতি শাসনকর্তার নির্দেশ, যখন তাদের কোন স্থানের দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয় যেন তারা পরস্পরকে মেনে চলে, বিরোধিতা না করে

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا العَقَدِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبِي، وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى اليَمَنِ، فَقَالَ: «يَسِّرَا وَلاَ تُعَسِّرَا، وَبَشِّرَا وَلاَ تُنَفِّرَا، وَتَطَاوَعَا» فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى إِنَّهُ يُصْنَعُ بِأَرْضِنَا البِتْعُ، فَقَالَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ» . وَقَالَ النَّضْرُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، وَوَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সহজ তরজমা

৬৭০৪. মুহাম্মদ ইবনে বাশ্‌শার রহ. ..... আবূ বুরদা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার পিতা ও মু'আয ইবনে জাবালকে ইয়ামানে পাঠালেন। তখন তিনি বললেন, তোমরা সহজ আচরণ করো, কঠোরতা প্রদর্শন করো না, তাদের সুসংবাদ শোনাও, ভীতি প্রদর্শন করো না এবং একে অপরকে মেনে চলো। তখন আবূ মূসা রাযি. তাঁকে বললেন, আমাদের দেশে 'বিত্' নামক এক প্রকার পানীয় প্রস্তুত করা হয় (যা মধুর সিরকা থেকে তৈরি)। উত্তরে তিনি বললেন :প্রত্যেক নেশা সৃষ্টিকারী বস্তুই হারাম। নাযর, আবু দাউদ, ইয়াযিদ ইবনে হারুন, ওকী রহ...সাঈদ এর দাদা আবূ মূসা রাযি. সূত্রে এ হাদীসটি নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের وَتَطَاوَعَا এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৬৩ পৃ: পূর্বে : ৪২৬ (কিতাবুল মাগাযী) ৬২২, ৯০৪ পৃ:।

بَابُ إِجَابَةِ الحَاكِمِ الدَّعْوَةَ

৩৭৮৯. অনুচ্ছেদ : প্রশাসকের দাওয়াত কবূল করা

وَقَدْ أَجَابَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ عَبْدًا لِلْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ

উসমান রাযি. মুগীরা ইবনে শুবা রাযি..-এর গোলামের দাওয়াত কবূল করেছিলেন

قوله : وَقَدْ أَجَابَ الخ হযরত উসমান ইবনে আফফান রাযি. হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা রাযি. এর এক গোলামের দাওয়াত কবুল করেছিলেন।

ফায়দা : আবু মুহাম্মদ ইবনে সঈদ এই তা'লীককে زوائدالبر والصلة لابن المبارك এ সহীহ সনদে উল্লেখ করেছেন।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «فُكُّوا العَانِيَ وَأَجِيبُوا الدَّاعِيَ»

সহজ তরজমা

৬৭০৫. মুসাদ্দাদ রহ... আবূ মুসা রাযি. থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : বন্দীদের মুক্ত কর, আর দাওয়াতকারীর দাওয়াত কবূল কর।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৬৩ - ১০৬৪ পৃ: পূর্বে : ৪২৮, ৭৭৭, ৮০৯, ৮৪৩ পৃ:।

তাশরীহ : যদি কোন মুসলমান অন্যায়ভাবে গ্রেফতার হয়ে যায়, তাহলে তাকে মুক্ত করার জন্য যাকাতের মালও খরচ করা যাবে।

بَابُ هَدَايَا العُمَّالِ

৩৭৯০. অনুচ্ছেদ : কর্মকর্তাদের হাদিয়া গ্রহণ করা

তাহকীক : عُمَّالُ শব্দের عين (আইন) বর্ণে যবর ও ميم (মীম) বর্ণে তাশদীদ দিয়ে। এটি عامل এর বহুবচন। অর্থ মুসলমানদের কার্যসম্পাদনকারী। যেমন والعاملين عليها এর মধ্যে عاملين দ্বারা যাকাত উসূলকারী উদ্দেশ্য, অর্থাৎ যার দায়িত্বে যাকাত সদকা উসূল হয়ে থাকে।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ، أَخْبَرَنَا أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ، قَالَ: اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنْ بَنِي أَسْدٍ يُقَالُ لَهُ ابْنُ الأُتَبِيَّةِ عَلَى صَدَقَةٍ، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ: هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى المِنْبَرِ قَالَ سُفْيَانُ أَيْضًا فَصَعِدَ المِنْبَرَ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: "مَا بَالُ العَامِلِ نَبْعَثُهُ فَيَأْتِي يَقُولُ: هَذَا لَكَ وَهَذَا لِي، فَهَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ، فَيَنْظُرُ أَيُهْدَى لَهُ أَمْ لَا، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا يَأْتِي بِشَيْءٍ إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ، إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ، أَوْ شَاةً تَيْعَرُ «، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَتَيْ إِبْطَيْهِ» أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ " ثَلَاثًا، قَالَ سُفْيَانُ: قَصَّهُ عَلَيْنَا الزُّهْرِيُّ، وَزَادَ هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ قَالَ: سَمِعَ أُذُنَايَ، وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنِي، وَسَلُوا زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَإِنَّهُ سَمِعَهُ مَعِي، وَلَمْ يَقُلِ الزُّهْرِيُّ سَمِعَ أُذُنِي، خُوَارٌ: صَوْتٌ، «وَالجُؤَارُ مِنْ» تَجْأَرُونَ: «كَصَوْتِ البَقَرَةِ»

সহজ তরজমা

৬৭০৬. আলী ইবনে আবদুল্লাহ রহ....... আবূ হুমায়দ সাঈদী রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, নবী ﷺ বনী আসাদ গোত্রের ইবনে লুতাবিয়্যা নামক জনৈক ব্যক্তিকে যাকাত আদায়ের জন্য কর্মচারী বানালেন। যে যখন ফিরে আসল, তখন বলল, এগুলো আপনাদের। আর এগুলো আমাকে হাদিয়া দেওয়া হয়েছে। এ কথা শোনার পর নবী ﷺ মিম্বরের উপর দাঁড়ালেন। সুফিয়ান কখনো বলেন, তিনি মিম্বরের উপর আরোহন করলেন এবং আল্লাহর হামদ ও সানা বর্ণনা করলেন। এরপর বললেন : কর্মকর্তার কি হল! আমি তাকে প্রেরণ করি, তারপর সে ফিরে এসে বলল, এগুলো আপনার, আর এগুলো আমার। সে তার বাপের বাড়ি কিংবা মায়ের বাড়িতে বসে থেকে দেখত যে, তাকে হাদিয়া দেওয়া হয় কিনা? যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ! যা কিছুই সে (অবৈধ ভাবে) গ্রহণ করবে, কিয়ামতের দিন তার কাঁধে বহন করে নিয়ে উপস্থিত হবে। যদি উট হয়, তাহলে তা চিৎকার করবে, যদি গাভী হয় তাহলে তা হাম্বা হাম্বা করবে, অথবা যদি বকরী হয় তাহলে তার ভ্যাঁ ভ্যাঁ করবে। তারপর তিনি উভয় হাত উঠালেন। এমনকি আমরা তাঁর উভয় বগলের শুভ্র ঔজ্জ্বল্য দেখতে পেলাম। তারপর বললেন, শোন! আমি কি আল্লাহর হুকুম পৌছে দিয়েছি? এ কথাটি তিনি তিনবার বললেন। সুফিয়ান বলেন, আমাদের কাছে যুহরী এ রেওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন। তবে হিশাম তার পিতার সূত্রে আবু হুমায়দ থেকে বর্ণনা করতে আর একটু বাড়িয়ে বলেছেন যে, তিনি (আবু হুমায়দ) বলেছেন, আমার উভয় কান তা শুনেছে এবং দু' চোখ তা দেখেছে। যায়িদ ইবনে সাবিতকে জিজ্ঞাসা কর, সেও আমার সাথে শুনেছিল। আমি বললাম, "উভয় কান শুনেছে এবং দু' চোখ তাকে দেখেছে।" যুহরী এ কথা বলেননি। [বুখারী রহ বলেন] خوار বলা হয় শব্দকে। আর جؤار শব্দটি يجرءون থেকে, অর্থ হল গরুর আওয়াজের মত চিৎকার করা।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৬৪ পৃঃ পূর্বে : ১২৬, ২০৩, ৩৫৩, ৯৮১, ১০৩৩ পৃঃ সামনে : ১০৬৮ পৃঃ।

তাশরীহ : বিচারক এবং অন্যান্য কর্মকর্তাদের হাদিয়া গ্রহণ না করাই উচিৎ আর তারা হাদিয়া হিসাবে যা কিছু পাবেন, বাদশাহ সেগুলো বাইতুল মালে জমা করে দিবেন। তবে বাদশাহ যদি খুশি হয়ে তাদেরকে কিছু প্রদান করেন, তাহলে তারা কবুল করতে পারবেন।

بَابُ اسْتِقْضَاءِ المَوَالِي وَاسْتِعْمَالِهِمْ

৩৭৯১. অনুচ্ছেদ : আযাদকৃত ক্রীতদাসকে বিচারক কিংবা প্রশাসক নিযুক্ত করা

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، أَنَّ نَافِعًا، أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَخْبَرَهُ قَالَ: «كَانَ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ يَؤُمُّ المُهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ، وَأَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسْجِدِ قُبَاءٍ فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَأَبُو سَلَمَةَ، وَزَيْدٌ، وَعَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ»

সহজ তরজমা

৬৭০৭. উসমান ইবনে সালিহ্ রহ. ..... ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ হুযায়ফার আযাদকৃত দাস সালিম রাযি. মসজিদে কুবাতে প্রথম সারির মুহাজেরীন ও নবী ﷺ এর সাহাবীদের ইমামতি করতেন। তাদের মাঝে আবূ বকর, উমর, আবূ সালামা, যায়িদ ও আমির ইবনে রাবীআ রাযি. ছিলেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল এভাবে যে, যখন আযাদকৃত গোলাম হযরত সালেম রাযি. কে নামাযের ইমাম বানানো জায়েয, তখন তো তাকে কাজী ও আমিল বানানো অবশ্যই জায়েয হবে। তবে আযাদকৃত গোলাম খলীফা হতে পারবে না। কেননা খলীফা হওয়ার জন্য কুরাইশী হওয়া শর্ত।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৬৪ পৃ: পূর্বে : ৯৬ পৃ:।

তাশরীহ : রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিজরতের পূর্বে যেসকল সাহাবায়ে কেরাম হিজরত করে মদীনায় পৌঁছেছিলেন, হযরত সালেম রাযি.ও তাঁদের অর্ন্তভূক্ত ছিলেন। যেহেতু তিনি কোরআন মাজীদের সবচেয়ে বড় ক্বারী ছিলেন, তাই তিনি সকলের ইমাম ছিলেন। কূবার নিকটবর্তী উসবা নামক স্থানে তিনি ইমামতি করেছিলেন। যেমনটা বুখারী শরীফ ১ম খণ্ড ৯৬ পৃষ্ঠায় كتاب الصلوة باب امامة العبد والموالى এর অধীনে অতিবাহিত হয়েছে।

প্রথম মুহাজিরীন : তাঁরা হলেন যারা উভয় কিবলার দিকে ফিরে নামায আদায় করেছেন। আর কাশশাফ নামক গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, তাঁরা হলেন যারা বদর যুদ্ধ অংশগ্রহণ করেছিলেন।

بَابُ العُرَفَاءِ لِلنَّاسِ

৩৭৯২. অনুচ্ছেদ : লোকের জন্য প্রতিনিধি থাকা

তাহকীক : عرفاء এটি عريف এর বহুবচন। সম্প্রদায়ের রক্ষণাবেক্ষনকারী, সর্দার, প্রধান দলপতি।

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَمِّهِ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الحَكَمِ، وَالمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ، أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ حِينَ أَذِنَ لَهُمُ المُسْلِمُونَ فِي عِتْقِ سَبْيِ هَوَازِنَ إِنِّي لاَ أَدْرِي مَنْ أَذِنَ مِنْكُمْ مِمَّنْ لَمْ يَأْذَنْ، فَارْجِعُوا حَتَّى يَرْفَعَ إِلَيْنَا عُرَفَاؤُكُمْ أَمْرَكُمْ فَرَجَعَ النَّاسُ فَكَلَّمَهُمْ عُرَفَاؤُهُمْ، فَرَجَعُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ النَّاسَ قَدْ طَيَّبُوا وَأَذِنُوا

সহজ তরজমা

৬৭০৮. ইসমাঈল ইবনে আবূ ওয়ায়স রহ.... উরওয়া ইবনে যুবায়র রাযি. থেকে বর্ণিত যে, মারওয়ান ইবনে হাকাম ও মিসওয়ার ইবনে মাখরামা রাযি. তার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, হাওয়াযেনের বন্দীদেরকে আযাদ করে

দেওয়ার ব্যাপারে মুসলমানরা যখন সর্বসম্মতিতে এসে অনুমতি দিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : তোমাদের মধ্যে কে অনুমতি দিয়েছ, আর কে দাওনি, তা আমি বুঝতে পারিনি। অতএব তোমরা ফিরে যাও, তোমাদের প্রতিনিধিরা তোমাদের মতামত নিয়ে আমার কাছে আসবে। লোকেরা ফিরে গেল এবং তাদের প্রতিনিধিরা তাদের সাথে এ বিষয়ে আলোচনা করল। পরে তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট ফিরে এসে জানাল যে, লোকেরা খুশী মনে অনুমতি দিয়েছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৬৪ পৃ: পূর্বে : ৩০৯, ৩৪৫, ৩৫১, ৩৫৫, ৪৪২, ৬১৮ পৃ:।

তাশরীহ : বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারী ৮ম খন্ড (কিতাবুল মাগাযী) ৩৮২ পৃ: দেখুন।

بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ ثَنَاءِ السُّلْطَانِ، وَإِذَا خَرَجَ قَالَ غَيْرَ ذَلِكَ

৩৭৯৩. অনুচ্ছেদ : শাসকের প্রশংসা করা এবং তার নিকট থেকে বেরিয়ে এলে তার বিপরীত কিছু বলা নিন্দনীয়

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ أُنَاسٌ لِابْنِ عُمَرَ: إِنَّا نَدْخُلُ عَلَى سُلْطَانِنَا، فَنَقُولُ لَهُمْ خِلَافَ مَا نَتَكَلَّمُ إِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِمْ، قَالَ: كُنَّا نَعُدُّهَا نِفَاقًا

সহজ তরজমা

৬৭০৯. আবূ নুআয়ম রহ....মুহাম্মদ ইবনে যায়িদ ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর তার পিতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কতিপয় লোক ইবনে উমর রাযি..-কে বলল, আমাদের শাসকের নিকট গিয়ে আমরা তার এমন কিছু গুণগান করি, যা তার দরবার থেকে বাইরে আসার পর করি তার চেয়ে ভিন্নতর। এ কথা শুনে তিনি বললেন, আমরা এটাকেই নিফাক মনে করতাম।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৬৪ পৃ:।

তাশরীহ : এখানে نفاق দ্বারা كفر উদ্দেশ্য নয়, বরং অন্যান্য গোনাহ উদ্দেশ্য। যদি প্রকৃতপক্ষে বাদশাহ প্রশংসার উপযুক্ত হয়ে থাকেন, তাহলে তার পিছনে তার মন্দ চর্চা করা না জায়েয ও গুনাহ। পক্ষান্তরে বাদশাহ যদি জালেম হয় প্রশংসার উপযুক্ত না হয়, তাহলে তার সামনেও তার প্রশংসা করা জায়েয নেই। যারা সত্যের দিশারীদেরকেও খুশি রাখতে চায় এবং জালেম ও ভ্রান্ত সম্প্রদায়কেও খুশি রাখতে চায়, এসকল ব্যক্তিরাই সমাজের ত্রাস ও নিন্দনীয় ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত লাভ করে থাকে।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عِرَاكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «إِنَّ شَرَّ النَّاسِ ذُو الوَجْهَيْنِ، الَّذِي يَأْتِي هَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ، وَهَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ»

সহজ তরজমা

৬৭১০. কুতায়বা রহ.. আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছেন। দ্বীমুখী লোকেরা সবচাইতে নিকৃষ্ট, যারা এদের কাছে এক চেহারা নিয়ে উপস্থিত হয় আবার ওদের কাছে আর এক চেহারা নিয়ে উপস্থিত হয়।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল এভাবে যে, দ্বীমুখীরাও একজনের প্রশংসা করে অত:পর অন্যজনের কাছে গিয়ে এর বিপরীত কথা বলে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৬৪ পৃ: ৪৯৬, ৮৯৫ পৃ:। মুসলিম শরীফেও রয়েছে।

بَابُ الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ

৩৭৯৪. অনুচ্ছেদ : অনুপস্থিত ব্যক্তির বিচার

তাশরীহ : আল্লামা আইনী রহ. বলেন, আল্লাহ তাআলার হকের ক্ষেত্রে নয়, বরং মানুষের হকের ক্ষেত্রে অনুপস্থিত ব্যক্তির উপর ফয়সালা করা জায়েয। এমনকি অনুপস্থিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে যদি চুরির প্রমান পেশ করা হয়, তাহলে মালের ব্যপারে ফয়সালা দেওয়া হবে হাত কাটার ব্যাপারে নয়। আর ইবনে বত্তাল রহ. বলেন, ইমাম মালেক রহ. হযরত লাইস রহ. ইমাম শাফী এবং হযরত আবু উবায়দা রাযি. সহ আরো অনেকেই অনুপস্থিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে ফয়সালা করাকে জায়েয বলে অভিমত পেশ করেছেন। আর ইবনে আবী লাইলা রহ. ও ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেন, সাধারনভাবে ব্যক্তির বিরুদ্ধে ফয়সালা করা জায়েয নেই। কিন্তু যদি সে তার সাথীর অনিষ্টতার কারনে অনুপস্থিত থাকে, তাহলে তার বিরুদ্ধে ফয়সালা করা জায়েয।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ هِنْدًا قَالَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، فَأَحْتَاجُ أَنْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ، قَالَ: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ

সহজ তরজমা

৬৭১১. মুহাম্মদ ইবনে কাসীর রহ. .....আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত যে, হিন্দা রাযি. নবী ﷺ কে বলল, আবূ সুফিয়ান রাযি. বড়ই কৃপণ ব্যক্তি। অতএব (তার অগোচরে) তার সম্পদ থেকে কিছু নিতে আমি বাধ্য হয়ে পড়ি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমার ও সন্তানের যতটুকু প্রয়োজন হয় ন্যায়সঙ্গত ভাবে সেই পরিমাণ নিতে পার।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের বাহ্যিক কোন মিল নেই। বিস্ত ারিত জানার জন্য উমদাতুল ক্বারী দেখুন।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৬৪ পৃ: পূর্বে : ২৯৪, ৩৩২, ৫৩৯, ৮০৮, ৮০৯, ১০৬০ পৃ:।

بَابُ مَنْ قُضِيَ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ فَلَا يَأْخُذْهُ، فَإِنَّ قَضَاءَ الْحَاكِمِ لَا يُحِلُّ حَرَامًا وَلَا يُحَرِّمُ حَلَالًا

৩৭৯৫. অনুচ্ছেদ : যার জন্য বিচারক তার ভাই-এর হক (প্রাপ্য) প্রদান করে, সে যেন তা গ্রহণ না করে। কেননা বিচারকের ফায়সালা হারামকে হালাল এবং হালালকে হারাম করতে পারে না

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَخْبَرَتْهَا، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ سَمِعَ خُصُومَةً بِبَابِ حُجْرَتِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الْخَصْمُ، فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ، فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَادِقٌ فَأَقْضِيَ لَهُ بِذَلِكَ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ، فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ لِيَتْرُكْهَا»

সহজ তরজমা

৬৭১২. আবদুল আযীয ইবনে আবদুল্লাহ্ রহ.... যায়নাব বিনতে আবূ সালামা রহ বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সহধর্মিণী উম্মে সালামা রাযি. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে তার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, একদা তিনি তাঁর হুজরার দরজায় বদানুবাদের শব্দ শুনতে পেলেন। এরপর তিনি তাদের কাছে এসে বললেন, আমি তো একজন মানুষ। আমার নিকট বাদী-বিবাদীরা আসে। হয়ত তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ অন্যের তুলনায় বাকপটু থাকে। আমি তার কথায় হয়ত তাকে সত্যবাদী মনে করি। অতএব আমি তার পক্ষে পয়সালা করি কিন্তু আমি যদি অপর কোন মুসলমানের হক কারো জন্য ফায়সালা করি, তাহলে সেটা এক খন্ড আগুন ছাড়া আর কিছু নয়। অতএব সে চাহে তা গ্রহণ করুক অথবা তা বর্জন করুন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের فَأَقْضِيَ لَهُ بِذٰلِكَ الخ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৬৪ - ১০৬৫ পৃ: ৩৩২, ৩৬৮, ১০৩০, ১০৬২ পৃ: : ১০৬৫ পৃ:।

উদ্দেশ্য : বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারী ৮ম খণ্ড ৩৫০ পৃ: দেখুন।

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ مِنِّي، فَاقْبِضْهُ إِلَيْكَ، فَلَمَّا كَانَ عَامُ الفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدٌ فَقَالَ ابْنُ أَخِي قَدْ كَانَ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ، فَقَامَ إِلَيْهِ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ: أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، فَتَسَاوَقَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ابْنُ أَخِي كَانَ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ، وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ» ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ»، ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ: «احْتَجِبِي مِنْهُ» لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ، فَمَا رَآهَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ تَعَالَى

সহজ তরজমা

৬৭১৩. ইসমাঈল রহ. ..... নবী ﷺ পত্নী আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উতবা ইবনে আবূ ওয়াক্কাস তাঁর ভাই সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাসকে এ মর্মে ওসিয়ত করেন যে, যামআ-এর বাঁদীর গর্ভজাত সন্তানটি আমার ঔরস থেকে জন্মলাভ করেছে। অতএব তাকে তুমি তোমার তত্ত্বাবধানে নিয়ে এসো। মক্কা বিজয়ের বছর সাদ রাযি. তাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য ধরলেন এবং বললেন, আমার ভাই এ ছেলের ব্যাপারে আমাকে ওসিয়ত করেছিলেন। আবদ ইবনে যামআ দাঁড়িয়ে বলল, এ আমার ভাই, আমার পিতার বাঁদীর গর্ভজাত সন্তান। আমার পিতার ঔরসে তার জন্ম। তারপর তারা উভয়েই বিষয়টি নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে বিচার প্রার্থী হলেন। সাদ বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এ আমার ভাইয়ের ছেলে। আমার ভাই এ সম্পর্কে আমাকে ওসিয়ত করে গেছেন। আবদ ইবনে যামআ বলল, এ আমার ভাই, আমার পিতার বাঁদীর গর্ভজাত সন্তান। আমার পিতার ঔরসেই তার জন্ম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হে আবদ ইবনে যামআ! এ তোমারই। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : সন্তান বিছানার মালিকেরই আর ব্যভিচারীর জন্য পাথর। পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ উতবার সাথে এ ছেলেটির সাদৃশ্য লক্ষ্য করার কারণে সাওদা বিনতে যামআ রাযি.-কে বললেন : এর থেকে পর্দা করে চলো। সে জন্য মৃত্যুর পূর্বে সে ছেলে সাওদাকে কোন দিন দেখতে পায়নি।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল : (১) পূর্বোক্ত হাদীসের সাথে এই হাদিসের মিল হলো যে, এই হাদিসে বাহ্যিক বিষয়ের প্রতি লক্ষ রেখে ফয়সালা দেওয়া হয়েছে, যদিও বাস্তবতা এর বিপরীত। কেননা রাসূল ﷺ বাহ্যিক বিবেচনায় ছেলেটিকে যামাআর বলে ফয়সালা দিয়েছিলেন, যদিও বাস্তবে ছেলেটি যামাআর ঔরসজাত নয়। (২) পূর্বোক্ত হাদীসের সাথে এই হাদিসের মিল হলো যে, এখানে বাহ্যিক বিবেচনায় ফয়সালা দেওয়া হয়েছে। আর তা হলো যে, রাসূল ﷺ ছেলেটির ব্যাপারে আবদ ইবনে যামাআর পক্ষে ফয়সালা দিয়েছিলেন এবং যামাআর ঔরসজাত বলে ফয়সালা দিয়েছিলেন।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৬৫ পৃ: : ২৭৬, ২৯৫, ৩২৬, ৩৪৪, ৩৮৩, ৬১৬, ৯৯৯, ১০০৭ পৃ:।

بَابُ الحُكْمِ فِي البِئْرِ وَنَحْوِهَا

৩৭৯৬. অনুচ্ছেদ : কূয়া ইত্যাদি সংক্রান্ত বিচার

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَالأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ يَحْلِفُ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ مَالًا وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ، إِلَّا لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} [آل عمران: ٧٧] الآيَةَ. فَجَاءَ الأَشْعَثُ، وَعَبْدُ اللَّهِ يُحَدِّثُهُمْ، فَقَالَ: فِيَّ نَزَلَتْ وَفِي رَجُلٍ خَاصَمْتُهُ فِي بِئْرٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟». قُلْتُ: لاَ، قَالَ: «فَلْيَحْلِفْ». قُلْتُ: إِذًا يَحْلِفُ، فَنَزَلَتْ: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ} [آل عمران: ٧٧] الآيَةَ

সহজ তরজমা

৬৭১৪. ইসহাক ইবনে নাসর রহ. ..... আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি মাল আত্মসাৎ করার জন্য মিথ্যা কসম করে, সে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে, তিনি তার প্রতি ভীষণ রাগান্বিত থাকবেন। এ মর্মে আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত অবতীর্ণ করেছেন : "যারা আল্লাহর সঙ্গে কৃত প্রতিশ্রুতি এবং নিজেদের শপথকে তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করে। (৩ : ৭৭) (যখন আবদুল্লাহ রাযি. তাদেরকে হাদীস বর্ণনা করছিলেন,) তখন আশআছ ইবনে কায়স রাযি. এলেন এবং বললেন যে, এই আয়াতই আমি ও অপর একটি লোক অবর্তীণ হয়েছে। একটি কুয়ার বিষয়ে যার সাথে আমি বিবাদ করেছিলাম। নবী ﷺ আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তোমার কাছে প্রমাণ আছে কি? আমি বললাম, না। তিনি বললেন : তাহলে সে কসম করুক। আমি বললাম, সে কসম খাবেই। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয় : যারা আল্লাহর সঙ্গে কৃত প্রতিশ্রুতি এবং নিজেদের শপথকে তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করে ... (৩ : ৭৭)

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৬৫ পৃ: পূর্বে : ৩১৭, ৩২৬, ৩৪২, ৩৬৬, ৩৬৭, ৩৬৮, ৩৫২, ৯৮৫ পৃ: সামনে : ১১০৯ পৃ:।

بَابٌ: اَلْقَضَاءُ فِي قَلِيلِ المَالِ وَكَثِيرِهِ سَوَاءٌ

৩৭৯৭. অনুচ্ছেদ : মাল অল্প হোক আর অধিক, এর বিচার একই

وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ: «اَلْقَضَاءُ فِي قَلِيلِ المَالِ وَكَثِيرِهِ سَوَاءٌ»

ইবনে উয়ায়না ইবনে শুবরুমা-এর সূত্রে বলেন যে, অল্প সম্পদ ও অধিক সম্পদের বিচারের বিধান একই

حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، أَخْبَرَتْهُ عَنْ أُمِّهَا أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَبَةَ خِصَامٍ عِنْدَ بَابِهِ، فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الخَصْمُ، فَلَعَلَّ بَعْضًا أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ أَقْضِي لَهُ بِذَلِكَ، وَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَادِقٌ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ لِيَدَعْهَا»

সহজ তরজমা

৬৭১৫. আবুল ইয়ামান রহ. ..... উম্মু সালামা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর দরজার পাশে ঝগড়ার শোরগোল শুনতে পেলেন। তাই তিনি তাদের কাছে বেরিয়ে গেলেন এবং বললেন : আমি তো একজন মানুষ। বিবদমান ব্যক্তিরা ফায়সালার জন্য আমার নিকট আসে। হয়ত তাদের কেউ অন্যের তুলনায় অধিক বাকপটু। আমি তার কথার ভিত্তিতে তার পক্ষে ফায়সালা করি এবং আমি মনে করি সে সত্যবাদী। সুতরাং আমি যদি কাউকে অন্য মুসলমানদের হকের সাথে ফায়সালা করে দেই তাহলে তা (তার জন্য) এক খন্ড আগুন ছাড়া কিছু নয়। সুতরাং সে চাহে তা গ্রহণ করুক অথবা ছেড়ে দিক।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে। যা অল্প ও বেশী উভয়কে শামিল করে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৬৫ পৃ: পূর্বে : ৩৩২, ৩৬৮, ১০৩০, ১০৬২ পৃ:।

بَابُ بَيْعِ الإِمَامِ عَلَى النَّاسِ أَمْوَالَهُمْ وَضِيَاعَهُمْ

৩৭৯৮. অনুচ্ছেদ : ইমাম কর্তৃক লোকের মাল ও ভূসম্পদ বিক্রি করা

وَقَدْ بَاعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُدَبَّرًا مِنْ نُعَيْمِ بْنِ النَّحَّامِ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নুআয়ম ইবনে নাহহামের পক্ষে বিক্রি করেছেন

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: «بَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَبَاعَهُ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ، ثُمَّ أَرْسَلَ بِثَمَنِهِ إِلَيْهِ»

সহজ তরজমা

৬৭১৬. ইবনে নুমায়র রহ. ..... জাবির রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে সংবাদ পৌঁছল যে, তাঁর সাহাবীদের একজন তার গোলামকে মৃত্যুর পরে কার্যকর হবে এই শর্তে আযাদ করলেন। অথচ তাঁর এছাড়া আর কোন মাল ছিল না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে গোলামটিকে আটশ' দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করে দেন এবং প্রাপ্তমূল্য তার নিকট পাঠিয়ে দেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৬৫ - ১০৬৬ পৃ: পূর্বে : ২৮৭, ২৯৭, ৩২৩, ৩২৫, ৩৪৪, ৯৯৪, ১০২৭ পৃ:। তাছাড়া মুসলিম শরীফ, আবু দাউদ, তিরমিযি শরীফ, নাসাঈ শরীফ এবং ইবনে মাজাহ শরীফেও রয়েছে।

তাশরীহ : বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারী ৮ম খণ্ড ৮৪ পৃ: দেখুন।

بَابُ مَنْ لَمْ يَكْتَرِثْ بِطَعْنِ مَنْ لاَ يَعْلَمُ فِي الأُمَرَاءِ حَدِيثًا

৩৭৯৯. অনুচ্ছেদ : না জেনে যে ব্যক্তি আমীরের সমালোচনা করে, তার সমালোচনা গ্রহণযোগ্য নয়

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، يَقُولُ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْثًا، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، فَطُعِنَ فِي إِمَارَتِهِ، وَقَالَ: «إِنْ تَطْعَنُوا فِي إِمَارَتِهِ، فَقَدْ كُنْتُمْ تَطْعَنُونَ فِي إِمَارَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلِهِ، وَايْمُ اللهِ إِنْ كَانَ لَخَلِيقًا لِلْإِمْرَةِ، وَإِنْ كَانَ لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ، وَإِنَّ هَذَا لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ بَعْدَهُ»

সহজ তরজমা

৬৭১৭. মূসা ইবনে ইসমাঈল রহ... ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেনাদল প্রেরণ করেন এবং উসামা ইবনে যায়িদ রাযি. কে তাঁদের আমীর নিযুক্ত করেন। কিন্তু তার নেতৃত্বের ব্যাপারে সমালোচনা করা হল। তখন তিনি বললেন : তোমরা যদি তার নেতৃত্বের সমালোচনা কর, তোমরা ইতিপূর্বে তার পিতার নেতৃত্বেরও সমালোচনা করেছিলে। আল্লাহর কসম! সে নেতৃত্বের উপযুক্ত ছিল। আর সে ছিল আমার কাছে সর্বাধিক প্রিয়। আর তারপরে এ হল আমার কাছে সবচাইতে প্রিয়।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৬৬ পৃ: পূর্বে : ৫২৮, ৬১০, ৬৪১, ৯৮০ পৃ:।

তাশরীহ : বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারী ৮ম খণ্ড (কিতাবুল মাগাযী) ৩১০ পৃ: দেখুন।

بَابُ الأَلَدِّ الخَصِمِ، وَهُوَ الدَّائِمُ فِي الخُصُومَةِ {لُدًّا} [مريم: ٩٧]: «عُوجًا»

৩৮০০. অত্যন্ত ঝগড়াটে সে, যে সর্বক্ষণ ঝগড়ায় লিপ্ত থাকে لُدًّا অর্থ বক্রতা

তাশরীহ: الد শব্দটির হামযাহ বর্ণে ও লাম বর্ণে যবর এবং দাল বর্ণে তাশদীদ দিয়ে। এটি اسم التفضيل এর সীগা।

الخَصِمِ: শব্দটির خاء (খা) বর্ণে যবর, صاد (সোয়াদ) বর্ণে যের দিয়ে। ইমাম বুখারী রহ. وهوالدائم فى الخصومة দ্বারা এর তাফসীর করেছেন। অর্থাৎ স্থায়ী ঝগড়া, যা কোন দিন খতম হয় না। কিংবা এর দ্বারা কঠিন ঝগড়াটে বা অধিক ঝগড়াকারী উদ্দেশ্য।

لُدًّا: لدا শব্দের لام (লাম) বর্ণে পেশ ও دال (দাল) বর্ণে তাশদীদ দিয়ে। এটি الد এর বহুবচন। অর্থ কঠিন ঝগড়াটে।

عُوجًا : শব্দের عين (আইন) বর্ণে পেশ, واو (ওয়াও) বর্ণে সুকূন দিয়ে এবং শেষে جيم (জীম) সহ। ইবনে কাছীর রহ. বলেন عوجا হলো সত্য থেকে বাতিলের দিকে ধাবিত হওয়া।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَبْغَضُ الرِّجَالِ إِلَى اللَّهِ الأَلَدُّ الخَصِمُ»

সহজ তরজমা

৬৭১৮. মুসাদ্দাদ রহ ... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : আল্লাহর কাছে সবচাইতে ঘৃণ্য ব্যক্তি হল সে, যে সর্বক্ষণ ঝগড়ায় লিপ্ত থাকে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট। কেননা হাদিস ও শিরোনাম উভয়টা একই বিষয় সম্বলিত।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৬৬ পৃ: পূর্বে : ৩৩২, ৬৪৯ পৃ:।

তাশরীহ : বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারী ৯ম খণ্ড (কিতাবুত তাফসীর) ৭৩ পৃ: দেখুন।

بَابٌ إِذَا قَضَى الحَاكِمُ بِجَوْرٍ أَوْ خِلاَفِ أَهْلِ العِلْمِ فَهُوَ رَدٌّ

৩৮০১. অনুচ্ছেদ : বিচারক যদি রায় প্রদানের ক্ষেত্রে অবিচার করেন কিংবা আহলে ইলমের মতামতের উল্টো ফায়সালা প্রদান করেন তাহলে তা গ্রহণযোগ্য নয়

তাশরীহ : এব্যাপারে সকলেই ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, যদি কাযী সাহেব অন্যায় ফয়সালা করেন কিংবা তার প্রদত্ত ফয়সালা আহলে ইলমের বিপরীত হয়, তাহলে তা প্রত্যাখ্যাত বলে গণ্য হবে। আর যদি ইজতেহাদ ও তাবীলের ভিত্তিতে হয়, যেমন হযরত খালেদ রাযি. করেছিলেন তাহলে গোনাহ তো মাফ হয়ে যাবে, তবে ক্ষতিপূরণ আবশ্যক হবে। আর এটাই অধিকাংশ আহলে ইলমের অভিমত। (শরহে ইবনে বাত্তাল ৮ম খণ্ড ২০৫ পৃ:।)

আর জমহুর উলামায়ে কেরাম তথা ইমাম আবু হানিফা, ইমাম আহমদ, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর মতে যদি ফয়সালা হত্যার ক্ষেত্রে হয়, তাহলে বায়তুল মাল থেকে তার দিয়ত দিতে হবে।

আল্লামা আইনী রহ. ও প্রায় অনরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, তার ফয়সালা প্রত্যাখ্যান হবে। আর এব্যাপারে কোন আহলে ইলমের দ্বিমত নেই। (উমদাতুল কারী) যেমন হযরত খালেদ ইবনে ওয়ালীদ রাযি. এর ফয়সালা রাসূল ﷺ রদ করে দিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি তাকে শাস্তি দেননি, কেননা তিনি মুজতাহিদ ছিলেন।

حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِدًا ح وحَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِدَ بْنَ الوَلِيدِ إِلَى بَنِي جَذِيمَةَ، فَلَمْ يُحْسِنُوا أَنْ يَقُولُوا أَسْلَمْنَا، فَقَالُوا: صَبَأْنَا صَبَأْنَا، فَجَعَلَ خَالِدٌ يَقْتُلُ وَيَأْسِرُ، وَدَفَعَ إِلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنَّا أَسِيرَهُ، فَأَمَرَ كُلَّ رَجُلٍ مِنَّا أَنْ يَقْتُلَ أَسِيرَهُ، فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لاَ أَقْتُلُ أَسِيرِي، وَلاَ يَقْتُلُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِي أَسِيرَهُ، فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدُ بْنُ الوَلِيدِ» مَرَّتَيْنِ

সহজ তরজমা

৬৭১৯. মাহমূদ ও নুআয়ম রহ... ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খালিদ ইবনে ওয়ালীদকে জাযীমা গোত্রের দিকে প্রেরণ করলেন। কিন্তু তারা উত্তমরূপে "আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি" কথাটি বলতে পারল না। বরং বলল, 'সাবানা' 'সাবানা' (আমরা পুরাতন ধর্ম ত্যাগ করে নতুন ধর্ম

গ্রহণ করেছি)। এরপর খলিদ তাদের হত্যা ও বন্দী করতে শুরু করলেন। আর আমাদের প্রত্যেকের কাছে বন্দী হাওয়ালা করলেন এবং প্রত্যেককে নিজ বন্দীকে হত্যা করার নির্দেশ দিলেন। আমি বললাম, আল্লাহর কসম। আমি আমার বন্দীকে হত্যা করব না এবং আমার সঙ্গীদের কেউ তার বন্দীকে হত্যা করবে না। এরপর এ ঘটনা আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে বর্ণনা করলাম। তখন তিনি বললেন : ইয়া আল্লাহ! খালিদ ইবনে ওয়ালীদ যা করেছে তা থেকে আমি আপনার অব্যাহতি কামনা করছি। এ কথাটি তিনি দু'বার বললেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের اللهم انى ابرأ اليك مما صنع خالد بن الوليد এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৬৬ পৃ: পূর্বে : ৬২২ পৃ:।

তাশরীহ : বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারী ৮ম খণ্ড ৪১১ - ৪১২ পৃ: দেখুন।

بَابُ الْإِمَامِ يَأْتِي قَوْمًا فَيُصْلِحُ بَيْنَهُمْ

৩৮০২. অনুচ্ছেদ : ইমামের কোন গোত্রের কাছে গিয়ে তাদের মধ্যে নিষ্পত্তি করে দেওয়া

• حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ المَدَنِيُّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، قَالَ: كَانَ قِتَالٌ بَيْنَ بَنِي عَمْرٍو، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ، فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَتَاهُمْ يُصْلِحُ بَيْنَهُمْ، فَلَمَّا حَضَرَتْ صَلَاةُ العَصْرِ، فَأَذَّنَ بِلَالٌ وَأَقَامَ، وَأَمَرَ أَبَا بَكْرٍ فَتَقَدَّمَ، وَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ فِي الصَّلَاةِ، فَشَقَّ النَّاسَ حَتَّى قَامَ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ، فَتَقَدَّمَ فِي الصَّفِّ الَّذِي يَلِيهِ، قَالَ: وَصَفَّحَ القَوْمُ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ لَمْ يَلْتَفِتْ حَتَّى يَفْرُغَ، فَلَمَّا رَأَى التَّصْفِيحَ لَا يُمْسَكُ عَلَيْهِ التَفَتَ، فَرَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْفَهُ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ، أَنِ امْضِهْ، وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ هَكَذَا، وَلَبِثَ أَبُو بَكْرٍ هُنَيَّةً يَحْمَدُ اللهَ عَلَى قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ مَشَى القَهْقَرَى، فَلَمَّا رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ تَقَدَّمَ، فَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاسِ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ، قَالَ: «يَا أَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ إِذْ أَوْمَأْتُ إِلَيْكَ أَنْ لَا تَكُونَ مَضَيْتَ؟» قَالَ: لَمْ يَكُنْ لِابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يَؤُمَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ لِلْقَوْمِ: «إِذَا رَابَكُمْ أَمْرٌ، فَلْيُسَبِّحِ الرِّجَالُ، وَلْيُصَفِّحِ النِّسَاءُ»

সহজ তরজমা

৬৭২০. আবু নুমান রহ... সাহল ইবনে সাদ সাঈদী রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনী আমের গোত্রে (আত্মঘাতী) সংঘর্ষ ছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এ সংবাদ পৌঁছল। তিনি যুহরের নামায আদায় করার পর তাদের মধ্যে মিমাংসা করার জন্য আসলেন। (আসার সময়) তিনি বিলালকে বললেন : যদি নামাযের সময় হয়ে যায় আর আমি এসে না পৌঁছি, তাহলে আবু বকরকে বলবে, সে যেন লোকদের নিয়ে নামায আদায় করে। যখন আসরের সময় হল, বিলাল রাযি. আযান দিলেন। অত:পর ইকামত দিয়ে আবূ বকরকে নামায আদায় করতে বললেন। আবূ বকর রাযি. সামনে গেলেন। আবূ বকর রাযি.-এর নামাযরত অবস্থায়ই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এলেন এবং মানুষকে ফাঁক করে আবূ বকরের পিছনে দাঁড়ালেন। অর্থাৎ আবূ বকরের সংলগ্ন কাতার পর্যন্ত অগ্রসর হলেন। রাবী বলেন, লোকেরা হাততালি দিল। তিনি আরও বলেন যে, আবূ বকর রাযি. যখন নামায শুরু করতেন, তখন নামায শেষ না হওয়া পর্যন্ত এদিক-সেদিক তাকাতেন না। তিনি যখন দেখলেন যে, হাততালি বন্ধ হচ্ছে না তখন তিনি তাকালেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে

তাঁর পিছনে দেখতে পেলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাতের ইশারায় তাকে নামায পূর্ণ করতে বললেন এবং যেভাবে আছেন সেভাবেই থাকতে বললেন। কিন্তু তিনি পিছনে সরে আসলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ অবস্থা দেখে সামনে গেলেন এবং লোকদের নিয়ে নামায আদায় করলেন। যখন নামায শেষ হল, তখন তিনি আবু বকরকে বললেন : আমি যখন তোমাকে ইশারা করলাম, তখন তোমাকে কোন জিনিস বাধা দিল যে, তুমি নামায পূর্ণ করলে না। তিনি বললেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ইমামত করার দু:সাহস ইবনে কুহাফার কখনই নেই। এরপর তিনি লোকদের বললেন : নামাযে তোমাদের কোনরূপ জটিলতা সৃষ্টি হলে পুরুষরা 'সুবহানাল্লাহ্' বলবে আর নারীরা হাতের উপর হাত মেরে আওয়ায দেবে। আবূ আবদুল্লাহ্ (বুখারী) রহ বলেন, يَا بِلَالُ مُرْ اَبَا بَكْرٍ বাক্যটি হাম্মাদ ব্যতীত অন্য কোন রাবী বলেনি।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৬৬ পৃ: ৯৪, ১৬০, ১৬২, ১৬৫, ৩৭০, ৩৭১ পৃ:।

তাশরীহ : বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারী ৩য় খণ্ড ৩১৮ পৃ: দেখুন।

بَابُ يُسْتَحَبُّ لِلْكَاتِبِ أَنْ يَكُونَ أَمِينًا عَاقِلًا

৩৮০৩. অনুচ্ছেদ : লিপিবদ্ধকারীকে আমানতদার ও বুদ্ধিমান হওয়া বাঞ্ছনীয়

باب শব্দটি তানভীন দ্বারা। লিখকের জন্য অর্থাৎ ফয়সালা লিখকের জন্য বিশ্বস্ত হওয়া তথা লিখার ক্ষেত্রে লোভ লালসা থেকে বেঁচে থাকা এবং বোধসম্পন্ন হওয়া উচিৎ। অর্থাৎ অসতর্ক না হওয়া, যাতে কেউ ধোকা না দিতে পারে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ أَبُو ثَابِتٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: بَعَثَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرٍ لِمَقْتَلِ أَهْلِ الْيَمَامَةِ وَعِنْدَهُ عُمَرُ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: "إِنَّ عُمَرَ أَتَانِي فَقَالَ: إِنَّ الْقَتْلَ قَدِ اسْتَحَرَّ يَوْمَ الْيَمَامَةِ بِقُرَّاءِ الْقُرْآنِ، وَإِنِّي أَخْشَى أَنْ يَسْتَحِرَّ الْقَتْلُ بِقُرَّاءِ الْقُرْآنِ فِي الْمَوَاطِنِ كُلِّهَا، فَيَذْهَبَ قُرْآنٌ كَثِيرٌ، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَأْمُرَ بِجَمْعِ الْقُرْآنِ". قُلْتُ: «كَيْفَ أَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟» . فَقَالَ عُمَرُ: هُوَ وَاللهِ خَيْرٌ، فَلَمْ يَزَلْ عُمَرُ يُرَاجِعُنِي فِي ذَلِكَ حَتَّى شَرَحَ اللهُ صَدْرِي لِلَّذِي شَرَحَ لَهُ صَدْرَ عُمَرَ، وَرَأَيْتُ فِي ذَلِكَ الَّذِي رَأَى عُمَرُ، قَالَ زَيْدٌ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ: «وَإِنَّكَ رَجُلٌ شَابٌّ عَاقِلٌ لَا نَتَّهِمُكَ قَدْ كُنْتَ تَكْتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَتَبَّعِ الْقُرْآنَ، فَاجْمَعْهُ» . قَالَ زَيْدٌ: فَوَاللهِ لَوْ كَلَّفَنِي نَقْلَ جَبَلٍ مِنَ الْجِبَالِ مَا كَانَ بِأَثْقَلَ عَلَيَّ مِمَّا كَلَّفَنِي مِنْ جَمْعِ الْقُرْآنِ، قُلْتُ: كَيْفَ تَفْعَلَانِ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: «هُوَ وَاللهِ خَيْرٌ» . فَلَمْ يَزَلْ يَحُثُّ مُرَاجَعَتِي حَتَّى شَرَحَ اللهُ صَدْرِي لِلَّذِي شَرَحَ اللهُ لَهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، وَرَأَيْتُ فِي ذَلِكَ الَّذِي رَأَيَا، فَتَتَبَّعْتُ الْقُرْآنَ، أَجْمَعُهُ مِنَ الْعُسُبِ وَالرِّقَاعِ وَاللِّخَافِ وَصُدُورِ الرِّجَالِ، فَوَجَدْتُ فِي آخِرِ سُورَةِ التَّوْبَةِ: {لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ} [التوبة: ١٢٨] . إِلَى آخِرِهَا مَعَ خُزَيْمَةَ، أَوْ أَبِي خُزَيْمَةَ، فَأَلْحَقْتُهَا فِي سُورَتِهَا، وَكَانَتِ الصُّحُفُ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ حَيَاتَهُ، حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، ثُمَّ عِنْدَ عُمَرَ حَيَاتَهُ، حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ، ثُمَّ عِنْدَ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ: "اللِّخَافُ: يَعْنِي الْخَزَفَ

সহজ তরজমা

৬৭২১. আবূ সাবিত মুহাম্মদ ইবনে উবায়দুল্লাহ রহ. ..... যায়িদ ইবনে সাবিত রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আবূ বকর রাযি. আমার নিকট লোক পাঠালেন, ইয়ামামার যুদ্ধে শাহাদতবরণকারীদের কারণে তখন তাঁর কাছে উমর রাযি..-ও উপস্থিত ছিলেন। আবূ বকর রাযি. বললেন, উমর রাযি. আমার কাছে এসে বলেছেন যে, কুরআনের বহু সংখ্যক হাফিয ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। এজন্য আমার ভয় হচ্ছে যে, আরো অনেক স্থানে যদি কুরআনের হাফিযগণ এরূপ ব্যাপক হারে শহীদ হন তাহলে কুরআনের বহু অংশ বিলুপ্ত হয়ে যাবে। সুতরাং আমি মনে করি যে, আপনি কুরআন সংকলনের নির্দেশ দিন। আমি বললাম, কি করে আমি এমন কাজ করব যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম করেননি। উমর (রাযি..) বললেন, আল্লাহর কসম! এটা একটা ভাল কাজ। উমর রাযি. আমাকে এ ব্যাপারে বারবার বলছিলেন। এক পর্যায়ে আল্লাহ্ তা'আলা এ বিষয়ে আমার অন্তরে প্রশান্তি দান করলেন। যে বিষয়ে তিনি উমর রাযি. এর অন্তরেও প্রশান্তি দান করেছিলেন এবং আমিও এ বিষয়ে একমত পোষন করলাম যা উমর রাযি. মত পোষণ করেছিলেন। যায়িদ রাযি. বলেন যে, এরপর আবূ বকর রাযি. বললেন, তুমি একজন বুদ্ধিদীপ্ত যুবক, তোমার ব্যাপারে আমাদের কোন অভিযোগ নেই। তাছাড়া তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওহী লিপিবদ্ধ করতে। সুতরাং কুরআনকে তুমি অনুসন্ধান কর এবং তা একত্রিত কর। যায়িদ রাযি. বলেন, আল্লাহর শপথ! কুরআন সংগ্রহ করে একত্রিত করার আদেশ না দিয়ে যদি তারা আমাকে একটি পাহাড়কে সরিয়ে নেওয়ার গুরুভার অর্পণ করতো, তাও আমার জন্য ভারী মনে হত না। আমি বললাম, কি করে আপনারা এমন একটি কাজ করবেন, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম করেননি। আবূ বকর রাযি. বললেন, আল্লাহর শপথ! এটি একটি ভাল কাজ। আমার পক্ষ থেকে এ কথা বারবার উথ্থাপিত হতে থাকল। এক পর্যায়ে আল্লাহ্ তা'আলা আমার অন্তরে প্রশান্তি দান করলেন, যে বিষয়ে আবু বকর রাযি. ও উমর রাযি. এর অন্তরে প্রশান্তি দান করেছিলেন । এবং তাঁরা যা ভাল মনে করলেন আমিও তা ভাল মনে করলাম। সুতরাং আমি কুরআন অনুসন্ধান করতে শুরু করলাম। খেজুরের ডাল, পাতলা চামড়ার টুকরা, শ্বেত পাথর ও মানুষের অন্তঃকরণ থেকে আমি কুরআনকে একত্রিত করলাম। সূরা তাওবার শেষ অংশ... لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের কাছে এক রাসূল এসেছেন... (৯ : ১২৮) থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত এই অংশটুকু খুযায়মা কিংবা আবূ খুযায়মার কাছে পেলাম। আমি তা সূরার সাথে সংযোজন করলাম। কুরআনের এই সংকলিত সহীফাগুলো আবু বকরের জীবনকাল পর্যন্ত তাঁর কাছে ছিল। এরপর আল্লাহ্ তা'অলা তাকে ওফাত দিলেন। পরে উমরের জীবনকাল পর্যন্ত তাঁর নিকট ছিল। তাঁর মৃত্যুর পর তা হাফসা বিনতে উমর রাযি.-এর কাছে ছিল। মুহাম্মদ ইবনে উবায়দুল্লাহ্ বলেন, হাদীসে ব্যবহৃত اَللِّخَافُ অর্থ হল চাঁড়া।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের وَإِنَّكَ رَجُلٌ شَابٌّ عَاقِلٌ. لاَ نَتَّهِمُكَ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৬৭ পৃঃ : ৩৯৪, ৫৭৯, ৫৮০, ৬৭৬, ৭৪৫, ৭৪৬ : ১১০৪ পৃঃ।

তাশরীহ : বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারী ১০ম খণ্ড ০৯ পৃঃ দেখুন।

بَابُ كِتَابِ الحَاكِمِ إِلَى عُمَّالِهِ وَالقَاضِي إِلَى أُمَنَائِهِ

৩৮০৪. অনুচ্ছেদ : শাসকের পত্র কর্মকর্তাদের প্রতি এবং বিচারকের পত্র সচিবদের প্রতি

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي لَيْلَى، ح حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي لَيْلَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ هُوَ وَرِجَالٌ مِنْ كُبَرَاءِ قَوْمِهِ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةَ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ، مِنْ جَهْدٍ أَصَابَهُمْ. فَأُخْبِرَ مُحَيِّصَةُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ قُتِلَ وَطُرِحَ فِي فَقِيرٍ أَوْ عَيْنٍ، فَأَتَى يَهُودَ فَقَالَ: أَنْتُمْ وَاللهِ قَتَلْتُمُوهُ. قَالُوا: مَا قَتَلْنَاهُ وَاللهِ. ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّى قَدِمَ عَلَى قَوْمِهِ. فَذَكَرَ لَهُمْ، وَأَقْبَلَ هُوَ وَأَخُوهُ حُوَيِّصَةُ وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَهْلٍ، فَذَهَبَ لِيَتَكَلَّمَ وَهُوَ الَّذِي كَانَ بِخَيْبَرَ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُحَيِّصَةَ: «كَبِّرْ كَبِّرْ» يُرِيدُ السِّنَّ. فَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ، ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ، وَإِمَّا أَنْ يُؤْذِنُوا بِحَرْبٍ» . فَكَتَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ بِهِ، فَكُتِبَ مَا قَتَلْنَاهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحُوَيِّصَةَ وَمُحَيِّصَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ: «أَتَحْلِفُونَ، وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ؟» . قَالُوا: لاَ. قَالَ: «أَفَتَحْلِفُ لَكُمْ يَهُودُ؟» . قَالُوا: لَيْسُوا بِمُسْلِمِينَ. فَوَدَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِهِ مِائَةَ نَاقَةٍ حَتَّى أُدْخِلَتِ الدَّارَ. قَالَ سَهْلٌ: فَرَكَضَتْنِي مِنْهَا نَاقَةٌ

সহজ তরজমা

৬৭২২. আবদুল্লাহ ইবনে ইউসুফ ও ইসমাঈল রহ... সাহল ইবনে আবূ হাসমা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি ও তাঁর গোত্রের কতিপয় বড় বড় ব্যক্তি বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে সাহল ও মুহাইয়াসা ক্ষুধায় আক্রান্ত হয়ে খায়বারে আসেন। একদা মুহাইয়্যাসা জানতে পারেন যে, আবদুল্লাহ নিহত হয়েছে এবং তার লাশ একটি গর্তে অথবা কূপে ফেলে দেওয়া হয়েছে। তখন তিনি ইহুদীদের কাছে এসে বললেন, আল্লাহর শপথ! নি:সন্দেহে তোমরাই তাকে হত্যা করেছ। তারা বলল, আল্লাহর কসম করে বলছি, আমরা তাকে হত্যা করিনি। তারপর তিনি তার গোত্রের নিকট এসে এ ঘটনা বর্ণনা করলেন। পরে তিনি, তার বড় ভাই হুওয়াইয়াসা এবং আবদুর রহমান ইবনে সাহল আসলেন। মুহাইয়াসা যিনি খায়বারে ছিলেন-রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে এ ঘটনা বলার জন্য অগ্রসর হলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন বড়কে কথা বলতে দাও, বড়কে কথা বলতে দাও। তিনি এতে উদ্দেশ্য করেছেন বয়সে প্রবীণকে। তখন হুওয়াইয়াসা প্রথমে ঘটনা বর্ণনা করলেন। এরপর কথা বললেন মুাইয়াসা। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হয়ত তারা তোমাদের মৃত সঙ্গীর রক্তপণ আদায় করবে, না হয় তাদের সাথে যুদ্ধের ঘোষণা দেওয়া হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের কাছে এ মর্মে চিঠি লিখলেন। জবাবে তাদের পক্ষ থেকে লেখা হল যে, আমরা তাকে হত্যা করিনি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ হুওয়ায়াসা, মুহাইয়াসা ও আবদুর রহমানকে বললেন, তোমরা কি কসম খেয়ে বলতে পারবে? তাহলে তোমরা তোমাদের সাথীর রক্তপণের অধিকারী হতে পারবে। তারা বলল, না। তিনি বললেন, তাহলে ইহুদীরা কি তোমাদের সামনে কসম করবে? তাঁরা বলল, এরা তো মুসলিম নয়। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের পক্ষ থেকে একশ' উট রক্তপণ হিসাবে আদায় করে দিলেন। শেষ পর্যন্ত উটগুলোকে ঘরে প্রবেশ করানো হল। সাহল বলেন, একটি উট আমাকে লাথি মেরেছিল।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم أي إلى أهل خيبر এ অংশটুকুর মিল রয়েছে।

প্রশ্ন : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল মুশকিল। কেননা হাদিসের মধ্যে প্রতিনিধির কাছে চিঠি লিখেছেন নাকি আমীরের কাছে চিঠি লিখিছেন এব্যাপারে কোন কিছু উল্লেখ নেই। বরং রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শত্রুদলের নিকট চিঠি দিয়েছেন ?

জবাব : এব্যাপারে সবচেয়ে সহজতর জবাব হলো যে, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চিঠিতে ইয়াহুদিদের সর্দারের নাম লিখে দিয়েছেন, আর সে সময় ইয়াহুদিদের সাথে সন্ধি ছিল, তাই এই সর্দারই নায়েব এর স্থলাভিষিক্ত হবে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৬৭ পৃ: ৩২৭, ৪৫০, ৯০৭, ১০১৮, ১০১৯ পৃ:।

بَابٌ: هَلْ يَجُوزُ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَبْعَثَ رَجُلًا وَحْدَهُ لِلنَّظَرِ فِي الأُمُورِ

৩৮০৫. অনুচ্ছেদ : কোন বিষয়ের তদন্ত করার জন্য প্রশাসকের পক্ষ থেকে একজন মাত্র লোককে পাঠানো বৈধ কিনা?

শিরোনামের প্রশ্নের উত্তর হাদিসে রয়েছে।

حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ، قَالاَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ، فَقَامَ خَصْمُهُ فَقَالَ: صَدَقَ، فَاقْضِ بَيْنَنَا بِاللهِ، فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، فَقَالُوا لِي: عَلَى ابْنِكَ الرَّجْمُ، فَفَدَيْتُ ابْنِي مِنْهُ بِمِائَةٍ مِنَ الغَنَمِ وَوَلِيدَةٍ، ثُمَّ سَأَلْتُ أَهْلَ العِلْمِ، فَقَالُوا: إِنَّمَا عَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ، وَتَغْرِيبُ عَامٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ، أَمَّا الوَلِيدَةُ وَالغَنَمُ فَرَدٌّ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ، وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَأَمَّا أَنْتَ يَا أُنَيْسُ لِرَجُلٍ فَاغْدُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فَارْجُمْهَا» . فَغَدَا عَلَيْهَا أُنَيْسٌ فَرَجَمَهَا

সহজ তরজমা

৬৭২৩. আদম রহ. ..... আবূ হুরায়রা ও যায়িদ ইবনে খালিদ জুহানী রাযি. থেকে বর্ণিত। তাঁরা বর্ণনা করেন যে, একজন বেদুঈন এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের মাঝে আল্লাহর কিতাবের ভিত্তিতে বিচার করুন। তার বিবাদী পক্ষ দাঁড়িয়ে বলল, সে ঠিকই বলছে। আপনি আমাদের মধ্যে আল্লাহর কিতারেব ভিত্তিতে ফায়সালা করুন। তারপর বেদুঈন বলল যে, আমার ছেলে এই লোকটির এখানে মজুর হিসাবে কাজ করত। সে তার স্ত্রীর সাথে যিনা করে ফেলেছে। লোকেরা আমাকে বলল, তোমার ছেলেকে রজম (প্রস্তরাঘাতে হত্যা দন্ড) করা হবে। আমি একশ বকরী ও একটি দাসী দিয়ে আমার ছেলেকে তার থেকে মুক্ত করে এনেছি। পরে আমি এ বিষয়ে আলেমদের জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা বললেন, তোমার পুত্রকে একশ' বেত্রাঘাত ও এক বছরের জন্য দেশান্তরের শাস্তি ভোগ করতে হবে। (এ শুনে) নবী ﷺ বললেন : আমি অবশ্যই আল্লাহর কিতাবের ভিত্তিতে তোমাদের মাঝে ফায়সালা করব। দাসী ও বকরীগুলো তুমি ফেরত পাবে। আর তোমার ছেলেকে একশ' বেত্রাঘাত ও এক বছরের জন্য দেশান্তরের শাস্তি ভোগ করতে হবে। হে উনায়স! তুমি কাল এ লোকের স্ত্রীর নিকট যাও এবং তাকে রজম কর। অত:পর উনায়স সেই স্ত্রী লোকের কাছে গিয়ে তাকে রজম করল।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের فَاغْدُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فَارْجُمْهَا এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৬৭ - ১০৬৮ পৃ: পূর্বে : ৩১১, ৩৬১, ৩৭১, ৩৭৬, ৯৮১, ১০০৮, ১০১০, ১০১১, ১০১৩ পৃ: সামনে : ১০৮১ পৃ:।

بَابُ تَرْجَمَةِ الحُكَّامِ، وَهَلْ يَجُوزُ تَرْجُمَانٌ وَاحِدٌ

৩৮০৬. অনুচ্ছেদ : প্রশাসকদের দোভাষী নিয়োগ করা এবং একজন মাত্র দোভাষী নিয়োগ বৈধ কিনা?

وَقَالَ خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ «أَنْ يَتَعَلَّمَ كِتَابَ اليَهُودِ» حَتَّى كَتَبْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ كُتُبَهُ، وَأَقْرَأْتُهُ كُتُبَهُمْ، إِذَا كَتَبُوا إِلَيْهِ وَقَالَ عُمَرُ وَعِنْدَهُ عَلِيٌّ، وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ، وَعُثْمَانُ: «مَاذَا تَقُولُ هَذِهِ؟» . قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ حَاطِبٍ: فَقُلْتُ: تُخْبِرُكَ بِصَاحِبِهَا الَّذِي صَنَعَ بِهَا وَقَالَ أَبُو جَمْرَةَ: كُنْتُ أُتَرْجِمُ بَيْنَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَبَيْنَ النَّاسِ "وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: لاَ بُدَّ لِلْحَاكِمِ مِنْ مُتَرْجِمَيْنِ

সহজ তরজমা

খারিজা ইবনে যায়িদ ইবনে সাবিত রহ. ..... যায়িদ ইবনে সাবিত রাযি. থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ তাকে ইহুদীদের লিখন পদ্ধতি শিক্ষা করার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি বলেন, যার ফলে আমি নবী ﷺ এর পক্ষ থেকে তাঁর চিঠিপত্র লিখতাম এবং তারা কোন চিঠিপত্র তাঁর কাছে লিখলে তা তাকে পাঠ করে শোনাতাম। উমর রাযি. বললেন-তখন তাঁর কাছে উপস্থিত ছিলেন আলী, আবদুর রহমান ও উসমান রাযি.-এই স্ত্রীলোকটি কি বলছে? আবদুর রহমান ইবনে হাতিব বলেন, আমি বললাম, স্ত্রীলোকটি তার এক সঙ্গী সম্পর্কে আপনার নিকট অভিযোগ করছে যে, সে তার সাথে অপকর্ম করেছে। আবু জামরা বলেন, আমি ইবনে আব্বাস রাযি. ও লোকদের মধ্যে দোভাষীর কাজ করতাম। আর কেউ কেউ বলেছেন, প্রত্যেক প্রশাসকের জন্য দু'জন করে দোভাষী থাকা অত্যাবশ্যকীয়

তাহকীক ও তাশরীহ

ترجمة শব্দটি মাসদার فاعل এর অর্থে। অর্থাৎ এটি مترجم তথা অনুবাদকারীর অর্থে। ভাষান্তরকারী। حكام এটি حاكم এর বহুবচন।

ترجمان শব্দটির تاء (তা) বর্ণে পেশ ও যবর দিয়ে উভয়টি দিয়েই পড়া যায়। অর্থ : ভাষান্তরকারী, অনুবাদক।

وَهَلْ يَجُوزُ الخ : ইমাম বুখারী রহ. ইস্তিফহাম এর সীগা هل দ্বারা উল্লেখ করেছেন, মাসআলাটি যেহেতু মতবিরোধপূর্ণ। যেমন ইমাম আযম রহ. ও ইমাম আহমাদ রহ. একজনের উপর সীমাবদ্ধ রেখেছেন। অর্থাৎ একজন অনুবাদকই যথেষ্ট। ইমাম বুখারী রহ. সহ অনেকেই এই অভিমতটি গ্রহণ করেছেন। (উমদাতুল কারী)

আর ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমাদ রহ. বলেন বিশুদ্ধতম অভিমত হলো যদি হাকেম প্রতিপক্ষের ভাষা বুঝতে না পারেন, তাহলে সাক্ষীর মতো অনুবাদকও দুজন আবশ্যক। অন্যথায় তার কথা গ্রহণ করা হবে না।

وَقَالَ خَارِجَةُ بْنُ زَيْدٍ الخ : খারেজা ইবনে যায়েদ ইবনে ছাবেত (স্বীয় পিতা) যায়েদ ইবনে ছাবেত রাযি. থেকে রেওয়ায়াত করেছেন যে, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদেরকে ইয়াহুদিদের লেখা ভাষা শিখার জন্য নির্দেশ দিলেন। (তিনি বলেন তাই আমি তাদের লেখা শিখলাম) এমনকি আমি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পক্ষ থেকে ইয়াহুদিদের নামে চিঠি লিখতাম। এর ইয়াহুদিরা যখন রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট চিঠি পত্র লিখত তখন আমি তা রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে পড়ে শোনাতাম।

وَقَالَ عُمَرُ : হযরত ওমর রাযি. জিজ্ঞাসা করলেন, আর সে সময় তাঁর নিকট হযরত আলী রাযি. হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ রাযি. এবং হযরত উসমান রাযি. বিদ্যমান ছিলেন। একজন অনারবী নারী হযরত ওমর রাযি. কে কিছু বলতে লাগল, যার নাম হলো نوبية (নূন বর্ণে পেশ باء (বা) বর্ণে যের এবং ياء (ইয়া) বর্ণে তাশদীদ দিয়ে। তখন হযরত ওমর রাযি. জিজ্ঞাসা করলেন যে, এই অনারবী নারী যে বর্তমানে গর্ভবতী সে কি বলতেছে ? তখন হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাযি. বললেন যে, হে আমীরুল মু'মীনিন। এই নারী আপনাকে আপনার প্রজা সম্পর্কে

বলেতেছে যে, তার সাথে এই অপকর্ম করেছে। অর্থাৎ মহিলা বলতেছে যে, মারউস নামক এক গোলাম তার সাথে যেনা করেছে। আর نوبية নামক অনারবী গর্ভবতী নারী যেহেতু অনারবী ভাষায় কথা বলতেছিল আর হযরত ওমর রাযি. তার ভাষা জানতেন না তাই হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাযি. এর ভাষান্তর করেছিলেন।

وَقَالَ أَبُو جَمْرَةَ الخ : হযরত আবু জামরা তাবেয়ী বর্ণনা করেন যে, আমি হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. এবং বসরাবাসীদের মধ্যকার অনুবাদের কাজ করতাম। এব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারী ১ম খণ্ড ৩৫৩ পৃঃ কিতাবুল মাগাযী ৪৪৫ পৃঃ দেখুন।

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ الخ" : আর কেউ কেউ বলেন যে, হাকেমের জন্য দুইজন অনুবাদক আবশ্যক। আর এখানে بعض الناس দ্বারা ইমাম শাফী রহ. ও অন্যান্য উলামায়ে কেরাম উদ্দেশ্য যাঁরা দুইজন অনুবাদক জরুরী বলে অভিমত পেশ করেছেন।

ফায়দা : বর্ণিত আলোচনা দ্বারা একথা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, ইমাম বুখারী রহ. بعض الناس দ্বারা প্রত্যেক স্থানে ইমাম আযম রহ. কে উদ্দেশ্য নেননি। তাছাড়া একথাও জানা গেল যে, ইমাম বুখারী রহ. মাযহাবগত শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন না। والله اعلم

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ هِرَقْلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ فِي رَكْبٍ مِنْ قُرَيْشٍ ثُمَّ قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ قُلْ لَهُمْ إِنِّي سَائِلٌ هَذَا فَإِنْ كَذَبَنِي فَكَذِّبُوهُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فَقَالَ لِلتَّرْجُمَانِ قُلْ لَهُ إِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا. فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ

সহজ তরজমা

৬৭২৪. আবূল ইয়ামান রহ. ..... আবূ সুফিয়ান ইবনে হারব রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেন যে, কুরাইশদের কাফেলা নিয়ে অবস্থানকালে সম্রাট হিরাক্লিয়াস তাকে ডেকে পাঠালেন। এরপর সম্রাট তার দোভাষীকে বললেন, তাদেরকে বল যে, আমি এ লোকটিকে কিছু প্রশ্ন করতে চাই। যদি সে আমার সাথে মিথ্যা বলে তাহলে তারা যেন তাকে মিথ্যাবাদী বলে। তারপর দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করেন। পরে হিলাক্লিয়াস তার দোভাষীকে বললেন,. একে বলে দাও যে, সে যা বলেছে তা যদি সত্য হয়, তাহলে তিনি (মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শীঘ্রই আমার পদতলের ভূমিরও মালিক হবেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট

এখানে একটি প্রশ্ন হয় যে, হিরাক্লিয়াসের কাজ কর্ম কি দলীল হতে পারে ? অথচ সে খৃষ্ট ধর্মের অনুসারী ছিল। এর জবাব এভাবে দেওয়া হয়েছে যে,

১ হেরাক্লিয়াস যদিও কাফের ছিল, কিন্তু পূর্ববর্তী নবীগণের কিতাব এবং তাঁদের অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত ছিল। তাই যেন পূর্ববর্তী শরীয়তের মধ্যেও একজন অনুবাদক যথেষ্ট মনে করা হতো।

২. কেউ কেউ বলেন যে, হেরাক্লিয়াসের কাজ উদ্দেশ্য নয়, বরং এই উম্মতের বড় আলেম হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. যিনি এই ঘটনা বর্ণনা করেছেন, কিন্তু একজনের অনুবাদই যথেষ্ট এব্যাপারে কোন প্রশ্ন উথাপন করেননি। তাই এর দ্বারা জানা গেল তিনি একজনের অনুবাদকেই যথেষ্ট বলে মনে করতেন।

দলীল : হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. এর তাকরীর।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৬৮ পৃঃ।

তাশরীহ : বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারী ১ম খণ্ড ১৫২, ১৫৩ পৃঃ দেখুন।

بَابُ مُحَاسَبَةِ الإِمَامِ عُمَّالَهُ

৩৮০৭. অনুচ্ছেদ : শাসনকর্তা (কর্তৃক) কর্মচারীদের জবাবদিহি নেওয়া

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ ابْنَ الأُتْبِيَّةِ عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ، فَلَمَّا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَحَاسَبَهُ قَالَ: هَذَا الَّذِي لَكُمْ، وَهَذِهِ هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَهَلَّا جَلَسْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ، وَبَيْتِ أُمِّكَ حَتَّى تَأْتِيَكَ هَدِيَّتُكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا»، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَخَطَبَ النَّاسَ وَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: " أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي أَسْتَعْمِلُ رِجَالًا مِنْكُمْ عَلَى أُمُورٍ مِمَّا وَلَّانِي اللهُ فَيَأْتِي أَحَدُكُمْ فَيَقُولُ: هَذَا لَكُمْ، وَهَذِهِ هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِي، فَهَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ، وَبَيْتِ أُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيَهُ هَدِيَّتُهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا، فَوَاللهِ لَا يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مِنْهَا شَيْئًا قَالَ هِشَامٌ بِغَيْرِ حَقِّهِ إِلَّا جَاءَ اللهَ يَحْمِلُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، أَلَا فَلَأَعْرِفَنَّ مَا جَاءَ اللهَ رَجُلٌ بِبَعِيرٍ لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بِبَقَرَةٍ لَهَا خُوَارٌ، أَوْ شَاةٍ تَيْعَرُ «، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ» أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ

সহজ তরজমা

৬৭২৫. মুহাম্মদ রহ... আবূ হুমায়দ সাঈদী রাযি. থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ ইবনে লুতাবিয়্যাকে বনী সুলায়ম-এর সাদাকা আদায়ের জন্য নিয়োগ করলেন। যখন সে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে ফিরে আসল এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে জবাবদিহি করলেন, তখন সে বলল, এই অংশ আপনাদের আর এগুলো হাদিয়ার মাল যা আমাকে হাদিয়া হিসাবে দেওয়া হচ্ছে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমার কথা যদি সত্যি হয় তাহলে তুমি তোমার বাবার ঘরে ও মায়ের ঘরে কেন বসে থাকলে না, যাতে তোমার হাদিয়া তোমার কাছে আসে? এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ উঠে দাঁড়ালেন এবং লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করলেন। তারপর তিনি বললেন: এরপর আল্লাহ্ তা'আলা আমার উপর যেসব দায়িত্ব ন্যস্ত করেছেন তন্মধ্য হতে কিছু কিছু কাজের জন্য তোমাদের কতিপয় লোককে নিযুক্ত করে থাকি। তাদের মধ্যে কেউ কেউ এসে বলে এই অংশ আপনাদের, আর এই অংশ হাদিয়া যা আমাকে প্রদান করা হয়েছে। যদি তার কথা সত্য হয় তাহলে সে তার বাবার ঘরে ও মায়ের ঘরে কেন বসে থাকল না, যাতে তার হাদিয়া তার কাছে আসে? আল্লাহর শপথ! তোমাদের কেউ যেন তা থেকে অন্যায়ভাবে কিছু গ্রহণ না করে। অন্যথায় সে কিয়ামতের দিন তা বহন করে আল্লাহর কাছে আসবে। সাবধান! আমি অবশ্যই চিনতে পারব যা নিয়ে আল্লাহর কাছে উপস্থিত হবে। এক ব্যক্তি উট নিয়ে আসবে যা চিৎকার করতে থাকবে অথবা গরু নিয়ে আসবে যে গরুটি হাম্বা হাম্বা করতে থাকবে, অথবা বকরী নিয়ে আসবে, যে বকরী ভ্যা ভ্যা করতে থাকবে। তারপর তিনি হস্তদ্বয় উপরের দিকে এতটুকু উত্তোলন করলেন যে, আমি তার বগলের উজ্জ্বল শুভ্রতা দেখতে পেলাম। এবং বললেন, শোন! আমি কি (আল্লাহর বিধান তোমাদের নিকট) পৌছিয়েছি।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৬৮ পৃ:: ১২৬, ২০৩, ৩৫৩, ৯৮১, ১০৩৩, ১০৪৬ পৃ:।

তাশরীহ : এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, যাকাত উসূলকারীর জন্য যাকাত উসূল করার সময় হাদিয়া গ্রহণ করা বৈধ নয়। আর যাকাত উসূলকারী হাদিয়া হিসেবে যা কিছু পাবে বাদশাহ সবগুলো বাইতুল মালে জমা করে দিবে। তবে যদি বাদশাহ তাকে খুশি হয়ে পুরষ্কার স্বরূপ কিছু দেন তাহলে তা গ্রহণ করতে পারবে। والله اعلم

بَابُ بِطَانَةِ الإِمَامِ وَأَهْلِ مَشُورَتِهِ "اَلْبِطَانَةُ: اَلدُّخَلاَءُ"

৩৮০৮. অনুচ্ছেদ : রাষ্ট্রপ্রধানের একান্ত ব্যক্তি ও পরামর্শদাতা بطانة শব্দটি دخلاء এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে (অর্থাৎ যিনি একান্তে বসে রাষ্ট্রপ্রধানের সাথে কথোপকথন করেন এবং তাঁর অজ্ঞাত বিষয় সম্পর্কে তাঁকে অবগত করেন এবং তিনিও গোপন কথা তাকে বলেন ও বিশ্বাস করেন)

البطانة : শব্দটির باء (বা) বর্ণে যের দিয়ে। অর্থ অন্তরঙ্গ বন্ধু, ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ।

الدخلاء : শব্দটির دال (দাল) বর্ণে পেশ, خاء (খা) বর্ণে যবর, মদসহ আর এটি دخيل এর বহুবচন। ইমাম বুখারী রহ. بطانة এর তাফসীর دخلاء দ্বারা করেছেন। এর দ্বারা ঐ ব্যক্তি উদ্দেশ্য যাকে স্বীয় কাজকর্ম বিশ্বস্ত ও পরমর্শদাতা হিসেবে গ্রহণ করা হয়।

حَدَّثَنَا أَصْبَغُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: مَا بَعَثَ اللهُ مِنْ نَبِيٍّ، وَلاَ اسْتَخْلَفَ مِنْ خَلِيفَةٍ، إِلَّا كَانَتْ لَهُ بِطَانَتَانِ: بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ، وَبِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالشَّرِّ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ، فَالْمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَ اللهُ تَعَالَى". وَقَالَ سُلَيْمَانُ، عَنْ يَحْيَى، أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، بِهَذَا، وَعَنِ ابْنِ أَبِي عَتِيقٍ، وَمُوسَى، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، مِثْلَهُ، وَقَالَ شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَوْلَهُ، وَقَالَ الأَوْزَاعِيُّ، وَمُعَاوِيَةُ بْنُ سَلاَّمٍ، حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ ابْنُ أَبِي حُسَيْنٍ، وَسَعِيدُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَوْلَهُ، وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، حَدَّثَنِي صَفْوَانُ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ

সহজ তরজমা

৬৭২৬. আসবাগ রহ. ..... আবূ সাঈদ খুদরী রাযি. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা যাকেই নবী হিসাবে প্রেরণ করেন এবং যাকেই খলীফা হিসাবে নিযুক্ত করেন, তার জন্য দু'জন করে(একান্ত) গুপ্তচর থাকে। একজন গুপ্তচর তাকে ভাল কাজের নির্দেশ দেয় এবং তাকে তৎপ্রতি অনুপ্রাণিত করে। আর একজন গুপ্তচর তাকে মন্দ কাজের পরামর্শ দেয় এবং তৎপ্রতি উৎসাহিত করে। সুতরাং মাসুম ঐ ব্যক্তিই যাকে আল্লাহ্ তা'আলা রক্ষা করেন। সুলায়মান রহ. ..... ইবনে শিহাব থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেন এবং ইবনে্ আবূ আতীক ও মূসার সূত্রে ইবনে শিহাব থেকে অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণনা করেন। তাছাড়া শুআয়ব রহ ও আবূ সাঈদ রাযি. থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেন। আওযায়ী ও মুআবিয়া ইবনে সাল্লাম রহ. ..... আবূ হুরায়রা রাযি. সূত্রে নবী ﷺ থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেন। ইবনে আবূ হুসাইন ও সাঈদ ইবনে যিয়াদ রহ-ও আবু সাঈদ রাযি. থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। উবায়দুল্লাহ ইবনে আবু জাফর রহ. ..... আবূ আইউব রাযি. থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন যে, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনেছি।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৬৮ পৃ: পূর্বে : ৯৭৮ পৃ:।

তাশরীহ : بِطَانَتَانِ দ্বারা উজির ও সাহায্যকারী উদ্দেশ্য। আর بِطَانَتَانِ দ্বারা বাদশাহ এবং শয়তান উভয়ের উজির হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এমনিভাবে আল্লামা কিরমানী রহ. যা বলেছেন সেটারও সম্ভাবনা রয়েছে। অর্থাৎ بِطَانَتَانِ দ্বারা মন্দ তথা নফসে আম্মারাহ এবং কল্যানের প্রতি উৎসাহ প্রদান দ্বারা নফসে মুত্বমাইন্না উদ্দেশ্য। সেই ব্যক্তিই নিরাপদ যাকে আল্লাহ তাআলা নফসে মুত্বমাইন্না দান করেছেন।

بَابٌ: كَيْفَ يُبَايِعُ الإِمَامُ النَّاسَ

৩৮০৯. অনুচ্ছেদ : রাষ্ট্রপ্রধান কিভাবে জনগণের কাছ থেকে বায়'আত গ্রহণ করবেন

এখানে باب টি তানভীনসহ। এই বাবের অধীনে كَيْفَ يُبَايِعُ الإِمَامُ النَّاسَ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। আর এখানে الناس শব্দটিতে مفعول হিসেবে نصب হয়েছে আর الامام হলো فاعل (কর্তা)।

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَادَةُ بْنُ الوَلِيدِ، أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: «بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي المَنْشَطِ وَالمَكْرَهِ، وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ، وَأَنْ نَقُومَ أَوْ نَقُولَ بِالحَقِّ حَيْثُمَا كُنَّا، لاَ نَخَافُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ»

সহজ তরজমা

৬৭২৭. ইসমাঈল রহ.... উবাদা ইবনে সামিত রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এ মর্মে বায়'আত গ্রহণ করলাম যে, সুখে দু:খে সর্বাবস্থায় আমরা তাঁর কথা শুনব ও তাঁর আনুগত্য করব। রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে দায়িত্বশীলদের বিরুদ্ধাচরণ করব না। যেখানেই থাকি না কেন সর্বদা সত্যের উপর অবিচল থাকব কিংবা বলেছিলেন, সর্বদা সত্য কথা বলব এবং আল্লাহর পথে কোন নিন্দাকারীর নিন্দার ভয় করব না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট। কেননা এখানে বায়আতের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৬৯ পৃ: তাছাড়া মুসলিম শরীফ : المغازى অধ্যায়।

• حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الحَارِثِ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي غَدَاةٍ بَارِدَةٍ، وَالمُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ يَحْفِرُونَ الخَنْدَقَ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ إِنَّ الخَيْرَ خَيْرُ الآخِرَهْ، فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالمُهَاجِرَهْ»، فَأَجَابُوا: [البحر الرجز] نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدَا ... عَلَى الجِهَادِ مَا بَقِينَا أَبَدَا

সহজ তরজমা

৬৭২৮. আমর ইবনে আলী রহ......আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ শীতের এক সকালে বের হলেন। মুহাজির ও আনসাররা তখন খন্দক (পরিখা) খননের কাজে লিপ্ত ছিল। তিনি বললেন : হে আল্লাহ! আখেরাতের কল্যাণই তো প্রকৃত কল্যাণ, অতএব তুমি আনসার ও মুহাজিরদের ক্ষমা করে দাও। তারা এর জবাবে বলল, আমরাও সেই জামাআত যারা আমরণ জিহাদ করার জন্য মুহাম্মদ ﷺ এর হাতে বায়'আত গ্রহণ করেছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৬৯ পৃ: পূর্বে : (জিহাদ অধ্যায়) ৩৯৭, (মাগাযী) ৫৮৮ পৃ:।

তাশরীহ : বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারী ৮ম খণ্ড (কিতাবুল মাগাযী) ১৪৯ পৃ: দেখুন।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كُنَّا إِذَا بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، يَقُولُ لَنَا: «فِيمَا اسْتَطَعْتُمْ»

সহজ তরজমা

৬৭২৯. আবুদুল্লাহ ইবনে ইউসুফ রহ... আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে তাঁর কথা শোনা ও তাঁর আনুগত্যের বায়'আত গ্রহণ করলাম, তখন তিনি আমাদের বলতেন : যা তোমাদের সাধ্যের মধ্যে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৬৯ পৃ:।

• حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: شَهِدْتُ ابْنَ عُمَرَ حَيْثُ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَى عَبْدِ المَلِكِ، قَالَ: «كَتَبَ إِنِّي أُقِرُّ بِالسَّمْعِ، وَالطَّاعَةِ لِعَبْدِ اللهِ عَبْدِ المَلِكِ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ عَلَى سُنَّةِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ مَا اسْتَطَعْتُ، وَإِنَّ بَنِيَّ قَدْ أَقَرُّوا بِمِثْلِ ذَلِكَ»

সহজ তরজমা

৬৭৩০. মুসাদ্দাদ রহ. ..... আবদুল্লাহ্ ইবনে দীনার রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা যখন আবদুল মালিকের খিলাফতের ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌঁছল, তখন আমি ইবনে উমর রাযি.-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। তিনি পত্র লিখলেন যে, আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আদর্শ অনুসারে আল্লাহর বান্দা, আমীরুল মু'মিনীন আবদুল মালিকের কথা যথাসাধ্য শোনা ও তাঁর আনুগত্য করার অঙ্গীকার করছি। আমার সন্তানরাও অনুরূপ অঙ্গীকার করছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের إِنِّي أُقِرُّ بِالسَّمْعِ، وَالطَّاعَةِ لِعَبْدِ اللهِ عَبْدِ المَلِكِ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৬৯ পৃ: সামনে : ১০৮০ পৃ:।

তাশরীহ : اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَى عَبْدِ المَلِكِ. الخ : এটি আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাযি. এর শাহাদাতের পরের ঘটনা। আর তিনি ৭৩ হিজরীতে শাহাদাত বরণ করেছিলেন।

সংক্ষিপ্ত ঘটনা হলো এই যে, হযরত আমীরে মুআবিয়া রাযি. এর ইন্তেকালের পর যখন ইয়াযিদ খলীফা হন, তখন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাযি. তার কাছে বায়আত হননি। তবে ইয়াযিদের মৃত্যুর পূর্বে তিনি খেলাফতের দাবী করেন নি। ইয়াযিদ ৬৪ হিজরীতে রবিউল আওয়াল মাসে মৃত্যুবরন করেন। ইয়াযিদের মৃত্যুর সাথে সাথেই হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাযি. মক্কায় খেলাফতের দাবী করেন, আর এদিকে ইয়াযিদের ছেলে মুআবিয়া ইবনে ইয়াযিদ খলীফা হয়ে গেলেন, এমনকি কিছু লোক মুআবিয়া ইবনে ইয়াযিদের হাতে বায়আত হন। কিন্তু এই মুআবিয়া মাত্র ৪০ দিন রাজত্ব করে মারা গেলেন, অত:পর মারওয়ান খলীফা হয়ে গেলেন, কিন্তু সেও ৬ মাসের মধ্যে মারা গেল, আর মৃত্যুর পূর্বে স্বীয় ছেলে আব্দুল মালিক কে নিয়োগ করে যান। আর আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ান হাজ্জাজ ইবনে ইউসূফকে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাযি. এর সাথে যুদ্ধ করার জন্য প্রেরণ করেছিল হাজ্জাজ ইবনে ইউসূফ যখন বিজয় লাভ করল এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাযি. শাহাদাত বরন করেন, তখন সকল লোক আব্দুল মালিকের ছায়াতলে একত্রিত হয়ে গেল। সে সময় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযি. স্বীয় ছেলেসহ তার হাতে বায়আত হয়ে যান, যার আলোচনা এই হাদিসে উল্লেখ রয়েছে। বিস্তারিত জানার জন্য ফাতহুল বারী দেখুন, যেখানে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযি. এর ছেলের নাম উল্লেখ রয়েছে।

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: بَايَعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فَلَقَّنَنِي: «فِيمَا اسْتَطَعْتُ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ»

সহজ তরজমা

৬৭৩১. ইয়াকুব ইবনে ইবরাহীম রহ... জারীর ইবনে আবদুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে তাঁর কথা শোনা ও তাঁর আনুগত্য করা ও প্রত্যেক মুসলমানের জন্য কল্যাণ কামনার ব্যাপারে বায়'আত গ্রহণ করলাম। তিনি আমাকে এ কথা বলতে শিখিয়ে দিলেন যে, আমার সাধ্যের আওতাভুক্ত বিষয়ে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৬৯ পৃ: ১৩, ১৪, ৭৫, ১৮৮, ২৮৯, ৩৭৫ পৃ:।

তাশরীহ : বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারী ১ম খণ্ড ৩৬০ পৃ: দেখুন।

• حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: لَمَّا بَايَعَ النَّاسُ عَبْدَ المَلِكِ كَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: إِلَى عَبْدِ اللهِ عَبْدِ المَلِكِ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ «إِنِّي أُقِرُّ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِعَبْدِ اللهِ عَبْدِ المَلِكِ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ عَلَى سُنَّةِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ، فِيمَا اسْتَطَعْتُ، وَإِنَّ بَنِيَّ قَدْ أَقَرُّوا بِذَلِكَ»

সহজ তরজমা

৬৭৩২. আমর ইবনে আলী রহ... আবদুল্লাহ ইবনে দীনার রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন লোকেরা আবদুল মালিকের কাছে বায়'আত গ্রহণ করল, তখন আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. তার কাঠে চিঠি লিখলেন। আল্লাহর বান্দা, আবদুল মালিক, আমীরুল মুমিনীনের প্রতি, আমি আমার সাধ্যের আওতাভুক্ত বিষয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্দেশিত পন্থায় তাঁর কথা শোনা ও তাঁর আনুগত্য করার অঙ্গীকার করছি আর আমার সন্তানরাও অনুরূপ অঙ্গীকার করছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৬৯ পৃ: পূর্বে : ১০৬৯ পৃ: সামনে : ১০৮০ পৃ:।

• حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا حَاتِمٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، قَالَ: قُلْتُ لِسَلَمَةَ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ بَايَعْتُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الحُدَيْبِيَةِ؟ قَالَ: «عَلَى المَوْتِ»

সহজ তরজমা

৬৭৩৩. আবদুল্লাহ ইবনে মাসলামা রহ... ইয়াযীদ ইবনে আবূ উবায়দ রহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সালামাকে জিজ্ঞাসা করলাম, হুদায়বিয়ার দিন অপনারা কোন বিষয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে বায়'আত করেছিলেন? তিনি বললেন, মৃত্যুর উপর।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৬৯ পৃ: পূর্বে : ৪১৫, ৫৯৯ পৃ: সামনে : ১০৭০।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، أَخْبَرَهُ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ الرَّهْطَ الَّذِينَ وَلَّاهُمْ عُمَرُ اجْتَمَعُوا فَتَشَاوَرُوا، فَقَالَ لَهُمْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ: «لَسْتُ بِالَّذِي أُنَافِسُكُمْ عَلَى هٰذَا الأَمْرِ، وَلَكِنَّكُمْ إِنْ شِئْتُمُ اخْتَرْتُ لَكُمْ مِنْكُمْ». فَجَعَلُوا ذٰلِكَ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، فَلَمَّا وَلَّوْا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ أَمْرَهُمْ، فَمَالَ النَّاسُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، حَتَّى مَا أَرَى أَحَدًا مِنَ النَّاسِ يَتْبَعُ أُولَئِكَ الرَّهْطَ وَلاَ يَطَأُ عَقِبَهُ، وَمَالَ النَّاسُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ يُشَاوِرُونَهُ تِلْكَ اللَّيَالِي، حَتَّى إِذَا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الَّتِي أَصْبَحْنَا مِنْهَا فَبَايَعْنَا عُثْمَانَ، قَالَ الْمِسْوَرُ: طَرَقَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بَعْدَ هَجْعٍ مِنَ اللَّيْلِ، فَضَرَبَ الْبَابَ حَتَّى اسْتَيْقَظْتُ، فَقَالَ: «أَرَاكَ نَائِمًا فَوَاللهِ مَا اكْتَحَلْتُ هٰذِهِ اللَّيْلَةَ بِكَبِيرِ نَوْمٍ، انْطَلِقْ فَادْعُ الزُّبَيْرَ وَسَعْدًا، فَدَعَوْتُهُمَا لَهُ، فَشَاوَرَهُمَا، ثُمَّ دَعَانِي، فَقَالَ: ادْعُ لِي عَلِيًّا، فَدَعَوْتُهُ، فَنَاجَاهُ حَتَّى ابْهَارَّ اللَّيْلُ، ثُمَّ قَامَ عَلِيٌّ مِنْ عِنْدِهِ وَهُوَ عَلَى طَمَعٍ، وَقَدْ كَانَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ يَخْشَى مِنْ عَلِيٍّ شَيْئًا، ثُمَّ قَالَ: «ادْعُ لِي عُثْمَانَ»، فَدَعَوْتُهُ، فَنَاجَاهُ حَتَّى فَرَّقَ بَيْنَهُمَا الْمُؤَذِّنُ بِالصُّبْحِ، فَلَمَّا صَلَّى لِلنَّاسِ الصُّبْحَ، وَاجْتَمَعَ أُولَئِكَ الرَّهْطُ عِنْدَ الْمِنْبَرِ، فَأَرْسَلَ إِلَى مَنْ كَانَ حَاضِرًا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ، وَأَرْسَلَ إِلَى أُمَرَاءِ الأَجْنَادِ، وَكَانُوا وَافَوْا تِلْكَ الْحَجَّةَ مَعَ عُمَرَ، فَلَمَّا اجْتَمَعُوا تَشَهَّدَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، يَا عَلِيُّ إِنِّي قَدْ نَظَرْتُ فِي أَمْرِ النَّاسِ، فَلَمْ أَرَهُمْ يَعْدِلُونَ بِعُثْمَانَ فَلاَ تَجْعَلَنَّ عَلَى نَفْسِكَ سَبِيلًا فَقَالَ: أُبَايِعُكَ عَلَى سُنَّةِ اللهِ وَرَسُولِهِ، وَالْخَلِيفَتَيْنِ مِنْ بَعْدِهِ، فَبَايَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ، وَبَايَعَهُ النَّاسُ الْمُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ، وَأُمَرَاءُ الأَجْنَادِ وَالْمُسْلِمُونَ

সহজ তরজমা

৬৭৩৪. আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আসমা রহ. ..... মিসওয়ার ইবনে মাখরামা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর রাযি. যে দলটিকে খলীফা নির্বাচনের ব্যাপারে দায়িত্ব দিয়েছিলেন, তাঁরা একত্রিত হয়ে নিজেদের মধ্যে এ ব্যাপারে পরামর্শ করলেন। আবদুর রহমান রাযি. তাঁদেরকে বললেন, আমি তো এমন ব্যক্তি নই যে এ ব্যাপারে প্রত্যাশা করব। তবে আপনারা যদি চান তাহলে আপনাদের থেকে একজনকে আমি নির্বাচিত করে দিতে পারি। তাঁরা এ দায়িত্ব আবদুর রহমানের উপর অর্পণ করলেন। যখন তাঁরা এ বিষয়টি আবদুর রহমারেন উপর অর্পণ করলেন, তখন সকল লোক আবদুর রহমানের প্রতি ঝুঁকে পড়ল। এমনকি আমি একজন লোককেও সেই দলের অনুসরণ করতে কিংবা তাঁদের পিছনে যেতে দেখলাম না। লোকেরা আবদুর রহমানের প্রতিই ঝুঁকে পড়ল এবং কয়েক রাত তাঁর সাথে পরামর্শ করতে থাকল। অবশেষে সেই রাত আসল, যে রাতের শেষে আমরা উসমান (রা) এর হাতে বায়'আত গ্রহণ করলাম। মিসওয়ার রাযি. বলেন, রাতের একাংশ অতিবাহিত হওয়ার পর আবদুর রহমান রাযি. আমার কাছে আসলেন এবং দরজা খটখটালেন। ফলে আমি জাগ্রত হয়ে গেলাম। তিনি বললেন, তোমাকে দেখছি ঘুমাচ্ছ। আল্লাহর কছম! আমি এ তিন রাতের মাঝে খুব একটা ঘুমাতে পারিনি। যাও, যুবায়র ও সাদকে ডেকে আন। আমি তাঁদেরকে তার কাছে ডেকে আনি। তিনি তাঁদের দু'জনের সাথে পরামর্শ করলেন। তারপর আমাকে আবার ডেকে বললেন, আলীকে আমার কাছে ডেকে আন। আমি তাঁকে ডেকে আনলাম। তিনি তাঁর সাথে অর্ধেক রাত পর্যন্ত চুপিচুপি পরামর্শ করলেন। তারপর আলী রাযি. তাঁর কাছ থেকে উঠে গেলেন। তবে তিনি আশাবাদী ছিলেন। আর আবদুর রহমান রাযি. আলী রাযি. থেকে কিছু

(বিরোধিতার) আশংকা করছিলেন। তারপর তিনি বললেন, উসমানকে আমার কাছে ডেকে আন। তিনি তাঁর সাথে চুপিচুপি আলাপ করলেন। ফজরের সময় মুআযযিন তাদের উভয়কে পৃথক করল অর্থাৎ আযান পর্যন্ত আলাপ করলেন। লোকদেরকে যখন ফজরের নামায পড়িয়ে দেয়া হলো এবং সেই দলটি মিম্বরের কাছে একত্রিত হলো তখন তিনি মুহাজির ও আনসারদের যারা উপস্থিত ছিলেন তাঁদেরকে ডেকে আনতে পাঠালেন এবং প্রত্যেক সেনা প্রধানকেও ডেকে আনতে পাঠালেন এবং এরা সবাই উমরের সাথে গত হজ্জে অংশগ্রহণ করেছিলেন। যখন সকলে এসে সমবেত হল, তখন আবদুর রহমান রাযি. ভাষণ শুরু করলেন। তারপর বললেন, হে আলী! আমি জনমত পরীক্ষা করেছি, তারা উসমানের সমকক্ষ কাউকে মনে করে না। সুতরাং তুমি তোমার জন্য অন্য পথ অবলম্বন করো না। তখন তিনি 'আলী ও উসমান রাযি. কে সম্বোধন করে বললেন, আমি আল্লাহর নির্দেশ ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্দেশিত পন্থায় ও তাঁর পরবর্তী উভয় খলীফার আদর্শানুযায়ী আপনার নিকট বায়'আত গ্রহণ করেছি। তারপর আব্দুর রহমান রাযি. তাঁর কাছে বায়'আত গ্রহণ করলেন। এরপর মুহাজির, আনসার, সেনাপ্রধান এবং সাধারণ মুসলমানগণ তাঁর কাছে বায়'আত গ্রহণ করলেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৬৯ - ১০৭০ পৃঃ পূর্বে : ৫২৪ পৃঃ। তাশরীহ : বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারী ৭ম খণ্ড ৭০১ পৃঃ দেখুন।

بَابُ مَنْ بَايَعَ مَرَّتَيْنِ

৩৮১০. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি দু'বার বায়আত গ্রহণ করে

٦٧٣٥ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ، قَالَ: بَايَعْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، فَقَالَ لِي: «يَا سَلَمَةُ أَلاَ تُبَايِعُ؟»، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ بَايَعْتُ فِي الأَوَّلِ، قَالَ: «وَفِي الثَّانِي»

৬৭৩৫. আবূ আসিম রহ. ..... সালামা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে বৃক্ষের নিচে বায়'আত (বায়'আতে রিদওয়ান) গ্রহণ করেছিলাম। পরে তিনি আমাকে বললেন : হে সালামা! তুমি বায়'আত গ্রহণ করবে না? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তো প্রথমবার বায়'আত গ্রহণ করেছি। তিনি বললেন : দ্বিতীয়বারও গ্রহণ কর।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৭০ পৃঃ পূর্বে : ৪১৫, ৫৯৯, ১০৬৯ পৃঃ।

তাশরীহ : এটি হুদায়বিয়ার সন্ধির ঘটনা। বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানার জন্য নাসরুল বারী ৮ম খণ্ড (কিতাবুল মাগাযী) ২২০ পৃঃ দেখুন। হযরত সালামা ইবনে আকওয়া রাযি. বড় বাহাদুর ও যোদ্ধাবায ছিলেন। বিশেষ করে তীর নিক্ষেপ ও দৌড়ের ক্ষেত্রে তিনি বেনজীর ছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লাম তাঁর ফযিলত বর্ণনা করার জন্য ২বার বায়আত গ্রহণ করেছেন।

بَابُ بَيْعَةِ الأَعْرَابِ

৩৮১১. অনুচ্ছেদ : বেদুঈনদের বায়আত গ্রহণ

• حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَايَعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى الإِسْلاَمِ، فَأَصَابَهُ وَعْكٌ، فَقَالَ: أَقِلْنِي بَيْعَتِي، فَأَبَى، ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ: أَقِلْنِي بَيْعَتِي، فَأَبَى، فَخَرَجَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ، تَنْفِي خَبَثَهَا، وَيَنْصَعُ طِيبُهَا»

সহজ তরজমা

৬৭৩৬. আবদুল্লাহ ইবনে মাসলামা রহ... জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত যে, এক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে ইসলামের বায়'আত গ্রহণ করল। তারপর সে জ্বরে আক্রান্ত হল। তখন সে বলল, আমার বায়'আত প্রত্যাহার করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা করতে অস্বীকৃতি জানালেন। সে পুনরায় তাঁর কাছে আসল। তিনি পুনরায় অস্বীকৃতি জানালেন। সে পুনরায় তার কাছে এসে বলল, আমার বায়'আত ফেরত নিন। তিনি আবারও অস্বীকৃতি জানালেন। তখন সে বেরিয়ে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : মদীনা (কামারের) হাঁপরের ন্যায়, সে তার মধ্যকার আবর্জনাকে দূরীভূত করে এবং খাঁটিটুকু ধরে রাখে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৭০ পূর্বে : ২৫৩ পৃ: সামনে : ১০৭১, ১০৮৯ পৃ:।

بَابُ بَيْعَةِ الصَّغِيرِ

৩৮১২. অনুচ্ছেদ : বালকদের বায়'আত গ্রহণ

তাশরীহ : ইমাম বুখারী রহ. তরজমাতুল বাবে কোন হুকুম বর্ণনা করেননি, হয়ত বাবের অধীনে বর্ণিত হাদিসের উপর যথেষ্ট মনে করেছেন অথবা এই মাসআলাটি মতবিরোধপূর্ণ হওয়ার কারনে ছেড়ে দিয়েছেন। ।

আল্লামা কিরমানী রহ. বলেন হাদিস দ্বারা ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য হলো যে, ছোটদের বায়আত সহীহ নয়, তাই তাদেরকে বায়আত করা যাবে না।

• حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ هُوَ ابْنُ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَقِيلٍ زُهْرَةُ بْنُ مَعْبَدٍ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِشَامٍ، وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَهَبَتْ بِهِ أُمُّهُ زَيْنَبُ بِنْتُ حُمَيْدٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، بَايِعْهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هُوَ صَغِيرٌ» فَمَسَحَ رَأْسَهُ، وَدَعَا لَهُ، وَكَانَ يُضَحِّي بِالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ عَنْ جَمِيعِ أَهْلِهِ

সহজ তরজমা

৬৭৩৭. আলী ইবনে আবদুল্লাহ রহ... আবদুল্লাহ ইবনে হিশাম রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি নবী রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাক্ষাত লাভ করেছেন। তার মা যয়নাব বিনতে হুমায়দ রাযি. তাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে নিয়ে গিয়ে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ একে বায়'আত করুন। তখন নবী ﷺ বললেন : সে তো ছোট এবং তিনি তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন এবং তার জন্য দোয়া করলেন। এই আবদুল্লাহ ইবনে হিশাম রাযি. তার পরিবারের সকলের পক্ষ থেকে একটি বকরী কুরবানী করতেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল এভাবে যে, তরজমাতুল বাবে যে সন্দেহ দেখা দিয়েছে হাদিসের মধ্যে তা সুস্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। আর তা এভাবে যে, রাসূল ﷺ বলেন সে তো ছোট। অর্থাৎ তার জন্য বায়আত লাযেম নয়, কেননা সে ছোট। তারপর রাসূল ﷺ তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন এবং তার জন্য বরকতের দোয়া করলেন। তাঁর দোআর এত বরকত হলো যে, রাসূল ﷺ এর পরেও তিনি অনেকদিন জীবিত ছিলেন।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৭০ পূর্বে : الشركة অধ্যায় ৩৪০ পৃ: ।

بَابُ مَنْ بَايَعَ ثُمَّ اسْتَقَالَ الْبَيْعَةَ

৩৮১৩. অনুচ্ছেদ : কারো হাতে বায়'আত গ্রহণ করার পর অত:পর তা প্রত্যাহার করা

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَايَعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الإِسْلاَمِ، فَأَصَابَ الأَعْرَابِيَّ وَعْكٌ بِالْمَدِينَةِ، فَأَتَى الأَعْرَابِيُّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَقِلْنِي بَيْعَتِي، فَأَبَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ: أَقِلْنِي بَيْعَتِي، فَأَبَى، ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ: أَقِلْنِي بَيْعَتِي، فَأَبَى، فَخَرَجَ الأَعْرَابِيُّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ، تَنْفِي خَبَثَهَا، وَيَنْصَعُ طِيبُهَا»

সহজ তরজমা

৬৭৩৮. আবদুল্লাহ ইবনে ইউসুফ রহ. ..... জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত যে, এক বেদুঈন এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর হাতে ইসলামের বায়'আত গ্রহণ করল। মদীনায় সে জ্বরে আক্রান্ত হল। তখন সেই বেদুঈন রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে এসে বলল, আমার বায়'আত প্রত্যাহার করুন। তিনি অস্বীকৃতি জানালেন। সে পুনরায় এসে বলল, আমার বায়'আত প্রত্যাহার করুন। তিনি আবারও অস্বীকৃতি জানালেন। তখন বেদুইন বেরিয়ে গেল। অত:পর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : মদীনা হল কামারের হাঁপরের ন্যায়, সে তার মধ্যকার আবর্জনাকে বিদূরিত করে এবং খাঁটিটুকু ধরে রাখে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৭০, ১০৭১ পৃ: পূর্বে : ৩৫৩, ১০৭০, পৃ: সামনে : ১০৭১, ১০৮৯ পৃ: ।

ব্যাখ্যা : একজন বেদুঈন বলল! হে আল্লাহর রাসূল আমার বায়আত ফিরিয়ে দিন। এ কথা সে মুরতাদ হওয়ার জন্য বলেনি। কেননা এরকম হলে তো তাকে নির্ঘাত হত্যাকরা হতো।

بَابُ مَنْ بَايَعَ رَجُلًا لاَ يُبَايِعُهُ إِلاَّ لِلدُّنْيَا

৩৮১৪. অনুচ্ছেদ : কেবলমাত্র দুনিয়ার স্বার্থে কারো বায়'আত গ্রহণ করা

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ القِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالطَّرِيقِ يَمْنَعُ مِنْهُ ابْنَ السَّبِيلِ، وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لاَ يُبَايِعُهُ إِلاَّ لِدُنْيَاهُ، إِنْ أَعْطَاهُ مَا يُرِيدُ وَفَى لَهُ وَإِلاَّ لَمْ يَفِ لَهُ، وَرَجُلٌ يُبَايِعُ رَجُلًا بِسِلْعَةٍ بَعْدَ العَصْرِ، فَحَلَفَ بِاللَّهِ لَقَدْ أُعْطِيَ بِهَا كَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ، فَأَخَذَهَا، وَلَمْ يُعْطَ بِهَا"

সহজ তরজমা

৬৭৩৯. আবদান রহ....আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : তিন ধরনের লোকের সাথে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা কথাও বলবেন না এবং তাদেরকে পবিত্রও করবেন না, আর তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। (এক) সে ব্যক্তি, যে রাস্তার পার্শ্বে অতিরিক্ত পানির অধিকারী কিন্তু মুসাফিরকে তা থেকে পান করতে দেয় না। (দুই) সে লোক যে কেবলমাত্র দুনিয়ার স্বার্থে ইমামের বায়'আত গ্রহণ করে। (বাদশাহ্) যদি তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে তাহলে সে তার বায়'আত পূর্ণ করে। আর যদি তা না হয়, তাহলে বায়'আত ভঙ্গ করে। (তিন) সে ব্যক্তি যে আসরের পর অন্য লোকের নিকট দ্রব্য সামগ্রী বিক্রয় করতে যেয়ে এরূপ কসম খায় যে, আল্লাহর শপথ! এটা এত টাকা দাম হয়েছে। ক্রেতা তাকে বিশ্বাস করে সে দ্রব্য ক্রয় করে নিয়ে যায়। অথচ সে দ্রব্যের এত দাম দেওয়া হয়নি।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৭১ পৃ: পূর্বে : ৩১৭, ৩১৯, ৩৭৬ পৃ: সামনে : ১১০৯ পৃ:।

মাসআলা : এই হাদিস দ্বারা এই মাসআলা জানা গেল যে, ১. যদি কারে নিকট স্বীয় প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি থাকে তাহলে কোন পিপাসিত মুসাফিরকে পানি দিতে নিষেধ করা জায়েয নেই।

২. আরো জানা গেল যে, মিথ্যা কসম খেয়ে মাল সামান বিক্রি করা বড় অন্যায়, কবীরা গোনাহ।

بَابُ بَيْعَةِ النِّسَاءِ رَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

৩৮১৫. অনুচ্ছেদ : স্ত্রীলোকদের বায়'আত গ্রহণ। এ বিষয়টি ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত আছে

حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، ح وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ الخَوْلاَنِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ، يَقُولُ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِي مَجْلِسٍ: تُبَايِعُونِي عَلَى أَنْ لاَ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلاَ تَسْرِقُوا وَلاَ تَزْنُوا وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ وَلاَ تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ وَلاَ تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَهُ اللَّهُ فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، إِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ، وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ، فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ

সহজ তরজমা

৬৭৪০. আবুল ইয়ামান রহ ও লাইছ রহ... উবাদা ইবনে সামিত রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা এক মজলিসে বসা ছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের বললেন : তোমরা আমার নিকট এ মর্মে বায়'আত গ্রহণ কর যে, আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, যিনা করবে না; তোমাদের সন্তানদের হত্যা করবে না এবং কাউকে এরূপ মিথ্যা অপবাদ দেবে না, যা তোমাদেরই গড়া আর শরীয়ত সম্মত কাজে আমার নাফরমানী করবে না। তোমাদের মধ্যে যারা এই অঙ্গীকার পূর্ণ করবে, তার প্রতিদান আল্লাহর কাছে। আর যারা এর কোন একটি করবে এবং দুনিয়ায় এ কারণে তাকে শাস্তি প্রদান করা হবে, তাহলে এটা তার কাফ্ফারা (পাপ মোচন) হয়ে যাবে। আর যদি কেউ এর কোন একটি অপরাধ করে ফেলে আর আল্লাহ্ তা গোপন করে রাখেন, তাহলে তার বিষয়টি আল্লাহর উপর ন্যস্ত থাকবে। তিনি ইচ্ছা করলে তাকে শাস্তি দিবেন আর ইচ্ছা করলে তাকে মাফ করে দিবেন। এরপর আমরা এর উপর বায়'আত গ্রহণ করলাম।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল :

১.ফাতহুল বারী গ্রন্থে ইবনে মুনীর রহ. থেকে বর্ণিত আছে তিনি বলেন, ইমাম বুখারী রহ. উবাদাহ সামেত রাযি. এর হাদিসটি মহিলাদের বায়আত প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন। কারণ কুরআনে তাদের বায়আতের বিষয়টি প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর পুরুষের। এই জন্য ইমাম বুখারী রহ. মহিলাদের বায়আতের শিরোমে হাদিসটি উল্লেখ করেছেন। (কাসতাল্লানী)

২. অন্য বর্ণনায় মহিলাদের কথাও উল্লেখ আছে তখন তো হাদিসের সাথে শিরোনামের সামঞ্জস্যতা স্পষ্ট। কেননা অন্য বর্ণনায় আছে اخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما اخذ على النساء ان لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني (উমদাতুল কারী)

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৭১ পৃ: পূর্বে : ৭, ৫৫০, ৫৭০, ৭২৭, ১০০৩, ১০০৪, ১০১৫ পৃ: সামনে : ১১১২ পৃ:।

তাশরীহ : বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানার জন্য নাসরুল বারী ১ম খণ্ড ২৩৪ পৃ:। বিশেষ করে ১ম খণ্ড ২৩৪ পৃ: দেখা আবশ্যক।

حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: "كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَايِعُ النِّسَاءَ بِالْكَلَامِ بِهَذِهِ الآيَةِ: لاَ يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئًا [الممتحنة: ١٢] قَالَتْ: وَمَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ امْرَأَةٍ إِلَّا امْرَأَةً يَمْلِكُهَا"

সহজ তরজমা

৬৭৪১. মাহমুদ রহ. ..... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ "আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করো না"-এই আয়াত পাঠ করে স্ত্রীলোকদের কাছ থেকে বায়'আত নিতেন। তিনি আরও বলেন, বৈধ অধিকার প্রাপ্ত মহিলা ছাড়া রাসূলুল্লাহ ﷺ এর হাত অন্য কোন স্ত্রী লোকের হাত স্পর্শ করেনি।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৭১ পৃ: পূর্বে : ৩৭৫, ৬০১, ৭২৬ পৃ:।

তাশরীহ : বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানার জন্য নাসরুল বারী ৯ম খণ্ড ৬৭৪ পৃ: দেখুন।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: "بَايَعْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَرَأَ عَلَيْنَا: {أَنْ لاَ يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئًا} [الممتحنة: ١٢]، وَنَهَانَا عَنِ النِّيَاحَةِ، فَقَبَضَتِ امْرَأَةٌ مِنَّا يَدَهَا، فَقَالَتْ: فُلاَنَةُ أَسْعَدَتْنِي، وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَجْزِيَهَا، فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا، فَذَهَبَتْ ثُمَّ رَجَعَتْ، فَمَا وَفَتِ امْرَأَةٌ إِلَّا أُمُّ سُلَيْمٍ، وَأُمُّ العَلاَءِ، وَابْنَةُ أَبِي سَبْرَةَ، امْرَأَةُ مُعَاذٍ، أَوِ ابْنَةُ أَبِي سَبْرَةَ، وَامْرَأَةُ مُعَاذٍ"

সহজ তরজমা

৬৭৪২. মুসাদ্দাদ রহ. ..... উম্মে আতিয়্যা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ এর নিকট বায়'আত গ্রহণ করলাম। তিনি আমার সামনে পাঠ করলেন : স্ত্রীলোকেরা যেন আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করে। এবং তিনি আমাদেরকে বিলাপ করতে নিষেধ করলেন। এমতাবস্থায় আমাদের মধ্য থেকে একজন স্ত্রীলোক তার হাত গুটিয়ে নিল এবং বলল, অমুক স্ত্রীলোক একবার আমার সাথে বিলাপে সহযোগিতা করেছে। সুতরাং আমি তার প্রতিদান দেওয়ার ইচ্ছা রাখি। রাসূলুল্লাহ ﷺ কিছু বললেন না। স্ত্রীলোকটি চলে গেল এবং পরে এসে বায়'আত গ্রহণ করল। তবে তাদের মধ্যে উম্মু সুলায়ম, উম্মুল আলা, আর মুআয রাযি. এর স্ত্রী আবূ সাবরা এর কন্যা, কিংবা বলেছিলেন, আবূ সাবরা-এর কন্যা ও মুআয-এর স্ত্রী ব্যতীত অন্য কোন স্ত্রীলোক এই অঙ্গীকার পূর্ণ করেনি।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৭১ পৃ: পূর্বে : ১৭৫, (কিতাবুত তাফসীর) ৭২৬ পৃ:।

তাশরীহ : বিস্তারিত ব্যখ্যা জানার জন্য নাসরুল বারী ৯ম খণ্ড (কিতাবুত তাফসীর) ৬৭৪ পৃ: দেখুন।

بَابُ مَنْ نَكَثَ بَيْعَةً

৩৮১৬. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি বায়আত ভঙ্গ করে।

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللهَ يَدُ اللهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا}

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : যারা তোমার বায়'আত গ্রহণ করে তারা আল্লাহরই বায়'আত গ্রহণ করে.... (৪৮ : ১০)

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ، سَمِعْتُ جَابِرًا، قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: بَايِعْنِي عَلَى الإِسْلاَمِ، فَبَايَعَهُ عَلَى الإِسْلاَمِ، ثُمَّ جَاءَ الغَدَ مَحْمُومًا، فَقَالَ: أَقِلْنِي، فَأَبَى، فَلَمَّا وَلَّى، قَالَ: «المَدِينَةُ كَالكِيرِ، تَنْفِي خَبَثَهَا، وَيَنْصَعُ طِيبُهَا»

সহজ তরজমা

৬৭৪৩. আবূ নুআয়ম রহ.... জাবির রাযি. থেকে বর্ণিত যে, এক বেদুঈন নবী ﷺ এর নিকট এসে বলল, ইসলামের উপর আমায় বায়'আত নিন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইসলামের উপর তার বায়'আত নিলেন। পরদিন সে জ্বরাক্রান্ত অবস্থায় এসে বলল, আমার বায়'আত প্রত্যাহার করুন। তিনি অস্বীকৃতি জানালেন। যখন সে চলে গেল, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : মদীনা কামারের হাঁপরের ন্যায়, সে তার মধ্যকার আবর্জনাকে বিদূরিত করে এবং খাঁটিটুকু ধরে রাখে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৭১ পৃ: পূর্বে : ২৫৩, ১০৭০ পৃ: সামনে : ১০৮৯ পৃ:।

بَابُ الِاسْتِخْلاَفِ

৩৮১৭. অনুচ্ছেদ : খলীফা বানানো

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، سَمِعْتُ القَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: وَارَأْسَاهْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ذَاكِ لَوْ كَانَ وَأَنَا حَيٌّ فَأَسْتَغْفِرُ لَكِ وَأَدْعُو لَكِ»، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: وَاثُكْلِيَاهْ، وَاللهِ إِنِّي لَأَظُنُّكَ تُحِبُّ مَوْتِي، وَلَوْ كَانَ ذَاكَ، لَظَلَلْتَ آخِرَ يَوْمِكَ مُعَرِّسًا بِبَعْضِ أَزْوَاجِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "بَلْ أَنَا وَارَأْسَاهْ، لَقَدْ هَمَمْتُ أَوْ أَرَدْتُ أَنْ أُرْسِلَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَابْنِهِ فَأَعْهَدَ، أَنْ يَقُولَ: القَائِلُونَ أَوْ يَتَمَنَّى المُتَمَنُّونَ، ثُمَّ قُلْتُ: يَأْبَى اللهُ وَيَدْفَعُ المُؤْمِنُونَ، أَوْ يَدْفَعُ اللهُ وَيَأْبَى المُؤْمِنُونَ

সহজ তরজমা

৬৭৪৪. ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াহইয়া রহ.... কাসিম ইবনে মুহাম্মদ রহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা রাযি. একদিন বললেন, হায়! আমার মাথা। (এ কথা শুনে) রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আমার জীবদ্দশায় যদি তা ঘটে, তাহলে আমি তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব এবং তোমার জন্য দোয়া করব। আয়েশা রাযি. বললেন, হায় সর্বনাশ! আল্লাহর শপথ! আমার মনে হয় আপনি আমার মৃত্যু পছন্দ করছেন। হ্যাঁ, যদি এমনটি হয়, তাহলে আপনি সেদিনের শেষে অপর কোন স্ত্রীর সাথে বাসর যাপন করবেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আমি বলছি আক্ষেপ আমার মাথা ব্যথা। অথচ আতি সংকল্প করেছি কিংবা রাবী বলেছেন, ইচ্ছা করেছি যে, আবূ বকর ও তাঁর পুত্রের কাছে লোক পাঠাব এবং (তাঁর খিলাফতের) অসিয়্যাত করে যাব, যাতে এ ব্যাপারে কেউ কিছু বলতে না পারে। কিংবা কোন প্রত্যাশী এ ব্যাপারে কোনরূপ প্রত্যাশা করতে না পারে। (কিন্তু ভেবে চিন্তে) পরে বললাম (আবূ বকরের পরিবর্তে অন্য কারো খলীফা হওয়ার বিষয়টি) আল্লাহ্ তা অস্বীকার করবেন এবং মু'মিনরাও তা প্রত্যাখ্যান করবে। কিংবা বলেছিলেন, আল্লাহ্ প্রত্যাখ্যান করবেন এবং মু'মিনরা তা অস্বীকার করবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের لَلَقَدْ هَمَمْتُ أَوْ أَرَدْتُ أَنْ أُرْسِلَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَابْنِهِ فَأَعْهَدَ الخ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৭১, ১০৭২ পৃ: পূর্বে ৮৪৬ পৃ:।

তাশরীহ : বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানার জন্য নাসরুল বারী ১০ম খণ্ড ৫৪৪ পৃ:।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قِيلَ لِعُمَرَ أَلاَ تَسْتَخْلِفُ؟ قَالَ: «إِنْ أَسْتَخْلِفْ فَقَدِ اسْتَخْلَفَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي أَبُو بَكْرٍ، وَإِنْ أَتْرُكْ فَقَدْ تَرَكَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي، رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» فَأَثْنَوْا عَلَيْهِ فَقَالَ: «رَاغِبٌ رَاهِبٌ، وَدِدْتُ أَنِّي نَجَوْتُ مِنْهَا كَفَافًا، لاَ لِي وَلاَ عَلَيَّ، لاَ أَتَحَمَّلُهَا حَيًّا وَلاَ مَيِّتًا»

সহজ তরজমা

৬৭৪৫. মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ রহ... আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর রাযি..-কে বলা হল, আপনি কি (আপনার পরবর্তী) খলীফা মনোনীত করে যাবেন না? তিনি বললেন : যদি আমি খলীফা মনোনীত করি, তাহলে আমার চেয়ে যিনি শ্রেষ্ঠ ছিলেন তিনি খলীফা মনোনীত করে গিয়েছিলেন, অর্থাৎ আবূ

বকর। আর যদি মনোনীত না করি, তাহলে আমার চেয়ে যিনি শ্রেষ্ঠ ছিলেন তিনি খলীফা মনোনীত করে যাননি। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ। এতে লোকেরা তাঁর প্রশংসা করল। তারপর তিনি বললেন, কেউ এ ব্যাপারে আকাঙ্খী আর কেউ ভীত। আর আমি পছন্দ করি আমি যেন এ থেকে মুক্তি পাই সমানে সমান, না পুরস্কার না শাস্তি। আমি জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর পর এর দায়িত্ব বহন করতে পারব না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৭২ পৃঃ।

তাশরীহ : সায়্যিদুনা হযরত ওমর রাযি. এর প্রখর মেধা ও বোধশক্তির পাশাপাশি এই সর্তকতাও তাঁর বোধসম্পন্ন হওয়ার প্রমান। হযরত ওমর রাযি. যখন দেখলেন যে, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লাম কাউকে সুস্পষ্ট তাকে খলীফা বানিয়ে যাননি, বরং মুসলমানদের পরামর্শ রায় এর উপর ছেড়ে দিয়েছেন আর হযরত আবু বকর রাযি. উমর রাযি. কে স্বীয় স্থলাভিষিক্ত করে গিয়েছেন, তখন হযরত ওমর রাযি. এমন পদ্ধতি অবলম্বন করলেন যাতে উভয়ের আনুগত্য হয়ে যায়। অর্থাৎ মাশওয়ার উপর ছেড়ে দিয়েছেন এবং কয়েকজনকে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। অতপর জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত সাহাবাদের থেকে ৬জন সাহাবা কে নির্ধারিত করলেন যারা সে সময়ে সর্বশ্রেষ্ঠ ও উচুঁমানের ছিলেন।

رَاغِبٌ رَاهِبٌ এ ব্যাপারে বিভিন্ন অভিমত রয়েছে যা উমদাতুল কারী ও অন্যান্য কিতাবে দেখা যেতে পারে। এর একটি মতলব হলো এই যে, কিছু লোক খলীফা হতে আগ্রহী, আর কিছু লোক খলীফা হওয়াটাকে ভয় করেন। কেননা খেলাফত একটি বড় দায়িত্ব, তাই জবাবদিহীতার ভয় রয়েছে। আল্লামা কিরমানী রহ. বলেন ويحتمل ان يراد انى راغب فيها عند الله راهب من عذابه অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার নিকট সাওয়াবের আগ্রহী এবং আযাব শাস্তি থেকে ভয়কারী হব। আর এটাই সবচেয়ে সামঞ্জস্যপূর্ণ মনে হয়।

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّهُ سَمِعَ خُطْبَةَ عُمَرَ الآخِرَةَ حِينَ جَلَسَ عَلَى المِنْبَرِ، وَذَلِكَ الغَدَ مِنْ يَوْمٍ تُوُفِّيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَشَهَّدَ وَأَبُو بَكْرٍ صَامِتٌ لاَ يَتَكَلَّمُ، قَالَ: «كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَعِيشَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يَدْبُرَنَا، يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يَكُونَ آخِرَهُمْ، فَإِنْ يَكُ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ مَاتَ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ جَعَلَ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ نُورًا تَهْتَدُونَ بِهِ، هَدَى اللهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثَانِيَ اثْنَيْنِ، فَإِنَّهُ أَوْلَى المُسْلِمِينَ بِأُمُورِكُمْ، فَقُومُوا فَبَايِعُوهُ» ، وَكَانَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ قَدْ بَايَعُوهُ قَبْلَ ذَلِكَ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ، وَكَانَتْ بَيْعَةُ العَامَّةِ عَلَى المِنْبَرِ قَالَ الزُّهْرِيُّ: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ لِأَبِي بَكْرٍ يَوْمَئِذٍ: «اصْعَدِ المِنْبَرَ» ، فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حَتَّى صَعِدَ المِنْبَرَ، فَبَايَعَهُ النَّاسُ عَامَّةً

সহজ তরজমা

৬৭৪৬. ইবরাহীম ইবনে মূসা রহ.... আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি উমর রাযি. এর দ্বিতীয় ভাষণটি শুনেছেন- যা তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ইন্তিকালের পরদিন মিম্বরে বসে দিয়েছিলেন। তিনি ভাষণ শুরু করলেন, তখন আবূ বকর রাযি. কোন কথা না বলে চুপ রয়েছেন। তিনি বলেন, আমি তো আশা করছিলাম যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের মধ্যে বেঁচে থাকবেন এবং আমাদের পিছনে যাবেন। এ থেকে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল যে, তিনি সবার শেষে ইন্তিকাল করবেন। তবে মুহাম্মদ ﷺ যদিও ইন্তিকাল করেছেন, তবে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের মাঝে এমন এক নূর রেখেছেন, যার দ্বারা তোমরা হেদায়াত পাবে। আল্লাহ্ তা'আলা মুহাম্মদ ﷺ কে

(এ নূর দিয়ে) হেদায়াত করেছিলেন। আর আবূ বকর রাযি. ছিলেন তাঁর সঙ্গী এবং দু'জনের দ্বিতীয় জন। তোমাদের এ দায়িত্ব বহনের জন্য মুসলমানদের মধ্যে তিনিই সর্বোত্তম। সুতরাং তোমরা উঠ এবং তাঁর হাতে বায়'আত গ্রহণ কর। অবশ্য এ জামাআত ইতিপূর্বে বনী সাঈদা গোত্রের ছায়ানীড়ে তাঁর হাতে বায়'আত গ্রহণ করেছিল। আর সাধারণ বায়'আত হয়েছিল মিম্বরের উপর। যুহরী রহ আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণনা করেন যে, আমি সেদিন উমর রাযি. কে বলতে শুনেছি যে, তিনি আবূ বকর রাযি. কে বলেছেন, মিম্বরে আরোহণ করুন। তিনি বারবার এ কথা বলতে বলতে অবশেষে আবূ বকর রাযি. মিম্বরে আরোহণ করলেন। অত:পর তাঁর কাছে লোকেরা সাধারণ বায়'আত গ্রহণ করল।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের فَإِنَّهُ أَوْلَى الْمُسْلِمِينَ بِأُمُورِكُمْ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৭২ পৃ:।

তাশরীহ : خُطْبَةُ عُمَرَ الْآخِرَةَ : হযরত ওমর রাযি. এই দ্বিতীয় খুৎবা ঐ সময় দিয়েছিলেন যখন ছাক্বীফায়ে বনী সাঈদাতে বায়আতের পরে দ্বিতীয় দিন সকাল বেলা মসজিদে নববীতে সমস্ত আহলে মদীনা একত্রিত হয়েছিলেন, যেখানে হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাযি. এর ব্যাপক বায়আত হয়েছিল। অর্থাৎ সমস্ত মানুষ বিনা ইখতিলাফে হযরত আবু বকর রাযি. এর হাতে বায়আত হয়েছিলেন। আর সায়্যিদুনা হযরত ওমর রাযি. এর এই দ্বিতীয় খুৎবাটি প্রথম খুৎবার ক্ষমাপ্রার্থনা স্বরূপ ছিল।

আল্লামা কাস্তাল্লানী রহ. বলেন হযরত ওমর রাযি. প্রথম খুৎবায়-যেদিন রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওফাত হয়েছিল- বলেছিলেন অবশ্যই রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লাম মৃত্যুবরণ করেন নি এবং তিনি অচিরেই আসবেন। অত:পর বনী সাঈদার বৈঠকখানায় হযরত আবু বকর রাযি. এর হাতে বায়আত সম্পন্নের পর হযরত ওমর রাযি. তাঁর সেই প্রথম খুৎবার ক্ষমাপ্রার্থনা স্বরূপ দ্বিতীয় খুৎবা দিয়েছিলেন।

قَوْلُهُ: حَتَّى يَدْبُرَنَا. يَدْبُرَنَا শব্দের ياء (ইয়া) বর্ণে যবর باء (বা) বর্ণে পেশ আর এই দুই হরফের মাঝে সুকূনযুক্ত দাল। আর এটি বাবে سمع থেকে। অর্থ অতিবাহিত হয়েছে।

অন্য নুসখায় حَتَّى يُدَبِّرَنَا. রয়েছে। অর্থাৎ يدبرنا শব্দের باء (বা) বর্ণে তাশদীদ দিয়ে باب تفعيل থেকে। অর্থ আমাদের কাজ কর্মের ব্যবস্থাপনা করবেন।

ফায়দা : রাসূল ﷺ কাউকে সুস্পষ্টভাবে কাউকে স্বীয় স্থলাভিষিক্ত এবং খলীফা বানিয়ে যাননি, এটাই বিশুদ্ধতম অভিমত। কিন্তু এটাও সর্বজন স্বীকৃত বিশুদ্ধতম অভিমত যে, হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে যে, আম্বিয়ায়ে কেরামের পরে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব হলো সায়্যিদুনা হযরত আবু বকর রাযি.। আর এটাই তাঁর খেলাফতের প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। যেমন রাসূল ﷺ জীবনের শেষ মূর্হূতে ওফাতের সময় হযরত আবু বকর রাযি. কে সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত নামাজের ইমামতির জন্য নির্বাচন করেছেন। এমনকি উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রাযি. এবং উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফসা রাযি. যখন ইমামতির জন্য ওমর রাযি. এর নাম পেশ করলেন এবং দলীল প্রমান সহ হযরত ওমর রাযি. এর ইমামতির জন্য আরয করলেন তখন রাসূল ﷺ অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন এবং বললেন যে, আবু বকর রাযি. কেই ইমামতি করার জন্য বলে দাও। এছাড়াও আরো অনেক ইঙ্গিত রয়েছে যা হযরত আবু বকর রাযি.এর খলীফা হওয়ার উপর সুস্পষ্ট প্রমান বহন করে। والله اعلم,

• حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةٌ، فَكَلَّمَتْهُ فِي شَيْءٍ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ جِئْتُ وَلَمْ أَجِدْكَ كَأَنَّهَا تُرِيدُ المَوْتَ، قَالَ: «إِنْ لَمْ تَجِدِينِي، فَأْتِي أَبَا بَكْرٍ»

সহজ তরজমা

৬৭৪৭. আবদুল আযীয ইবনে আবদুল্লাহ রহ...... যুবায়র ইবনে মুতঈম রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক স্ত্রীলোক নবী ﷺ এর কাছে আসল এবং কোন এক ব্যাপারে তাঁর সাথে কথা বলল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে পুনরায় আসার নির্দেশ দিলেন। স্ত্রীলোকটি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি পুনরায় এসে যদি আপনাকে না পাই? স্ত্রীলোকটি এ বলে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ইন্তিকালের কথা বোঝাতে চাইছিল। তিনি বললেন : যদি আমাকে না পাও, তাহলে আবু বকরের কাছে আসবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের শেষাংশের মাধ্যমে মিল রয়েছে। কেননা সেই শেষ অংশটা রাসূল ﷺ এর পরে হযরত আবু বকর রাযি. খলীফা হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত বহন করে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৭২ পৃ: সামনে : ১০৯৪ পৃ:।

তাশরীহ : এই হাদিসে সুস্পষ্টভাবে ইশারা রয়েছে যে, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পরে হযরত আবু বকর রাযি.ই খলীফা হবেন।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لِوَفْدِ بُزَاخَةَ: تَتْبَعُونَ أَذْنَابَ الإِبِلِ حَتَّى يُرِيَ اللهُ خَلِيفَةَ نَبِيِّهِ ﷺ وَالمُهَاجِرِينَ أَمْرًا يَعْذِرُونَكُمْ بِهِ

সহজ তরজমা

৬৭৪৮. মুসাদ্দাদ রহ......আবূ বকর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বুযাখা প্রতিনিধিদলকে বলেছিলেন, যতদিন না আল্লাহ তাঁর নবী ﷺ এর খলীফা ও মুহাজিরীনদের এমন একটা পথ দেখিয়ে দেন যাতে তারা তোমাদের ওযর গ্রহণ করেন, ততদিন পর্যন্ত তোমরা উটের লেজের পিছনেই লেগে থাকবে (অর্থাৎ যাযাবর জীবন যাপন করবে)।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের حَتَّى يُرِيَ اللهُ خَلِيفَةَ نَبِيِّهِ الخ এঅংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৭২ পৃ:।

তাশরীহ : بزاخة শব্দের باء (বা) বর্ণে পেশ ও তারপরে তাশদীদমুক্ত زاء (যা) এবং خاء (খা) সহ। এটি বাহরাইনের একটি স্থানের নাম। বণী ত্বাই, আসাদ এবং গাতফান যেখানকার অধিবাসী ছিল, যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওফাতের পর মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল এবং তারা সবাই মিথ্যা নবুয়তের দাবীদার তুলাইহা ইবনে যুওয়াইলিদ আসদীর উপর ঈমান নিয়ে এসেছিল, যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওফাতের পর মিথ্যা নবুওয়াতের দাবী করে বসেছিল। হযরত খালেদ ইবনে ওয়ালিদ রাযি. যখন মুসায়লামাতুল কাজ্জাবের সাথে যুদ্ধ থেকে ফারেগ হলেন, তখন তিনি মিথ্যা নবীর দাবীদার তুলাইহা ইবনে খুওয়াইলিদ ও তার সঙ্গী সাথীদের সাথে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিলেন। অত:পর যুদ্ধে যখন মিথ্যাবাদীরা পরাজিত

ও পিছু হটল, তখন ওরা সন্ধির জন্য খেলাফতের দরবারে নিজেদের একটি দল প্রেরণ করল, তখন হযরত আবু বকর রাযি. ওদেরকে বললেন যে, হয়ত তোমরা যুদ্ধ কর অন্যথায় লাঞ্চনা ও অপমানের সন্ধি কর। একথার প্রেক্ষিতে ওরা জিজ্ঞাসা করল অপমানের সন্ধি কি ? জবাবে হযরত আবু বকর রাযি. বললেন যে, আমরা তোমাদের সকল হাতিয়ার সরঞ্জাম ছিনিয়ে নিব এবং তোমাদের সকল সম্পদ আমাদের গণীমত হিসেবে গণ্য হবে এবং তোমরা আমাদের হত্যাকৃতদের দিয়ত দিবে আর তোমাদের নিহতরা জাহান্নামে যাবে। অর্থাৎ আমরা তোমাদের নিহতদের কোন দিয়ত দিব না এবং তোমরা যাযাবরের মত জঙ্গলে বসবাস করবে ও উট চড়াবে। যতক্ষন না আল্লাহ তাআলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খলীফা এবং মুহাজিরীনদেরকে একথা বলে দেন যে, তোমাদের ওযর কবুল করা হবে এবং তোমাদের অপরাধ, দোষ ত্রুটি ক্ষমা করে দেওয়া হবে।

بَابٌ

৩৮১৮. অনুচ্ছেদ

এই باب শব্দটি তানভীনসহ। এই বাবটি শিরোনামহীন। পূর্বোক্ত বাবের فصل এর ন্যায়।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ، يَقُولُ: يَكُونُ اثْنَا عَشَرَ أَمِيرًا فَقَالَ كَلِمَةً لَمْ أَسْمَعْهَا، فَقَالَ أَبِي: إِنَّهُ قَالَ: «كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ»

সহজ তরজমা

৬৭৪৯. মুহাম্মদ ইবনে মুসান্না রহ. ..... জাবির ইবনে সামুরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি যে, বারজন আমীর হবে। এরপর তিনি একটি কথা বলছিলেন যা আমি শুনতে পারিনি। তবে আমার পিতা বলেছেন যে, তিনি বলেছিলেন সকলেই কুরাইশ গোত্র থেকে হবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৭২ পৃ: মুসলিম শরীফ : ২য় খণ্ড (كتاب الامارة) পৃ: আবু দাউদ শরীফ ২য় খণ্ড ৫৮৮ পৃ: তিরমিযি শরীফ : ২য় খণ্ড ৪৫ পৃ:।

তাশরীহ : এই হাদিসটি বুখারী শরীফ ব্যতীতও বিভিন্ন শব্দে মুসলিম শরীফ, আবু দাউদ শরীফ, তিরমিযি শরীফেও রয়েছে। যেমন উপরে পৃষ্ঠা নাম্বারসহ অতিবাহিত হয়েছে। আর হযরত জাবের ইবনে সামুরা রাযি. তাঁরা বাপ বেটা দুনোজন সাহাবী ছিলেন।

১. এখানে বুখারী শরীফে রয়েছে। يكون اثنا عشر اميرا তারা ১২ জন আমীর হবে।

২. মুসলিম শরীফ ২য় খণ্ড ১১৯ পৃ: তে বিভিন্ন রেওয়ায়াত রয়েছে। একটি রেওয়ায়াতে রয়েছে যে, لا يزال امر الناس ماضيا ما وليهم اثنا عشر رجلا الخ অর্থাৎ সর্বদাই লোকদের কাজ চলতে থাকবে এই পর্যন্ত যে, ১২ জন ব্যক্তি তাদের হুকুমত করবে। অন্য এক রেওয়ায়াতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শোনা গেছে যে, ان هذا الامر لا ينقضى حتى يمضى فيهم اثنا عشر خليفة الخ অর্থাৎ মুসলমানদের মধ্যে ১২ জন খলীফা না হওয়া পর্যন্ত। এই দ্বীন খতম হবে না।

৩. এই ১১৯ নাম্বার পৃষ্ঠায় রয়েছে যে, ১২ জন খলীফা পর্যন্ত ইসলাম বিজয়ী থাকবে। ইমাম নববী রহ. শরহে মুসলিমে লিখেন قال القاضى قد توجد ههنا سوالان الخ উদ্দেশ্য হলো যে, হযরত জাবের ইবনে সামুরা রাযি. এর হাদিসটি বিভিন্ন সনদে বর্ণিত রয়েছে, যার খোলাসা হলো যে, ১২জন খলীফা পর্যন্ত দীন ইসলাম বিজয়ী ও প্রতিনিধি থাকবে এবং তাঁরা সবাই কুরাইশ বংশের হবে। এখানে দুটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যা ইমাম নববী রহ. ও আল্লামা আইনী রহ. সহ অনেকেই বর্ণনা করেছেন। (উমদাতুল কারী ২৪, ২৮১ পৃ.)

প্রথম প্রশ্ন : প্রথম প্রশ্ন হলো যে, একটি হাদিস অন্য হাদিসের সাথে পরস্পর বিরোধ হওয়া লাযেম আসে, যার মধ্যে الخلافة بعدى ثلاثون سنة ثم تكون ملكا দুই হাদিসের মাঝে বিরোধ খুবই সুস্পষ্ট যে, ত্রিশ বছর পর্যন্ত হযরত হাসান রাযি. সহ শুধু ৪জন খলীফা হবেন, অথচ এই হাদিসেই ১২জন খলীফার কথা উল্লেখ রয়েছে ?

জবাব : জবাব হলো এই যে, ثلاثون سنة বিশিষ্ট হাদিস এর মধ্যে সাধারণ খেলাফত উদ্দেশ্য নয়, বরং খেলাফতে নবুওয়াত উদ্দেশ্য। وقد جاء مفسرا فى بعض الروايات خلافة النبوة بعدى ثلاثون سنة ثم تكون ملكا অর্থাৎ খেলাফতে রাশেদা মিনহাজ আলা নবুওয়াত উদ্দেশ্য। আর এই হাদিস যেখানে ১২ খলীফার কথা উল্লেখ রয়েছে, সেখানে সাধারণ খেলাফত উদ্দেশ্য। সুতরাং আর কোন প্রশ্ন নেই।

দ্বিতীয় প্রশ্ন : এই হাদিসে যেখানে ১২জনের কথা উল্লেখ রয়েছে কিন্তু খলীফা তো ১২জনের অধিক অতিবাহিত হয়েছে ?

জবাব : এই প্রশ্ন নিতান্তই অযথা অনর্থক। কেননা এই হাদিসের কোথায় উল্লেখ রয়েছে যে, ১২ জনের অধিক খলীফা হবেন না। অথচ এই হাদিসে তো শুধু একথা উল্লেখ রয়েছে যে, ইসলামের শান শওকত, প্রভাব ১২খলীফা পর্যন্ত অটুট থাকবে এবং এই দীন ১২জন খলীফা পর্যন্ত বিজয়ী থাকবে।

খোলাফায়ে রাশেদীন রাযি. এর খেলাফতের সময়কাল : হযরত আবু বকর রাযি. ২ বছর ৩ মাস, হযরত ওমর রাযি. ১০ বছর ৬ মাস, হযরত উসমান রাযি. ১১ বছর ১১ মাস, হযরত আলী রাযি. ৬ মাস সহ ৩০ বছর পূর্ণ হয়ে যায়।

ইরশাদে নববী يكون اثنا عشر اميرا এর মিছদাক : يكون اثنا عشر اميرا তাঁরা ১২জন খলীফা কে কে হবেন ? এব্যাপারে বিভিন্ন অভিমত রয়েছে। তার মধ্য থেকে অধিকাংশ অভিমতই শায়খুল হাদিস মাওলানা যাকারিয়া রহ. لامع الدرارى নামক কিতাবের হাশিয়াতে উল্লেখ করে দিয়েছেন। এছাড়াও আরো অভিমত হাদিসের ব্যাখ্যাগ্রন্থ সমূহে পাওয়া যায়। তবে সম্ভবত কোন অভিমত উক্তিই প্রশ্নমুক্ত নয়। জানতে চাইলে لامع الدرارى এর ৩য় খণ্ড ৪১৯ পৃ: দেখুন। কিন্তু এটাই উত্তম মনে হয় যে, ১২জন খলীফা কে কে হবেন এ সম্পর্কে আল্লাহই ভালো জানেন।

بَابُ إِخْرَاجِ الخُصُومِ وَأَهْلِ الرِّيَبِ مِنَ البُيُوتِ بَعْدَ المَعْرِفَةِ

৩৮১৯. অনুচ্ছেদ : বিবাদমান সন্দেহযুক্ত ব্যক্তিদের ব্যাপারে জ্ঞান লাভ করার পর তাদেরকে ঘর থেকে বের করে দেওয়া।

وَقَدْ أَخْرَجَ عُمَرُ أُخْتَ أَبِي بَكْرٍ حِينَ نَاحَتْ

উমর রাযি. আবূ বকর রাযি. এর বোনকে মৃত ব্যক্তির উপর বিলাপ করার কারণে ঘর থেকে বের দিয়েছিলেন

الريب শব্দের راء (রা) বর্ণে যের দিয়ে। এটি ريبة এর বহুবচন। অর্থ : অন্যায়, গোনাহ, অপবাদ।

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ يُحْتَطَبُ، ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلاَةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُكُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَرْقًا سَمِينًا، أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ العِشَاءَ»

সহজ তরজমা

৬৭৫০. ইসমাঈল রহ... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ করে বলছি! আমার ইচ্ছা হয় যে, আমি জ্বালানি কাঠ সংগ্রহের

নির্দেশ দেই। তারপর নামাযের আযান দেওয়ার জন্য হুকুম করি এবং একজনকে লোকদের ইমামতি করাতে বলি। এরপর আমি জামায়াতে আসে নাই সেসব লোকদের কাছে যাই। আর তাদেরসহ তাদের ঘরগুলো জ্বালিয়ে দেই। আমার প্রাণ যে সত্তার হাতে তাঁর শপথ করে বলছি, যদি তারা জানত যে, একটি মাংসল হাড় কিংবা দু'টি বকরীর ক্ষুর পাবে তাহলে তারা এশার জামাআতে অবশ্যই হাযির হত। মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ রহ... আবূ আবদুল্লাহ (বুখারী) বলেন, مرماة অর্থ বকরীর ক্ষুরের মধ্যবর্তী গোশত। ছন্দগতভাবে منساة ميضاة এর ন্যায়। مرماة এর মীম বর্ণটি যের যুক্ত।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল এভাবে যে, তরজমাতুল বাবের অর্থের চেয়ে হাদিসের অর্থ আরো পূর্ণাঙ্গতর। কেননা তরজমাতুল বাবে রয়েছে الاخراج من البيوت আর হাদিসে احراقها بالنار রয়েছে। এর মর্মার্থ হলো যে, যখন ঘর জ্বালিয়ে দেওয়া হবে তখন ঘর থেকে বের হয়ে পলায়ন করবে। সুতরাং এর দ্বারা ঘর থেকে বের করা সাব্যস্ত হয়ে গেল। তার একথা তো সুস্পষ্ট যে, বিনা ওযরে জামাত ত্যাগ করার কারণে সে গোনাহগার হবে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৭২ পৃ: পূর্বে : ৩২৬, ৮৯ পৃ:।

بَابٌ: هَلْ لِلْإِمَامِ أَنْ يَمْنَعَ الْمُجْرِمِينَ وَأَهْلَ الْمَعْصِيَةِ مِنَ الْكَلَامِ مَعَهُ وَالزِّيَارَةِ وَنَحْوِهِ

৩৮২০. অনুচ্ছেদ : শাসক আসামী ও অপরাধীদেরকে তার সাথে কথা বলা, দেখা-সাক্ষাৎ ইত্যাদি থেকে বারণ করতে পারবেন কিনা?

حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، وَكَانَ قَائِدَ كَعْبٍ مِنْ بَنِيهِ حِينَ عَمِيَ، قَالَ: سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: لَمَّا تَخَلَّفَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَذَكَرَ حَدِيثَهُ، «وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُسْلِمِينَ عَنْ كَلَامِنَا، فَلَبِثْنَا عَلَى ذَلِكَ خَمْسِينَ لَيْلَةً، وَآذَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَوْبَةِ اللَّهِ عَلَيْنَا»

সহজ তরজমা

৬৭৫১. ইয়াহইয়া ইবনে বুকায়র রহ... আবদুর রহমান ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে কা'ব ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে কা'ব ইবনে মালিক রাযি.., কা'ব রাযি. অন্ধ হয়ে যাওয়ার পর তাঁর সন্তানদের মধ্য থেকে তিনি তাঁকে (কা'ব) পথ দেখাতেন। তিনি বলেন, আমি কা'ব ইবনে মালিক রাযি.-কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন যে, যখন তিনি তাবূকের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে যোগদান না করে রয়ে গেলেন। তারপর তিনি পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করে বললেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুসলমানদেরকে আমাদের সাথে কথা বলতে নিষেধ করে দিলেন। ফলে পঞ্চাশ রাত আমরা এভাবে অবস্থান করলাম। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের তওবা কবূল করেছেন বলে রাসূলুল্লাহ ﷺ জানিয়ে দিলেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৭৩ পৃ: পূর্বে : ৬, ৪১৪, ৪৩৪, ৫০২, ৫৫০, ৫৬৩, ৬৩৪, ৬৭৮, ৬৭৫, ৬৭৬, ৯২৫, ৯৯০ পৃ:।

তাশরীহ : বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারী ৮ম খণ্ড (কিতাবুল মাগাযী) ৫০২, ৫০৮ পৃ: দেখুন।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ التَّمَنِّى

আকাঙ্খা অধ্যায়

তাশরীহ : تمنى শব্দটি باب تفعل এর মাসদার (ক্রিয়ামূল)। এটি امنية থেকে নির্গত হয়েছে যার বহুবচন হলো امانى অর্থ : আশা করা, আকাংখা করা।

ترجى ও تمنى এর মধ্যকার নিসবত হলো عموم خصوص এর। কেননা, ترجى ব্যবহার হয় সম্ভব বিষয়ের ক্ষেত্রে আর تمنى ব্যাপক যা সম্ভব ও অসম্ভব সবক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ تمنى অসম্ভব কথার ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয় যেমন ليت الشباب يعود (হায়! যদি আমার যৌবনকাল ফিরে আসত) বলা যায়। তবে এর বিপরীত হলো ترجى কেননা, এটা শুধু সম্ভব কথার ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। যেমন এবছর নাসরুল বারী পূর্ণ হয়ে যাবে। ইনশাআল্লাহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّمَنِّي، وَمَنْ تَمَنَّى الشَّهَادَةَ

৩৮২১. অনুচ্ছেদ : আকাঙ্খা করা এবং যিনি শাহাদাত প্রত্যাশা করেন

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْلاَ أَنَّ رِجَالًا يَكْرَهُونَ أَنْ يَتَخَلَّفُوا بَعْدِي، وَلاَ أَجِدُ مَا أَحْمِلُهُمْ، مَا تَخَلَّفْتُ، لَوَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ، ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ، ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ، ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ»

সহজ তরজমা

৬৭৫২. সাঈদ ইবনে উফায়র রহ. ..... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! যদি কিছু লোক আমার সঙ্গে শরীক না হয়ে পিছনে থেকে যাওয়াটা অপছন্দ না করত, আর সবাইকে বাহন (যুদ্ধ সরঞ্জাম) সরবরাহ করতে আমি অক্ষম না হতাম, তাহলে আমি কোন যুদ্ধ থেকেই পিছনে থাকতাম না। আমার বড়ই কামনা হয় যে, আমাকে আল্লাহর পথে শহীদ করা হয়, আবার জীবিত করা হয়। আবার শহীদ করা হয় আবার জীবিত করা হয়। আবার শহীদ করা হয় আবার জীবিত করা হয়। আবার শহীদ করা হয়।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের لَوَدِدْتُ এঅংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৭৩ পৃ: পূর্বে : ৪১৭, ৩৯২ পৃ:।

তাশরীহ : প্রশ্ন ও উত্তরের জন্য অবশ্যই নাসরুল বারীর ১ম খণ্ড ২৯৪, ২৯৫ পৃ: দেখুন। আর এখানে অন্যান্য সকল নেক কাজের উপর শাহাদাতের শ্রেষ্ঠত্বের বর্ণনা রয়েছে। কেননা রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্য কোন নেক কাজ নয় শুধুমাত্র শাহাদাতের তামান্না করেছেন।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ وَدِدْتُ أَنِّي أُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ فَأُقْتَلُ، ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ، ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ» . فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقُولُهُنَّ ثَلاَثًا، أَشْهَدُ بِاللهِ

সহজ তরজমা

৬৭৫৩. আবদুল্লাহ্ ইবনে ইউসুফ রহ. ..... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ! আমি কামনা করি যেন আল্লাহর পথে যুদ্ধ করি। এতে আমাকে শহীদ করা হয়। আবার জীবিত করা হয় আবার শহীদ করা হয়। আবার জীবিত করা হয়, আবার শহীদ করা হয়। আবূ হুরায়রা রাযি. বললেন, বাক্যটি তিনি তিনবার বলেছেন। এ ব্যাপারে আমি আল্লাহর নামে সাক্ষ্য দিচ্ছি।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের ودت, অংশটুকুর মাধ্যমে মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৭৩ পৃ:।

بَابُ تَمَنِّي الخَيْرِ

৩৮২২. অনুচ্ছেদ : কল্যাণের প্রত্যাশা করা।

«وَقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ كَانَ لِي أُحُدٌ ذَهَبًا

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী: যদি ওহুদ পাহাড় আমার জন্য স্বর্ণে পরিণত হত

এই বাবটি হলো কল্যাণকর কাজের তামান্নার ব্যাপারে। আর এই তরজমাতুল বাবটি পূর্বোক্ত তরজমাতুল বাব থেকে আম (ব্যাপক)। কেননা আল্লাহ তাআলার রাহে শাহাদাত হওয়ার তামান্না করা কল্যাণকর কাজের অন্তর্ভূক্ত। আর এই (ব্যাপক) দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, তামান্নাটা শাহাদাত কামনার উপর সীমাবদ্ধ নয়। (উমদাতুল কারী, ফাতহুল বারী)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী لوكان لى احد ذهبا এর মধ্যে لو এর জবাব হলো لاحببت ان لا يأتى على ثلاث الخ যা হাদিস শরীফে আসছে।

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَوْ كَانَ عِنْدِي أُحُدٌ ذَهَبًا لأَحْبَبْتُ أَنْ لاَ يَأْتِيَ عَلَيَّ ثَلاَثٌ وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ لَيْسَ شَيْءٌ أَرْصُدُهُ فِي دَيْنٍ عَلَيَّ أَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهُ

সহজ তরজমা

৬৭৫৪. ইসহাক ইবনে নাসর রহ.... আবূ হুরায়রা রাযি. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, যদি ওহুদ (পাহাড়) পরিমাণ স্বর্ণ আমার কাছে থাকত, তাহলে আমি পছন্দ করতাম যে, তিন রাতও এরূপ অবস্থায় অতিবাহিত না হোক যে, ঋণ আদায় করার জন্য ব্যতীত একটি দীনারও আমার কাছে থাকুক যা গ্রহণ করার মত লোক পাই।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল : কেউ কেউ বলেন যে, তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল নেই। কেননা এটি তামান্নার সাথে সাদৃশ্য নয়। এর জবাব হলো, لَأَحْبَبْتُ এর মধ্যে তামান্না এর অর্থ রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৭৩ পৃ: পূর্বে : ৩২১, ৯৫৪ পৃ:।

উদ্দেশ্য : প্রতিটি মানুষের ঋণ আদায়ের চিন্তা ফিকির থাকা উচিৎ। এটা বলাই ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য। আর তা আদায় করা অন্যান্য কল্যানের উপর অগ্রগণ্য।

بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ»

৩৮২৩. অনুচ্ছেদ : নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী কোন কাজ সম্পর্কে, যা পরে জানতে পেরেছি, তা যদি আগে জানতে পারতাম

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي عُرْوَةُ، أَنَّ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ الهَدْيَ، وَلَحَلَلْتُ مَعَ النَّاسِ حِينَ حَلُّوا»

সহজ তরজমা

৬৭৫৫. ইয়াহইয়া ইবনে বুকায়র রহ... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমার এ ব্যাপারে যদি আমি পূর্বে জানতাম যা পরে জানতে পেরেছি, তাহলে আমি কুরবানীর পশু সঙ্গে আনতাম না এবং লোকেরা যখন হালাল হয়েছে, তখন আমিও (ইহরাম) ছেড়ে হালাল হয়ে যেতাম।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল এভাবে যে, তরজমাতুল বাবটি হাদিসেরই অংশ।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৭৩ পৃ:।

حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلَبَّيْنَا بِالحَجِّ وَقَدِمْنَا مَكَّةَ لِأَرْبَعٍ خَلَوْنَ مِنْ ذِي الحِجَّةِ فَأَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ نَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ وَأَنْ نَجْعَلَهَا عُمْرَةً وَنَحِلَّ إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ قَالَ وَلَمْ يَكُنْ مَعَ أَحَدٍ مِنَّا هَدْيٌ غَيْرَ النَّبِيِّ ﷺ وَطَلْحَةَ وَجَاءَ عَلِيٌّ مِنَ اليَمَنِ مَعَهُ الهَدْيُ فَقَالَ أَهْلَلْتُ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالُوا نَنْطَلِقُ إِلَى مِنًى وَذَكَرُ أَحَدِنَا يَقْطُرُ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنِّي لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ وَلَوْلَا أَنَّ مَعِي الهَدْيَ لَحَلَلْتُ قَالَ وَلَقِيَهُ سُرَاقَةُ وَهُوَ يَرْمِي جَمْرَةَ العَقَبَةِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَلَنَا هَذِهِ خَاصَّةً؟ قَالَ لَا بَلْ لِأَبَدٍ قَالَ وَكَانَتْ عَائِشَةُ قَدِمَتْ مَعَهُ مَكَّةَ وَهِيَ حَائِضٌ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَنْسُكَ المَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ أَنَّهَا لَا تَطُوفُ وَلَا تُصَلِّي حَتَّى تَطْهُرَ فَلَمَّا نَزَلُوا البَطْحَاءَ قَالَتْ عَائِشَةُ يَا رَسُولَ اللهِ أَتَنْطَلِقُونَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ وَأَنْطَلِقُ بِحَجَّةٍ؟ قَالَ ثُمَّ أَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ أَنْ يَنْطَلِقَ مَعَهَا إِلَى التَّنْعِيمِ فَاعْتَمَرَتْ عُمْرَةً فِي ذِي الحِجَّةِ بَعْدَ أَيَّامِ الحَجِّ

সহজ তরজমা

৬৭৫৬. হাসান ইবনে উমর রহ. ..... জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে ছিলাম এবং আমরা হজ্জের তালবিয়া পাঠ করলাম। তারপর যিলহজ্জ মাসের চারদিন অতিবাহিত হওয়ার পর আমরা মক্কায় এসে পৌছলাম। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করতে এবং সাফা ও মারওয়ার সায়ী করতে আদেশ দিলেন এবং এটাকে উমরা বানাতে ও ইহরাম খুলে হালাল হতে বললেন। তবে যাদের সাথে হাদী ছিল তাদের এ হুকুম দেননি। জাবির রাযি. বলেন, নবী ﷺ ও তালহা রাযি. ছাড়া আমাদের আর কারো সাথে হাদী ছিল না। এ সময় আলী রাযি. ইয়ামান থেকে

আসলেন। তাঁর সাথে হাদী ছিল। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যেরূপ ইহরাম বেঁধেছেন, আমিও সেরূপ ইহরাম বেঁধেছি। সাহাবায়ে কিরাম রাযি. বললেন, আমরা মিনার দিকে যাচ্ছি। অথচ আমাদের কারো কারো পুরুষাঙ্গ বীর্য টপকাচ্ছে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আমি আমার এ বিষয়ে যদি পূর্বে জানতাম যা আমি পরে জানতে পেরেছি, তাহলে আমি হাদী সঙ্গে আনতাম না। আর আমার সঙ্গে যদি হাদী না থাকত তাহলে আমি অবশ্যই হালাল হয়ে যেতাম। রাবী বলেন, পরে নবী ﷺ জামরা-ই-আকাবাতে কংকর নিক্ষেপ করছিলেন, এমতাবস্থায় তাঁর সাথে সুরাকা ইবনে মালিক রাযি. সাক্ষাৎ করলেন। তখন তিনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এটা কি শুধু আমাদের জন্যই? তিনি বললেন : না, বরং এটা চিরদিনের জন্য। জাবির রাযি. বলেন, আয়েশা রাযি. ঋতুমতী অবস্থায় মক্কায় পৌঁছেছিলেন। তখন নবী ﷺ তাঁকে নির্দেশ দিলেন যে, হজ্জের যাবতীয় কাজকর্ম যথারীতি করে যাও, তবে পবিত্র হওয়ার আগ পর্যন্ত বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করো না এবং নামায আদায় করো না। তারা যখন বুতহা নামক স্থানে অবতরণ করলেন, আয়েশা রাযি. বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনারা একটি হজ্জ ও একটি উমরা নিয়ে ফিরলেন। আর আমি কি শুধুমাত্র একটি হজ্জ নিয়ে ফিরব? জাবির রাযি. বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর সিদ্দীক রাযি. কে তাঁকে তানঈমে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। পরে আয়েশা রাযি. যিলহজ্জ মাসে হজ্জের দিনগুলোর পরে একটি উমরা আদায় করেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল এভাবে যে, তরজমাতুল বাবটি হাদিসেরই অংশ।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৭৩ পৃ: : ২১১, ২১৩, ২২৩, ২৩৯, ২৪০, ৬২৪ পৃ: ১০৯৪ পৃ:।

উদ্দেশ্য : ইমাম বুখারী রহ. এর কথা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য যে, ঋতুবতী স্ত্রীলোকদের জন্য হজ্জের জন্য হজ্জের ইহরাম বাঁধা সহীহ। তবে বায়তুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ করা উচিৎ নয়।

আরো জানার জন্য কিতাবুল মাগাযী দেখুন।

بَابُ قَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْتَ كَذَا وَكَذَا»

৩৮২৪. অনুচ্ছেদ : (নবী ﷺ)-এর বাণী: যদি এরূপ এরূপ হত

حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: أَرِقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَقَالَ: «لَيْتَ رَجُلًا صَالِحًا مِنْ أَصْحَابِي يَحْرُسُنِي اللَّيْلَةَ» إِذْ سَمِعْنَا صَوْتَ السِّلَاحِ، قَالَ: «مَنْ هَذَا؟» . قَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، جِئْتُ أَحْرُسُكَ، فَنَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى سَمِعْنَا غَطِيطَهُ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: وَقَالَتْ عَائِشَةُ: قَالَ بِلَالٌ: [البحر الطويل

أَلَا لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَبِيتَنَّ لَيْلَةً ... بِوَادٍ وَحَوْلِي إِذْخِرٌ وَجَلِيلُ

فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সহজ তরজমা

৬৭৫৭. খালিদ ইবনে মাখলাদ রহ... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রাত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জাগ্রত রইলেন। পরে তিনি বললেন : যদি আমার সাহাবীদের কোন এক নেক ব্যক্তি আজ রাত আমার পাহারাদারী করত। হঠাৎ আমরা অস্ত্রের আওয়ায শুনতে পেলাম। তখন তিনি বললেন : এ কে? বলা

হল, এ হচ্ছে সা'দ, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার পাহারাদারীর জন্য এসেছি। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘুমালেন, এমন কি আমরা তাঁর নাক ডাকার আওয়ায শুনতে পেলাম। আয়েশা রাযি. বলেন, বিলাল রাযি. আবৃত্তি করেছিল, হায়! আমার উপলব্ধি, আমি কি উপত্যকায় রাত যাপন করতে পারব, যখন আমার পাশে হবে জালীল ও ইযখির ঘাস। পরে আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে এ খবর পৌঁছিয়ে ছিলাম।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল এভাবে যে, لَيْتَ টি حرف تمنى যা অধিকাংশ সময় অসম্ভব অসাধ্য বিষয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, আর খুব কম সময় সম্ভবের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আর বাবের অধীনে বর্ণিত হাদিসটিও ليت তথা حرف تمنى সম্পর্কেই।

ارق শব্দটি বাবে سمع থেকে। অর্থ রাতে ঘুম না আসা, ঘুম চলে যাওয়া।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৭৪ পৃ: হযরত আয়েশা রাযি. হতে বর্ণিত হাদিস قالت ارق النبى صلى الله عليه وسلم ذات ليلة . পৃ: অতিবাহিত হয়েছে।

তাশরীহ : প্রশ্ন উত্তরসহ বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারী ৭ম খণ্ড ৮৪ পৃ: দেখুন।

بَابُ تَمَنِّي الْقُرْآنِ وَالْعِلْمِ

৩৮২৫. অনুচ্ছেদ : কুরআন (অধ্যায়ন) ও ইলম (জ্ঞানার্জনের) আকাঙ্ক্ষা করা

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لاَ تَحَاسُدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ القُرْآنَ، فَهُوَ يَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، يَقُولُ: لَوْ أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ هٰذَا لَفَعَلْتُ كَمَا يَفْعَلُ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا يُنْفِقُهُ فِي حَقِّهِ فَيَقُولُ: لَوْ أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ لَفَعَلْتُ كَمَا يَفْعَلُ" حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بِهٰذَا

সহজ তরজমা

৬৭৫৮. উসমান ইবনে আবূ শায়বা রহ. ..... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : দু'টি বিষয় ছাড়া ঈর্ষা করা যায় না। একটি হল এমন ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন দান করেছেন। সে তা দিবারাত্রি তিলাওয়াত করে। (শ্রোতাদের) কেউ বলল, একে যা দান করা হয়েছে, যদি আমাকেও তা দান করা হত, তবে সে যেরূপ করছে, আমিও সেরূপ করতাম। অপরটি হল, এমন ব্যক্তি যাকে আল্লাহ্ তা'আলা মাল দান করেছেন, সে তা ন্যায়সঙ্গতভাবে খরচ করে। (তা দেখে) কেউ বলল, যদি তকে যা প্রদান করা হয়েছে তা আমাকে প্রদান করা হত, তাহলে সে যা করে আমিও তা করতাম।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের لَوْ أُوتِيتُ এঅংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে। কেননা এখানে تمنى এর অর্থ রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৭৪ পৃ: পূর্বে : ৭৫১ পৃ: সামনে ১১২৩ পৃ:।

তাশরীহ : বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারী ১ম খণ্ড ৪০১ পৃ: দেখুন।

بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّمَنِّي

৩৮২৬. অনুচ্ছেদ : যে বিষয়ে আকাঙ্ক্ষা করা নিষিদ্ধ।

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

মহান আল্লাহর বাণী : যা দ্বারা আল্লাহ্ তোমাদের কাউকে কারো উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, তোমরা তার লালসা করো না... (৪:৩২)

সংক্ষিপ্ত তাশরীহ : আল্লাহ প্রদত্ত ঐসকল ফযিলত যা عمل ও كسب কোনটার সাথেই সম্পৃক্ত নয়। যেমন কেউ সুন্দর হওয়া, কারো কণ্ঠ শ্রুতিমধুর হওয়া। এধরনের প্রদত্ত ফযিলত ঈর্ষার পাত্র নয়। বরং মাকরূহ ও নিষেধ।

حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ أَنَسٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: لَوْلاَ أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لاَ تَتَمَنَّوُا المَوْتَ» لَتَمَنَّيْتُ

সহজ তরজমা

৬৭৫৯. হাসান ইবনে রাবী রহ.... আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যদি আমি নবী ﷺ কে একথা বলতে না শোনতাম যে, তোমরা মৃত্যু কামনা করো না, তাহলে অবশ্যই আমি কামনা করতাম।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৭৪ পৃ: পূর্বে : ৮৪৭, ৯৪০ পৃ:।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسٍ، قَالَ: أَتَيْنَا خَبَّابَ بْنَ الأَرَتِّ نَعُودُهُ، وَقَدِ اكْتَوَى سَبْعًا فَقَالَ: «لَوْلاَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا أَنْ نَدْعُوَ بِالْمَوْتِ» لَدَعَوْتُ بِهِ

সহজ তরজমা

৬৭৬০. মুহাম্মদ রহ.... কায়স রহ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমরা খাব্বাব ইবনে আরাত রাযি. এর শুশ্রুষায় গেলাম। তিনি সাতটি দাগ লাগিয়েছিলেন। তখন তিনি বললেন, যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে মউতের জন্য দোয়া করতে নিষেধ না করতেন, তাহলে আমি অবশ্যই এর দোয়া করতাম।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৭৪ পৃ: পূর্বে : ৮৪৭, ৯৩৯, ৯৫২ পৃ:।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ اسْمُهُ سَعْدُ بْنُ عُبَيْدٍ، مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لاَ يَتَمَنَّى أَحَدُكُمُ المَوْتَ إِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ يَزْدَادُ، وَإِمَّا مُسِيئًا فَلَعَلَّهُ يَسْتَعْتِبُ»

সহজ তরজমা

৬৭৬১. আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ রহ. ..... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেউ মৃত্যু কামনা করবে না। কেননা, (কামনাকারী) সে যদি

সৎকর্মশীল হয় তবে (বেঁচে থাকলে) হয়ত সে সৎকর্ম বৃদ্ধি করবে। কিংবা সে পাপাচারী হবে, তাহলে হয়ত সে অনুতপ্ত হয়ে তাওবা করবে। আবূ আবদুল্লাহ্ (বুখারী রহ বলেন, আবূ উবায়দ-এর নাম হচ্ছে সা'দ ইবনে উবায়দ। আবদুর রহমান ইবনে আযহার এর আযাদকৃত গোলাম।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৭৪ পৃ:।

بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ لَوْلاَ اللهُ مَا اهْتَدَيْنَا

৩৮২৭. অনুচ্ছেদ : কারোর উক্তি : যদি আল্লাহ্ না করতেন তাহলে আমরা কেউ হেদায়েত লাভ করতাম না

আমাদের হিন্দুস্থানের নুসখায়, তাছাড়া উমদাতুল কারী, ফাতহুল বারী এবং ইরশাদুস সারীতেও باب قول الرجل এভাবে রয়েছে। যেমন আল্লামা আইনী রহ. বলেন هكذا الترجمة في رواية الاكثرين অধিকাংশের রেওয়ায়াতে তরজমাতুল বাবটি এভাবেই রয়েছে। আর মুসতামলী ও সারাখসীর রেওয়ায়াতে তরজমাতুল বাবটি باب قول النبي صلى الله عليه وسلم এভাবে রয়েছে।

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْقُلُ مَعَنَا التُّرَابَ يَوْمَ الأَحْزَابِ، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ وَارَى التُّرَابُ بَيَاضَ بَطْنِهِ، يَقُولُ:

"لَوْلاَ أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا نَحْنُ، وَلاَ تَصَدَّقْنَا وَلاَ صَلَّيْنَا،

فَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا، إِنَّ الأُلَى وَرُبَّمَا قَالَ: الْمَلاَ قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا

إِذَا أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا أَبَيْنَا".

يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ

সহজ তরজমা

৬৭৬২. আবদান রহ. ..... বারাআ ইবনে আযিল রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খন্দকের যুদ্ধে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের সাথে মাটি উঠাচ্ছিলেন। আমি তাঁকে দেখতে পেলাম, তাঁর পেটের শুভ্রতাকে মাটি আচ্ছাদিত করে ফেলেছে। তিনি পড়ছিলেন : لَوْلاَ أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا نَحْنُ، وَلاَ تَصَدَّقْنَا وَلاَ صَلَّيْنَا " (হে আল্লাহ!) যদি আপনি না করতেন তাহলে আমরা হেদায়েত লাভ করতাম না এবং আমরা সাদাকা করতাম না, আর নামাযও পড়তাম না। অতএব আপনি আমাদের উপর শান্তি অবতীর্ণ করুন। নি:সন্দেহে প্রথম দলটি আমাদের উপর যুলুম করেছে; কখনো বলতেন, নি:সন্দেহে একদল লোক আমাদের উপর যুলুম করেছে, যখন তারা কোনরূপ ফিতনার ইচ্ছা করে আমরা তা প্রত্যাখ্যান করি। 'প্রত্যাখ্যান করি'-এ কথাটি উচ্চস্বরে বলতেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল : তরজমাতুল বাবটি হাদিসেরই একটি অংশ। কেননা হাদিসেও لولا الله অংশটি উল্লেখ রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৭৪ পৃ: পূর্বে : ৩৯৮, ৪২৫, ৫৮৯, ৯৭৯ পৃ: দেখুন। বিশেষ করে ১৫২ পৃ: দেখা জরুরী।

بَابُ كَرَاهِيَةِ تَمَنِّي لِقَاءِ العَدُوِّ

৩৮২৮. অনুচ্ছেদ : শত্রুর মুখোমুখী হওয়ার আকাঙ্খা করা নিষিদ্ধ।

وَرَوَاهُ الأَعْرَجُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

এ মর্মে আরাজ রহ আবূ হুরায়রা রাযি. এর সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ وَكَانَ كَاتِبًا لَهُ قَالَ: كَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى فَقَرَأْتُهُ، فَإِذَا فِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لاَ تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ العَدُوِّ، وَسَلُوا اللهَ العَافِيَةَ»

সহজ তরজমা

৬৭৬৩. আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ রহ. ..... আবূ নাযর সালিম রাযি. যিনি উমর ইবনে উবায়দুল্লাহর আযাদকৃত গোলাম এবং তার কার্তিব (সচিব) ছিলেন, বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, তার কাছে আবদুল্লাহ্ ইবনে আবূ আওফা রাযি. একটি চিঠি লিখলেন, আমি তা পাঠ করলাম। তাতে লেখা ছিল, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা শত্রুর মুখোমুখী হওয়ার কামনা করো না বরং আল্লাহ্ তা'আলার কাছে শান্তি কামনা কর।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৭৪ - ১০৭৫ পৃ: পূর্বে : ৩৯৫, ৩৯৭, ৪১৬, ৪২৪ পৃ:।

بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ اللَّوْ

৩৮২৯. অনুচ্ছেদ : لو 'যদি' শব্দটি বলা কতখানি বৈধ।

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: {لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً}

মহান আল্লাহর বাণী : তোমাদের উপর যদি আমার শক্তি থাকত (১১ : ৮০)

অর্থাৎ لو এর ব্যবহার على الاطلاق নিষেধ নয়, যেমনটা আয়াতে কারীমায় এবং হাদিসে নববী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বারা প্রমানিত। قوله تعالى: لوان لى بكم قوة পূর্ণ আয়াত হলো قال لوان لى بكم قوة اواوى الى ركن شديد (سورة هود،) অর্থাৎ হযরত লূত আ. বললেন হায় ! তোমাদের বিরুদ্ধে আমার শক্তি থাকত অথবা আমি কোন সদৃঢ় আশ্রয় গ্রহন করতে সক্ষম হতাম। (হুদ ৮০)

যেহেতু হযরত লূত আ. স্বীয় চাচা হযরত ইব্রাহিম আ. এর সাথে ইরাকে থেকে এসেছিলেন, তাই তিনি শামে পরদেশী ছিলেন, কোন আত্মীয় স্বজন ছিল না। অত:পর হযরত ইব্রাহিম আ. তো ফিলিস্তিনে, আর হযরত লূত আ. ১২মাইল দূরে সাদূম নামক স্থানে প্রেরিত হয়েছিলেন। এরই প্রেক্ষিতে মানবিক ও তবিয়ত গত চাহিদার ভিত্তিতে জবান মোবারক থেকে এই কালিমাগুলো বের হয়েছিল। আরো বিস্তারিত জানার জন্য তাফসীরের গ্রন্থাবলী দেখুন।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ذَكَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ، المُتَلاَعِنَيْنِ فَقَالَ: عَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادٍ أَهِيَ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا امْرَأَةً مِنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ» قَالَ: لاَ. تِلْكَ امْرَأَةٌ أَعْلَنَتْ

সহজ তরজমা

৬৭৬৪. আলী ইবনে আবদুল্লাহ রহ. ..... কাসিম ইবনে মুহাম্মদ রহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে আব্বাস রাযি. দু'জন লি'আনকারীর ঘটনা বর্ণনা করলেন। তখন আবদুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ বললেন, এ কি সেই স্ত্রীলোক যার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন, যদি বিনা প্রমাণে কোন স্ত্রীলোককে রজম করতাম? তিনি বললেন, না, সে স্ত্রীলোকটি প্রকাশ্যে অশ্লীল কাজ করেছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا এঅংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে। আর لو এর জবাব উহ্য অর্থাৎ لرجمتها

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৭৫ পৃ: পূর্বে : ৮০০, ৮০১, ১০৬২ পৃ:।

তাশরীহ : لعان সম্পর্কে জানার জন্য নাসরুল বারী ৯ম খণ্ড ৪৪১ পৃ: দেখুন।

حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ عَمْرٌو: حَدَّثَنَا عَطَاءٌ، قَالَ: أَعْتَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالعِشَاءِ، فَخَرَجَ عُمَرُ فَقَالَ: الصَّلاَةَ يَا رَسُولَ اللهِ، رَقَدَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ، فَخَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ يَقُولُ: «لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي أَوْ عَلَى النَّاسِ وَقَالَ سُفْيَانُ أَيْضًا عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالصَّلاَةِ هَذِهِ السَّاعَةَ» . قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَخَّرَ النَّبِيُّ ﷺ هَذِهِ الصَّلاَةَ فَجَاءَ عُمَرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، رَقَدَ النِّسَاءُ وَالوِلْدَانُ، فَخَرَجَ وَهُوَ يَمْسَحُ المَاءَ عَنْ شِقِّهِ يَقُولُ: «إِنَّهُ لَلْوَقْتُ لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي» . وَقَالَ عَمْرٌو، حَدَّثَنَا عَطَاءٌ لَيْسَ فِيهِ ابْنُ عَبَّاسٍ، أَمَّا عَمْرٌو فَقَالَ: رَأْسُهُ يَقْطُرُ . وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ. يَمْسَحُ المَاءَ عَنْ شِقِّهِ. وَقَالَ عَمْرٌو: «لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي» . وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: «إِنَّهُ لَلْوَقْتُ لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي» . وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ، حَدَّثَنَا مَعْنٌ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

সহজ তরজমা

৬৭৬৫. আলী রহ.... আতা রহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ এর এশার নামায বিলম্ব হল। তখন উমর রাযি. বেরিয়ে এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! নামায। (এদিকে) মহিলা ও শিশুরা ঘুমিয়ে যাচ্ছে। তখন তিনি বেরিয়ে এলেন, তাঁর মাথা থেকে পানি টপকে পড়ছে। তিনি বলছিলেন যদি আমার উম্মতের জন্য, কিংবা বলেছিলেন, লোকের জন্য। সুফিয়ানও বলেছেন, আমার উম্মতের জন্য কষ্টসাধ্য মনে না করতাম, তাহলে অবশ্যই তাদের এ সময়ে নামায আদায়ের নির্দেশ দিতাম। ইবনে জুরায়জ আতার সূত্রে ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ এই নামায বিলম্ব করলেন। ফলে উমর রাযি. এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মহিলা ও শিশুরা ঘুমিয়ে যাচ্ছে। তখন তিনি তাঁর মাথার পার্শ্ব থেকে পানি মুছতে মুছতে বেরিয়ে এসে বললেন: আসলে এটাই সময়। এরপর বললেন : যদি আমি আমার উম্মতের উপর কষ্টসাধ্য মনে না করতাম....। আমর এ হাদীসটি আতা থেকে বর্ণনা করেন, সে সূত্রে ইবনে আব্বাস রাযি. এর নাম নেই। তবে আমর বলেছেন যে, তাঁর মাথা থেকে পানি টপকে পড়ছিল। আর ইবনে জুরায়জ বলেন, তিনি তাঁর এক পার্শ্ব থেকে পানি মুছছিলেন।

আবার আমরের সূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যদি আমি আমার উম্মতের উপর কষ্টসাধ্য মনে না করতাম। আর ইবনে জুরায়জ বলেন, এটাই সময়। যদি আমি আমার উম্মতের উপর কষ্টসাধ্য মনে না করতাম....। তবে ইবরাহীম ইবনে মুনযির-ইবনে আব্বাস রাযি. সূত্রে নবী ﷺ থেকে হাদীসটি বর্ণিত আছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল ছিল لو শব্দ দিয়ে। لو শব্দটির ব্যবহার দ্বিতীয় বস্তু না পাওয়ার কারনে প্রথমটিও পাওয়া যায়না এই অর্থে। যেমন لو كنت راجما امرأة من غير بينه অর্থাৎ আমি যদি প্রমান ব্যতিরেকে কাউকে পাথর মারতাম তাহলে এই মহিলাকে মারতাম।

ফলাফল হলো প্রমান নেই পাথরও নেই অর্থাৎ দ্বিতীয় বিষয়টি হল প্রমান সেটি পাওয়া যায়নি প্রথম বিষয়টি পাথরও মারা হয়নি।

আর لولا শব্দটি ব্যবহার হয় দ্বিতীয় বস্তুটি থাকার কারনে প্রথমটি পাওয়া যায় না। যেমন لولا ان اشق على امتى কষ্ট আছে বিধায় এই হুকুমটি করা হয়নি। উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রশ্ন হলো মূল শিরোনাম ছিল لو শব্দ দিয়ে আর এই হাদিসের মধ্যে لو শব্দের পরিবর্তে لولا ব্যবহার করা হচ্ছে আর দুয়ের মাঝে বিস্তর পার্থক্য যা উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্টভাবে বুঝা যায়। সুতরাং বুঝা গেল হাদিসের সাথে শিরোনামের মিল নেই।

জবাব হল : لولا এর مآل তথা শেষ ফলাফল لو এর মত। কেননা এর অর্থ لو لم تكن المشقة لامرتهم যদি কষ্ট না হতো তাহলে আদেশ দিতাম। সুতরাং অনিবার্য ফলাফল হল কষ্ট হয় বিধায় আদেশ করা হয় নি।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৭৫ পৃ:।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ»

সহজ তরজমা

৬৭৬৬. ইয়াহইয়া ইবনে বুকায়র রহ... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যদি আমার উম্মতের উপর কষ্টসাধ্য মনে না করতাম, তাহলে আমি তাদের মিসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে পূর্বোক্ত হাদিসের যে মিল রয়েছে এই হাদিসেরও সেই মিল রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৭৫ পৃ:।

তাশরীহ : বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারী ২য় খণ্ড ১৯১ - ১৯৪ পৃ: দেখুন।

حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الوَلِيدِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: وَاصَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخِرَ الشَّهْرِ، وَوَاصَلَ أُنَاسٌ مِنَ النَّاسِ، فَبَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «لَوْ مُدَّ بِيَ الشَّهْرُ لَوَاصَلْتُ وِصَالًا يَدَعُ المُتَعَمِّقُونَ تَعَمُّقَهُمْ، إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ، إِنِّي أَظَلُّ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِ» تَابَعَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ مُغِيرَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সহজ তরজমা

৬৭৬৭. আইয়াশ ইবনে ওয়ালীদ রহ.... আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত যে, (একটি) মাসের শেষাংশে নবী ﷺ বিরতিহীন রোযা রাখতেন এবং আরো কতিপয় লোকও বিরতিহীনভাবে রোযা পালন করতে লাগল। এ সংবাদ নবী ﷺ এর কাছে পৌছলে তিনি বললেন : যদি আমার এ মাস দীর্ঘায়িত হত, তবুও আমি এভাবে বিরতিহীন

রোযা রাখতাম। যাতে অধিক কষ্টকারীরা তাদের কষ্ট করা ছেড়ে দেয়। আমি তো তোমাদের মত নই, আমার প্রতিপালক আমাকে আহার করায় এবং পান করায়। সুলায়মান ইবনে মুগীরা আনাস রাযি.-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে হুমায়দ-এর অনুসরণ করেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের لومدبي الشهر এঅংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে। আর لو এর জওয়াব হলো لواصلت

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৭৫ পৃ: পূর্বে : ২৬৩ পৃ:। তাছাড়া মুসলিম শরীফ : الصوم অধ্যায়।

তাশরীহ : صوم وصال সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারী ৫ম খণ্ড ৫২৬ পৃ: দেখুন।

حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَالَ اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ المُسَيِّبِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الوِصَالِ»، قَالُوا: فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ، قَالَ: «أَيُّكُمْ مِثْلِي، إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِ». فَلَمَّا أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا، وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا، ثُمَّ يَوْمًا، ثُمَّ رَأَوُا الهِلَالَ فَقَالَ: «لَوْ تَأَخَّرَ لَزِدْتُكُمْ كَالْمُنَكِّلِ لَهُمْ»

সহজ তরজমা

৬৭৬৮. আবুল ইয়ামান রহ ও লাইছ রহ... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিরতিহীন রোযা রাখতে নিষেধ করলেন। সাহাবাগণ বললেন, আপনি বিরতিহীন রোযা রাখছেন? তিনি বললেন : তোমাদের কে আছ আমার মতো? আমি তো রাত্রি যাপন করি এমতাবস্থায় যে, আমার প্রতিপালক আমাকে আহার করান ও পান করান। কিন্তু তারা যখন বিরত থাকতে অস্বীকার করলেন, তখন তিনি তাদেরসহ একদিন, তারপর আর একদিন রোযা রাখলেন। তারপর তারা নতুন চাঁদ দেখতে পেলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: যদি চাঁদ আরো দেরীতে উদিত হত, তাহলে আমিও তোমাদের (রোযা) বাড়াতাম। তিনি যেন তাদেরকে শাসাচ্ছিলেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট। এই হাদিস দ্বারা জানা গেল যে لو এর ব্যবহার রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমানীত।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৭৫ পৃ: الصوم অধ্যায়। ২৬৩ পৃ:।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ حَدَّثَنَا أَشْعَثُ عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الجَدْرِ أَمِنَ البَيْتِ هُوَ؟ قَالَ «نَعَمْ» قُلْتُ فَمَا لَهُمْ لَمْ يُدْخِلُوهُ فِي البَيْتِ؟ قَالَ: «إِنَّ قَوْمَكِ قَصَّرَتْ بِهِمُ النَّفَقَةُ»، قُلْتُ: فَمَا شَأْنُ بَابِهِ مُرْتَفِعًا، قَالَ: «فَعَلَ ذَاكِ قَوْمُكِ لِيُدْخِلُوا مَنْ شَاءُوا، وَيَمْنَعُوا مَنْ شَاءُوا، وَلَوْلاَ أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِالْجَاهِلِيَّةِ فَأَخَافُ أَنْ تُنْكِرَ قُلُوبُهُمْ، أَنْ أُدْخِلَ الجَدْرَ فِي البَيْتِ، وَأَنْ أُلْصِقَ بَابَهُ فِي الأَرْضِ»

সহজ তরজমা

৬৭৬৯. মুসাদ্দাদ রহ. ..... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ কে কা'বার বাইরের দেওয়াল (যাকে হাতীমে কা'বা বলা হয়) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, এটা কি কা'বা ঘরের অংশ ছিল? তিনি বললেন : হ্যাঁ। আমি বললাম, তাহলে তারা এ অংশকে (কা'বা) ঘরের ভিতরে শামিল করল না কেন? তিনি বললেন : তোমার গোত্রের

খরচে অনটন দেখা দিয়েছিল। আমি বললাম : এর দরজাটা এত উচ্চে স্থাপিত হল কেন? তিনি বললেন : এটা তোমার গোত্র এজন্য করেছিল, যাতে তারা যাকে ইচ্ছা প্রবেশ করতে দেবে এবং যাকে ইচ্ছা বাধা প্রদান করবে। তবে যদি তোমার গোত্র সদ্য জাহেলিয়াত মুক্ত না হত, এরপর তাদের অন্তর বিগড়িয়ে যাওয়ার ভয় না হত তাহলে আমি বহির্ভূত দেওয়ালকে কা'বা ঘরের মাঝে শামিল করে দিতাম এবং এর দরজাকে মাটির বরাবরে মিলিয়ে দিতাম।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের لولا এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৭৫ - ১০৭৬ পৃ: পূর্বে : ২৪, ২১৫, ৪৭৭, ৬৪৪ পৃ:।

حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْلاَ الهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأً مِنَ الأَنْصَارِ، وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَسَلَكَتِ الأَنْصَارُ وَادِيًا أَوْ شِعْبًا لَسَلَكْتُ وَادِيَ الأَنْصَارِ، أَوْ شِعْبَ الأَنْصَارِ»

সহজ তরজমা

৬৭৭০. আবুল ইয়ামান রহ... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : যদি হিজরত না হত, তাহলে আমি আনসারদের অন্তর্ভুক্ত একজন হতাম। আর লোকেরা যদি এক উপত্যকা দিয়ে গমন করত আর আনসাররা যদি অন্য উপত্যকা দিয়ে কিংবা গিরিপথ দিয়ে গমন করত, তাহলে আমি আনসারদের উপত্যকা বা গিরিপথ দিয়েই গমন করতাম।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের لو سلك الناس, এঅংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৭৬ পৃ: পূর্বে : ৫৩৩ পৃ:।

حَدَّثَنَا مُوسَى، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَوْلاَ الهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأً مِنَ الأَنْصَارِ، وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا أَوْ شِعْبًا لَسَلَكْتُ وَادِيَ الأَنْصَارِ وَشِعْبَهَا» تَابَعَهُ أَبُو التَّيَّاحِ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِي الشِّعْبِ

সহজ তরজমা

৬৭৭১. মূসা রহ.....আবদুল্লাহ ইবনে যায়িদ রাযি. নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন : যদি হিজরত না হত, তাহলে আমি আনসারদের অন্তর্ভুক্ত একজন হতাম। আর লোকেরা যদি কোন এক উপত্যকা বা গিরিপথ দিয়ে গমন করত, তাহলে আমি আনসারদের উপত্যকা বা গিরিপথ দিয়ে গমন করতাম। আবূ তাইয়াহ্ রহ আনাস রাযি. এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস 'উপত্যকার' কথা উল্লেখ করে আব্বাদ ইবনে তামীম এর অনুসরণ করেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের যে মিল রয়েছে এই হাদিসেও সেই মিল রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৭৬ পৃ: পূর্বে : ৬২০ পৃ:। قوله : تابعة بعة ابو التياح عن انس الخ এটি غزوة الطائف পৃ: রয়েছে।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كِتَابُ أَخْبَارِ الآحَادِ

খবরে ওয়াহিদ অধ্যায়

بَابُ مَا جَاءَ فِي إِجَازَةِ خَبَرِ الوَاحِدِ الصَّدُوقِ فِي الأَذَانِ وَالصَّلاَةِ وَالصَّوْمِ وَالفَرَائِضِ وَالأَحْكَامِ

৩৮৩০. অনুচ্ছেদ : সত্যবাদী বর্ণনাকারীর খবরে ওয়াহিদ আযান, নামায, রোযা, ফরয ও অন্যান্য আহকামের বিষয়ে গ্রহণযোগ্য।

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {فَلَوْلاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ} [التوبة:] . «وَيُسَمَّى الرَّجُلُ طَائِفَةً لِقَوْلِهِ تَعَالَى» : {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ المُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا} [الحجرات:] . «فَلَوِ اقْتَتَلَ رَجُلاَنِ دَخَلَ فِي مَعْنَى الآيَةِ» . وَقَوْلُهُ تَعَالَى: {إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} . «وَكَيْفَ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَرَاءَهُ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ. فَإِنْ سَهَا أَحَدٌ مِنْهُمْ رُدَّ إِلَى السُّنَّةِ»

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : "তাদের প্রত্যেক দলের এক অংশ বহি:গত হয় না কেন? যাতে তারা দীন সম্বন্ধে জ্ঞানানুশীলন করতে পারে এবং তাদের সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারে, যখন তারা তাদের নিকট ফিরে আসবে, যাতে তারা সতর্ক হয় (৯ : ১২২)

طائفة শব্দটি এক ব্যক্তিকেও বলা যায়। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : মু'মিনদের দুই দল দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলে .... (৪৯ :৯) অতএব যদি দুই ব্যক্তি দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয় তবে তা এ আয়াতের অর্থের অন্তর্ভুক্ত হবে। আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : যদি কোন পাপাচারী তোমাদের কাছে কোন বার্তা আনয়ন করে, তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখবে যাতে অজ্ঞতাবশত তোমরা কোন সম্প্রদায়কে ক্ষতিগ্রস্ত না কর..... (৪৯ : ৬)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিরূপে তাঁর আমীরদেরকে পর্যায়ক্রমে একজনের পর একজনকে পাঠাতেন-যেন তাদের কেউ ভুল করলে তাকে সুন্নাতের দিকে ফিরিয়ে আনা হয়

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ الحُوَيْرِثِ، قَالَ: أَتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفِيقًا، فَلَمَّا ظَنَّ أَنَّا قَدِ اشْتَهَيْنَا أَهْلَنَا أَوْ قَدِ اشْتَقْنَا سَأَلَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا بَعْدَنَا فَأَخْبَرْنَاهُ قَالَ: «ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ، فَأَقِيمُوا فِيهِمْ، وَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ، وَذَكَرَ أَشْيَاءَ أَحْفَظُهَا أَوْ لاَ أَحْفَظُهَا، وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ

সহজ তরজমা

৬৭৭২. মুহাম্মদ ইবনে মুসান্না রহ..... মালিক ইবনে হুওয়ায়রিস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এলাম। আমাদের সকলেই সমবয়সী যুবক ছিলাম। আমরা বিশ রাত পর্যন্ত তাঁর কাছে অবস্থান করলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন কোমল হৃদয়ের অধিকারী। তিনি যখন অনুমান করতে পারলেন যে, আমরা আমাদের স্ত্রী-পরিজনের প্রতি আগ্রহী হয়ে পড়েছি,

কিংবা আসক্ত হয়ে পড়েছি তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন যে, আমরা বাড়িতে কাদেরকে রেখে এসেছি। আমরা তাকে অবগত করলাম। তিনি বললেন : তোমরা তোমাদের পরিজনের নিকট ফিরে যাও এবং তাদের মাঝে অবস্থান কর, আর তাদেরকে (দীন) শিক্ষা দিও। আর তাদের নির্দেশ দিও। তিনি (মালিক) কতিপয় বিষয়ের উল্লেখ করেছিলেন, যা আমি স্মরণ রেখেছি বা রাখতে পারিনি। (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছিলেন) তোমরা আমাকে যেভাবে নামায আদায় করতে দেখছ সেভাবে নামায আদায় কর। যখন নামাযের সময় উপস্থিত হয়, তখন যেন তোমাদের কোন একজন তোমাদের উদ্দেশ্যে আযান দেয়, আর তোমাদের মধ্যে যে বড় সে যেন তোমাদের ইমামতি করে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ এঅংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৭৬ পৃ: ৮৭, ৮৮, ৯০, ৯৫, ১১৩, ৩৯৯, ৮৮৮ পৃ:।

উদ্দেশ্য : ইমাম বুখারী রহ. এর একথা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য যে, খবরে ওয়াহেদও দলীলযোগ্য। এবং ঐসকল হযরতগণের উপর রদ করা, যারা বলেন যে, খবরে ওয়াহেদ দলীলযোগ্য নয় যতক্ষন দুইজন রাবী না হবেন। যেমন শাহাদাতের মধ্যে নিসাব শর্ত। আর কেউ কেউ তো খবরে ওয়াহেদ দলীলযোগ্য হওয়ার জন্য প্রত্যেক যুগে তিনজন রাবী বা আরো অধিক এর শর্তারোপ করেছেন। ইমাম বুখারী রহ. এসকল উলামায়ে কেরামের কথাকে রদ করেছেন। এবং বিভিন্ন প্রমানাদী দ্বারা দলীল পেশ করে ছাবেত করেছেন যে, যদি একজন রাবী থেকেও কোন হাদিস বর্ণিত এবং রাবী সত্যবাদী হোন তাহলে ঐ রেওয়ায়াত নির্ভযোগ্য এবং আহকামের ক্ষেত্রে দলীলযোগ্য। ইমাম বুখারী রহ. দলীল পেশ করেছেন যে, একব্যক্তি আযান দেয়, যার উপর ভিত্তি করে সকল লোক হাযির হয় এবং এই অনুযায়ী নামায পড়ে। এমনিভাবে যদি কেউ বলে যে, কিবলা ঐ দিকে তাহলে তার কথাই গ্রহণ করে নেওয়া হয়। আর এমনটা আহদে রেসালাত থেকে চলে আসছে। সুতরাং হাদিস সমূহে চিন্তা করা উচিৎ।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَذَانُ بِلاَلٍ مِنْ سَحُورِهِ، فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ أَوْ قَالَ يُنَادِي لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ، وَيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ، وَلَيْسَ الفَجْرُ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا وَجَمَعَ يَحْيَى كَفَّيْهِ حَتَّى يَقُولَ هَكَذَا» وَمَدَّ يَحْيَى إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَتَيْنِ

সহজ তরজমা

৬৭৭৩. মুসাদ্দাদ রহ. ..... ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : বিলালের আযান যেন তোমাদের কাউকে স্বীয় সাহরী খাওয়া থেকে বিরত না করে। কেননা, সে আযান দিয়ে থাকে, কিংবা বলেছিলেন ঘোষণা দিয়ে থাকে, তোমাদের যারা নামাযে নিরত ছিলে তারা যেন নামায থেকে বিরত হয় এবং যারা ঘুমিয়েছিলে তারা যেন জাগ্রত হয়। এরূপ হলে ফজর হয় না-এই বলে ইয়াহইয়া উভয় হাতের তালুদ্বয়কে একত্রিত করলেন (অর্থাৎ আলো আকাশের দিকে দীর্ঘ হলে) বরং এরূপ হলে ফজর হয়, এ বলে ইয়াহইয়া তার দুই তর্জনীকে ডানে-বামে প্রসারিত করলেন অর্থাৎ ভোরের আলো পূর্বাকাশে উত্তরে দক্ষিণে ছড়িয়ে পড়লে)।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের لا يمنعن احدكم اذان بلال من سحوره এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৭৬ পৃ: পূর্বে : ৮৭, ৭৮৯ পৃ:।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ. سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ بِلَالًا يُنَادِي بِلَيْلٍ. فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ»

সহজ তরজমা

৬৭৭৪. মূসা ইবনে ইসমাঈল রহ.... আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন : বিলাল রাযি. রাত থাকতে আযান দিয়ে থাকে, অতএব তোমরা পানাহার করতে পার যতক্ষণ না ইবনে উম্মে মাকতুম রাযি. আযান দেয়।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের إِنَّ بِلَالًا يُنَادِي بِلَيْلٍ الخ এঅংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৭৬ পৃ: পূর্বে : ৮৬, ৮৭, ২৫৭, ৩১২ পৃ:।

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. عَنِ الْحَكَمِ. عَنْ إِبْرَاهِيمَ. عَنْ عَلْقَمَةَ. عَنْ عَبْدِ اللهِ. قَالَ: صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ ﷺ الظُّهْرَ خَمْسًا فَقِيلَ أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ وَمَا ذَاكَ؟ قَالُوا: صَلَّيْتَ خَمْسًا. فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ

সহজ তরজমা

৬৭৭৫. হাফস ইবনে উমর রহ.... আবদুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের নিয়ে যুহরের নামায পড়তে গিয়ে পাঁচ রাকাত আদায় করলেন। তাকে বলা হয়, নামায কি বর্ধিত করা হয়েছে? তিনি বললেন: তোমাদের কি হয়েছে? তাঁরা বললেন, আপনি পাঁচ রাকাত আদায় করেছেন। তখন তিনি সালাম শেষে দুটো সিজ্দা (সিজ্দায়ে সাহু) দিলেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল মুশকিল। কেননা আপনি পাঁচ রাকাত নামায পড়েছেন এর প্রবক্তা কয়েকজন মনে হয়। যেমনটা قالوا صليت خمسا দ্বারা সুস্পষ্ট। কিন্তু ইমাম বুখারী রহ. স্বীয় অভ্যাস অনুযায়ী এই হাদিসের অন্য আরেকটি সনদের দিকে ইশারা করে দিয়েছেন, যেটাকে স্বয়ং ইমাম বুখারী রহ. كتاب الصلوة باب اذا صلى خمسا এ উল্লেখ করেছেন, আর এখানে তিনি واحد এর সীগা দ্বারা ব্যক্ত করেছেন যেমন قال صليت خمسا সুতরাং এর দ্বারা বাবের সাথে মিল পাওয়া গিয়েছে। কেননা হাদিস এক। সুতরাং জানা গেল যে, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম এক ব্যক্তির কথার উপর আমল করেছেন।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৭৬ - ১০৭৭ পৃ: পূর্বে : ৫৮, ১৬৩, ৯৮৭ পৃ:।

তাশরীহ : সাজদায়ে সাহু সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারী ৪র্থ খণ্ড ৪১৮ পৃ: তাছাড়া ২য় খণ্ড ৪২৬ পৃ: দেখুন।

. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ. حَدَّثَنِي مَالِكٌ. عَنْ أَيُّوبَ. عَنْ مُحَمَّدٍ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْصَرَفَ مِنَ اثْنَتَيْنِ. فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ: أَقَصُرَتِ الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللهِ. أَمْ نَسِيتَ؟ فَقَالَ: «أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟» . فَقَالَ النَّاسُ: نَعَمْ. فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ. ثُمَّ سَلَّمَ. ثُمَّ كَبَّرَ. ثُمَّ سَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ. ثُمَّ رَفَعَ. ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ. ثُمَّ رَفَعَ

সহজ তরজমা

৬৭৭৬. ইসমাঈল রহ... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ দুই রাকাত আদায় করেই নামায শেষ করে দিলেন। তখন যুল ইয়াদাইন রাযি. তাঁকে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, নামায কি সংক্ষিপ্ত করে

দেওয়া হয়েছে, না আপনি ভুলে গেছেন। তিনি বললেন : যুল ইয়াদাইন কি সত্য বলছে? লোকেরা বলল, হ্যাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়ালেন এবং অবশিষ্ট দু'রাকাত আদায় করলেন। তারপর তিনি সালাম ফিরালেন এবং তাকবীর বলে পূর্বের সিজদায় ন্যায় কিংবা তার চেয়ে দীর্ঘ করে সিজদা করলেন এবং মাথা উঠালেন, তারপর আবার তাকবীর বলে পূর্বের ন্যায় সিজদা করলেন এবং মাথা উঠালেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট। কেননা রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুল ইয়াদাইন এর খবরের উপর আমল করেছেন। আর তিনি হলেন এক ব্যক্তি। সুতরাং তুমি যদি প্রশ্ন করো যে, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্যদেরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, اصدق ذواليدين (যুল ইয়াদাইন সত্য বলেছে ?) জবাবে তাঁরা বললেন হ্যাঁ। তাহলে তোমার এ প্রশ্নের জবাবে আমি বলব যে, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর খবরকে প্রমাণিত করার জন্যই তাঁদের কাছে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তিনি একক হওয়ার কারনে। তাঁর সাথে যে নামায পড়েছেন তার ভুলের সম্ভবনার কারনে নয়। আর এর দ্বারা তাঁর খবরকে সাধারণভাবে রদ করা লাযেম আসে না। (উমদাতুল কারী)

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৭৭ পৃ: পূর্বে : ৬৯, ৯৯, ১৬৩, ১৬৪, ৮৯৪ পৃ: বাকী স্থানগুলোর জন্য নাসরুল বারী ৩য় খণ্ড ৭৪ পৃ: দেখুন।

كلام فى الصلوة : উলামায়ে কেরামের অভিমত সহ নামাযে কথা বলা সংক্রান্ত মাসআলা জানার জন্য নাসরুল বারী ৩য় খণ্ড ৭৫ পৃ: দেখুন।

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: بَيْنَا النَّاسُ بِقُبَاءٍ فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ، إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ: «إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الكَعْبَةَ فَاسْتَقْبِلُوهَا». وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوا إِلَى الكَعْبَةِ

সহজ তরজমা

৬৭৭৭. ইসমাঈল রহ. ..... আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা কু'বার মসজিদে ফজরের নামাযে নিরত ছিলেন, এমন সময় একজন আগন্তুক এসে বলল, (গত) রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং কা'বাকে কিবলা বানানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং তেমরা কা'বার দিকে মুখ করে দাঁড়াও। তখন তাদের চেহারা ছিল সিরিয়ার দিকে, তারপর তারা কা'বার দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে। কেননা রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাহাবাগণ তাঁর খবরের উপর আমল করেছেন এবং নামাযের মধ্যেই কা'বার দিকে ঘুরে গেছেন।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৭৭ পৃ: পূর্বে : ৫৮, ৬৪৫ বাকী স্থানগুলোর জন্য নাসরুলবারী ২য় খণ্ড ৪২৯ পৃ: দেখুন।

سهو فى القبلة : এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুলবারী ২য় খণ্ড ৪৩০ পৃ: দেখুন।

حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ البَرَاءِ، قَالَ: "لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَدِينَةَ صَلَّى نَحْوَ بَيْتِ المَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا، وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يُوَجَّهَ إِلَى الكَعْبَةِ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا} [البقرة:] ، فَوُجِّهَ نَحْوَ الكَعْبَةِ، وَصَلَّى مَعَهُ رَجُلٌ العَصْرَ"، ثُمَّ خَرَجَ فَمَرَّ عَلَى قَوْمٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ: هُوَ يَشْهَدُ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَّهُ قَدْ وُجِّهَ إِلَى الكَعْبَةِ، فَانْحَرَفُوا وَهُمْ رُكُوعٌ فِي صَلاَةِ العَصْرِ

সহজ তরজমা

৬৭৭৮. ইয়াহইয়া রহ. ..... বারা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় আগমন করেন, তখন ষোল অথবা সতের মাস বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে নামায আদায় করলেন। আর তিনি কা'বার দিকে মুখ করে দাঁড়াতে খুবই আগ্রহী ছিলেন। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন : "আকাশের দিকে তোমার বারবার তাকানোকে আমি অবশ্যই লক্ষ্য করছি। সুতরাং তোমাকে এমন কিবলার দিকে ফিরিয়ে দিচ্ছি যা তুমি পছন্দ কর।" (২ : ১৪৪) তখন তাঁকে কা'বার দিকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। আর তাঁর সাথে এক ব্যক্তি আসরের নামায আদায় করেছিল। এরপর সে বেরিয়ে আনসারীদের এক সম্প্রদায়ের কাছ দিয়ে গমন করল এবং সে সাক্ষ্য দিয়ে বলল যে, সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে নামায আদায় করে এসেছে আর কিবলা কা'বার দিকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তখন তাঁরা দিক পরিবর্তন করলেন। এ সময় তাঁরা আসরের নামাযে রুকু' অবস্থায় ছিলেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের وَصَلَّى مَعَهُ رَجُلٌ العَصْرَ এঅংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৭৭ পৃ: পূর্বে : ১০, ৫৭, ৬৪৪, ৬৪৫ পৃ:।

তাশরীহ : বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারী ১ম খণ্ড ৩০২ পৃ: তরজমা ও ইশকাল দেখা সহায়ক হবে। আর ৯ম খণ্ড (কিতাবুত তাফসীর) ৪০ পৃ: দেখুন।

حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: «كُنْتُ أَسْقِي أَبَا طَلْحَةَ الأَنْصَارِيَّ، وَأَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الجَرَّاحِ، وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ شَرَابًا مِنْ فَضِيخٍ وَهُوَ تَمْرٌ» ، فَجَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ: إِنَّ الخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: يَا أَنَسُ، قُمْ إِلَى هَذِهِ الجِرَارِ فَاكْسِرْهَا، قَالَ أَنَسٌ: «فَقُمْتُ إِلَى مِهْرَاسٍ لَنَا فَضَرَبْتُهَا بِأَسْفَلِهِ حَتَّى انْكَسَرَتْ»

সহজ তরজমা

৬৭৭৯. ইয়াহইয়া ইবনে কাযাআ রহ.... আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ তালহা আনসারী, আবূ উবায়দা ইবনে জাররাহ্ ও উবাই ইবনে কা'বকে আধাপাকা খেজুরের তৈরি শরাব পরিবেশন করছিলাম। তখন তাদের কাছে একজন আগন্তুক এসে বলল, নি:সন্দেহে শরাব হারাম করে দেওয়া হয়েছে। আবূ তালহা রাযি. বললেন, হে আনাস! তুমি গিয়ে এ মটকগুলো ভেঙ্গে ফেল। আনাস রাযি. বলেন, আমি উঠে গিয়ে আমাদের ঘটি দিয়ে তার তলায় আঘাত করলাম আর তা ভেঙ্গে গেল।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের فَجَاءَهُمْ آتٍ এঅংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে। কিন্তু আগন্তুক কে ছিলেন তাঁর নাম জানা যায়নি, তবে এই হাদিসটি বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৭৭ পৃ: পূর্বে : ৩৩৩, ৬৬৪, ৮৩৬, ৮৪১ পৃ:।

তাশরীহ : বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারী ৯ম খণ্ড ১৮৯ পৃ:।

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ صِلَةَ عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِأَهْلِ نَجْرَانَ لَأَبْعَثَنَّ إِلَيْكُمْ رَجُلًا أَمِينًا حَقَّ أَمِينٍ فَاسْتَشْرَفَ لَهَا أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ فَبَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ

সহজ তরজমা

৬৭৮০. সুলায়মান ইবনে হারব রহ. ..... হুযায়ফা রাযি. থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাজরানের অধিবাসীদের উদ্দেশ্যে বললেন : আমি তোমাদের জন্য এমন একজন লোক পাঠাব, যিনি সম্পূর্ণরূপে বিশ্বস্ত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাহাবীরা এর জন্য প্রতীক্ষা করছিলেন। পরে তিনি আবূ উবায়দাকে পাঠালেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের لَأَبْعَثَنَّ إِلَيْكُمْ رَجُلًا أَمِينًا حَقَّ أَمِينٍ এঅংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৭৭ পৃ: পূর্বে : ৫৩০, ৬২৯ পৃ:।

তাশরীহ : বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারী ৮ম খণ্ড (কিতাবুল মাগাযী) ৪৫৯ পৃ: দেখুন।

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ، وَأَمِينُ هَذِهِ الأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ»

সহজ তরজমা

৬৭৮১. সুলায়মান ইবনে হারব রহ. ..... আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : প্রত্যেক উম্মতের মাঝে একজন বিশ্বস্ত লোক থাকে আর এ উম্মতের বিশ্বস্ত ব্যক্তিটি হল আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ্ রাযি..।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে পূর্বোক্ত হাদিসের যে মিল এই হাদিসেও সেই মিল। **পুনরাবৃত্তি :** হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৭৭ পৃ: পূর্বে : ৫৩০, ৬২৯ পৃ:।

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، قَالَ: «وَكَانَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ، إِذَا غَابَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَشَهِدْتُهُ أَتَيْتُهُ بِمَا يَكُونُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَإِذَا غِبْتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَهِدَهُ أَتَانِي بِمَا يَكُونُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ»

সহজ তরজমা

৬৭৮২. সুলায়মান ইবনে হরব রহ.... উমর রাযি. থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, জনৈক আনসারী সাহাবী ছিলেন, তিনি যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর দরবারে অনুপস্থিত থাকতেন আমি তার কাছে উপস্থিত থাকতাম। তাহলে

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর এখানে যা কিছু ঘটত তা আমি তাকে বর্ণনা করতাম। আর যদি আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে অনুপস্থিত থাকতাম তাহলে তিনি উপস্থিত থাকতেন, এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দরবারে যা কিছু ঘটত তিনি এসে তা আমাকে বর্ণনা করতেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল এভাবে যে, হযরত ওমর রাযি. একজন ব্যক্তির খবরকে গ্রহণ করেছেন।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৭৭ পৃ: পূর্বে : ,((كتاب العلم (আত তাফসীর) ৭২৯, ৭৩০, ৭৩১, ৭৮০, ৭৮৫, ৭৮৬ পৃ:।

তাশরীহ : رجل من الانصار : হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. ফাতহুল বারীর ১ম খণ্ড .((كتاب العلم পৃষ্ঠায় লিখেছেন, ঐ ব্যক্তির নাম হলো عتبان بن مالك আর এখানে তথা ফাতহুল বারী ১৩ তম খণ্ড, ২০১ - ২০২ পৃ: বলেছেন যে, ঐ ব্যক্তির নাম كتاب العلم এ অতিবাহিত হয়েছে। যার দ্বারা পরিষ্কার বুঝে আসে যে, হযরত হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. এর মতে عتبان بن مالك رض ই হলেন সেই আনসারী ব্যক্তি। তাছাড়া হযরত আল্লামা কাস্তাল্লানীও রহ. ঐ আনসারী ব্যক্তির নাম عتبان بن مالك بن عمرو লিখেছেন। যেমনটা বলেছেন শায়খ কুতুবুদ্দীন কাস্তাল্লানী রহ.। আর আল্লামা কাস্তাল্লানী রহ. এখানে কোন ব্যাখ্যা ছাড়াই লিখেছেন যে, ঐ আনসারী ব্যক্তি হলেন اوس بن خولى (কাস্তাল্লানী ১৫ খণ্ড ২৪৯ পৃ:) والله اعلم بالصواب

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ جَيْشًا، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا فَأَوْقَدَ نَارًا وَقَالَ: ادْخُلُوهَا، فَأَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا، وَقَالَ آخَرُونَ: إِنَّمَا فَرَرْنَا مِنْهَا، فَذَكَرُوا لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ لِلَّذِينَ أَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا: «لَوْ دَخَلُوهَا لَمْ يَزَالُوا فِيهَا إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ»، وَقَالَ لِلْآخَرِينَ: «لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةٍ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي المَعْرُوفِ»

সহজ তরজমা

৬৭৮৩. মুহাম্মদ ইবনে বাশশার রহ.... আলী রাযি. থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি ক্ষুদ্র সেনাদল প্রেরণ করলেন এবং এক ব্যক্তিকে তাঁদের আমীর নিযুক্ত করে দিলেন। তিনি (আমীর) অগ্নিকুন্ড প্রজ্বলিত করে বললেন, তোমরা এতে প্রবেশ কর। কতিপয় লোক (আমীরের আনুগত্যের মানসে) তাতে প্রবেশ করতে যাচ্ছিল। এ সময় অন্যরা বলল, আমরা তো (ইসলাম গ্রহণ করে) আগুন থেকে পরিত্রাণ লাভ করতে চেয়েছি। পরে তারা এ ঘটনা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট ব্যক্ত করলেন। তখন তিনি যাঁরা আগুনে প্রবেশ করতে চেয়েছিলেন তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন : যদি তারা তাতে প্রবেশ করত তাহলে কিয়ামত পর্যন্তই সেখানে থাকত। আর অন্যদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন : আল্লাহর নাফরমানীর কাজে কোনরূপ আনুগত্য নেই। আনুগত্য করতে হয় কেবলমাত্র বৈধ কাজে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল : ابن التين বলেন, তরজমাতুল বাব ও এই হাদিসের মাঝে কোন মিল নেই। কেননা তারা তার কথা প্রত্যাখ্যান করেছে যে, তারা আগুনে প্রবেশ ব্যতীত তার আনুগত্য প্রদর্শনকারী। আর এর দ্বারা উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে যায়।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৭৭ - ১০৭৮ পৃ: পূর্বে : ৬২২, ১০৫৮ পৃ:।

তাশরীহ : বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারী ৮ম খণ্ড (কিতাবুল মাগাযী) ৪১৩ পৃ: দেখুন।

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَزَيْدَ بْنَ خَالِدٍ أَخْبَرَاهُ «أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

সহজ তরজমা

৬৭৮৪. যুহায়র ইবনে হারব রহ ... আবূ হুরায়রা রাযি. ও যায়িদ ইবনে খালিদ রাযি. বর্ণনা করেন যে, দু'ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট একটি মুকাদ্দামা দায়ের করল।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসে বর্ণিত ২জন ঝগড়াকারীর একজনের সত্যবাদী ও তার খবর গ্রহনের মাধ্যমে মিল গ্রহণ করা সম্ভব। আর এই হাদিসটিকে আরো দুটি সনদে উল্লেখ করেছেন। (উমদাতুল কারী)

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৭৮ পৃঃ পূর্বে : ৩১১, ৩৬১, ৩৭১, ৩৭৬ পৃঃ।

আমাদের হিন্দুস্তানী নুসখায় সামনের হাদিসটিকে تحويل দ্বারা একসাথে বর্ণনা করা হয়েছে। তাছাড়া উমদাতুল কারীতেও এভাবে উল্লেখ রয়েছে, তবে কোন কোন ব্যাখ্যাগ্রন্থে দুটিকে পৃথক পৃথক হাদিস হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। আর সামনের এই হাদিসিটিকে ইমাম বুখারী রহ. তার দ্বিতীয় শায়খ আবুল ইয়ামান রহ. থেকে বর্ণনা করেছেন।

وحَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ قَامَ رَجُلٌ مِنَ الأَعْرَابِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اقْضِ لِي بِكِتَابِ اللَّهِ، فَقَامَ خَصْمُهُ فَقَالَ: صَدَقَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، اقْضِ لَهُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَأْذَنْ لِي، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قُلْ»، فَقَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا، وَالعَسِيفُ: الأَجِيرُ فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةٍ مِنَ الغَنَمِ وَوَلِيدَةٍ، ثُمَّ سَأَلْتُ أَهْلَ العِلْمِ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى امْرَأَتِهِ الرَّجْمَ، وَأَنَّمَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، فَقَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، أَمَّا الوَلِيدَةُ وَالغَنَمُ فَرُدُّوهَا، وَأَمَّا ابْنُكَ فَعَلَيْهِ جَلْدُ مِائَةٍ، وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَأَمَّا أَنْتَ يَا أُنَيْسُ لِرَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ فَاغْدُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا» فَغَدَا عَلَيْهَا أُنَيْسٌ فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا

সহজ তরজমা

৬৭৮৫. আবুল ইয়ামান রহ. ..... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে এ বর্ণনায় উল্লেখ করা হয় যে, তিনি (আবূ হুরায়রা রাযি.) বলেছেন, আমরা নবী ﷺ এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় একজন বেদুঈন দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ্ তা'আলার কিতাব অনুসারে আমার (বিচারের) ফায়সালা করে দিন। তখন তার প্রতিপক্ষ দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি ঠিকই বলেছেন, আল্লাহর কিতাব অনুসারে তার ফায়সালা করে দিন। এবং (অনুগ্রহ করে) আমাকে বলার অনুমতি দিন। নবী ﷺ তাকে বললেন : তুমি বল। তখন সে বলল, আমার ছেলে এ লোকটির বাড়িতে মজুর ছিল। বর্ণনাকারী বলেন, হাদীসে উক্ত عسيفا শব্দটি শ্রমিকের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সে ছেলে এ লোকের স্ত্রীর সাথে যিনায় লিপ্ত হয়। কতিপয় লোক আমাকে বলল যে, আমার ছেলের উপর 'রজম' (প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা)-এর বিধান কার্যকর হবে। তখন আমি আমার ছেলের মুক্তিপণ হিসাবে (সেই মহিলাকে) একশ বকরী ও একটি দাসী দেই। এরপর আমি আলেমদের নিকট এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করি। তাঁরা আমাকে বললেন যে, তাঁর স্ত্রীর উপর 'রজম'-এর হুকুম অবধারিত। আর আমার ছেলের জন্য রয়েছে

একশ' বেত্রাঘাত ও এক বছরের জন্য দেশান্তরের হুকুম। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ, তাঁর শপথ করে বলছি, অবশ্যই আমি তোমাদের দু'জনের মাঝে আল্লাহর কিতাব অনুসারে ফায়সালা করব। বকরী ও বাঁদী ফিরিয়ে নাও, আর তোমার ছেলের উপর একশ' বেত্রাঘাত ও এক বছরের জন্য দেশান্তরের হুকুম কার্যকর হবে। এরপর তিনি আসলাম গোত্রের জনৈক ব্যক্তিকে সম্বোধন করে বললেন, হে উনায়স! তুমি এর স্ত্রীর নিকট যাও, যদি সে স্বীকার করে তাহলে তাকে 'রজম' করো। উনায়স সেই স্ত্রীলোকটির নিকট গেলেন, সে স্বীকার করল, তখন তিনি তাকে রজম করলেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল :

১. তরজমাতুল বাবের সাথে পূর্বোক্ত হাদিসের যে মিল রয়েছে এই হাদিসেও সেই মিল রয়েছে।

২. রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তি তথা হযরত উনাইস রাযি. নামক এক সাহাবীকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। আর তিনি একাই রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্দেশানুযায়ী শরঈ বিধান রজম কার্যকর করেছেন।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৭৭ - ১০৭৮ পৃ: সামনে : ১০৮১ পৃ:।

بَابُ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزُّبَيْرَ طَلِيعَةً وَحْدَهُ

৩৮৩১. অনুচ্ছেদ : নবী ﷺ একা যুবায়র রাযি.-কে শত্রুপক্ষের সংবাদ সংগ্রহের জন্য প্রেরণ করেছিলেন

বর্ণিত সুরতে তরজমাতুল বাবে بعث হলো فعل ماضى এর সীগা। আর النبى হলো তার فاعل বা কর্তা। অন্যান্য নুসখায় باب بعث النبى صلى الله عليه وسلم ইযাফতের সাথে উল্লেখ রয়েছে। এই সুরতে তরজমা হবে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হযরত যুবাইর রাযি. কে একাকী গুপ্ত তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে প্রেরণ করা। যেমন কিতাবুল মাগাযীতে হযরত জাবের রাযি. থেকে বর্ণিত রেওয়ায়াত অতিবাহিত হয়েছে যে, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاحزاب من يأتينا بخبر القوم فقال الزبير انا الخ নাসরুল বারী ৮ম খণ্ড ১৬৯ - ১৭০ পৃ:।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمَدِينِيِّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: نَدَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ يَوْمَ الخَنْدَقِ فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ، ثُمَّ نَدَبَهُمْ فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ، ثُمَّ نَدَبَهُمْ فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ، ثَلاَثًا، فَقَالَ: «لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيٌّ وَحَوَارِيَّ الزُّبَيْرُ» قَالَ سُفْيَانُ: حَفِظْتُهُ مِنَ ابْنِ المُنْكَدِرِ، وَقَالَ لَهُ أَيُّوبُ: يَا أَبَا بَكْرٍ، حَدِّثْهُمْ عَنْ جَابِرٍ، فَإِنَّ القَوْمَ يُعْجِبُهُمْ أَنْ تُحَدِّثَهُمْ عَنْ جَابِرٍ، فَقَالَ: فِي ذَلِكَ المَجْلِسِ: سَمِعْتُ جَابِرًا فَتَابَعَ بَيْنَ أَحَادِيثَ سَمِعْتُ جَابِرًا قُلْتُ لِسُفْيَانَ: فَإِنَّ الثَّوْرِيَّ يَقُولُ: يَوْمَ قُرَيْظَةَ، فَقَالَ: كَذَا حَفِظْتُهُ مِنْهُ، كَمَا أَنَّكَ جَالِسٌ، يَوْمَ الخَنْدَقِ، قَالَ سُفْيَانُ: هُوَ يَوْمٌ وَاحِدٌ، وَتَبَسَّمَ سُفْيَانُ "

সহজ তরজমা

৬৭৮৬. আলী ইবনে আবদুল্লাহ রাযি..... জাবির রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, খন্দকের যুদ্ধে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকদেরকে আহবান জানালেন। যুবায়র রাযি. তাঁর আহবানে সাড়া দিলেন। তিনি আবার আহবান জানালেন। এবারও যুবায়র রাযি. সাড়া দিলেন। তিনি পুনরায় আহবান জানালেন। এবারেও যুবায়র রাযি. সাড়া দিলেন। তিনবার এরূপ হওয়ার পর তিনি বললেন: প্রত্যেক নবীর একজন হাওয়ারী (সাহায্যকারী) থাকে, আর যুবায়র হল আমার হাওয়ারী।

সুফিয়ান রহ বলেন, আমি এ হাদীসটি মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদির থেকে হিফয করেছি। একবার আইউব তাকে বললেন, হে আবূ বকর, আপনি জাবির রাযি. এর হাদীস বর্ণনা করুন। কেননা, লোকদের নিকট জাবির রাযি. কর্তৃক বর্ণিত হাদীস খুবই পছন্দনীয়। তখন তিনি সে মজলিসে বললেন, আমি জাবির রাযি. থেকে শুনেছি। এ বলে তিনি ধারাবাহিক অনেক হাদীস বর্ণনা করলেন, যেগুলো আমিও জাবির রাযি. থেকে শুনছি। আমি সুফিয়ানকে বললাম যে, সাওরী বলেছেন যে, সেটা ছিল বনূ কুরায়যার যুদ্ধের দিন। তিনি বলেছেন, তুমি যেমন আমার কাছে বসা, ঠিক তেমনি কাছে বসে আমি মুহাম্মদ ইবনুল মুনকাদির থেকে হিফ্য করেছি যে, সেটি ছিল খন্দকের দিন। সুফিয়ান বলেন, এটা একই দিন। তারপর তিনি মুচকি হাসি দিলেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের نَدَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ رض রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুধু এক ব্যক্তি তথা হযরত যুবাইর রাযি. কে সংবাদ আনার জন্য প্রেরণ করেছিলেন এবং এক ব্যক্তির সংবাদকেই নির্ভরযোগ্য মনে করেছেন।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৭৮ পৃ: পূর্বে ৩৯৯, ৪২০, ৫২৭, ৫৯০ পৃ:।

তাশরীহ : طليعه অর্থ : গোয়েন্দা, গুপ্তদূত। অর্থাৎ ঐ ছোটদল যাদেরকে শত্রুদের অবস্থানও সার্বিক অবস্থা জানার জন্য প্রেরণ করা হয়।

بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ}

৩৮৩২. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : হে মু'মিনগণ। তোমরা নবীর গৃহে প্রবেশ করো না, যদি না তোমাদেরকে অনুমতি দেওয়া হয়..... (২৪ : ২৭)

فَإِذَا أُذِنَ لَهُ وَاحِدٌ جَازَ

যদি একজনও তাকে অনুমতি দেয় তাহলেও প্রবেশ করা বৈধ

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي مُوسَى: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ حَائِطًا وَأَمَرَنِي بِحِفْظِ البَابِ، فَجَاءَ رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ، فَقَالَ: «ائْذَنْ لَهُ، وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ»، فَإِذَا أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ، فَقَالَ: «ائْذَنْ لَهُ، وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ»، ثُمَّ جَاءَ عُثْمَانُ، فَقَالَ: «ائْذَنْ لَهُ، وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ»

সহজ তরজমা

৬৭৮৭. সুলায়মান ইবনে হারব রহ.... আবূ মূসা আশআরী রাযি. থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি বাগানে প্রবেশ করলেন এবং আমাকে দরজায় পাহারাদারী করার জন্য নির্দেশ দিলেন। এক লোক এসে প্রবেশের অনুমতি চাইল। তিনি বললেন : তাকে অনুমতি দাও এবং তাকে জান্নাতের খোশখবরী দাও। তিনি ছিলেন আবূ বকর রাযি.। তারপর উমর রাযি. আসলেন। তিনি বললেন : তাকেও অনুমতি দাও এবং জান্নাতের খোশখবরী দাও। তারপর উসমান রাযি. আসলেন। তিনি বললেন : তাকেও অনুমতি দাও এবং জান্নাতের খোশখবরী দাও।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৭৮ পৃ: পূর্বে : ৫১৯, ৫২২, ৯১৮, ১০৫১ পৃ:।

حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ ، قَالَ: جِئْتُ فَإِذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ، وَغُلاَمٌ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْوَدُ عَلَى رَأْسِ الدَّرَجَةِ" . فَقُلْتُ: قُلْ هٰذَا عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ، «فَأَذِنَ لِي»

সহজ তরজমা

৬৭৮৮. আবদুল আযীয ইবনে আবদুল্লাহ রাযি..... উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আসলাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর দ্বিতল কক্ষে অবস্থানরত ছিলেন। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কৃষ্ণকায় গোলামটি দরজার সম্মুখে দাঁড়ানো। আমি তাকে বললাম, তুমি বল উমর ইবনে খাত্তাব রাযি. এসেছে। অতপর তিনি আমাকে অনুমতি দিলেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট। অর্থাৎ এক ব্যক্তির অনুমতিই যথেষ্ট হয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৭৮ পৃ: পূর্বে : .,,,.,.,.,,,(كتاب العلم) পৃ: ।

بَابُ مَا كَانَ يَبْعَثُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الأُمَرَاءِ وَالرُّسُلِ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ

৩৮৩৩. অনুচ্ছেদ : নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমীর ও দূতদেরকে পর্যায়ক্রমে একজনের পর একজন করে পাঠাতেন।

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِحْيَةَ الكَلْبِيَّ بِكِتَابِهِ إِلَى عَظِيمِ بُصْرَى، أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى قَيْصَرَ

ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাহইয়া কালবী রাযি.-কে তাঁর চিঠি দিয়ে বসরার গভর্নরের নিকট পাঠিয়েছিলেন, যেন সে তার (রোম সম্রাট) কায়সারের নিকট পৌছিয়ে দেয়

ফায়দা : وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رض এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য كتاب الوحى এর শেষ হাদিস (হাদিসে হেরাকলা) এর অধ্যায় উপকারী হবে। এর জন্য নাসরুল বারী ১ম খণ্ড ১৫২ পৃ: এবং ৭ম খণ্ড ১২৯ পৃ: দেখুন।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «بَعَثَ بِكِتَابِهِ إِلَى كِسْرَى، فَأَمَرَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى عَظِيمِ البَحْرَيْنِ، يَدْفَعُهُ عَظِيمُ البَحْرَيْنِ إِلَى كِسْرَى» . فَلَمَّا قَرَأَهُ كِسْرَى مَزَّقَهُ، فَحَسِبْتُ أَنَّ ابْنَ المُسَيِّبِ قَالَ: فَدَعَا عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنْ يُمَزَّقُوا كُلَّ مُمَزَّقٍ»

সহজ তরজমা

৬৭৮৯. ইয়াহইয়া ইবনে বুকায়র রাযি.... ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (পারস্য সম্রাট) কিসরার নিকট তাঁর চিঠি পাঠালেন। তিনি দূতকে এ মর্মে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, সে যেন এ চিঠি নিয়ে বাহরাইনের শাসনকর্তার নিকট দেয়। আর বাহরাইনের শাসনকর্তা যেন তা (সম্রাট) কায়সারের নিকট পৌছিয়ে দেয়। কায়সার এ চিঠি পাঠ করার পর তা টুকরা টুকরা করে ফেলল। ইবনে শিহাব বলেন, আমার ধারণা ইবনে মুসইয়্যেব বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের প্রতি বদ্ দোয়া করেছিলেন, যেন তাদেরকেও আল্লাহ্ তা'আলা পূর্ণরূপে টুকরা টুকরা করে দেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بِكِتَابِهِ إِلَى كِسْرَى الخ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৭৮ - ১০৭৯ পৃ: পূর্বে : ১৫, ৪১১, ৬৩৭ পৃ: ।

তাশরীহ : বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারী ৮ম খণ্ড (কিতাবুল মাগাযী) দেখুন।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ الأَكْوَعِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ «أَذِّنْ فِي قَوْمِكَ أَوْ فِي النَّاسِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ أَنَّ مَنْ أَكَلَ فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ فَلْيَصُمْ»

সহজ তরজমা

৬৭৯০. মুসাদ্দাদ রহ.... সালামা ইবনে আকওয়া রাযি. থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আশুরার দিন আসলাম কবীলার এক ব্যক্তিকে বললেন : তোমার গোত্রে ঘোষণা কর, কিংবা বলেছিলেন : লোকের মাঝে ঘোষণা কর যে, যারা আহার করে ফেলেছে তারা যেন অবশিষ্ট দিন পূর্ণ করে, আর যারা আহার করেনি তারা যেন রোযা পালন করে

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ أَذِّنْ فِي قَوْمِكَ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে। কেননা সেও প্রেরিত দূতদের অন্তর্ভূক্ত ছিল।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৭৯ পৃ: পূর্বে : ২৫৭, ২৬৯ পৃ: ।

তাশরীহ : বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারী ৫ম খণ্ড ৪৯২ পৃ: দেখুন।

بَابُ وَصَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُفُودَ العَرَبِ أَنْ يُبَلِّغُوا مَنْ وَرَاءَهُمْ قَالَهُ مَالِكُ بْنُ الحُوَيْرِثِ

৩৮৩৪. অনুচ্ছেদ : আরবের বিভিন্ন প্রতিনিধিদলের প্রতি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওসিয়ত ছিল, যেন তারা (তাঁর কথাগুলো) তাদের পরবর্তী লোকদের নিকট পৌঁছিয়ে দেয়। এ বিষয়টি মালিক ইবনে হুওয়ারিস থেকে বর্ণিত

أَنْ يُبَلِّغُوا مَنْ وَرَاءَهُمْ قَالَهُ مَالِكُ بْنُ الحُوَيْرِثِ এর দ্বারা ইমাম বুখারী রহ. باب ما جاء فى اجازة خبر الواحد এর অধীনে শুরুর দিকে বর্ণিত হাদিসের দিকে ইশারা করেছেন। (বুখারী শরীফ ১০৭৬ পৃ:)

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الجَعْدِ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، ح وحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا النَّضْرُ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُقْعِدُنِي عَلَى سَرِيرِهِ، فَقَالَ لِي: إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ القَيْسِ لَمَّا أَتَوْا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنِ الوَفْدُ؟» . قَالُوا: رَبِيعَةُ، قَالَ: «مَرْحَبًا بِالوَفْدِ أَوِ القَوْمِ غَيْرَ خَزَايَا وَلاَ نَدَامَى» . قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارَ مُضَرَ، فَمُرْنَا بِأَمْرٍ نَدْخُلُ بِهِ الجَنَّةَ وَنُخْبِرُ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا، فَسَأَلُوا عَنِ الأَشْرِبَةِ، فَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ، وَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ، أَمَرَهُمْ: بِالإِيمَانِ بِاللهِ، قَالَ: «هَلْ تَدْرُونَ مَا الإِيمَانُ بِاللهِ؟» . قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامُ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَأَظُنُّ فِيهِ صِيَامُ رَمَضَانَ وَتُؤْتُوا مِنَ المَغَانِمِ الخُمُسَ» وَنَهَاهُمْ عَنْ: الدُّبَّاءِ، وَالحَنْتَمِ، وَالمُزَفَّتِ، وَالنَّقِيرِ، وَرُبَّمَا قَالَ: «المُقَيَّرِ» . قَالَ: «احْفَظُوهُنَّ وَأَبْلِغُوهُنَّ مَنْ وَرَاءَكُمْ»

সহজ তরজমা

৬৭৯১. আলী ইবনে জাদ রহ ও ইসহাক রহ. ..... আবূ জামরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে আব্বাস রাযি. আমাকে তার খাটে বসাতেন। তিনি আমাকে বললেন, আবদুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধিদল যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট আসলে তিনি বললেন : এ কোন প্রতিনিধিদল? তারা বলল, আমরা রাবী'আ গোত্রের। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : গোত্র ও তার প্রতিনিধিদলকে ধন্যবাদ, যারা অপমানিত হয়নি এবং লজ্জিতও হয়নি। তারা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার ও আমাদের মাঝে মুদার গোত্রের কাফেররা (প্রতিবন্ধক) রয়েছে। সুতরাং আমাদের এমন নির্দেশ দিন, যাতে আমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারি এবং আমাদের পরবর্তীদেরকেও অবহিত করতে পারি। তারা পানীয় দ্রব্য সংক্রান্ত বিষয়ে জিজ্ঞাসা করল। তিনি তাদের চারটি বিষয় থেকে বারণ করলেন এবং চারটি বিষয়ে নির্দেশ দিলেন। তিনি তাদেরকে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনতে নির্দেশ দিলেন। তিনি বললেন : আল্লাহর প্রতি ঈমান কি তোমরা জান? তারা বলল, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলই অধিক জানেন। তিনি বললেন : এ মর্মে সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ্ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। আর মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল এবং নামায কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা। ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, আমার মনে হয় তাতে রোযার কথাও ছিল। আর গনীমতের মাল থেকে এক-পঞ্চমাংশ প্রদান কর এবং তিনি তাদের দুব্বা (লাউয়ের খোলস থেকে তৈরি পাত্র), হানতাম (মাটির সবুজ রঙের পাত্র) মুযাফ্ফাত (তৈলাক্ত পাত্র বিশেষ), নাকীর (কাঠের খোদাই করা পাত্র) থেকে নিষেধ করলেন। কোন কোন বর্ণনায় 'নাকীর'-এর স্থলে 'মুকাইয়ার' শব্দের উল্লেখ রয়েছে। এবং তিনি তাদের বললেন, এ কথাগুলো ভাল করে মনে রেখ এবং তোমাদের পিছনে যারা রয়েছে তাদের নিকট পৌঁছিয়ে দিও।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের শেষাংশের মাধ্যমে মিল রয়েছে। কেননা রাসূল ﷺ এর উক্তি احفظوهن وابلغوهن এর মধ্যে আমর (নির্দেশ) দ্বারা সকল فرد কে অর্ন্তভূক্ত করে। যদি একজনের তাবলীগ (সংবাদ পৌছানো) যথেষ্ট না হতো তাহলে রাসূল ﷺ ইহার প্রতি উৎসাহ প্রদান করতেন না।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৭৯ পৃঃ পূর্বে : ১৩, ১৯ পৃঃ বাকী স্থানগুলোর জন্য নাসরুল বারী ১ম খণ্ড ৩৫৩ পৃঃ দেখুন।

তাশরীহ : বিস্তারিত জানার জন্য নসরুল বারী ১ম খণ্ড ৩৫৩ পৃঃ দেখুন।

بَابُ خَبَرِ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ

৩৮৩৫. অনুচ্ছেদ : একজন মাত্র মহিলা প্রদত্ত খবর

স্ত্রীলোক যদি বিশ্বস্ত ও আস্থাভাজন হয়, তাহলে এরকম একজন স্ত্রীলোকের খবরও গ্রহণযোগ্য।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الوَلِيدِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ تَوْبَةَ العَنْبَرِيِّ، قَالَ: قَالَ لِي الشَّعْبِيُّ أَرَأَيْتَ حَدِيثَ الحَسَنِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ وَقَاعَدْتُ ابْنَ عُمَرَ قَرِيبًا، مِنْ سَنَتَيْنِ أَوْ سَنَةٍ وَنِصْفٍ فَلَمْ أَسْمَعْهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ هَذَا قَالَ: كَانَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمْ سَعْدٌ، فَذَهَبُوا يَأْكُلُونَ مِنْ لَحْمٍ، فَنَادَتْهُمُ امْرَأَةٌ مِنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهُ لَحْمُ ضَبٍّ، فَأَمْسَكُوا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُوا أَوِ اطْعَمُوا، فَإِنَّهُ حَلاَلٌ أَوْ قَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ شَكَّ فِيهِ وَلَكِنَّهُ لَيْسَ مِنْ طَعَامِي»

সহজ তরজমা

৬৭৯২. মুহম্মদ ইবনে ওয়ালীদ রহ..... তাওবা আনবারী রহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, শা'বী আমাকে বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে হাসান রাযি. বর্ণিত হাদীসের (সংখ্যাধিক্যের) বিষয়টি কি দেখতে পাচ্ছেন না? অথচ আমি ইবনে উমর রাযি.-এর সাথে দুই বছর কিংবা দেড় বছর অবস্থান করেছি। কিন্তু তাঁকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এই হাদীসটি ছাড়া অন্য কোন হাদীস বর্ণনা করতে শুনিনি। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাহাবীদের মাঝে কতিপয় ব্যক্তি সমবেত ছিলেন, তাদের মাঝে সা'দও ছিলেন, তারা গোশত খাচ্ছিলেন। এমন সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সহধর্মিণীদের কেউ তাদের ডেকে বললেন যে, এটা গুই সাপের গোশ্‌ত। তারা (আহার থেকে) বিরত রইলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : খাও বা আহার কর, এটা হালাল। কিংবা তিনি বলেছিলেন : এটা (খেতে) কোন অসুবিধা নেই। তবে এটা আমার খাদ্য নয়।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের। فامسكوا এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে। আর তা এভাবে যে, যখন তারা রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কোন এক সহধর্মীনির রাযি. কথা শুনতে পেলেন তখন তারা সবাই খাওয়া বন্ধ করে দিলেন। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, একজন বিশ্বস্ত স্ত্রীলোকের সংবাদ আমলযোগ্য। আর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী। كلوا (তোমরা খাও) অর্থাৎ তার নিষেধের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে তোমরা খাও। বরং এটা সংবাদমূলক কেননা, তা খাওয়া যায়। কিন্তু রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সেই স্ত্রী তাঁদেরকে নিষেধ করার কারণ হলো যে, তিনি জানতেন রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা ভক্ষন করেন না। তাই তিনি ভেবেছিলেন যে, তা খাওয়া যায় না এরই ভিত্তিতে তাঁদেরকে খাওয়া থেকে বারণ করেছিলেন।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الِاعْتِصَامِ بِالكِتَابِ وَالسُّنَّةِ

কুরআন ও সুন্নাহকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করা অধ্যায়

বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ যেমন উমদাতুল কারী, ফাতহুল বারী, ইরশাদুস সারী, আল কাউকাবুদ দূরারী এবং শরহে ইবনে বাত্তাল এর মধ্যে এভাবেই রয়েছে। এই শিরোনামের পরে হাদিস সমূহ এনেছেন। কিন্তু আমাদের হিন্দুস্তানী নুসখায় এই শিরোনামের পরে باب الاعتصام بالكتاب والسنة নামক শিরোনাম স্থাপন করে হাদিস সমূহ উল্লেখ করা হয়েছে।

اعتصام শব্দটি باب افتعال এর মাসদার অর্থ কোন কিছুকে শক্ত করে ধরা। اعتصام بالكتاب والسنة অর্থাৎ কোরআন এবং সুন্নাতে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে শক্ত করে ধারন করো। আর এই শিরোনাম আল্লাহ তাআলার ইরশাদ واعتصموا بحبل الله جميعا থেকে চয়নকৃত। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার রজ্জুকে সুদৃঢ় হস্তে ধারন করো। (আলে ইমরান ১০৩)

আর اعتصام بالسنة দ্বারা রাসূল ﷺ এর اقوال افعال ও تقادير অর্থাৎ রাসূল ﷺ এর হাদিস সমূহের অনুসরন করা উদ্দেশ্য। আর সেটা হলো কোন মানুষের জ্ঞান বুদ্ধির প্রতি ভ্রূক্ষেপ করা ব্যতিতই সহীহ হাদিসসমূহের প্রতি অনুসরন করা। যেমন রাসূল ﷺ এর বাণী–

لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به اوكما قال عليه السلام

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ الحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مِسْعَرٍ وَغَيْرِهِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ مِنَ اليَهُودِ لِعُمَرَ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، لَوْ أَنَّ عَلَيْنَا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: {اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا} [المائدة: ٣]، لاَتَّخَذْنَا ذَلِكَ اليَوْمَ عِيدًا، فَقَالَ عُمَرُ: «إِنِّي لَأَعْلَمُ أَيَّ يَوْمٍ نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ، نَزَلَتْ يَوْمَ عَرَفَةَ، فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ» سَمِعَ سُفْيَانُ مِنْ مِسْعَرٍ، وَمِسْعَرٌ قَيْسًا، وَقَيْسٌ طَارِقًا"

সহজ তরজমা

৬৭৯৩. হুমায়দী রহ.... তারিক ইবনে শিহাব রহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ইহুদী উমর রাযি.-কে বলল, হে আমীরুল মু'মিনীন! আমাদের উপর যদি এই আয়াত : "আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দীন মনোনীত করলাম" (৫ : ৩) অবতীর্ণ হত, তাহলে সে দিনটিকে আমরা ঈদ (উৎসবের দিন) হিসাবে গণ্য করতাম। উমর রাযি. বললেন, আমি অবশ্যই জানি এ আয়াতটি কোন্ দিন অবতীর্ণ হয়েছিল। আরাফার দিন জুমু'আর দিবসে এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছিল। হাদীসটি সুফিয়ান রহ মিসআর রহ থেকে, মিসআর কায়স থেকে কায়স রহ তারিক থেকে শুনেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল : বর্ণিত শিরোনামের পরে এই হাদিস উল্লেখ করার কারণ হলো তরজমাতুল বাবে বর্ণিত আয়াতটি দালালত করে যে, এই উম্মত কোরআন ও সুন্নাহকে সুদৃঢ়ভাবে ধারনকারী। কেননা আল্লাহ তাআলা এই আয়াত দ্বারা এই উম্মতের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, দীনকে-নেয়ামতকে পূর্ণ করার এবং তাদের জন্য দীন ইসলামকে মনোনীত করার মাধ্যমে।

সারকথা : আল্লাহ এই আয়াতে কারীমায় উম্মতে মুহাম্মাদীর উপর অনুগ্রহের খোটা দিয়েছেন যে, আমি আজ তোমাদের দীন পূর্ণাঙ্গ করে দিয়েছি, (অর্থাৎ এরপরে আর কোন হালাল বা হারাম এবং কোন ফরজ বিধান অবতীর্ণ হবে না) এবং আমি স্বীয় নেয়ামত তোমাদের উপর পূর্ণ করে দিয়ে আমার অনুগ্রহ পূর্ণ করে দিয়েছি।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৭৯ পৃ: পূর্বে : ১১, ৬৩২, ৬৬২ পৃ:।

তাশরীহ : বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারী ৮ম খণ্ড (কিতাবুল মাগাযী) ৪৮৪ পৃ: দেখুন।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ، الغَدَ حِينَ بَايَعَ المُسْلِمُونَ أَبَا بَكْرٍ، وَاسْتَوَى عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تَشَهَّدَ قَبْلَ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، فَاخْتَارَ اللَّهُ لِرَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي عِنْدَهُ عَلَى الَّذِي عِنْدَكُمْ، وَهَذَا الكِتَابُ الَّذِي هَدَى اللَّهُ بِهِ رَسُولَكُمْ، فَخُذُوا بِهِ تَهْتَدُوا وَإِنَّمَا هَدَى اللَّهُ بِهِ رَسُولَهُ»

সহজ তরজমা

৬৭৯৪. ইয়াহইয়া ইবনে বুকায়র রহ... আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত যে, দ্বিতীয় দিবসে যখন মুসলিমরা আবূ বকর রাযি. এর বায়'আত গ্রহণ করেছিল এবং তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মিম্বরের উপর উপবিষ্ট ছিলেন ; উমর রাযি. কে আবু বকর রাযি. এর পূর্বে হামদ ও ছানা ও কালেমা শাহাদাত পাঠ করতে তিনি (আনাস) শুনেছেন। তিনি বললেন, এরপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূলের জন্য তোমাদের কাছে যা ছিল তার চেয়ে তার নিকট যা আছে সেটাকেই পছন্দ করেছেন। আর এই সে কিতাব যার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের রাসূল ﷺ কে হেদায়েত করেছেন। সুতরাং একে তোমরা আঁকড়িয়ে ধর। তাহলে এর দ্বারা আল্লাহ্ তাঁর রাসূল ﷺ -কে যে হেদায়েত দান করেছিলেন তোমরাও সেই হেদায়েত লাভ করবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের وَهَذَا الكِتَابُ الخ এঅংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৭৯ - ১০৮০ পৃ: পূর্বে : ১০৭২ পৃ:।

• حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: ضَمَّنِي إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: «اللَّهُمَّ عَلِّمْهُ الكِتَابَ»

সহজ তরজমা

৬৭৯৫. মূসা ইবনে ইসমাঈল রহ... ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (তাঁর দেহের সাথে) আমাকে জড়িয়ে ধরলেন এবং বললেন : হে আল্লাহ্! একে কিতাবের জ্ঞান দান কর।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল এভাবে যে, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে (হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. কে) কোরআনের ইলম দান করার জন্য আল্লাহ তাআলার নিকট দোআ করেছেন, যেন তিনি কোরআনকে সুদৃঢ়ভাবে ধারন করতে পারেন।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৮০ পৃ: পূর্বে : ১৭, ২৬, ৫৩১ পৃ:।

তাশরীহ : বিস্তারিত জানার জন্য নসরুল বারী ১ম খণ্ড ৪০৮ পৃ: দেখুন।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَبَّاحٍ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، قَالَ: سَمِعْتُ عَوْفًا، أَنَّ أَبَا المِنْهَالِ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَرْزَةَ، قَالَ: «إِنَّ اللهَ يُغْنِيكُمْ أَوْ نَعَشَكُمْ بِالإِسْلاَمِ وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: «وَقَعَ هَاهُنَا يُغْنِيكُمْ، وَإِنَّمَا هُوَ نَعَشَكُمْ يُنْظَرُ فِي أَصْلِ كِتَابِ الاِعْتِصَامِ»

সহজ তরজমা

৬৭৯৬. আবদুল্লাহ্ ইবনে সাব্বাহ্ রহ... আবূ বারযা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে ইসলাম ও মুহাম্মদ ﷺ এর দ্বারা অমুখাপেক্ষী করেছেন। কিংবা বলেছেন, পরিপূর্ণ করেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল এভাবে যে, আল্লাহ তাআলা স্বীয় বান্দাদেরকে ইসলাম ও রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মাধ্যমে মালদার বা ধনী করে দিয়েছেন। আর এটাই হলো اعتصام بالدين وبرسوله صلى الله عليه وسلم

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৮০ পৃ: পূর্বে : ১০৫৩ - ১০৫৪ পৃ:।

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، "كَتَبَ إِلَى عَبْدِ المَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ يُبَايِعُهُ: وَأُقِرُّ لَكَ بِذَلِكَ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ عَلَى سُنَّةِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ فِيمَا اسْتَطَعْتُ"

সহজ তরজমা

৬৭৯৭. ইসমাঈল রহ. .... আবদুল্লাহ্ ইবনে দীনার রাযি. থেকে বর্ণিত যে, আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের বায়আত গ্রহণ প্রসঙ্গে লিখলেন : আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সুন্নাতের ভিত্তিতে আমার সাধ্যানুসারে (আপনার নির্দেশ) শোনা ও মানার অঙ্গীকার করছি।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের عَلَى سُنَّةِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৮০ পৃ: পূর্বে : الاحكام অধ্যায় ১০৬৯ পৃ:।

তাশরীহ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাযি. এর জীবদ্দশায় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযি. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাযি. কিংবা আব্দুল মালেক ইবনে মারওয়ান কারো হাতে বায়আত হন নি। কিন্তু যখন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাযি. শহীদ হয়ে গেলেন এবং আব্দুল মালেক ইবনে মারওয়ান এর ছায়াতলে সকলেই একত্রিত হয়ে গেলেন, তখন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযি. আব্দুল মালেক ইবনে মারওয়ানকে এই পত্র লিখলেন এবং তার বায়আত কবুল করলেন।

بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الكَلِمِ

৩৮৩৬. অনুচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বাণী : আমি 'জাওয়ামিউল কালিম' (ব্যাপক মর্মজ্ঞাপক সংক্ষিপ্ত বাক্য) সহ প্রেরিত হয়েছি

حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الكَلِمِ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، وَبَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي أُتِيتُ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الأَرْضِ فَوُضِعَتْ فِي يَدِي» . قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَقَدْ ذَهَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْتُمْ تَلْغَثُونَهَا، أَوْ تَرْغَثُونَهَا، أَوْ كَلِمَةً تُشْبِهُهَا

সহজ তরজমা

৬৭৯৮.আবুদল আযীয ইবনে আবদুল্লাহ্ রহ. ..... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : আমি 'জাওয়ামিউল কালিম' (ব্যাপক অর্থবোধক সংক্ষিপ্ত বাক্য) সহ প্রেরিত হয়েছি এবং আমাকে প্রভাব দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে। একবার আমি ঘুমন্ত অবস্থায় দেখতে পেলাম, পৃথিবীর ভান্ডারসমূহের চাবি আমাকে দান করা হয়েছে এবং তা আমার হাতে রেখে দেওয়া হয়েছে। আবূ হুরায়রা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইন্তিকাল করে গেছেন। আর তোমরা তা ব্যবহার করছ কিংবা বলেছিলেন তোমরা তা থেকে উপকৃত হচ্ছ কিংবা তিনি অনুরূপ কোন বাক্য বলেছিলেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল : তরজমাতুল বাব হাদিসেরই অংশ।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৮০ পৃ:।

তাশরীহ: جَوَامِعُ الكَلِمِ: كل كلمة يسيرة جمعت معانى كثيرة অর্থাৎ প্রত্যেক ঐ কালিমা যার শব্দ সংক্ষিপ্ত ও অল্প কিন্তু অর্থ বেশী। এর সারাংশ হলো যে, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম جَوَامِعُ الكَلِمِ দ্বারাই কথা বলতেন। আর কেউ কেউ বলেন جَوَامِعُ الكَلِمِ দ্বারা কোরআন উদ্দেশ্য। এর দলীল হলো রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কথা بعثت الخ কেননা কোরআনই হলো চূড়ান্ত পর্যায়ের সংক্ষিপ্ত শব্দ ও ব্যাপক অর্থ সম্বলিত। (উমদাতুল কারী)

تَلْغَثُونَهَا: শব্দের تاء (তা) বর্ণে যবর, لام (লাম) বর্ণে সুকূন, غين (গাইন) বর্ণে যবর, ثاء (ছা) বর্ণে পেশ দিয়ে ও এরপর সুকূনযুক্ত واو (ওয়াও) এবং সর্বশেষে ধারাবাহিকভাবে نون ও الف সহ। আর এটি غيث থেকে নির্গত عظيم এর ওযনে। অর্থ : طعام مخلوط بشعير অর্থাৎ, যব মিশ্রিত খাবার।

تَرْغَثُونَهَا: تَرْغَثُونَهَا এটি পূর্বোক্ত শব্দের لام (লাম) এর স্থানে শুধু راء (রা) দ্বারা। আর এই শব্দটি رغث থেকে নির্গত। আরাম আয়েশের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। رغث টি বাবে فتح থেকে। অর্থ : দুধ পান করা। যেমন আহলে আরবগণ বলে থাকেন - رغث الجدى امه অর্থ বকরীর বাচ্চা তার মা থেকে দুধ পান করেছে।

حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَا مِنَ الأَنْبِيَاءِ نَبِيٌّ إِلَّا أُعْطِيَ مِنَ الآيَاتِ مَا مِثْلُهُ أُومِنَ، أَوْ آمَنَ، عَلَيْهِ البَشَرُ، وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْيًا أَوْحَاهُ اللهُ إِلَيَّ، فَأَرْجُو أَنِّي أَكْثَرُهُمْ تَابِعًا يَوْمَ القِيَامَةِ»

সহজ তরজমা

৬৭৯৯. আবদুল আযীয ইবনে আবদুল্লাহ রহ... আবূ হুরায়রা রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন : প্রত্যেক নবীকেই কোন না কোন বিশেষ নিদর্শন প্রদান করা হয়েছে। যার অনুরূপ তাঁর উপর ঈমান আনা হয়েছে, কিংবা লোকেরা তাঁর উপর ঈমান এনেছে। আর আমাকে যা দেওয়া হয়েছ, সে হল ওহী, যা আল্লাহ্ তা'আলা আমার উপর অবতীর্ণ করেছেন। সুতরাং আমি আশা করি যে, কিয়ামতের দিন আমার অনুসারীর সংখ্যা তাদের তুলনায় সর্বাধিক হবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْيًا الخ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৮০ পৃ: পূর্বে : فضائل القران) অধ্যায়) ৭৪৪ পৃ:। মুসলিম শরীফ : الايمان অধ্যায়।

তাশরীহ : বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারী ১০ম খণ্ড, ০৬ পৃ: দেখুন।

بَابُ الِاقْتِدَاءِ بِسُنَنِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

৩৮৩৭. অনুচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সুন্নাতের অনুসরণ বাঞ্ছনীয়।

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا} [الفرقان: ٧٤] "قَالَ: أَئِمَّةً نَقْتَدِي بِمَنْ قَبْلَنَا، وَيَقْتَدِي بِنَا مَنْ بَعْدَنَا" وَقَالَ ابْنُ عَوْنٍ: "ثَلَاثٌ أُحِبُّهُنَّ لِنَفْسِي وَلِإِخْوَانِي: هَذِهِ السُّنَّةُ أَنْ يَتَعَلَّمُوهَا وَيَسْأَلُوا عَنْهَا، وَالقُرْآنُ أَنْ يَتَفَهَّمُوهُ وَيَسْأَلُوا عَنْهُ، وَيَدَعُوا النَّاسَ إِلَّا مِنْ خَيْرٍ

আর আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : আমাদেরকে মুত্তাকীদের জন্য আদর্শস্বরূপ কর (২৫:৭৪)। জনৈক বর্ণনাকারী বলেছেন, এরূপ ইমাম যে, আমরা আমাদের পূর্ববর্তীদের অনুসরণ করব, আর আমাদের পরবর্তীরা আমাদের অনুসরণ করবে। ইবনে আউন বলেন, তিনটি জিনিস আমি আমার নিজের জন্য ও আমার ভাইদের জন্য পছন্দ করি। (তার একটি হল) এই সুন্নাত, যা শিখবে এবং জানবার জন্য এর সম্পর্কে প্রশ্ন করবে। (দ্বিতীয়টি হল) কুরআন যা তারা ভালভাবে বুঝতে চেষ্টা করবে এবং জানবার জন্য এর সম্পর্কে প্রশ্ন করবে। এবং কল্যাণ ব্যতীত লোকদের থেকে পৃথক থাকবে (অর্থাৎ কল্যাণের প্রতি আহ্বান করবে)

তাশরীহ : وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا: তাবারী সহ অনেকেই ইমাম মুজাহিদ রহ. থেকে সনদসহ বর্ণনা করেছেন।

اى اجعلنا ائمة لهم فى الحلال والحرام يقتدون بنا من بعدنا

(এখানে اماما শব্দের ائمة দ্বারা তাফসীর করে ইহার দিকে ইশারা করা হয়েছে যে, একবচনে اماما শব্দটি বহুবচনের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।) অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার নেককার বান্দাগণ এই দোআ করেন যে, হে আল্লাহ ! আমাদেরকে মুত্তাকী পরহেযগারদের জন্য আদর্শস্বরূপ বানিয়ে দিন। অর্থাৎ আমাদেরকে এমন কামেল মুত্তাকী এবং পরহেযগার বানিয়ে দিন যে, অন্যান্য লোকেরাও সৎকাজ এবং তাকওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের অনুসরন করে, যাতে করে আমাদের অস্তিত্ব অন্যদের হেদায়াতের কারণ হয়। এবং তোমার দরবারে আমাদের মর্যাদা সমুন্নত হয়।

وَالْقُرْآنُ أَنْ يَتَفَهَّمُوهُ: বুখারী শরীফের ভাষ্যকার আল্লামা কিরমানী রহ. বলেন, যেহেতু ব্যাপকভাবে অধিকাংশ মুসলমানদের মাঝে প্রথা রয়েছে যে, তারা শৈশবকালেই কোরআন মাজীদ পড়ে নেয়, তাই কোরআন শিখার ও পড়ার নির্দেশ দেওয়ার তেমন প্রয়োজনীয়তা নেই। এই কারনে কোরআনের অর্থ ও ভাবার্থ বুঝার উপলব্দি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

وَيَدَعُوا : ويدعوا الناس الا من خير শব্দের দাল বর্ণে যবর দিয়ে। অর্থ يتركوهم অর্থাৎ কল্যানের সাথে মুসলমানদের স্বরন করবে। আর যদি يدعوا শব্দের দাল বর্ণে সুকূন দিয়ে পড়া হয়, তাহলে الامن خير এর পরিবর্তে الى خير হবে।

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ وَاصِلٍ. عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى شَيْبَةَ فِي هٰذَا الْمَسْجِدِ. قَالَ: جَلَسَ إِلَيَّ عُمَرُ فِي مَجْلِسِكَ هٰذَا. فَقَالَ: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أَدَعَ فِيهَا صَفْرَاءَ وَلَا بَيْضَاءَ إِلَّا قَسَمْتُهَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ» . قُلْتُ: مَا أَنْتَ بِفَاعِلٍ. قَالَ: «لِمَ؟» . قُلْتُ: لَمْ يَفْعَلْهُ صَاحِبَاكَ. قَالَ: «هُمَا الْمَرْءَانِ يُقْتَدَى بِهِمَا»

সহজ তরজমা

৬৮০০. আমর ইবনে আব্বাস রাযি...... আবূ ওয়ায়েল রহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এই মসজিদে শায়বার রহ কাছে উপবিষ্ট ছিলাম। তিনি বললেন, তুমি যেরূপ (আমার কাছে) বসে আছ, উমর রাযি. অনুরূপভাবে এ জায়গায় বসা ছিলেন এবং তিনি বলেছিলেন, আমি ইচ্ছা করছি যে, এতে সোনা ও রূপার কোন কিছুই অবশিষ্ট রাখব না বরং সবকিছু মুসলমানদের মাঝে বন্টন করে দিয়ে দিব। আমি বললাম, আপনার জন্য এটা করা ঠিক হবে না। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কেন? আমি বললাম, আপনার সঙ্গীদ্বয় (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আবূ বকর রাযি. এটা করেননি। তিনি বললেন, তাঁরা দু'জন অনুসরণ করার মত ব্যক্তিই ছিলেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের هُمَا الْمَرْءَانِ يُقْتَدَى بِهِمَا এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৮০ পৃ: পূর্বে : ২১৭ পৃ:।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. قَالَ: سَأَلْتُ الأَعْمَشَ. فَقَالَ: عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ. سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ. يَقُولُ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَّ الأَمَانَةَ نَزَلَتْ مِنَ السَّمَاءِ فِي جَذْرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ. وَنَزَلَ الْقُرْآنُ فَقَرَءُوا الْقُرْآنَ. وَعَلِمُوا مِنَ السُّنَّةِ»

সহজ তরজমা

৬৮০১. আলী ইবনে আবদুল্লাহ রহ... হুযায়ফা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, আমানত আসমান থেকে মানুষের অন্তমূলে অধগামী হয়েছে, তারপর কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে এবং মানুষ তা পাঠ করেছে এবং সুন্নাত শিক্ষা করেছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের সুস্পষ্ট মিল রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৮০ পৃ: পূর্বে : (الرقاق) অধ্যায় ৯৬১ পৃ: الفتن অধ্যায় ১০৪০ পৃ:।

তাশরীহ : বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারী ১১তম খণ্ড ৪৮৫ পৃ: দেখুন।

حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ سَمِعْتُ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيَّ يَقُولُ قَالَ عَبْدُ اللهِ إِنَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ ﷺ وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَإِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ

সহজ তরজমা

৬৮০২. আদম ইবনে আবূ ইয়াস রহ ... আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত যে, সর্বোত্তম কালাম হল আল্লাহর কিতাব, আর সর্বোত্তম আদর্শ হল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আদর্শ। আর সবচেয়ে নিকৃষ্টতম বিষয় হল কুসংস্কারসমূহ। তোমাদের কাছে যা ঘোষণা করা হচ্ছে তা বাস্তবায়িত হবেই, তোমরা ব্যর্থ করতে পারবে না (৬ : ১৩৪)

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে। কেননা هدى হলো রীতি-পদ্ধতি, আর এটা রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুনানের অর্ন্তভূক্ত।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৮০ - ১০৮১ পৃ: পূর্বে : ৯০১ পৃ:।

তাশরীহ : وما انتم بمعجزين এবং তোমরা (আল্লাহ তাআলাকে) অক্ষম করতে পারবে না। (কোন কৌশল পন্থা দ্বারা এই পর্যন্ত পৌছতে পারবে না যে, তোমাদের আল্লাহ তাআলার নিকট আসতে হবে না) (আনআম - ১৩৪)

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ: «لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ»

সহজ তরজমা

৬৮০৩. মুসাদ্দাদ রহ.... আবূ হুরায়রা রাযি. ও যায়িদ ইবনে খালিদ রাযি. থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। (এ সময়) তিনি বললেন : অবশ্যই আমি আল্লাহ্ তা'আলার কিতাব অনুযায়ী তোমাদের মাঝে ফায়সালা করব।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল এভাবে যে, রাসূল সল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী بكتاب الله অবশ্যই السنة এর উপর كتاب الله প্রয়োগ হতে পারে। কেননা, سنة আল্লাহরই ওহী। সুতরাং যখন এর দ্বারা سنة উদ্দেশ্য হবে, তখন তো তরজমাতুল বাবের সাথে মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৮১ পৃ: পূর্বে : ৩১১, ৩৬১, ৩৭১, ৩৭৬, ৯৮১, ১০০৮, ১০১০, ১০১৩, ১০৬৮ পৃ:।

তাশরীহ : বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারী ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৫৮৫ পৃ: বুখারী শরীফ : ১ম খণ্ড ৩৭৬ পৃ: দেখুন।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: «كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَنْ يَأْبَى؟ قَالَ: «مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى»

সহজ তরজমা

৬৮০৪. মুহাম্মদ ইবনে সিনান রহ... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : আমার সকল উম্মতই জান্নাতে প্রবেশ করবে, কিন্তু যে অস্বীকার করে। তারা বললেন, কে অস্বীকার করবে। তিনি বললেন : যারা আমার অনুসরণ করে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর যে আমার অবাধ্য হবে সে-ই অস্বীকার করল।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের مَنْ أَطَاعَنِيْ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে। কেননা যে ব্যক্তি তাঁর আনুগত্য করবে সে তাঁর সুন্নাতের উপর আমল করবে। (আবশ্যই مطيع হলো ঐ ব্যক্তি, যে কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাহকে সুদৃঢ়ভাবে ধারন করে এবং সে কু প্রবৃত্তি ও বেদআত থেকে বেঁচে থাকে।)

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৮১ পৃ:।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَادَةَ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ، حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ، حَدَّثَنَا أَوْ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يَقُولُ: " جَاءَتْ مَلاَئِكَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ نَائِمٌ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ نَائِمٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ العَيْنَ نَائِمَةٌ، وَالقَلْبَ يَقْظَانُ، فَقَالُوا: إِنَّ لِصَاحِبِكُمْ هَذَا مَثَلًا، فَاضْرِبُوا لَهُ مَثَلًا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ نَائِمٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ العَيْنَ نَائِمَةٌ، وَالقَلْبَ يَقْظَانُ، فَقَالُوا: مَثَلُهُ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى دَارًا، وَجَعَلَ فِيهَا مَأْدُبَةً وَبَعَثَ دَاعِيًا، فَمَنْ أَجَابَ الدَّاعِيَ دَخَلَ الدَّارَ وَأَكَلَ مِنَ المَأْدُبَةِ، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّاعِيَ لَمْ يَدْخُلِ الدَّارَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنَ المَأْدُبَةِ، فَقَالُوا: أَوِّلُوهَا لَهُ يَفْقَهْهَا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ نَائِمٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ العَيْنَ نَائِمَةٌ، وَالقَلْبَ يَقْظَانُ، فَقَالُوا: فَالدَّارُ الجَنَّةُ، وَالدَّاعِي مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَنْ أَطَاعَ مُحَمَّدًا ﷺ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَى مُحَمَّدًا ﷺ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمُحَمَّدٌ ﷺ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ " تَابَعَهُ قُتَيْبَةُ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلاَلٍ، عَنْ جَابِرٍ، خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ

সহজ তরজমা

৬৮০৫. মুহাম্মদ ইবনে আবাদা রহ.... জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদল ফেরেশতা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে আগমন করলেন। তিনি তখন ঘুমন্ত ছিলেন। একজন ফেরেশতা বললেন, তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিদ্রিত। অপর একজন বললেন, চক্ষু নিদ্রিত বটে, কিন্তু অন্তর জাগ্রত। তখন তারা বললেন, তোমাদের এ সাথীর একটি উপমা আছে। সুতরাং তাঁর উপমাটি তোমরা বর্ণনা কর। তখন তদের কেউ বলল-তিনি তো নিদ্রিত, আর কেউ বলল, চক্ষু নিদ্রিত তবে অন্তরাত্মা জাগ্রত। তখন তারা বলল, তাঁর উপমা হল সেই ব্যক্তির মত, যে একটি গৃহ নির্মাণ করল। তারপর সেখানে খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করল এবং একজন আহ্বানকারীকে (লোকদের ডাকতে) পাঠাল। যারা আহ্বানকারীর আহ্বানে সাড়া দিল, তারা গৃহে প্রবশ করে খানা খাওয়ার সুযোগ লাভ করল। আর যারা আহ্বানকারীর আহ্বানে সাড়া দিল না, তারা গৃহেও প্রবেশ করতে পারল না এবং খানাও খেতে পারল না। তখন তারা বললেন, উপমাটির ব্যাখ্যা করুন, যাতে তিনি বুঝতে পারেন। তখন কেউ বলল, তিনি তো নিদ্রিত, আর কেউ বলল, চক্ষু নিদ্রিত, তবে অন্তরাত্মা জাগ্রত। তখন তারা বললেন, গৃহটি হল জান্নাত, আহ্বানকারী হলেন, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। যারা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুসরণ করল, তারা আল্লাহর আনুগত্য করল। আর যারা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অবাধ্যতা করল, তারা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহরই অবাধ্যতা করল। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন মানুষের মাঝে পার্থক্যের মানদন্ড। কুতায়বা জাবির রাযি. থেকে অনুরূপ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, তবে তিনি "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের কাছে বের হয়ে আসলেন" এই বাক্যটি বলেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের فَمَنْ أَطَاعَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে। কেননা, যে তাঁর আনুগত্য করবে সে তাঁর সুন্নাহ অনুযায়ী আমল করবে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৮১ পৃ: পূর্বে : (সংক্ষিপ্তাকারে) ৫০১ পৃ:।

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: «يَا مَعْشَرَ الْقُرَّاءِ اسْتَقِيمُوا فَقَدْ سَبَقْتُمْ سَبْقًا بَعِيدًا، فَإِنْ أَخَذْتُمْ يَمِينًا وَشِمَالاً، لَقَدْ ضَلَلْتُمْ ضَلاَلاً بَعِيدًا»

সহজ তরজমা

৬৮০৬. আবূ নুআয়ম রহ... হুযায়ফা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে কুরআন পাঠকারী সমাজ! তোমরা (কুরআন ও সুন্নাহর উপর) সুদৃঢ় থাক। নিশ্চয়ই তোমরা অনেক অগ্রগামী হয়েছে আর যদি তোমরা (সিরাতে মুস্তাকীম থেকে সরে গিয়ে) ডান কিংবা বামের পথ অনুসরণ কর তাহলে তোমরা (হেদায়েত থেকে) অনেক দূরে সরে যাবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের। اِسْتَقِيمُوْا এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে। কেননা দৃঢ়-অবিচল থাকাই সূনানে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অনুসরন করা।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৮১ পৃ:।

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللهُ بِهِ، كَمَثَلِ رَجُلٍ أَتَى قَوْمًا فَقَالَ: يَا قَوْمِ، إِنِّي رَأَيْتُ الجَيْشَ بِعَيْنَيَّ، وَإِنِّي أَنَا النَّذِيرُ العُرْيَانُ، فَالنَّجَاءَ، فَأَطَاعَهُ طَائِفَةٌ مِنْ قَوْمِهِ، فَأَدْلَجُوا، فَانْطَلَقُوا عَلَى مَهَلِهِمْ فَنَجَوْا، وَكَذَّبَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ، فَأَصْبَحُوا مَكَانَهُمْ، فَصَبَّحَهُمُ الجَيْشُ فَأَهْلَكَهُمْ وَاجْتَاحَهُمْ، فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ أَطَاعَنِي فَاتَّبَعَ مَا جِئْتُ بِهِ، وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِي وَكَذَّبَ بِمَا جِئْتُ بِهِ مِنَ الحَقِّ"

সহজ তরজমা

৬৮০৭. আবূ কুরায়ব রহ.. আবূ মুসা রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : আমার ও আমাকে আল্লাহ্ যা কিছু দিয়ে প্রেরণ করেছেন তার উপমা হল এমন যে, এক ব্যক্তি কোন এক সম্প্রদায়ের নিকট এসে বলল, হে কাওম! আমি নিজের চোখে সেনাবাহিনীকে দেখে এসেছি। আমি সুস্পষ্ট সতর্ককারী। সুতরাং তোমরা আত্মরক্ষার চেষ্টা কর। কাওমের কিছু লোক তার কথা মেনে নিল, সুতরাং রাতের প্রথম ভাগে তারা সে স্থান ছেড়ে রওনা হল এবং একটি নিরাপদ স্থানে গিয়ে পৌছল। ফলে তারা রক্ষা পেল। তাদের থকে আর একদল লোক তার কথা অবিশ্বাস করল, ফলে তারা নিজেদের আবাসস্থলেই রয়ে গেল। প্রভাতে শত্রুবাহিনী তাদের উপর আক্রমণ করল, তাদেরকে ধ্বংস করে দিল এবং তাদেরকে নির্মূল করে দিল। এটাই হল তাদের উপমা, যারা আমার আনুগত্য করে এবং আমি যা নিয়ে এসেছি তার অনুসরণ করে। আর যারা আমার নাফরমানী করে এবং আমি যে সত্য নিয়ে এসেছি তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের فَأَطَاعَهُ طَائِفَةٌ مِنْ قَوْمِهِ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে। কেননা রাসূল ﷺ এর আনুগত্য করাই তাঁর সুন্নাহের অনুসরণ করা।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৮১ পৃ: পূর্বে :৯৫৯ পৃ: মুসলিম শরীফ : فضائل النبى صلى الله عليه وسلم অধ্যায়।

তাশরীহ : বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারী ১১তম খণ্ড ৪৭৪ পৃ: দেখুন।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ العَرَبِ، قَالَ عُمَرُ لِأَبِي بَكْرٍ: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ؟ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَمَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ، إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ". فَقَالَ: وَاللهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ المَالِ، وَاللهِ لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ. فَقَالَ عُمَرُ: «فَوَاللهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ اللهَ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الحَقُّ». قَالَ ابْنُ بُكَيْرٍ، وَعَبْدُ اللهِ عَنِ اللَّيْثِ عَنَاقًا وَهُوَ أَصَحُّ

সহজ তরজমা

৬৮০৮.কুতায়বা ইবনে সাঈদ রহ.... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইন্তিকাল করলেন, আর তাঁর পরে আবূ বকর রাযি.-কে খলীফা নির্বাচন করা হলো এবং আরবের যারা কাফের হওয়ার তারা কাফের হলে গিয়েছিল, তখন উমর রাযি. আবূ বকর রাযি.-কে বললেন, আপনি কি করে লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন, অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : আমি মানুষের সাথে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলার পূর্ব পর্যন্ত যুদ্ধ করে যাওয়ার জন্য নির্দেশিত হয়েছি। অতএব যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে ফেলল, সে তার জান ও মাল আমার থেকে নিরাপদ ও সংরক্ষিত করে ফেলল। তবে ইসলামী বিধানের আওতায় পড়ে গেলে সে ভিন্ন কথা। তাদের প্রকৃত হিসাব আল্লাহর কাছে হবে। আবূ বকর রাযি. বললেন, যারা নামায ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করে, আমি অবশ্যই তাদের সাথে যুদ্ধ করব। কেননা, যাকাত হল সম্পদের হক (অবশ্য পালনীয় বিধান)। আল্লাহর শপথ! যদি তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট যা আদায় করত, তখন তা (সেভাবে) দিতে অস্বীকার করে, তাহলেও আমি তাদের সাথে যুদ্ধ করব। উমর রাযি. বললেন, আল্লাহর কসম! আমি দেখছিলাম যে, যুদ্ধ করার ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা আবূ বকরের সিনা উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। সুতরাং আমি বুঝতে পারলাম এ সিদ্ধান্তই সঠিক। (ইমাম বুখারী রহ বলেন) ইবনে বুকায়র ও আবুদল্লাহ রহ লায়ছ-এর সূত্রে উকায়ল থেকে বর্ণনা করতে গিয়ে لو منعوني كذا (যদি তারা এই পরিমাণ দিতে অস্বীকার করে-এর স্থলে لو منعوني عناقا (যদি তারা একটি ছোট উটের বাচ্চাও দিতে অস্বীকার করে) উল্লেখ করেছেন। আর এটিই বিশুদ্ধতম। আর এটিকে লোকেরা عناقا বর্ণনা করেছেন। বস্তুত এ স্থানে عقالا শব্দটি শা'বী-এর হাদীসে মুরসাল সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। অনুরূপভাবে কুতায়বা রহ عقالا বলেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে। কেননা, যে ব্যক্তি এদুয়ের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করবে সে সুন্নাহের অনুসরন থেকে বের হয়ে যাবে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৮১ - ১০৮২ পৃ: পূর্বে ১৮৮, ১৯৬, ১০২৩ পৃ:।

তাশরীহ : বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারী ৫ম খণ্ড ৬৯ পৃ: দেখুন।

حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَدِمَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنِ بْنِ حُذَيْفَةَ بْنِ بَدْرٍ، فَنَزَلَ عَلَى ابْنِ أَخِيهِ الحُرِّ بْنِ قَيْسِ بْنِ حِصْنٍ، وَكَانَ مِنَ النَّفَرِ الَّذِينَ يُدْنِيهِمْ عُمَرُ، وَكَانَ القُرَّاءُ أَصْحَابَ مَجْلِسِ عُمَرَ وَمُشَاوَرَتِهِ، كُهُولًا كَانُوا أَوْ شُبَّانًا، فَقَالَ عُيَيْنَةُ لِابْنِ أَخِيهِ: يَا ابْنَ أَخِي، هَلْ لَكَ وَجْهٌ عِنْدَ هَذَا الأَمِيرِ فَتَسْتَأْذِنَ لِي عَلَيْهِ؟ قَالَ: سَأَسْتَأْذِنُ لَكَ عَلَيْهِ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَاسْتَأْذَنَ لِعُيَيْنَةَ، فَلَمَّا دَخَلَ، قَالَ: يَا ابْنَ الخَطَّابِ، وَاللهِ مَا تُعْطِينَا الجَزْلَ، وَمَا تَحْكُمُ بَيْنَنَا بِالعَدْلِ، فَغَضِبَ عُمَرُ، حَتَّى هَمَّ بِأَنْ يَقَعَ بِهِ، فَقَالَ الحُرُّ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {خُذِ العَفْوَ وَأْمُرْ بِالعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الجَاهِلِينَ} [الأعراف: ١٩٩]، وَإِنَّ هَذَا مِنَ الجَاهِلِينَ، «فَوَاللهِ مَا جَاوَزَهَا عُمَرُ حِينَ تَلاَهَا عَلَيْهِ، وَكَانَ وَقَّافًا عِنْدَ كِتَابِ اللهِ»

সহজ তরজমা

৬৮০৯. ইসমাঈল রহ... আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উয়ায়না ইবনে হিসন ইবনে হুযায়ফা ইবনে বাদর রহ তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র হুর ইবনে কায়স ইবনে হিসন-এর নিকট এলেন। উমর রাযি. যাদের নিজের সান্নিধ্যে রাখতেন, হুর ইবনে কায়স রহ ছিলেন তাদেরই একজন। যুবক হোক কিংবা বৃদ্ধ-কারী (আলিম) ব্যক্তিরাই উমর রাযি.-এর মজলিসের সভাসদ ও পরামর্শদাতা ছিলেন। উয়ায়না তার ভাতিজাকে বললেন, হে ভাতিজা! তোমার কি আমীরের নিকট এতটুকু প্রভাব আছে যে, আমার জন্য সাক্ষাতের অনুমতি গ্রহণ করতে পারবে? সে বলল, আমি আপনার ব্যাপারে তাঁর নিকট অনুমতি প্রার্থনা করব। ইবনে আব্বাস রাযি. বললেন, তিনি (হুর) উয়ায়নার জন্য অনুমতি চাইলেন। তরপর যখন উয়ায়না রাযি. উমর রাযি. এর নিকট গেলেন, তখন সে বলল, হে ইবনে খাত্তাব! আপনি আমাদের (প্রচুর পরিমাণে) মাল দিচ্ছেন না, আবার ইনসাফের ভিত্তিতে আমাদের মাঝে ফায়সালাও করছেন না। তখন উমর রাযি. রাগান্বিত হলেন, এমন কি তিনি তাকে প্রহার করতে উদ্যত হলেন। তখন হুর বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আল্লাহ তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলেছেন : তুমি ক্ষমাপরায়ণতা অবলম্বন কর, সৎকাজের নির্দেশ দাও, আর অজ্ঞদেরকে উপেক্ষা কর। (৭ : ১৯৯)। এ লোকটি নি:সন্দেহে একজন মূর্খ। আল্লাহর শপথ! উমর রাযি. এর সামনে এই আয়াতটি পাঠ করা হলে তিনি মোটেও তা লংঘন করলেন না। বস্তুত তিনি মহান আল্লাহ্ তা'আলার কিতাবের বড়ই অনুগত ছিলেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের وَكَانَ وَقَّافًا عِنْدَ كِتَابِ الله । এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে। কেননা, যে ব্যক্তি কিতাবুল্লাহর সামনে মাথা নত করে এবং তার আইন লংঘন না করে সে সুন্নাতে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অনুসরন করে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৮২ পৃ: পূর্বে : (কিতাবুত তাফসীর) ৬৬৯ পৃ.।

তাশরীহ: كهولا শব্দটির ক্বাফ বর্ণে পেশ দিয়ে। এটি كهل এর বহুবচন। অর্থ প্রৌঢ়, মধ্যবয়সী অর্থাৎ বর্ধন বয়স অতিবাহিত হয়ে গেছে এবং বয়স ত্রিশ অতিক্রম করেছে।

شبانا : শব্দটির শীন বর্ণে পেশ, বা বর্ণে তাশদীদ দিয়ে এটি شاب এর বহুবচন।

الجزل শব্দের জীম বর্ণে যবর, যা বর্ণে সুকূন দিয়ে। অর্থ প্রচুর, পর্যপ্ত, বেশী।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّهَا قَالَتْ: أَتَيْتُ عَائِشَةَ حِينَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ وَالنَّاسُ قِيَامٌ، وَهِيَ قَائِمَةٌ تُصَلِّي، فَقُلْتُ: مَا لِلنَّاسِ؟ فَأَشَارَتْ بِيَدِهَا نَحْوَ السَّمَاءِ، فَقَالَتْ: سُبْحَانَ اللهِ، فَقُلْتُ: آيَةٌ؟ قَالَتْ بِرَأْسِهَا: أَنْ نَعَمْ، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: "مَا مِنْ شَيْءٍ لَمْ أَرَهُ إِلَّا وَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي هَذَا، حَتَّى الْجَنَّةَ وَالنَّارَ، وَأُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ قَرِيبًا مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ، فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ أَوِ الْمُسْلِمُ لاَ أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ فَيَقُولُ: مُحَمَّدٌ جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، فَأَجَبْنَاهُ وَآمَنَّا، فَيُقَالُ: نَمْ صَالِحًا عَلِمْنَا أَنَّكَ مُوقِنٌ، وَأَمَّا الْمُنَافِقُ أَوِ الْمُرْتَابُ لاَ أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ فَيَقُولُ: لاَ أَدْرِي سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُهُ"

সহজ তরজমা

৬৮১০. আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসলামা রহ......আসমা বিনতে আবূ বকর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার সূর্যগ্রহণের সময় আমি আয়েশা রাযি.-র নিকট এলাম। লোকেরা তখন (নামাযে) দাঁড়িয়েছিল এং তিনিও দাঁড়িয়ে নামায আদায় করছিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, লোকদের কি হল? তিনি হাত দিয়ে আসমানের দিকে ইশারা করলেন এবং বললেন, সুবহানাল্লাহ! আমি বললাম, এটা কি কোন নিদর্শন? তখন তিনি মাথা দুলিয়ে হ্যাঁ বললেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন নামায শেষ করলেন, তখন (প্রথমে) তিনি আল্লাহর হামদ্ ও ছানা পাঠ করলেন। তারপর বললেন, আমি যা দেখিনি তার সবকিছুই আজকের এই স্থানে দেখেছি। এমন কি জান্নাত ও জাহান্নামও দেখেছি। আর আমার নিকট ওহী প্রেরণ করা হয়েছে যে, কবরে তোমাদের পরীক্ষায় ফেলা হবে, যা প্রায় দাজ্জালের পরীক্ষার ন্যায়ই (কঠিন) হবে। তবে যারা মু'মিন হবে, অথবা (বলেছিলেন) মুসলিম হবে। বর্ণনাকারী বলেন, আসমা রাযি. 'মু'মিন' বলেছিলেন, না 'মুসলিম' বলেছিলেন তা আমার স্মরণ নেই। তারা বলবে, মুহাম্মদ ﷺ আমাদের কাছে সুস্পষ্ট দলীল নিয়ে এসেছিলেন, আমরা তাঁর আহবানে সাড়া দিয়েছি এবং ঈমান এনেছি। তখন তাকে বলা হবে, তুমি আরামে ঘুমিয়ে থাক, আমরা জানি তুমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী ছিলে। আর যারা মুনাফিক হবে অথবা (বলেছিলেন) সন্দেহকারী হবে, বর্ণনকারী বলেন, আসমা 'মুনাফিক' বলেছিলেন না 'সন্দেহকারী' বলেছিলেন তা আমার মনে নেই। তারা বলবে, আমি কিছুই জানি না, আমি মানুষকে কিছু কথা বলতে শুনেছি, আমিও তাই বলেছি।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের فَأَجَبْنَاهُ جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে। কেননা, যে তাঁর দাওয়াত কবুল করেছে এবং ঈমান এনেছে সে সুন্নাতে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অনুসরন করেছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৮৩ পৃ: পূর্বে : ১৮, ৩০, ১২৬, ১৪৪, ১৬৫, ৩৪২ পৃ:।

তাশরীহ : বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারী ১ম খণ্ড ৪২৯ পৃ: দেখুন।

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «دَعُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلاَفِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

সহজ তরজমা

৬৮১১. ইসমাঈল রহ... আবূ হুরায়রা রাযি. রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন : তোমরা আমাকে প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাক, যতক্ষণ না আমি তোমাদের কিছু বলি। কেননা, তোমাদের পূর্বে যারা ছিল, তারা তাদের নবীদের অধিক প্রশ্ন করা ও নবীদের সাথে মতবিরোধ করার কারণেই ধ্বংস হয়েছে। তাই আমি যখন তোমাদের কোন বিষয়ে নিষেধ করি, তখন তা থেকে বেঁচে থাক। আর যদি কোন বিষয়ে আদেশ করি তাহলে সাধ্যমত পালন কর।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের অর্থগত মিল রয়েছে। কেননা, যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা করতে নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকে এবং যা করতে আদেশ করেছেন তা পালন করে,সেও সুন্নাহের অনুসারীদের অন্তর্ভূক্ত।

তাশরীহ : মুসলিম শরীফে আবু হুরায়রা রাযি.থেকে মুহাম্মাদ ইবনে যিয়াদ সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করা হয়েছে। এই হাদীসের কারণ এই যে, রাসূল সা.আমাদের কে উপদেশ দিলেন,বললেন,হে লোকসকল ! তোমাদের উপর হজ্জ ফরজ করা হলো। সুতরাং তোমরা হজ্জ পালন করো।

بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ كَثْرَةِ السُّؤَالِ وَتَكَلُّفِ مَا لَا يَعْنِيهِ

৩৮৩৮. অনুচ্ছেদ : অধিক প্রশ্ন করা এবং অনর্থক কষ্ট করা নিন্দনীয়

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: {لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ}

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : তোমরা সেসব বিষয়ে প্রশ্ন করো না, যা প্রকাশিত হলে তোমরা দু:তি হবে (৫ : ১০১)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا، مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ، فَحُرِّمَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ»

সহজ তরজমা

৬৮১২. আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ মুকরী রহ. ..... আবূ ওয়াক্কাস রাযি. থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : মুসলিমদের মধ্যে সবচেয়ে বড় অপরাধী সেই ব্যক্তি যে এমন বিষয়ে প্রশ্ন করে যা পূর্বে হারাম ছিল না। কিন্তু তার প্রশ্নের কারনে তা হারাম হয়ে গেছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের ২য় অংশের হাদীসের সাথে মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৮২ পৃ:। মুসলিম শরীফ : فضائل النبي صلى الله عليه وسلم অধ্যায়। আবু দাউদ শরীফ : السنة অধ্যায়।

তাশরীহ : যেহেতু মূল জিনিস সমূহে বৈধতা রয়েছে,তাই যতক্ষণ পর্যন্ত কোন জিনেসের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা অবতীর্ণ হয়নি,ততক্ষণ পর্যন্ত তা জায়েয ছিল। এমন সময় কেউ সেই জিনিস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল আর তার হুকুম (বিধান) বর্ণনা করে দেওয়া হলো যে,তা নিষিদ্ধ এবং নাজায়েয। যার ফলে লোকেরা সংকীর্ণতায় পড়ে গেল। এই জন্য রেসালাতের যুগে অর্থাৎ, ওহী অবতীর্ণ হওয়ার যুগে লোকেরা কোন জিনিসের বিধান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা না করাটাই রীতি ছিল। যতক্ষণ পর্যন্ত নিষেধাজ্ঞা না আসত,ততক্ষণ পর্যন্ত এর উপর আমল করত। কিন্তু বর্তমানে যখন দীন পূর্ণাঙ্গ হয়ে গেছে, হালাল হারাম নির্ধারিত,নির্দিষ্ট হয়ে গেছে,তাই এখন মুসলমানদের জন্য ফারায়েজ ও ওয়াজিব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে জেনে নেওয়া অত্যাবশ্যক।

যেমন- আল্লাহ তাআলার বাণী - {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [الأنبياء:]

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، سَمِعْتُ أَبَا النَّضْرِ، يُحَدِّثُ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اتَّخَذَ حُجْرَةً فِي المَسْجِدِ مِنْ حَصِيرٍ، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا لَيَالِيَ حَتَّى اجْتَمَعَ إِلَيْهِ نَاسٌ، ثُمَّ فَقَدُوا صَوْتَهُ لَيْلَةً، فَظَنُّوا أَنَّهُ قَدْ نَامَ، فَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَتَنَحْنَحُ لِيَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: «مَا زَالَ بِكُمُ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ صَنِيعِكُمْ، حَتَّى خَشِيتُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمْ، وَلَوْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ مَا قُمْتُمْ بِهِ، فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ، فَإِنَّ أَفْضَلَ صَلاَةِ المَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الصَّلاَةَ المَكْتُوبَةَ»

সহজ তরজমা

৬৮১৩. ইসহাক রহ... যায়িদ ইবনে সাবিত রাযি. থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চাটাই দিয়ে মসজিদে একটি কামরা তৈরি করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাতে কয়েক রাত নামায আদায় করলেন। এতে লোকেরা তাঁর সঙ্গে সমবেত হত। তারপর এক রাতে তারা তাঁর আওয়ায শুনতে পেল না এবং তারা মনে করল, তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। তাদের কেউ কেউ গলা খাঁকার দিতে শুরু করল, যেন তিনি তাদের কাছে বেরিয়ে আসেন। তখন তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন : তোমাদের নিত্য দিনের কার্যকলাপ আমি লক্ষ্য করছি, তাতে আমার ভয় হচ্ছে যে, তোমাদের উপর তা ফরজ করে দেওয়া হয়। কিন্তু যদি তোমাদের উপর ফরয করে দেওয়া হয় তাহলে তোমরা তা কায়েম করবে না। অতএব হে লোকেরা! তোমরা নিজ নিজ ঘরে নামায আদায় করো। কেননা, ফরয নামায ছাড়া একজন লোকের সবচেয়ে উত্তম নামায হল যা সে তার ঘরে আদায় করে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের২ ২য় অংশের সাথে মিল সুস্পষ্ট। আর তা এভাবে যে, প্রতি রাতে মসজিদে একত্রিত হয়ে নামায পড়ার ব্যাপারে তারা যে রীতি শুরু করেছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা অপছন্দ করেছেন এবং তা করতে অনুমদনও প্রদান করেননি।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৮২- ১০৮৩ পৃ:। পূর্বে : ১০১, ৯০৩ পৃ:।

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَشْيَاءَ كَرِهَهَا، فَلَمَّا أَكْثَرُوا عَلَيْهِ المَسْأَلَةَ غَضِبَ وَقَالَ: «سَلُونِي» . فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ أَبِي؟ قَالَ: «أَبُوكَ حُذَافَةُ» . ثُمَّ قَامَ آخَرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ أَبِي؟ فَقَالَ: «أَبُوكَ سَالِمٌ مَوْلَى شَيْبَةَ» . فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ مَا بِوَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الغَضَبِ قَالَ: إِنَّا نَتُوبُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

সহজ তরজমা

৬৮১৪. ইউসুফ ইবনে মূসা রহ. ..... আবূ মুসা আশআরী রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে এমন কতিপয় বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করা হল যা তিনি অপছন্দ করেন। কিন্তু লোকেরা যখন তাঁকে বেশি বেশি প্রশ্ন করতে শুরু করল, তিনি রাগান্বিত হলেন এবং বললেন : আমাকে প্রশ্ন কর। তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতা কে? তিনি বললেন : তোমার পিতা হল হুযাফা এরপর আর একজন দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতা কে? তিনি বললেন, তোমার পিতা শায়বায় আযাদকৃত গোলাম সালিম। উমর রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চেহারায় রাগের লক্ষণ দেখতে পেয়ে বললেন, আমরা আল্লাহর নিকট তাওবা করছি।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের ১ম অংশের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৮৩ পৃ:। পূর্বে : ১৯-২০ পৃ:।

তাশরীহ : বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারী - ১ম খন্ড,৪৪২-৪৪৩ পৃ: দেখুন।

حَدَّثَنَا مُوسَى، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ المَلِكِ، عَنْ وَرَّادٍ، كَاتِبِ المُغِيرَةِ، قَالَ: كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى المُغِيرَةِ: اكْتُبْ إِلَيَّ مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: إِنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ: «لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ» وَكَتَبَ إِلَيْهِ إِنَّهُ «كَانَ يَنْهَى عَنْ قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةِ المَالِ، وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقُوقِ الأُمَّهَاتِ، وَوَأْدِ البَنَاتِ، وَمَنْعٍ وَهَاتِ»

সহজ তরজমা

৬৮১৫. মূসা রহ... মুগীরা ইবনে রাযি. এর কাতিব (কেরানী) ওয়াররাদ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুআবিয়া রাযি. মুগীরা রাযি.-এর নিকট এ মর্মে লিখে পাঠালেন যে, তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে যা কিছু শুনেছ তা আমাকে লিখে পাঠাও। তিনি বললেন, তিনি তাকে লিখলেন যে, আল্লাহর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতি নামাযের পর বলতেন : আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ্ নেই। তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই, সাম্রাজ্য কেবলমাত্র তাঁরই, আর সকল প্রশংসা একমাত্র তাঁরই জন্য, তিনি সকল বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান। হে আল্লাহ! তুমি যা দান করবে তাকে ঠেকাবার মত কেউ নেই, আর তুমি যে বিষয়ে বাধা প্রদান করবে তা দেওয়ার মত কেউ নেই। ধন-প্রাচুর্য তোমার দরবারে প্রাচুর্যধারীদের কোনই উপকারে আসবে না। তিনি আরো লিখেছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তর্ক-বিতর্কে প্রবৃত্ত হওয়া, অধিক প্রশ্ন করা ও ধন-সম্পদ অনর্থক বিনষ্ট করা থেকে নিষেধ করতেন। আর তিনি মায়েদের অবাধ্যতা, কন্যা সন্তানদের জীবন্ত প্রোথিত করা ও প্রাপকের প্রাপ্য দিতে হাত গুটিয়ে নেওয়া এবং আদায়ের ব্যাপারে হাত বাড়িয়ে দেওয়া থেকে নিষেধ করতেন। আবু আবদুল্লাহ (বুখারী) রহ বলেন, তারা (কাফের) জাহিলিয়াতের যুগে স্বীয় কন্যাদেরকে হত্যা করতেন। অত:পর আল্লাহ্ তা'আলা তা হারাম করে দেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের প্রথম অংশ তথা وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ এর সাথে হাদীসের মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৮৩ পৃ:। আর এই হাদীসের দুটি অংশ রয়েছে তন্মধ্য হতে প্রথম অংশটি রয়েছে ১১৭, ৯৩৭, ৯৫৮, ৯৭৯ পৃ: আর দ্বিতীয় অংশটি রয়েছে ৩০০, ৩২৪, ৭৭৪, ৯৫৮ পৃ:।

তাশরীহ : এই হাদীস দ্বারা এমাসআলা জানা গেল যে,ফরজ নামাযের পরে দোআ করার অনুমতি রয়েছে এবং তা স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত। যেমন-এই হাদীসের দ্বিতীয় সনদে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে যে كان يقول فى دبر كل صلاة مكتوبة لا اله إلا الله وحده لا شريك له الخ আরো বিস্তারিত জানার জন্য - নাসরুল বারী - ৪র্থ খন্ড, ৪৭ পৃষ্ঠার উদ্দেশ্য দেখুন।

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ فَقَالَ: نُهِينَا عَنِ التَّكَلُّفِ

সহজ তরজমা

৬৮১৬. সুলায়মান ইবনে হারব রহ... আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা উমর রাযি. এর কাছে (উপবিষ্ট) ছিলাম। তখন তিনি বললেন : আমাদের কৃত্রিমতা থেকে নিষেধ করা হয়েছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের দ্বিতীয় অংশের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৮৩ পৃ:।

তাশরীহ : আবু নূআইম রহ.المستخرج নামক গ্রন্থে আবু মুসলিম এর সনদে ইমাম বুখারী রহ.এর শায়খ সূলায়মান ইবনে হারব রহ.থেকে এই রেওয়ায়াত করেছেন যে,হযরত আনাস রাযি.বলেন, আমরা হযরত ওমর রাযি. এর কাছে ছিলাম আর তিনি এমন এক কোর্তা পরিহিত ছিলেন যার পেটের দিকে চারটি তালি ছিল, তখন তিনি এই আয়াত তেলাওয়াত করেন,যে, فاكهة وابا, অত:পর বললেন আমরা তো فاكهة সম্পর্কে জানি তবে ابا কি? পরে তিনি বললেন,যেতে দাও,বিরত থাকো, আমাদের কে تكلف থেকে নিষেধ করা হয়েছে। এবং তিনি বলতে লাগলেন- يا ابن ام عمر ان هذا لهو التكلف وما عليك ان لا تدرى ما الاب অর্থাৎ, হে উমরের মায়ের বেটা! এটাই তো 'তাকাল্লুফ' আর তোমার জন্য اب এর হাকীকত জানা জরুরী নয়।

(ابا এর অর্থ প্রাণীদের চারণভূমি)

حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، ح وحَدَّثَنِي مَحْمُودٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى الظُّهْرَ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ عَلَى المِنْبَرِ، فَذَكَرَ السَّاعَةَ، وَذَكَرَ أَنَّ بَيْنَ يَدَيْهَا أُمُورًا عِظَامًا، ثُمَّ قَالَ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْأَلَ عَنْ شَيْءٍ فَلْيَسْأَلْ عَنْهُ، فَوَاللهِ لاَ تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَخْبَرْتُكُمْ بِهِ مَا دُمْتُ فِي مَقَامِي هَذَا» . قَالَ أَنَسٌ: فَأَكْثَرَ النَّاسُ البُكَاءَ، وَأَكْثَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقُولَ: «سَلُونِي» . فَقَالَ أَنَسٌ: فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: أَيْنَ مَدْخَلِي يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «النَّارُ» . فَقَامَ عَبْدُ اللهِ بْنُ حُذَافَةَ فَقَالَ: مَنْ أَبِي يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «أَبُوكَ حُذَافَةُ» . قَالَ: ثُمَّ أَكْثَرَ أَنْ يَقُولَ: «سَلُونِي سَلُونِي» . فَبَرَكَ عُمَرُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ فَقَالَ: رَضِينَا بِاللهِ رَبًّا، وَبِالإِسْلاَمِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولًا. قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَالَ عُمَرُ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ عُرِضَتْ عَلَيَّ الجَنَّةُ وَالنَّارُ آنِفًا، فِي عُرْضِ هَذَا الحَائِطِ، وَأَنَا أُصَلِّي، فَلَمْ أَرَ كَاليَوْمِ فِي الخَيْرِ وَالشَّرِّ»

সহজ তরজমা

৬৮১৭. আবুল ইয়ামান রহ ও মাহমূদ ইবনে গায়লান রহ.... আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। দ্বিপ্রহরের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ বেরিয়ে আসলেন এবং যুহরের নামায আদায় করলেন। সালাম ফিরানোর পর তিনি মিম্বরে উঠে দাঁড়ালেন এবং কিয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করলেন। তিনি উল্লেখ করলেন যে, কিয়ামতের পূর্বে অনেক বড় বড়

ঘটনা সংঘটিত হবে। তারপর তিনি বললেন : কেউ যদি আমাকে কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতে ভাল মনে করে, তাহলে সে তা করতে পারবে। আল্লাহর শপথ! আমি এখানে অবস্থান করা পর্যন্ত তোমরা আমাকে যে বিষয়েই জিজ্ঞাসা করবে, আমি তা তোমাদের অবহিত করব। আনাস রাযি. বলেন, এতে লোকেরা খুব কাঁদতে থাকল। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ খুব বলতে থাকলেন, তোমরা আমার কাছে প্রশ্ন কর। আনাস রাযি. বলেন, তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার আশ্রয়স্থল কোথায়? তিনি বললেন, জাহান্নাম। তারপর আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা রাযি. দাঁড়িয়ে বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতা কে? তিনি বললেন: তোমার পিতা হুযাফা। আনাস রাযি. বলেন- তারপর তিনি বার বার বলতে থাকলেন : তোমরা আমার কাছে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর। তোমরা আমার কাছে প্রশ্ন কর। এতে উমর রাযি. হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন এবং বললেন, আমরা আল্লাহকে রব হিসাবে মেনে, ইসলামকে দীন হিসাবে গ্রহণ করে এবং মুহাম্মদ ﷺ কে রাসূল হিসাবে বিশ্বাস করে সন্তুষ্ট আছি। আনাস রাযি., বলেন উমর রাযি. যখন এ কথা বললেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ নীরব হয়ে গেলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : উত্তম! যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম করে বলছি, এই মাত্র আমি যখন নামাযে ছিলাম তখন এই দেয়ালের প্রস্থে জান্নাত ও জাহান্নাম আমার সম্মুখে পেশ করা হয়েছিল। আজকের ন্যায় এমন কল্যাণ ও অকল্যাণ আমি আর দেখিনি।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের ১ম অংশের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৮৩ পৃ:। পূর্বে : ২০, ৭৭, ৭৭৫, ৯৪১, ৯৬০, ১০৫০ পৃ:।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ أَنَسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا نَبِيَّ اللهِ مَنْ أَبِي؟ قَالَ: «أَبُوكَ فُلاَنٌ» . وَنَزَلَتْ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ} [المائدة: ١٠١] الآيَةَ

সহজ তরজমা

৬৮১৮. মুহাম্মদ ইবনে আবদুর রহীম রহ. ..... আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, হে আল্লাহর নবী! কে আমার পিতা? তিনি বললেন: তোমার পিতা অমুক। তারপর এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। (মহান আল্লাহর বাণী) : হে মু'মিনরা! তোমরা সেসব বিষয়ে প্রশ্ন করবে না, যা প্রকাশিত হলে তোমরা দু:খিত হবে.....) ৫ : ১০১)

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৮৩ পৃ:। পূর্বে : ২০, ৭৭, ৬৬৫, ৯৪১, ৯৬০, ১০৫০ পৃ:।

তাশরীহ : বিস্তারিত জানার জন্য - নাসরুল বারী - ৯ম খন্ড (কিতাবুত তাফসীর) ১৮৮, ১৮৯ পৃ: দেখুন।

حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ صَبَّاحٍ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَنْ يَبْرَحَ النَّاسُ يَتَسَاءَلُونَ حَتَّى يَقُولُوا هٰذَا اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَمَنْ خَلَقَ اللهَ

সহজ তরজমা

৬৮১৯. হাসান ইবনে সাব্বাহ্ রহ.... আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : লোকেরা পরস্পরে প্রশ্ন করতে থাকবে যে, ইনি (আল্লাহ্) সবকিছুরই স্রষ্টা, তবে আল্লাহকে কে সৃষ্টি করলেন?

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের ১ম অংশের সাথে হাদীসের মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৮৩-১০৮৪ পৃঃ।

তাশরীহঃ لَنْ يَبْرَحَ النَّاسُ يَتَسَاءَلُونَ অর্থাৎ, যেমন দুই ব্যক্তির একজন অন্যজনকে জিজ্ঞাস করবে কিংবা কোন মানুষের অন্তরে শয়তান কুমন্ত্রণা দিবে যে, একথা তো সর্বজন স্বীকৃত যে,আকাশ যমিন,চাদ,সূর্য,তারা সবকিছুকে এক আল্লাহ তাআলাই সৃজন করেছেন। কিন্তু আল্লাহ তাআলা কে সৃষ্টি করেছে (معاذالله) ?

এধরণের ধারনা,এরকম কথা বলা চূড়ান্ত পর্যায়ের ভয়াবহ এবং নির্বুদ্ধিতার পরিচয়। কেননা,দুনিয়ার সকল ধর্ম,সকল বুদ্ধিজীবী এ ব্যাপারে ঐক্যমত যে, পৃথিবীর প্রাণীকুলের ধারাবাহিকতা কোন জিনিস পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়ে যায়,যার কোন শুরু নেই। অন্যথায় تسلسل (তাসালসুল) লাযেম আসবে যা অসম্ভব এবং বাতিল। সুতরাং যে বিষয় বাতিলকে লাযেম করে সেটা নিজেই বাতিল।

এই বিষয়টিকে সংখ্যার উপর চিন্তা করে বুঝা সহজ যে, সংখ্যা এক থেকে শুরু হয়ে যে পর্যন্তই যাক। কিন্তু সংখ্যার শুরু এক দ্বারাই হয়ে থাকে। সুতরাং এখন এই প্রশ্ন হতে পারে যে,এক কোথা থেকে হয়েছে? এক এর পূর্বে কি ছিল ?

ইমামগণের ইমাম,ইমাম আযম আবু হানীফা রহ.এর যামানায় জনৈক নাস্তিকের ঘটনা প্রসিদ্ধ যে, ঐ নাস্তিক তিনটি প্রশ্ন তৈরী করে লোকদেরকে পেরেশানী ও বিভ্রান্তিতে ফেলে দিয়েছিল। সেই তিন প্রশ্নের একটি ছিল এই যে, সমস্ত জিনিস আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেছেন, তাহলে আল্লাহ তাআলাকে কে সৃষ্টি করেছে? অর্থাৎ,আল্লাহ তাআলার পূর্বে কে ছিল?

আর মুনাযারার মাজলিসে উপস্থিত সকল বৃদ্ধিজীবী এবং জ্ঞানী ব্যক্তি নাস্তিকের সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে অপারগ হয়ে গেলেন। কিন্তু ইমাম আ'যম আবু হানীফা রহ. নাস্তিককে বললেন তুমি গননা শুনাও, তো নাস্তিক গণনা শুরু করল, এক, দুই, তিন.......ইমাম আবু হানীফা রহ.বললেন,আরে তুমি একথা বল যে,'এক'এর পূর্বে কি? তখন নাস্তিক নিরুত্তর হয়ে গেল এবং স্বীয় নির্বুদ্ধিতার উপর লাঞ্চিত হলো।

কোন কোন রেওয়ায়াতে এধরণের কুমন্ত্রণা, কল্পনার চিকিৎসা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত রয়েছে যে,রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন اذا بلغه فليستعذ بالله ولينته অর্থাৎ,আল্লাহ তাআলার কাছে আশ্রয় কামনা করবে এবং বিরত থাকবে। আর মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় রয়েছে যে, فليقل امنت بالله আরো অন্য এক রেওয়ায়াতে এসেছে যে, امنت بالله ورسوله

মোটকথা : বর্ণনাগত ও যুক্তিগতভাবে একথা প্রমাণিত যে,আল্লাহ তাআলা মাখলুক নন,তাই এমন সময় সুরায়ে ইখলাস তেলাওয়াত করবে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مَيْمُونٍ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَرْثٍ بِالْمَدِينَةِ، وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى عَسِيبٍ، فَمَرَّ بِنَفَرٍ مِنَ اليَهُودِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: سَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ؟ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لاَ تَسْأَلُوهُ، لاَ يُسْمِعُكُمْ مَا تَكْرَهُونَ، فَقَامُوا إِلَيْهِ فَقَالُوا: يَا أَبَا القَاسِمِ حَدِّثْنَا عَنِ الرُّوحِ، فَقَامَ سَاعَةً يَنْظُرُ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ يُوحَى إِلَيْهِ، فَتَأَخَّرْتُ عَنْهُ حَتَّى صَعِدَ الوَحْيُ، ثُمَّ قَالَ: " {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي}

সহজ তরজমা

৬৮২০. মুহাম্মদ ইবনে উবায়দ ইবনে মায়মূন রহ... ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে মদীনার এক শস্যক্ষেত্রে ছিলাম। তিনি একটি খেজুরের ডালে ভর দিয়ে হাঁটছিলেন। এ সময় ইহুদীদের একটি দলের নিকট দিয়ে তিনি যাচ্ছিলেন। তাদের কেউ বলল, তাকে রূহ (আত্মা) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কর। আর কেউ বলল তাঁকে জিজ্ঞাসা করো না, এতে তোমাদের অপছন্দনীয় উত্তর শুনতে হতে পারে। তারপর তারা তাঁর কাছে উঠে গিয়ে বলল, হে আবুল কাসিম! আমাদের রূহ সম্পর্কে অবহিত করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে তাকিয়ে রইলেন। আমি বুঝতে পারলাম, তাঁর কাছে ওহী নাযিল হচ্ছে, আমি তাঁর থেকে একটু পিছু সরে দাঁড়ালাম। ওহী অবতরণ শেষ হল। তারপর তিনি বললেন : (মহান আল্লাহর বাণী) : তোমাকে তারা রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বল, 'রূহ আমার প্রতিপালকের আদেশ...... (১৭ : ৮৫)।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের দ্বিতীয় অংশের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৮৪ পৃ: পূর্বে : ২৪, ৬৮৬ পৃ: সামনে : ১১১১ পৃ:।

তাশরীহ : বিস্তারিত জানার জন্য - নাসরুল বারী -৯ম খন্ড, (কিতাবুত তাফসীর)- ৩৭০ পৃ: দেখুন।

بَابُ الِاقْتِدَاءِ بِأَفْعَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

৩৮৩৯. অনুচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাজকর্মের অনুসরণ

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ. عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. قَالَ: اتَّخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ. فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ مِنْ ذَهَبٍ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنِّي اتَّخَذْتُ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ» فَنَبَذَهُ. وَقَالَ: «إِنِّي لَنْ أَلْبَسَهُ أَبَدًا». فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ

সহজ তরজমা

৬৮২১. আবূ নুআইম রহ... ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি স্বর্ণের আংটি বানিয়েছিলেন। (তাঁর দেখাদেখি) লোকেরাও স্বর্ণের আংটি বানিয়েছিল। এরপর একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : আমি অবশ্য স্বর্ণের আংটি বানিয়েছিলাম-তারপর তিনি তা ছুড়ে ফেলে দিলেন এবং বললেন : আমি আর কোন দিনই তা পরিধান করব না। ফলে লোকেরা তাদের আংটিগুলো ছুড়ে ফেলে দিল।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল এভাবে যে,মানুষেরা রাসূল ﷺ কর্মের অনুসরণ করেছেন। আর তা এভাবে যে,রাসূল ﷺ যখন স্বীয় আংটি ফেলে দিলেন, তা দেখে সাহাবায়ে কেরামও তাদের স্বর্ণনিমিত আংটিসমূহ ফেলে দিলেন।

মর্মার্থ হলো যে, রাসূল ﷺ এর অনুসরণের ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরামের জযবা এত গভীর ছিল যে,তারা রাসূল ﷺ এর প্রতিটি কাজের প্রতি লক্ষ রাখতেন এবং অনুসরণ করতেন।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৮৪ পৃ: পূর্বে : ৮৭১,৮৭২, ৮৭৩, ৯৮৪ পৃ:।

তাশরীহ : রাসূল ﷺ কোন হাতে আংটি পরতেন? আংটিতে কি কারুকাজ ছিল? এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারী - ১১ তম খন্ড, ৬৮ পৃ: দেখুন। তাছাড়া ১১৩ খন্ডের ৬৫ পৃষ্টায় হাদীস দেখুন।

بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّعَمُّقِ وَالتَّنَازُعِ فِي العِلْمِ، وَالغُلُوِّ فِي الدِّينِ وَالبِدَعِ

৩৮৪০. অনুচ্ছেদ : দীনের ক্ষেত্রে মাত্রাতিরিক্ত কঠোরতা অবলম্বন, তর্ক-বিতর্কে প্রবৃত্ত হওয়া, বাড়াবাড়ি করা এবং বিদআত অপছন্দনীয়।

لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {يَا أَهْلَ الكِتَابِ لاَ تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلاَ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الحَقَّ}

কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন : হে কিতাবীরা! তোমরা দীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না এবং আল্লাহ সম্পর্কে সত্য ব্যতীত বলো না.... (৪: ১৭১)

সারকথা : কোন বিষয়ে কঠোরতা করা,ইলমী বিষয়ে (অর্থাৎ যে মাসআলার হুকুমে কোন দলীল সুস্পষ্ট নয়) ঝগড়া করা,এবং দীনের ক্ষেত্রে ও বিদআতের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করা মাকরুহ ও নিষিদ্ধ। দলীল আল্লাহ তাআলার বাণী- يَا أَهْلَ الكِتَابِ لاَ تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ الاية অর্থাৎ,'হে আহলে কিতাব! তোমরা স্বীয় দীনের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করো না'। (নিসা-১৭১)

এবং আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে কোন ভ্রান্ত কথা বলো না। যেমন,ইয়াহুদীরা হযরত ইসা আ.এর মর্যাদাকে খাটো করে দিয়েছে। এমনকি ইয়াহুদিরা হযরত ইসা আ.কে নবী তো বলেই না,বরং ابن الزنا বলে থাকে (معاذ الله)। আর অপরদিকে নাসারাগণ হযরত ইসা আ.এর মর্যাদাকে বাড়াতে গিয়ে এত বাড়াবাড়ি করেছে যে,তারা হযরত ঈসা আ.কে আল্লাহ তাআলার পুত্র বলে থাকে। এই দুনো সম্প্রদায় তারা তাদের স্বীয় কথায় বাড়াবাড়ি করেছে,সীমাতিক্রম করেছে।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لاَ تُوَاصِلُوا» . قَالُوا: إِنَّكَ تُوَاصِلُ، قَالَ: «إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ، إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي» . فَلَمْ يَنْتَهُوا عَنِ الوِصَالِ، قَالَ: فَوَاصَلَ بِهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَيْنِ أَوْ لَيْلَتَيْنِ، ثُمَّ رَأَوُا الهِلاَلَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ تَأَخَّرَ الهِلاَلُ لَزِدْتُكُمْ» كَالْمُنَكِّلِ لَهُمْ

সহজ তরজমা

৬৮২২. আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ রহ..... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা (ইফতার না করে) লাগাতার রোযা পালন করো না। সাহাবীরা বললেন, আপনি তো (ইফতার না করে) লাগাতার রোযা পালন করেন। তিনি বললেন : আমি তোমাদের মত নই। আমি এভাবে রাত যাপন করি যে, আমার প্রভু আমাকে পানাহার করান। কিন্তু তাঁরা লাগাতার রোযা পালন করা থেকে বিরত হলো না। ফলে তাদের সঙ্গে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও দুইদিন অথবা (বর্ণনাকারী বলেছিলেন) দুই রাত লাগাতার রোযা পালন করেন। এরপর তাঁর (ঈদের) চাঁদ দেখতে পেলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : যদি চাঁদ (আরও কয়েক দিন) দেরী করে উদিত হত, তাহলে আমিও (লাগাতার রোযা পালন করে) তোমাদের রোযার সময়কে দীর্ঘায়িত করতাম, যেন তিনি তাঁদের কাজকে পছন্দ করলেন না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল বাহ্যত প্রশ্নবিদ্ধ।

জবাব হল, ইমাম বুখারী রহ.সাধারণত শিরোনামের অধিনে এমন এমন হাদীস নিয়ে আসেন সেগুলো বাহ্যত মিল নেই। কিন্তু গভীরভাবে লক্ষ্য করলে মিল পাওয়া যায়। আর এ কাজটি তিনি করেছেন তালেব ইলেমের মেধাকে শানিত করার জন্য।

আর এ হাদীসের মিল হল রাসূল সা.এর ধারাবাহিক রোযা রাখা দেখে সাহাবায়ে কেরামও ধারাবাহিক রোযা রাখা আরম্ভ করলেন। এসংবাদ রাসূল সা. এর কাছে পৌছলে তিনি তাদেরকে বারণ করেছেন। কিন্তু তারপও তারা

বিষয়টি নিয়ে অতি আগ্রহ প্রদর্শণ করেছেন। যা বাড়াবাড়ি পর্যায়ের এজন্য তিনি তাদেরকে লক্ষ্য করে শাসনের স্বরে বলেছেন যদি দুইদিন ও দুই রাত লাগাতার রোযা রাখার পরও চাদ দেখা না যেতো তাহলে আমি আরও কয়েকদিন লাগাতার রোজা রাখতাম। তাহলে দেখা যেতো যারা অতিআগ্রহী ও আবেগপ্রবণ তারা এমনিতেই লাগাতার রোজা রাখা ছেড়ে দিত। কেননা রাসূল সা.কে আল্লাহ কুদরতীভাবে পানাহার করান। অন্য কেউ তো এমন নন। সুতরাং হাদীসের সাথে শিরোনামের মিল স্পষ্ট হয়ে গেল। অর্থাৎ দীনের ব্যাপারে কড়াকড়ি ও বাড়াবাড়ি কোনটাই না করা চাই। আর লাগাতার রোজা রাখার হাদীস একাধিক সনদে বর্ণিত আছে। মূলত হাদীস একটি।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৮৪ পৃঃ। ২৬৩, ২৬৪, ১০১২, ১০১৩, ১০৭৫ পৃঃ।

শরয়ী বিধান : বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারী -৫ম খন্ড, ৫২৬ পৃঃ দেখুন।

.. حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: خَطَبَنَا عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَلَى مِنْبَرٍ مِنْ آجُرٍّ وَعَلَيْهِ سَيْفٌ فِيهِ صَحِيفَةٌ مُعَلَّقَةٌ، فَقَالَ: وَاللهِ مَا عِنْدَنَا مِنْ كِتَابٍ يُقْرَأُ إِلَّا كِتَابُ اللهِ، وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ فَنَشَرَهَا، فَإِذَا فِيهَا أَسْنَانُ الإِبِلِ، وَإِذَا فِيهَا: «المَدِينَةُ حَرَمٌ مِنْ عَيْرٍ إِلَى كَذَا، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا»، وَإِذَا فِيهِ: «ذِمَّةُ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ، يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا»، وَإِذَا فِيهَا: «مَنْ وَالَى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا»

সহজ তরজমা

৬৮২৩. উমর ইবনে হাফস ইবনে গিয়াস রহ.... ইবরাহীম তায়মী রহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা বর্ণনা করেছেন যে, একবার আলী রাযি. পাকা ইটে নির্মিত একটি মিম্বরে আরোহণ করে আমাদের উদ্দেশ্যে খুতবা পাঠ করলেন। তার সঙ্গে একটি তরবারী ছিল, যাঁর মাঝে একটি সহীফা ঝুলন্ত ছিল। তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! আমাদের নিকট আল্লাহর কিতাব এবং যা এই সহীফাতে লিপিবদ্ধ আছে এ ছাড়া অন্য এমন কোন কিতাব নেই যা পাঠ করা যেতে পারে। তারপর তিনি তা খুললেন। তাতে উটের বয়স সম্পর্কে লেখা ছিল এবং লেখা ছিল যে, 'আয়র' (পবর্ত) থেকে অমুক স্থান পর্যন্ত মদীনা হারাম (পবিত্র এলাকা) বলে বিবেচিত হবে। যে কেউ এখানে কোন অন্যায় করবে তার উপর আল্লাহ, ফেরেশতাকুল ও সমস্ত মানব সম্প্রদায়ের অভিসম্পাত। আর আল্লাহ তা'আলা তার ফরয ও নফল কোন ইবাদতই কবুল করবেন না। এবং তাতে আরও ছিল যে, এখানকার সকল মুসলমানের নিরাপত্তা একই পর্যায়ের। একজন নিম্ন পর্যায়ের ব্যক্তিও (অন্য কাউকে) নিরাপত্তা প্রদান করতে পারবে। যদি কোন ব্যক্তি অপর একজন মুসলমানের প্রদত্ত নিরাপত্তাকে লংঘন করে, তাহলে তার উপর আল্লাহর, ফেরেশতাকূলের ও সমস্ত মানব সম্প্রদায়ের লানত (অভিসম্পাত)। আল্লাহ তা'আলা তার ফরয ও নফল কোন ইবাদতই কবুল করবেন না। তাতে আরও ছিল, যদি কোন ব্যক্তি তার (আযাদকারী) মনিবের অনুমতি ছাড়া অন্য কাউকে নিজের (গোলাম থাকাকালীন সময়ের) মনিব বলে উল্লেখ করে, তাহলে তার উপর আল্লাহ, ফেরেশতাকূলের ও সমস্ত মানব সম্প্রদায়ের অভিসম্পাত। আর আল্লাহ্ তা'আলা তার ফরয, নফল কোন ইবাদতই গ্রহণ করবেন না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল :

১. তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সম্পর্ক হযরত আলী রাযি. এর কথা থেকে চয়ন করা হয়েছে। কারণ তিনি যারা কথার ক্ষেত্রে বেশী বাড়াবাড়ি করে তাদের ভর্ৎসনা করেছেন। যেমন তর্কবীদগণ। তারা কথাকে ধূলোধূনো করেন। আর হযরত আলী রাযি. এর এই কথা কুরআন সুন্নাহর একাদিক স্থানে রয়েছে। (উমদাতুল কারী)

২. আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী রহ. ফাতহুল বারীতে উল্লেখ করেছেন যে যারা দীনের মধ্যে নতুন নতুন বিষয় সৃষ্টি করে তাদের কে লা'নত করা হয়েছে। উক্ত হাদীসে যদিও নির্দিষ্ট স্থান তথা মদীনার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু মৌলিকভাবে কোন স্থান নির্দিষ্ট নয়, বরং যেখানেই যেভাবেই দীনের ব্যাপারে নতুন বিষয়ের আবিস্কার করে তাদের প্রতি লা'নত। কতক মুহাদ্দিসগণও উক্ত সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৮৪ পৃ: । পূর্বে : ২৫১, ৪৫০, ৪৫১, ১০০০ পৃ: ।

তাশরীহ : এই হাদীস শরীফে বেদআতের ক্ষেত্রে মদিনা শরীফ এর قيد রয়েছে। এই قيد দ্বারা মদীনা শরীফের গুরুত্ব.ও বড়ত্ব প্রকাশ করাই উদ্দেশ্য। কেননা,বেদআতের হুকুম আম (ব্যাপক) শুধু মদিনা নয় পৃথীবির যে কোন স্থানে যে কোন ব্যক্তি বেদআত চালু করবে,তার উপরই আল্লাহ তাআলার এবং ফেরেশ্‌তাগণের অভিশম্পাত বর্ষিত হবে। যেমন - সহীহ হাদীসে ব্যাপকভাবে হুকুম বর্ণিত রয়েছে যে,

من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد او كما قال عليه الصلوة والسلام

والصحيفة অর্থ হলো-লিখিত কাগজ।

মদীনা মুনাওয়ারাঃ মদীনা মুনাওয়ারা মক্কা মোকাররামার মতোই হারাম কিনা? এব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারী ১ম খন্ড, ৪৫০ পৃ: দেখুন।

. حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: صَنَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا تَرَخَّصَ فِيهِ، وَتَنَزَّهَ عَنْهُ قَوْمٌ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: «مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَتَنَزَّهُونَ عَنِ الشَّيْءِ أَصْنَعُهُ، فَوَاللهِ إِنِّي أَعْلَمُهُمْ بِاللهِ وَأَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً»

সহজ তরজমা

৬৮২৪. উমর ইবনে হাফ্স রহ... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে একটি কাজ করলেন এবং তাতে তিনি অবকাশ দিলেন। তবে কিছু লোক এর থেকে বিরত রইল। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে এ সংবাদ পৌছল। তিনি আল্লাহর হামদ ও ছানা পাঠ করলেন, তারপর বললেন : লোকদের কি হল যে, তারা এমন কাজ করতে বিরত থাকে যা আমি নিজে করি। আল্লাহর কসম! আমি আল্লাহ্ সম্পর্কে তাদের থেকে অধিক জানি এবং আমি তাদের তুলনায় আল্লাহকে অধিক ভয় করি।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের ১ম অংশের সাথে হাদীসের تَرَخَّصَ فِيهِ، وَتَنَزَّهَ عَنْهُ قَوْمٌ এঅংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে। কেননা, রাসূল ﷺ যে বিষয়ে রুখসত দিয়েছেন সে বিষয়েকে এড়িয়ে চলাই تعمق (বাড়াবাড়ি)।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৮৪ পৃ: । পূর্বে : ৯০১ পৃ : ।

তাশরীহ : الداودی رح বলেন,শরীয়ত প্রণেতা যে বিষয়ে রুখসত দিয়েছেন সে বিষয় থেকে বেচে থাকা বা এড়িয়ে চলা বড় অন্যায়। কেননা,সে নিজেকে রাসূল ﷺ থেকেও বড় মুত্তাকী ভেবেছে যা নাস্তিকতা তূল্য।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: كَادَ الخَيِّرَانِ أَنْ يَهْلِكَا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، لَمَّا قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفْدُ بَنِي تَمِيمٍ، أَشَارَ أَحَدُهُمَا بِالأَقْرَعِ بْنِ حَابِسٍ التَّمِيمِيِّ الحَنْظَلِيِّ أَخِي بَنِي مُجَاشِعٍ، وَأَشَارَ الآخَرُ بِغَيْرِهِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ لِعُمَرَ: إِنَّمَا أَرَدْتَ خِلاَفِي، فَقَالَ عُمَرُ: مَا أَرَدْتُ خِلاَفَكَ، فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَزَلَتْ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ} [الحجرات: ٢] إِلَى قَوْلِهِ {عَظِيمٌ} [الحجرات: ٣]، قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ، فَكَانَ عُمَرُ بَعْدُ، وَلَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ عَنْ أَبِيهِ يَعْنِي أَبَا بَكْرٍ، إِذَا حَدَّثَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَدِيثٍ حَدَّثَهُ كَأَخِي السِّرَارِ لَمْ يُسْمِعْهُ حَتَّى يَسْتَفْهِمَهُ

সহজ তরজমা

৬৮২৫. মুহাম্মদ ইবনে মুকাতিল রহ... ইবনে আবী মুলায়কা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দুইজন অতি ভাল লোক ধ্বংসের কাছাকাছি পৌছে গিয়েছিলেন। তাঁরা হলেন আবূ বকর রাযি. ও উমর রাযি.। বনী তামীমের প্রতিনিধি দল যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে আসল, তখন তাদের একজন [উমর রাযি.] আকরা ইবনে হাবিস হানযালী নামে বনী মুজাশে গোত্রের ভ্রাতা জনৈক ব্যক্তির দিকে ইশারা করলেন, অপরজন [আবূ বকর রাযি..] অন্য আর একজনের প্রতি ইশারা করলেন। এতে আবূ বকর রাযি. উমর রাযি. কে বললেন, আপনার ইচ্ছা হল আমার বিরোধিতা করা। উমর রাযি. বললেন, আমি আপনার বিরোধিতার ইচ্ছা করিনি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সামনে তাদের দু'জনেরই আওয়াজ বুলন্দ হয়ে যায়। ফলে (নিম্নোক্ত আয়াতটি) নাযিল হয় : হে মু'মিনগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর নিজেদের কণ্ঠস্বর উঁচু করবে না.... (৪৯ : ২)। ইবনে আবূ মূলায়কা বলেন, ইবনে যুবায়র রাযি. বর্ণনা করেন যে, এরপরে উমর রাযি. যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে কোন কথা বলতেন, তখন গোপন বিষয়ের আলাপকারীর ন্যায় চুপে চুপে বলতেন, এমন কি তা শোনা যেত না, যতক্ষণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার থেকে পুনরায় জিজ্ঞাসা না করতেন। এ হাদীসের রাবী ইবনে যুবায়র তাঁর পিতা অর্থাৎ নানা আবূ বকর রাযি. থেকে উল্লেখ করেননি।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের দ্বিতীয় অংশ وَالتَّنَازُعِ فِي العِلْمِ এর সাথে হাদীসের فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا এর অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

অর্থাৎ হযরত আবু বকর রাযি.ও হযরত ওমর রাযি.তারা দুজন বনী তামীমের আমীর নিযুক্তের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন দুই ব্যক্তির নাম প্রস্তাব করেছিলেন। এবং উভয়েই নিজ নিজ প্রস্তাবিত ব্যক্তিকে আমীর নিযুক্ত করার জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে দাবী তুলেছিলেন আর তখন তাদের আওয়ায উচু হয়ে গিয়েছিল। এটাই التنازع في العلم

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৮৪-১০৮৫ পৃ:। পূর্বে : ৬২৬ (কিতাবুল মাগাযী) ৭৯৮ (কিতাবুত তাফসীর)।

ফায়দা : বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারী -(কিতাবুল মাগাযী) ৪৪১-৪৪২ পৃ: দেখুন।

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أُمِّ المُؤْمِنِينَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي مَرَضِهِ: «مُرُوا أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ» . قَالَتْ عَائِشَةُ: قُلْتُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ البُكَاءِ، فَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ، فَقَالَ: «مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ» . فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ: قُولِي إِنَّ أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ البُكَاءِ، فَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ، فَفَعَلَتْ حَفْصَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّكُنَّ لَأَنْتُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ، مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ» . فَقَالَتْ حَفْصَةُ لِعَائِشَةَ: مَا كُنْتُ لِأُصِيبَ مِنْكِ خَيْرًا

সহজ তরজমা

৬৮২৬. ইসমাঈল রহ... উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর অসুস্থতার সময় বললেন : তোমরা আবূ বকরকে বল, লোকদের নিয়ে যেন সালাত আদায় করে নেন। আয়েশা রাযি. বলেন, আমি বললাম যে, আবু বকর রাযি. যদি আপনার স্থানে দাঁড়ান তাহলে কান্নার কারনে মানুষকে তার আওয়াজ শোনাতে পারবেন না। সুতরাং আপনি উমর রাযি. কে নির্দেশ দিন, তিনি যেন লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করেন। তিনি পুনরায় বললেন, তোমরা আবু বকরকে বল, যেন তিনি লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করেন। আয়েশা রাযি. বলেন, আমি হাফসা রাযি.-কে বললাম, তুমি বল যে, আবূ বকর আপনার জায়গায় দাঁড়ালে কান্নার কারণে লোকদের তার আওয়াজ শোনাতে পারবেন না। সুতরাং আপনি উমর রাযি.-কে নির্দেশ দিন। তিনি যেন লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করেন। হাফসা রাযি. তাই করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমরা তো ইউসুফ আ-এর (বিভ্রান্তকারিণী) মহিলাদের ন্যায়। আবূ বকরকে বল, তিনি যেন লোকদের নিয়ে নামায আদায় করেন। হাফসা রাযি. আয়েশা রাযি.-কে বললেন, আমি আপনার কাছ থেকে কখনই কিছু পাওয়ার মত নই।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল এভাবে যে, এতে বিতর্কের কথা বর্ণিত হয়েছে, যা বাড়াবাড়ির শামিল।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৮৪ পৃ:।

• حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي ذِئْبٍ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، قَالَ: جَاءَ عُوَيْمِرٌ العَجْلاَنِيُّ، إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ، فَقَالَ: أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَيَقْتُلُهُ، أَتَقْتُلُونَهُ بِهِ، سَلْ لِي يَا عَاصِمُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَهُ، فَكَرِهَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَسَائِلَ، وَعَابَهَا، فَرَجَعَ عَاصِمٌ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَرِهَ المَسَائِلَ، فَقَالَ عُوَيْمِرٌ: وَاللَّهِ لَآتِيَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَ وَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى القُرْآنَ خَلْفَ عَاصِمٍ، فَقَالَ لَهُ: «قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ فِيكُمْ قُرْآنًا» فَدَعَا بِهِمَا، فَتَقَدَّمَا، فَتَلاَعَنَا، ثُمَّ قَالَ عُوَيْمِرٌ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ أَمْسَكْتُهَا، فَفَارَقَهَا وَلَمْ يَأْمُرْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفِرَاقِهَا، فَجَرَتِ السُّنَّةُ فِي المُتَلاَعِنَيْنِ، وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «انْظُرُوهَا، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَحْمَرَ قَصِيرًا مِثْلَ وَحَرَةٍ، فَلاَ أُرَاهُ إِلَّا قَدْ كَذَبَ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْحَمَ أَعْيَنَ ذَا أَلْيَتَيْنِ، فَلاَ أَحْسِبُ إِلَّا قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا» فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى الأَمْرِ المَكْرُوهِ

সহজ তরজমা

৬৮২৭. আদাম রহ.... সাহল ইবনে সাদ সাঈদী রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উওয়ায়মির রাযি. আসিম ইবনে আদীর কাছে এসে বলল, আচ্ছা বলুন তো, যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে অন্য কাউকে পায় এবং তাকে হত্যা করে ফেলে, তাহলে এর জন্য (কিসাস হিসাবে) আপনারা কি তাকে হত্যা করবেন? হে আসিম! আপনি আমার জন্য এ বিষয়টি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে জিজ্ঞাসা করুন। তিনি জিজ্ঞাসা করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ এহেন বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করাকে অপছন্দ করলেন এবং দূষণীয় মনে করলেন। আসিম রাযি. ফিরে এসে তাকে জানাল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিষয়টিকে খারাপ মনে করেছেন। উওয়ায়মির রাযি. বললেন, আল্লাহর কসম! আমি নিজেই রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট যাব। তারপর তিনি আসলেন। আসিম রাযি. চলে যাওয়ার পরেই আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন নাযিল করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন : তোমাদের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনের আয়াত নাযিল করেছেন। তিনি তাদের দু'জনকেই (সে ও তার স্ত্রী) ডাকলেন। তারা উপস্থিত হল এবং 'লি'আন' করল। তারপর উওয়ায়মির রাযি. বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি আমি তাকে আটকিয়ে রাখি তাহলে তো আমি তার উপর মিথ্যারোপ করেছি, এ বলে তিনি তার সাথে বিবাহ বন্ধনকে ছিন্ন করলেন। অবশ্য রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করতে বলেননি। পরে 'লি'আন' কারীদের মাঝে (বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করার) এ প্রথাই প্রচলিত হয়ে পড়ে। রাসূলুল্লাহ ﷺ (মহিলাটি সম্পর্কে) বললেন : একে লক্ষ্য রেখ, যদি সে খাটো ওয়াহারার (এক জাতীয় পোকা) ন্যায় লালচে সন্তান প্রসব করে, তাহলে আমি মনে করব উওয়ায়মির মিথ্যাই বলেছে। আর যদি সে কাল চোখবিশিষ্ট ও অপেক্ষাকৃত বৃহৎ নিতম্বধারী সন্তান প্রসব করে, তাহলে মনে করব উওয়ায়মির তার সম্পর্কে সত্যই বলেছে। পরে সে অবাঞ্ছিত সন্তানই প্রসব করে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের ১ম অংশের মাধ্যমে মিল রয়েছে। কেননা, উওয়াইমির লজ্জাজনক প্রশ্ন করেছিলেন তাই রাসূল ﷺ তার প্রশ্নকে অপছন্দ করলেন এবং তা নিন্দনীয় মনে করলেন।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৮৫ পৃ:। পূর্বে : ৬০, ৬৯৪, ৬৯৫, ৭৯১, ৭৯৯, ৮০০,৯০১৩, ১০৬২ পৃষ্টা।

তাশরীহ : লিআ'ন এর অর্থ এবং এর বিধানাবলী বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারী - ৯ম খন্ড,৪৪১-৪৪৬ পৃ: দেখুন।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَوْسٍ النَّصْرِيُّ، وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ذَكَرَ لِي ذِكْرًا مِنْ ذٰلِكَ. فَدَخَلْتُ عَلَى مَالِكٍ فَسَأَلْتُهُ. فَقَالَ: انْطَلَقْتُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى عُمَرَ أَتَاهُ حَاجِبُهُ يَرْفَا. فَقَالَ: هَلْ لَكَ فِي عُثْمَانَ، وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ، وَالزُّبَيْرِ، وَسَعْدٍ يَسْتَأْذِنُونَ. قَالَ: نَعَمْ. فَدَخَلُوا فَسَلَّمُوا وَجَلَسُوا. فَقَالَ: هَلْ لَكَ فِي عَلِيٍّ، وَعَبَّاسٍ، فَأَذِنَ لَهُمَا. قَالَ الْعَبَّاسُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، اقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ الظَّالِمِ اسْتَبَّا. فَقَالَ الرَّهْطُ: عُثْمَانُ وَأَصْحَابُهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اقْضِ بَيْنَهُمَا، وَأَرِحْ أَحَدَهُمَا مِنَ الآخَرِ. فَقَالَ: اتَّئِدُوا. أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ. هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لاَ نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ» يُرِيدُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْسَهُ؟ قَالَ الرَّهْطُ: قَدْ قَالَ ذٰلِكَ. فَأَقْبَلَ عُمَرُ عَلَى عَلِيٍّ، وَعَبَّاسٍ فَقَالَ: أَنْشُدُكُمَا بِاللهِ هَلْ تَعْلَمَانِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذٰلِكَ؟ قَالاَ: نَعَمْ. قَالَ عُمَرُ: فَإِنِّي مُحَدِّثُكُمْ عَنْ هٰذَا الأَمْرِ، إِنَّ اللهَ كَانَ خَصَّ رَسُولَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي

هٰذَا المَالِ بِشَيْءٍ لَمْ يُعْطِهِ أَحَدًا غَيْرَهُ. فَإِنَّ اللهَ يَقُولُ: { مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ } [الحشر: ٦] الآيَةَ. فَكَانَتْ هٰذِهِ خَالِصَةً لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ثُمَّ وَاللهِ مَا احْتَازَهَا دُونَكُمْ، وَلاَ اسْتَأْثَرَ بِهَا عَلَيْكُمْ، وَقَدْ أَعْطَاكُمُوهَا وَبَثَّهَا فِيكُمْ حَتَّى بَقِيَ مِنْهَا هٰذَا المَالُ. وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهِمْ مِنْ هٰذَا المَالِ. ثُمَّ يَأْخُذُ مَا بَقِيَ فَيَجْعَلُهُ مَجْعَلَ مَالِ اللهِ. فَعَمِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذٰلِكَ حَيَاتَهُ، أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ: هَلْ تَعْلَمُونَ ذٰلِكَ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ. ثُمَّ قَالَ لِعَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ: أَنْشُدُكُمَا اللهَ. هَلْ تَعْلَمَانِ ذٰلِكَ؟ قَالاَ: نَعَمْ. ثُمَّ تَوَفَّى اللهُ نَبِيَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَبَضَهَا أَبُو بَكْرٍ فَعَمِلَ فِيهَا بِمَا عَمِلَ فِيهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَأَنْتُمَا حِينَئِذٍ وَأَقْبَلَ عَلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ تَزْعُمَانِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ فِيهَا كَذَا. وَاللهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ فِيهَا صَادِقٌ بَارٌّ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ. ثُمَّ تَوَفَّى اللهُ أَبَا بَكْرٍ. فَقُلْتُ: أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ. فَقَبَضْتُهَا سَنَتَيْنِ أَعْمَلُ فِيهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ. ثُمَّ جِئْتُمَانِي وَكَلِمَتُكُمَا عَلَى كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ. وَأَمْرُكُمَا جَمِيعٌ. جِئْتَنِي تَسْأَلُنِي نَصِيبَكَ مِنَ ابْنِ أَخِيكَ. وَأَتَانِي هٰذَا يَسْأَلُنِي نَصِيبَ امْرَأَتِهِ مِنْ أَبِيهَا. فَقُلْتُ: إِنْ شِئْتُمَا دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا عَلَى أَنَّ عَلَيْكُمَا عَهْدَ اللهِ وَمِيثَاقَهُ. لَتَعْمَلاَنِ فِيهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَبِمَا عَمِلَ فِيهَا أَبُو بَكْرٍ. وَبِمَا عَمِلْتُ فِيهَا مُنْذُ وَلِيتُهَا. وَإِلَّا فَلاَ تُكَلِّمَانِي فِيهَا. فَقُلْتُمَا: ادْفَعْهَا إِلَيْنَا بِذٰلِكَ. فَدَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا بِذٰلِكَ. أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ. هَلْ دَفَعْتُهَا إِلَيْهِمَا بِذٰلِكَ؟ قَالَ الرَّهْطُ: نَعَمْ. فَأَقْبَلَ عَلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ. فَقَالَ: أَنْشُدُكُمَا بِاللهِ. هَلْ دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا بِذٰلِكَ؟ قَالاَ: نَعَمْ. قَالَ: أَفَتَلْتَمِسَانِ مِنِّي قَضَاءً غَيْرَ ذٰلِكَ. فَوَالَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ. لاَ أَقْضِي فِيهَا قَضَاءً غَيْرَ ذٰلِكَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ. فَإِنْ عَجَزْتُمَا عَنْهَا فَادْفَعَاهَا إِلَيَّ. فَأَنَا أَكْفِيكُمَاهَا

সহজ তরজমা

৬৮২৮. আবদুল্লাহ ইবনে ইউসুফ রহ... ইবনে শিহাব রহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মালিক ইবনে আওস নাযরী রহ আমাকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। অবশ্য মুহাম্মদ ইবনে জুবায়র ইবনে মুতঈম এ সম্পর্কে কিছু কথা বলেছিলেন। পরে আমি মালিকের নিকট যাই এবং তাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তখন তিনি বললেন, আমি উমর রাযি. এর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে তাঁর দরবারে উপস্থিত হলাম। এমন সময় তাঁর দ্বাররক্ষক ইয়ারফা এসে বলল, উসমান, আবদুর রহমান, যুবাইর এবং সা'দ রাযি. আসতে চাচ্ছেন। আপনার পক্ষ থেকে অনুমতি আছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তারপর তাঁরা প্রবেশ করলেন এবং সালাম দিয়ে আসন গ্রহণ করলেন। দ্বাররক্ষক (পুনরায় এসে) বলল, আলী এবং আব্বাসের ব্যাপারে আপনার অনুমতি আছে কি? তিনি তাদের উভয়কে অনুমতি দিলেন। আব্বাস রাযি. এসে বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আমার ও সীমালংঘনকারীর মাঝে ফায়সালা করে দিন। এবং তারা পরস্পরে গালমন্দ করলেন। তখন দলটি বললেন, অর্থাৎ উসমান ও তাঁর সঙ্গীরা, হে আমীরুল মু'মিনীন! এ দু'জনের মাঝে ফায়সালা করে দিয়ে একজনকে অপরজন থেকে শান্তি দিন। উমর রাযি. বললেন, অপনারা একটু ধৈর্য ধরুন। আমি আপনাদেরকে সেই আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি যার হুকুমে

আসমান ও যমীন স্বস্থানে বিদ্যমান, আপনারা কি এ কথা জানেন? যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন : আমাদের সম্পদ উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বন্টন হয় না, আমরা যা রেখে যাই তা সাদাকা হিসাবে গণ্য হয়। এ কথা দ্বারা রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেকেই উদ্দেশ্য করেছিলেন। (আগত) দলের সকলেই বললেন, হ্যাঁ তিনি এ কথা বলেছিলেন। তারপর উমর রাযি. ও আব্বাস রাযি.-এর দিকে ফিরে বলেন, অপনাদের দু'জনকে আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি, আপনারা কি জানেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ কথা বলেছিলেন? তাঁরা দু'জনেই বললেন, হ্যাঁ। উমর রাযি. বললেন, আমি আপনাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ তা'আলা এই সম্পদের একাংশ তাঁর রাসূল ﷺ এর জন্য নির্ধারিত করে দিয়েছিলেন, অপর কারো জন্য দেওয়া হয়নি। এ মর্মে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন : আল্লাহ্ ইহুদীদের কাছ থেকে তাঁর রাসূলকে যে ফায় দিয়েছেন তার জন্য তোমরা ঘোড়া কিংবা উটে আরোহণ করে যুদ্ধ করনি... (৫৯ : ৬)। সুতরাং এ সম্পদ একমাত্র রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জন্যই নির্দিষ্ট ছিল। তারপর আল্লাহর কসম! তিনি আপনাদেরকে বাদ দিয়ে এককভাবে নিজের জন্য তা সঞ্চিত করে রাখেননি, কিংবা এককভাবে আপনাদেরকে দিয়ে দেননি। বরং তিনি আপনাদের সকলকেই তা থেকে প্রদান করেছেন এবং সকলের মাঝে বন্টন করে দিয়েছেন। অবশেষে তা থেকে এই পরিমাণ সম্পদ অবশিষ্ট রয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ এই সম্পদ থেকে তাঁর পরিবার-পরিজনের জন্য তাদের বছরের খরচ দিতেন। এরপর যা অবশিষ্ট থাকত তা আল্লাহর মাল যে পথে ব্যয় হয় সে পথে ব্যয়ের জন্য রেখে দিতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর জীবদ্দশায় এরূপ করতেন। আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি! আপনারা কি এ সম্পর্কে অবগত আছেন? সকলেই বললেন, হ্যাঁ। তারপর আলী রাযি. ও আব্বাস রাযি. কে লক্ষ্য করে বললেন, আল্লাহর কসম দিয়ে আপনাদের দু'জনকে জিজ্ঞাসা করছি। আপনারা কি এ সম্পর্কে জানেন? তারা দু'জনেই বললেন, হ্যাঁ। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবী ﷺ -কে ওফাত দান করলেন। তখন আবূ বকর রাযি. বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর স্থলাভিষিক্ত। অতএব তিনি সে সম্পদ অধিগ্রহণ করলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ যে খাতে এ সম্পদ খরচ করতেন তিনিও হুবহু সেভাবেই খরচ করতেন। আপনারা তখন ছিলেন। তারপর আলী রাযি. ও আব্বাস রাযি. এর দিকে ফিরে বললেন, আপনারা দু'জন তখনও মনে করতেন যে, আবূ বকর রাযি. এ ব্যাপারে এরূপ ছিলেন। আল্লাহ জানেন তিনিও এব্যাপারে সত্যবাদী, সৎপরায়ণ, ন্যায়নিষ্ঠ ও হক্কের অনুসারী ছিলেন। তারপর আল্লাহ তা'আলা আবূ বকর রাযি.কেও ওফাত দিলেন। তখন আমি বললাম, এখন আমি আবূ বকর ও রাসূলুল্লাহ ﷺ এর স্থলাভিষিক্ত। সুতরাং দু'বছর আমি তা আমার তত্ত্বাবধানে রাখলাম এবং আবু বকর রাযি. ও রাসূলুল্লাহ ﷺ তা যে খাতে ব্যয় করতেন, আমিও অনুরূপ করতে লাগলাম। তারপর আপনারা দু'জন আমার কাছে এলেন। আপনাদের দু'জনের একই কথা ছিল, দাবিও ছিল অভিন্ন। আপনি এসেছিলেন স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র থেকে নিজের অংশ আদায় করে নেওয়ার দাবি নিয়ে, আর ইনি (আলী) এসেছিলেন তাঁর স্ত্রীর পৈতৃক সূত্রে প্রাপ্ত অংশ আদায় করে নেওয়ার দাবি নিয়ে । আমি বললাম যদি আপনারা চান তাহলে আমি আপনাদেরকে তা দিয়ে দিতে পারি, তবে এ শর্তে যে, আপনারা আল্লাহর নামে এই অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হবেন যে, এ সম্পদ রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আবূ বকর রাযি. যে ভাবে ব্যয় করতেন এবং আমি এর দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর যেভাবে তা ব্যয় করেছি, আপনারাও অনুরূপভাবে ব্যয় করবেন। তখন আপনারা দু'জনে বলেছিলেন, এ শর্তেই আপনি তা আমাদের হাতে অর্পণ করুন। ফলে আমি তা আপনাদের কাছে সোপর্দ করে দিয়েছিলাম। আল্লাহর কসম দিয়ে আপনাদেরকে জিজ্ঞাসা করছি! আমি কি সেই শর্তের উপর এদের কাছে সে সম্পদ দিয় দেইনি? সকলেই বলল, হ্যাঁ। তখন তিনি আলী রাযি. ও আব্বাস রাযি. এর দিকে ফিরে বললেন, আল্লাহর কসম দিয়ে আপনাদের দু'জনকে জিজ্ঞাসা করছি! আমি কি ঐ শর্তে আপনাদেরকে সে সম্পদ দিয়ে দেইনি? তাঁরা দু'জন বললেন, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, আপনারা কি আমার কাছ থেকে এর ভিন্ন কোন মিমাংসা পেতে চান? সে সত্তার কসম করে বলছি, যাঁর নির্দেশে আকাশ ও যমীন স্বস্থানে বিদ্যমান, কিয়ামতের পূর্বে আমি এ ব্যাপারে নতুন কোন মিমাংসা করব না। যদি আপনারা এর তত্ত্বাবধানে অক্ষম হন, তাহলে তা আমার নিকট ফিরিয়ে দিন। আপনাদের দু'জনের স্থলে আমি একাই এর তত্ত্বাবধানের জন্য যথেষ্ট।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের ১ম অংশের সাথে হাদীসের মিল রয়েছে। কেননা,হযরত ওমর রাযি.এর দরবারে হযরত আলী রাযি.ও হযরত আব্বাস রাযি.এর পরস্পর ঝগড়া দীর্ঘ ও কঠিন হয়ে গিয়েছিল। আর এটা এক প্রকার বাড়াবড়ি। আপনি হযরত উসমান রাযি. ও তার সঙ্গী সাথীদের কথার প্রতি লক্ষ্য করুন যে, তারা বলেছিলেন, হে আমীরুল মু'মীনিন! আপনি তাদের দুনোজনের মাঝে ফায়সালা করে দিন এবং একজনকে আরেকজন থেকে মুক্তি দিন।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৮৫-১০৮৫৫ পৃঃ। পূর্বে : ৪০৭, ৪৩৫-৪৩৬, ৫৭৫, ৭২৫, ৮০৬, ৯৯৬ পৃঃ।

তাশরীহ : বিস্তারিত জানার জন্য - নাসরুল বারী -৮ম খন্ড,(কিতাবুল মাগাযী) ৩০২, পৃঃ দেখুন।

بَابُ إِثْمِ مَنْ آوَى مُحْدِثًا

৩৮৪১. অনুচ্ছেদ : বিদআত-এর প্রবর্তকদের আশ্রয়দানকারীর অপরাধ।

رَوَاهُ عَلِيٌّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

আলী রাযি. নবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এ মর্মে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন

• حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ. حَدَّثَنَا عَاصِمٌ. قَالَ: قُلْتُ لِأَنَسٍ: أَحَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَدِينَةَ؟ قَالَ: «نَعَمْ. مَا بَيْنَ كَذَا إِلَى كَذَا. لَا يُقْطَعُ شَجَرُهَا. مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ». قَالَ عَاصِمٌ: فَأَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ أَنَسٍ أَنَّهُ قَالَ: «أَوْ آوَى مُحْدِثًا»

সহজ তরজমা

৬৮২৯. মূসা ইবনে ইসমাঈল রহ........আসিম রহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস রাযি.-কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি মদীনাকে হারাম (সংরক্ষিত এলাকা) হিসাবে ঘোষণা করেছিলেন। উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ, অমুক স্থান থেকে অমুক স্থান পর্যন্ত। এ এলাকার কোন গাছ কাটা যাবে না, আর যে ব্যক্তি এখানে বিদ্আত সৃষ্টি করবে। তার উপর আল্লাহ্ তা'আলা, ফেরেশতা ও সকল মানব সম্প্রদায়ের লানত। আসিম বলেন, আমাকে মূসা ইবনে আনাস বলেছেন, বর্ণনাকারী او اوى محدثا কিংবা বিদ্আত সৃষ্টিকারীকে আশ্রয় দেয় বলেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের শেষাংশের মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৮৬৫ পৃঃ। পূর্বে : (فضائل المدينة অধ্যায়) - ২৫১ পৃ :।

তাশরীহ : মদিনা শরীফও মক্কার মতোই হারাম না কি উভয়ের মাঝে পার্থক্য রয়েছে ? এব্যাপারে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন - মালেকীও শাফেয়ীদের মতে- মক্কা যেমন হারাম ততো কোন গাছ কর্তন করা কিংবা কোন শিকার করা কোনটিই জায়েয নেই। ঠিক মদিনারও একই হুকুম। তবে তাদের মতেও মদিনার হারাম এ ক্ষতিপূরণ নেই। কেননা,মদিনার হারাম হজ্জ কার্যক্রমের স্থান নয়,কিন্তু মক্কার হারাম এর বিপরীত। কেননা,মক্কার হারাম হজ্জ কার্যক্রমের স্থান।

হানাফীদের মতে মদীনার হারাম মক্কার মতো নয়। বরং গাছ কাটা,শিকার করা জায়েয। যদি জায়েয না তাহলে তো রাসূল ﷺ হিজরতের পূর্বের বছর বনী নাজ্জার এর বাগানের গাছ সমূহ কর্তন করাতেন না। তবে মদিনা অত্যন্ত সম্মানী স্থান তাই তার সৌন্দর্যকে অক্ষুণ রাখা উচিৎ,উজাড় এবং বিরান করা নিষেধ।

بَابُ مَا يُذْكَرُ مِنْ ذَمِّ الرَّأْيِ وَتَكَلُّفِ القِيَاسِ

৩৮৪২. অনুচ্ছেদ : মনগড়া মত ও ভিত্তিহীন কিয়াস নিন্দনীয়।

{وَلاَ تَقْفُ} [الإسراء:] «لاَ تَقُلْ» {مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ}

আর আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তার অনুসরণ করো না..... (১৭ : ৩৬)।

তাশরীহ : যে কিয়াস কিতাবুল্লাহ, সুন্নাতে রাসূল ﷺ এবং ইজমায়ে উম্মতে থেকে উদ্ভাবিত নয়,শুধু যুক্তির ঘোড়া দৌড়ানো নিন্দনীয়। যেমনটা আহলে বিদআত,মু'তাযিলা সহ বিভিন্ন ভ্রান্তদলগুলো করেছে।

• حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ تَلِيدٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شُرَيْحٍ، وَغَيْرُهُ عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ، قَالَ: حَجَّ عَلَيْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ لاَ يَنْزِعُ العِلْمَ بَعْدَ أَنْ أَعْطَاكُمُوهُ انْتِزَاعًا، وَلَكِنْ يَنْتَزِعُهُ مِنْهُمْ مَعَ قَبْضِ العُلَمَاءِ بِعِلْمِهِمْ، فَيَبْقَى نَاسٌ جُهَّالٌ، يُسْتَفْتَوْنَ فَيُفْتُونَ بِرَأْيِهِمْ، فَيُضِلُّونَ وَيَضِلُّونَ» . فَحَدَّثْتُ بِهِ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو حَجَّ بَعْدُ فَقَالَتْ: يَا ابْنَ أُخْتِي انْطَلِقْ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ فَاسْتَثْبِتْ لِي مِنْهُ الَّذِي حَدَّثْتَنِي عَنْهُ، فَجِئْتُهُ فَسَأَلْتُهُ فَحَدَّثَنِي بِهِ كَنَحْوِ مَا حَدَّثَنِي، فَأَتَيْتُ عَائِشَةَ فَأَخْبَرْتُهَا فَعَجِبَتْ فَقَالَتْ: وَاللَّهِ لَقَدْ حَفِظَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو

সহজ তরজমা

৬৮৩০. সাঈদ ইবনে তালীদ রহ..... উরওয়া রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাযি. আমারেদ এ দিক দিয়ে হজ্জে যাচ্ছিলেন। আমি শুনতে পেলাম, তিনি বলছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে যে ইলম দান করেছেন, তা হঠাৎ করে ছিনিয়ে নেবেন না বরং ইলমের বাহক উলামায়ে কিরামকে তাদের ইলমসহ ক্রমশ তুলে নেবেন। তখন শুধুমাত্র মূর্খ লোকেরা অবশিষ্ট থাকবে। তাদের কাছে ফাতওয়া চাওয়া হবে। তারা মনগড়া ফাতওয়া দেবে। ফলে নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে, অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করবে। উরওয়া রাযি. বলেন, আমি এ হাদীসটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর সহধর্মিণী আয়েশা রাযি.-কে বললাম। তারপর আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাযি. পুনরায় হজ্জ করতে এলেন। তখন আয়েশা রাযি. আমাকে বললেন, হে ভাগ্নে! তুমি আবদুল্লাহর কাছে যাও এবং তার থেকে যে হাদীসটি তুমি আমাকে বর্ণনা করেছিলে, তার সত্যাসত্য পুনরায় তাঁর নিকট থেকে যাচাই করে আস। আমি তাঁর নিকট গেলাম এবং জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি আমাকে ঠিক সে রূপই বর্ণনা করলেন, যেরূপ পূর্বে বর্ণনা করেছিলেন। আমি আয়েশা রাযি.-র কাছে ফিরে এসে এ কথা জানালাম। তিনি আশ্চর্য হয়ে গেলেন এবং বললেন, আলাহ্‌র কসম! আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাযি. ঠিকই স্মরণ রেখেছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের. فَيُفْتُونَ بِرَأْيِهِمْ এঅংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৮৫৬ পৃ: । পূর্বে : ২০ পৃ: । মুসলিম শরীফ : القدر অধ্যায়,তিরমিযি শরীফ : العلم অধ্যায়, আর ইবনে মাজাহ শরীফ : السنة অধ্যায়।

তাশরীহ : প্রশ্ন ও উত্তর সহ বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারী -১ম খন্ড,৪৫৮-৪৫৯ পৃ: দেখুন।

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا أَبُو حَمْزَةَ، سَمِعْتُ الأَعْمَشَ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا وَائِلٍ، هَلْ شَهِدْتَ صِفِّينَ؟ قَالَ: نَعَمْ فَسَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ، يَقُولُ ح وحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: قَالَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّهِمُوا رَأْيَكُمْ عَلَى دِينِكُمْ، لَقَدْ رَأَيْتُنِي يَوْمَ أَبِي جَنْدَلٍ، وَلَوْ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرُدَّ أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ لَرَدَدْتُهُ، وَمَا وَضَعْنَا سُيُوفَنَا عَلَى عَوَاتِقِنَا إِلَى أَمْرٍ يُفْظِعُنَا، إِلَّا أَسْهَلْنَ بِنَا إِلَى أَمْرٍ نَعْرِفُهُ، غَيْرَ هَذَا الأَمْرِ» ، قَالَ: وَقَالَ أَبُو وَائِلٍ «شَهِدْتُ صِفِّينَ وَبِئْسَتْ صِفُّونَ»

সহজ তরজমা

৬৮৩১. আবদান রহ.... আমাশ রহ বলেন। আমি আবূ ওয়ায়েলকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি সিফ্‌ফীনের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। মূসা ইবনে ইসমাঈল... সাহল ইবনে হুনায়ফ রাযি. বলেন, হে লোকেরা! দীনের ব্যাপারে তোমাদের মনগড়া মতামতকে নির্ভরযোগ্য মনে করো না। কেননা আবূ জান্দাল দিবসে (হুদায়বিয়ার দিবসে) আমার এমন মনে হচ্ছিল যে, যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সিদ্ধান্তকে প্রত্যাখ্যান করতে পারতাম, তাহলে অবশ্যই আমি তা প্রত্যাখ্যান করতাম। যে কোন ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির জন্য আমরা যখনই তরবারী কাঁধে ধারণ করেছি, তখনই তরবারী আমাদের কাঙ্খিত লক্ষ্যের দিকে পথ সুগম করে দিয়েছে। বর্তমান বিষয়টি স্বতন্ত্র। রাবী বলেন, আবূ ওয়ায়েল রাযি. বলেছেন, আমি সিফ্‌ফীনের যুদ্ধে শরীক ছিলাম; বড়ই মন্দ ছিল সিফ্‌ফীনের লড়াই।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের اتَّهِمُوا رَأْيَكُمْ عَلَى دِينِكُمْ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৮৫৬-১০৮৭ পৃ:।

তাশরীহ : বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারী -৮ম খন্ড,২২৬ পৃ: আবু জান্দাল রাযি.এর ঘটনা দেখুন।

তাহকীক : صفين : শব্দটির صاد (সোয়াদ) বর্ণে যের,فاء (ফা) বর্ণে তাশদীদ দিয়ে,ياء (ইয়া) বর্ণে সুকুন দিয়ে সবশেষে نون (নুন) সহ। এটি ফুরাতের কিনারায় শাম ও ইরাকের মধ্যবর্তী একটি বস্তীর নাম। আর صفين শব্দটি علميت ও تانيث এর কারণে গাইরে মুনসারিফ।

وَبِئْسَتْ صِفُّونَ অর্থাৎ সীফফীনে সংঘটি যুদ্ধ কতইনা মন্দ যুদ্ধ। আর এই শব্দের ই'রাব جمع এর ইরাবের মতোই। যেমন -আল্লাহ তাআলার বাণী- { كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ () وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ]

بَابُ مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْأَلُ مِمَّا لَمْ يُنْزَلْ عَلَيْهِ الوَحْيُ، فَيَقُولُ:

«لاَ أَدْرِي»، أَوْ لَمْ يُجِبْ حَتَّى يُنْزَلَ عَلَيْهِ الوَحْيُ، وَلَمْ يَقُلْ بِرَأْيٍ وَلاَ بِقِيَاسٍ

৩৮৪৩. অনুচ্ছেদ : ওহী অবতীর্ণ হয়নি এমন কোন বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলতেন: আমি জানি না কিংবা সে ব্যাপারে ওহী অবতীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত কোন জবাব দিতেন না এবং তিনি ব্যক্তিগত মতের উপর ভিত্তি করে কিংবা অনুমান করে কিছু বলতেন না।

لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ} [النساء: ١٠٥] وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرُّوحِ فَسَكَتَ حَتَّى نَزَلَتِ الآيَةُ

কেননা, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : আলাহ্ আপনাকে যা কিছু জানিয়ে দিয়েছেন তার দ্বারা (ফয়সালা করুন)। ইবনে মাসউদ রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে রূহ, সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে ওহী অবতীর্ণ হওয়া পর্যন্ত তিনি চুপ ছিলেন

তাশরীহ : ইমাম বুখারী রহ.এর এই তরজমাতুল বাবের উপর বুখারী শরীফের ভাষ্য-কারগণ কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। যেমন,হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ.লিখেন যে

,وقال الكرمانى فى قوله فى الترجمة لا ادرى' حزازة ليس فى الحديث ما يدل عليه ولم يثبت عنه ﷺ ذلك الخ (فتح البارى(........

حزازه অর্থ হলো : ক্রোধের মধ্যে কষ্টদায়ক কথা।

সারকথা হলো এই যে, অধিকাংশ শারেহ ইমাম বুখারী রহ.এর এই তরজমাতুল বাবের ব্যাপারে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে,যেমনটা-উপরে বর্ণিত হয়েছে।

বড়ই আশ্চর্যের বিষয় যে,ইমাম বুখারী রহ.তো এখানে পরিস্কার করে বলে দিয়েছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'রায়' এবং 'কিয়াস' দ্বারা কোন বিষয়ের সমাধান করেননি। অথচ এখান থেকে তিন বাব পরে- তথা ১০৮৮ পৃষ্ঠার প্রথম বাব হলো, باب من شبه اصلا معلوما باصل مبين الخ

যিনি একটি জ্ঞাত বিষয়কে অন্য আরেকটি সুস্পষ্ট বিষয় দ্বারা তাশবীহ দিয়েছেন। আর বিধান আল্লাহ তাআলা বর্ণনা করে দিয়েছেন, যাতে প্রশ্নকারী বুঝে নিতে পারে। এই বাবের অধীনে দুটি হাদীস উল্লেখ করেছেন। প্রত্যেক মুসান্নিফ রহ.এই দুই হাদীসে চিন্তা-গবেষণা করে বলেছেন যে,এটি কিয়াস।

তবে হ্যাঁ! একথা অস্বীকার করা যাবেনা যে, কিছূ বিষয়, কিছু ঘটনা এমনও রয়েছে যে সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, আমি জানিনা। তাছাড়া কোন কোন প্রশ্নের জবাবের ক্ষেত্রে তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নীরবতা অবলম্বন করতেন। পরবর্তীতে যখন ওহী আসত তখন জবাব বলে দিতেন। কিন্তু এটাও প্রমাণিত যে,কিছূ কিছু ক্ষেত্রে এমন রয়েছে যেখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিয়াসের মাধ্যমে হুকুম দিয়েছেন।

যেমন- এই বুখারী শরীফের 'কিতাবুল হজ্জে এমন একটি রেওয়ায়াত অতিবাহিত হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত আছে যে,জুহাইনা গোত্রের এক নারী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেদমতে হাজির হয়ে বলতে লাগলেন যে,আমার মাতা হজ্জ করার মান্নত করেছিলেন কিন্তু তিনি মান্নতকৃত হজ্জ আদায়ের পূর্বেই মারা গিয়াছেন। তাহলে এখন আমি কি তার পক্ষ্য থেকে হজ্জ আদায় করতে পারবো ? জবাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন তুমি তার পক্ষ থেকে হজ্জ করে নাও। রাসূল সা.তাকে আরো বললেন যে আচ্ছা বলতো যদি তোমার মায়ের উপর কারো ঋণ থাকতো তাহলে কি তুমি তা আদায় করতে? (জবাবে সে বলল অবশ্যই আমি তা আদায় করতাম) তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন তাহলে

আল্লাহ তাআলার ঋণ আদায় করো। হক আদায় করার ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলা সবচেয়ে বেশী উপযুক্ত। (বুখারী শরীফ - ১ম খন্ড,২৪৯ পৃ.নাসরুল বারী - ৫ম খন্ড ৪৩৯ পৃ) এরকম উদাহরণ স্বয়ং বুখারী শারীফে আরো রয়েছে (কিতাবুত তাফসীর) সূরা যিলযাল।

ইমাম বুখারী রহ.যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিয়াস না করার ক্ষেত্রে لتحكم بينهم بما اراك الله এই আয়াতে কারীমা দ্বারা দলীল পেশ করেছেন, তা সহীহ নয়। এই কারণে যে, এই আয়াতে কারীমার অর্থ হলো - আল্লাহ তাআলা যা আপনাকে বুঝিয়েছেন তা কিয়াস থেকেও আম (ব্যাপক)। ।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُنْكَدِرِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يَقُولُ: مَرِضْتُ فَجَاءَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ يَعُودُنِي وَأَبُو بَكْرٍ، وَهُمَا مَاشِيَانِ فَأَتَانِي وَقَدْ أُغْمِيَ عَلَيَّ، فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، ثُمَّ صَبَّ وَضُوءَهُ عَلَيَّ، فَأَفَقْتُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ فَقُلْتُ: أَيْ رَسُولَ اللهِ كَيْفَ أَقْضِي فِي مَالِي؟ كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي؟ قَالَ: فَمَا أَجَابَنِي بِشَيْءٍ حَتَّى نَزَلَتْ: «آيَةُ الْمِيرَاثِ»

সহজ তরজমা

৬৮৩২. আলী ইবনে আবদুল্লাহ রহ. ..... জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি অসুস্থ ছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আবূ বকর রাযি. আমাকে দেখতে এলেন। তাঁরা দুজনেই হেঁটে এসেছিলেন। তাঁরা যখন আমার কাছে আসলেন, তখন আমি বেহুঁশ অবস্থায় ছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওযূ করলেন এবং ওযূর পানি আমার উপর ঢেলে দিলেন। ফলে আমি হুঁশ ফিরে পেলাম। তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! বর্ণনাকারী সুফিয়ান কোন কোন সময় বলতেন হে আল্লাহর রাসূল, আমার সম্পদের ব্যাপারে কি ফায়সালা করব? আমার সম্পদগুলো কি করব? তিনি আমাকে কোন জবাব দিলেন না, অবশেষে মীরাসের আয়াত নাযিল হল।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের শেষাংশের মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৮৭ পৃ: পূর্বে : ৩২, ৬৫৮, ৮৪৬, ৮৪৭, ৯৯৫, ৯৯৮ পৃ.।

তাশরীহ : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন মুশকিল বিষয়ে নীরবতা অবলম্বন করেছেন,কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই স্বীয় উম্মতকে কিয়াস শিক্ষা দিয়েছেন। জমহুর উলামায়ে কেরাম,উলামায়ে ইসলাম সকলেই কিয়াস জায়েয হওয়ার ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেছেন। তবে শর্ত হলো যে,কিয়াসটা কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাত থেকে উদ্ভাবিত হতে হবে।

এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যে,শুধু আকল প্রসূত কিয়াস সহীহ নয়। কিন্তু উসূল অনুযায়ী কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাত থেকে উদ্ভাবিত কিয়াস সহীহ।

بَابُ تَعْلِيمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّتَهُ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ مِمَّا عَلَّمَهُ اللهُ. لَيْسَ بِرَأْيٍ وَلاَ تَمْثِيلٍ

৩৮৪৪. অনুচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নারী-পুরুষ নির্বিশেষে তাঁর উম্মতদেরকে সে বিষয়েরই শিক্ষা দিতেন , যা আল্লাহ্ তাঁকে শিখিয়ে দিতেন, ব্যক্তিগত মত বা দৃষ্টান্তের উপর ভিত্তি করে নয়।

তাশরীহ : উপরে বর্ণিত হয়েছে যে,আল্লাহ তাআলার শিখানো অর্থাৎ,ওহী আম (ব্যাপক) চাই তা পঠিত ওহী হোক বা অপঠিত ওহী হোক। যার মধ্যে ওহীয়ে মানামী,ওহীয়ে ইলহামী সবগুলো অর্ন্তভূক্ত।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الأَصْبَهَانِيِّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ذَكْوَانَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، ذَهَبَ الرِّجَالُ بِحَدِيثِكَ، فَاجْعَلْ لَنَا مِنْ نَفْسِكَ يَوْمًا نَأْتِيكَ فِيهِ تُعَلِّمُنَا مِمَّا عَلَّمَكَ اللهُ، فَقَالَ: «اجْتَمِعْنَ فِي يَوْمِ كَذَا وَكَذَا فِي مَكَانِ كَذَا وَكَذَا»، فَاجْتَمَعْنَ، فَأَتَاهُنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَعَلَّمَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَهُ اللهُ، ثُمَّ قَالَ: «مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تُقَدِّمُ بَيْنَ يَدَيْهَا مِنْ وَلَدِهَا ثَلاَثَةً، إِلَّا كَانَ لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ» . فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَوِ اثْنَيْنِ؟ قَالَ: فَأَعَادَتْهَا مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: «وَاثْنَيْنِ وَاثْنَيْنِ وَاثْنَيْنِ»

সহজ তরজমা

৬৮৩৩. মুসাদ্দাদ রহ.......আবূ সাঈদ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈকা মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার হাদীস তো কেবলমাত্র পুরুষ শুনতে পায়। সুতরাং আপনার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য একটি দিন নিদির্ষ্ট করে দিন, যে দিন আমরা আপনার নিকট আসব, আল্লাহ আপনাকে যা কিছু শিক্ষা দিয়েছেন তা থেকে আপনি আমাদের শিক্ষা দেবেন। তিনি বললেন : তোমরা অমুক অমুক দিন অমুক অমুক স্থানে সমবেত হবে।তারপর (নির্দিষ্ট দিনে) তাঁরা সমবেত হলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের কাছে এলেন এবং আল্লাহ তাঁকে যা কিছু শিক্ষা দিয়েছেন তা থেকে তাদের শিক্ষা দিলেন। এবং বললেন : তেমাদের কেউ যদি সন্তানদের থেকে তিনটি সন্তান আগে পাঠিয়ে দেয় (মৃত্যুবরণ করে) তাহলে এ সন্তানরা তার জন্য জাহান্নামের পথে অন্তরায় হয়ে যাবে। তাদের মাঝ থেকে একজন মহিলা জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি দু'জন হয়? বর্ণনাকারী বলেন, মহিলা কথাটি পরপর দুইবার জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি দু'জন হয়? তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : দু'জন হলেও, দু'জন হলেও, দু'জন হলেও।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের إِلَّا كَانَ لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ» এঅংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে। কেননা,এটা امر توقيفى আল্লাহ তাআলার জানানো ব্যতিত কেউ জানতে পারবে না। এটা কোন মনগড়া বা কিয়াস নয়।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৮৭ পৃ:পূর্বে : ২০, ২১০ ১৬৭ পৃ:।

তাশরীহ : বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারী ১ম খন্ড,৪৬০, ৪৬১ পৃ:। তাছাড়া নাসরুল বারী ৪র্থ খন্ড,৪৪৩ পৃ: দেখুন।

بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي

ظَاهِرِينَ عَلَى الحَقِّ» يُقَاتِلُونَ وَهُمْ أَهْلُ العِلْمِ "

৩৮৪৫. অনুচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বাণী : আমার উম্মতের মাঝে এক জামাআত সর্বদাই হকের উপর বিজয়ী থাকবেন। আর তাঁরা হলেন আহলে ইলম (দীনি ইলমে বিশেষজ্ঞ)

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا يَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ، حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ»

সহজ তরজমা

৬৮৩৪. উবায়দুল্লাহ্ ইবনে মূসা রহ.......মুগীরা ইবনে শুবা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : আল্লাহর হুকুম অর্থাৎ কিয়ামত আসা পর্যন্ত আমার উম্মতের এক জামাআত সর্বদাই বিজয়ী থাকবে। আর তাঁরা হলেন (সেই দল যারা প্রতিপক্ষের উপর) প্রভাবশালী।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৮৭ পৃ: পূর্বে : ৫১৪, পৃ: সামনে : ১১১১ পৃ।

তাশরীহ : বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারী - ৭ম খন্ড,৬৫৪ পৃ:। দেখুন।

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ يَخْطُبُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَيُعْطِي اللهُ، وَلَنْ يَزَالَ أَمْرُ هَذِهِ الأُمَّةِ مُسْتَقِيمًا حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ، أَوْ: حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ"

সহজ তরজমা

৬৮৩৫. ইসমাঈল রহ.........মুআবিয়া ইবনে আবূ সুফয়ান রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ তা'আলা যার কল্যাণ চান, তাকে দীনের জ্ঞান দান করেন। আমি তো (ইলমের) বন্টনকারী মাত্র; আল্লাহ তা প্রদান করে থাকেন। এ উম্মতের কর্মকান্ড কিয়ামত পর্যন্ত কিংবা বলেছিলেন, মহান আল্লাহ তা'আলার হুকুম আসা পর্যন্ত (সত্যের উপর) সুদৃঢ় থাকবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের وَلَنْ يَزَالَ أَمْرُ هَذِهِ الأُمَّةِ مُسْتَقِيمًا এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৮৭ পৃ: পূর্বে : ১৬, ৪৩৯, ৫১৪ পৃ:: ১১১১ পৃ:।

তাশরীহ : বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারী - ১ম খন্ড, ৩৯৮-৩৯৯ পৃ: দেখুন।

بَابٌ فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا}

৩৮৪৬. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : অথবা তোমাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করবেন..... (৬ : ৬৫)

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ عَمْرٌو: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، يَقُولُ: لَمَّا نَزَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ} [الأنعام: ٦٥]. قَالَ: «أَعُوذُ بِوَجْهِكَ». {أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ} [الأنعام: ٦٥] قَالَ: «أَعُوذُ بِوَجْهِكَ». فَلَمَّا نَزَلَتْ: {أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ} [الأنعام: ٦٥] قَالَ: «هَاتَانِ أَهْوَنُ، أَوْ أَيْسَرُ»

সহজ তরজমা

৬৮৩৬. আলী ইবনে আবদুল্লাহ রহ......জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর এই আয়াত : বল, তিনি সক্ষম তোমাদের উর্ধ্বদেশ থেকে শাস্তি প্রেরণ করতে.... নাযিল হল, তখন তিনি বললেন : হে আল্লাহ!) আমি আপনার কাছে (এহেন আযাব থেকে) আশ্রয় প্রার্থনা করি (তারপর যখন নাযিল হল) অথবা তোমাদের পায়ের নিচে থেকে। তখনও তিনি বললেন : (হে আল্লাহ!) আমি আপনার নিকট (এহেন আযাব থেকে) আশ্রয় প্রার্থনা করি। এরপর যখন অবতীর্ণ হল : অথবা তোমাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করতে এবং একদলকে অপর দলের সংঘর্ষের আস্বাদন গ্রহণ করাতে তখন তিনি বললেন : এ দুটি অপেক্ষাকৃত নরম অথবা বলেছেন, সহজ।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৮৭-১০৮৮ পৃ: পূর্বে : ৬৬৬ পৃ: ১১০১ পৃ:।

তাশরীহ : বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারী - ৯ম খন্ড,২০০ পৃ : দেখুন।

بَابُ مَنْ شَبَّهَ أَصْلًا مَعْلُومًا بِأَصْلٍ مُبَيَّنٍ، قَدْ بَيَّنَ اللهُ حُكْمَهُمَا، لِيُفْهِمَ السَّائِلَ

৩৮৪৭. অনুচ্ছেদ : কোন বিষয় সম্পর্কে প্রশ্নকারীকে সুস্পষ্টরূপে বুঝিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে (আল্লাহর পক্ষ থেকে) সুস্পষ্ট হুকুম বর্ণিত আছে এরূপ কোন বিষয়ের সাথে অন্য আর একটি বিষয়ের নিয়ম মোতাবেক তুলনা করা।

حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الفَرَجِ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ، وَإِنِّي أَنْكَرْتُهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟». قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَمَا أَلْوَانُهَا؟». قَالَ: حُمْرٌ. قَالَ: «هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟». قَالَ: إِنَّ فِيهَا لَوُرْقًا. قَالَ: «فَأَنَّى تُرَى ذٰلِكَ جَاءَهَا». قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، عِرْقٌ نَزَعَهَا. قَالَ: «وَلَعَلَّ هٰذَا عِرْقٌ نَزَعَهُ». وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِي الِانْتِفَاءِ مِنْهُ

সহজ তরজমা

৬৮৩৭. আসবাগ ইবনে ফারজ রহ.......আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত যে, জনৈক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট এসে বলল, আমার স্ত্রী একটি কালো সন্তান প্রসব করেছে। আর আমি তাকে (আমার সন্তান হিসাবে)

অস্বীকার করছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমার কি উট আছে? সে বলল, হ্যাঁ আছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, সেগুলোর কি রঙ? সে বলল, লাল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, সেগুলোর মাঝে সাদা কালো মিশ্রিত রঙের কোন উট আছে কি? সে বলল, হ্যাঁ, সাদা কালো মিশ্রিত রঙের অনেকগুলোই আছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন এ রং কি করে এল বলে তুমি মনের কর? সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! বংশের পূর্ব সুত্রের প্রভাবে এরূপ হয়েছে। তিনি বললেন : সম্ভবত তোমার সন্তানও বংশের পূর্ব সূত্রের প্রভাবে এরূপ হয়েছে (অর্থাৎ পূর্ব পুরুষের কারো বর্ণ কালো ছিল বলে এ সন্তান কালো হয়েছে) এবং তিনি এ সন্তানকে অস্বীকার করার অনুমতি তাকে দিলেন না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল এভাবে রয়েছে যে,রাসুল ﷺ সেই গ্রাম্য ব্যক্তির সন্তানকে উটের বাচ্চার উপর কিয়াস করেছেন। অর্থাৎ উট যেমন বিভিন্ন রঙ্গের বাচ্চা জন্ম দেয়, তেমনিভাবে নারীরাও সাদা কালো বা লাল রঙ্গের বাচ্চা জন্ম দিতে পারে। সুতরাং এই হাদীস দ্বারা জানা গেল যে,সাধারণভাবে কিয়াসকে অস্বীকার করা সহীহ নয়। والله اعلم

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৮৮ পৃ: পূর্বে : ৭৯৯, ১০১২ পৃ:।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ. حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ. عَنْ أَبِي بِشْرٍ. عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ. فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَحُجَّ. أَفَأَحُجَّ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ. حُجِّي عَنْهَا. أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ؟». قَالَتْ: نَعَمْ. فَقَالَ: «اقْضُوا اللهَ الَّذِي لَهُ. فَإِنَّ اللهَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ»

সহজ তরজমা

৬৮৩৮. মুসাদ্দাদ রহ..... ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত যে, জনৈকা মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট এসে বলল, আমার মাতা হজ্জ করার মানত করেছিলেন। এরপর তিনি হজ্জ করার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেন। এখন আমি কি তার পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করে দেব? উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ, তার পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করে দাও। মনে কর যদি তার উপর ঋণ থাকত তাহলে কি তুমি তা আদায় করতে? সে বলল, নিশ্চয়ই। তিনি বললেন : অতএব তার উপর যে মানত রয়েছে তা তুমি আদায় করে দাও। আল্লাহ্ তা'আলা অধিক হক্দার, তাঁর মানত পূর্ণ করার।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মহিলার প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন পরিচিত একটি বিষয়ের উপমা দিয়ে। মহিলা প্রশ্ন করেছিলেন তার মাতার অনাদায়ী হজ্জ সম্পর্কে তার পক্ষ থেকে তা আদায় করতে হবে কিনা? রাসূল সা,এর জবাব দিয়েছেন পরিচিত একটি বিষয় দিয়ে। আর তা হলো তিনি মহিলাকে বললেন,যদি তোমার মাতার উপর বান্দার কোন হক থাকত তাহলে তুমি তা আদায় করতে কিনা? মহিলা বললেন,অবশ্যই। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তাহলে বান্দার হকের তুলনায় আল্লাহর হক আদায় করা বেশী গুরুত্বের দাবী রাখে। (উমদাতুল কারী)

হাদীসের পূনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৮৮ পৃ: পূর্বে : ২৫০, ৯৯১ পৃ:।

তাশরীহ : বাবের অধীনে বর্ণিত হাদীস দুটি দ্বারা পরিস্কার বুঝা গেল যে,রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কিয়াস প্রমাণিত এবং আরো জানা গেল যে,على الاطلاق কিয়াসকে অস্বীকার করা সহীহ নয়। বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারী - ৫ম খন্ড,৪৩৯-৪৪০ পৃ: দেখুন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي اجْتِهَادِ القُضَاةِ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى لِقَوْلِهِ: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [المائدة: ٤٥] «وَمَدَحَ النَّبِيُّ ﷺ صَاحِبَ الحِكْمَةِ حِينَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا» لاَ يَتَكَلَّفُ مِنْ قِبَلِهِ، وَمُشَاوَرَةِ الخُلَفَاءِ وَسُؤَالِهِمْ أَهْلَ العِلْمِ

৩৮৪৮. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ্ তা'আলা যা অবতীর্ণ করেছেন, তার আলোকে ফায়সালার মধ্যে ইজতিহাদ করা। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী: আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদানুসারে যারা বিধান দেয় না তারাই যালিম.....(৫ : ৪৫)। যারা হিকমতের সাথে বিচার করেন ও হেকমতের তা'লীম দেন এবং মনগড়া কোন ফায়সালা করেন না, (এরূপ হিকমতের অধিকারী ব্যক্তির) রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রশংসা করেছেন। খলীফাদের সাথে পরামর্শ করা এবং বিচারকদের আহলে ইলমদের কাছে জিজ্ঞাসা করা

حَدَّثَنَا شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لاَ حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا فَسُلِّطَ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الحَقِّ، وَآخَرُ آتَاهُ اللهُ حِكْمَةً، فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا"

সহজ তরজমা

৬৮৩৯. শিহাব ইবনে আব্বাদ রহ. ..... আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : দু'রকম লোক ছাড়া কারো প্রতি ঈর্ষা করা বৈধ নয়। (এক) যাকে আল্লাহ্ তা'আলা সম্পদ দিয়েছেন এবং ন্যায়পথে ব্যয় করার ক্ষমতা দান করেছেন। (দুই) যাকে আল্লাহ্ তা'আলা হিকমত (শরয়ী বিচক্ষণতা) দান করেছেন, আর সে এর আলোকে বিচার করে এবং তা অপরকে শিক্ষা দেয়।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৮৮৮ পৃ: পূর্বে : (কিতাবুল ইলম) ১৭, (কিতাবুয যাকাত) ১৮৯, (আল্ আহকাম) ১০৫৭ পৃ:।

তাশরীহ : বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারী - ১ম খন্ড ৪০১ পৃ:।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ عَنْ إِمْلاَصِ المَرْأَةِ، هِيَ الَّتِي يُضْرَبُ بَطْنُهَا فَتُلْقِي جَنِينًا، فَقَالَ: أَيُّكُمْ سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ فِيهِ شَيْئًا؟ فَقُلْتُ: أَنَا، فَقَالَ: مَا هُوَ؟ قُلْتُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: فِيهِ غُرَّةٌ، عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ، فَقَالَ: لاَ تَبْرَحْ حَتَّى تَجِيئَنِي بِالْمَخْرَجِ فِيمَا قُلْتَ، فَخَرَجْتُ فَوَجَدْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ فَجِئْتُ بِهِ، فَشَهِدَ مَعِي: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «فِيهِ غُرَّةٌ، عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ» تَابَعَهُ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنِ المُغِيرَةِ

সহজ তরজমা

৬৮৪০ : মুহাম্মদ রহ. ..... মুগীরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর রাযি. মহিলাদের গর্ভপাত সংক্রান্ত বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, অর্থাৎ তার পেটে আঘাত করা হয়, যার ফলে সন্তানের গর্ভপাত ঘটে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের মধ্যে কে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এ ব্যাপারে কিছু শুনেছ? আমি বললাম, আমি শুনেছি। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কি শুনেছ? আমি বললাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ কে এ ব্যাপারে আমি বলতে শুনেছি যে, এ কারণে গুররা অর্থাৎ একটি দাস কিংবা দাসী প্রদান করতে হবে। এ শুনে তিনি বললেন, তুমি যে হাদীস বর্ণনা করেছ এর

প্রমাণ উপস্থিত না করা পর্যন্ত তুমি এখান থেকে যেওনা। তারপর আমি বের হলাম এবং মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা রাযি. -কে পেলাম। আমি তাকে নিয়ে আসলাম। অত:পর তিনি সাক্ষ্য দিলেন যে, তিনি রাসূল ﷺ কে বলতে শুনছেন যে, এতে গুররা অর্থাৎ একটি গোলাম কিংবা বাঁদী প্রদান করতে হবে। ইবনে আবূ যিনাদ .... মুগীরা রাযি. থেকে অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৮৮ পৃ: পূর্বে : (দিয়াত অধ্যায়) ১০২০ পৃ:।

তাশরীহ : গর্ভবতীর গর্ভপাত করার দ্বারা গোলাম বাদী ঐ সময় আবশ্যক হবে যখন বাচ্চা মারা যাবে, আর যদি জীবিত প্রসব হওয়ার পর মারা যায় তাহলে পূর্ণ দিয়ত ওয়াজিব হবে।

بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَتَتْبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ»

৩৮৪৭. অনুচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বাণী : অবশ্যই তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তীদের আচার-আচরণের অনুকরণ করতে থাকবে

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَأْخُذَ أُمَّتِي بِأَخْذِ القُرُونِ قَبْلَهَا، شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ» فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَفَارِسَ وَالرُّومِ؟ فَقَالَ: «وَمَنِ النَّاسُ إِلَّا أُولَئِكَ»

সহজ তরজমা

৬৮৪১. আহমাদ ইবনে ইউনুস রহ..... আবূ হুরায়রা রাযি. রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন : কিয়ামত কায়েম হবে না যতক্ষণ না আমার উম্মাত পূর্বযুগীদের আচার-অভ্যাসকে বিঘতে বিঘতে, হাতে হাতে গ্রহণ না করবে। জিজ্ঞাসা করা হল, ইয়া রসূলাল্লাহ! পারস্য ও রোমকদের মত কি? তিনি বললেন : লোকদের মধ্যে আর কারা? এরাই তো!

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের حَتَّى تَأْخُذَ أُمَّتِي بِأَخْذِ القُرُونِ قَبْلَهَا এঅংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৮৮ পৃ:।

তাশরীহ : বাবের অধীনে বর্ণিত দ্বিতীয় হাদীসের তাশরীহ দেখুন।

• حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ، حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الصَّنْعَانِيُّ، مِنَ اليَمَنِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَتَتْبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، شِبْرًا شِبْرًا وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوهُمْ»، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، اليَهُودُ وَالنَّصَارَى؟ قَالَ: «فَمَنْ»

সহজ তরজমা

৬৮৪২. মুহাম্মদ ইবনে আবদুল আযীয রহ..... আবূ সাঈদ খুদরী রাযি. রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন : নিশ্চয় তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তীদের আচার-আচরণকে বিঘতে বিঘতে, হাতে হাতে অনুকরণ করবে। এমনকি তারা যদি গুঁইসাপের গর্তেও প্রবেশ করে থাকে, তাহলে তোমরাও এতে তাদের অনুকরণ করবে। আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এরা কি ইহুদী ও নাসারা? তিনি বললেন : আর কারা?

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট। কেননা,তরজমার হাদীসেরই এটি অংশ।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৮৮ পৃ: পূর্বে : ৪৯১ পৃ:।

তাশরীহ : বড়ই দু:খ ও আফসোসের বিষয় যে, সর্বশ্রেষ্ট ও সর্বশেষ নবী রাসূল সা.এর এসকল বাণী সমূহ সুস্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও মুসলমানদের বড় একটি দল নাসারাদের রীতিটাকে পছন্দ করে এবং সে অনুযায়ী জীবন পরিচলনা করে যে,দাড়ি মুন্ডন করে এবং গলায় টাই পরিধান করে। বরং খানা পিনা,পোশাক পরিচ্ছদ সর্বক্ষেত্রেই নারাসাদের অনুসরণ অনুকরণ করে থাকে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে এ থেকে হেফাজত করুন। আমীন।

بَابُ إِثْمِ مَنْ دَعَا إِلَى ضَلاَلَةٍ، أَوْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً

৩৮৫০. অনুচ্ছেদ : গোমরাহীর দিকে আহবান করা অথবা কোন খারাপ তরীকা প্রবর্তনের অপরাধ।

لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ}

কারণ আল্লাহ তা'আলার বাণী : এবং পাপভার তাদেরও যাদের তারা অজ্ঞতাহেতু বিভ্রান্ত করেছে...... (১৬:২৫)

তাশরীহ : এই বাবের সুস্পষ্ট হাদীস রয়েছে,কিন্তু সেই হাদীসসমূহ ইমাম বুখারী রহ.এর শর্তানুযায়ী না হওয়ার কারণে তিনি বুখারী শরীফে উল্লেখ করেননি। তবে ইমাম মুসলিম রহ.ইমাম আবু দাউদ রহ.এবং ইমাম তিরমিযি রহ. হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে, বর্ণনা করেন যে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى، كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ، كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا

এমনিভাবে মুসলিম শরীফে হযরত জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ আল বাজালী রাযি. থেকে বর্ণনা করেন যে,

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً، فَلَهُ أَجْرُهَا، وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ،

আরো বিস্তারিত জানার জন্য - উমদাতুল কারী দেখুন।

حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ مِنْ نَفْسٍ تُقْتَلُ ظُلْمًا، إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْهَا وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ مِنْ دَمِهَا لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ القَتْلَ أَوَّلًا»

সহজ তরজমা

৬৮৪৩. হুমায়দী রহ........ আবদুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে কোন বক্তিকেই অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়, তার পাপের হিস্যা আদম (আ)-এর প্রথম (হত্যাকারী পুত্রের উপরও বর্তাবে। রাবী সুফিয়ান من دمها তার রক্তপাত ঘটানোর অপরাধ তার উপরেও বর্তাবে উল্লেখ করেছেন। কারণ সেই সর্বপ্রথম হত্যার রীতি প্রবর্তন করে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল এভাবে যে,হাদীসে سنة سيئة তথা অন্যায়ভাবে হত্যার কথা উল্লেখ রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৮৮ পৃ: পূর্বে : ৪৬৯, ১০১৪ পৃ:।

তাশরীহ : ইবনে আদম দ্বারা 'কাবীল' উদ্দেশ্য যে স্বীয় ভাই হাবীল কে হত্যা করেছিল। আর এটাই হলো পৃথীবির বুকে সর্বপ্রথম হত্যার ঘটনা।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

بَابُ مَا ذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ وَحَضَّ عَلَى اتِّفَاقِ أَهْلِ العِلْمِ، وَمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الحَرَمَانِ مَكَّةُ، وَالمَدِينَةُ، وَمَا كَانَ بِهَا مِنْ مَشَاهِدِ النَّبِيِّ ﷺ وَالمُهَاجِرِينَ، وَالأَنْصَارِ، وَمُصَلَّى النَّبِيِّ ﷺ وَالمِنْبَرِ وَالقَبْرِ

৩৮৫১. অনুচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ যা বলেছেন এবং আলেমদেরকে ঐক্যের প্রতি যে উৎসাহ প্রদান করেছেন। আর যেসব বিষয়ে হারামাঈন মক্কা ও মদীনার আলেমগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন। মদীনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ মুহাজির ও আনসারদের স্মৃতিচিহ্ন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নামাযের স্থান, মিম্বর ও কবর সম্পর্কে

তাশরীহ : قوله: حض ও ذکر এখানে تنازع فعلين হয়েছে, যেমনটা তরজমাতুল বাব দ্বারাই সুস্পষ্ট। আর হাফেজ ইবনে ইজার আসকালানী রহ. প্রায় এমনটাই বলেছেন যে, وهو من باب تنازع العاملين وهي ذكر وحض

وما اجمع عليه الحرمان مكة والمدينة الخ ইমাম বুখারী রহ এর এই ইবারাত দ্বারা সুস্পষ্ট ভাবে বুঝে আসে যে, ইমাম বুখারী রহ এর মতে মক্কা মদীনার উলামায়ে কেরামের ইজমা দলীলযোগ্য। যেমন-হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ বলেন- وعبارة البخاري مشعرة بان اتفاق اهل الحرمين كليهما اجماع

তবে হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ বলেন যে, ইমাম বুখারী রহ এর এটা উদ্দেশ্য নয় যে, শুধু আহলে মক্কা এবং আহলে মদীনার ইজমা হুজ্জত, বরং ইমাম বুখারী রহ এর উদ্দেশ্য হলো একথা বর্ণনা করা যে, মতবিরোধের সময় এই পক্ষকে প্রাধান্য দেওয়া হব।

হাদীসের ইজমা ইত্যাদির পর ইজমা সংক্রান্ত মাসআলার উপর দলীল সহ বিস্তারিত আলোচনা আসবে। ইনশাআল্লাহ।

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ السَّلَمِيِّ: أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَايَعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى الإِسْلَامِ، فَأَصَابَ الأَعْرَابِيَّ وَعْكٌ بِالْمَدِينَةِ، فَجَاءَ الأَعْرَابِيُّ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَقِلْنِي بَيْعَتِي، فَأَبَى رَسُولُ اللهِ ﷺ، ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ: أَقِلْنِي بَيْعَتِي، فَأَبَى، ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ: أَقِلْنِي بَيْعَتِي، فَأَبَى، فَخَرَجَ الأَعْرَابِيُّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّمَا المَدِينَةُ كَالكِيرِ، تَنْفِي خَبَثَهَا، وَيَنْصَعُ طِيبُهَا»

সহজ তরজমা

৬৮৪৪. ইসমাঈল রহ.... জাবির ইবনে আবদুল্লাহ সালামী রাযি. থেকে বর্ণিত যে, জনৈক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট ইসলামের উপর বায়'আত গ্রহণ করল। এরপর সে মদীনায় জ্বরে আক্রান্ত হল। বেদুঈন রাসূলুল্লাহ ﷺ এর খিদমতে হাযির হয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার বায়'আত প্রত্যাহার করুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলেন। পুনরায় সে এসে বলল, আমার বায়'আত প্রত্যাহার করুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ অস্বীকৃতি জানালে বেদুঈন বেরিয়ে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : মদীনা হচ্ছে কামারের হাঁপরের মত। সে তার মধ্যকার আবর্জনাকে বিদূরিত করে এবং খাঁটিটুকু ধরে রাখে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল: শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল হচ্ছে ফযীলতের দিক দিয়ে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এ হাদীসে দুটি বিষয়ের ফযিলত ফুটে উঠেছে। অর্থাৎ মক্কা ও মদীনার। কেননা-মক্কা মদীনায় যেহেতু খারাপ লোক থাকতে পারেনি এর দ্বারা সহজেই অনুমেয় হয় যে, মক্কা মদীনার আলেম উলামাগণ নেককার। (কাসতালানী)

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ: ১০৮৯ পৃ: পূর্বে ২৫৩, ১০৭০, ১০৭১ পৃ:

অর্থাৎ মদীনা যখন সর্বোৎকৃষ্ট শহরে পরিগণিত হল যে, খারাপ লোকদেরকে বের করে তখন তো একথা প্রমানীত হয়ে গেল যে, মদীনায় বাসকারী আলেমগণ সৎ ও নেককার হবেন। সুতরাং মদীনার উলামায়ে কেরামের ইজমা অবশ্যই গ্রহণযোগ্য হবে।

এই হুকুম রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জীবদ্দশার সাথে খাস ছিল। তার সুস্পষ্ট দলীল হলো এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওফাতের পর বিশেষ করে হযরত আলী রাযি. হযরত ইবনে মাসউদ রাযি. হযরত আবু মুসা আশআরী রাযি..সহ আরো কেউ কেউ মদীনা থেকে বের হয়ে গিয়েছিলেন। এখন দলীল সহ বিস্তারিত আলোচনা দেখুন।

إِجْمَاعٌ এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ : اجماع এর আভিধানিক অর্থ। ঐক্যমত হওয়া। আভিধানিক অর্থের বিবেচনায় اتفاق ও اجماع একই জিনিস। কিন্তু শরিয়তের পরিভাষায় এক বিশেষ ইত্তেফাক কে اجماع বলা হয়।

কাদের ইজমা গ্রহণযোগ্য

এ ব্যাপারে তো সবাই ঐক্যমত যে, শুধুমাত্র আকেল ও বালেগ মুসলমানদের ইজমাই গ্রহণযোগ্য। কোন পাগল, বাচ্চা, কিংবা কোন কাফেরের বিরোধীতা বা ঐক্যমত গ্রহণযোগ্য নয়। তাছাড়া এর উপরও সবাই ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, ইজমা সংঘটিত হওয়ার জন্য সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে কেয়ামত পর্যন্ত সকল মুসলমানদের কোন মাসআলার উপর ঐক্যমত পোষণ করা। কেননা এটাকে যদি ইজমার জন্য শর্তারোপ করা হয় তাহলে কিয়ামত অবদি কোন মাসআলার উপর ইজমা সংঘটিত হবে না। তাই এ ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই যে, ইজমা সংঘটিত হওয়ার জন্য কোন যামানার মুসলমানদের ঐক্যমতই যথেষ্ট।

এখন প্রশ্ন হলো যে, যামানার সকল সকল মুসলমানদের ঐক্যমত জরুরী নাকি বিশেষ ব্যক্তিবর্গের ঐক্যমতই যথেষ্ট? এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের বিভিন্ন অভিমত রয়েছে। যথা-

(১) ইমাম মালেক রহ এর মতে মদীনাবাসীর ইজমা গ্রহণযোগ্য, অন্য কারোর বিরোধীতা বা ঐক্যমতের বিবেচনা করা হবে না। এটাই প্রসিদ্ধতম অভিমত তবে অনেক উলামায়ে কেরাম এটা ইমাম মালেক রহ এর অভিমত বলে অস্বীকার করেছেন। (التقرير والتحبير খন্ড, ১০০ পৃ. দেখুন)

(২) ফিরকায়ে যাইদিয়্যাহ ও ইমামিয়্যাহ তারা শুধু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সন্তানাদিকে আহলে ইজমা বলে থাকে। অন্যান্যদের ইজমা তাদের নিকট গ্রহণযোগ্য না। (এরা বিদআতী ভ্রান্ত সম্প্রদায় সম্পূর্ণ পথভ্রষ্ট ফিরকাহ, যাদেরকে মুসলমান মনে করাও সন্দেহযুক্ত والله اعلم,) মোটকথা এরকম পথভ্রষ্ট, ভ্রান্ত ফিরকার কথা অকাট্যভাবে বর্জনীয়, প্রত্যাখ্যানযোগ্য।

(৩) জমহুর আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অভিমত, যা খুবই যথার্থ ন্যায় সঙ্গত ইনসাফপূর্ণ মনে হয়। আর তা হলো এই যে, ইজমা সাহাবায়ে কেরামের সাথে খাস নয়, কোন যামানার সুন্নতের অনুসারী ফুকাহায়ে কেরাম তথা মুজতাহিদগণের কোন শরয়ী বিধানের উপর ঐক্যমত হয়ে যাওয়াই ইজমার জন্য যথেষ্ট। জনসাধারণ, আহলে বিদআত, ফাসেক অভিশপ্তদের বিরোধীতা বা ঐক্যমত ধর্তব্য নয়।

কোরআনের আলোকে 'ইজমার' প্রামাণ্যতা:

(১) আল্লাহ তাআলার বাণী - { وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى

অর্থাৎ, যে কেউ রাসুলের বিরুদ্ধাচারণ করে তার কাছে সরল পথ প্রকাশিত হওয়ার পর এবং সকল মুসলমানদের অনুসৃত পথের বিরুদ্ধে চলে আমি তাকে ঐদিকেই ফিরিয়ে দিব যে দিক সে অবলম্বন করেছে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। আর তা কতইনা নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থল। (সূরা নিসা-১১৫)

এর দ্বারা প্রতীয়মান হয়ে গেল যে (ক) উম্মতের সর্বজন স্বীকৃত ফায়সালা তথা 'ইজমার' বিরোধিতা করা মহা অন্যায় কবীরা গুনাহ। (খ) আয়াতে কারীমায় কোন যামানার কথা উল্লেখ নেই। সুতরাং প্রমাণিত হয়ে গেল প্রত্যেক যামানার সুন্নতের অনুযায়ী মুজতাহিদগণের কোন শরয়ী বিধানের উপর ঐক্যমত হয়ে যাওয়াই 'ইজমার' জন্য যথেষ্ট।

(২) কোরআনের নির্দেশ যে, [وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا] [آل عمران: ١٠]

অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহ তাআলার রশি (দীন) কে শক্তভাবে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যেও না। (আলে ইমরান)

প্রকাশ থাকে যে, সমস্ত মুসলমানদের সর্বজন স্বীকৃত ফায়সালা তথা ইজমার বিরোধীতা করা উম্মতের মাঝে ফাটল ধরানোর নামান্তর। যা থেকে কোরআনে কারীম সুস্পষ্টভাবে নিষেধ করেছে।

ফুকাহায়ে কেরামের ইখতিলাফ
ঐ হুকুমের বিরোধ নয়

এখন প্রশ্ন হলো যে, অসংখ্য অগণিত ফিকহী মাসআলায় ফুকাহায়ে কেরামের পরস্পর ইখতিলাফ হয়েছে সুতরাং কোরানের আলোকে এই ধরনর ইখতিলাফও নাজায়েয হওয়া উচিৎ।

জবাব : ফুকাহায়ে কেরামের যে সব মাসআলায় ইখতিলাফ হয়েছে সেসব মাসআলা থেকে কোন একটি মাসআলা এমন নেই যে, যার সুস্পষ্ট ফায়সালা অকাট্যভাবে কোরআন, হাদীস কিংবা 'ইজমা' দ্বারা প্রমাণিত। ফুকাহায়ে কেরামের মাঝে শুধুমাত্র ঐসকল শাখাগত মাসআলায় ইখতিলাফ হয়েছে, যেগুলোর ব্যাপারে কোরআন ও হাদীসের অকাট্যভাবে সুস্পষ্ট কোন ফায়সালা বিদ্যমান নেই। কিংবা যেগুলোর ব্যাপারে স্বয়ং হাদীস শরীফেই ইখতিলাফ রয়েছে এবং এগুলোর উপর ইজমাও সংঘটিত হয়নি। সুতরাং ফুকাহায়ে কেরামের এই ইখতিলাফ বর্ণিত আয়াতে কারীমার নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত নয়। শুধুমাত্র শাখাগত মাসআলায় ইজতিহাদী ইখতিলাফ যা সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকেই চলে আসছে। এমনকি স্বয়ং রেসালাতের যুগেও শাখাগত মাসআলার ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরামের মাঝে ইখতিলাফ হয়েছে। যার অনেক দৃষ্টান্ত হাদীস শরীফে বিদ্যমান রয়েছে, আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেটাকে কখনো অপছন্দ করেনি। বরং এ ধরনের ইখতিলাফকে উম্মতের জন্য রহমত সাব্যস্ত করেছেন। আর যে মাসআলার উপর ইজমা সংঘটিত হয়ে থাকে সেটা ধারণাপ্রসূত বা ইজতিহাদী থাকে না বরং অকাট্য হয়ে যায়। ফুকাহায়ে মজতাহিদীনের জন্যও এ ব্যাপারে ইখতিলাফ করা জরুরী নয়। কেননা, এ বিষয়ে ইখতিলাফ করা উম্মতের মাঝে ফাটল ধরানোর শামিল, যেটাকে কোরআন দ্বারা হারাম সাব্যস্ত করা হয়েছে।

হাদীসে মুতাওয়াতির দ্বারা 'ইজমার' প্রামান্যতা

রাসূল ﷺ বিভিন্ন হাদীসে ইজমার হাক্কানিয়্যাতে কে খুব সুস্পষ্ট ও জোড়ালো ভাবে বর্ণনা করেছেন। যথা-

(১) হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাযি. বর্ণনা করেনি যে, আমি রাসূল ﷺ কে এ কথা বলতে শোনেছি

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ. يَقُوْلُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ: «لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُوْنَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِيْنَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

অর্থাৎ, আমার উম্মতের একটি দল সত্যের পক্ষে জিহাদ করবে এবং কিয়ামত পর্যন্ত বিজয়ী রবে।

মুসলিম শরীফ: ১ম খন্ড, ৮৭ পৃ.।

এই হাদীসটি হযরত জাবের রাযি. ছাড়াও আরো অনেক সাহাবা থেকে বর্ণিত রয়েছে। এই হাদীসে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে যে, প্রত্যেক যামানায় মুসলমানদের একটি দল সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে, যার অবশ্যকীয় ফলাফল হলো যে, এই উম্মতের সকলেই কোন পথভ্রষ্টতা কিংবা ভুলের উপর ঐক্যমত হবে না। (সূত্র فقہ میں اجماع کا مقام মুফতি রফী উসমানী সাহেব দা: বা। এখানে খুবই সংক্ষিপ্তকারে চয়ন করা হয়েছে, বিস্তারিত জানার জন্য মূল রেসালাটি অধ্যায়ন করে নিন)

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كُنْتُ أُقْرِئُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، فَلَمَّا كَانَ آخِرُ حَجَّةٍ حَجَّهَا عُمَرُ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِمِنًى: لَوْ شَهِدْتَ أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ أَتَاهُ رَجُلٌ قَالَ: إِنَّ فُلاَنًا يَقُولُ: لَوْ مَاتَ أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ لَبَايَعْنَا فُلاَنًا، فَقَالَ عُمَرُ: «لَأَقُومَنَّ العَشِيَّةَ، فَأُحَذِّرَ هَؤُلاَءِ الرَّهْطَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَغْصِبُوهُمْ»، قُلْتُ: لاَ تَفْعَلْ، فَإِنَّ المَوْسِمَ يَجْمَعُ رَعَاعَ النَّاسِ، يَغْلِبُونَ عَلَى مَجْلِسِكَ، فَأَخَافُ أَنْ لاَ يُنْزِلُوهَا عَلَى وَجْهِهَا، فَيُطِيرُ بِهَا كُلُّ مُطِيرٍ، فَأَمْهِلْ حَتَّى تَقْدَمَ المَدِينَةَ دَارَ الهِجْرَةِ وَدَارَ السُّنَّةِ، فَتَخْلُصَ بِأَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ المُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ، فَيَحْفَظُوا مَقَالَتَكَ وَيُنْزِلُوهَا عَلَى وَجْهِهَا، فَقَالَ: «وَاللَّهِ لَأَقُومَنَّ بِهِ فِي أَوَّلِ مَقَامٍ أَقُومُهُ بِالْمَدِينَةِ»، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَقَدِمْنَا المَدِينَةَ، فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا ﷺ بِالحَقِّ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الكِتَابَ، فَكَانَ فِيمَا أُنْزِلَ آيَةُ الرَّجْمِ»

সহজ তরজমা

৬৮৪৫. মূসা ইবনে ইসমাঈল রহ.... ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুর রহমান ইবনে আওফ রাযি. কে পবিত্র কুরআনের তালীম দিতাম। উমর রাযি. যখন জীবনের সর্বশেষ হজ্জ পালন করতে আসলেন, তখন আবদুর রহমান রাযি. মিনায় আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি আজ আমীরুল মু'মিনীনদের নিকট থাকলে দেখতে পেতে যে, তাঁর কাছে এক ব্যক্তি এসে বলল, জনৈক ব্যক্তি বলেছে, যদি আমীরুল মু'মিনীন মারা যেতেন, তাহলে আমরা অমুক ব্যক্তির হাতে বায়'আত নিতে পারতাম। উমর রাযি. বললেন, আজ বিকেলে দাঁড়িয়ে আমি তাদেরকে সতর্ক করব, যারা মুসলমানদের অধিকারকে ছিনিয়ে নিতে চায়। আমি বললাম, আপনি এটি করবেন না। কেননা, এখন হজ্জের মৌসুম। এখন সাধারণ লোকের উপস্থিতির সময়। তারা আপনার মজলিসকে ঘিরে ফেলবে। আমার ভয় হচ্ছে যে, তারা আপনার বক্তব্য যথাযথভাবে অনুধাবন করবে না। রদ-বদল করে চারদিকে ছড়িয়ে দেবে। বরং এখন আপনি হিজরত ও সুন্নাতের আবাসগৃহ মদীনায় পৌছা পর্যন্ত একটু অপেক্ষা করুন। এরপর একমাত্র রাসূলুলাহ ﷺ এর মুহাজির ও আনসার সাহাবাদের নিকট আপনার বক্তব্য পেশ করুন। তাঁরা আপনার বক্তব্য সংরক্ষণ করবে এবং তার যথাযথ মর্যাদা প্রদান করবে। উমর রাযি. বললেন, আল্লাহর কসম! আমি মদীনায় পৌছলে সবচেয়ে আগে এটি করব। ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, আমরা মদীনায় উপস্থিত হলাম। তখন উমর রাযি. ভাষণ প্রসঙ্গে বললেন, আলাহ্ তা'আলা মুহাম্মদ ﷺ কে সত্য বাণী দিয়ে প্রেরণ করেছেন, তাঁর উপর কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। তন্মধ্যে 'রজম' (তথা পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করা)-এর আয়াতও রয়েছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের فَأَمْهِلْ حَتَّى تَقْدَمَ المَدِينَةَ دَارَ الهِجْرَةِ وَدَارَ السُّنَّةِ، فَتَخْلُصَ بِأَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৮৯ পৃ. পূর্বে। ১০০৯, ৩৩৩, ৫৫৯, ৫৭২, ১০০৮ পৃ.

তাশরীহ : ঘটনা হলো এই যে, হজ্জের মৌসুমে কেউ মীনায় একথা বলল যে, হযরত ওমর রাযি. এর যখন ওফাত হয়ে যাবে, তখন আমরা ওমুক ব্যক্তির হাতে বায়আত হব অর্থাৎ খলীফা বানাবো। হযরত আবু বকর রাযি. এর বায়আত হঠাৎ হয়ে গিয়েছিল এবং তিনি কামিয়াবও হয়েছেন। এর উপর হযরত ওমর রাযি. এর রাগ এসে গেল এবং তিনি বললেন আমি সন্ধ্যাবেলায় খুতবা দিব, আমি ঐ লোকদেরকে ভয় দেখাব যারা মুসলমানদের হক মুসলমানদের থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়। এ ব্যাপারে হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাযি. ঐ পরামর্শ দিয়েছিলেন যা হাদীসে বর্ণিত রয়েছে।

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ مُمَشَّقَانِ مِنْ كَتَّانٍ، فَتَمَخَّطَ، فَقَالَ: «بَخْ بَخْ، أَبُو هُرَيْرَةَ يَتَمَخَّطُ فِي الْكَتَّانِ، لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنِّي لَأَخِرُّ فِيمَا بَيْنَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ مَغْشِيًّا عَلَيَّ، فَيَجِيءُ الْجَائِي فَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى عُنُقِي، وَيُرَى أَنِّي مَجْنُونٌ، وَمَا بِي مِنْ جُنُونٍ مَا بِي إِلَّا الْجُوعُ»

সহজ তরজমা

৬৮৪৬. সুলায়মান ইবনে হারব রহ......মুহাম্মদ ইবনে সীরীন রহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আবু হুরায়রা রাযি.-এর নিকটে ছিলাম। তিনি লাল রঙের দু'টি কাতান পরিহিত ছিলেন। এরপর তিনি নাক পরিষ্কার করলেন এবং বললেন, বাহঃ! বাহঃ! আবু হুরায়রা আজ কাতান দ্বারা নাক-পরিষ্কার করছে। অথচ আমি এমন অবস্থায়ও ছিলাম, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মিম্বর ও আয়েশা রাযি. এর হুজরার মধ্যবর্তী স্থানে বেহুঁশ অবস্থায় পড়ে থাকতাম। আগন্তুক আসত, তার স্বীয় পা আমার গর্দানে রাখত, মনে হতো আমি যেন পাগল। অথচ আমার কিঞ্চিতও পাগলামী ছিল না। একমাত্র ক্ষুধার যন্ত্রণায় এমনটি হত।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের وَإِنِّي لَأَخِرُّ فِيمَا بَيْنَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে। অর্থাৎ বাবের সাথে হাদীসের মিল হলো এভাবে যে, হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মিম্বর ও পবিত্র রওযা মোবারকের আলোচনা রয়েছে।

হাদীসের পূণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৮৯ পৃ.। তাছাড়া তিরমিযি শরীফ الزهد অধ্যায়।

তাশরীহ: ممشقان শব্দের প্রথম (মীম) বর্ণে পেশ, দ্বিতীয় ميم (মীম) বর্ণে যবর, আর شين (শীন) বর্ণে তাশদীদ দিয়ে এবং قاف (ক্বাফ) সহ। مصبوغان بالمشق মীম বর্ণে যের বা যবর, শীন বর্ণে সুকুন দিয়ে। مصبوغان بالمشق অর্থ: طين الاحمر (লাল মাটি) ثوب ممشق অর্থ: গেরুয়া, রং দ্বারা রঙ্গিত কাপড়।

كتان : শব্দের قاف (কাফ) বর্ণে যবর, تاء (তা) বর্ণে তাশদীদ দিয়ে। অর্থ: অত্যন্ত মিহি/পাতলা কাপড়, পাট দ্বারা নির্মিত কাপড়, কিংবা রেশমের মূল্যবান কাপড়।

تمخط: নাক পরিস্কার করা।

بخ بخ: উভয় শব্দের باء (বা) যবর বিশিষ্ট, ও উভয় خاء (খা) বর্ণে তাশদীদ দিয়ে। কিংবা তাশদীদ না দিয়েও পড়া যায়। অর্থ: এটি এমন কালিমা যা খুশি এবং আশ্চর্যের সময় ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. এর بخ بخ দ্বারা আনন্দ ও আশ্চর্য প্রকষ্ট করাই উদ্দেশ্য যে, এমন এক সময় ছিল যখন তিনি দারিদ্র ও অসচ্ছলতায় ছিলেন, খাওয়ার জন্য এক টুকরা রুটিও পেতেন না। কিন্তু তখন এমন সম্পদ হয়েছে সচ্ছলতা এসছে যে, তিনি এখন কাতানের দামী কাপড় দ্বারা নাক পরিস্কার করেন।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَشَهِدْتَ الْعِيدَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَلَوْلَا مَنْزِلَتِي مِنْهُ، مَا شَهِدْتُهُ مِنَ الصِّغَرِ، «فَأَتَى الْعَلَمَ الَّذِي عِنْدَ دَارِ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ، فَصَلَّى، ثُمَّ خَطَبَ وَلَمْ يَذْكُرْ أَذَانًا وَلَا إِقَامَةً، ثُمَّ أَمَرَ بِالصَّدَقَةِ» فَجَعَلَ النِّسَاءُ يُشِرْنَ إِلَى آذَانِهِنَّ وَحُلُوقِهِنَّ، «فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَتَاهُنَّ»، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সহজ তরজমা

৬৮৪৭. মুহাম্মদ ইবনে কাসীর রহ.........আবদুর রহমান ইবনে আবিস রহ থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি.-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, আপনি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে কোন ঈদে অংশগ্রহণ করেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। যদি তাঁর দরবারে আমার বিশেষ একটি অবস্থান না থাকত তবে এত অল্প বয়সে তাঁর সাথে যোগদানের সুযোগ পেতাম না। রাসূলুল্লাহ ﷺ কাসীর ইবনে সালতের বাড়ির নিকটস্থ স্থানের পতাকার কাছে তাশরীফ আনলেন। এরপর ঈদের নামায আদায় করলেন। তারপর তিনি ভাষণ প্রদান করলেন। রাবী আযান এবং ইকামত-এর উল্লেখ করেননি। রাসূলুল্লাহ ﷺ শ্রোতাদেরকে সাদাকা আদায়ের হুকুম করলেন। নারীরা স্বীয় কান ও গলার (অলংকার) দিকে ইঙ্গিত করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বিলাল রাযি. কে (তাদের কাছে যাওয়ার জন্য) নির্দেশ দিলেন। বিলাল রাযি. (তাদের নিকট থেকে অলংকারাদি নিয়ে) রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে ফিরে এলেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের «فَأَتَى الْعَلَمَ الَّذِي عِنْدَ دَارِ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ» এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে। কেননা, علم টাই হলো নামাযের স্থান। আর তরজমাতুল বাবে রাসূল ﷺ এর ঈদগাহে উপস্থিত হওয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে, যেখানে রাসূল ﷺ ঈদ এবং জানাযার নামায আদায় করেছেন।

হাদীসের পূণরাবৃত্তি : হাদীসটি বুখারী শরীফঃ ১০৮৯ পৃ. পূর্বে : ১১৯, ১৩৩, ১৩৫, ১৯৫ পৃ.। বাকীগুলোর জন্য নাসরুলবারী ৪র্থ খন্ড, ৬৪ পৃ. দেখুন।

তাশরীহঃ হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. যেহেতু নাবালেগ ছিলেন, তাই লোকেরা ঈদের নামাযে যাওয়ার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। কেননা, রাসূল ﷺ এর ওফাতের সময় তাঁর ১৩ বছর বয়স ছিল।

আর ইবনে মাজাহ শরীফের একটি রেওয়ায়াতে এসেছে যে, جنبوا مساجدكم صبيانكم الخ

আর ইমাম বুখারী রহ এর উদ্দেশ্য হলো যে,ঈদগাহ সর্বদিক দিয়ে মাসজিদের হুকুমে নয়। তাই নাবালেগ বাচ্চাদের জন্য ঈদগাহে যাওয়া মাকরুহ ব্যতীতই জায়েয। এমনকি হায়েয গ্রস্থ স্ত্রী লোকদের জন্যও ঈদগায়ে যাওয়া জায়েয, কিন্তু মসজিদে যাওয়া না জায়েয ও হারাম।

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَأْتِي قُبَاءً مَاشِيًا وَرَاكِبًا»

সহজ তরজমা

৬৮৪৮. আবু নুআয়ম রহ..... ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কুবার মসজিদে কখনো পায়ে হেঁটে আবার কখনো সাওয়ার হয়ে আসতেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে সাহীদের মিল এভাবে যে, قباء রাসূল ﷺ এর নিদর্শণাবলীর একটি নিদর্শন।

হাদীসের পূণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফঃ ১০৮৯ পৃ. পূর্বে ১৫৯ পৃ.।

তাশরীহঃ বর্ণিত হাদীস শরীফে ماشيا وراكبا এর মধ্যে او, টি و অর্থে। অর্থাৎ ফায়দল অথবা সাওয়ারী হয়ে। যথার্থ হলো যে রাসূল ﷺ কখনো পায়ে হেটে আবার কখনো সাওয়ার হয়ে তাশরীফ আনয়ন করতেন।

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ. حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ. عَنْ هِشَامٍ. عَنْ أَبِيهِ. عَنْ عَائِشَةَ. قَالَتْ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ: «ادْفِنِّي مَعَ صَوَاحِبِي، وَلاَ تَدْفِنِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْبَيْتِ. فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أُزَكَّى»

সহজ তরজমা

৬৮৪৯. উবায়দ ইবনে ইসমাঈল রহ..... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়রকে বললেন, আমার মৃত্যুর পর আমাকে আমার অন্যান্য সঙ্গিনী (উম্মাহাতুল মু'মিনীন)-দের সাথে দাফন করবে। আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে হুজরায় দাফন করবে না। কেননা তাতে আমাদের প্রাধান্য দেয়া হবে, আমি তা পছন্দ করি না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : আল্লামা আইনী রাহ তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল সামনের হাদীস থেকে গ্রহণ করেছেন। কেননা, আল্লামা আইনী রহ দুনো হাদীসকে এক সাথে একই হাদীস হিসাবে গণ্য করেছেন। যদিও হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ এবং আল্লামা কাস্তাল্লানী রহ পৃথক পৃথকভাবে গণনা করেছেন।

আল্লামা আইনী রহ বলেন, তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের ادْفِنِّي مَعَ صَوَاحِبِي يعنى فى قبر النبى صلى الله عليه وسلم এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

وَعَنْ هِشَامٍ. عَنْ أَبِيهِ. أَنَّ عُمَرَ أَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ: ائْذَنِي لِي أَنْ أُدْفَنَ مَعَ صَاحِبَيَّ. فَقَالَتْ: «إِي وَاللهِ» . قَالَ: وَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَرْسَلَ إِلَيْهَا مِنَ الصَّحَابَةِ. قَالَتْ: «لاَ وَاللهِ. لاَ أُوثِرُهُمْ بِأَحَدٍ أَبَدًا»

সহজ তরজমা

৬৮৫০. বর্ণনাকারী হিশাম তাঁর পিতা উরওয়া রাযি. থেকে বর্ণনা করেন, উমর রাযি. আয়েশা রাযি. এর নিকট লোক পাঠালেন, আমাকে আমার দুই সঙ্গী তথা রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আবূ বকর রাযি.-এর সাথে দাফন হওয়ার অনুমতি দিন। আয়েশা রাযি. বললেন, হ্যাঁ। আল্লাহর কসম! বর্ণনাকারী আরো বলেন, আয়েশা রাযি. এর নিকট যখনই সাহাবাদের কেউ এই অনুমতির জন্য কাউকে পাঠাতেন, তখনি তিনি বলতেন, না। আল্লাহর কসম! আমি তাঁদের সঙ্গে কাউকে প্রাধান্য দেব না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তাশরীহ: হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ বলেন, এটা হলো মুরসাল হাদীস। কেননা, উরওয়া হযরত আয়েশা রাযি. এর নিকট হযরত ওমর রাযি. এর সংবাদ পাঠানোর যমানা পাননি। তবে এটা এর উপর প্রয়োগ হবে যে, তিনি তা হযরত আয়েশা রাযি. থেকে গ্রহণ করেছেন।

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : পূর্বের হাদীসে অতিবাহিত হয়েছে হযরত আয়েশা রাযি. তাওয়াজু হিসাবে এটা মঞ্জুর করেননি যে, অন্যান্য সকল উম্মাহাতুল মুমিনীন থেকে বিশেষ স্থানে বিশেষ মর্যাদায় থাকবেন।

এখন হুজরা শরীফে শুধু একটি কবরের স্থান বাকী রয়েছে। হযরত ঈসা আ. কেই সেই স্থানে দাফন দেওয়া হবে। তাবারী এমনটাই বর্ণনা করেছেন।

حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي العَصْرَ، فَيَأْتِي العَوَالِيَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ». وَزَادَ اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ: وَبُعْدُ العَوَالِي أَرْبَعَةُ أَمْيَالٍ أَوْ ثَلَاثَةٌ

সহজ তরজমা

৬৮২৯. আইউব ইবনে সুলায়মান রহ....আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ আসরের নামায আদায় করতেন। অত:পর আমরা 'আওয়ালী' (মদীনার পার্শ্বে উচ্চ টিলাবিশিষ্ট স্থান) যেতাম। তখন সূর্য উপরে থাকত। বর্ণনাকারী লায়স রহ ইউসুফ রহ হতে আরো বর্ণনা করেছেন যে, 'আওয়ালী' মদীনা হতে চার অথবা তিন মাইল দূরে অবস্থিত।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের فَيَأْتِي العَوَالِي এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে। কেননা রাসূল ﷺ আওয়ালী তে তাশরীফ আনয়ন করাটা প্রমান বহন করে যে, عوالى মদীনার নির্দশনাবলীর অন্তর্ভূক্ত।

হাদীসের পূণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ: ১০৯০ পৃ. পূর্বে : ৭৮ পৃ.

তাশরীহ : عوالى শব্দর عين (আইন) বর্ণে যবর, واو বর্ণে তাশদীদ না দিয়ে। এটি عالية এর বহুবচন। অর্থ: নজদের পাশে মদীনার গ্রামসমূহ থেকে উঁচু স্থান। অর্থাৎ, মদীনা থেকে তিন থেকে চার মাইল দূরে নজদের কাছে উঁচু টিলা বিশিষ্ট স্থানকে عوالى বলা হয়।

اميال এটি ميلএর বহুবচন। এক ফরসখের তিন ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ, তিন মাইল সমান এক ক্রোশ। বিস্তারিত আলোনা كتاب الصلوة এ আতিবাহিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، حَدَّثَنَا القَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ، عَنِ الجُعَيْدِ، سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ، يَقُولُ: «كَانَ الصَّاعُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ مُدًّا وَثُلُثًا بِمُدِّكُمُ اليَوْمَ، وَقَدْ زِيدَ فِيهِ» سَمِعَ القَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ الجُعَيْدَ

সহজ তরজমা

৬৮৩০. আমর ইবনে যুরারা রহ..... সাইব ইবনে ইয়াযীদ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর যুগের সা' তোমাদের বর্তমানের এক মুদ ও এক মুদের এক-তৃতীয়াংশের বরাবর ছিল। অবশ্য (পরবর্তীকালে) তা বৃদ্ধি পেয়েছে। (উক্ত হাদীসটি) কাসিম ইবনে মালিক রহ যুআয়দ রহ থেকে শুনেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল হলো এই যে, সা' হলো তাই যার উপর আহলে হারামাইনের ঐক্যমত রয়েছে। পরবর্তিতে যখন বনু উমাইয়া সা' এর পরিমান বাড়িয়ে দিয়েছিল তখন যদিও তারা পারস্পারিক লেনদেনের ক্ষেত্রে সে বাড়তি সা' এর প্রচলন চালু রেখেছিল কিন্তু সদকায়ে ফিতির ও অন্যান্য শরয়ী ক্ষেত্রে তারা রাসূল ﷺ এর যুগের সা'ই ব্যবহার করত। আর হাদীসে রাসূলের যুগের সা' এর কথাই বলা হয়েছে। অতএব বাব ও হাদীসের মাঝে মিল সুস্পষ্ট হয়ে গেল।

হাদীসের পূণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৯০ পৃ. পূর্বে ৯৯৩ পৃ.

তাশরীহ: মুদ ও সা সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুলবারী ২য় খন্ড, ১২২-১২৪ পৃ. দেখুন।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مِكْيَالِهِمْ، وَبَارِكْ لَهُمْ فِي صَاعِهِمْ وَمُدِّهِمْ» يَعْنِي أَهْلَ المَدِينَةِ

সহজ তরজমা

৬৮৩১. আবদুল্লাহ ইবনে মাসালামা রহ.....আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত যে রাসূলুল্লাহ ﷺ এই বলে দোয়া করেছেন : হে আল্লাহ! মদীনাবাসীদের পরিমাপে বরকত দান করুন, বরকত দান করুন তাদের সা' এবং মুদে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল :তরজমাতুল বাবের সাথে পূর্বের হাদীসের যে মিল এই হাদীসেরও সেই মিল।

হাদীসের পুণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৯০ পৃ. পূর্বে : ২৮৬, ৯৯৩ পৃ.। তাছাড়া মুসলিম শরীফ ও নাসঈ শরীফ المناسك অধ্যায়।

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ، حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ اليَهُودَ جَاءُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ زَنَيَا، فَأَمَرَ بِهِمَا فَرُجِمَا، قَرِيبًا مِنْ حَيْثُ تُوضَعُ الجَنَائِزُ عِنْدَ المَسْجِدِ»

সহজ তরজমা

৬৮৩২. ইবরাহীম ইবনে মুনযির রহ.... ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত যে, ইহুদীগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ এর খিদমতে এক ব্যভিচারী পুরুষ এবং এক ব্যভিচারিণী মহিলাকে নিয়ে উপস্থিত হল। তখন তিনি তাদের উভয়কে শাস্তি দানের হুকুম দিলে মসজিদে নববীর জানাযা রাখার নিকটবর্তী স্থানে তাদেরকে পাথর নিক্ষেপ (রজম) করে মারা হয়।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের حَيْثُ تُوضَعُ الجَنَائِزُ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৯০ পৃ. পূর্বে: ১৭৭, ৫১৩, ৬৫৪, ১০০৭, ১০১১ পৃ. সামনে ১১২৫ পৃ.।

ঈদগাহ এবং মসজিদে জানাযার নামায: এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারী ৪র্থ খন্ড, ৫০৫ পৃ. দেখুন।

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَمْرٍو، مَوْلَى المُطَّلِبِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ طَلَعَ لَهُ أُحُدٌ، فَقَالَ: «هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ، اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ، وَإِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا»

تَابَعَهُ سَهْلٌ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي أُحُدٍ

সহজ তরজমা

৬৮৩৩. ইসমাঈল রহ... আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত যে, একদা (পথিমধ্যে) রাসূলুল্লাহ ﷺ উহুদ পাহাড় দেখতে পেয়ে বললেন : এই পাহাড় আমাদেরকে ভালবাসে আর আমরাও এই পাহাড়কে ভালবাসি। হে আল্লাহ! ইবরাহীম আ. মক্কাকে হারামের মর্যাদা প্রদান করেছেন, আর আমি এই মদিনার দু'টি প্রস্তরময় প্রান্তের মধ্যবর্তী স্থানকে সেই মর্যাদা প্রদান করছি। উহুদের বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এই হাদীস বর্ণনায় সাহল (রাবী) আনাস রাযি.-এর অনুসরণ করেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল এভাবে যে, উহুদও রাসূল ﷺ এর নির্দশনাবলীর অন্তর্ভুক্ত।

হাদীসের পুণঃ রাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফঃ ১০৯০ পৃ. পূর্বে ২৯৮, ৪০৪, ৪০৫, ৪৭৭, ৫৮৫, ৬০৬, ৮১৬, ৮৪১ পৃ.।

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ، حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلٍ: «أَنَّهُ كَانَ بَيْنَ جِدَارِ المَسْجِدِ مِمَّا يَلِي القِبْلَةَ وَبَيْنَ المِنْبَرِ مَمَرُّ الشَّاةِ»

সহজ তরজমা

৬৮৩৪. ইবনে আবূ মারিয়াম রহ.... সাহল রাযি. থেকে বর্ণিত যে, মসজিদে নববীর কিবলার দিকের প্রাচীর ও মিম্বরের মধ্যে মাত্র একটি বকরী যাতায়াতের স্থান ছিল।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পুণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফঃ ১০৯০ পৃ. পূর্বেঃ ৭১ পৃ. তাছাড়া মুসলিম শরীফ। (الصلوة অধ্যায়) ১৯৭ পৃ. আবু দাউদ শরীফ (الصلوة অধ্যায়)-১০১ পৃ.

প্রশ্ন : বাবের অধীনে বর্ণিত হাদীস দ্বারা বুঝে আসে যে, নামাযী ব্যক্তি ও কেবলার দেওয়ালের (তথা সুতরার) মাঝখানে বকরী অতিক্রম করতে পারে এ পরিমাণ জায়গা ফাঁকা রাখা উচিৎ। আর এর পরিমাণ হলো এক হাত। অর্থাৎ এক হাত জায়গা দিয়ে বকরী অতিক্রম করতে পারে। আর দ্বিতীয় হাদীসে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কা'বা শরীফে নামায আদায় করেছেন এঅবস্থায় যে, তাঁর মাঝে ও কেবলার দেওয়ালের (সুতরার) মাঝে তিন (৩) হাতের দূরত্ব ছিল। সুতরাং বাহ্যিকভাবে এই দুই হাদীসের মাঝে বিরোধ রয়েছে? এর সমাধান কি?

উত্তর-১: বকরী অতিক্রম করা সংক্রান্ত হাদীসটি সেজদার হালতের উপর প্রয়োগ হবে । অর্থাৎ সেজদার জায়গা এবং সুতরার মাঝে এক হাতের দূরত্ব হতো। আর দ্বিতীয় হাদীসটি দাঁড়ানোর স্থান এবং সুতরার মধ্যবর্তী দূরত্বের উপর প্রয়োগ হবে। অতএব আর কোন প্রশ্ন নেই।

উত্তর-২ : দ্বিতীয় উত্তর হলো যে, কমপক্ষে বকরী যেতে পারে এ পরিমাণ দূরত্ব হওয়ায় উচিৎ যাতে করে মাঠে-ময়দানে মানুষ চলাচলের রাস্তা সংকীর্ণ না হয়ে যায়, আর সর্বোচ্চ তিন হাত পরিমান দূরত্ব হতে পারে। সুতরাং আর কোন প্রশ্ন নেই।

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الجَنَّةِ، وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي»

সহজ তরজমা

৬৮৩৫. আমর ইবনে আলী রহ. ..... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমার গৃহ ও আমার মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থান বেহেশতের বাগানগুলোর থেকে একটি বাগান। আর আমার মিম্বর আমার হাওযের উপর।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পূণরাবৃত্তি :হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ: ১০৯০ পৃ. পূর্বে: ১৫৯, ২৫৩, ৯৭৫ পৃ.।

তাশরীহ : رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ এটি خبر আর مابين الخ টি مبتداء এর মর্মার্থের ব্যাপারে কয়েকটি অভিমত রয়েছে-যথা:

(১) এটি একটি টুকরা যা জান্নাত থেকে আনা হয়েছে, যেমন-হাজরে আসওয়াদ।

(২) ঐ অংশে নেক আমল করা জান্নাতের দিকে নিয়ে যাবে।

(৩) কিয়ামতের দিন ঐ অংশকে জান্নাতের অংশ বানিয়ে দেওয়া হবে।

بيت দ্বারা পবিত্র কাবা শরীফ উদ্দেশ্য। অর্থাৎ রওজা মোবারক। কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রওজা মোবারক হলো হযরত আয়েশা রাযি. এর ঘর।

وَمِنْبَرِىْ عَلٰى حَوْضِىْ আল্লাহ তাআলা এই মিম্বরকে হাউজে কাওসারের উপর পৌছে দিবেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই মিম্বরের উপর সমাসীন হবেন এবং সেখান থেকে স্বীয় উম্মতকে পানি পান করাবেন।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ «سَابَقَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ الخَيْلِ، فَأُرْسِلَتِ الَّتِي ضُمِّرَتْ مِنْهَا، وَأَمَدُهَا إِلَى الحَفْيَاءِ إِلَى ثَنِيَّةِ الوَدَاعِ، وَالَّتِي لَمْ تُضَمَّرْ أَمَدُهَا ثَنِيَّةُ الوَدَاعِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ» وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ كَانَ فِيمَنْ سَابَقَ

সহজ তরজমা

৬৮৩৬. মূসা ইবনে ইসমাঈল রহ. ..... আবদুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘোড়দৌড়ের প্রতিযোগিতা করিয়েছিলেন। তীব্র গমনের জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ঘোড়াগুলোর প্রতিযোগিতার স্থান ছিল হাফয়া হতে সানীয়্যাতুল বিদা পর্যন্ত। আর প্রশিক্ষণবিহীনগুলোর স্থান ছিল সানীয়্যাতুল বিদা হতে বনী যুরায়ক-এর মসজিদ পর্যন্ত। আবদুল্লাহ ও প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল এভাবে যে, হাদীসে বর্ণিত স্থানগুলো مشاهد এর অন্তর্ভুক্ত।

হাদীসের পূণরাবৃত্তি :হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৯০ পৃ. পূর্বে : ৫৯-৬০, ৪১০ পৃ.। মুসলিম শরীফ: ২য় খন্ড, ১৩২ পৃ. আবু দাউদ শরীফ : জিহাদ অধ্যায়; ৩৪৮ পৃ. তিরমিযি শরীফ : ১ম খন্ড, ২০৩ পৃ. মাসাঈ শরীফ: ১০৬-১০৭ পৃ.

তাশরীহ: বিস্তারিত জানার জন্য-নাসরুলবারী-২য় খন্ড, ৪৪৪ পৃষ্ঠার শেষ লাইন থেকে ৪৪৫ পৃ. পর্যন্ত দেখুন।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، ح وحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا عِيسَى، وَابْنُ إِدْرِيسَ، وَابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «سَمِعْتُ عُمَرَ عَلَى مِنْبَرِ النَّبِيِّ ﷺ

সহজ তরজমা

৬৮৩৭. ইসহাক রহ... ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমর রাযি. কে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মিম্বরে দাঁড়িয়ে (খুতবা দিতে) শুনেছি।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল :তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের سَمِعْتُ عُمَرَ عَلَى مِنْبَرِ النَّبِيِّ ﷺ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ: ১০৯০ পৃ. পূর্বে: ৬৬৪, ৮৩৬, ৮৩৭ পৃ.।

তাশরীহ: বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুলবারী-দশম খন্ড, ৪৭৬ পৃ. দেখুন।

حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ، «سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ خَطَبَنَا عَلَى مِنْبَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

সহজ তরজমা

৬৮৬০. আবুল ইয়ামান রহ...... সাইব ইবনে ইয়াযীদ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উসমান ইবনে আফ্ফান রাযি.-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মিম্বরে দাঁড়িয়ে খুতবা দিতে শুনেছি।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের عَلَى مِنْبَرِ النَّبِيِّ ﷺ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৯০ পৃ.।

তাশরীহ: আবু উবাইদ كتاب الاموال এ এই হাদীসটিকে যুহরী থেকে অন্য সনদে বর্ণনা করেছেন, আর এখানে বৃদ্ধি করেছেন- يقول هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليوده

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، أَنَّ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَدْ «كَانَ يُوضَعُ لِي وَلِرَسُولِ اللهِ ﷺ هَذَا المِرْكَنُ، فَنَشْرَعُ فِيهِ جَمِيعًا»

সহজ তরজমা

৬৮৬১. মুহাম্মদ ইবনে বাশ্শার রহ... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর গোসল করার জন্য এই পাত্রটি রাখা হত। আমরা সকলে এর থেকে গোসল করতাম।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : আল্লামা আইনী রহ বলেন, কোন ব্যাখ্যাতা এই অধ্যায়ের অধীনে এই হাদীসটি উল্লেখ করেননি। তবে শুধুমাত্র একজন উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন যে, হযরত আয়েশা রাযি. এর গামলা যা দিয়ে রাসূল ও তিনি একসাথে গোসল করেছেন, এই ধরনের পাত্র ও এই পরিমাণ পানি দিয়ে গোসল করা সুন্নত। আর এই ধরনের পাত্র মদীনা ছাড়া অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। (উমদাতুলকারী)

হাদীসের পুণরাবৃত্তি :হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৯০ পৃ. পূর্বে : ৩৯ পৃ.।

তাশরীহ: বুখারী শরীফ: ১ম খন্ড, ৩৯ পৃষ্ঠায় সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে যে, হযরত আয়েশা রাযি. বলেন- আমি এবং নবী করীম ﷺ আমরা দুনোজন একই পাত্র থেকে গোসল করতাম।

এর দ্বারা এই মাসআলা জানা গেল যে, স্বামী-স্ত্রী একই পাত্র থেকে গোসল করতে পারবে, চাই একই সাথে হোক বা একজনের পরে আরেকজন হোক। والله اعلم

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الأَحْوَلُ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «حَالَفَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ الأَنْصَارِ وَقُرَيْشٍ فِي دَارِي الَّتِي بِالْمَدِينَةِ، وَقَنَتَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ»

সহজ তরজমা

৬৮৬২. মুসাদ্দাদ রহ... আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আনসার ও মুহাজিরদেরকে আমার মদীনার বাড়িতে সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করেছিলেন এবং বনী সুলায়মের গোত্রের জন্য বদদোয়া করার নিমিত্ত এক মাস কাল যাবত তিনি (ফজরের নামাযে) কুনূত (নাযিলা) পড়েছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের فِي دَارِي الَّتِي بِالْمَدِينَةِ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পূণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ: ১০৯০ পৃ. আর حديث انس حالف النبى صلى الله عليه وسلم بين الانصار وقريش ٠. পৃ. আর وقنت شهرا يدعوا على احياء من بنى سليم পূর্বে: ১২৬, ১৭৩, ৩৯৩, ৩৯৫, ৪৩১, ৪৪৯ পৃ. সামনে: ৫৮৬, ৫৮৭, ৯৪৬ পৃ.।

তাশরীহ: বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানার জন্য নাসরুল বারী-৮ম খন্ড (কিতাবুল মাগাযী) ১৩৮ পৃ. বীরে মাউনার ঘটনা দেখুন।

حَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا بُرَيْدٌ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَلَقِيَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ، فَقَالَ لِي: " انْطَلِقْ إِلَى الْمَنْزِلِ، فَأَسْقِيَكَ فِي قَدَحٍ شَرِبَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتُصَلِّي فِي مَسْجِدٍ صَلَّى فِيهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ، فَسَقَانِي سَوِيقًا، وَأَطْعَمَنِي تَمْرًا، وَصَلَّيْتُ فِي مَسْجِدِهِ

সহজ তরজমা

৬৮৬৩. আবূ কুরায়ব রহ... আবূ বুরদা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মদীনায় আগমন করলে আবদুল্লাহ ইবনে সালাম রাযি. আমার সাথে সাক্ষাৎ করেন। তিনি আমাকে বললেন, চলুন ঘরে যাই। আমি আপনাকে এমন একটি পাত্রে পান করাবো, যেটিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ পান করেছেন। আপনি ঐ নামাযের জাগাটিতে নামায আদায় করতে পারবেন, যেখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ নামায আদায় করেছিলেন। এরপর আমি তার সঙ্গে গেলাম। তিনি আমাকে ছাতুর শরবত পান করালেন এবং খেজুর খাওয়ালেন। তারপর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নামায আদায়ের স্থানটিতে নামায আদায় করে নিলাম।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের وَصَلَّيْتُ فِي مَسْجِدِهِ. এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পূণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ: ১০৯০-১০৯১ পৃ. পূর্বে: ৫৩৮ পৃ.

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ، أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، حَدَّثَهُ قَالَ: حَدَّثَنِي النَّبِيُّ ﷺ، قَالَ: " أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتٍ مِنْ رَبِّي، وَهُوَ بِالْعَقِيقِ، أَنْ صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ، وَقُلْ: عُمْرَةٌ وَحَجَّةٌ " وَقَالَ هَارُونُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ: «عُمْرَةٌ فِي حَجَّةٍ»

সহজ তরজমা

৬৮৬৪. সাঈদ ইবনে রাবী' রহ... উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেছেন : আকীক নামক স্থানে অবস্থানকালে এক রাতে আমার পরওয়ারদিগারের নিকট থেকে একজন আগন্তুক (ফেরেশতা) আমার কাছে এলেন। তিনি বললেন, এই বরকতময় প্রান্তরে নামায আদায় করুন এবং বলুন, উমরা ও হজ্জের নিয়ত করছি। হারূন ইবনে ইসমাঈল রহ বলেন, আলী রাযি. আমার কাছে হজ্জের সাথে 'উমরার নিয়ত করুন' শব্দ বর্ণনা করেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল: তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের وَهُوَ بِالْعَقِيقِ. এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে। কেননা, এটি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর مشاهد এর অন্তর্ভুক্ত।

হাদীসের পুণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৯১ পৃ. পূর্বে (হজ্জ অধ্যায়) ২০৭, ৩১৪ পৃ.।

তাশরীহ: 'কিতাবুল হাজ্জের' রেওয়াতের عُمْرَةٌ وَحَجَّةٌ এর স্থানে وَقُلْ عُمْرَةٌ فِي حَجَّةٍ য়েছে। মর্মার্থ হলো এই যে, আপনি হজ্জের সাথে উমরার ইহরামও বেঁধে হজ্জে-কিরান করে নিন। এর দ্বারা হজ্জের প্রকার সমূহের মধ্যে হজ্জে কিরানের ফযীলত এর ব্যাপারে দলীল পেশ করা যায়।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ. عَنِ ابْنِ عُمَرَ: وَقَّتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَرْنًا لِأَهْلِ نَجْدٍ. وَالجُحْفَةَ لِأَهْلِ الشَّأْمِ. وَذَا الحُلَيْفَةِ لِأَهْلِ المَدِينَةِ». قَالَ: سَمِعْتُ هٰذَا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَبَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: وَلِأَهْلِ اليَمَنِ يَلَمْلَمُ. وَذُكِرَ العِرَاقُ فَقَالَ: لَمْ يَكُنْ عِرَاقٌ يَوْمَئِذٍ

সহজ তরজমা

৬৮৬৫. মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ রহ.... ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মীকাত নির্ধারণ করেছেন নজদবাসীদের জন্য কারনকে, সিরিয়াবাসীদের জন্য জুহফাকে এবং মদীনাবাসীদের জন্য যুল হুলায়ফাকে। ইবনে উমর রাযি. বলেন, আমি এগুলো (স্বং) নবী সালালাহু আলাইহি ওয়া সালাম থেকে শুনেছি। আমার কাছে আরো সংবাদ পৌছেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ইয়ামানবাসীদের মীকাত হচ্ছে ইয়ালামলাম এবং ইরাকের কথা উল্লেখ করা হলে ইবনে উমর রাযি. বলেন, তখন তো ইরাক ছিল না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পুণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৯১ পৃ. পূর্বে : (العلم পৃ.,২০৬, ২০৭ পৃ.।

তাশরীহ: وَبَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الخ বাহ্যিকভাবে বুঝে আসে যে, مخبر অর্থাৎ, রাবী মাজহুল? আল্লামা কাস্তাল্লানী রহ. এর জবাব দিয়েছেন যে, এতে কোন সমস্যা নেই। কেননা তিনি সাহবী থেকে বর্ণনা করবেন, আর সাহাবীরা সবাই ন্যায়পরায়ন। বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারী-৫ম খন্ড, ১৯০-১৯২ পৃ. দেখুন।

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ المُبَارَكِ. حَدَّثَنَا الفُضَيْلُ. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ. حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ. عَنْ أَبِيهِ. عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنَّهُ أُرِيَ وَهُوَ فِي مُعَرَّسِهِ بِذِي الحُلَيْفَةِ. فَقِيلَ لَهُ: إِنَّكَ بِبَطْحَاءَ مُبَارَكَةٍ"

সহজ তরজমা

৬৮৬৬. আবদুর রহমান ইবনে মুবারাক রহ.... আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত যে, তিনি যুল হুলায়ফা নামক স্থানে রাতের শেষ প্রহরে অবস্থানকালে তাকে বলা হলো আপনি একটি বরকতময় স্থানে রয়েছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট। কেননা যুল হুলায়ফাও রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর مشاهد এর অন্তর্ভূক্ত। এই জন্য বলা হয়েছে যে, إِنَّكَ بِبَطْحَاءَ مُبَارَكَةٍ অর্থাৎ, আপনি 'বরকতময় উপত্যাকথা' রয়েছেন।

হাদীসের পুণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৯১ পৃ. পূর্বেঃ ২০৮, ৩১৪ পৃ.।

তাশরীহ: আল্লামা আইনী রহ বলেন হাদীসে বর্ণিত معرسه এটি تعريس তথা শেষ রাতে অবস্থান করার নাম।

بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ} [

৩৮৫২. অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : (হে আমার হাবীব!) চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব আপনার নয়

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ فِي صَلاَةِ الفَجْرِ وَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ: «اللَّهُمَّ رَبَّنَا، وَلَكَ الحَمْدُ فِي الأَخِيرَةِ» ، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ العَنْ فُلاَنًا وَفُلاَنًا» ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ} [آل عمران:

সহজ তরজমা

৬৮৬৭. আহমাদ ইবনে মুহাম্মদ রহ... ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে ফজরের নামাযের শেষে রুকু থেকে মাথা উঠানোর সময় বলতে শুনেছেন, হে আল্লাহ! আমাদের প্রতিপালক, সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আপনারই জন্য। তিনি আরো বললেন, হে আল্লাহ! আপনি অমুক অমুক ব্যক্তির প্রতি লানত করুন। এরপর আল্লাহ নিম্নোক্ত আয়াতখানা অবতীর্ণ করেন : (হে নবী) চূড়ান্তভাবে কোন কিছুর সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব আপনার হাতে নেই। আল্লাহ হয়ত তাদেরকে তাওবার তাওফীক দেবেন, নয়ত তাদেকে শাস্তি দেবেন। কেননা তারা সীমালংঘনকারী।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল :তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পুণরাবৃত্তি : হাদীষটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৯১ পৃ. পূর্বে : ৫৮২, ৬৫৫ পৃ.

তাশরীহ: لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ এর দ্বারা পরিস্কার হয়ে গেল যে, আল্লাহ তাআলার ইচ্ছার মধ্যে কোন মাখলুক কিংবা কোন বান্দার দখল নেই। এমনকি কোন নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দারও দখল নেই। কে জানে কেউ কোন ওলী কিংবা কোন বুযুর্গকে আল্লাহ তাআলার مشیت এ হস্তক্ষেপকারী মনে করে বসবে।

بَابُ قَوْلِهِ تَعَالَى {وَكَانَ الإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا} [الكهف: ٥٤]

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلاَ تُجَادِلُوا أَهْلَ الكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [العنكبوت: ٤]

৩৮৫৩. অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : মানুষ অধিকাংশ ব্যাপারেই বিতর্কপ্রিয় (১৮ : ৫৪)। মহান আল্লাহর বাণী : তোমরা কিতাবীদের সাথে বিতর্ক করবে না... (২৯ : ৪৬)

حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، ح حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ، أَخْبَرَنَا عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ، أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ طَرَقَهُ وَفَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلاَمُ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُمْ: «أَلاَ تُصَلُّونَ؟» . فَقَالَ عَلِيٌّ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّمَا أَنْفُسُنَا بِيَدِ اللهِ، فَإِذَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَنَا بَعَثَنَا، فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ قَالَ لَهُ ذٰلِكَ، وَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهِ شَيْئًا، ثُمَّ سَمِعَهُ وَهُوَ مُدْبِرٌ، يَضْرِبُ فَخِذَهُ وَهُوَ يَقُولُ: {وَكَانَ الإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا} [الكهف: ٥٤] . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: "يُقَالُ: مَا أَتَاكَ لَيْلًا فَهُوَ طَارِقٌ". وَيُقَالُ {الطَّارِقُ} [الطارق: ٢]: «النَّجْمُ» ، وَ {الثَّاقِبُ} [الطارق: ٣]: «المُضِيءُ» ، يُقَالُ: «أَثْقِبْ نَارَكَ لِلْمُوقِدِ»

সহজ তরজমা

৬৮৬৮. আবুল ইয়ামান ও মুহাম্মদ ইবনে সালাম রহ... আলী ইবনে আবু তালিব রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর এবং রাসূল-কন্যা ফাতিমা রাযি.-এর নিকট আসলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা নামায আদায় করেছ কি? আলী রাযি. বললেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের জীবন তো আল্লাহর কুদরতের হাতে। তিনি আমাদেরকে যখন (নামাযের জন্য ঘুম থেকে) জাগিয়ে দিতে চান, জাগিয়ে দেন। আলী রাযি.-এর এ কথা বলার সাথে সাথেই রাসূলুল্লাহ ﷺ চলে গেলেন, আলীর কথার কোন প্রতিউত্তর তিনি আর দিলেন না। আলী রাযি. বলেন, আমি শুনতে পেলাম, তিনি চলে যাচ্ছেন, আর উরুতে হাত মেরে মেরে বললেন : মানুষ অধিকাংশ ব্যাপারেই বিতর্কপ্রিয়। আবূ আবদুল্লাহ (বুখারী) রহ বলেন, তোমার কাছে রাতে যে আগন্তুক আসে তাকে 'তারিক' বা নৈশ অতিথি বলে। 'তারিক' একটি নক্ষত্রকেও বলা হয়। আর 'ছাকিব' অর্থ হল জ্যোতিষ্মান। এই জন্যই আগুন যে জ্বালায় তাকে লক্ষ্য করে সাধারণত বলা হয়ে থাকে, তুমি আগুন জ্বালিয়ে তোল।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : طرق এটি মূলত বাবে نصر থেকে اسم فاعل। যার অর্থ হলো জারো ঘাত করা, করাঘাত করা যে, তার আওয়ায় শুনা যায়। এ থেকে مطرقه এসেছে যার অর্থ হলো হাতুড়ি। طرق الباب দরজায় করাঘাত করা।পরবর্তীতে এই শব্দটি রাতের বেলায় আগমনকারীর জন্য ব্যবহৃত হতে থাকে। কেননা, সেই রাতের বেলায় আগমনকারী অতিথি অধিকাংশ সময় দরজা বন্ধ দেখে দরজায় নড়াচড়া করে, করাঘাত করে।

ثاقب : ঔজ্জ্বল্য, দীপ্তিমান। এটি বাবে نصر থেকে ثقوب মাসদার থেকে اسم فاعل এর সীগা। অর্থ: আলোকিত হওয়া, আগুন প্রজ্বলিত হওয়া।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ فِي المَسْجِدِ، خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «انْطَلِقُوا إِلَى يَهُودَ» . فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى جِئْنَا بَيْتَ المِدْرَاسِ، فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَنَادَاهُمْ فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ يَهُودَ، أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا» . فَقَالُوا: قَدْ بَلَّغْتَ يَا أَبَا القَاسِمِ، قَالَ: فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ذَلِكَ أُرِيدُ، أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا» . فَقَالُوا: قَدْ بَلَّغْتَ يَا أَبَا القَاسِمِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ذَلِكَ أُرِيدُ» ، ثُمَّ قَالَهَا الثَّالِثَةَ، فَقَالَ: «اعْلَمُوا أَنَّمَا الأَرْضُ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، وَأَنِّي أُرِيدُ أَنْ أُجْلِيَكُمْ مِنْ هَذِهِ الأَرْضِ، فَمَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ بِمَالِهِ شَيْئًا فَلْيَبِعْهُ، وَإِلَّا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا الأَرْضُ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ»

সহজ তরজমা

৬৮৬৯. কুতায়বা রহ... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা মসজিদে নববীতে ছিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদ থেকে বের হয়ে আমাদেরকে বললেন : তোমরা চলো ইহুদীদের সেখানে যাই। আমরা তাঁর সঙ্গে বেরিয়ে এলাম। অবশেষে আমরা বায়তুল মিদরাসে (তাদের শিক্ষাগারে) পৌঁছলাম। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ সেখানে দাঁড়িয়ে তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন : হে ইহুদী সম্প্রদায়! তোমরা ইসলাম কবূল কর, এতে তোমরা নিরাপদে থাকবে। ইহুদীরা বলল, হে আবুল কাসিম! আপনার পৌঁছানোর দায়িত্ব আপনি পালন করেছেন। এরপর তিনি বললেন : আমার ইচ্ছা তোমরা ইসলাম কবুল কর এবং শান্তিতে থাক। তারাও আবার বলল, হে আবুল কাসিম! আপনার পৌঁছানোর দায়িত্ব আপনি পালন করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে বললেন : আমি এরূপই ইচ্ছা রাখি। তৃতীয়বারেও তিনি তাই বললেন। পরিশেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : জেনে রেখো, যমীন একমাত্র আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের। আমি তোমাদেরকে এই এলাকা থেকে উচ্ছেদ করে দিতে চাই। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যাদের অস্থাবর সম্পত্তি আছে, তা যেন সে বিক্রি করে দেয়। অন্যথায় জেনে রেখো যমীন আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের ২য় অংশের সাথে হাদীসের এভাবে মিল রয়েছে যে, রাসূল ﷺ ইয়াহুদীদের কাছে গেলেন এবং তাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান করলেন। তখন তারা (ইয়াহুদীরা) বলল, হে আবুল কাসেম! قَدْ بَلَّغْتَআপনি দাওয়াত পৌঁছে দিয়েছেন। কিন্তু তারা তাঁর আনুগত্য প্রদর্শন করেনি। আর রাসূল ﷺ তাদেরকে বারবার দাওয়াত দিয়েছেন এটাই হলো مجادلة بالتى هى احسن

হাদীসের পুণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৯১-১০৯২ পৃ. পূর্বে: ৪৪৯, ১০২৭ পৃ.।

بَابُ قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا} [البقرة: ١٤٣]

وَمَا أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِلُزُومِ الجَمَاعَةِ، وَهُمْ أَهْلُ العِلْمِ

৩৮৫৪. অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : এভাবে আমি তোমাদেরকে এক মধ্যপন্থী জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছি, যাতে তোমরা মানব জাতির জন্য সাক্ষীস্বরূপ হবে। (২:১৪৩) রাসূলুল্লাহ ﷺ জামাআতকে আঁকড়ে ধরে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। আর জামাআত বলতে আলেমদের জামাআতকেই বলা হয়েছে

তাশরীহ: সর্বোত্তম উম্মত হলো যারা বাড়াবাড়ি ও শীতিলতা থেকে পবিত্র এবং মধ্যমপন্থার উপর প্রতিষ্ঠিত।

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يُجَاءُ بِنُوحٍ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَيُقَالُ لَهُ: هَلْ بَلَّغْتَ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ، يَا رَبِّ، فَتُسْأَلُ أُمَّتُهُ: هَلْ بَلَّغَكُمْ؟ فَيَقُولُونَ: مَا جَاءَنَا مِنْ نَذِيرٍ، فَيَقُولُ: مَنْ شُهُودُكَ؟ فَيَقُولُ: مُحَمَّدٌ وَأُمَّتُهُ، فَيُجَاءُ بِكُمْ، فَتَشْهَدُونَ ". ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ {وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا} [البقرة:] قَالَ: عَدْلًا {لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا} [البقرة:] ، وَعَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَوْنٍ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهٰذَا

সহজ তরজমা

৬৮৭০. ইসহাক ইবনে মানসূর রহ.. আবু সাঈদ খুদরী রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুলাহ ﷺ বলেছেন : কিয়ামতের দিন নূহ আ. কে (আল্লাহর সমীপে) হাযির করে জিজ্ঞাসা করা হবে, তুমি কি (দীনের দাওয়াত) পৌছে দিয়েছ? তখন তিনি বলবেন, হ্যাঁ। হে আমার পরওয়ারদিগার। এরপর তাঁর উম্মতকে জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমাদের কাছে নূহ (দাওয়াত) পৌছিয়েছে কি? তারা সবাই বলে উঠবে, আমাদের কাছে কোন ভীতি প্রদর্শকই (নবী ও রাসূল) আসেনি। তখন নূহ আ.-কে বলা হবে, তোমার (দাবির পক্ষে) কোন সাক্ষী আছে কি? তিনি বলবেন, মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর উম্মতগণই (আমার সাক্ষী)। রাসূলুলাহ ﷺ বলেন : তোমাদেকে তখন নিয়ে আসা হবে এবং তোমরা [নূহ আ. এর পক্ষে] সাক্ষ্য দেবে। এরপর রাসূলুলাহ ﷺ আল্লাহ পাকের নিম্নোক্ত বাণী পাঠ করলেন : এভাবে আলাহ তোমাদেরকে মধ্যমপন্থী উম্মত নির্ধারণ করেছেন। (وسطا, অর্থ ভারসাম্যপূর্ণ) তাহলে তোমরা মানব জাতির জন্য সাক্ষী হতে পারবে আর রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষী হবেন। জাফর ইবনে আউন রহ... আবূ সাঈদ খুদরী রাযি. রাসূলুল্লাহ ﷺ সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল :তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পূণরাবৃত্তি :হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৯২ পৃ. পূর্বে : ৪৭০, ৬৪৫ পৃ.।

তাশরীহ: এই আয়াতে কারীমা দ্বারা দলীল পেশ করা হয়েছে যে, اجماع হুজ্জত।

بَابُ إِذَا اجْتَهَدَ العَامِلُ أَوِ الحَاكِمُ، فَأَخْطَأَ خِلاَفَ الرَّسُولِ مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ، فَحُكْمُهُ مَرْدُودٌ

لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»

৩৮৫৫. অনুচ্ছেদ : কোন কর্মকর্তা-কর্মচারী কিংবা বিচারক অজ্ঞতাবশত ইজতিহাদে ভুল করে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মতের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত দিলে তা অগ্রাহ্য হবে। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন ব্যক্তি যদি এমন কাজ করে, যার আমি নির্দেশ করিনি তা অগ্রাহ্য

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَخِيهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ، عَنْ عَبْدِ المَجِيدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ المُسَيِّبِ، يُحَدِّثُ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ، حَدَّثَاهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَعَثَ أَخَا بَنِي عَدِيٍّ الأَنْصَارِيَّ، وَاسْتَعْمَلَهُ عَلَى خَيْبَرَ، فَقَدِمَ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟» قَالَ: لاَ، وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا لَنَشْتَرِي الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ مِنَ الجَمْعِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ تَفْعَلُوا، وَلَكِنْ مِثْلًا بِمِثْلٍ، أَوْ بِيعُوا هَذَا وَاشْتَرُوا بِثَمَنِهِ مِنْ هَذَا، وَكَذَلِكَ المِيزَانُ»

সহজ তরজমা

৬৮৭১. ইসমাঈল রহ... আবূ সাঈদ খুদরী ও আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বনী আদী আনসারী গোত্রের জনৈক ব্যক্তিকে খায়বারের কর্মকর্তা নিয়োগ করে পাঠালেন। এরপর সে প্রত্যাবর্তন করল উন্নতমানের খেজুর নিয়ে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, খায়বারের সব খেজুরই কি এত উন্নতমানের হয়? তিনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহর কসম! সব খেজুরই এমন নয়। আমরা দুই সা' মন্দ খেজুরের বিনিময়ে এরূপ এক সা' ভাল খেজুর খরিদ করেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এমনটি করো না। বরং সমানে সমানে ক্রয়-বিক্রয় করো। কিংবা এগুলো বিক্রয় করে এর মূল্য দ্বারা সেগুলো খরিদ করো। যেসব জিনিস ওযন করে কেনাবেচা হয়, সেসব ক্ষেত্রেও এই আদেশ সমভাবে প্রযোজ্য।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল এভাবে যে, হাদীসে উল্লেখিত সাহাবী ইলম ব্যতীত ইজতিহাদ করেছেন, যা রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রদ করে দিয়েছেন এবং তিনি যা করেছিলেন তা থেকে নিষেধ করেছিলেন।

হাদীসের পুণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ: ১০৯২ পৃ. পূর্বে: ২৯৩, ৩০৮, ৬০৯ পৃ.।

তাশরীহ: تمر جنيب উত্তম খেজুর। এই হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, একই জাতীয় জিনিসের ক্ষেত্রে কম-বেশী করা জায়েয নেই। খেজুর উত্তম হোক বা অনুত্তম হোক কম-বেশী করে বিক্রি করা 'রিবা' (সুদ) যা হারাম। আর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা থেকে বাঁচার জন্য জায়েয পদ্ধতি বলে দিয়েছেন।

বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুলবারী-৮ম খন্ড, ৩০৭ পৃ. দেখুন।

بَابُ أَجْرِ الحَاكِمِ إِذَا اجْتَهَدَ فَأَصَابَ أَوْ أَخْطَأَ

৩৮৫৬. অনুচ্ছেদ : বিচারক ইজতিহাদে সঠিক কিংবা ভুল সিদ্ধান্ত নিলেও তার প্রতিদান রয়েছে

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ المُقْرِئُ المَكِّيُّ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الحَارِثِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، مَوْلَى عَمْرِو بْنِ العَاصِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ العَاصِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا حَكَمَ الحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ» . قَالَ: فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الحَدِيثِ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ . فَقَالَ: هَكَذَا حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. وَقَالَ عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ المُطَّلِبِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ

সহজ তরজমা

৬৮৭২. আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ রহ... আমর ইবনে আস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে এই কথা বলতে শুনেছেন, কোন বিচারক ইজতিহাদে সঠিক সিদ্ধান্ত নিলে তার জন্য রয়েছে দু'টি পুরস্কার। আর যদি কোন বিচারক ইজতিহাদে ভুল করেন তার জন্যও রয়েছে একটি পুরস্কার। রাবী বলেন, আমি হাদীসটি আবূ বকর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আমর ইবনে হাযম রহ-এর নিকট বর্ণনা করলে তিনি বললেন, আবূ সালামা ইবনে আবদুর রহমান আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে এরূপ বর্ণনা করেছেন এবং আবদুল আযীয ইবনে আবদুল মুত্তালিব... আবূ সালামা রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল এভাবে যে, হাদীসের মধ্যে তরজমাতুল বাবের অস্পষ্টতাকে দূর করা হয়েছে। কেননা, তরজমাতুল বাবে اجر (সাওয়াবের) এর পরিমাণ বা অবস্থা বর্ণনা করা হয়নি।

তাশরীহ: এখানে হাকেম এবং কাজী দ্বারা ঐ হাকেম উদ্দেশ্য যিনি আলেম, মুজতাহিদ। এরকম হাকীম কোন সঠিক ফায়সালা করলে দুটি সাওয়াব পাবে, একটি হলো পরিশ্রমের আর দ্বিতীয়টি হলো সঠিক সমাধানের। আর ভুল ফায়সালার ক্ষেত্রে শুধু একটি সাওয়াব পাবে, আর সেটি হলো-শুধু কষ্ট মেহনত করার। যেমন রাসূল ﷺ বলেছেন- إِذَا حَكَمَ الحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ. فَلَهُ أَجْرَانِ. وَإِذَا حَكَمَ فَأَخْطَأَ. فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ

بَابُ الحُجَّةِ عَلَى مَنْ قَالَ: إِنَّ أَحْكَامَ النَّبِيِّ ﷺ كَانَتْ ظَاهِرَةً

وَمَا كَانَ يَغِيبُ بَعْضُهُمْ مِنْ مَشَاهِدِ النَّبِيِّ ﷺ وَأُمُورِ الإِسْلَامِ

৩৮৫৭. অনুচ্ছেদ : তাদের উক্তির বিরুদ্ধে প্রমাণ যারা বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সব কাজই সুস্পষ্ট ছিল। কোন কোন সাহাবী রাসূলুল্লাহ ﷺ এর দরবার থেকে অনুপস্থিত থাকা যে স্বাভাবিক ছিল যদ্দরুন তাঁদের জন্য ইসলামের বিধিবিধান থেকে না ওয়াকিফ থাকাও স্বাভাবিক ছিল এর প্রমাণ

তাশরীহ: খারেজী ও রাফেজীদের রদ করাই ইমাম বুখারী রহ এর উদ্দেশ্য, যারা এই মনে করে যে, রাসূল রাসূল ﷺ এর সকল বিধান তাওয়াতুর দ্বারা বর্ণিত হয়ে আসছে এবং খবরে ওয়াহেদ এর উপর আমল করা সহীহ না। ইমাম বুখারী রহ তাদের এই ভ্রান্ত ধারনাকে রদ করে দিয়েছেন। সহীহ এবং বাস্তবসম্মত কথা হলো এই যে, সকলের ঐক্যমতে খবরে ওয়াহেদের উপর আমল করা জায়েয।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي عَطَاءٌ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: اسْتَأْذَنَ أَبُو مُوسَى عَلَى عُمَرَ فَكَأَنَّهُ وَجَدَهُ مَشْغُولًا فَرَجَعَ، فَقَالَ عُمَرُ: أَلَمْ أَسْمَعْ صَوْتَ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ، ائْذَنُوا لَهُ، فَدُعِيَ لَهُ، فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟ فَقَالَ: «إِنَّا كُنَّا نُؤْمَرُ بِهَذَا»، قَالَ: فَأْتِنِي عَلَى هَذَا بِبَيِّنَةٍ أَوْ لَأَفْعَلَنَّ بِكَ، فَانْطَلَقَ إِلَى مَجْلِسٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالُوا: لاَ يَشْهَدُ إِلَّا أَصَاغِرُنَا، فَقَامَ أَبُو سَعِيدٍ الخُدْرِيُّ فَقَالَ: «قَدْ كُنَّا نُؤْمَرُ بِهَذَا»، فَقَالَ عُمَرُ خَفِيَ عَلَيَّ هَذَا مِنْ أَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَلْهَانِي الصَّفْقُ بِالأَسْوَاقِ

সহজ তরজমা

৬৮৭৩. মুসাদ্দাদ রহ... উবায়দ ইবনে উমায়র রহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ মূসা রাযি. উমর রাযি. এর কাছে আসার অনুমতি চাইলেন। আবূ মূসা রাযি. তাঁকে যেন কোন কাজে ব্যস্ত ভেবে ফিরে যাচ্ছিলেন। উমর রাযি. বললেন, আমি কি আবদুল্লাহ ইবনে কায়স-এর আওয়ায শুনিনি? তাকে এখানে আসার অনুমতি দাও। এরপর তাঁকে ডেকে আনা হলে উমর রাযি. জিজ্ঞাসা করলেন, কি জিনিস আপনাকে ফিরে যেতে বাধ্য করল? আবূ মূসা রাযি. বললেন, আমাদেরকে এরূপই করার নির্দেশ দেয়া হত। উমর রাযি. বললেন, আপনার উক্তির সপক্ষে প্রমাণ পেশ করুন, অন্যথায় আপনার সাথে মোকাবেলা করব। এরপর তিনি আনসারদের এক মজলিসে চলে গেলেন। তারা বলে উঠল, আমাদের বালকরাই এর পক্ষে সাক্ষ্য দেবে। এরপর আবূ সাঈদ খুদরী রাযি. দাঁড়িয়ে বললেন, হ্যাঁ, আমাদেরকে এরূপ করারই নির্দেশ দেওয়া হত। এরপর উমর রাযি. বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর এমন আদেশটি আমার অজানা রয়ে গেল। বাজারের বেচাকেনার ব্যস্ততা আমাকে এ কথা জানা থেকে বঞ্চিত রেখেছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল এভাবে যে, কারো কাছে প্রবেশ করতে অনুমতি চাওয়ার বিষয়টি যেহেতু হযরত ওমর রাযি. এর জানা ছিল না, তাই তিনি হযরত আবু মুসা আশআরীর রাযি. উক্তি قد كنا نؤمر بهذا মেনে নিয়েছেন। সুতরাং এটা প্রমাণ বহন করে যে, খবরে ওয়াহেদ আমলযোগ্য। কেননা এমন কিছু বিধান রয়েছে যেগুলো কোন কোন সাহাবার জানা ছিল না। আর যারা জানতেন তারা যারা জানতেন না তাঁদের নিকট পৌছে দিতেন। আর অনুপস্থিতগণ তথা যাঁরা জানতেন না তাঁরা তাঁদের নিকট যাঁরা বর্ণনা করতেন তাঁদের কথা গ্রহণ করতেন এবং সে অনুযায়ী আমল করতেন।

প্রশ্ন: এখানে হযরত ওমর রাযি. সাক্ষী তলব করেছেন, তাই এর দ্বারা বুঝে আসে যে, খবরে ওয়াহেদ হুজ্জত নয়?

জবাব : খবরে ওয়াহেদ হুজ্জত এর প্রমাণ হলো যে, হযরত আবূ সাঈদ রাযি. এর খবরকে মিলানোর দ্বারা সেটা মুতাওয়াতির হয়ে যায়নি। সুতরাং প্রমাণিত হয়ে গেল যে, খবরে ওয়াহেদ হুজ্জত (দলীলযোগ্য)।

হাদীসের পূণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ: ১০৯২ পৃ. পূর্বে ২৭৭, ৯২৩ পৃ.

حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنَ الأَعْرَجِ، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ: إِنَّكُمْ تَزْعُمُونَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يُكْثِرُ الحَدِيثَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاللهُ المَوْعِدُ إِنِّي كُنْتُ امْرَأً مِسْكِينًا، أَلْزَمُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى مِلْءِ بَطْنِي، وَكَانَ المُهَاجِرُونَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفْقُ بِالأَسْوَاقِ، وَكَانَتِ الأَنْصَارُ يَشْغَلُهُمُ القِيَامُ عَلَى أَمْوَالِهِمْ، فَشَهِدْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ، وَقَالَ: «مَنْ يَبْسُطْ رِدَاءَهُ حَتَّى أَقْضِيَ مَقَالَتِي، ثُمَّ يَقْبِضْهُ، فَلَنْ يَنْسَى شَيْئًا سَمِعَهُ مِنِّي» فَبَسَطْتُ بُرْدَةً كَانَتْ عَلَيَّ، فَوَالَّذِي بَعَثَهُ بِالحَقِّ مَا نَسِيتُ شَيْئًا سَمِعْتُهُ مِنْهُ

সহজ তরজমা

৬৮৭৪. আলী রহ.... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদের ধারণা আবূ হুরায়রা রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে হাদীস বর্ণনায় বাড়াবাড়ি করছে। আল্লাহর কাছে একদিন আমাদেরকে হাযির হতে হবে। আমি ছিলাম একজন মিসকীন। খেয়ে না খেয়েই আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সান্নিধ্যে লেগে থাকতাম। মুহাজিরদেরকে বাজারের বেচাকেনা লিপ্ত রাখত। আর আনসারগণকে ব্যস্ত রাখত তাঁদের ধন দৌলতের ব্যবস্থাপনা। একদা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আমার কথা শেষ হওয়া পর্যন্ত যে ব্যক্তি স্বীয় চাদর বিছিয়ে তারপর তা গুটিয়ে নেবে, সে আমার কাছ থেকে শ্রুত বাণী কোন দিন ভুলবে না। তখন আমি আমার গায়ের চাদরখানা বিছিয়ে দিলাম। সে সত্তার কসম, যিনি তাঁকে হক্কের সাথে প্রেরণ করেছেন! এরপর থেকে আমি তাঁর কাছে যা শুনেছি, এর কিছুই ভুলিনি।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল এভাবে যে, হযরত আবু হুরায়রা রাযি. রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনেক বাণী, কাজ-কর্মের সংবাদ দিয়েছেন যা অনেক সাহাবায়ে কেরামই জানতেন না, হযরত আবু হুরায়রা রাযি. যখন তাঁদেরকে সেগুলো পৌঁছে দিতেন, তখন যাঁরা শ্রবণ করতেন তাঁরা তা গ্রহণ করে নিতেন এবং সে অনুযী আমল করতেন। সুতরাং এটি প্রমাণ বহন করে যে খবরে ওয়াহেদ গ্রহণযোগ্য ও আমলযোগ্য। আর এটি ঐসকল লোকদের বিপক্ষে হুজ্জত যারা রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খবরে ওয়াহেদ এর জন্য তাওয়াতুর এর শর্তারোপ করে থাকেন।

হাদীসে পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৯২-১০৯৩ পৃ. পূর্বে: ২২, ২৭৪, ৩১৬, ৫১৫ পৃ.।

بَابُ مَنْ رَأَى تَرْكَ النَّكِيرِ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ حُجَّةً، لاَ مِنْ غَيْرِ الرَّسُولِ

৩৮৫৮. অনুচ্ছেদ : কোন বিষয় রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক অস্বীকৃতি জ্ঞাপন না করাই তার বৈধ হওয়ার প্রমাণ। অন্য কারো অস্বীকৃতি বৈধতার প্রমাণ নয়।

উদ্দেশ্য : এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যে, রাসূল ﷺ এর تقرير হুজ্জত কেননা, সেটা রাসূল ﷺ এর এক প্রকার فعل কারণ যদি রাসূল ﷺ তা অস্বীকারকারী হতেন, তাহলে অবশ্যই তিনি তাতে বাঁধা প্রদান করতেন। আর এ ব্যাপারে কোন উলামায়ে কেরামের দ্বিমত নেই যে, রাসূল ﷺ এর উম্মতের কেউ কোন অন্যায় কাজ করলে বা অন্যায় কথা বললে রাসূল ﷺ তা শোনে বা দেখে সমর্থন দিয়ে দিবেন এটা তাঁর জন্য জায়েয নেই। কেননা আল্লাহ তাআলা রাসূল ﷺ এর উপর অপরাধ হতে বারন করাকে ফরজ করে দিয়েছেন।

তরজমাতুল বাবের দ্বিতীয় অংশটি একদম গ্রহণযোগ্য নয় যে, নবী ব্যতীত অন্য কেহ যেমন খেলাফায়ে রাশেদীন এর সামনে কোন কথা বলা হলো কিংবা কোন কাজ করা হলো আর কেহ তা করতে বা বলতে বাঁধা প্রদান করেন নি, তাহলে তা اجماع سكوتى তথা হুজ্জত হয়ে যাবে। বিস্তারিত জানার জন্য নূরুল আনওয়ার ও অন্যান্য ফিকহের কিতাব অধ্যায়ন করুন।

حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ: رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَحْلِفُ بِاللهِ: أَنَّ ابْنَ الصَّائِدِ الدَّجَّالُ، قُلْتُ: تَحْلِفُ بِاللهِ؟ قَالَ: «إِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ يَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَلَمْ يُنْكِرْهُ النَّبِيُّ ﷺ»

সহজ তরজমা

৬৮৫৩. হাম্মাদ ইবনে হুমায়দ রহ...মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদির রহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাযি. কে আল্লাহর কসম খেয়ে বলতে শুনেছি যে, ইবনে সায়িদ অবশ্যই (একটা) দাজ্জাল। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম : আল্লাহর কসম খেয়ে বলছেন? তিনি উত্তরে বললেন, আমি উমর রাযি. কে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর উপস্থিতিতে কসম খেয়ে এ কথা বলতে শুনেছি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ এ কথা অস্বীকার করেননি।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পূণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৯৩ পৃ.। মুসলিম শরীফ ২য় খন্ড (কিতাবুল ফিতান)-৩৯৮ পৃ.। আবু দাউদ শরীফ: ২য় খন্ড, ৫৯৫ পৃ.।

তাশরীহ: ইমাম নববী রহ বলেন যে, হাদীসে ابن صياد ও ابن صائد দুনোভাবেই বর্ণিত আছে। তার নাম হলো صاف উলামায়ে কেরাম রহ বলেন যে, তার সম্পর্কে ঘটনা খুবই মুশকিল এবং তার ব্যাপারটা অত্যান্ত জটিল সন্দেহপূর্ণ। (শরহে নববী রহ)

মমার্থ হলো যে, প্রসিদ্ধ মাসীহে দাজ্জাল যাকে হযরত ঈসা আ. হত্যা করবেন, সেই কি ابن صياد না অন্য কেউ? তবে সেও যে এক ধরণের দাজ্জাল এতে কোন সন্দেহ নেই।

প্রশ্ন : বাবের অধীনে বর্ণিত হাদীস দ্বারা বুঝে আসে যে, ابن صياد ই হলো دجال কেননা, ابن صياد যদি দাজ্জাল না হতো, তাহলে রাসূল ﷺ হযরত ওমর রাযি. কে এ ব্যাপারে কসম খেতে অবশ্যই নিষেধ করতেন। এখন প্রশ্ন হয় যে, বুখারী শরীফ ১ম খন্ড- كتاب الجنائز পৃষ্টায় হযরত ওমর রাযি. এর রেওয়াত অতিবাহিত হয়েছে যে, হযরত ওমর রাযি. বলেছেন- دعني يارسول الله اضرب عنقه الخ হে রাসূল ﷺ আপনি আমাকে ছেড়ে দিন তার গর্দান উড়িয়ে দেই। তখন রাসূল ﷺ বললেন যে, এই ব্যক্তিই দাজ্জাল। তাই তোমরা কখনো তার উপর বিজয়ী হতে পারবে না। আর যদি সে দাজ্জাল না হয়, তাহলে তাকে হত্যা করার ক্ষেত্রে তোমার বিশেষ কোন ফায়দা নেই।

এর দ্বারা বুঝে আসে যে, স্বয়ং রাসূল ﷺ এরই সে দাজ্জাল হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ ছিল। অথচ হযরত ওমর রাযি. কে এ ব্যাপারে কসম খেতে কোন বারন করেননি?

জবাব : রাসূল ﷺ কে 'মাসীহে দাজ্জাল' এর যে গুণাগুণ এবং আলামত বর্ণনা করা হয়েছিল, সেগুলো কিছু কিছু ابن صياد এর মাঝে পাওয়া গিয়েছিল, তাই প্রাথমিক অবস্থায় রাসূল ﷺ এর সন্দেহ ছিল। তাই তো রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাচাই বাচাই করার জন্য ابن صياد এর নিকট তাশরীফ নিয়ে গিয়েছিলেন। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য হযরত ইবনে ওমর রাযি. এর রেওয়ায়াত দেখুন বুখারী শরীফ-১৮০ পৃ. নাসরুল বারী-৫ম খন্ড-২০-২২ পৃ.।

সারকথা হলো যে, জমহুর উলামায়ে কেরামের মতে ابن صياد ই দাজ্জাল নয়, তবে এক ধরণের দাজ্জাল অবশ্যাই হবে। তাছাড়া মুসলিম শরীফ ২য় খন্ডে, ابن صياد সম্পর্কে হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযি. থেকে একটি রেওয়াত বর্ণিত রয়েছে, সেটি দেখুন।

بَابُ الأَحْكَامِ الَّتِي تُعْرَفُ بِالدَّلاَئِلِ، وَكَيْفَ مَعْنَى الدَّلاَلَةِ وَتَفْسِيرُهَا

৩৮৫৭. অনুচ্ছেদ : দলীল-প্রমাণাদির দ্বারা যেসব বিধিবিধান সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। দলীল-প্রমাণাদির অর্থ ও বিশ্লেষণ কিভাবে করা যায়?

রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘোড়া ইত্যাদির হুকুম বলে দিয়েছেন। এরপর তাঁকে গাধা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি মহান আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণীর দিকে ইশারা করেন : কেউ অণু পরিমান সৎকর্ম করলেও তা দেখতে পাবে (৯৯ : ৭)।

وَقَدْ أَخْبَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَمْرَ الخَيْلِ وَغَيْرِهَا، ثُمَّ سُئِلَ عَنِ الحُمُرِ، فَدَلَّهُمْ عَلَى قَوْلِهِ تَعَالَى»: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ} [الزلزلة: ٧] وَسُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الضَّبِّ فَقَالَ: «لاَ آكُلُهُ وَلاَ أُحَرِّمُهُ» وَأُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ النَّبِيِّ ﷺ الضَّبُّ، فَاسْتَدَلَّ ابْنُ عَبَّاسٍ بِأَنَّهُ لَيْسَ بِحَرَامٍ"

রাসূলুল্লাহ ﷺ কে 'দব' (গুঁইসাপ) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন : আমি এটি খাই না, তবে হারামও বলি না। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর দস্তরখানে 'দব' খাওয়া হয়েছে। এর দ্বারা ইবনে আব্বাস রাযি. প্রমাণ করেছেন যে, 'দব' হারাম নয়।

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: اَلْخَيْلُ لِثَلاَثَةٍ لِرَجُلٍ أَجْرٌ وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ وَعَلَى رَجُلٍ وِزْرٌ فَأَمَّا الَّذِي لَهُ أَجْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَأَطَالَ لَهَا فِي مَرْجٍ أَوْ رَوْضَةٍ فَمَا أَصَابَتْ فِي طِيَلِهَا ذٰلِكَ مِنَ المَرْجِ أَوِ الرَّوْضَةِ كَانَ لَهُ حَسَنَاتٍ وَلَوْ أَنَّهَا قَطَعَتْ طِيَلَهَا فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ كَانَتْ آثَارُهَا وَأَرْوَاثُهَا حَسَنَاتٍ لَهُ وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهَرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلَمْ يُرِدْ أَنْ يَسْقِيَ بِهِ كَانَ ذٰلِكَ حَسَنَاتٍ لَهُ وَهِيَ لِذٰلِكَ الرَّجُلِ أَجْرٌ وَرَجُلٌ رَبَطَهَا تَغَنِّيًا وَتَعَفُّفًا وَلَمْ يَنْسَ حَقَّ اللهِ فِي رِقَابِهَا وَلاَ ظُهُورِهَا فَهِيَ لَهُ سِتْرٌ وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخْرًا وَرِيَاءً فَهِيَ عَلَى ذٰلِكَ وِزْرٌ وَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الحُمُرِ قَالَ مَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَيَّ فِيهَا إِلاَّ هٰذِهِ الآيَةَ الفَاذَّةَ الجَامِعَةَ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ [الزلزلة: ٨]

সহজ তরজমা

৬৮৭৬. ইসমাঈল রহ.... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ঘোড়া ব্যবহারের দিক দিয়ে মানুষ তিন প্রকার। এক প্রকার লোকের জন্য ঘোড়া সাওয়ারের মাধ্যম, সে এমন ব্যক্তি যে ঘোড়াকে আল্লাহর রাস্তায় ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত রাখে এবং চারণভূমি বা বাগানে প্রশস্ত রশিতে বেঁধে বিচরণ করতে দেয়। এই রশি যত প্রশস্ত এবং যত দূরত্বে ঘোড়া বিচরণ করতে পারে, সে তত বেশি প্রতিদান পায়। যদি ঘোড়া এ রশি ছিঁড়ে এক চক্কর অথবা দু'টি চক্কর দেয়। তবে ঐ ঘোড়ার প্রতিটি পদক্ষেপ এবং মালের বিনিময়ে তাকে প্রতিদান দেওয়া হয়। ঘোড়া যদি কোন নদী বা নালায় গিয়ে পানি পান করে ফেলে অথচ মালিক পানি পান করানোর নিয়ত করেনি। এগুলো খুবই নেক কাজ। এর জন্য এ ব্যক্তির সওয়াব রয়েছে। আর যে ব্যক্তি ঘোড়া পালন করে একমাত্র স্বয়ংসম্পূর্ণতা এবং স্বনির্ভরতা বজায় রাখার জন্য; এর সাথে সাথে ঘোড়ার ঘাড় ও পিঠে বর্তানো আল্লাহর হক সমূহও আদায় করতেও সে ভুলে যায় না, এ ক্ষেত্রে ঘোড়া তার জন্য শাস্তি থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় হবে। আর যে ব্যক্তি অহংকার ও আত্মগৌরব প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে ঘোড়া পোষে, তার জন্য এই ঘোড়া শাস্তির কারণ হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ কে জিজ্ঞাসা করা হল গাধা সম্পর্কে। তখন তিনি বললেন : এ সম্পর্কে আমার প্রতি ব্যাপক অর্থবোধক একটি আয়াত ছাড়া আল্লাহ আর কিছু নাযিল করেননি। (তা হলো এই) যে অণু পরিমাণ ভাল কাজও করবে, সে তাও দেখতে পাবে এবং যে অনু পরিমাণ খারাপ কাজ করবে, সেও তা দেখতে পাবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল এভাবে যে,রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ঘোড়ার বিষয়ে আলোচনা করলেন, তখন তাঁকে গাধা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো। আর গাধার বিধান আল্লাহ তাআলার বাণী فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ এ দলীল দ্বারা জানা গেছে।

হাদীসের পুণরাবৃত্তি :হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ: ১০৯৩ পৃ. পূর্বে: ৩১৯, ৪০০, ৫১৪, ৭৪১ পৃ.।

তাশরীহ: مرج শব্দের ميم (মীম) বর্ণে যবর ও তার পরে সুকুনযুক্ত জীম। অর্থ চারণভূমি। এর جمع বা বহুবচন হলো مروج বাবে نصر থেকে مرج الدابة চতুষ্পদপ্রাণীকে চারণভূমিতে বিচরণ করার জন্য ছেড়ে দেওয়া, চারণভূমিতে বিচরণ করা।

طِيَلِهَا : শব্দের طاء (দোয়া) বর্ণে যের, ياء (ইয়া) বর্ণে যবর দিয়ে, অর্থ: ঐ লম্বা রশি যাত পশু বাঁধা হয়।

মাসআলা : এই হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, ব্যবসায়িক ঘোড়ার উপর যাকাত আসবে। যেমনটা ইমাম আবু হানীফা রহ. বলেছেন।

حَدَّثَنَا يَحْيَى. حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ عُقْبَةَ. حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ النُّمَيْرِيُّ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنُ شَيْبَةَ. حَدَّثَتْنِي أُمِّي، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْحَيْضِ، كَيْفَ تَغْتَسِلُ مِنْهُ؟ قَالَ: «تَأْخُذِينَ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَوَضَّئِينَ بِهَا». قَالَتْ: كَيْفَ أَتَوَضَّأُ بِهَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَوَضَّئِي». قَالَتْ: كَيْفَ أَتَوَضَّأُ بِهَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «تَوَضَّئِينَ بِهَا». قَالَتْ عَائِشَةُ: فَعَرَفْتُ الَّذِي يُرِيدُ رَسُولُ اللهِ ﷺ. فَجَذَبْتُهَا إِلَيَّ فَعَلَّمْتُهَا

সহজ তরজমা

৬৮৭৭. ইয়াহইয়া ও মুহাম্মদ ইবনে উকবা রহ.... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। জনৈক মহিলা রাসূলুলাহ ﷺ কে জিজ্ঞাসা করল, হায়েয থেকে গোসল (পবিত্রতা অর্জন) কিভাবে করতে হয়? তিনি বললেন : তুমি সুগন্ধিযুক্ত এক টুকরা কাপড় হাতে নেবে। তারপর এর দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করে নেবে। মহিলা বলে উঠল, আমি এর দ্বারা কিভাবে পবিত্রতা অর্জন করে নেব? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তুমি এর দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করে নেবে। মহিলা আবার বলে উঠল, এর দ্বারা কিভাবে পবিত্রতা অর্জন করে নেব? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তুমি এর দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করে নেবে। আয়েশা রাযি. বলেন, আমি বুঝতে পারলাম রাসূলুল্লাহ ﷺ এর দ্বারা কি বোঝাতে চাচ্ছেন? এরপর মহিলাটিকে আমার দিকে টেনে আনলাম এবং বিষয়টি তাকে জানিয়ে দিলাম।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের توضئ بها এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে। কেননা হযরত আয়েশা রাযি. যৌক্তিক দলীল দ্বারা রাসূল সল্লাল্লাহু ﷺ এর উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছেন যে, কাপড়ের টুকরা দ্বারা তো অজু হতে পারে না, তাহলে অজু দ্বারা রাসূল ﷺ এর উদ্দেশ্য হলো যে, গোসলের শেষে এই কাপড় (গুপ্তাঙ্গে) বুলিয়ে নাও, যাতে রক্তের দুর্গন্ধ দূরীভূত হয়ে যায়।

হাদীসের পুণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৯৩ পৃ. পূর্বে: ৪৫, পৃ. মুসলিম শরীফ : ১ম খন্ড-১৫০ পৃ. আবু দাউদ শরীফ : ৪৪ পৃ. নাসাঈ শরীফ: ২৯ পৃ. ইবনে মাজাহ শরীফ : ৪৭ পৃ.

তাশরীহ:হাদীসে বর্ণিত সেই স্ত্রী লোকটির নাম হলো আসমা। যেমন আবু দাউদ শরীফ: ৪৭ পৃষ্ঠায় সুস্পষ্ট ভাবে উল্লেখ রয়েছে। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ বলেন যে, সেই স্ত্রী লোকটি হলো আসমা বিনতে শাকাল। (شكل শীন ও কাফ বর্ণে যবর দিয়ে এবং শেষে লামসহ)

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ. حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ. عَنْ أَبِي بِشْرٍ. عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. أَنَّ أُمَّ حُفَيْدٍ بِنْتَ الحَارِثِ بْنِ حَزْنٍ «أَهْدَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ سَمْنًا وَأَقِطًا وَأَضُبًّا. فَدَعَا بِهِنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَأُكِلْنَ عَلَى مَائِدَتِهِ. فَتَرَكَهُنَّ النَّبِيُّ ﷺ كَالْمُتَقَذِّرِ لَهُنَّ». وَلَوْ كُنَّ حَرَامًا مَا أُكِلْنَ عَلَى مَائِدَتِهِ. وَلَا أَمَرَ بِأَكْلِهِنَّ

সহজ তরজমা

৬৮৭৮. মূসা ইবনে ইসমাঈল রহ. .... ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হারিস ইবনে হাযনের কন্যা উম্মে হুফায়দ রাযি. রাসূলুল্লাহ ﷺ এর উদ্দেশ্যে ঘি, পনির এবং কতগুলো দব (গুইসাপ) হাদিয়া পাঠালেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ এগুলো চেয়ে নিলেন এবং এগুলো তাঁর দস্তরখানে বসে খাওয়া হল। রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে এগুলো ঘৃণার কারণে খেতে অপছন্দ করলেন। যদি এগুলো হারাম হত, তবে তাঁর দস্তরখানে তা খাওয়া যেত না এবং তিনিও এগুলো খাওয়ার অনুমতি দিতেন না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল :তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট। ইমাম বুখারী রহ দালালাতে শরঈয়্যাসহ উদাহরণ দিয়েছেন যে, যখন রাসূল ﷺ এর দস্তরখানে গুইসাপ আহৃত করা হয়েছে, তখন রাসূল ﷺ তা খেতে নিষেধ করেননি। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, গুইসাপ খাওয়া জায়েয।

হাদীসের পূণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৯৪ পৃ. পূর্বে : ৩৫০, ৮১১, ৮১২, ৮১৩, ৮৩১ পৃ.।

তাশরীহ: বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুলবারী-৮ম খন্ড, ৪৪৪ পৃ. দেখুন। তাছাড়া -১০ম খন্ড, ৪৪৫ পৃ. দেখুন।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ. حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ. عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ. قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتَزِلْنَا. أَوْ لِيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا. وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ». وَإِنَّهُ أُتِيَ بِبَدْرٍ. قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: يَعْنِي طَبَقًا. فِيهِ خَضِرَاتٌ مِنْ بُقُولٍ. فَوَجَدَ لَهَا رِيحًا. فَسَأَلَ عَنْهَا فَأُخْبِرَ بِمَا فِيهَا مِنَ البُقُولِ. فَقَالَ: «قَرِّبُوهَا». فَقَرَّبُوهَا إِلَى بَعْضِ أَصْحَابِهِ كَانَ مَعَهُ. فَلَمَّا رَآهُ كَرِهَ أَكْلَهَا قَالَ: «كُلْ فَإِنِّي أُنَاجِي مَنْ لَا تُنَاجِي». وَقَالَ ابْنُ عُفَيْرٍ. عَنِ ابْنِ وَهْبٍ: بِقِدْرٍ فِيهِ خَضِرَاتٌ. وَلَمْ يَذْكُرِ اللَّيْثُ. وَأَبُو صَفْوَانَ. عَنْ يُونُسَ قِصَّةَ القِدْرِ فَلَا أَدْرِي هُوَ مِنْ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ أَوْ فِي الحَدِيثِ

সহজ তরজমা

৬৮৭৯. আহমাদ ইবনে সালিহ রহ... জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি রসুন কিংবা পিঁয়াজ কাঁচা খায়, সে ব্যক্তি যেন আমাদের থেকে কিংবা আমাদের মসজিদ থেকে পৃথক থাকে। আর সে যেন তার ঘরে বসে থাকে। এরপর তাঁর খেদমতে একটি পাত্র আনা হল। বর্ণনাকারী ইবনে ওয়াহব রাযি. বলেন, অর্থাৎ শাক-সজির একটি বড় পাত্র। রাসূলুল্লাহ ﷺ সেই পাত্রে এক প্রকার গন্ধ অনুভব করলে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তাঁকে পাত্রের মধ্যকার শাক-সবজি ম্পর্কে অবগত করা হল। তিনি তা জনৈক সাহাবীকে খেতে দিতে বললেন যিনি তার সাথে উপস্থিত রয়েছেন। এরপর তিনি যখন অনুভব করলেন, সে তা খেতে অপছন্দ করছে তখন তিনি বললেন : খাও। কারণ আমি যাঁর সাথে গোপনে কথোপকথন করি, তুমি তাঁর সাথে তা কর না। ইবনে উফায়র রহ. ইবনে ওয়াহব রহ. থেকে طبقا فيه خضرات এর স্থলে بقدر فيه خضرات (শাক-সবজির একটি হাড়ি) বর্ণনা করেছেন। পক্ষান্তরে লায়স ও আবূ সাফওয়া রহ ইউনুস রহ থেকে হাঁড়ির ঘটনা উল্লেখ করেননি। এটি কি হাদীস বর্ণিত না যুহরী রহ এর উক্তি এ সম্পর্কে আমার জানা নেই।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল :তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল এভাবে যে, রাসূল ﷺ যখন সেই পাত্রে এক প্রকার গন্ধ অনুভব করলেন তখন তিনি তা খাওয়া থেকে বিরত রইলেন। অত:পর যিনি তাঁর সাথে ছিলেন তিনিও তা খাওয়া থেকে বিরত রইলেন। রাসূল রাসূল ﷺ যখন লক্ষ্য করলেন যে তিনিও খাওয়া থেকে বিরত রইলন, তখন রাসূল রাসূল ﷺ তাকে বললেন যে, তুমি খাও আর তিনি স্বীয় কথাকে فَإِنِّي أُنَاجِي مَنْ لاَ تُنَاجِي দ্বারা ব্যাখ্যা করেছেন।

হাদীসের পূণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৯৪ পৃ. পূর্বে: ১১৮, ৫৯ পৃ.।

তাশরীহ: বিস্তারিত জানার জন্য নসরুলবারী-৪র্থ খন্ড, ৫৮-৫৯ পৃ. দেখুন।

حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي وَعَمِّي. قَالاَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرٍ أَنَّ أَبَاهُ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَكَلَّمَتْهُ فِي شَيْءٍ فَأَمَرَهَا بِأَمْرٍ فَقَالَتْ أَرَأَيْتَ يَا رَسُولَ اللهِ. إِنْ لَمْ أَجِدْكَ؟ قَالَ: إِنْ لَمْ تَجِدِينِي. فَأْتِي أَبَا بَكْرٍ زَادَ لَنَا الْحُمَيْدِيُّ. عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ كَأَنَّهَا تَعْنِي الْمَوْتَ

সহজ তরজমা

৬৮৮০. উবায়দুল্লাহ ইবনে সা'দ ইবনে ইবরাহীম রহ... জুবায়র ইবনে মুতঈম রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক মহিলা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর খেদমতে হাযির হল এবং তাঁর সাথে কিছু বিষয়ে কথাবার্তা বলল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে কোন এক বিষয়ে নির্দেশ দিয়ে দিলেন। এরপর মহিলা আবেদন করল, হে আল্লাহর রাসূল" আপনাকে যখন পাব না তখন কি করব? তিনি উত্তর দিলেন : যখন আমাকে পাবে না, তখন আসবে আবূ বকর রাযি.-এর কাছে।

আবূ আবদুল্লাহ [(ইমাম বুখারী রহ] বলেন, বর্ণনাকারী হুমায়দী রহ ইবরাহীম ইবনে সা'দ রহ থেকে আরো অতিরিক্ত বলেছেন, মহিলাটি সম্ভবত সেই আবেদন দ্বারা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ওফাতের দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল এভাবে যে, হাদীসটি হযরত আবু বকর রাযি. এর খেলাফতের উপর প্রমাণ বহন করে। তবে তা ইশারার মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে নয়। অর্থাৎ, এই হাদীসে ইঙ্গিত রয়েছে যে, রাসূল ﷺ এর পরে হযরত আবু বকর রাযি. খলীফা হবেন।

হাদীসের পূণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৯ পৃ. পূর্বে : ৫১৬, ১০৭২ পৃ.।

بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَسْأَلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ شَيْءٍ

৩৮৬০. অনুচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বাণী : আহলে কিতাবদের নিকট কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করোনা।

وَقَالَ أَبُو الْيَمَانِ. أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ. عَنِ الزُّهْرِيِّ. أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ. سَمِعَ مُعَاوِيَةَ. يُحَدِّثُ رَهْطًا مِنْ قُرَيْشٍ بِالْمَدِينَةِ. وَذَكَرَ كَعْبَ الأَحْبَارِ فَقَالَ: «إِنْ كَانَ مِنْ أَصْدَقِ هٰؤُلاَءِ الْمُحَدِّثِينَ الَّذِينَ يُحَدِّثُونَ عَنْ أَهْلِ الْكِتَابِ. وَإِنْ كُنَّا مَعَ ذٰلِكَ لَنَبْلُو عَلَيْهِ الْكَذِبَ»

আবুল ইয়ামান রহ বলেন, শুয়াইব রহ ইমাম যুহরী হুমায়দ ইবনে আবদুর রহমান রহ সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি মু'আবিয়া রাযি.-কে মদীনায় বসবাসরত কুরায়শ বংশীয় কতিপয় লোককে আলাপ-আলোচনা করতে শুনেছেন। তখন কা'ব আহবাবের কথা এসে যায়। মু'আবিয়া রাযি. বললেন, যারা পূর্ববর্তী কিতাব সম্পর্কে আলোচনা করেন, তাদের মধ্যে তিনি অধিকতর সত্যবাদী, যদিও বর্ণিত বিষয়সমূহ ভিত্তিহীন।

তাশরীহ : হযরত আল্লামা আইনী রহ এর বক্তব্যের সারমর্ম হলো এই যে, এই তরজমাতুল বাবটি একটি হাদীস যা হযরত জাবের রাযি. থেকে বর্ণিত যে, হযরত ওমর রাযি. তাওরাত থেকে একট সহীফা লিখালেন এবং রাসূল ﷺ এর নিকট যখন নিয়ে এলেন তখন রাসূল ﷺ তা দেখে অসন্তুষ্ট হলেন এবং বললেন যে, আহলে কিতাবদের নিকট শরীয়ত সংক্রান্ত কোন কিছু জিজ্ঞাসা করো না। এই জন্য যে, আমি তোমাদের নিকট যে কিতাব নিয়ে এসেছি তা খুবই সুস্পষ্ট এবং পরিপূর্ণ। কিন্তু এই হাদীসে জাবের জুফী নামে একজন রাবী রয়েছেন যিনি দুর্বল। তাই ইমাম বুখারী রহ স্বীয় গ্রন্থ বুখারীতে এই হাদীসটিকে উল্লেখ করেননি। কিন্তু এরই সমর্থনে যেহেতু সহীহ হাদীস রয়েছে তাই তরজমাতুল বাবে তা উল্লেখ করে দিয়েছেন।

وَقَالَ أَبُو الْيَمَانِ الخ : ইমাম বুখারী রহ এর শায়খ আবুল ইয়ামান রহ বর্ণনা করেন যে, ইমাম যুহরী থেকে শোয়াইব আমাদের কে বর্ণনা করেছেন যে, হুসাইন ইবনে আব্দুর রহমান আমাকে বর্ণনা করেছেন যে তিনি মুআবিয়া কে মদীনার একদল কুরাইশকে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছেন (যখন মুআবিয়া স্বীয় খেলাফতামলে হজ্জ করেছিলেন) আর তিনি কা'ব আহবার এর কথা আলোচনা করছিলেন যে, অবশ্যই কা'ব ঐ সকল লোকদের থেকে সবচেয়ে বেশী সত্যবাদী যারা পুর্বেযুগের কিতাব তথা তাওরাত ও ইঞ্জিল এর কথা বর্ণনা করে থাকেন। এ সত্ত্বেও আমরা তার কথার মধ্যে মিথ্যা (ভুল) পাই।

(এর দ্বারা কা'ব আহবার মিথ্যা বলেন এটা বলা উদ্দেশ্য নয় বরং পূর্ববর্তী কিতাবসমূহ বিকৃত হয়ে গেছে। তাই এগুলো বর্ণনা করার ক্ষেত্রে মাঝে মধ্যে ভুল হয়ে যেত। এই জন্য আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মতে মিথ্যার ক্ষেত্রে ইচ্ছা শর্ত নয়।)

তাশরীহ : ইয়াহুদী ও নাসারাদের কিতাব বিকৃত হয়ে গেছে। তাই তাদের থেকে দীন ও শরীয়তের ব্যাপারে এই ভয় ছিল যে, কোন কিছুকে বিশুদ্ধ মনে না করে নেয়া, অথচ এগুলো বিকৃত পরিবর্তীত। তাছাড়া এর মধ্যে শরীয়তে ইসলাম ও শরীয়ত প্রণেতা রাসূল ﷺ এর তুচ্ছতাও রয়েছে যে, ইয়াহুদী ও নাসারারা এই মনে করে বসবে যে আমরা মুসলমানদের থেকে বেশী জ্ঞানী। সুতরাং এ ব্যাপারে বাস্তব কথা হলো এই যে, আকাইদ ও শরীয়ত সংক্রান্ত কোন কথা তাদের থেকে একদম শ্রবণ করা যাবে না, তবে ঘটনা ও সংবাদ যা আমাদের দীনের বিরোধ নয় এ রকম কথা শোনা যাবে এবং এগুলো আলোচনা করাতেও কোন দোষ নেই। যেমন-বুখারী শরীফ كتاب الانبياء পৃষ্ঠায় অতিবাহিত হয়েছে যে, وحدثوا عن بنى اسرائيل ولا حرج الخ অর্থাৎ, বণী ইসরাঈলদের রেওয়ায়াত সমূহ বর্ণনা করা কেননা, তাতে কোন দোষ নেই।"

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَقْرَءُونَ التَّوْرَاةَ بِالْعِبْرَانِيَّةِ، وَيُفَسِّرُونَهَا بِالْعَرَبِيَّةِ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُصَدِّقُوا أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا تُكَذِّبُوهُمْ» وَقُولُوا: {آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا} [البقرة: ١٣٦] وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمُ الآيَةَ

সহজ তরজমা

৬৮৮১. মুহাম্মদ ইবনে বাশ্‌শার রহ.... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আহলে কিতাব হিব্রু ভাষায় তাওরাত পাঠ করে মুসলমানদের সামনে তা আরবী ভাষায় ব্যাখ্যা করত। (এই প্রেক্ষিতে) রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আহলে কিতাবকে তোমরা সত্যবাদী মনে করো না এবং তাদেরকে মিত্যাবাদীও ভেবো না। তোমরা বলে দাও, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি এবং আমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এর প্রতি.... শেষ পর্যন্ত।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল এভাবে যে, রাসূল ﷺ আহলে কিতাবদেরকে সত্যবাদী কিংবা মিথ্যাবাদী উভয়টাই বলতে নিষেধ করেছেন। সুতরাং এটা দাবী করে তাদের থেকে কোন কিছু জিজ্ঞাসা করো না।

হাদীসের পুণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৯৪ পৃ. পূর্বে : ৬৪৪ পৃ, সামনেঃ ১১২৫ পৃ.।

তাশরীহ: বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুলবারী ৯ম খন্ড كتاب التفسير পৃ. দেখুন।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: "كَيْفَ تَسْأَلُونَ أَهْلَ الكِتَابِ عَنْ شَيْءٍ وَكِتَابُكُمُ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ أَحْدَثُ، تَقْرَءُونَهُ مَحْضًا لَمْ يُشَبْ، وَقَدْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ أَهْلَ الكِتَابِ بَدَّلُوا كِتَابَ اللهِ وَغَيَّرُوهُ، وَكَتَبُوا بِأَيْدِيهِمُ الكِتَابَ، وَقَالُوا: هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا؟ أَلَا يَنْهَاكُمْ مَا جَاءَكُمْ مِنَ العِلْمِ عَنْ مَسْأَلَتِهِمْ؟ لَا وَاللهِ مَا رَأَيْنَا مِنْهُمْ رَجُلًا يَسْأَلُكُمْ عَنِ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَيْكُمْ

সহজ তরজমা

৬৮৮২. মূসা ইবনে ইসমাঈল রহ.. উবায়দুল্লাহ্ ইবনে আবদুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত যে, ইবনে আব্বাস রাযি. বলেছেন, তোমরা কিভাবে আহলে কিতাবদেরকে কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা কর? অথচ তোমাদের কিতাব (আল-কুরআন) তাঁর রাসূল ﷺ এর উপর সদ্য নাযিল হয়েছে, তা তোমরা পড়ছ। যা পূত-পবিত্র ও নির্ভেজাল। এই কিতাব তোমাদেরকে বলে দিচ্ছে, আহলে কিতাবগণ আল্লাহর কিতাবকে পরিবর্তন ও বিকৃত করে দিয়েছে। তারা স্বহস্তে কিতাব লিখে তা আল্লাহর কিতাব বলে ঘোষণা দিয়েছে, যাতে এর দ্বারা সামান্য সুবিধা লাভ করতে পারে। তোমাদের কাছে যে (কিতাব ও সুন্নাহর) ইলম রয়েছে তা কি তোমাদেরকে তাদের কাছে কোন মাসআলা জিজ্ঞাসা করতে নিষেধ করছে না? আল্লাহর কসম! আমরা তো তাদের কাউকে দেখিনি কখনো তোমাদের উপর অবতীর্ণ কিতাবের বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করতে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পুণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৯৪ পৃ. পূর্বে : ৩৬৯ পৃ. সামনে : ১১২২ পৃ.

بَابُ نَهْيِ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى التَّحْرِيمِ إِلَّا مَا تُعْرَفُ إِبَاحَتُهُ. وَكَذٰلِكَ أَمْرُهُ نَحْوَ قَوْلِهِ حِينَ أَحَلُّوا أَصِيبُوا مِنَ النِّسَاءِ وَقَالَ جَابِرٌ وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِمْ وَلَكِنْ أَحَلَّهُنَّ لَهُمْ وَقَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَازَةِ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا

৩৮৬১. অনুচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিষেধাজ্ঞা দ্বারা হারাম সাব্যস্ত হয়। তবে অন্য দলীলের দ্বারা যা মুবাহ্‌ হওয়া প্রমাণিত তা ব্যতীত। অনুরূপ তাঁর নির্দেশ দ্বারা ওয়াজিব সাব্যস্ত হয়। তবে অন্য দলীল দ্বারা তা মুবাহ হওয়া প্রমাণিত হলে ভিন্ন কথা। যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বাণী: যখন তোমরা হালাল (ইহরাম থেকে) হয়ে যাও, নিজ স্ত্রীর সাথে সহবাস করবে। জাবির রাযি. বলেন, এ কাজ তাদের জন্য ওয়াজিব করা হয়নি। বরং তাদের জন্য (স্ত্রী ব্যবহার) হালাল করা হয়েছে। উম্মে আতীয়্যা রাযি. বলেছেন, আমাদেরকে (মহিলাদের) জানাযার সাথে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। এ নিষেধাজ্ঞা আমাদের উপর বাধ্যতামূলক নয়।

তাশরীহ: এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যে আমরা মূলত উজুব এর জন্য আসে, আর نهى তাহরীমের জন্য। কিন্তু যেখানে কোন করীনা বা অন্য কোন দলীল প্রমাণ দ্বারা বুঝে আসে যে, এখানে وجوب ও تحريم উদ্দেশ্য নয়, তাহলে সেখানে আমরটি মোবাহ, ইস্তিহবাবের জন্য ব্যবহৃত হবে এবং নাহীটি কারাহাতের জন্য হবে।

حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ. قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ جَابِرٌ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ. حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ. قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ. سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ فِي أُنَاسٍ مَعَهُ قَالَ: أَهْلَلْنَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الْحَجِّ خَالِصًا لَيْسَ مَعَهُ عُمْرَةٌ. قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ جَابِرٌ: فَقَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ صُبْحَ رَابِعَةٍ مَضَتْ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ. فَلَمَّا قَدِمْنَا أَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ نَحِلَّ. وَقَالَ: «أَحِلُّوا وَأَصِيبُوا مِنَ النِّسَاءِ» . قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ جَابِرٌ: وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِمْ. وَلَكِنْ أَحَلَّهُنَّ لَهُمْ. فَبَلَغَهُ أَنَّا نَقُولُ: لَمَّا لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلَّا خَمْسٌ. أَمَرَنَا أَنْ نَحِلَّ إِلَى نِسَائِنَا. فَنَأْتِي عَرَفَةَ تَقْطُرُ مَذَاكِيرُنَا الْمَذْيَ. قَالَ: وَيَقُولُ جَابِرٌ بِيَدِهِ هٰكَذَا وَحَرَّكَهَا. فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «قَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي أَتْقَاكُمْ لِلّٰهِ وَأَصْدَقُكُمْ وَأَبَرُّكُمْ. وَلَوْلَا هَدْيِي لَحَلَلْتُ كَمَا تَحِلُّونَ. فَحِلُّوا. فَلَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ» . فَحَلَلْنَا وَسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا

সহজ তরজমা

৬৮৮৩. মাক্কী ইবনে ইবরাহীম ও মুহাম্মদ ইবনে বাকর রহ... আতা রহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবির ইবনে আবদুল্লাহকে এই কথা বলতে শুনেছি যে, তাঁর সাথে তখন আরো কিছু লোক ছিল। আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাহাবীগণ শুধু হজ্জের নিয়তে ইহরাম বেঁধেছিলাম। এর সাথে উমরার নিয়ত ছিল না। বর্ণনকারী আতা রহ বলেন, জাবির রাযি. বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যিলহজ্জ মাসের চার তারিখ সকাল বেলায় (মক্কায়) আগমন করলেন। এরপর আমরাও যখন আগমন করলাম, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে ইহরাম খুলে ফেলার নির্দেশ দিলেন।[১] তিনি বললেন : তোমরা ইহরাম খুলে ফেল এবং স্ত্রীদের সাথে মিলিত হও। (রাবী) আতা রহ বর্ণনা করেন, জাবির রাযি. বলেছেন, (স্ত্রীদের সাথে সহবাস করা) তিনি তাদের উপর বাধ্যতামূলক করেননি বরং মুবাহ করে দিয়েছেন। এরপর তিনি অবগত হন যে, আমরা বলাবলি করছি আমাদের ও আরাফার

[১] নবী ﷺ এর সাথে হজ্জ আদায় করার বছর সাহাবীগণের মধ্যে যারা শুধু হজ্জের ইহরাম বেঁধেছিলেন তাদেরকে তিনি তা উমরায় পরিণত করে ইহরাম খুলে ফেলার নির্দেশ দেন এবং তা শুধু ঐ বছরের জন্যই প্রযোজ্য ছিল।

দিনের মাঝখানে মাত্র পাঁচদিন বাকি। তিনি আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমরা ইহরাম খুলে স্ত্রীদের সাথে মিলিত হই। তখন তো আমরা পৌছব আরাফায় আর আমাদের পুরুষাঙ্গ থেকে মযী ঝরতে থাকবে। আতা বলেন, জাবির রাযি. এর কথা বোঝানোর জন্য হাত দিয়ে ইঙ্গিত করেছিলেন কিংবা হাত নেড়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়িয়ে বললেন : তোমরা জান, আমি তোমাদের মধ্যে আল্লাহকে অধিক ভয় করি, তোমাদের তুলনায় আমি বেশি সত্যবাদী ও নিষ্ঠাবান। আমার সাথে যদি কুরবানীর পশু না, থাকত, আমিও তোমাদের মত ইহরাম খুলে ফেলতাম। সুতরাং তোমরা ইহরাম খুলে ফেল। আমি যদি আমার কাজের পরিণাম আগে জানতাম যা পরে অবগত হয়েছি তবে আমি কুরবানীর পশু সঙ্গে আনতাম না। অতএব আমরা ইহরাম খুলে ফেললাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নির্দেশ শোনলাম এবং তাঁর আনুগত্য করলাম।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল এভাবে যে, রাসূল ﷺ সাহাবায়ে কেরামকে নিজ নিজ স্ত্রীদের সাথে মিলিত হওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন, কিন্তু সেই নির্দেশটি উজুব এর জন্য ছিলো না। তাইতো রাবী বলেছেন وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِمْ. وَلَكِنْ أَحَلَّهُنَّ لَهُمْ অর্থাৎ তিনি তাদেরকে স্ত্রীদের সাথে মিলিত হওয়াকে বাধ্যতামূলক করে দেননি বরং মোবাহ করে দিয়েছিলেন।

হাদীসের পুণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৯৪-১০৯৫ পৃ. পূর্বে: ২১১, ২১৩, ২২৩, ২৩৯, ৩৪০, ৬২৪, ১০৭৩ পৃ.।

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنِ الْحُسَيْنِ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ الْمُزَنِيُّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «صَلُّوا قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ»، قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: «لِمَنْ شَاءَ»، كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً

সহজ তরজমা

৬৮৮৪. আবূ মা'মার রহ.... আবদুল্লাহ্ মুযানী রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : মাগরিবের নামাযের পূর্বে তোমরা নামায আদায় করবে। তবে তৃতীয়বারে তিনি বললেন : যার ইচ্ছা সে তা আদায় করতে পারে। লোকেরা (সাহাবীগণ) এটাকে সুন্নাত বলে ধরে নিক-এটা তিনি পছন্দ করলেন না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের لمن شاء এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে। কেননা, এতে ইশারা রয়েছে امر (আমর) এর হাকীকাত হলো উজুব। তবে যদি কাজ সম্পদন করা ও না করার মাঝে স্বাধীনতা থাকে যেমন তাঁর বাণী لمن شاء তাহলে আর উজূবের জন্য হবে না।

হাদীসের পুণ:রাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৯৫ পৃ. পূর্বে : ১৫৭ পৃ.।

তাশরীহ: বর্ণিত হাদীসে لمن شاء দ্বারা পরিস্কার বুঝে আসে যে, দুই রাকাত আবশ্যক নয়। এই মাসআলা সম্পর্কে উলামায়ে কেরামের বিস্তারিত অভিমত জানার জন্য নাসরুল বারী-৩য় খন্ড, ২৪৫ পৃ. দেখুন।

بَابُ كَرَاهِيَةِ الخِلَافِ

৩৮৬২. অনুচ্ছেদ : মতবিরোধ অপছন্দনীয়

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سَلَّامِ بْنِ أَبِي مُطِيعٍ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الجَوْنِيِّ، عَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ البَجَلِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اِقْرَءُوا القُرْآنَ مَا ائْتَلَفَتْ قُلُوبُكُمْ، فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فَقُومُوا عَنْهُ» قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: «سَمِعَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ سَلَّامًا»

সহজ তরজমা

৬৮৮৫. ইসহাক রহ... জুনদাব ইবনে আবদুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা কুরআন তিলাওয়াত করতে থাক, যাবত এর প্রতি তোমাদের হৃদয়ের আকর্ষণ অব্যাহত থাকে। আর যখন তোমাদের মধ্যে কোন প্রকার মতবিরোধ দেখা দেয় তখন তা থেকে উঠে যাও। আবূ আবদুল্লাহ (বুখারী) রহ বলেন, আবদুর রহমান রহ সাল্লাম থেকে (উক্ত হাদীসটি) শুনেছেন (সূত্রে) বর্ণিত হয়েছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পূণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৯৫ পৃ. পূর্বে : ৭৫৭ পৃ.।

তাশরীহ: বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারী-১০ম খন্ড, ৫৯ পৃ. দেখুন।

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الجَوْنِيُّ، عَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «اقْرَءُوا القُرْآنَ مَا ائْتَلَفَتْ عَلَيْهِ قُلُوبُكُمْ، فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فَقُومُوا عَنْهُ». قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: وَقَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ هَارُونَ الأَعْوَرِ، حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ، عَنْ جُنْدَبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

সহজ তরজমা

৬৭৮৬. ইসহাক রহ.... জুনদাব রাযি. থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা ততক্ষণ কুরআন তিলাওয়াত করতে থাক, যতক্ষণ এর প্রতি তোমাদের হৃদয়ের আকর্ষণ অব্যাহত থাকে। আর যখন বিরাগ মনা হয়ে যাও, তখন তা থেকে উঠে দাঁড়াও। ইয়াযিদ ইবনে হারুন রহ জুনদাব রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল এভাবে যে এই হাদীসটি পূর্বোক্ত হাদীসের ভিন্ন একটি সনদ।

হাদীসের পূণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৯৫ পৃ. পূর্বে: ৭৫৭ পৃ.।

তাশরীহ: বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুলবারী ১০ম খন্ড, ৫৯ পৃ. দেখুন।

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَمَّا حُضِرَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ، وَفِي البَيْتِ رِجَالٌ فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ، قَالَ: «هَلُمَّ أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ» . قَالَ عُمَرُ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ غَلَبَهُ الوَجَعُ وَعِنْدَكُمُ القُرْآنُ فَحَسْبُنَا كِتَابُ اللهِ، وَاخْتَلَفَ أَهْلُ البَيْتِ وَاخْتَصَمُوا، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: قَرِّبُوا يَكْتُبْ لَكُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ مَا قَالَ عُمَرُ، فَلَمَّا أَكْثَرُوا اللَّغَطَ وَالِاخْتِلاَفَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «قُومُوا عَنِّي» . قَالَ عُبَيْدُ اللهِ، فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «إِنَّ الرَّزِيَّةَ كُلَّ الرَّزِيَّةِ مَا حَالَ بَيْنَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَبَيْنَ أَنْ يَكْتُبَ لَهُمْ ذَلِكَ الكِتَابَ مِنَ اخْتِلاَفِهِمْ وَلَغَطِهِمْ»

সহজ তরজমা

৬৮৮৭. ইবরাহীম ইবনে মূসা রহ... ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ওফাতের সময় ঘনিয়ে এল। রাবী বলেন, ঘরের মধ্যে তখন বহু লোক ছিল। তাঁদের মধ্যে ছিলেন উমর ইবনে খাত্তাব রাযি.। তিনি (নবী ﷺ) বললেন : তোমরা লেখার সামগ্রী নিয়ে এসো, আমি তোমাদের জন্য লিখে যাব এমন জিনিস, যা দ্বারা তার পরে তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। উমর রাযি. মন্তব্য করলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ খুবই কষ্টে রয়েছেন। তোমাদের কাছে তো কুরআন রয়েছেই, আলাহর এই কিতাবই আমাদের জন্য যথেষ্ট। এ সময় গৃহে অবস্থানকারীদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হল। এবং তারা বিতর্কে লিপ্ত হয়ে গেল। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বলল, লেখার সামগ্রী তোমরা নিয়ে এসো। রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমাদের জন্য লিখে দেবেন এমন জিনিস যা দ্বারা তাঁর পরে তোমরা পথহারা হবে না। আবার কারো কারো বক্তব্য ছিল উমর রাযি.-এর কথারই অনুরূপ। যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সামনে তাদের কথা কাটাকাটি এবং মতপার্থক্য বৃদ্ধি পেল, তখন তিনি বললেন : তোমরা আমার কাছ থেকে উঠে যাও।

বর্ণনাকারী উবায়দুল্লাহ বলেন, ইবনে আব্বাস রাযি. বলতেন, সমস্ত জটিলতার মূল উৎস ছিল তা-ই, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর লেখার মাঝখানে অন্তরা সৃষ্টি হয়েছিল। অর্থাৎ তা ছিল তাদের মতবিরোধ ও কথা কাটাকাটি।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পুণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৯৫ পৃ. পূর্বে: ২২, ৪২৯, ৪৪৯, ৬৩৮, ৮৪৬ পৃ.। তাছাড়া মুসলিম শরীফ: ২য় খন্ড, ৪২ পৃ.। নাসাঈ শরীফ : السعلم অধ্যায়।

তাশরীহ: বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানার জন্য নাসরুলবারী-৮ম খন্ড, كتاب المغازى পৃ.। তাছাড়া-নাসরুল মুনঈম : ২৮৫-২৯৩ পৃ. দেখুন।

بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ} [الشورى]، {وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ} [آل عمران]

৩৮৬৩. অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : তারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শের মাধ্যমে নিজেদের কর্ম সম্পাদন করে। (৪২ : ৩৮) এবং পরামর্শ করো তাঁদের সাথে (দীনী) কর্মের ব্যাপারে।

«وَأَنَّ المُشَاوَرَةَ قَبْلَ العَزْمِ وَالتَّبَيُّنِ لِقَوْلِهِ» {فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ} [آل عمران] «فَإِذَا عَزَمَ الرَّسُولُ ﷺ لَمْ يَكُنْ لِبَشَرٍ التَّقَدُّمُ عَلَى اللهِ وَرَسُولِهِ» وَشَاوَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَصْحَابَهُ يَوْمَ أُحُدٍ فِي المُقَامِ وَالخُرُوجِ، فَرَأَوْا لَهُ الخُرُوجَ، فَلَمَّا لَبِسَ لَأْمَتَهُ وَعَزَمَ قَالُوا: أَقِمْ، فَلَمْ يَمِلْ إِلَيْهِمْ بَعْدَ العَزْمِ، وَقَالَ: «لاَ يَنْبَغِي لِنَبِيٍّ يَلْبَسُ لَأْمَتَهُ فَيَضَعُهَا حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ» وَشَاوَرَ عَلِيًّا، وَأُسَامَةَ فِيمَا رَمَى بِهِ أَهْلُ الإِفْكِ عَائِشَةَ فَسَمِعَ مِنْهُمَا حَتَّى نَزَلَ القُرْآنُ، فَجَلَدَ الرَّامِينَ، وَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَى تَنَازُعِهِمْ، وَلَكِنْ حَكَمَ بِمَا أَمَرَهُ اللهُ وَكَانَتِ الأَئِمَّةُ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ يَسْتَشِيرُونَ الأُمَنَاءَ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ فِي الأُمُورِ المُبَاحَةِ لِيَأْخُذُوا بِأَسْهَلِهَا، فَإِذَا وَضَحَ الكِتَابُ أَوِ السُّنَّةُ لَمْ يَتَعَدَّوْهُ إِلَى غَيْرِهِ، اقْتِدَاءً بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَأَى أَبُو بَكْرٍ قِتَالَ مَنْ مَنَعَ الزَّكَاةَ، فَقَالَ عُمَرُ: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَإِذَا قَالُوا: لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ" فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ مَا جَمَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «ثُمَّ تَابَعَهُ بَعْدُ عُمَرُ فَلَمْ يَلْتَفِتْ أَبُو بَكْرٍ إِلَى مَشُورَةٍ إِذْ كَانَ عِنْدَهُ حُكْمُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الَّذِينَ فَرَّقُوا بَيْنَ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ وَأَرَادُوا تَبْدِيلَ الدِّينِ وَأَحْكَامِهِ» وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» وَكَانَ القُرَّاءُ أَصْحَابَ مَشُورَةِ عُمَرَ كُهُولًا كَانُوا أَوْ شُبَّانًا، وَكَانَ وَقَّافًا عِنْدَ كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

সহজ তরজমা

পরামর্শ হলো স্থির সিদ্ধান্ত ও লক্ষ্য নির্ধারণের পূর্বে। যেমন, মহান আল্লাহর বাণী : এরপর যখন তুমি দৃঢ়সংকল্প হও, তখন আল্লাহর উপর ভরসা কর। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন কোন বিষয়ে দৃঢ়সংকল্প হন, তখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের মতের পরিপন্থী অগ্রসর হওয়ার ব্যাপারে কারো কোন অধিকার থাকে না। ওহুদের যুদ্ধের দিনে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাহাবীদের সাথে এ পরামর্শ করেন যে, যুদ্ধ কি মদীনায় অবস্থান করেই চালাবেন, না বাইরে গিয়ে? সাহাবাগণ মদীনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করাকে রায় দিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ যুদ্ধের পোশাক পরিধান করলেন এবং যখন যুদ্ধের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন, তখন সাহাবাগণ আরয করলেন, মদীনায়ই অবস্থান করুন। কিন্তু তিনি দৃঢ়সংকল্প হওয়ার পর তাঁদের এই মতামতের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করলেন না। তিনি মন্তব্য করলেন : কোন নবীর সামরিক পোশাক পরিধান করার পর আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত তা খুলে ফেলা সমীচীন নয়। তিনি আলী রাযি. ও উসামা রাযি.-এর সাথে আয়েশার উপর যিনার মিথ্যা অপবাদ লাগানোর ব্যাপারে পরামর্শ করেন। তাদের কথা তিনি শোনেন। এরপর কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ হয়। মিথ্যা অপবাদকারীদেরকে তিনি বেত্রাঘাত করেন। তাঁদের পরস্পর মতান্তরের দিকে লক্ষ্য না করে আল্লাহর নির্দেশানুসারেই সিদ্ধান্ত নেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পরে ইমামগণ মুবাহ্ বিষয়াদিতে বিশ্বস্ত আলেমদের কাছে পরামর্শ চাইতেন, যেন তুলমানমূলক সহজ পথ তারা গ্রহণ করতে পারেন। হ্যাঁ, যদি কিতাব কিংবা সুন্নাহতে আলোচ্য বিষয়ে কোন পরিষ্কার ব্যাখ্যা পাওয়া যেত, তখন তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কথারই অনুসরণ করতেন, অন্য কারো কথার প্রতি ভ্রম্নক্ষেপ করতেন না। (রাসূলুল্লাহ ﷺ এর অনুসরণেই) যাকাত যারা বন্ধ করে দিয়েছিল, আবূ বকর রাযি. তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। উমর রাযি. যখন বললেন, আপনি কিভাবে লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন, অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি এতক্ষণ পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হয়েছি, যতক্ষণ না তারা বলবে 'লা ইলাহা

ইল্লাল্লাহ'। তারা যখন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলবে তখন তারা আমার কাছ থেকে তাদের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা লাভ করবে। তবে ইসলামের হকের ব্যাপার ভিন্নতর। আর সে ব্যাপারে তাদের হিসাব-নিকাশ আল্লাহর উপর। আবূ বকর রাযি. বললেন, আল্লাহর কসম! আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অবশ্যই করব, যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সুসংহত বিষয়ের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করে। পরিশেষে উমর রাযি. তাঁর সিদ্ধান্তই মেনে নিলেন। আবূ বকর রাযি. এ ব্যাপারে (কারো সাথে) পরামর্শ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি। কেননা, যারা নামায ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে এবং ইসলাম এর নির্দেশাবলী পরিবর্তন ও বিকৃতি সাধনের অপচেষ্টা করে, তাদের বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সিদ্ধান্ত তাঁর সামনে বিদ্যমান ছিল। কেননা, নবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি নিজের দীনকে পরিবর্তন করে তাকে হত্যা কর। উমর রাযি. এর পরামর্শ পরিষদের সদস্যগণ কুরআন বিশেষজ্ঞ ছিলেন। চাই তারা বয়োবৃদ্ধ হোক কিংবা যুবক। আল্লাহর কিতাবের (সিদ্ধান্তের) প্রতি উমর রাযি. ছিলেন অধিক অবহিত

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

شُوْرٰى : শব্দটি بشرى এর ওযনে মাসদার (ক্রিয়ামূল)। باب مفاعلة থেকে অর্থ হবে মাশওয়ারা করা।আর মাশওয়ারা (পরামর্শ) করে কাজ করা আল্লাহ তাআলার নিকট খুবই পছন্দনীয়। চাই তা দীনি বিষয়ে হোক বা দুনিয়াবী বিষয়ে হোক। রাসূল ﷺ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর সাথে পরামর্শ করতেন। তবে পরামর্শ ঐসব কাজের ক্ষেত্রে করা জরুরী যেগুলো কোরআন ও হাদীসে মানসুস নয় এবং বোধ সম্পন্ন ও আবেদ ব্যক্তির সাথে পরামর্শ করা উচিৎ।

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ এবং কোন বিষয়ে তাদের সাথে পরামর্শ করুন। (আলে ইমরান-১৫৯) شاور শব্দটি باب مفاعلة থেকে امر এর সীগা।

وَأَنَّ الْمُشَاوَرَةَ قَبْلَ الْعَزْمِ وَالتَّبَيُّنِ الخ : কোন বিষয়ে দৃঢ় ইচ্ছা এবং বিষয়াদি সুস্পষ্ট হওয়ার পূর্বে মশওয়ারা (পরামর্শ) করা উচিৎ। কেননা, আল্লাহ তাআলা বলেন, যখন আপনি দৃঢ় সংকল্প করে নিন তখন আল্লাহ তাআলার উপর ভরসা করুন। আর যখন রাসূল ﷺ পরামর্শের পর কোন বিষয়ে দৃঢ় ইচ্ছা করে নেন তখন কোন মানুষের জন্য আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূল ﷺ এর সামনে অগ্রসর হওয়া তথা এর বিপরীত কোন কথা বলা জায়েয নেই। যেমন-রাসূল ﷺ উহুদ যুদ্ধের দিন সাহাবায়ে কেরামের সাথে পরামর্শ করেছিলেন যে, আমরা মদীনায় থেকেই কাফেরদের প্রতিহত করব, নাকি মদীনা থেকে বাহিরে গিয়ে কাফেরদের প্রতিহত করবো। তখন সাহাবায়ে কেরাম মদীনার বাহিরে গিয়ে প্রতিহত করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। অত:পর পরামর্শ অনুযায়ী যখন রাসূল ﷺ যুদ্ধের পোষাক বর্ম পরিধান করে বাহিরে বের হওয়ার ইচ্ছা করলেন, তখন কোন কোন সাহাবী আরয করলেন-ইয়া রাসূলাল্লাহ! ﷺ আমরা মদীনায় থেকেই শত্রুদের সাথে লড়াই করব, কিন্তু রাসূল রাসূল ﷺ দৃঢ় ইচ্ছা করে ফেলার পর, তাঁদের কাথার দিকে কোন ভ্রুক্ষেপ করেননি। অর্থাৎ, তিনি তাদের কথা শোনেনি। আর বললেন যুদ্ধের বর্ম-পোশাক পরিধান করা পর তা পুনরায় খুলে ফেলা কোন নবীর জন্য সমীচীন নয়।

وَشَاوَرَ عَلِيًّا، وَأُسَامَةَ الخ: রাসূল ﷺ যারা হযরত আয়েশা রাযি. এর উপর মিথ্যা অপবাদ দিয়েছিল তাদের ব্যাপারে হযরত আলী রাযি. ও হযরত উসামা রাযি. এর সাথে পরামর্শ করেছিলেন। রাসূল ﷺ তাঁদের উভয় কথা শুনছিলেন অত:পর আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বিধান অবতীর্ণ হয়েছে। রাসূল ﷺ অপবাদকারীদের কে বেত্রাঘাতের নির্দেশ দিয়েছেন এবং তাদের মতবিরোধের প্রতি কর্ণপাত করেননি। (অর্থাৎ হযরত আলী রাযি. এবং হযরত উসামা রাযি. এর মাঝে যে মতানক্য রয়েছে রাসূল রাসূল ﷺ সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করেননি) কিন্তু আল্লাহ তাআলা যে হুকুম দিয়েছেন সে অনুযায়ী ফায়সালা করেছেন। আর নবী কারীম ﷺ এর পরে ইসামগণ মোবাহ বিষয়ে আমানতদার উলামায়ে কেরামের সাথে মাশওয়ারা (পরামর্শ) করতেন, যাতে সবচেয়ে সহজ পথ অবলম্বন করতে পারেন। কিন্তু যখন কিতাবুল্লাহ বা সুন্নতের মাঝে কোন হুকুম পেয়ে যেতেন, তখন রাসূল ﷺ এর অনুসরণ থেকে সীমাতিক্রম করতেন না। অর্থাৎ রাসূল রাসূল ﷺ এর অনুসরণ করতেন। কেননা, রাসূল ﷺ এর অনুসরণ পরামর্শ কিয়াস থেকে অগ্রগণ্য।

وَرَأَى أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ الخ : আর হযরত আবু বকর রাযি. ঐ সকল লোকদের সাথে যুদ্ধ করা জায়েয মনে করেছেন যারা যাকাত দিতে অস্বীকার করেছে। এ ব্যাপারে হযরত ওমর রাযি. বললেন যে, আপনি ঐ সকল লোকদের সাথে কিভাবে যুদ্ধ করবেন? আর রাসূল রাসূল ﷺ তো বলেছেন أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا الخ অর্থাৎ আমাকে তাদের সাথে যুদ্ধ করতে নিদেশ দেওয়া হয়েছে, যতক্ষণ না তারা لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ এর স্বীকার করে নেয়। সুতরাং তারা যখন لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ এর স্বীকার করে নিবে, তখন তাদের স্বীয় প্রাণী সম্পদ আমাদের থেকে হেফাজত থাকবে। তবে ইসলাম কবুল করার পরও কেসাস ইত্যাদির হুকুম বাকী থাকবে।

وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ : এবং তাদের হিসাব আল্লাহ তাআলার নিকট রয়েছে।

فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الخ : হযরত আবু বকর রাযি. বললেন যে, আল্লাহর শপথ। আমি অবশ্যাই ঐ সকল লোকদের সাথে যুদ্ধ করব যারা ঐ ফরজ সমূহকে পৃথক করে দিবে যেগুলোকে রাসূল ﷺ একত্রিত করে দিয়েছেন। (অর্থাৎ যারা যাকাত ও নামাযের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করবে, অবশ্যাই আমি তাদের সাথে যুদ্ধ করবো। কেননা, উভয়টা فرض قطعي) অত:পর হযরত ওমর রাযি. যখন বারবার জিজ্ঞাসা করলেন, তখন হযরত আবু বকর রাযি. তাঁর পরামর্শের প্রতি কর্ণপাত করেননি। কেননা, হযরত আবু বকর রাযি. এর সামনে রাসূল ﷺ এর বিধান বিদ্যমান ছিল যে, যে ব্যক্তি নামায এবং যাকাতের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করবে এবং দীনের কোন বিধান পরিবর্তন করার ইচ্ছা করবে এবং রাসূল ﷺ বলেছিলেন যে ব্যক্তি স্বীয় দীন ইসলাম থেকে ফিরে যাবে তাকে হত্যা করে দাও।

وَكَانَ الْقُرَّاءُ أَصْحَابَ مَشُورَةِ الخ : হযরত ওমর রাযি. এর পরামর্শদাতাগণ কোরান মাজীদের আলেম ছিলেন, চাই বৃদ্ধ হোক অথবা জাওয়ান হোক। আর হযরত ওমর রাযি. কিতাবুল্লাহর কোন হুকুম শোনামাত্রই থেকে যেতেন। অর্থাৎ, এরপর আর কোন ব্যক্তির পরামর্শ এবং কোন বিধান শোনতেন না।

حَدَّثَنَا الأُوَيْسِيُّ عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي عُرْوَةُ، وَابْنُ المُسَيِّبِ، وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَقَّاصٍ، وَعُبَيْدُ اللهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، حِينَ قَالَ لَهَا أَهْلُ الإِفْكِ مَا قَالُوا، قَالَتْ: وَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، وَأُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، حِينَ اسْتَلْبَثَ الوَحْيُ، يَسْأَلُهُمَا وَهُوَ يَسْتَشِيرُهُمَا فِي فِرَاقِ أَهْلِهِ، فَأَمَّا أُسَامَةُ: فَأَشَارَ بِالَّذِي يَعْلَمُ مِنْ بَرَاءَةِ أَهْلِهِ، وَأَمَّا عَلِيٌّ فَقَالَ: لَمْ يُضَيِّقِ اللهُ عَلَيْكَ، وَالنِّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيرٌ، وَسَلِ الجَارِيَةَ تَصْدُقْكَ. فَقَالَ: «هَلْ رَأَيْتِ مِنْ شَيْءٍ يَرِيبُكِ؟». قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ أَمْرًا أَكْثَرَ مِنْ أَنَّهَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ، تَنَامُ عَنْ عَجِينِ أَهْلِهَا، فَتَأْتِي الدَّاجِنُ فَتَأْكُلُهُ، فَقَامَ عَلَى المِنْبَرِ فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ المُسْلِمِينَ، مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ رَجُلٍ بَلَغَنِي أَذَاهُ فِي أَهْلِي، وَاللهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي إِلَّا خَيْرًا» فَذَكَرَ بَرَاءَةَ عَائِشَةَ.

সহজ তরজমা

৬৮৮৮. আল উওয়ায়সী রহ... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। যখন মিথ্যা অপবাদকারীরা তাঁর (আয়েশার) বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন (যিনার) অপবাদ রটিয়েছিল। তিনি বলেন, ওহী আসতে বিলম্ব হচ্ছিল, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আলী ইবনে আবূ তালিব ও উসামা ইবনে যায়িদের কাছে কিছু পরামর্শ করার জন্য তাদেরকে ডাকলেন। এবং তাঁর সহধর্মিনী আয়েশা রাযি. কে পৃথক করে দেওয়া সম্পর্কে পরামর্শ চাইলেন। উসামা রাযি. রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পরিবারের পবিত্রতা সম্পর্কে তাঁর যা জানা ছিল তা উল্লেখ করলেন। আর আলী রাযি. বললেন, আল্লাহ্ আপনার জন্য তো কোন সীমাবদ্ধতা আরোপ করেননি। মহিলা তো তিনি ব্যতীত আরও অনেক আছেন। আপনি বাঁদীটির কাছে জিজ্ঞাসা করুন, সে আপনাকে সত্য যা, তাই বলবে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বারীরাকে ডাকলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি সন্দেহের কিছু অবলোকন করেছ? তিনি বললেন, আমি এছাড়া আর অধিক

কিছুই জানি না যে, আয়েশা রাযি. হচ্ছেন অল্পবয়স্কা মেয়ে। তিনি নিজের ঘরের আটা পিষে ঘুমিয়ে পড়েন, এমতাবস্থায় বকরী এসে তা খেয়ে ফেলে। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ মিম্বরে দাঁড়িয়ে বললেন : হে মুসলিমগণ! যে ব্যক্তি আমার পরিবারে অপবাদ রটিয়ে আমাকে কষ্ট দিয়েছে তার প্রতিকার করতে আমাকে সাহায্য করার মত কেউ আছ কি? আল্লাহর কসম! আমি আমার পরিবার সম্পর্কে ভালো ছাড়া মন্দ কিছুই জানি না এবং তিনি আয়েশা রাযি. এর পবিত্রতার কথা বর্ণনা করলেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পূণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৯৫-১০৯৬ পৃ. পূর্বে : ৩৫৩, ৩৫৯, ৩৬৩, ৩৭০, ৪০৩, ৫৭৩, ৫৯৩, ৬৭৯, ৬৯৯ পৃ.।

তাশরীহ: ইমাম বুখারী রহ এর উপর বড়ই আশ্চর্য হয় যে, তিনি বাব স্থাপন করেছেন بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ দ্বারা। আর এর অধীনে যাকাত অস্বীকারকারীদের ঘটনা উল্লেখ করেছেন। অথচ ঐ সকল ঘটনায় কোন পরামর্শ নেই। বরং হযরত আবু বকর রাযি. স্বীয় রায় অনুযায়ী হুকুম দিয়েছেন। যার উপর হযরত ওমর রাযি. সহ আরো অনেকেই আপত্তি করেছিলেন। যেমনটা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

হযরত আয়েশা রাযি. এর উপর অপবাদ দেওয়া সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা জানার জন্য নাসরুলবারী-৮ম খন্ড, ২০২-২১৬ পৃ. দেখুন।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَكَرِيَّاءَ الغَسَّانِيُّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ: مَا تُشِيرُونَ عَلَيَّ فِي قَوْمٍ يَسُبُّونَ أَهْلِي، مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُوءٍ قَطُّ"، وَعَنْ عُرْوَةَ قَالَ: لَمَّا أُخْبِرَتْ عَائِشَةُ بِالأَمْرِ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَنْطَلِقَ إِلَى أَهْلِي؟ فَأَذِنَ لَهَا، وَأَرْسَلَ مَعَهَا الغُلاَمَ، وَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا، سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ

সহজ তরজমা

৬৮৮৯. আবূ উসামা ও মুহাম্মদ ইবনে হারব রহ... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকদের (সামনে) খুতবা দিলেন। আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান বর্ণনা করলেন। এরপর তিনি বললেন : যারা আমার স্ত্রীর উপর অপবাদ রটিয়ে ফিরছে, তাদের সম্পর্কে তোমরা আমাকে কি পরামর্শ দাও। আমি আমার পরিবারের কারো মধ্যে কোন প্রকার অশ্লীলতা বিন্দুমাত্র অনুভব করিনি।

উরওয়া রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশাকে সেই অপবাদ সম্পর্কে অবহিত করা হলে তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে আমার পরিজনের (বাবা-মার) কাছে যাওয়ার অনুমতি দিবেন কি? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে অনুমতি দিলেন এবং তাঁর সাথে একজন গোলামও পাঠালেন। জনৈক আনসারী বললেন, তুমিই পবিত্র হে আল্লাহ। এ ধরনের কথা আমাদের মুখে শোভা পায় না। এটা ভিত্তিহীন ঘৃণ্য মিথ্যা অপবাদ। তোমারই পবিত্রতা হে আল্লাহ!

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের وَقَالَ: مَا تُشِيرُونَ عَلَيَّ। لخ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পূণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৯৬ পৃ.

তাশরীহ: বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুলবারী- ৮ম খন্ড, حديث الافك দেখুন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى الْجَهْمِيَّةِ وَغَيْرِهِمُ التَّوْحِيْدُ

জাহমিয়াদের মতের খন্ডন ও তাওহীদ প্রসঙ্গ অধ্যায়

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

এই তরজমাতুল বাবটি এ সুরতে হবে যখন كتاب এর উপর توحيد এর আতফ (عطف) হবে। আমাদের হিন্দুস্তানী নুসখা সমূহে বর্ণিত শিরোনামই উল্লেখ রয়েছে। আর এটাই মুসতামলীর বর্ণনায় রয়েছে। যেমন-আল্লামা কাস্তাল্লানী রহ বলেন زاد المستملى الرد على الجهمية, কিন্তু ফেরাবরী থেকে বর্ণিত অধিকাংশ নুসখায় তরজমাতুল বাব হলো শুধু كتاب التوحيد আর এটাই বুখারী শরীফের অধিকাংশ নির্ভরযোগ্য প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাগ্রন্থসমূহে উল্লেখ রয়েছে যেমন-উমদাতুল কারী, ফাতহুল বারী, ইরশাদুস সারী, কিরমানী। আর এর পরে بَابُ مَاجَاءَ فِي دُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّتَهُ রয়েছে।

তবে শরহে ইবনে বাত্তাল এ كتاب التوحيد والرد على الجهمية وغيرهم উল্লেখ রয়েছে, এরপর باب ماجاء الخ রয়েছে।

হযরত আল্লামা কিরমানী রহ বলেন যে, ইমাম বুখারী রহ اعمال এর বর্ণনা থেকে অবসর হয়ে عقائدএর আলোচনা শুরু করেছেন। যেন তিনি নিম্ন থেকে উঁচুতে উন্নিত করেছেন। যাতে اعلى ও اشرف দ্বারা কিতাবের পরিসমাপ্তি ঘটে। যেমন বলা হয় وختامه مسك।

বেদআতীদের চারটি দল, যেমন হাফেয ইবেন হাজার আসকালানী রহ বলেন

وَقَالَ بن حَزْمٍ فِي كِتَابِ الْمِلَلِ وَالنِّحَلِ فِرَقُ الْمُقِرِّينَ بِمِلَّةِ الْإِسْلَامِ خَمْسٌ أَهْلُ السُّنَّةِ ثُمَّ الْمُعْتَزِلَةُ وَمِنْهُمُ الْقَدَرِيَّةُ ثُمَّ الْمُرْجِئَةُ وَمِنْهُمُ الْجَهْمِيَّةُ وَالْكَرَّامِيَّةُ ثُمَّ الرَّافِضَةُ وَمِنْهُمُ الشِّيعَةُ ثُمَّ الْخَوَارِجُ

সারকথা হলো যে, শেষ চারটি হলো পথভ্রষ্ট ভ্রান্ত দল। যথা- (١) معتزلة (٢) مرجئة (٣) روافض (٤) خوارج

এই বেদআতী চার দলের মধ্য থেকে خوارج দের আলোচনা كتاب الفتن এ রয়েছে আর روافض দের আলোচনা كتاب الاحكام অতিবাহিত হয়েছে। আর এখানে অর্থাৎ كتاب التوحيد এ মু'তাজিলা, কাদরিয়া এবং জাহমিয়াদেরকে 'রদ' করা হয়েছে। যদিও শিরোনামে শুধু 'জাহমিয়াদের কথা রয়েছে কিন্তু তিনি ঐ সময়কার সকল বেদআতী দলগুলোর 'রদ' করেছেন এবং وغيرهم, বলে ইহার দিকেই ইশারা করেছেন। আর এই দলগুলোর মাধ্যে সবচেয়ে ভয়ংকর ও ক্ষতিকারক হলো 'জাহমিয়া' এই জন্য শিরোনামে বিশেষ করে তাদের কথা উল্লেখ করেছেন।

جهمية : শব্দটির جيم (জীম) বর্ণে যার هاء (হা) বর্ণে সুকূন এবং তারপরে মীম ও তাশদীদযুক্ত ইয়া সহ।

জাহমিয়া হলো একটি বেদআতী ভ্রান্ত দল, যারা জাহাম ইবনে সাফওয়ান এর দিকে নিসবতকৃত। অর্থাৎ এই ভ্রান্ত দলের প্রতিষ্ঠাতা হলো জাহম ইবনে সাফওয়ান যে চূড়ান্ত পর্যায়ের বেদআতী পথভ্রষ্ট ছিল এবং হিশাম ইবনে আব্দুল মালিক এর শাসনামলে আবির্ভাব বা আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল। জাহম ইবনে সফওয়ান কত বড় কট্টর বেদআতী ও পথভ্রষ্ট ছিলো সে সম্পর্কে আমীরুল মু'মীনিন ফিল হাদীস হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক রহ বলেন-

ولا اقول بقول الجهم ان له + قولا يضارع قول الشرك احيانا

পরিশেষে এই বেদআতী পথভ্রষ্ট জাহম ইবনে সফওয়ান ১৩০ হিঃ মতান্তরে ১২৮ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করে।

আরো বিস্তারিত জানার জন্য 'ফাতহুলবারী' দেখুন। সম্পৃতিকালে এই সম্প্রদায়ের (দলের) অস্তিত্ব বিলুপ্ত প্রায়। আর কোথাও দুই চারজন মুতাযিলা থাকলেও তাদের থেকে কোন ক্ষতির আংশকা নেই। তবে ইদানিং কালে বিশেষকরে হিন্দুস্থানে তাদরীস ও কিতাব রচনার মাধ্যমে কাদিয়ানী সম্প্রদায় ও কবর পূজারীদেরকে কঠোর হস্তে দমন করা আবশ্যক।

بَابُ مَا جَاءَ فِي دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ أُمَّتَهُ إِلَى تَوْحِيدِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى

৩৮৬৪. অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহ্ তা'আলার তাওহীদের প্রতি উম্মতকে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর দাওয়াত

তাশরীহ: ইমাম বুখারী এই كتاب التوحيد এর অধীনে আটান্ন (৫৮) টি শিরোনাম স্থাপন করেছেন এবং বেদআতী দলসমূহের কোন না কোন দলের 'রদ' করেছেন।

توحيد الله : এটা হলো الشهادة بان الله اله واحد অর্থাৎ একথার সাক্ষ্য দেওয়া যে, এক আল্লাহ তাআলা হলেন সত্য উপাস্য।

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى اليَمَنِ» ح وحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ، حَدَّثَنَا الفَضْلُ بْنُ العَلَاءِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيْفِيٍّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مَعْبَدٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: لَمَّا بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى نَحْوِ أَهْلِ اليَمَنِ قَالَ لَهُ: «إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَى أَنْ يُوَحِّدُوا اللهَ تَعَالَى، فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ، فَإِذَا صَلَّوْا، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ غَنِيِّهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فَقِيرِهِمْ، فَإِذَا أَقَرُّوا بِذَلِكَ فَخُذْ مِنْهُمْ، وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ»

সহজ তরজমা

৬৮৯০. আবূ অসিম ও আবদুল্লাহ ইবনে আবূ আসওয়াদ রহ.... ইবনে আব্বসের আযাদকৃত গোলাম আবূ মা'বাদ রহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. -কে বলতে শুনেছি, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ মুআয ইবনে জাবাল রাযি.-কে ইয়ামান (বাসীদের) উদ্দেশ্যে পাঠালেন, তখন তিনি তাঁকে বললেন, তুমি আহলে কিতাবদের একটি কাওমের কাছে চলেছ। অতএব, তাদের প্রতি তোমার প্রথম দাওয়াত হবে-তারা যেন আল্লাহর একত্ববাদকে স্বীকার করে নেয়। তারা তা স্বীকার করার পর তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, আল্লাহ তা'আলা দিনে রাতে তাদের প্রতি পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করে দিয়েছেন। যখন তারা নামায আদায় করবে, তখন তুমি তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, তাদের ধন-সম্পদে আল্লাহ তা'অলা তাদের প্রতি যাকাত ফরয করেছেন। তা (এই যাকাত) তাদেরই ধনশালীদের থেকে গ্রহণ করা হবে। আবার তাদের ফকীরদেরক তা (বন্টন করে) দেওয়া হবে। যখন তারা তা স্বীকার করে নেবে, তখন তাদের থেকে (যাকাত) গ্রহণ কর। তবে লোকজনের ধন-সম্পদের উত্তমাংশ গ্রহণ থেকে সংযমী হবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের হাদীসের تَدْعُوهُمْ إِلَى أَنْ يُوَحِّدُوا الله الخ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৯৬ পৃ, পূর্বে : ১৮৭, ১৯৬, ৩৩১, ৬২৩ পৃ.।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، وَالأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ، سَمِعَا الأَسْوَدَ بْنَ هِلاَلٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «يَا مُعَاذُ أَتَدْرِي مَا حَقُّ اللهِ عَلَى العِبَادِ قَالَ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلاَ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، أَتَدْرِي مَا حَقُّهُمْ عَلَيْهِ؟، قَالَ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: أَنْ لاَ يُعَذِّبَهُمْ

সহজ তরজমা

৬৮৬৯. মুহাম্মদ ইবনে বাশ্শার রহ... মুআয ইবনে জাবাল রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হে মুআয! তোমার কি জানা আছে, বান্দার উপর আল্লাহর হক কি? তিনি বললেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : বান্দা আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার না বানিয়ে একমাত্র তাঁরই ইবাদত করবে। (রাসূলুল্লাহ ﷺ পুনরায় তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন) আল্লাহর উপর বান্দার হক কি তা কি তুমি জান? তিনি বললেন : আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তিনি (নবী ﷺ) বললেন : তা হচ্ছে বান্দাদেরকে শাস্তি প্রদান না করা।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের اَنْ يَعْبُدُوْهُ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে। কেননা ,এর অর্থ হলো: اَنْ يُوَحِّدُوْهُ এই জন্যই এর উপর واو تفسيرية দ্বারা আতফ (عطف) করা হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৯৬-১০৯৭ পৃ. পূর্বে: ৪০০, ৮৮২, ৯২৭ পৃ.। তাছাড়া মুসলিম শরীফ : الايمان অধ্যায়।

তাশরীহ: حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ الخ এর মর্মার্থ হলো যে, আল্লাহ তাআলা স্বীয় দয়া ও অনুগ্রহ দ্বারা যে ওয়াদা করেছেন, অবশ্যই আল্লাহ তাআলা তা পূর্ণ করবেন। আল্লাহ তাআলার ওয়াদা সত্য। অন্যথায় যুক্তির বিচারে আল্লাহ তাআলার উপর কোন জিনিস ওয়াজিব নয়। কেননা, তিনি হলেন মালিক আর মালিকের উপর অধীনস্থদের কোন হক থাকে না। কিংবা এটা মুশাকালাত হিসাবে যে, প্রথমে مَا حَقُّ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ বলা হয়েছে, অত:পর এরই মুশাকালাত তথা সমগঠন হিসাবে مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ বলা হয়েছে।

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، أَنَّ رَجُلًا سَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ يُرَدِّدُهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ، وَكَأَنَّ الرَّجُلَ يَتَقَالُّهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ القُرْآنِ» زَادَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَخْبَرَنِي أَخِي قَتَادَةُ بْنُ النُّعْمَانِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সহজ তরজমা

৬৮৯২. ইসমাঈল রহ... আবু সাঈদ খুদরী রাযি. থেকে বর্ণিত যে, জনৈক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে বারবার 'ইখ্‌লাস' সুরাটি তিলাওয়াত করতে শুনল। সকাল বেলা সে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁর নিকট এ ব্যাপারটি উল্লেখ করল; সে ব্যক্তিটি যেন সূরা ইখ্‌লাসের (মহত্ত্বকে) কম করে দেখছিল। এই প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : যে মহান সত্তার কুদরতের হাতে আমার জীবন, তাঁর কসম করে বলছি! এই সূরাটি মর্যাদার দিক দিয়ে অবশ্যই কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ। ইসমাঈল ইবনে জাফর কাতাদা ইবনে আল-নুমান রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে (কিছুটা) বৃদ্ধি সহকারে বর্ণনা করেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল এভাবে যে, হাদীস শরীফে আল্লাহ তাআলার একত্ববাদের গুণ বর্ণনা করা হয়েছে।

হাদীসের পুণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৯৭ পৃ. পূর্বে : ৭৫০, ৯৮৩ পৃ.

তাশরীহ: لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْاٰنِ (সূরা ইখলাস কোরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান)

لِأَنَّ الْقُرْآن على ثلاثة أنواع: أحكام وقصص وصفات، وَسورة الإخلاص في الصفات. (عمدة القارى)

অর্থাৎ, কোরআন মাজীদের তিনটি অংশ যথা: প্রথম অংশে শরীয়তের বিধানাবলীর বর্ণনা, দ্বিতীয় অংশে বিভিন্ন ঘটনার বর্ণনা এবং তৃতীয় অংশে আল্লাহ তাআলার গুণাবলীর বর্ণনা রয়েছে। আর সূরা ইখলাসে আল্লাহর গুণাবলীর বর্ণনা এবং খালেস তাওহীদের বর্ণনা রয়েছে। এই জন্য সূরা ইখলাসকে ثلث قران বলা হয়েছে।

(২) সাওয়াবের বিবেচনায় ثلث قران সূরা ইখলাসের সাথে বিশেষ মহব্বত ও সম্পর্ক রাখা, এবং তার ওজীফা পাঠ করা উভয় জাহানে উন্নতির মহৌষধ। কেননা, সূরা ইখলাসে নিরেট ইখলাসের বর্ণনা রয়েছে এবং সূরা ইখলাস সমস্ত শিরিক ও ভ্রান্ত আকাঈদের মূলোৎপাটনকারী।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا عَمْرٌو، عَنِ ابْنِ أَبِي هِلاَلٍ، أَنَّ أَبَا الرِّجَالِ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، حَدَّثَهُ عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، وَكَانَتْ فِي حَجْرِ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ رَجُلًا عَلَى سَرِيَّةٍ، وَكَانَ يَقْرَأُ لِأَصْحَابِهِ فِي صَلاَتِهِمْ فَيَخْتِمُ بِقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ، فَلَمَّا رَجَعُوا ذَكَرُوا ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «سَلُوهُ لِأَيِّ شَيْءٍ يَصْنَعُ ذٰلِكَ؟»، فَسَأَلُوهُ، فَقَالَ: لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمٰنِ، وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَخْبِرُوهُ أَنَّ اللهَ يُحِبُّهُ»

সহজ তরজমা

৬৮৯৩. মুহাম্মদ রহ... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক সাহাবীকে একটি মুজাহিদ দলের প্রধান করে জিহাদে পাঠালেন। নামাযে তিনি যখন তাঁর সাথীদের নিয়ে ইমামতি করতেন, তখন ইখ্‌লাস সূরাটি দিয়ে নামায শেষ করতেন। মুজাহিদগণ সেই অভিযান থেকে প্রত্যাবর্তন করে নবী ﷺ -এর খেদমতে বিষয়টি আলোচনা করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তাঁকেই জিজ্ঞাসা কর কেনই বা সে এই কাজটি করেছে? এরপর তাঁরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তর দিলেন, এই সূরাটিতে আল্লাহ্ তা'আলার গুণাবলি রয়েছে। এই জন্য সুরাটি তিলাওয়াত করতে আমি ভালোবাসি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তাঁকে জানিয়ে দাও, আল্লাহ্ পাক তাঁকে ভালবাসেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে পূর্বের হাদীসের যে মিল রয়েছ এই হাদীসেও সেই মিল রয়েছে।

হাদীসের পুণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৯৭ পৃ. পূর্বে: ١٠٧ باب الجمع بين السورتين فى الركعة পৃ.। তাছাড়া মুসলিম শরীফ : الصلوةঅধ্যায়, নাসাঈ শরীফ : اليوم والليل অধ্যায়।

তাশরীহ: এই হাদীসের সনদে أَبُو الرِّجَالِ নামে একজন রাবী রয়েছেন। এটা হলো মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুর রহমান এর কুনিয়াত। তাঁর কুনিয়াত أَبُو الرِّجَالِ হওয়ার ব্যাপারে আল্লামা আইনী রহ বলেন যেহেতু তার দশজন ছেলে ছিল তাই তাকে أَبُو الرِّجَالِ উপনামে ডাকা হতো। (উমদাতুল কারী)

بَابُ قَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {قُلِ ادْعُوا اللهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الأَسْمَاءُ الحُسْنَى} [الإسراء]

৩৮৬৫. অনুচ্ছেদ : আপনি বলে দিন, তোমরা আল্লাহ্ নামে আহবান কর বা রাহমান নামে আহবান কর। তোমরা যেই নামেই আহবান কর সকল সুন্দর নামই তাঁর (১৭ : ১১০)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، وَأَبِي ظَبْيَانَ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ يَرْحَمُ اللهُ مَنْ لاَ يَرْحَمُ النَّاسَ»

সহজ তরজমা

৬৮৯৪. মুহাম্মদ রহ... জারীর ইবনে আবদুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্ তার প্রতি দয়া দেখান না, যে মানুষের প্রতি দয়া দেখায় না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের اَلرَّحْمٰنُ শব্দের মাধ্যমে মিল রয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার সিফাত। তাই আল্লাহ তাআলাকে رحمٰن ও رحيم নামে আহ্বান করা যায়।

হাদীসের পুণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৯৭ পৃ. পূর্বে ৮৮৯, পৃ.। তাছাড়া মুসলিম শরীফ : الفضائل অধ্যায়।

তাশরীহ: যে ব্যক্তি দুনিয়াতে মুমিন, কাফেরের প্রতি দয়া করে না, আল্লাহ তাআলাও আখেরাতে তার প্রতি দয়া করবেন না।

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ جَاءَهُ رَسُولُ إِحْدَى بَنَاتِهِ، يَدْعُوهُ إِلَى ابْنِهَا فِي المَوْتِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ارْجِعْ إِلَيْهَا فَأَخْبِرْهَا أَنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمًّى، فَمُرْهَا فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ». فَأَعَادَتِ الرَّسُولَ أَنَّهَا قَدْ أَقْسَمَتْ لَتَأْتِيَنَّهَا، فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَامَ مَعَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ، وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، فَدُفِعَ الصَّبِيُّ إِلَيْهِ وَنَفْسُهُ تَقَعْقَعُ كَأَنَّهَا فِي شَنٍّ، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا هَذَا؟ قَالَ: «هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللهُ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ، وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ»

সহজ তরজমা

৬৮৯৫. আবু নুমান রহ. ..... উসামা ইবনে যায়িদ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক সময় আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কোন এক কন্যার পক্ষ থেকে একজন সংবাদবাহক এসে তাঁকে জানাল যে, তাঁর কন্যার পুত্রের মৃত্যু যন্ত্রণা আরম্ভ হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ সংবাদবাহককে বলে দিলেন, তুমি ফিরে যাও এবং তাকে জানিয়ে দাও, আল্লাহ্ যা নিয়ে নিয়েছেন এবং তিনি যা দিয়ে রেখেছেন সবেরই তিনি মালিক। তাঁর কাছে প্রতিটি জিনিসের মেয়াদ সুনির্ধারিত। সুতরাং তাকে গিয়ে সবর করতে এবং প্রতিদানের আশা রাখতে বল। নবী ﷺ -এর কন্যা পুনরায় সংবাদ বাহককে পাঠালেন। সে এসে বলল, আপনাকে তাঁর কাছে যাওয়ার জন্য তিনি কসম দিয়ে বলেছেন। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ যাওয়ার জন্য দাঁড়ালেন, তাঁর সঙ্গে সা'দ ইবনে উবাদা রাযি. মুআয ইবনে জাবাল রাযি. ও দাঁড়িয়ে গেলেন। এরপর শিশুটিকে

নবী ﷺ -এর কাছে দেওয়া হল। তখন শিশুটির শ্বাস এমনভাবে ক্ষীন হয়ে আসছিল, যেন তা একটি মশ্‌কে রয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ এর চোখ সিক্ত হয়ে গেল। সাদ ইবনে উবাদা রাযি. বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌ (এটা কি?) তিনি বললেন : এটিই রহম-দয়া মায়া, যা আল্লাহ্‌ তাঁর বান্দাদের অন্তরে সৃষ্টি করে দিয়েছেন। বস্তুত আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে যারা দয়ালু আল্লাহ্‌ তাদের প্রতিই দয়া প্রদর্শন করে থাকেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার জন্য رحم এর সিফাত সাব্যস্ত হলো।

হাদীসের পূণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৯৭ পৃ.। পূর্বে: (الجنائز অধ্যায়)-১৭১, ৮৪৪, ৯৭৬, ৯৮৪ পৃ. সামনে: ১১০৯, ১১১০ পৃ.।

প্রশ্ন : বুখারী শরীফ : ২য় খন্ড, ৮৪৪ নং পৃষ্ঠায় ان ابنتى قد حضرت الخ অর্থাৎ হযরত যয়নব রাযি. সংবাদ পাঠালেন যে, আমার মেয়ে বাচ্চা মুমূর্ষ অবস্থায়। আর বাবের অধীনে বর্ণিত হাদীস দ্বারা বুঝে আসে যে, আমার ছেলে বাচ্চা মুমূর্ষ অবস্থায়?

জবাব : এই প্রশ্নের জবাব জানার জন্য নাসরুল বারী-১ম খন্ড, ৫৩৪ পৃ. তাশরীহ দেখুন।

بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {إِنَّ اللهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو القُوَّةِ المَتِينُ} [الذاريات]

৩৮৬৬. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ তায়ালা রিযিক দান করেন এবং তিনি প্রবল, পরাক্রান্ত। (৫১ : ৫৮)

তাশরীহ: উমদাতুল কারী, ফাতহুল বারী, কাস্তাল্লানী এবং শরহে ইবনে বাত্তালে এভাবেই রয়েছে আর এটাই প্রসিদ্ধ কেরাত এবং কোরআন মাজীদেও অনুরূপ ভাবেই রয়েছে। কিন্তু আমাদের হিন্দুস্তানী নুসখার মধ্যে باب قول الله : انى انا الرزاق ذو القوة المتين আর এটা হলো হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. এর একটি কেরাত। সুতরাং এটা হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. এর কেরাত বলে সাব্যস্ত হয়ে গেল। (ফাতহুল বারী)

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِيِّ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَا أَحَدٌ أَصْبَرُ عَلَى أَذًى سَمِعَهُ مِنَ اللهِ. يَدَّعُونَ لَهُ الوَلَدَ. ثُمَّ يُعَافِيهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ

সহজ তরজমা

৬৮৯৬. আবদান রহ. ..... আবূ মুসা আশআরী রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : এমন কেউই নেই যে কষ্টদায়ক বিষয়ে কিছু শোনার পর, সে ব্যাপারে আল্লাহর চেয়ে অধিক সবর করতে পারে। লোকেরা আল্লাহ্‌ তা'আলার সন্তান আছে বলে দাবি করে, অথচ এর পরেও তিনি তাদেরকে শান্তিতে রাখেন এবং রিযিক দান করেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের শেষাংশের মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পূণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৯৭পৃ. পূর্বে : ৯০১ পৃ.

তাশরীহ: আল্লামা ইবনে বাত্তাল রহ বলেন, এই তরজমাতুল বাবটি আল্লাহ তাআলার দুটি গুণ (صفت) সমৃদ্ধ। যার একটি হলো صفت فعل আর তা হলো رزق যা আল্লাহ তাআলার আসমায়ে হুসনার অন্তর্ভুক্ত একটি নাম। আর দ্বিতীয়টি হলো صفت ذاتى আর তা হলো কুদরত ও ক্ষমতা। (শরহে ইবনে বাত্তাল-১০ম খন্ড, ৪১৫ পৃ.)

بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {عَالِمُ الغَيْبِ فَلاَ يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا} [الجن: ٢٦] وَ {إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ} [لقمان: ٣٤] وَ {أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ} [النساء: ١٦٦] {وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلاَ تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ} [فاطر: ١١] {إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ} [فصلت] [الحديد: ٣]: «عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا» {وَالبَاطِنُ} [الحديد: ٣]: «عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا»

৩৮৬৭. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : তিনি অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, তিনি তাঁর অদৃশ্যের জ্ঞান কারো কাছে প্রকাশ করেন না। (৭২:২৬)। (মহান আল্লাহর বাণী) কিয়ামতের জ্ঞান কেবল আল্লাহর কাছে রয়েছে (৩১ : ৩৪)। তা তিনি জেনে শুনে অবতীর্ণ করেছেন (৪:১৬৬)। কোন নারী তার গর্ভে কি ধারণ করবে এবং কখন তা প্রসব করবে তা তাঁর জানা আছে। কিয়ামতের জ্ঞান কেবল আল্লাহতেই ন্যস্ত। আবূ আবদুল্লাহ বুখারী রহ) বলেন, ইয়াহইয়া রহ বলেছেন, মহান আল্লাহ জ্ঞানের আলোকে সমস্ত সৃষ্টির উপর প্রকাশমান, আবার তিনি জ্ঞানের আলোকে সবকিছুতেই পরিলুপ্ত।

حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَفَاتِيحُ الغَيْبِ خَمْسٌ لاَ يَعْلَمُهَا إِلَّا اللهُ لاَ يَعْلَمُ مَا تَغِيضُ الأَرْحَامُ إِلَّا اللهُ وَلاَ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ إِلَّا اللهُ وَلاَ يَعْلَمُ مَتَى يَأْتِي المَطَرُ أَحَدٌ إِلَّا اللهُ وَلاَ تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِلَّا اللهُ وَلاَ يَعْلَمُ مَتَى تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا اللهُ

সহজ তরজমা

৬৮৯৭. খালিদ ইবনে মাখলাদ রহ... ইবনে উমর রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : গায়েবের কুঞ্জি পাঁচটি, যা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউই জানে না। (১) মাতৃজঠরে কি গুপ্ত রয়েছে তা জানেন একমাত্র আল্লাহ। (২) আগামীকাল কি সংঘটিত হবে তাও জানেন একমাত্র আল্লাহ। (৩) বৃষ্টিপাত কখন হবে তাও একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউই জানে না। (৪) কে কোন ভূমিতে মারা যাবে তা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউই জানে না। (৫) আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউই জানে না, কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পুণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৯৭-১০৯৮ পৃ. পূর্বে : ১৪১, ৬৬৬, ৬৮১, ৭০৪ পৃ.।

উদ্দেশ্য : উদ্দেশ্য জানার জন্য-নাসরুল বারী-৪র্থ খন্ড, ২৪৯ পৃ. দেখুন।

তাশরীহ: বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারী-৯ম খন্ড, ২০৩ পৃ. দেখুন। علم غيب এর মধ্যে পাঁচ সংখ্যার উল্লেখ তাখসীসের জন্য নয়। বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানার জন্য নাসরুলবারী-৯ম, ৩২০ পৃ.।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: «مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ مُحَمَّدًا ﷺ رَأَى رَبَّهُ، فَقَدْ كَذَبَ، وَهُوَ يَقُولُ»: {لاَ تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ} [الأنعام: ٠]، «وَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ يَعْلَمُ الغَيْبَ، فَقَدْ كَذَبَ، وَهُوَ يَقُولُ»: لاَ يَعْلَمُ الغَيْبَ إِلَّا اللهُ"

সহজ তরজমা

৬৮৯৮. মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ রহ... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি তোমাকে বলে মুহাম্মদ ﷺ স্বীয় প্রতিপালককে দেখেছেন, অবশ্যই সে মিথ্যা বলল। কেননা তিনি (আল্লাহ্) বলছেন, চক্ষুরাজি কখনো তাঁকে দেখতে পায় না। আর যে ব্যক্তি তোমাকে বলে মুহাম্মদ ﷺ গায়েব জানেন, অবশ্য সেও মিথ্যা বলল। কেননা তিনি (আল্লাহ্) বলেন, গায়েব জানেন একমাত্র আল্লাহ।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের শেষাংশের মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৯৮ পৃ. পূর্বে: ৪৫৯, ৬৬৪, ৭২০ পৃ.।

তাশরীহ: لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ অর্থাৎ لَا تُحِيْطُ بِهِ الْأَبْصَارُ একথা সুস্পষ্ট যে, আল্লাহ তাআলার জাত ও সিফাত সবই غير محدود (অসীম) কিন্তু মানুষের অনুভূতি, জ্ঞান সবই محدود (সীমিত, সীমাবদ্ধ)। প্রকাশ থাকে যে, একটি غير محدود কোন محدود জিনিসের মধ্যে সংকুলান হয় না।

আল্লাহ তাআলার দর্শন: আল্লাহ তাআলাকে দর্শনলাভের ব্যাপারে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদা হলো এই যে, পার্থিব জীবনে চর্ম চোখে আল্লাহ তাআলার দর্শন লাভ সম্ভব নয়। তবে আখেরাতে মু'মিনদের আল্লাহ তাআলার দর্শন লাভ হবে। আর এটা সহীহ, শক্তিশালী মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। তাছাড়া এটা কোরআন হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত। যেমন- কোরআন মাজীদে উল্লেখ রয়েছে যে, وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ. إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ (সেদিন অনেক মুখমন্ডল উজ্জ্বল হবে। তারা তার পালনকর্তার দিকে তাকিয়ে থাকবে। কিয়ামাহ: ২২-২৩)। আর হাদীস শরীফে এসেছে لن تروا ربكم حتى تموتوا । [অর্থাৎ তোমাদের মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত তোমরা তোমাদের পালকর্তাকে কখনো দেখতে পারবে না] বাবের অধীনে বর্ণিত দুনো হাদীসে صفت علم এর প্রমাণ রয়েছে।

بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {اَلسَّلَامُ الْمُؤْمِنُ} [الحشر]

৩৮৬৭. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : তিনিই শান্তি, তিনিই নিরাপত্তা বিধায়ক

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ. حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ. حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ. حَدَّثَنَا شَقِيقُ بْنُ سَلَمَةَ. قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: كُنَّا نُصَلِّي خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ فَنَقُولُ: اَلسَّلَامُ عَلَى اللهِ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللهَ هُوَ السَّلَامُ، وَلٰكِنْ قُولُوا: اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ. اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ. اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ"

সহজ তরজমা

৬৮৯৯. আহমাদ ইবনে ইউনুস রহ... আবদুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পেছনে নামায আদায় করতাম। তখন আমরা বলতাম, আল্লাহর উপর সালাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আল্লাহ্ তো নিজেই সালাম। হাঁ, তোমরা বল, ...التحيات لله অর্থাৎ মৌখিক, শারীরিক ও আর্থিক সর্বপ্রকার ইবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্য। হে নবী! আপনার উপর শান্তি, আল্লাহর রহমত ও বরকত নাযিল হোক। আমাদের উপর এবং আল্লাহর নিষ্ঠাবান বান্দাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পুণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৯৮ পৃ, পূর্বে: ১১৫, ১৬০, ৯২০-৯২১ পৃ.। মুসলিম শরীফ : ১ম খন্ড, ১৭৩ পৃ. আবু দাউদ শরীফ : ১৩৯ পৃ.।

সালামের পরবর্তী দোআ জানার জন্য নাসরুল বারী-৪র্থ খন্ড, ৩৮ পৃ. দেখুন।

بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {مَلِكِ النَّاسِ} [الناس]: فِيهِ ابْنُ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

৩৮৬৯. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : মানুষের অধিপতি (১১৪ : ২) এ বিষয়ে আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدٍ هُوَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "يَقْبِضُ اللهُ الأَرْضَ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَيَطْوِي السَّمَاءَ بِيَمِينِهِ ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا المَلِكُ أَيْنَ مُلُوكُ الأَرْضِ" وَقَالَ شُعَيْبٌ، وَالزُّبَيْدِيُّ، وَابْنُ مُسَافِرٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ مِثْلَهُ

সহজ তরজমা

৬৯০০. আহমদ ইবনে সালিহ রহ... আবূ হুরায়রা রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন পৃথিবী আপন মুষ্টিতে ধরবেন এবং আসমান তাঁর ডান হাতে জড়িয়ে ধরে বলবেন : আমিই একমাত্র অধিপতি। পৃথিবীর অধিপতিরা কোথায়? শুআয়ব, যুবায়দী, ইবনে মুসাফির, ইসহাক ইবনে ইয়াহইয়া রহ, ইমাম যুহরী রহ আবূ সালামা রহ সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পূণরাবৃত্তিঃ হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৯৮ পৃ. পূর্বেঃ ৭১১, ৯৬৫ পৃ.। সামনেঃ ১১০২ পৃ.।

بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَهُوَ العَزِيزُ الحَكِيمُ} [إبراهيم: ٤]، {سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ العِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ} [الصافات: ١٨٠]، {وَلِلَّهِ العِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ} [المنافقون: ٨]

৩৮৭০. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় (৫৯ : ২৪)। (তারা যা আরোপ করে তা থেকে) পবিত্র ও মহান তোমার প্রতিপালক, ইযযতের অধিকারী প্রতিপালক। ইয্যত তো আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলেরই। (৬৩ : ৮)

وَمَنْ حَلَفَ بِعِزَّةِ اللهِ وَصِفَاتِهِ وَقَالَ أَنَسٌ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "تَقُولُ جَهَنَّمُ: قَطْ قَطْ وَعِزَّتِكَ" وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: "يَبْقَى رَجُلٌ بَيْنَ الجَنَّةِ وَالنَّارِ، آخِرُ أَهْلِ النَّارِ دُخُولًا الجَنَّةَ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ اصْرِفْ وَجْهِي عَنِ النَّارِ، لاَ وَعِزَّتِكَ لاَ أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا" قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: لَكَ ذَلِكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ" وَقَالَ أَيُّوبُ: «وَعِزَّتِكَ لاَ غِنَى بِي عَنْ بَرَكَتِكَ»

কেউ যদি আল্লাহর ইয্যত ও সিফাতের হলফ করে (তার হুকুম কি হবে)? আনাস রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জাহান্নাম বলবে, হে আল্লাহ! তোমার ইয্যতের কসম, যথেষ্ট হয়েছে। আবূ হুরায়রা রাযি. রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ লাভ করে সর্বশেষ জান্নতে প্রবেশকারী ব্যক্তিটি অবস্থান করবে জাহান্নাম ও জান্নাতের মধ্যখানে। তখন সে (আর্তনাদ করে) বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমার চেহারাখানি জাহান্নাম থেকে ফিরিয়ে (একটু জান্নাতের দিকে করে) দিন। আপনার ইয্যতের কসম। আপনার কাছে এ ছাড়া আমি আর কিছুই চাইব না। আবূ সাঈদ রহ বর্ণনা করেছেন. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তখন আল্লাহ্ তা'আলা (ঐ ব্যক্তিকে) বলবেন, তোমাকে তা প্রদান করা হল এবং এর সাথে আরো দশগুণ অধিক দেওয়া হল। নবী আইউব আ. দোয়া করেছেন : হে আল্লাহ্! আপনার ইয্যতের কসম! আমি আপনার বরকতের সুষমা থেকে নিজেকে অমুখাপেক্ষী মনে করি না।

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ أَعُوذُ بِعِزَّتِكَ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ الَّذِي لاَ يَمُوتُ وَالْجِنُّ وَالإِنْسُ يَمُوتُونَ

সহজ তরজমা

৬৯০১. আবূ মা'মার রহ... ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ কথা বলে দোয়া করতেন : আমি আপনার ইয্যতের আশ্রয় চাচ্ছি, আপনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই। আর আপনার কোন মৃত্যু নেই। অথচ জ্বিন ও মানুষ সবই মরণশীল।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৯৮ পৃ. মুসলিম শরীফ : الدعاء অধ্যায়, নাসাঈ শরীফ : القنوت অধ্যায়।

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الأَسْوَدِ، حَدَّثَنَا حَرَمِيٌّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لاَ يَزَالُ يُلْقَى فِي النَّارِ» ح وقَالَ لِي خَلِيفَةُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، وَعَنْ مُعْتَمِرٍ سَمِعْتُ أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " لاَ يَزَالُ يُلْقَى فِيهَا وَتَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ، حَتَّى يَضَعَ فِيهَا رَبُّ العَالَمِينَ قَدَمَهُ، فَيَنْزَوِي بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ، ثُمَّ تَقُولُ: قَدْ، قَدْ، بِعِزَّتِكَ وَكَرَمِكَ، وَلاَ تَزَالُ الجَنَّةُ تَفْضُلُ، حَتَّى يُنْشِئَ اللهُ لَهَا خَلْقًا، فَيُسْكِنَهُمْ فَضْلَ الجَنَّةِ "

সহজ তরজমা

৬৮৮০. ইবনে আবুল আসওয়াদ রহ... আনাস রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ লোকদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। খালীফা ও মুতামির রহ আনাস রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : জাহান্নামীদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হতে থাকবে। তখন জাহান্নাম বলতে থাকবে আরো অধিক আছে কি? আর শেষে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাঁর কুদরতের কদম জাহান্নামে রাখবেন। তখন এর এক অংশ আরেক অংশের সাথে মিশ্রিত হয়ে স্থির হয়ে থাকবে। আর বলবে আপনার ইয্যত ও করমের কসম! যথেষ্ট হয়েছে। জান্নাতের কিছু জায়গা শূন্য থাকবে। অবশেষে আল্লাহ্ সেই শূন্য জায়গার জন্য নতুন করে কিছু মাখলুক সৃষ্টি করবেন এবং এদের জন্য জান্নাতের সেই শূন্যস্থানে বসতি স্থাপন করে দেবেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের بعزتك এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৯৮ পৃ. পূর্বে: ৭১৮ পৃ. সামনে : ১১১০ পৃ.।

بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالأَرْضَ بِالحَقِّ}

৩৮৭১. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : এবং তিনিই সে সত্তা, যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন যথাবিধি

حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَدْعُو مِنَ اللَّيْلِ: «اللّٰهُمَّ لَكَ الحَمْدُ، أَنْتَ رَبُّ السَّمٰوَاتِ وَالأَرْضِ، لَكَ الحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمٰوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، لَكَ الحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمٰوَاتِ وَالأَرْضِ، قَوْلُكَ الحَقُّ، وَوَعْدُكَ الحَقُّ، وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ، وَالجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، اللّٰهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَأَسْرَرْتُ وَأَعْلَنْتُ، أَنْتَ إِلٰهِي لاَ إِلٰهَ لِي غَيْرُكَ» حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِهٰذَا، وَقَالَ: «أَنْتَ الحَقُّ وَقَوْلُكَ الحَقُّ»

সহজ তরজমা

৬৯০৩. কাবীসা রহ. ..... ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতের বেলায় এ বলে দোয়া করতেন : হে আল্লাহ্! আপনারই জন্য সব প্রশংসা। আসমানসমূহ এবং যমীনের প্রতিপালক! আপনারই সব প্রশংসা। আপনি সব আসমান ও যমীন এবং এগুলোর মধ্যকার সবকিছুর সুনিয়ন্ত্রক। আপনারই সব প্রশংসা। আসমানসমূহ এবং যমীনের নূর আপনিই। আপনার বাণীই যথার্থ। আপনার প্রতিশ্রুতিই যথাযথ। যথাযথ আপনার মুলাকাত। জান্নাত সত্য। জাহান্নাম সত্য। কিয়ামত সত্য। হে আল্লাহ্! আপনারই প্রতি আমি নিবেদিত। আপনার প্রতিই আমি ঈমান এনেছি। একমাত্র আপনারই ওপর ভরসা করেছি। ফিরে এসেছি আপনারই সমীপে। আপনারই সাহায্যে দুশমনের মুকাবিলা করছি। (হক ও বাতিলের ফায়সালা)– আপনারই উপর ন্যস্ত করেছি। সুতরাং আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন, ক্ষমা করে দিন আমার পূর্বের এবং পরের গুনাহ্ যা আমি গোপনে ও প্রকাশ্যে করেছি এবং আপনি আমার ইলাহ্, আপনি ব্যতীত আমার কোন ইলাহ্ নেই।

সাবিত ইবনে মুহাম্মদ রহ... সুফিয়ান রহ এরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আপনিই সত্য এবং আপনার বাণীই যথার্থ।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের أَنْتَ رَبُّ السَّمٰوَاتِ وَالأَرْضِ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে। কেননা এর অর্থ হলো أَنْتَ مالك السموات والارض وخالقهما ।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৯৮ -১০৯৯ পৃ. পূর্বে: ১৫১, ৯৩৫ পৃ. সামনে: ১১০৮, ১১১৬ পৃ.। মুসলিম শরীফ : ১ম খন্ড, ২৬২ পৃ. ইবনে মাজাহ শরীফ : الصلوات অধ্যায়।

بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَكَانَ اللهُ سَمِيعًا بَصِيرًا} [النساء: ١٣٤]

৩৮৭২. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা (৫৮ : ১)

وَقَالَ الأَعْمَشُ، عَنْ تَمِيمٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَسِعَ سَمْعُهُ الأَصْوَاتَ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا المجادلة

আমাশ, তামীম, উরওয়া রহ, আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। আয়েশা রাযি. বলেছেন, সকল প্রশংসা সেই মহান আল্লাহর, যার শ্রবণশক্তি শব্দরাজিকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে। এরই পরে আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর উপর নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ করেন। হে রাসূল! আল্লাহ্ শুনেছেন সেই নারীর কথা, যে তার স্বামীর বিষয়ে আপনার সাথে বাদানুবাদ করছে। (৫৮:১)

তাশরীহ: ইসলাম আবির্ভাবের পূর্বযুগে যদি কোন পুরুষ স্বীয় স্ত্রীকে 'তুমি আমার মা বলত, তাহলে মনে করত যে, সেই স্ত্রী সারা জীবনের জন্য হারাম হয়ে গেছে, দুজন পুনরায় মিলিত হওয়ার আর কোন সুরত নেই। রাসূল ﷺ এর যামানায় আউস ইবনে সামেত রাযি. নামে এক সাহাবী (উবাদা ইবনে সামেত রাযি. এর ভাই) স্বীয় স্ত্রী খাওলা বিনতে ছালাবা কে 'তুমি আমার মা' একথা বলে ফেলেছিলেন। অত:পর তাঁর স্ত্রী রাসূল ﷺ এর খেদমতে হাজির হয়ে সবকিছু বলে দিলেন। তার বক্তব্য শোনে বললেন যে, আল্লাহ তাআলা এ ব্যাপারে বিশেষ কোন হুকুম অবতীর্ণ করেননি। তবে আমার মনে হয় যে, তুমি তার জন্য হারাম হয়ে গেছ। তখন তোমরা দুজন কিভাবে মিলিত হবে। তারপর সে অভিযোগ ও ক্রন্দন করতে লাগল যে, ঘর বিরান হয়ে যাবে, সন্তানাদি পেরেশান হয়ে যাবে। আবার কখনো রাসূল ﷺ এর সাথে বাদানুবাদ করে বলে ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! সে তো একথা দ্বারা তালাকের নিয়ত করেনি। আবার কখনো আল্লাহ তাআলার কাছে ক্রন্দন করে বলে যে, হে আল্লাহ! আপনার কাছে একাকীত্ব ও মুসিবতের ফরিয়াদ করতেছি। আমি যদি এই সন্তানদেরকে আমার কাছে রাখি তাহলো ওরা ক্ষুধার তাড়নায় মারা যাবে আর যদি তার (তথা আমার স্বামীর) কাছে ছেড়ে দেই তাহলে অবহেলায় ধ্বংস হয়ে যাবে। হে আল্লাহ তাআলা! আপনি স্বীয় নবীর মাধ্যমে আমার মুশকিল সমস্যার সমাধান করে দিন। এরই প্রেক্ষিতে এই আয়াতে কারীমা অবতীর্ণ হয়েছ এবং 'যিহার' এর বিধান নাযিল হয়েছে।

সতর্কিকরণ : হানাফীদের মতে 'যিহার' বলা হয় স্বীয় স্ত্রীকে চিরস্থায়ী মাহরাম মা, বোন ইত্যাদির এমন কোন শব্দের সাথে তাশবীহ দেওয়া যার দিকে দেখা তার জন্য নিষেধ। যেমন-স্বামী বলল انتِ عليَّ كظهر امى যিহারের বিস্তারিত বিধানাবলী ফিকহের কিতাবে দেখুন।

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَكُنَّا إِذَا عَلَوْنَا كَبَّرْنَا، فَقَالَ: «ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، فَإِنَّكُمْ لاَ تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلاَ غَائِبًا، تَدْعُونَ سَمِيعًا بَصِيرًا قَرِيبًا» ، ثُمَّ أَتَى عَلَيَّ وَأَنَا أَقُولُ فِي نَفْسِي: لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، فَقَالَ لِي: «يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسٍ، قُلْ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، فَإِنَّهَا كَنْزٌ مِنْ كُنُوزِ الجَنَّةِ، أَوْ قَالَ أَلاَ أَدُلُّكَ بِهِ»

সহজ তরজমা

৬৯০৪. সুলায়মান ইবনে হারব্ রহ... আবূ মূসা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা কোন এক সফরে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সঙ্গে ছিলাম। আমরা উঁচু স্থানে উঠার সময় তাকবীর বলতাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমরা তোমাদের নফসের উপর একটু সদয় হও। কেননা, তোমরা ডাকছ না বধির কিংবা অনুপস্থিত কাউকে।

বরং তোমরা ডাকছ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা এবং ঘনিষ্ঠতমকে। এরপর তিনি আমার কাছে আসলেন। তখন আমি মনে মনে لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ পড়ছিলাম। তিনি আমাকে বললেন : হে আবদুল্লাহ ইবনে কায়স! পড় لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ কেননা এটি জান্নাতের খাযিনাসমূহের একটি। অথবা তিনি বললেন : আমি কি তোমাকে সেই বাক্যটির দিকে পথ প্রদর্শন করব না (যা হচ্ছে জান্নাতের খাযিনা)?

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের تَدْعُونَ سَمِيعًا بَصِيرًا এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পূণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৯৯ পৃ. পূর্বেঃ ৪২০, ৬০৫, ৯৪৪, ৯৪৮-৯৪৯, ৯৭৮ পৃ.

তাশরীহ:সম্ভবত এই ঘটনাটি খায়বরের সফরের। والله اعلم

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رضي الله عنه قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلِّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي قَالَ: قُلْ اَللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي مِنْ عِنْدِكَ مَغْفِرَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

সহজ তরজমা

৬৯০৫. ইয়াহইয়া ইবনে সুলায়মান রহ.... আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর রাযি. থেকে বর্ণিত। আবূ বকর সিদ্দীক রাযি. রাসূলুল্লাহ ﷺ কে লক্ষ্য করে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাকে এমন একটি দোয়া শিখিয়ে দিন যা দিয়ে আমি আমার নামাযে দোয়া করতে পারি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তুমি বল,.. اللهم انى ظلمت نفسى হে আল্লাহ্! আমি আমার নফসের ওপর অত্যধিক যুলুম করেছি। অথচ আপনি ছাড়া আমার গুনাহসমূহ মাফ করার কেউই নেই। সুতরাং আপনার পক্ষ থেকে আমাকে সম্পূর্ণভাবে মাফ করে দিন। নিশ্চয়ই আপনিই অধিক ক্ষমাপরায়ণ ও দয়াবান।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পূণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ :১০৯৯ পৃ. পূর্বেঃ ১১৫, ৯৩৬ পৃ.।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا حَدَّثَتْهُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَادَانِي قَالَ إِنَّ اللهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ

সহজ তরজমা

৬৯০৬. আবদুল্লাহ ইবনে ইউসুফ রহ... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জিবরাঈল আমাকে ডেকে বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা তো আপনার সম্প্রদায়ের লোকদের উক্তি শুনেছেন এবং তারা আপনার সাথে যে প্রতিউত্তর করেছে তা তিনি শুনেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পূণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৯৯ পৃ. পূর্বেঃ ৪৫৮, পৃ.। মুসলিম শরীফ : المغازى অধ্যায়, নাসাঈ শরীফ : النعوت অধ্যায়।

তাশরীহ: বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারী-৭ম খন্ড, ৩৬৬-৩৬৭ পৃষ্ঠার তাশরীহ দেখুন।

بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {قُلْ هُوَ الْقَادِرُ} [الأنعام]

৩৮৭৩. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : আপনি বলে দিন, তিনিই প্রকৃত শক্তিশালী

حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسٰى، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِي الْمَوَالِي، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ، يُحَدِّثُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْحَسَنِ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ السَّلَمِيُّ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعَلِّمُ أَصْحَابَهُ الِاسْتِخَارَةَ فِي الأُمُورِ كُلِّهَا، كَمَا يُعَلِّمُهُمُ السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ يَقُولُ: "إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ، ثُمَّ لِيَقُلْ: اللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ اللّٰهُمَّ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ هٰذَا الأَمْرَ ثُمَّ تُسَمِّيهِ بِعَيْنِهِ خَيْرًا لِي فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ قَالَ أَوْ فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ اللّٰهُمَّ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَضِّنِي بِهِ

সহজ তরজমা

৬৯০৭. ইবরাহীম ইবনে মুনযির রহ. ..... জাবির ইবনে আবদুল্লাহ সালামী রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাহাবাগণকে সকল কাজে এভাবে ইসতিখারা শিক্ষা দিতেন, যেভাবে তিনি তাদের কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন। তিনি বলতেন : তোমাদের কেউ যখন কোন কাজ করার ইচ্ছা করে, তখন সে যেন দুই রাকাত নফল নামায আদায় করে নেয়। তারপর এ বলে দোয়া করে হে আল্লাহ্! আমি আপনারই ইলমের সাহায্যে মঙ্গল তলব করছি। আর আপনারই কুদরতের সাহায্যে আমি শক্তি অন্বেষণ করছি। আর আপনারই অনাগ্রহ প্রার্থনা করছি। কেননা, আপনিই শক্তি রাখেন, আমি কোন শক্তি রখি না। আপনিই সব কিছু জানেন, আমি কিছুই জানি না। গায়বী বিষয়াদির বিশেষজ্ঞ একমাত্র আপনি। এরপর নামায আদায়কারী মনে মনে স্বীয় উদ্দেশ্য উল্লেখ করে বলবে, হে আল্লাহ্! আপনি যদি জানেন যে, এ কাজটি আমার জন্য বর্তমানে ও ভবিষ্যতে মঙ্গলজনক বর্ণনাকারী বলেন, কিংবা রাসূলুল্লাহ ﷺ এই স্থানে বলেছেন : আমার দীন-দুনিয়া ও পরিণামের ক্ষেত্রে কল্যাণবহ, তাহলে আমার জন্য তা নির্ধারণ করে নিন এবং আমার দীন, দুনিয়া ও পরিণামের ক্ষেত্রে অথবা আমার তাৎক্ষণিক ও আপেক্ষিক ব্যাপারে অমঙ্গলজনক, তবে তা থেকে আমাকে বিরত রাখুন। আর নির্ধারণ করুন আমার জন্য যা হয় কল্যাণকর এবং সেটিতেই আমাকে সন্তুষ্ট রাখুন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পুণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৯৯ পৃ.। পূর্বে : ১৫৬, ৯৪৪ পৃ.। আবু দাউদ শরীফ: ১ম খন্ড باب الاستخارة পৃ.। তিরমিযি শরীফ : ১ম খন্ড, ৬৩ পৃ.।

তাশরীহ: যেহেতু ইস্তিখরার মাকসাদ হলো এর দ্বারা দীন-দুনিয়া উভয় জগতের কল্যাণ হাসিল করা। আর এই মাকসাদই সবচেয়ে বড় মাকসাদ। তাই এই মহান মাকসাদের জন্য বিশ্ব জাহানের পালনকর্তা, সৃষ্টিকর্তার নিকট দরখাস্ত করা উচিৎ। যার জন্য সবচেয়ে উত্তম সূরত হলো নামায। উলামায়ে কেরাম লিখেছেন যে, ইস্তিখারার নামাযে-১ম রাকাতে সূরা কাফিরুন আর ২য় রাকাতে সূরা ইখলাস পড়া উত্তম।

بَابُ مُقَلِّبِ القُلُوبِ وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ} [الأنعام: ١١٠]

৩৮৭৪. অনুচ্ছেদ : অন্তরসমূহ পরিবর্তণকারী। আল্লাহর বাণী : আমিও তাদের অন্তরসমূহ ও নয়নগুলোতে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করব

مقلب القلوب এর বর্ণনা-এটা ঐ সূরতে হবে যখন باب এর ইযাফত مقلب এর দিকে হবে। আর যদি বাবের ইযাফত مقلب এর দিকে না হয়, তাহলে مقلب শব্দটি রফা' (رفع) বিশিষ্ট হবে এবং مقلب শব্দট উহ্য মুবতাদার খবর হবে। তখন ইবরাত হবে الله مقلب القلوب অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা অন্তর সমূহকে পরিবর্তনকারী।

فان قلوب العباد بيد قدرته يقلبها كيف يشاء অর্থাৎ সকল মানুষের অন্তরসমূহই আল্লাহ তাআলার কুদরতী হাতে, তিনি অন্তরসমূহকে যেদিকে ইচ্ছা সেদিকেই ফিরিয়ে দেন।

وقول الله تعالى الخ: আল্লাহ তাআলার বাণী-আমি ঘুরিয়ে দিব তাদের অন্তর ও দৃষ্টি। (আনআম-১১০)

حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ المُبَارَكِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: أَكْثَرُ مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَحْلِفُ: «لَا وَمُقَلِّبِ القُلُوبِ»

সহজ তরজমা

৬৯০৮. সাঈদ ইবনে সুলায়মান রহ... আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ অধিকাংশ সময় কসম করতেন এই বলে (না সূচক বিষয়ে) না। তাঁর কসম, যিনি অন্তরসমূহ পরির্তন করে দেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পুণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৯৯ পৃ. পূর্বে: ৯৭৯, ৯৮১ পৃ.।

তাশরীহ: তাদের হঠকারীতা এবং অংহকারের কারনে তাদের দৃষ্টি সমূহকে ইচ্ছা থেকে ফিরিয়ে দিবেন। সকল অন্তর আল্লাহ তাআলার মালিকানাধীন। موضح القرآن নামক গ্রন্থে রয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা যাকে হেদায়াত দান করেন সে প্রথমবারই সত্য শোনে ইনসাফের সাথে কবুল করে নেয়। আর যে ব্যক্তি প্রথমেই বিরোধীতা হঠকারীতা করে সে কোন নিদর্শন দেখার পরও কোন কৌশল বানিয়ে ফেলে। (فوائد عثمانی)

بَابٌ: إِنَّ لِلهِ مِائَةَ اسْمٍ إِلَّا وَاحِدًا

৩৮৭৫. পরিচ্ছেদ : আল্লাহর একশত থেকে এক কম (নিরানব্বইটি) নাম রয়েছে

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {ذُو الجَلَالِ} [الرحمن: ٢٧] «العَظَمَةِ»، {البَرُّ} [البقرة: ١٧٧] «اللَّطِيفُ»

ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন : ذو الجلال এর অর্থ মহানত্বের অধিকারী, البر এর অর্থ দয়ালু

حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ لِلهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا، مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الجَنَّةَ» أَحْصَيْنَاهُ حَفِظْنَاهُ

সহজ তরজমা

৬৯০৯. আবুল ইয়ামান রহ..... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্ তা'আলার নিরানব্বইটি (এক কম একশতটি) নাম আছে। যে ব্যক্তি এ নামসমূহ মুখস্ত করে রাখবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। احصيناه এর অর্থ حفظناه অর্থাৎ আমরা একে মুখস্ত করলাম।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পুণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ :১০৯৯ পৃ. পূর্বে: ৩৮২, ৯৪৯ পৃ.। তিরমিযী শরীফ: ২য় খন্ড, ১৮৯ পৃ.।

তাশরীহ: احصيناه। ইমাম বুখারী রহ حفظناه দ্বারা এর তাফসীর করেছেন।

বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুলবারী-৬ষ্ঠ খন্ড, ৬০৮ পৃ. দেখুন।

بَابُ السُّؤَالِ بِأَسْمَاءِ اللهِ تَعَالَى وَالِاسْتِعَاذَةِ بِهَا

৩৮৭৬. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর নামসমূহের মাধ্যমে প্রার্থনা করা ও পানাহ চাওয়া

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ فِرَاشَهُ فَلْيَنْفُضْهُ بِصَنِفَةِ ثَوْبِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَلْيَقُلْ: «بِاسْمِكَ رَبِّ وَضَعْتُ جَنْبِي، وَبِكَ أَرْفَعُهُ، إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَاغْفِرْ لَهَا، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ» . تَابَعَهُ يَحْيَى ، وَبِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَزَادَ زُهَيْرٌ، وَأَبُو ضَمْرَةَ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَرَوَاهُ ابْنُ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সহজ তরজমা

৬৯১০. আবদুল আযীয ইবনে আবদুল্লাহ রহ.... আবূ হুরায়রা রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : তোমরা কেউ (ঘুমানোর উদ্দেশ্যে) শয্যায় গেলে তখন যেন সে তার কাপড়ের আঁচল দিয়ে তা তিনবার ঝেড়ে নেয়। আর বলে, হে আমার প্রতিপালক! একমাত্র তোমারই নামে আমার শরীরের পার্শ্বদেশ বিছানায় রাখলাম এবং তোমারই সাহায্যে আবার তা উঠাব। তুমি যদি আমার জীবনটুকু আটকিয়ে রাখ; তাহলে তাকে মাফ করে দিবে। আর যদি তা ফিরিয়ে দাও, তাহলে তোমার নিষ্ঠাবান বান্দাদেরকে যেভাবে হিফাযত কর, সেভাবে তার হিফাযত করবে। এই হাদীসেরই অনুকরণে ইয়াহইয়া ও বিশর ইবনে মুফাদ্দাল রহ আবূ হুরায়রা রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। যুহায়র, আবু যামরা, ইসমাঈল ইবনে যাকারিয়া রহ আবূ হুরায়রা রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। ইবনে আজলান রহ... আবূ হুরায়রা রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের بِاسْمِكَ رَبِّ وَضَعْتُ جَنْبِي، وَبِكَ أَرْفَعُهُ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১০৯৯-১১০০ পৃ. পূর্বে ৯৩৫ পৃ.।

ফায়দা : আল্লামা কাস্তাল্লানী রহ এই হাদীসের অধীনে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, চাইলে সেখানে দেখে নিন।

আল্লামা আইনী রহ বলেন-ইমাম বুখারী রহ এই বাবের অধীনে নয় (৯) টি হাদীস এনেছেন প্রত্যেকটি- التبرك باسم الله عز وجل والسوال فيه والاستعاذة সমৃদ্ধ।

حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ، عَنْ رِبْعِيٍّ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ: اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَحْيَا وَأَمُوتُ، وَإِذَا أَصْبَحَ قَالَ: الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

সহজ তরজমা

৬৯১১. মুসলিম রহ.... হুযায়ফা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন আপন শয্যায় যেতেন, তখন এই বলে দোয়া করতেন-হে আল্লাহ্! আমি তোমারই নামে মৃত্যুবরণ করি, আবার তোমারই নামে জীবিত হই। আবার ভোর হলে বলতেন : সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর, যিনি আমাদেরকে মৃত্যুর (ঘুম) পর জীবিত করেছেন এবং তাঁরই কাছে আমাদের শেষ উথান।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَحْيَا وَأَمُوتُ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১১০০ পৃ. পূর্বে: (الدعوات অধ্যায়)-৯৩৪ পৃ. ৯৩৬ পৃ.

তাশরীহ: نوم এর ক্ষেত্রে موت শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে। কেননা, نوم দ্বারা موت এর মতোই হরকত ও আকল দূরীভূত হয়ে যায়।

حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الحُرِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ، قَالَ: «بِاسْمِكَ نَمُوتُ وَنَحْيَا»، فَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ: «الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ»

সহজ তরজমা

৬৯১২. সাদ ইবনে হাফস রহ... আবূ যর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাত্রিতে যখন তাঁর শয্যায় যেতেন তখন বলতেন : আমরা তোমারই নামে মৃত্যুবরণ করছি ও জীবিত হচ্ছি (নিদ্রায় যাচ্ছি, নিদ্রা থেকে জাগ্রত হচ্ছি এবং তিনি যখন জাগ্রত হতেন তখন বলতেন : সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর, যিনি মৃত্যুর পর আমাদের জীবত করেন এবং তাঁরই কাছে আমাদের শেষ উথান।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের بِاسْمِكَ نَمُوتُ وَنَحْيَا এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুণরাবৃত্তি : হাদীস এখানে বুখারী শরীফ : ১১০০ পৃ.। পূর্বে: ৯৩৬ পৃ.।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ، فَقَالَ: بِاسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا"

সহজ তরজমা

৬৯১৩. কুতায়বা ইবনে সাঈদ রহ... ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন স্ত্রীর সাথে সহবাসের ইচ্ছা করে এবং সে বলে আল্লাহর নামে শুরু করছি। হে আল্লাহ্! আমাদেরকে শয়তান থেকে পৃথক রাখুন। এবং আপনি আমাদের যে রিযিক দান করেন তা থেকে শয়তানকে পৃথক রাখুন এবং উভয়ের মাধ্যমে যদি কোন সন্তান নির্ধারণ করা হয় তাহলে শয়তান কখনো তার ক্ষতি করতে পারে না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের بِاسْمِ اللهِ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১১০০ পৃ.। পূর্বে: ২৬, ৪৬৩, ৪৬৪, ৭৭৬, ৯৪৫ পৃ.।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ. حَدَّثَنَا فُضَيْلٌ. عَنْ مَنْصُورٍ. عَنْ إِبْرَاهِيمَ. عَنْ هَمَّامٍ. عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ. قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ قُلْتُ: أُرْسِلُ كِلاَبِي الْمُعَلَّمَةَ؟ قَالَ: «إِذَا أَرْسَلْتَ كِلاَبَكَ الْمُعَلَّمَةَ. وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ. فَأَمْسَكْنَ فَكُلْ. وَإِذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ فَخَزَقَ فَكُلْ»

সহজ তরজমা

৬৯১৪. আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসলামা রহ... আদী ইবনে হাতিম রাযি. থেকে বর্ণিত।তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে জিজ্ঞাসা করলাম। আমি আমার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকর (শিকারের জন্য) ছেড়ে দেই। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : যখন তুমি আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে তোমার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরগুলো ছেড়ে দেবে এবং যদি সে কোন শিকার ধরে আনে, তাহলে তা খেতে পার। আর যদি ধারাল তীর নিক্ষেপ কর এবং তা যদি শিকারের দেহ ফেড়ে দেয়, তবে তা খেতে পার।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ . এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১১০০ পৃ. পূর্বে: ২৯, ২৭৬, ৮২৩, ৮২৪ পৃ.।

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى. حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ. قَالَ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ. يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ. عَنْ عَائِشَةَ. قَالَتْ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ. إِنَّ هَا هُنَا أَقْوَامًا حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِشِرْكٍ. يَأْتُونَا بِلُحْمَانٍ لاَ نَدْرِي يَذْكُرُونَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا أَمْ لاَ. قَالَ: اذْكُرُوا أَنْتُمْ اسْمَ اللهِ. وَكُلُوا تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ. وَالدَّرَاوَرْدِيُّ. وَأُسَامَةُ بْنُ حَفْصٍ

সহজ তরজমা

৬৯১৫. ইউসুফ ইবনে মুসা রহ... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহাবীগণ বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এখানে এমন কতিপয় কাওম আছে, যারা সদ্য শিরক বর্জন করে ইসলাম গ্রহণ করেছে। তারা আমাদের জন্য গোশ্ত নিয়ে আসে। সেগুলো যবাই করার সময় তারা আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে কিনা তা আমরা জানি না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমরা আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে নেবে এবং তা খাবে। এই হাদীস বর্ণনায় আবু খালিদ রহ-এর অনুসরণ করেছেন মুহাম্মদ ইবনে আবদুর রহমান, দারাওয়ার্দী এবং উসামা ইবনে হাফ্স।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের اذْكُرُوا أَنْتُمْ اسْمَ اللهِ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১১০০ পৃ.। পূর্বে: ২৭৬, ৮২৮ পৃ.।

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ. حَدَّثَنَا هِشَامٌ. عَنْ قَتَادَةَ. عَنْ أَنَسٍ قَالَ: ضَحَّى النَّبِيُّ ﷺ بِكَبْشَيْنِ يُسَمِّي وَيُكَبِّرُ.

সহজ তরজমা

৬৯১৬. হাফ্স ইবনে উমর রহ.... আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিসমিল্লাহ পড়ে এবং তাকবীর বলে দু'ইটি ভেড়া কুরবানী করেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের يسمى এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১১০০ পৃ.। পূর্বে: ২৩১, ৮৩৩, ৮৩৪, ৮৩৫ পৃ.।

তাশরীহ: পূর্বে হাদীস অতিবাহিত হয়েছে যে, হুজুরে আক্বদাস ﷺ ঐ ভেড়াগুলোকে স্বীয় হস্ত মোবারকে কুরবানী করেছিলেন। আল্লামা কাস্তালানী রহ বলেন هو افضل اذا احسن النحر من ان ينحر عنه غيره এর মতলব হলো যে, যদি নিজেই ভালো করে জবাই করতে পারে, তাহলে স্বীয় হস্তে কুরবানী করাই উত্তম।

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ. عَنْ جُنْدَبٍ. أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ صَلَّى. ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ: «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى. وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللَّهِ»

সহজ তরজমা

৬৯১৭. হাফ্স ইবনে উমর রহ. ..... জুনদাব ইবনে আবদুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি কুরবানীর দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে উপস্থিত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ নামায আদায় করলেন। এরপর খুতবা দিলেন এবং বললেন : সালাত আদায় করার পূর্বে যে ব্যক্তি কুরবানীর পশু যবাই করেছে, সে যেন এর স্থলে আরেকটি কুরবানী করে। আর যে বক্তি (নামাযের পুর্বে) যবাই করেনি সে যেন আল্লাহর নামে যবাই করে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের শেষাংশের মাধ্যমে মিল রয়েছে। আর সেটা হলো فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللهِ

হাদীসের পুণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১১০০ পৃ.। পূর্বে : ১৩৪, ৮২৭, ৮৩৪, ৯৮৭ পৃ.।

তাশরীহ:এই হাদীস দ্বারা এ মাসআলা বুঝে আসে যে, যে ব্যক্তি কুরবানীর ঈদের নামায আদায়র পুর্বেই কুরবানী করে নেয়, সে দ্বিতীয়বার কুরবানী করবে এবং بسم الله বলে কুরবানী করবে।

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ. حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ. عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ. وَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ»

সহজ তরজমা

৬৯১৮. আবূ নুআঈম রহ.....ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা তোমাদের বাপ-দাদারে নামে কসম করো না। কারো কসম করতে হলে সে যেন আল্লাহর নামেই কসম করে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১১০০ পৃ.। পূর্বে: ৩৬৮, ৫৪১, ৯০২, ৯৮৩ পৃ.।

প্রশ্ন ও উত্তর : এ সম্পর্কে জানার জন্য নাসরুল বারী-১ম খন্ড, ৩২০ পৃ. দেখুন।

بَابُ مَا يُذْكَرُ فِي الذَّاتِ وَالنُّعُوتِ وَأَسَامِي اللهِ

৩৮৭৭. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ্ তা'আলার মূল সত্তা, গুণাবলি ও নামসমূহের বর্ণনা।

وَقَالَ خُبَيْبٌ: «وَذٰلِكَ فِي ذَاتِ الإِلٰهِ فَذَكَرَ الذَّاتَ بِاسْمِهِ تَعَالَى

খুবায়ব রাযি. বলেছিলেন وذلك فى ذات الا له, (এবং ওটি আল্লাহর সত্তার স্বার্থে)- আর তিনি মূল সত্তাকে তাঁর নামের সাথে সংযোজন করে বলেছিলেন

তাশরীহ: ইমাম বুখারী রহ এর বক্তব্য দ্বারা বুঝে আসে যে, আল্লাহ'র উপর ذات এর প্রয়োগ জায়েয। ইমাম বুখারী রহ হযরত খুবাইব ইবনে আদী আনসারী রাযি. এর কালাম দ্বারা দলীল পেশ করেছেন যে, হযরত খুবাইব রাযি. আল্লাহ তাআলার নামের সাথে ذات কে যুক্ত করেছেন।

حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ أَسِيدِ بْنِ جَارِيَةَ الثَّقَفِيُّ، حَلِيفٌ لِبَنِي زُهْرَةَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: «بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَشَرَةً» ، مِنْهُمْ خُبَيْبٌ الأَنْصَارِيُّ، فَأَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عِيَاضٍ، أَنَّ ابْنَةَ الحَارِثِ، أَخْبَرَتْهُ، أَنَّهُمْ حِينَ اجْتَمَعُوا اسْتَعَارَ مِنْهَا مُوسَى يَسْتَحِدُّ بِهَا، فَلَمَّا خَرَجُوا مِنَ الحَرَمِ لِيَقْتُلُوهُ، قَالَ خُبَيْبٌ الأَنْصَارِيُّ: [البحر الطويل] وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا ... عَلَى أَيِّ شِقٍّ كَانَ لِلّٰهِ مَصْرَعِي، وَذٰلِكَ فِي ذَاتِ الإِلٰهِ وَإِنْ يَشَأْ ... يُبَارِكْ عَلَى أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِ، فَقَتَلَهُ ابْنُ الحَارِثِ، «فَأَخْبَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَهُ خَبَرَهُمْ يَوْمَ أُصِيبُوا»

সহজ তরজমা

৬৯১৯. আবুল ইয়ামান রহ.... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দশজন সাহাবীর একটি দল পাঠালেন। তাঁদের মধ্যে খুবায়ব আনসারী রাযি.-ও ছিলেন। বর্ণনাকারী ইমাম যুহরী রহ বলেন, উবায়দুল্লাহ্ ইবনে আয়ায আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, হারিসের কন্যা তাকে জানিয়েছে, যখন খুবায়ব রাযি. কে হত্যা করার জন্য তারা সবাই একত্রিত হল, তখন খুবায়ব রাযি. পাক-সাফ হওয়ার জন্য তার থেকে একখানা ক্ষুর চেয়ে নিলেন। আর যখন তারা খুবায়বকে হত্যা করার জন্য হারামের বাইরে নিয়ে গেল, তখন খুবায়ব আনসারী রাযি. কবিতা আবৃত্তি করে বললেন : "মুসলমান হওয়ার কারণেই যখন আমাকে হত্যা করা হচ্ছে, তখন এতে আমার কোন আফসোস নেই। যে পার্শ্বেই ঢলে পড়ি না কেন, আল্লাহর জন্যই আমার এ মরণ। একমাত্র আল্লাহর সত্তার স্বার্থে আমার এ জীবন দান। যদি তিনি চান তবে আমার কর্তিত অঙ্গরাজির প্রতিটি টুকরায় তিনি বরকত দেবেন।" এরপর হারিসের পুত্র তাঁকে শহীদ করল। তাঁদের সে মসীবতের খবরটি রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাহাবাগণকে সেদিনই জানিয়ে দিয়েছিলেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের وَذٰلِكَ فِي ذَاتِ الإِلٰهِ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১১০০-১১০১ পৃ.। পূর্বে: ৪২৭-৪২৮. (مغازى অধ্যায়)-৫৬৮-৫৬৯, ৫৮৫-৫৮৬ পৃ.।

তাশরীহ: বিস্তারিত হাদীস ব্যাখ্যাসহ জানার জন্য নাসরুলবারী-৮ম খন্ড, ৪৩-৪৫ পৃ. বিশেষ করে غزوة رجيع পৃ. দেখুন।

بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ} [آل عمران]

وَقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: {تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلاَ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ} [المائدة: ١١٦]

৩৮৭৮. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : আল্লাহ্ তাঁর নিজের সম্বন্ধে তোমাদেরকে সাবধান করছেন (৩:২৮) আল্লাহর বাণী : আমার অন্তরের কথা তো আপনি অবগত আছেন, কিন্তু আপনার অন্তরের কথা আমি অবগত নই (৫:১১৬)

তাশরীহঃ ইমাম বুখারী রহ এই বাবের অধীনে দুটি আয়াত ও তিনটি হাদীস এনে একথা বুঝাতে চেয়েছেন যে, আল্লাহ তাআলার উপর نفسএর প্রয়োগ জায়েয আছে।

ইমাম বুখারী রহ আল্লাহ তাআলার জন্য نفس সাব্যস্ত করার জন্য এখানে দুটি আয়াত ও তিনটি হাদীস এনেছেন। (উমদাতুল কারী)

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ، مِنْ أَجْلِ ذٰلِكَ حَرَّمَ الفَوَاحِشَ، وَمَا أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ المَدْحُ مِنَ اللهِ»

সহজ তরজমা

৬৯২০. উমর ইবনে হাফ্স ইবনে গিয়াস রহ....আবদুল্লাহ রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আল্লাহর চেয়ে বেশি আত্মমর্যাদা সম্পন্ন আর কেউ নেই। এই কারণেই তিনি অশ্লীলতাকে হারাম করে দিয়েছেন। এমন কেউ নেই যে, আত্মপ্রশংসা আল্লাহর চেয়ে অধিক ভালবাসে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : এই হাদীসে এমন কোন শব্দ নেই যার দ্বারা তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল গ্রহণ করা যাবে। কিন্তু এখানে এই হাদীসটি সংক্ষিপ্ত। ইমাম বুখারী রহ স্বীয় অভ্যাসানুযায়ী অন্য আরেকটি সনদের দিকে ইশারা করে দিয়েছেন। আর সেই সনদটি সূরা আনআমের তাফসীরে অতিবাহিত হয়েছে। সেখানে ولذلك مدح نفسه, এ অংশটুকু বৃদ্ধি রয়েছে। (বুখারী শরীফঃ ৬৬৭ পৃ.)।

সুতরাং এর দ্বারা আল্লাহ তাআলার উপর نفس এর প্রয়োগ প্রমাণিত হয়ে গেল।

হাদীসের পূণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১১০১ পৃ.। পূর্বেঃ ৬৬৭, ৬৬৮, ৭৯৬ পৃ।

তাশরীহ: বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুলবারী-৯ম খন্ড, ২১১ পৃ. দেখুন।

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: لَمَّا خَلَقَ اللهُ الخَلْقَ كَتَبَ فِي كِتَابِهِ وَهُوَ يَكْتُبُ عَلَى نَفْسِهِ وَهُوَ وَضْعٌ عِنْدَهُ عَلَى العَرْشِ إِنَّ رَحْمَتِي تَغْلِبُ غَضَبِي

সহজ তরজমা

৬৯২১. আবদান রহ... আবূ হুরায়রা রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আল্লাহ্ যখন মাখলূক সৃষ্টি করেছেন, তখন তা তাঁর কিতাবে লিপিবদ্ধ করলেন এবং তিনি আপন সত্তা সম্পর্কে লিখলেন, যা তাঁর কাছে আরশের উপর রংক্ষিত আছে। "আমার গযবের উপর আমার রহমতের প্রাধান্য রয়েছে।"

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের عَلَى نَفْسِهِএ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পূণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১১০১ পৃ.। পূর্বেঃ ৪৫৩ পৃ.। ১১০৪, ১১১০, ১১২৭ পৃ.।

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَإٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَإٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً"

সহজ তরজমা

৬৯২২. উমার ইবনে হাফ্স রহ.... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন, আমি সেইরূপই, যেরূপ বান্দা আমার প্রতি ধারণা রাখে। আমি তার সাথে থাকি যখন সে আমাকে স্মরণ করে। যদি সে মনে মনে আমাকে স্মরণ করে; আমিও তাকে নিজে স্মরণ করি। আর যদি সে লোক-সমাবেশে আমাকে স্মরণ করে, তবে আমিও তাদের চেয়ে উত্তম সমাবেশে তাকে স্মরণ করি। যদি সে আমার দিকে এক বিঘত অগ্রসর হয়, তবে আমি তার দিকে এক হাত অগ্রসর হই, যদি সে আমার দিকে এক বাহু অগ্রসর হয়; আমি তার দিকে দুই বাহু অগ্রসর হই। আর সে যদি আমার দিকে হেঁটে অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে দৌড়ে অগ্রসর হই।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের ذَكَرْتُهُ ও نَفْسِيْ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পূণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১১০১ পৃ.

তাশরীহ: এই হাদীসটি হাদীসে কুদসী এর অন্তর্ভুক্ত। এই হাদীসটি আল্লাহ তাআলার যার পর নাই দয়া ও করুনার প্রতি দালালাত করে।

হাদীসে কুদসী : হাদীসে কুদসী বলা হয় যে হাদীসকে আল্লাহ তাআলা জিবরাঈলে আমীনের মাধ্যম ছাড়া সরাসরি রাসূল ﷺ কে ইলহাম বা সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে স্বীয় শব্দসমূহ দ্বারা বর্ণনা করে দিয়েছেন। যেমন- হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বুখারী, মুসলিমে বর্ণিত আছে যে,

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "إِنَّ اللهَ كَتَبَ كِتَابًا قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ الْخَلْقَ: إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي،

فَهُوَ مَكْتُوبٌ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ" (بخاری شریف ج : ۲/ ص : ۱۱۲۷)

অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা সকল মাখলুক সৃষ্টির পূর্বে একটি পত্র লিবিপদ্ধ করলেন যে, আমার রহমত আমার ক্রোধের উপর অগ্রবর্তী হয়ে গেছে, আর সেটা তাঁর নিকট আরশের উপর লিপিবদ্ধ রয়েছে।

সারমর্ম হলো এই যে, যেসব হাদীসের বক্তব্য সরাসরি আল্লাহ তাআলার দিকে নিসবত হয় সেগুলো হাদীসে কুদসী, আর যেসকল হাদীসে সরাসরি আল্লাহ তাআলার দিকে নিসবত নয় সেগুলো হাদীসে নববী।

বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুলবারী-১ম খন্ড, ১১ পৃ. দেখুন।

انا عند ظن عبدی الخ : অর্থাৎ আমার বান্দা আমার প্রতি যেরূপ ধারণা করে আমি তার সাথে সেরূপ আচরণ করি। যদি বান্দা এই ধারনা করে যে, আমি তার অপরাধ দোষ-ত্রুটি ক্ষমা করে দিব তাহলে এমনই হবে। আর যদি এরুপ ধারণা করে যে, আমি তাকে শাস্তি দিব, তাহলে এমনই হবে। এই হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, বান্দার আশার দিকটি গালেব হওয়া উচিৎ।

আল্লামা কিরমানী রহ বলেন যে, এই হাদীসে ভয় এর উপর আশা অগ্রবর্তী হওয়ার প্রতি ইশারা রয়েছে।

ذَكَرْتُهُ فِي مَلَإٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ الخ: এর দ্বারা কতিপয় উলামায়ে কেরাম বলে থাকেন যে, الملائكة افضل من بنی آدم (বনী আদম থেকে ফেরেস্তা উত্তম) এবং একে জমহুর উলামায়ে কেরামের মাযহাব বলেছে।

আল্লামা আইনী রহ বলেন বরং জমহুর উলামায়ে কেরামের অভিমত হলো মানুষ ফেরেস্তার তুলনায় উত্তম। আর এব্যাপারে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত ও মু'তাযিলাদের মাঝে প্রসিদ্ধ মতবিরোধ রয়েছে।

আর আমাদের হানাফী উলামায়ে কেরাম বলেছেন যে, বনী আদমের বিশেষ ব্যক্তিবর্গ ফেরেস্তাকুলের বিশেষ ফেরেস্তাগণের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

সার কথা হলো যে, মানবজাতী ফেরেস্তাজাতীর তুলনায় উত্তম। যার ব্যাখ্যা হলো এই যে, সকল নবীগণ আ. সাধারণভাবেই ফেরেস্তাগণের চেয়ে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ। দলীল (১) আল্লাহ তাআলার বাণী إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ আল্লাহ তাআলার বাণী (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ) সকল ফেরেস্তা হযরত আদম আ. কে সেজদা করেছিলেন আর সেটা হলো সম্মানসূচক সেজদা। ইত্যাদি।

بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ

৩৮৭৯. অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : আল্লাহর সত্তা ব্যতীত সব কিছুই ধ্বংসশীল (২৮ : ৮৮)

তাশরীহ: এই আয়াতে কারীমায় وَجْهَهُ দ্বারা আল্লাহ তাআলার ذات উদ্দেশ্য। আর কোন কোন মুফাসির বলেন وجهه দ্বারা ঐ আমল উদ্দেশ্য যা খালেস আল্লাহ তাআলার জন্য করা হয়ে থাকে। তাহলে আয়াতের মর্মার্থ হবে এই যে,শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য এখলাসের সহিত যে আমল করা হয় শুধু তা বাকী থাকবে। আর বাকী সব ধ্বংস বিলিন হয়ে যাবে।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: {قُلْ هُوَ القَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ} [الأنعام: ٦٥]. قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَعُوذُ بِوَجْهِكَ». فَقَالَ: {أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ} [الأنعام: ٦٥]. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَعُوذُ بِوَجْهِكَ». قَالَ: {أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا} [الأنعام: ٦٥]. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَذَا أَيْسَرُ»

সহজ তরজমা

৬৯২৩. কুতায়বা ইবনে সাঈদ রহ... জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এই আয়াতটি যখন নাযিল হল : "হে নবী আপনি বলে দিন তোমাদের উর্ধ্বদেশ থেকে তোমাদের ওপর শাস্তি প্রেরণ করতে তিনিই সক্ষম (৬:৬৫)। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হে আল্লাহ্! আমি আপনার সত্তার সাহায্যে পানাহ চাচ্ছি। আল্লাহ্ তখন বললেন : "কিংবা তোমাদের পদতল থেকে"; তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আমি আপনার সত্ত্বার সাহায্যে পানাহ চাচ্ছি। আল্লাহ্ বললেন : তোমাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এটি তুলনামূলক সহজ।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের «أَعُوذُ بِوَجْهِكَ» এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পূণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১১০১ পৃ.। পূর্বে (তাফসীর অধ্যায়)-৬৬৬, ১০৮৭ পৃ.।

তাশরীহ: বিস্তারিত জানার জন্য-নাসরুল বারী-৯ম খন্ড, ২০৫ পৃ. দেখুন।

بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى {وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي} [طه] تُغَذَّى
وَقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ {تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا} [القمر]

৩৮৮০. অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : যাতে তুমি আমার তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হও (২০:৩৯)
মহান আল্লাহর বাণী : যা চলত আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে (৫৪:১৪)

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: ذُكِرَ الدَّجَّالُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «إِنَّ اللهَ لاَ يَخْفَى عَلَيْكُمْ، إِنَّ اللهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى عَيْنِهِ وَإِنَّ المَسِيحَ الدَّجَّالَ أَعْوَرُ العَيْنِ اليُمْنَى، كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ»

সহজ তরজমা

৬৯২৪. মূসা ইবনে ইসমাঈল রহ.... আবদুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। তিনি বললেন : আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের কাছে গোপন থাকবেন না। অবশ্যই আল্লাহ্ অন্ধ নন। এর সাথে সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর হাত দিয়ে স্বীয় চোখের দিকে ইশারা করলেন। মাসীহ্ দাজ্জালের ডান চোখ তো কানা। তার চোখটি যেন আংগুরের ন্যায় ভাসা ভাসা।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের إِنَّ اللهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى عَيْنِهِ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১১০১ পৃ. পূর্বে: ৪৩০, ৪৭০, ৪৮৯, ৬৩২, ৯১১-৯১২, ১০৫৫ পৃ.।

তাশরীহ: এই বাব দ্বারা ইমাম বুখারী রহ এর আল্লাহর জন্য عين সাব্যস্ত করা উদ্দেশ্য। আর কোন কোন হাদীসে আল্লাহ তাআলার জন্য قدم (পা) সাব্যস্ত রয়েছে। তবে এর দ্বারা কখনো ইহা উদ্দেশ্য নয় যে, আল্লাহর শরীর বিশিষ্ট, আল্লাহ তাআলার অঙ্গ-প্রতঙ্গ রয়েছে। কেননা جسم (শরীর) مركب হয়ে থাকে যা اجزاء এর প্রতি মুখাপেক্ষী।অথচ আল্লাহ হলেন অমুখাপেক্ষী। কেননা মুখাপেক্ষী হওয়া حدوث এর প্রমাণ আর আল্লাহ্ তাআলা হলেন কাদীম (قديم) সুতরাং এই আক্বীদা রাখা উচিৎ যে كما يليق بشانه والله تعالى اعلم

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَا بَعَثَ اللهُ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَنْذَرَ قَوْمَهُ الأَعْوَرَ الكَذَّابَ، إِنَّهُ أَعْوَرُ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ»

সহজ তরজমা

৬৯২৫. হাফ্স ইবনে উমর রহ... আনাস ইবনে মালিক রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আল্লাহ্ এমন কোন নবী প্রেরণ করেননি যিনি তাঁর কওমকে কানা মিথ্যুকটি সম্পর্কে সাবধান করেননি। এই মিথ্যুকটি তো কানা (দাজ্জাল) আর তোমাদের প্রতিপালক তো অন্ধ নন। তার (দাজ্জালের) দুচোখের মাঝখানে কাফের (শব্দ) লেখা থাকবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ :১১০১ পৃ. পূর্বে: ১০৫৬ পৃ. মুসলিম শরীফ: ২য় খন্ড, ৪০০ পৃ.

তাশরীহ: মুসলিম শরীফ ২য় খন্ডের ৪০০ পৃষ্টায় একটি হাদীস রয়েছে যে, মাসীহে দাজ্জালএর দু চোখের মাঝখানে ك ـ ف ـ ر লেখা থাকবে। এই বিষয়বস্তু সমৃদ্ধ হাদীস كتاب الانبياء তে অতিবাহিত হয়েছে। তাছাড়া দাজ্জাল সংক্রান্ত হাদীস জানার জন্য মুসলিম শরীফ: ২য় খন্ড, ৪০০ পৃ. দেখুন।

بَابُ قَوْلِ اللهِ: {هُوَ اللهُ الخَالِقُ البَارِئُ المُصَوِّرُ} [الحشر]

৩৮৮১. অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : তিনিই আল্লাহ্ সৃজনকর্তা, উদ্ভানকর্তা, রূপদাতা (৫৯ : ২৪)

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا مُوسَى هُوَ ابْنُ عُقْبَةَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، فِي غَزْوَةِ بَنِي المُصْطَلِقِ أَنَّهُمْ أَصَابُوا سَبَايَا، فَأَرَادُوا أَنْ يَسْتَمْتِعُوا بِهِنَّ، وَلاَ يَحْمِلْنَ، فَسَأَلُوا النَّبِيَّ ﷺ عَنِ العَزْلِ، فَقَالَ: «مَا عَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَفْعَلُوا، فَإِنَّ اللهَ قَدْ كَتَبَ مَنْ هُوَ خَالِقٌ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ» . وَقَالَ مُجَاهِدٌ، عَنْ قَزَعَةَ، سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ فَقَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَتْ نَفْسٌ مَخْلُوقَةٌ إِلَّا اللهُ خَالِقُهَا»

সহজ তরজমা

৬৯২৬. ইসহাক রহ... আবূ সাঈদ খুদরী রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বনী মুসতালিক যুদ্ধ সম্পর্কে বর্ণনা করেন যে, মুসলিম মুজাহিদগণ যুদ্ধে কতিপয় বন্দিনী লাভ করলেন। এরপর তাঁরা এদেরকে ভোগ করতে চাইলেন। আবার তারা যেন গর্ভবতী হয়ে না পড়ে সে ইচ্ছাও পোষণ করছিলেন। তাই তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ কে আযল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এতে তোমাদের কোন লাভ নেই। কারণ আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত পর্যন্ত যত জীবন সৃষ্টি করবেন, তা সবই লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। মুজাহিদ রহ কাযাআ রহ. এর মধ্যস্থতায় আবূ সাঈদ খুদরী রাযি. থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যত জীবন সৃষ্টি করার সিদ্ধান্ত করা হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই তা সৃষ্টি করবেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের مَنْ هُوَ خَالِقٌ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১১০১ পৃ. পূর্বে: ২৯৭, ৩৪৫, ৫৯৩, ৭৮৪, ৯৭৭ পৃ.

তাশরীহ: عزل (আযল) সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুলবারী-৮ম খন্ড, ১৯৯ পৃ.

بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ}

৩৮৮২. অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : যাকে আমি নিজ হাতে সৃষ্টি করেছি।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ : আল্লাহ তাআলা এটা হযরত আদম আ এর ব্যাপারে বলেছেন যে, আমি স্বীয় হস্তে তাকে সৃষ্টি করেছি। জমহুর উলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেছেন-হাত দ্বারা এটা উদ্দেশ্য নয় যে, মানুষের মতোই আল্লাহর হাত রয়েছে। কেননা, আল্লাহ তাআলা অঙ্গ-প্রতঙ্গ থেকে অমুখাপেক্ষী, পবিত্র। বরং এর দ্বারা আল্লাহ তাআলার কুদরত উদ্দেশ্য। এমনকি আরবী ভাষার يدٌ শব্দটি অনেক ক্ষেত্রে কুদরত অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন বলা হয় بيده عقدة النكاح সুতরাং আয়াতের মর্মার্থ হলো যে, আমি আদমকে স্বীয় কুদরতের দ্বারা সৃষ্টি করেছি। আর এমনিই তো সমস্ত সৃষ্টি আল্লাহ তাআলার কুদরতেই সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা যখন কোন জিনিসের বিশেষ মর্যাদা প্রকাশ করতে চান, তখন তিনি তাকে নিজের দিকে নিসবত করে দেন। যেমন-কা'বাকে বায়তুল্লাহ, হযরত সালেহ আ. এর উটনীকে ناقة الله এবং হযরত ঈসা আ. কে كلمة الله বা روح الله বলা হয়ে থাকে। এখানে হযরত আদম আ এর ফযিলত ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করার জন্য এই নিসবত করা হয়েছে।

(মা'আরেফুল কোরআন মুফতী শফী রহ-৭ম খন্ড, ৩৫২পৃ.)

حَدَّثَنِي مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "يَجْمَعُ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذٰلِكَ، فَيَقُولُونَ: لَوِ اسْتَشْفَعْنَا إِلَى رَبِّنَا حَتَّى يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هٰذَا، فَيَأْتُونَ آدَمَ، فَيَقُولُونَ: يَا آدَمُ، أَمَا تَرَى النَّاسَ خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهِ، وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتَهُ، وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّنَا حَتَّى يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هٰذَا، فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكَ، وَيَذْكُرُ لَهُمْ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَهَا، وَلٰكِنِ ائْتُوا نُوحًا، فَإِنَّهُ أَوَّلُ رَسُولٍ بَعَثَهُ اللهُ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ، فَيَأْتُونَ نُوحًا، فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ، وَلٰكِنِ ائْتُوا إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ الرَّحْمٰنِ، فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرُ لَهُمْ خَطَايَاهُ الَّتِي أَصَابَهَا، وَلٰكِنِ ائْتُوا مُوسٰى، عَبْدًا آتَاهُ اللهُ التَّوْرَاةَ، وَكَلَّمَهُ تَكْلِيمًا، فَيَأْتُونَ مُوسٰى فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرُ لَهُمْ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ، وَلٰكِنِ ائْتُوا عِيسَى عَبْدَ اللهِ وَرَسُولَهُ، وَكَلِمَتَهُ وَرُوحَهُ، فَيَأْتُونَ عِيسٰى، فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَلٰكِنِ ائْتُوا مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَبْدًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، فَيَأْتُونِي، فَأَنْطَلِقُ، فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي، فَيُؤْذَنُ لِي عَلَيْهِ، فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي وَقَعْتُ لَهُ سَاجِدًا، فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَدَعَنِي، ثُمَّ يُقَالُ لِي: ارْفَعْ مُحَمَّدُ وَقُلْ يُسْمَعْ، وَسَلْ تُعْطَهْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَحْمَدُ رَبِّي بِمَحَامِدَ عَلَّمَنِيهَا، ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا، فَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، ثُمَّ أَرْجِعُ، فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي وَقَعْتُ سَاجِدًا، فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَدَعَنِي، ثُمَّ يُقَالُ: ارْفَعْ مُحَمَّدُ وَقُلْ يُسْمَعْ، وَسَلْ تُعْطَهْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَحْمَدُ رَبِّي بِمَحَامِدَ عَلَّمَنِيهَا رَبِّي، ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا، فَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، ثُمَّ أَرْجِعُ، فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي وَقَعْتُ سَاجِدًا، فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَدَعَنِي، ثُمَّ يُقَالُ: ارْفَعْ مُحَمَّدُ، قُلْ يُسْمَعْ، وَسَلْ تُعْطَهْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَحْمَدُ رَبِّي بِمَحَامِدَ عَلَّمَنِيهَا، ثُمَّ أَشْفَعُ، فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، ثُمَّ أَرْجِعُ فَأَقُولُ: يَا رَبِّ مَا بَقِيَ

فِي النَّارِ إِلَّا مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ، وَوَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ. قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ شَعِيرَةً. ثُمَّ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ بُرَّةً. ثُمَّ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مَا يَزِنُ مِنَ الْخَيْرِ ذَرَّةً

সহজ তরজমা

৬৯২৭. মুআয ইবনে ফাদালা রহ... আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারদেরকে সমবেত করবেন, তখন তারা উক্তি করবে, আমরা আমাদের প্রতিপালকের কাছে কোন সুপারিশ যদি নিয়ে যেতাম; তাহলে তিনি আমাদেরকে এই স্থানটি থেকে বের করে শান্তি প্রদান করতেন। এরপর তারা আদম আ.-এর কাছে গিয়ে বলবে, হে আদম আ.! আপনি কি মানুষের অবস্থা দেখছেন না? অথচ আল্লাহ্ আপনাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন। আপনাকে তিনি তাঁর ফেরেশতাগণ দিয়ে সিজ্দা করিয়েছেন। আর আপনাকে সব জিনিসের নাম শিক্ষা দিয়েছেন। সুতরাং আপনি আমাদের প্রতিপালকের কাছে সুপারিশ করুন, যেন এই স্থানটি থেকে আমাদেরকে তিনি স্বস্তি প্রদান করেন। আদম আ. তখন বলবেন, এই কাজের জন্য আমি যোগ্য নই। এবং আদম আ. তাদের কাছে স্বীয় ভুলের কথা স্মরণ করবেন এবং বলবেন, তোমরা বরং নূহ্ আ-এর কাছে যাও। যেহেতু তিনিই আল্লাহর প্রথম রাসূল। যাঁকে তিনি যমীনবাসীর কাছে প্রেরণ করেছিলেন। (এ কথা শুনে) তারা নূহ আ এর কাছে আসবে। তিনিও বলবেন, আমি তোমাদের এই কাজের জন্য যোগ্য নই। তিনি তাঁর কৃত ত্রুটির কথা স্মরণ করে বলবেন, তোমরা বরং আল্লাহর খলীল (বন্ধু) ইবরাহীম আ.-এর কাছে যাও। তখন তারা ইবরাহীম আ-এর কাছে চলে আসবে। তিনিও তাদের কাছে স্বীয় কৃত ত্রুটিসমূহের কথা উল্লেখ পূর্বক বলবেন, আমি তোমাদের এই কাজের জন্য যোগ্য নই। তোমরা বরং মূসা আ. এর কাছে যাও। তিনি এমন একজন বান্দা যাঁকে আল্লাহ্ তাওরাত প্রদান করেছিলেন এবং তাঁর সাথে তিনি প্রত্যক্ষ বাক্যালাপ করেছিলেন। তারা তখন মূসা আ এর কাছে আসবে। মূসা আ-ও বললেন, আমি তোমাদের এই কাজের জন্য যোগ্য নই। তাদের কাছে তিনি স্বীয় কৃত ত্রুটির কথা উল্লেখপূর্বক বলবেন, তোমরা বরং ঈসা আ-এর কাছে যাও। যিনি আল্লাহর বান্দা, তাঁর রাসূল, কালেমা ও রূহ। তখন তারা ঈসা আ-এর কাছে আসবে। তখন ঈসা আ. বলবেন, আমি তোমাদের এই কাজের যোগ্য নই। তোমরা বরং মুহাম্মদ ﷺ এর কাছে যাও। তিনি এমন একজন বান্দা, যাঁর আগের ও পরের সব গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে। তারা সবাই আমার কাছে আসবে। আমি তখন আমার প্রতিপালকের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করব। আমাকে এর অনুমতি দেওয়া হবে। আমি আমার প্রতিপালককে যখন দেখতে পাব, তখনই আমি তাঁর সামনে সিজদায় পড়বো। আল্লাহ্ তাঁর মরজী অনুসারে যতক্ষণ আমাকে সেভাবে রাখার রেখে দেবেন। তারপর আমাকে বলা হবে, হে মুহাম্মদ! মাথা উঠান। (যা বলুন) বলুন। শোনা হবে। (যা চাওয়ার) চান, দেয়া হবে। (যা সুপারিশ করার) করুন গ্রহণ করা হবে। তখন আমার প্রতিপালকের শিখিয়ে দেয়া প্রশংসারাজির দ্বারা আমি তাঁর প্রশংসা করব। তারপর আমি শাফা'আত করব। আমার জন্য একটা সীমা নির্ধারণ করে দেওয়া হবে। এরপর আমি তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেব। তারপর আমি ফিরে আসব। যখন আমি আমার প্রতিপালককে দেখতে পাব তখন তাঁর জন্য সিজ্দায় পড়বো। আল্লাহর মরজী অনুসারে যতক্ষণ আমাকে এভাবে রাখতে চাইবেন রেখে দেবেন। তারপর আমাকে বলা হবে, হে মুহাম্মদ! মাথা উঠান। বলুন, শোনা হবে। চান, দেওয়া হবে। সুপারিশ করুন, গ্রহণ করা হবে। তখন আমার প্রতিপালকের শিখিয়ে দেয়া প্রশংসারাজি দিয়ে আমি তাঁর প্রশংসা করব। এবং সুপারিশ করব। তখনো আমার জন্য একটা সীমা নির্ধারণ করা হবে। আমি তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেব। তারপর আমি আবার ফিরে আসব। আমি এবারও আমার প্রতিপালককে দেখামাত্র সিজদায় পড়বো। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর মরজী অনুসারে যতক্ষণ ইচ্ছা

আমাকে সেই অবস্থায় রেখে দেবেন। তারপর বলা হবে, হে মুহাম্মদ! মাথা উঠান। বলুন, শোনা হবে। চান, দেয়া হবে। সুপারিশ করুন, কবুল করা হবে। তখন আমার রব আমাকে শিখিয়ে দেয়া প্রশংসারাজি দ্বারা প্রশংসা করে শাফাআত করব। তখনও এটা সীমা বাতলানো থাকবে। আমি তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেব। এরপর আমি তাঁর কাছে ফিরে গিয়ে বলব, হে প্রতিপালক! এখন একমাত্র তারাই জাহান্নামে অবশিষ্ট রয়েছে, যাদেরকে কুরআন আটক করে রেখে দিয়েছে। এবং যাদের উপর স্থায়ীভাবে জাহান্নাম অবধারিত হয়ে গিয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' পড়েছে, অথচ তাঁর হৃদয়ে একটি যবের ওজন পরিমাণ কল্যাণ (ঈমান) আছে, তাকেও জাহান্নাম থেকে বের করা হবে। তারপর বের করা হবে জাহান্নাম থেকে তাদেরকেও, যারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' পড়েছে এবং তার হৃদয়ে একটি গমের ওযন পরিমাণ কল্যাণ (ঈমান) আছে। (সর্বশেষে) জাহান্নাম থেকে তাকে বের করা হবে, যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' পড়েছে এবং তার হৃদয়ে অণূ পরিমাণ মাত্র কল্যাণ (ঈমান) আছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

"**তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল** : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের وَخَلَقْتُ اللهُ بِيَدِهِ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১১০১-১১০২ পৃ. পূর্বেঃ (তাফসীর অধ্যায়)-১০৮-১০৯ পৃ.।

তাশরীহ:এই হাদীস দ্বারা মুতাযিলাদেরকে রদ করা হয়েছে। অর্থাৎ এই হাদীস দ্বারা খাওয়ারেজ ও মুতাযিলাদেরকে সম্পূর্ণভাবে রদ করা হয়েছে, যারা কবীরা গোনাহে লিপ্তদেরকে চিরস্থায়ী জাহান্নামী বলে থাকে।

এই হাদীস দ্বারা সকল নবীগণের উপর নবীকুল সর্দার, রাব্বুল আলামীনের প্রিয় বন্ধু আমাদের প্রিয় নবী হুজুরে আক্বদাস রাসূল ﷺ এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়।

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " يَدُ اللهِ مَلْأَى لاَ يَغِيضُهَا نَفَقَةٌ، سَحَّاءُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، وَقَالَ: أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالأَرْضَ، فَإِنَّهُ لَمْ يَغِضْ مَا فِي يَدِهِ، وَقَالَ: عَرْشُهُ عَلَى المَاءِ، وَبِيَدِهِ الأُخْرَى المِيزَانُ، يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ"

সহজ তরজমা

৬৯২৮. আবুল ইয়ামান রহ... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহর হাত পরিপূর্ণ, রাত দিন খরচ করলেও তাতে ঘাটতি আসে না। তিনি আরো বলেছেন : তোমরা লক্ষ করেছ কি? আসমান যমীন পয়দা করার পর থেকে তিনি যে কত খরচ করেছেন, এতদসত্ত্বেও তাঁর হাতে যা আছে, তাতে কিঞ্চিতও কমেনি। এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তখন তাঁর আরশ পানির উপর অবস্থান করছিল। তাঁর অপর হাতটিতে রয়েছে পাল্লা, যা কখনও তিনি নিচে নামান আবার কখনও উপরে উঠান।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

"**তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল** : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের مُنْذُ خَلَقَ السَّمٰوَاتِ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১১০২ পৃ. পূর্বেঃ -৬৭৭, সামনে ১১০৩ পৃ.।

حَدَّثَنَا مُقَدَّمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمِّي القَاسِمُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ يَقْبِضُ يَوْمَ القِيَامَةِ الأَرْضَ، وَتَكُونُ السَّمَوَاتُ بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا المَلِكُ" رَوَاهُ سَعِيدٌ، عَنْ مَالِكٍ، وَقَالَ عُمَرُ بْنُ حَمْزَةَ: سَمِعْتُ سَالِمًا، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا، وَقَالَ أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَقْبِضُ اللَّهُ الأَرْضَ»

সহজ তরজমা

৬৯২৯. মুকাদ্দাম ইবনে মুহাম্মদ রহ.... ইবনে উমর রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন পৃথিবীটা তাঁর মুঠোতে নিয়ে নেবেন। আসমানকে তাঁর ডান হাতে জড়িয়ে বলবেন; বাদশাহ্ একমাত্র আমিই। সাঈদ রহ মালিক রহ থেকে এমনই বর্ণনা করেছেন। উমর ইবনে হামযা রহ সালিম রহ-এর মাধ্যমে ইবনে উমর রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এরূপ বর্ণনা করেছেন। আবুল ইয়ামান রহ... আবূ হুরায়রা রাযি. সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্ তা'আলা যমীনকে তাঁর মুঠোয় নিয়ে নেবেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের إِنَّ اللَّهَ يَقْبِضُ يَوْمَ القِيَامَةِ الأَرْضَ، وَتَكُونُ السَّمَوَاتُ بِيَمِينِهِ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পূণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১১০২ পৃ.।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ سَمِعَ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ وَسُلَيْمَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ يَهُودِيًّا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ عَلَى إِصْبَعٍ وَالأَرَضِينَ عَلَى إِصْبَعٍ وَالجِبَالَ عَلَى إِصْبَعٍ وَالشَّجَرَ عَلَى إِصْبَعٍ وَالخَلَائِقَ عَلَى إِصْبَعٍ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا المَلِكُ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ ثُمَّ قَرَأَ {وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ} [الأنعام: ٩١] قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَزَادَ فِيهِ فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَعَجُّبًا وَتَصْدِيقًا لَهُ

সহজ তরজমা

৬৯৩০. মুসাদ্দাদ রহ... আবদুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত যে, এক ইহুদী রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে এসে বলল, হে মুহাম্মদ! আল্লাহ্ কিয়ামতের দিনে আসমানগুলোকে এক আঙ্গুলের ওপর, যমীনগুলোকে এক আঙ্গুলের ওপর, পর্বতমালাকে এক আঙ্গুলের ওপর, বৃক্ষরাজিকে এক আঙ্গুলের ওপর এবং অবশিষ্ট সৃষ্টিকে এক আঙ্গুলের ওপর তুলে বলবেন, বাদশাহ্ একমাত্র আমিই। এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ হেসে দিলেন। এমনকি তাঁর মাড়ির দাঁত মুবারক পর্যন্ত দীপ্ত হয়ে উঠল। তারপর তিনি তিলাওয়াত করলেন : তারা আল্লাহ্ তা'আলার যথোচিত মর্যাদা উপলব্ধি করেনি। ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ বলেন, এই বর্ণনায় একটু সংযোজন করেছেন, ফুদায়ল ইবনে আয়ায... আবিদা রহ সূত্রে আবদুল্লাহ রাযি. থেকে যে, এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ আশ্চর্যান্বিত হয়ে তার সমর্থনে হেসে দিলেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের وَالخَلَائِقَ عَلَى إِصْبَعٍ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পূণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১১০২-১১০৩ পৃ.। সামনে: ১১০৩, ১১১০, ১১১৯ পৃ.।

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلْقَمَةَ يَقُولُ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ فَقَالَ: يَا أَبَا القَاسِمِ، إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ عَلَى إِصْبَعٍ، وَالأَرَضِينَ عَلَى إِصْبَعٍ، وَالشَّجَرَ وَالثَّرَى عَلَى إِصْبَعٍ، وَالخَلاَئِقَ عَلَى إِصْبَعٍ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا المَلِكُ أَنَا المَلِكُ، «فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ»، ثُمَّ قَرَأَ: {وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ} [الأنعام: ٩١]

সহজ তরজমা

৬৯৩১. উমর ইবনে হাফ্স ইবনে গিয়াস রহ... আবদুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আহলে কিতাবদের থেকে জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে এসে বলল, হে আবুল কাসিম! (কিয়ামতের দিন) আল্লাহ্ তা'আলা আসমানসমূহকে এক আঙ্গুলের ওপর, যমীনগুলোকে এক আঙ্গুলের ওপর, গাছ ও কাদামাটিকে এক আঙ্গুলের ওপর এবং বাকি সৃষ্টিরাজিকে এক আঙ্গুলের ওপর তুলে বলবেন, বাদশাহ একমাত্র আমিই, বাদশাহ্ একমাত্র আমিই। বর্ণনাকারী বলেন, আমি দেখতে পেলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ হেসে ফেললেন। এমনকি তাঁর মাড়ির দাঁতগুলো প্রকাশিত হয়ে ওঠলো। এরপর তিনি তিলাওয়াত করলেন : আর তারা আল্লাহ্ পাকের মহানত্বের যথোচিত মর্যাদা উপলব্ধি করেনি।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের وَالخَلاَئِقَ عَلَى إِصْبَعٍ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পূণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১১০৩ পৃ. পূর্বে: ৭১১, ১১০২ পৃ.। সামনে: ১১১৯ পৃ.।

بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «لاَ شَخْصَ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ»

وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ: «لاَ شَخْصَ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ»

৩৮৮৩. অনুচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বাণী : আল্লাহ্ অপেক্ষা বেশি আত্মমর্যাদাসম্পন্ন কেউই নয়। উবাইদ বিন আমর রাযি. আব্দুল মালেক রহ. থেকে বর্ণনা করেন- لاَ شَخْصَ....الخ আল্লাহ্ অপেক্ষা বেশি আত্মমর্যাদাসম্পন্ন কেউই নয়

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

لاَ شَخْصَ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ: لاشخص অর্থাৎ لا جنس এর নফীর জন্য। আর اغير শব্দটি افعل التفضيل এটি خبر হিসাবে رفع বিশিষ্ট হয়েছে।

ইমাম বুখারী রহ এর শিরোনাম দ্বারা বুঝে আসে যে, আল্লাহ তাআলার ক্ষেত্রে شخص শব্দের প্রয়োগ জায়েয আছে। কিন্তু আল্লামা খাত্তাবী রহ এর উপর আপত্তি করেছেন এবং বলেছেন আল্লাহ তাআলাকে شخص বলা জায়েয নেই, কেননা এর দ্বারা আল্লাহ তাআলাকে مجسم (শরীর বিশিষ্ট) বলা লাযেম আসবে। হযরত হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ আল্লামা খাত্তাবী রহ এর বক্তব্যকে রদ করে দিয়েছেন। বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানার জন্য ফাতহুল বারী, ইরশাদুস সারী, ইত্যাদি অধ্যায়ন করুন।

(বিশুদ্ধ ও সারকথা হলো যে, شخص অর্থ: فرد অথবা شخص অর্থ: احد এই ব্যাখ্যায় জায়েয। যেমন কোন কোন নুসখায় لاَ أَحَدٌ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ এভাবে রয়েছে)।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ التَّبُوذَكِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ وَرَّادٍ، كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ عَنِ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِي لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفَحٍ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ، وَاللهِ لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ، وَاللهُ أَغْيَرُ مِنِّي، وَمِنْ أَجْلِ غَيْرَةِ اللهِ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وَلَا أَحَدَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْعُذْرُ مِنَ اللهِ، وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ بَعَثَ الْمُبَشِّرِينَ وَالْمُنْذِرِينَ، وَلَا أَحَدَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْمِدْحَةُ مِنَ اللهِ، وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ وَعَدَ اللهُ الْجَنَّةَ»

সহজ তরজমা

৬৯৩২. মূসা ইবনে ইসমাঈল রহ. ..... মুগীরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, সা'দ ইবনে উবাদা রাযি. বললেন, আমি আমার স্ত্রীর সাথে অন্য কোন পুরুষকে যদি দেখি, তাকে সোজা তরবারি দ্বারা হত্যা করব। এই উক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে পৌছলে তিনি বললেন : তোমরা কি সাদের আত্মমর্যাদাবোধ দেখে আশ্চর্যান্বিত হচ্ছ? আল্লাহর কসম! আমি তার চেয়েও বেশি আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন। আর আল্লাহ্ আমার চেয়েও বেশি আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন। আল্লাহ আত্মমর্যাদাসম্পন্ন হওয়ার কারণে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য (সর্বপ্রকার) অশ্লীলতাকে হারাম করে দিয়েছেন। অক্ষমতা প্রকাশকে আল্লাহর চাইতে বেশি পছন্দ করেন এমন কেউই নেই। আর এইজন্য তিনি ভীতি প্রদর্শনকারী ও সুসংবাদদাতাদেরকে পাঠিয়েছেন। আত্মস্তুতি আল্লাহর চেয়ে বেশি কারো কাছে প্রিয় নয়। তাই তিনি জান্নাতের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের অর্থগত মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পূণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১১০৩ পৃ. পূর্বে: النكاح পৃ.।

তাশরীহ: বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারী-১০ম খন্ড, ১৯৪ পৃ. غيرت বয়ান দেখুন।

بَابُ {قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللهُ} [الأنعام: ١٩]، «فَسَمَّى اللهُ تَعَالَى نَفْسَهُ شَيْئًا، وَسَمَّى النَّبِيُّ ﷺ الْقُرْآنَ شَيْئًا، وَهُوَ صِفَةٌ مِنْ صِفَاتِ اللهِ»، وَقَالَ: {كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ} [القصص: ٨٨]

৩৮৮৪. অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : বল, সাক্ষ্য প্রদানে সর্বশ্রেষ্ঠ কে? বল আল্লাহ। এখানে আল্লাহ নিজেকে 'শাইউন' (বস্তু) বলে আখ্যায়িত করেছেন। আবার রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরআনকে বস্তু আখ্যায়িত করেছেন। অথচ এটি আল্লাহর গুণাবলির মধ্যে একটি গুণ। আল্লাহ বলেছেন : আল্লাহর সত্তা ব্যতীত সমস্ত কিছুই ধ্বংসশীল

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِرَجُلٍ: «أَمَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟»، قَالَ: نَعَمْ، سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا، لِسُوَرٍ سَمَّاهَا

সহজ তরজমা

৬৯৩৩. আবদুল্লাহ্ ইবনে ইউসুফ রহ... সাহল ইবনে সাদ রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে (সাহাবী) বললেন, তোমার কাছে কুরআনের কোন বস্তু আছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ, অমুক সূরা অমুক সূরা। তিনি সূরাগুলোর নাম উল্লেখ করেছিলেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের أَمَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে। অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোরআনকে বলেছেন যে, তোমার কাছে কোরআনের কোন شيئ (বস্তু) আছে কি?

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ: ১১০৩ পৃ. পূর্বে ৩১০, ৭৫২, ৭৬১, ৭৬৭, ৭৬৮,-৭৬৯, ৭৭১, ৭৭২, ৭৭৩-৭৭৪ পৃ.।

তাশরীহ: شئ **অর্থ:** বিদ্যমান। আর معدوم অস্তিত্বহীন। অবিদ্যমান এর উপর شئ শব্দের প্রয়োগ হয় না। আর আল্লাহ তাআলা তো অস্তিত্বশীল, বিদ্যমান। সুতরাং আল্লাহ তাআলার উপর شئ শব্দের প্রয়োগ জায়েয আছে। কেননা ارتفاع نقيضين অসম্ভব, তবে তা اشياء এর মত নয়।

بَابُ {وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ} [هود: ٧]، {وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ} [التوبة: ١٢٩]

৩৬৮৫. অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : তখন তাঁর আরশ পানির ওপর ছিল। তিনি আরশে আযীমের প্রতিপালক।

قَالَ أَبُو العَالِيَةِ: اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ [البقرة: ٢٩]: ارْتَفَعَ {فَسَوَّاهُنَّ} [البقرة: ٢٩] خَلَقَهُنَّ وَقَالَ مُجَاهِدٌ: {اسْتَوَى} [البقرة: ٢٩]: عَلاَ {عَلَى العَرْشِ} [الأعراف: ٥٤] وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {المَجِيدُ} [ق: ١] الكَرِيمُ، وَ{الوَدُودُ} [البروج: ١٤]: الحَبِيبُ. يُقَالُ: حَمِيدٌ مَجِيدٌ، كَأَنَّهُ فَعِيلٌ مِنْ مَاجِدٍ، مَحْمُودٌ مِنْ حَمِدَ

আবুল আলীয়া রহ বলেন, استوى الى السماء **এর মর্মার্থ হচ্ছে আসমানকে উড্ডীন করেছেন।** فسوهن **এর মর্মার্থ হচ্ছে, তিনি আসমানরাজিকে সৃষ্টি করেছেন। মুজাহিদ রহ বলেছেন,** استوى على العرش **এর মর্মার্থ হল, আরশের উপর অধিষ্ঠিত হলেন। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. বলেছেন** مجيد **অর্থ সম্মানিত,** الودود **অর্থ প্রিয়। বলা হয়ে থাকে** حميد مجيد **মূলত প্রশংসনীয় ও পবিত্র। বস্তুত এটি** ماجد **থেকে** فعيل**-এর ওযনে এসেছে। আর** محمود **এসেছে** حمد **থেকে।**

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَمْزَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: إِنِّي عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ جَاءَهُ قَوْمٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ، فَقَالَ: اقْبَلُوا البُشْرَى يَا بَنِي تَمِيمٍ، قَالُوا: بَشَّرْتَنَا فَأَعْطِنَا، فَدَخَلَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ اليَمَنِ، فَقَالَ: «اقْبَلُوا البُشْرَى يَا أَهْلَ اليَمَنِ، إِذْ لَمْ يَقْبَلْهَا بَنُو تَمِيمٍ»، قَالُوا: قَبِلْنَا، جِئْنَاكَ لِنَتَفَقَّهَ فِي الدِّينِ، وَلِنَسْأَلَكَ عَنْ أَوَّلِ هَذَا الأَمْرِ مَا كَانَ قَالَ كَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ قَبْلَهُ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى المَاءِ ثُمَّ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَكَتَبَ فِي الذِّكْرِ كُلَّ شَيْءٍ ثُمَّ أَتَانِي رَجُلٌ، فَقَالَ يَا عِمْرَانُ أَدْرِكْ نَاقَتَكَ فَقَدْ ذَهَبَتْ فَانْطَلَقْتُ أَطْلُبُهَا، فَإِذَا السَّرَابُ يَنْقَطِعُ دُونَهَا، وَايْمُ اللَّهِ لَوَدِدْتُ أَنَّهَا قَدْ ذَهَبَتْ وَلَمْ أَقُمْ

সহজ তরজমা

৬৯৩৪. আবদান রহ.... ইমরান ইবনে হুসায়ন রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে ছিলাম। এমন সময় তাঁর কাছে বনূ তামীম-এর কাওমটি এল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন : হে বনূ তামীম। তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর। প্রতি উত্তরে তারা বলল, আপনি আমাদেরকে শুভ সংবাদ যখন প্রদান করেছেন, তাহলে কিছু দান করুন। এ সময় ইয়ামানবাসী কতিপয় লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সেখানে উপস্থিত হল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদের উদ্দেশ্যে বললেন : হে ইয়ামানবাসী ! তোমাদের জন্য সুসংবাদ। বনূ তামীম তা গ্রহণ করল না। তারা বলে উঠল, আমরা গ্রহণ করলাম শুভ সংবাদ। যেহেতু আমরা আপনার কাছে এসেছি দীনী জ্ঞান হাসিল করার উদ্দেশ্যে এবং জিজ্ঞাসা করার জন্য এসেছি যে, এ দুনিয়া সৃষ্টির আগে কি ছিল? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আল্লাহ্ তখন ছিলেন, তাঁর আগে আর কিছুই ছিল না। তাঁর আরশ তখন পানির ওপর ছিল। এরপর তিনি আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন। এবং লাওহে মাহফুযে সব বস্তু সম্পর্কে লিখে রাখলেন। রাবী বলেন, এরপর আমার কাছে এক ব্যক্তি এসে বলল, হে ইমরান! তোমার উট্রী পালিয়ে গিয়েছে, তার খবর লও। আমি উট্রীর সন্ধানে চললাম। দেখলাম, উট্রী মরীচিকার আড়ালে আছে। আমি আল্লাহর কসম করে বলছি! আমার মন চাচ্ছিল উট্রী চলে যায় যাক তবুও আমি মজলিস ছেড়ে যেন না উঠি।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পুণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১১০৩ পৃ. পূর্বে: ১৫৩, ৬২৬, ৬৩০ পৃ.।

ব্যাখ্যা: كوكب কিতাবে আছে যে, وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ এ বাক্যটি পূর্বের كان الله বাক্যের উপর আতফ বা সম্পর্ক করাতে কোন অসুবিধা নেই। কেননা واو হরফ দিয়ে পূর্বের বাক্যের উপর আতফ করলে, পূর্বের বাক্য ও পরের বাক্য এক সঙ্গে হওয়া বুঝায় না। বরং واو দ্বারা আতফ করলে মূল বস্তুটি আছে একথা বুঝায়, পূর্বাপর যাই হোকনা কেন। (কাস্তাল্লানী)

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ، حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ يَمِينَ اللهِ مَلْأَى لَا يَغِيضُهَا نَفَقَةٌ، سَحَّاءُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالأَرْضَ فَإِنَّهُ لَمْ يَنْقُصْ مَا فِي يَمِينِهِ وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَبِيَدِهِ الأُخْرَى الْفَيْضُ أَوِ الْقَبْضُ يَرْفَعُ وَيَخْفِضُ

সহজ তরজমা

৬৯৩৫. আলী ইবনে আবদুল্লাহ রহ... আবূ হুরায়রা রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আল্লাহর ডান হাত পরিপূর্ণ, রাত দিনের খরচেও তা কমে না। তোমরা ভেবে দেখেছ কি? আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টিলগ্ন থেকে তিনি কত খরচ করে চলেছেন, তবুও তাঁর হাতের কিছুই কমেনি। তাঁর আরশ পানির ওপর অবস্থান করছে। তাঁর অপর হাতটিতে রয়েছে দেওয়া এবং নেওয়া। তা তিনি উঠান ও নামান।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ :১১০৩ পৃ. পূর্বে: ৬৭৭, ১১০২ পৃ:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ جَاءَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ يَشْكُو فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ اتَّقِ اللهَ وَأَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ قَالَ أَنَسٌ لَوْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ كَاتِمًا شَيْئًا لَكَتَمَ هٰذِهِ قَالَ فَكَانَتْ زَيْنَبُ تَفْخَرُ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ تَقُولُ زَوَّجَكُنَّ أَهَالِيكُنَّ وَزَوَّجَنِي اللهُ تَعَالَى مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمٰوَاتٍ وَعَنْ ثَابِتٍ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ [الأحزاب ٣٧] نَزَلَتْ فِي شَأْنِ زَيْنَبَ وَزَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ

সহজ তরজমা

৬৯৩৬. আহমদ রহ... আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যায়িদ ইবনে হারিসা রাযি. অভিযোগ নিয়ে আসলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বলতে লাগলেন, তুমি আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমার স্ত্রীকে তোমার কাছে রেখে দাও। আনাস রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি কোন জিনিস গোপনই করতেন, তাহলে এই আয়াতটি অবশ্যই গোপন করতেন। বর্ণনাকারী বলেন, (যায়নাব রাযি.) অপরাপর নবী সহধর্মিণীর কাছে এই বলে গৌরব করতেন যে, তোমাদেরকে বিবাহ দিয়েছে তোমাদের পরিবার-পরিজন, আর আমাকে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা সাত আসমানের ওপরে বিয়ে দিয়েছেন। বর্ণনাকারী সাবিত রাযি. বলেছেন, আল্লাহর নবী : (হে নবী) আপনি আপনার অন্তরে যা গোপন করতেন আল্লাহ্ তা প্রকাশ করে দিচ্ছেন, আপনি লোকদের ভয় করছিলেন। এই আয়াতটি যায়নাব ও যায়িদ ইবনে হারিসা রাযি. সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছিল।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمٰوٰتٍ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে। কেননা فَوْقِ سَبْعِ سَمٰوٰتٍ দ্বারা عرش উদ্দেশ্য।

হাদীসের পূণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১১০৩-১১০৪ পৃ. পূর্বে: ৭০৬ পৃ.

তাশরীহ: বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানার জন্য নাসরুলবারী-৯ম খন্ড, ৫১০-৫১১ পৃ. দেখুন।

حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيٰى، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ طَهْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، يَقُولُ: "نَزَلَتْ آيَةُ الحِجَابِ فِي زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، وَأَطْعَمَ عَلَيْهَا يَوْمَئِذٍ خُبْزًا وَلَحْمًا، وَكَانَتْ تَفْخَرُ عَلَى نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَتْ تَقُولُ: إِنَّ اللهَ أَنْكَحَنِي فِي السَّمَاءِ"

সহজ তরজমা

৬৯৩৭. খাল্লাদ ইবনে ইয়াহইয়া রহ... আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যায়নাব বিনতে জাহাশ রাযি.-কে কেন্দ্র করে পর্দার আয়াত নাযিল হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ যায়নাবের সাথে তাঁর বিবাহ উপলক্ষে ওয়ালিমা হিসাবে সেদিন রুটি ও গোশ্‌ত আহার করিয়েছিলেন। সহধর্মিণীদের উপর যায়নাব রাযি. গৌরব করে বলতেন, আল্লাহ্ তা'আলা তো আসমানে আমার বিয়ের ব্যবস্থা করেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের তৃতীয় অংশ استوى الى السماء এর সাথে হাদীসের فى السماء এই অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পূণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১১০৪ পৃ. পূর্বে: ৭০৬, ৭০৭ পৃ.

তাশরীহ: বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারী,-৯ম খন্ড (কিতাবুত তাফসীর) ৫১০ পৃ. দেখুন।

حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "إِنَّ اللهَ لَمَّا قَضَى الخَلْقَ، كَتَبَ عِنْدَهُ فَوْقَ عَرْشِهِ: إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي"

সহজ তরজমা

৬৯৩৮. আবুল ইয়ামান রহ. ..... আবূ হুরায়রা রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আল্লাহ্ যখন সকল মাখলূক পয়দা করার কাজ সম্পন্ন করলেন, তখন তাঁর আরশের ওপর তাঁরই কাছে লিপিবদ্ধ করে রাখলেন, "অবশ্যই আমার রহমত আমার গযব থেকে অগ্রগামী।"

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের فوق عرشه এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পূণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১১০৪ পৃ. পূর্বে: ৪৫৩, ১১০১., পৃ. সামনে: ১১১০, ১১২৭ পৃ.।

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي هِلاَلٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ، وَأَقَامَ الصَّلاَةَ، وَصَامَ رَمَضَانَ، كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الجَنَّةَ، هَاجَرَ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ جَلَسَ فِي أَرْضِهِ الَّتِي وُلِدَ فِيهَا»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَلاَ نُنَبِّئُ النَّاسَ بِذَلِكَ؟ قَالَ: «إِنَّ فِي الجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ، أَعَدَّهَا اللهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِهِ، كُلُّ دَرَجَتَيْنِ مَا بَيْنَهُمَا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللهَ فَسَلُوهُ الفِرْدَوْسَ، فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الجَنَّةِ، وَأَعْلَى الجَنَّةِ، وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ، وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الجَنَّةِ»

সহজ তরজমা

৬৯৩৯. ইবরাহীম ইবনে মুনযির রহ. ..... আবূ হুরায়রা রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনে, নামায কায়েম করে, রমযান মাসের রোযা পালন করে, আল্লাহ তাঁর ব্যাপারে এ দায়িত্ব নিয়েছেন যে, তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। সে আল্লাহর রাস্তায় হিজরত করুক কিংবা তাঁর জন্মভূমিতে অবস্থান করুন। সাহাবীগণ বলে উঠলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! এই বিষয়টি আমি লোকদের জানিয়ে দেব না? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : অবশ্যই, জান্নাতে একশ'টি স্তর রয়েছে। এগুলো আল্লাহ্ তাঁর রাস্তায় জিহাদকারীদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন। প্রতি দু'টি স্তরের মাঝখানে আসমান ও যমীনের দূরত্ব বিদ্যমান রয়েছে। কাজেই যখন তোমরা আল্লাহর কাছে চাইবে, তখন ফিরদাওস জান্নাত চাইবে। কেননা, এটি হচ্ছে সর্বোত্তম ও সর্বোচ্চ জান্নাত। আর দয়ালু (আল্লাহর) আরশটি এরই ওপর অবস্থিত। এই ফিরদাওস থেকেই জান্নাতের ঝর্ণাগুলো প্রবাহিত হয়ে থাকে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ :১১০৪পৃ. পূর্বে: ৩৯১ পৃ. দেখুন।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: دَخَلْتُ المَسْجِدَ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ جَالِسٌ، فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ قَالَ: «يَا أَبَا ذَرٍّ، هَلْ تَدْرِي أَيْنَ تَذْهَبُ هَذِهِ؟» قَالَ: قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: "فَإِنَّهَا تَذْهَبُ تَسْتَأْذِنُ فِي السُّجُودِ فَيُؤْذَنُ لَهَا، وَكَأَنَّهَا قَدْ قِيلَ لَهَا: ارْجِعِي مِنْ حَيْثُ جِئْتِ، فَتَطْلُعُ مِنْ مَغْرِبِهَا، ثُمَّ قَرَأَ: ذَلِكَ مُسْتَقَرٌّ لَهَا" فِي قِرَاءَةِ عَبْدِ اللهِ

সহজ তরজমা

৬৯৪০. ইয়াহইয়া ইবনে জাফর রহ... আবূ যর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মসজিদে নববীতে প্রবেশ করলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন সেখানে বসা ছিলেন। যখন সূর্য অস্ত গেল, তিনি বললেন : হে আবূ যর! তোমার কি জানা আছে, এই সূর্য কোথায় যাচ্ছে? আবূ যর রাযি. বলেন, আমি বললাম, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই সর্বাপেক্ষা বেশি জানেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : এ সূর্য যাচ্ছে এবং অনুমতি চাচ্ছে সিজদার জন্য। তারপর সিজদার জন্য তাকে অনুমতি দেয়া হয়। একদিন তাকে হুকুম দেয়া হবে, যেখান থেকে এসেছ সেখানে ফিরে যাও। তখন সে তার অস্তের স্থল থেকে উদিত হবে। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তিলাওয়াত করলেন, "এটিই তার অবস্থান স্থল" আবদুল্লাহ রাযি.-এর কিরআত অনুযায়ী।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল এভাবে যে, এই হাদীসে রয়েছে সূর্য যায় এবং আরশের নীচে সেজদা করে।

হাদীসের পূণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : নাসরুলবারী-৯ম খন্ড ৫৩২-৫৩৩ পৃ. দেখুন।

حَدَّثَنَا مُوسٰى، عَنْ إِبْرَاهِيمَ. حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ. وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ السَّبَّاقِ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ. حَدَّثَهُ قَالَ: «أَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرٍ فَتَتَبَّعْتُ الْقُرْآنَ، حَتّٰى وَجَدْتُ آخِرَ سُورَةِ التَّوْبَةِ مَعَ أَبِي خُزَيْمَةَ الأَنْصَارِيِّ، لَمْ أَجِدْهَا مَعَ أَحَدٍ غَيْرِهِ»، {لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ} [التوبة: ١٢٨] حَتّٰى خَاتِمَةِ بَرَاءَةَ. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ. حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ بِهٰذَا، وَقَالَ: مَعَ أَبِي خُزَيْمَةَ الأَنْصَارِيِّ

সহজ তরজমা

৬৯৪১. মূসা রহ.... যায়িদ ইবনে সাবিত রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ বকর রাযি. আমার কাছে লোক প্রেরণ করলেন। তাই আমি কুরআনের বিভিন্ন অংশ অনুসন্ধানে নেমে পড়লাম। পরিশেষে সূরা তাওবার শেষাংশ একমাত্র আবূ খুযায়মা আনসারী রাযি. ব্যতীত আর কারো কছে পেলাম না। (আর তা হচ্ছে) لَقَدْ جَاءَ رَسُوْلٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ থেকে সূরা বারাআতের শেষ পর্যন্ত। ইয়াহইয়া ইবনে বুকায়র রহ....ইউনুস রহ থেকে হাদীসটি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি এ আবূ খুযায়মা আনসারীর কাছে এ আয়াত পাওয়া গেছে বলে উল্লেখ করেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসে বর্ণিত আয়াতের শেষাংশ তথা وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ এর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পূণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১১০৪ পৃ. পূর্বে: ৩৯৪, ৫৭৯-৫৮০, ৬৭৬, ৭০৫, ৭৪৫, ৭৪৬, ১০৬৭ পৃ.

তাশরীহ: প্রশ্ন: উত্তর জানার জন্য নাসরুলবারী-৭ম খন্ড, ২৬, ২৭ পৃ. দেখুন। আরো জানার জন্য-১০ম খন্ড, ৯-১৪ পৃ. দেখুন।

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ عِنْدَ الْكَرْبِ: «لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ الْعَلِيمُ الْحَلِيمُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ السَّمٰوَاتِ وَرَبُّ الأَرْضِ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ»

সহজ তরজমা

৬৯৪২. মুআল্লা ইবনে আসাদ রাযি...... ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দু:খ যাতনার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দোয়া করতেন এই বলে: আল্লাহ্ ছাড়া কোন মাবূদ নেই। যিনি মহাজ্ঞানী ও ধৈর্যশীল তিনি ছাড়া আর কোন মাবূদ নেই, তিনি আরশে আযীমের প্রতিপালক। তিনি ছাড়া কোন মাবূদ নেই, তিনি আসমান-যমীনের প্রতিপালক এবং সম্মানিত আরশের অধিপতি।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পূণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১১০৪ পৃ. পূর্বে: ৯৩৯ পৃ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «النَّاسُ يَصْعَقُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى آخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ العَرْشِ». وَقَالَ المَاجِشُونُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الفَضْلِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ بُعِثَ، فَإِذَا مُوسَى آخِذٌ بِالعَرْشِ»

সহজ তরজমা

৬৯৪৩. মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ রহ... আবূ সাঈদ খুদরী রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : কিয়ামতের দিন সব মানুষ বেহুশ হয়ে পড়বে। (যখন আমার হুঁশ ফিরে আসবে) তখন আমি মূসা আ-কে আরশের একটি পায়া ধরে দন্ডায়মান দেখতে পাব। বর্ণনাকারী মাজিশুন আবদুল্লাহ ইবনে ফাজল ও আবূ সালামার মাধ্যমে আবূ হুরায়রা রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি সবচাইতে আগে পুনরুত্থিত হব। তখন মূসা আ-কে দেখব, তিনি আরশ ধরে আছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের بِالعَرْشِ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১১০৪ পৃ. পূর্বে: ৩২৫, ৪৮১, ৬৬৮, ১০২১-১০২২ পৃ.।

তাশরীহ: প্রশ্ন ও উত্তর জানার জন্য নাসরুল বারী-৯ম খন্ড, ২২৭ পৃ. দেখুন।

بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {تَعْرُجُ المَلاَئِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ} [المعارج: ٤] ، وَقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: {إِلَيْهِ يَصْعَدُ الكَلِمُ الطَّيِّبُ} [فاطر: ١٠] وَقَالَ أَبُو جَمْرَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، بَلَغَ أَبَا ذَرٍّ مَبْعَثُ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لِأَخِيهِ: اعْلَمْ لِي عِلْمَ هَذَا الرَّجُلِ، الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ يَأْتِيهِ الخَبَرُ مِنَ السَّمَاءِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ: «العَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُ الكَلِمَ الطَّيِّبَ» يُقَالُ: {ذِي المَعَارِجِ} [المعارج: ٣]: «المَلاَئِكَةُ تَعْرُجُ إِلَى اللهِ»

৩৮৮৬. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : ফেরেশতা এবং রূহ আল্লাহর দিকে উর্ধ্বগামী হয়। (৭০ : ৪)। এবং আল্লাহর বাণী : তাঁরই দিকে পবিত্র বাণীসমূহ আরোহণ করে (৩৫ :১০)। আবূ জামরা রহ ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নবুয়ত প্রাপ্তির খবর শুনে আবূ যর রাযি. তাঁর ভাইকে বললেন, আমার জন্য ঐ ব্যক্তির অবস্থাটি অবহিত হয়ে আস, যিনি ধারণা করছেন যে, আসমান থেকে তার কাছে খবর আসে। মুজাহিদ রহ বলেছেন, নেক কাজ পবিত্র কথাকে উর্ধ্বগামী করে। ذِي المَعَارِجِ -এর ব্যাপারে বলা হয়-ঐ সকল ফেরেশতা যারা আল্লাহর দিকে উর্ধ্বগামী হয়।

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ: مَلاَئِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلاَئِكَةٌ بِالنَّهَارِ، وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلاَةِ العَصْرِ وَصَلاَةِ الفَجْرِ، ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ، فَيَقُولُ: كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟ فَيَقُولُونَ: تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ" وَقَالَ خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ

كَسْبٍ طَيِّبٍ، وَلاَ يَصْعَدُ إِلَى اللهِ إِلاَّ الطَّيِّبُ، فَإِنَّ اللهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ، كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ، حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الجَبَلِ» وَرَوَاهُ وَرْقَاءُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَلاَ يَصْعَدُ إِلَى اللهِ إِلاَّ الطَّيِّبُ»

"সহজ তরজমা

৬৯৪৪. ইসমাঈল রহ... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের মাঝে রাত ও দিনে ফেরেশতাগণ পালাক্রমে আগমন করেন। আর তাঁরা একত্রিত হন আসর ও ফজরের নামাযে। তারপর যাঁরা তোমাদের মাঝে রাত্রি যাপন করেছেন তাঁরা উঠে যান। তখন তাদের প্রতিপালক তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, অথচ তিনি তোমাদের ব্যাপারে সবচাইতে অধিক জ্ঞাত, কেমন অবস্থায় আমার বান্দাদেরকে তোমরা ছেড়ে এসেছ? তারা তখন উত্তর দেবে, আমরা ওদেরকে নামাযরত অবস্থায় রেখে এসেছি, প্রথম গিয়েও আমরা ওদেরকে নামাযে পেয়েছিলাম।

খালিদ ইবনে মাখলাদ রহ...আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি তার হালাল ও পবিত্র উপার্জন থেকে একটি খেজুর পরিমাণও দান করে, আল্লাহ্ তা'আলা তা তাঁর ডান হাত দ্বারা কবুল করেন। আর পবিত্র ও হালাল জিনিস ছাড়া আল্লাহর দিকে কোন কিছু অগ্রগমন করতে পারে না। তারপর এটি তার মালিকের জন্য লালন-পালন ও দেখাশোনা করতে থাকে, তোমরা যেমন ঘোড়ার বাচ্চাকে লালনপালন করতে থাক। পরিশেষে তা পাহাড়ের ন্যায় বিরাট আকার ধারণ করে। ওয়ারকা রহ... আবূ হুরায়রা রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ তা'আলার দিকে পবিত্র জিনিস ছাড়া কোন কিছুই গমন করতে পারে না।

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পূণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১১০৫পৃ. পূর্বে: ৭৯, ৪৫৭ পৃ. সামনে: ১১১৫ পৃ.।

তাশরীহ: ব্যাখ্যা জানার জন্য-নাসরুল বারী-৩য় খন্ড, ১৫৪ পৃ. দেখুন।

حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي العَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يَدْعُو بِهِنَّ عِنْدَ الكَرْبِ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ العَظِيمُ الحَلِيمُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ رَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ رَبُّ السَّمٰوَاتِ وَرَبُّ العَرْشِ الكَرِيمِ "

সহজ তরজমা

৬৯৪৫. আবদুল আলা ইবনে হাম্মাদ রহ... ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত যে, দু:খ-যাতনার সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ এই বলে দোয়া করতেন : মহান ও ধৈর্যশীল আল্লাহ্ ছাড়া কোন মাবুদ নেই, মহান আরশের প্রতিপালক আল্লাহ্ ছাড়া কোন মাবূদ নেই, আসমানসমূহের মালিক এবং মহান আরশের অধিপতি আল্লাহ্ ছাড়া কোন মাবূদ নেই।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে এই হাদীসটির যথার্থ মিল নেই বরং পূর্বের অধ্যায়ের সাথে এর যথার্থ মিল রয়েছে। গ্রন্থ লিখকের অসর্তকতার ফলে এমনটি হয়েছে। (উমদাতুলকারী)

হাদীসের পূণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১১০৫ পৃ. পূর্বে: ৯৩৯ পৃ.

حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ، أَوْ أَبِي نُعْمٍ، شَكَّ قَبِيصَةُ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، قَالَ: بُعِثَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِذُهَيْبَةٍ، فَقَسَمَهَا بَيْنَ أَرْبَعَةٍ وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، قَالَ: بَعَثَ عَلِيٌّ وَهُوَ بِاليَمَنِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِذُهَيْبَةٍ فِي تُرْبَتِهَا، فَقَسَمَهَا بَيْنَ الأَقْرَعِ بْنِ حَابِسٍ الحَنْظَلِيِّ، ثُمَّ أَحَدِ بَنِي مُجَاشِعٍ، وَبَيْنَ عُيَيْنَةَ بْنِ بَدْرٍ الفَزَارِيِّ وَبَيْنَ عَلْقَمَةَ بْنِ عُلاَثَةَ العَامِرِيِّ، ثُمَّ أَحَدِ بَنِي كِلاَبٍ وَبَيْنَ زَيْدِ الخَيْلِ الطَّائِيِّ، ثُمَّ أَحَدِ بَنِي نَبْهَانَ، فَتَغَيَّظَتْ قُرَيْشٌ وَالأَنْصَارُ فَقَالُوا: يُعْطِيهِ صَنَادِيدَ أَهْلِ نَجْدٍ، وَيَدَعُنَا قَالَ: «إِنَّمَا أَتَأَلَّفُهُمْ» . فَأَقْبَلَ رَجُلٌ غَائِرُ العَيْنَيْنِ، نَاتِئُ الجَبِينِ، كَثُّ اللِّحْيَةِ، مُشْرِفُ الوَجْنَتَيْنِ، مَحْلُوقُ الرَّأْسِ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، اتَّقِ اللَّهَ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَمَنْ يُطِيعُ اللَّهَ إِذَا عَصَيْتُهُ، فَيَأْمَنُنِي عَلَى أَهْلِ الأَرْضِ، وَلاَ تَأْمَنُونِي» . فَسَأَلَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ قَتْلَهُ، أُرَاهُ خَالِدَ بْنَ الوَلِيدِ، فَمَنَعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا وَلَّى، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ مِنْ ضِئْضِئِ هَذَا، قَوْمًا يَقْرَءُونَ القُرْآنَ، لاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الإِسْلاَمِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ، يَقْتُلُونَ أَهْلَ الإِسْلاَمِ، وَيَدَعُونَ أَهْلَ الأَوْثَانِ، لَئِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ»

সহজ তরজমা

৬৯৪৬. কবীসা রহ.... আবূ সাঈদ খুদরী রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সমীপে সামান্য কিছু স্বর্ণ পাঠানো হলে তিনি চারজনকে বন্টন করে দেন। ইসহাক ইবনে নাসর রহ... আবূ সাঈদ খুদরী রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আলী রাযি. ইয়ামানে অবস্থানকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে কিছু মাটি মিশ্রিত সোনা পাঠিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বনূ মুজাশি গোত্রের আকরা ইবনে হাবিস হানযালী, উয়ায়না ইবনে হিসন ইবনে বদর ফাযারী, আলকামা ইবনে উলাছা আমিরী ও বনূ কিলাবের একজন এবং বনূ নাবহান গোত্রের যদি আল খায়ল তাঙ্গর মধ্যে তা বন্টন করে দেন। এই কারণে কুরইশ ও আনসারীগণ অসন্তুষ্ট হয়ে বলল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাজদবাসী সরদারদেরকে দিচ্ছেন। আর আমাদেরকে বিমুখ করছেন। এই প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : আমি তাদের হৃদয় আকৃষ্ট করার চেষ্টা করছি। তখন কোটরাগত চোখ, উঁচু কপাল, অধিক দাড়ি, উচ্চ চোয়াল ও মুন্ডানো মাথা বিশিষ্ট এক ব্যক্তি সামনে এসে বলল, হে মুহাম্মদ! আল্লাহকে ভয় কর। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : আমিই যদি তাঁর নাফরমানী করি, তবে তাঁর অনুগত হবে আর কে? আর এজন্যই তিনি আমাকে পৃথিবীর লোকের উপর আমানতদার নির্ধারন করেছেন। অথচ তোমরা আমাকে আমানতদার মনে করছ না। এমন সময় দলের মধ্য থেকে একটা লোক, সম্ভবত তিনি খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রাযি., সেই ব্যক্তিটিকে হত্যার করার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে অনুমতি চাইলে তিনি তাঁকে নিষেধ করলেন। সে লোকটি চলে যাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : এ ব্যক্তির বংশ থকে এমন কিছু লোক আসবে, যারা কুরআন পড়বে, তবে কুরআন তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তারা ইসলাম থেকে এমনভাবে বের হয়ে যাবে, যেভাবে শিকারের দেহ ভেদ করে তীর বের হয়ে যায়। মূর্তিপূজারীদেরকে তারা ছেড়ে দিয়ে মুসলমানদেরকে হত্যা করবে। যদি আমি তাদেরকে পাই, তাহলে আদ জাতির হত্যার মত তাদেরকে হত্যা করব।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : আল্লামা আইনী রহ বলেন, বাহ্যিক ভাবে তরজমাতুল বাবের সাথে এই হাদীসের কোন মিল নেই। এটাই সহীহ কথা যে, তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের কোন মিল নেই। কিন্তু হতে পারে যে, ইমাম বুখারী রহ স্বীয় অভ্যাসানুযায়ী অন্য হাদীসের দিকে ইশারা করে দিয়েছেন। যেমন-কিতাবুল মাগাযীতে وَأَنَا أَمِين من فِي السَّمَاء এই হাদীসটি অতিবাহিত হয়েছে। এখানে فى টি علىএর অর্থে, আর উদ্দেশ্য হলো على العرش যেমন فسيحوا فى الارض অর্থাৎ على الارض (সূরা তাওবা) এবং আল্লাহ তাআলার বাণী | وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ এখানেও فى টি على অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

(২) আল্লামা কিরমানী রহ বলেন-এই হাদীসে لا يجاوز حناجرهم এর লাযেমী মর্মার্থ হলো لا يصعد الى الله تعالى (অর্থাৎ তা কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না, তথা আল্লাহ তাআলার নিকট তা কবুল হবে না।

হাদীসের পূণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১১০৫ পৃ. পূর্বে: ৪৭১-৪৭২, ৫০৯, ৬২৩, ৬৭৩, ৭৫৬, ৯১০ পৃ.।

তাশরীহ: এই হাদীসে প্রশ্নকারীর নাম উল্লেখ নেই। কিন্তু বুখারী শরীফ-৫০৯ পৃষ্টার শেষ হাদীসে ঐ ব্যক্তির নাম ذو الخويصره বলে উল্লেখ রয়েছে।

এই হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদ রাযি. সেই প্রশ্নকারী ব্যক্তিটিকে হত্যা করার জন্য অনুমতি চেয়েছিলেন। আর কেউ কেউ বলেন, হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাযি. অনুমতি প্রার্থনা করেছিলেন। সুতরাং হতে পারে যে, তারা উভয়েই অনুমতি চেয়েছিলেন। অতএব আর কোন ইশকাল নেই।

حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الوَلِيدِ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ قَوْلِهِ: {وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا} قَالَ: «مُسْتَقَرُّهَا تَحْتَ العَرْشِ»

সহজ তরজমা

৬৯৪৭. আইয়াশ ইবনে ওয়ালীদ রহ... আবূ যর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে নিম্নোক্ত আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাস করেছি। "আর সূর্য ভ্রমণ করে তার নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে।" তিনি বলেছেন : সূর্যের নির্দিষ্ট গন্তব্য হল আরশের নিচে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পূণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১১০৫ পৃ. পূর্বে: ৪৫৪. (কিতাবুত তাফসীর) ৭০৯, ১১০৪ পৃ.।

তাশরীহ: প্রশ্ন উত্তর যাহার বিস্তাতির ব্যাখ্যা জানার জন্য নাসরুল বারী-৯ম খন্ড (কিতাবুত তাফসীর) ৫৩২-৫৩৫ পৃ. দেখুন।

بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ

৩৮৮৭. অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : সেদিন কোন কোন মুখমন্ডল উজ্জ্বল হবে; তারা তাদের প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে থাকবে

তাশরীহঃ এই আয়াতে কারীমায় সুস্পষ্ট ভাবে উল্লেখ রয়েছে যে, আখেরাতে আল্লাহ তাআলার দর্শন লাভ হবে। তবে কাফের মুশরিকরা দীদারে ইলাহী থেকে বঞ্চিত থাকবে। যেমন কোরআনে কারীমে বলা হয়েছে- كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ "কখনো নয় সেদিন (কিয়ামতের দিন) তারা (কাফের, মুশরিকরা) তাদের পালনকর্তার থেকে পর্দার আড়ালে থাকবে। (সূরা মুতাফফিফিন-১৫) আরো অন্য এক হাদীসে রয়েছে اعلموا أَنَّ تَرَوْا رَبَّكُمْ حَتَّى تَمُوتُوا (ফাতহুল বারী)-৮ম খন্ড, ৪৯২ পৃ.) তাতে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে যে, মৃত্যুর পর তথা আখেরাতে আল্লাহ তাআলার দর্শন লাভ হবে।

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، وَهُشَيْمٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ جَرِيرٍ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ نَظَرَ إِلَى القَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ قَالَ: «إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا القَمَرَ، لاَ تُضَامُونَ فِي رُؤْيَتِهِ، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لاَ تُغْلَبُوا عَلَى صَلاَةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَصَلاَةٍ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، فَافْعَلُوا»

সহজ তরজমা

৬৯৪৮. আমর ইবনে আওন রহ.... জারীর ইবনে আবদুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে বসা ছিলাম। তিনি পূর্ণিমার রাতে চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমরা অবশ্যই অচিরেই তোমাদের প্রতিপালককে দেখতে পাবে, যেমনি তোমরা এই চাঁদটিকে দেখতে পাচ্ছ। অথচ তোমরা এটি দেখতে কোন বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছ না। অতএব, যদি তোমরা সক্ষম হও তবে সূর্য উদয়ের পূর্বের নামায এবং সূর্যাস্তের পূর্বের নামায আদায় করতে যেন পরাজিত না হও, তাহলে তাই কর।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে মিল সুস্পষ্ট। কেননা, হাদীস ও শিরোনাম উভয়টি আল্লাহ তাআলার দর্শনলাভের উপর দালালাত করে।

হাদীসের পূণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১১০৫ পৃ. পূর্বে: ৭৮, ৮১, ৭১৯ পৃ.।

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ يُوسُفَ اليَرْبُوعِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ عِيَانًا»

সহজ তরজমা

৬৯৪৯.ইউসুফ ইবনে মূসা রহ... জরীর ইবনে আবদুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : অবশ্যই তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে প্রকাশ্যভাবে দেখতে পাবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পূণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১১০৫-১১০৬ পৃ. পূর্বে: ৭৮, ৮১, ৭১৯ পः ১১০৫ পৃ.।

حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْجُعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، حَدَّثَنَا بَيَانُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، فَقَالَ: «إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا، لاَ تُضَامُونَ فِي رُؤْيَتِهِ»

সহজ তরজমা

৬৯৫০. আবদা ইবনে আবদুল্লাহ রহ... জারীর ইবনে আবদুল্লাহ রাযি. থেকে বণির্ত। তিনি বলেন, একদা পূর্ণিমার রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের কাছে বের হয়ে আসলেন। অত:পর তিনি বললেন : অবশ্যই তোমরা অচিরেই তোমাদের প্রতিপালককে কিয়ামতের দিন দেখতে পাবে, যেমন এই চাঁদটিকে তোমরা দেখছ এবং একে দেখতে তোমরা বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছ না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল এভাবে যে, এই হাদীসটি পূর্বোক্ত হাদীসের ভিন্ন একটি সনদ।

হাদীসের পূণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১১০৫ পৃ. পূর্বে: ৭৮, ৮১, ৭১৯, ১১০৫ পৃ.।

তাশরীহ: كَمَا تَرَوْنَ هَذَا অর্থাৎ كَمَا تَرَوْنَ القمر আর এখানে رؤية কে رؤية এর সাথে তাশবীহ দেওয়া হয়েছে, দর্শনার্থীকে দর্শনাথীর সাথে তাশবীহ দেওয়া হয়নি, এমনিভাবে দর্শনের অবস্থাকে দর্শনের অবস্থার সাথে তাশবীহ দেওয়া হয়নি।

বিস্তারিত জানার জন্য পূর্বের হাদীস সমূহ দেখুন।

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّاسَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلْ تُضَارُّونَ فِي الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ؟» ، قَالُوا: لاَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «فَهَلْ تُضَارُّونَ فِي الشَّمْسِ، لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ؟» ، قَالُوا: لاَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذَلِكَ» . يَجْمَعُ اللهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَقُولُ: مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْئًا فَلْيَتْبَعْهُ، فَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الشَّمْسَ الشَّمْسَ، وَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الْقَمَرَ الْقَمَرَ، وَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطَّوَاغِيتَ الطَّوَاغِيتَ، وَتَبْقَى هَذِهِ الأُمَّةُ فِيهَا شَافِعُوهَا أَوْ مُنَافِقُوهَا شَكَّ إِبْرَاهِيمُ ، فَيَأْتِيهِمُ اللهُ فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ ، فَيَقُولُونَ: هَذَا مَكَانُنَا حَتَّى يَأْتِيَنَا رَبُّنَا، فَإِذَا جَاءَنَا رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ، فَيَأْتِيهِمُ اللهُ فِي صُورَتِهِ الَّتِي يَعْرِفُونَ، فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ ، فَيَقُولُونَ: أَنْتَ رَبُّنَا فَيَتْبَعُونَهُ، وَيُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَيْ جَهَنَّمَ ، فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّتِي أَوَّلَ مَنْ يُجِيزُهَا، وَلاَ يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ إِلاَّ الرُّسُلُ، وَدَعْوَى الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ: اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ، وَفِي جَهَنَّمَ كَلاَلِيبُ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ، هَلْ رَأَيْتُمُ السَّعْدَانَ؟ " ، قَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: " فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ، غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يَعْلَمُ مَا قَدْرُ عِظَمِهَا إِلاَّ اللهُ، تَخْطَفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ ، فَمِنْهُمُ الْمُوبَقُ بَقِيَ بِعَمَلِهِ أَوِ الْمُوثَقُ بِعَمَلِهِ ، وَمِنْهُمُ الْمُخَرْدَلُ، أَوِ الْمُجَازَى، أَوْ نَحْوُهُ، ثُمَّ يَتَجَلَّى، حَتَّى إِذَا فَرَغَ اللهُ مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ، وَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ بِرَحْمَتِهِ مَنْ أَرَادَ مِنْ

أَهْلِ النَّارِ، أَمَرَ الْمَلَائِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوا مِنَ النَّارِ، مَنْ كَانَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، مِمَّنْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَرْحَمَهُ، مِمَّنْ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَيَعْرِفُونَهُمْ فِي النَّارِ بِأَثَرِ السُّجُودِ، تَأْكُلُ النَّارُ ابْنَ آدَمَ إِلَّا أَثَرَ السُّجُودِ، حَرَّمَ اللَّهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ أَثَرَ السُّجُودِ، فَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ، قَدِ امْتُحِشُوا، فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءُ الْحَيَاةِ، فَيَنْبُتُونَ تَحْتَهُ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ، ثُمَّ يَفْرُغُ اللَّهُ مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ، وَيَبْقَى رَجُلٌ مِنْهُمْ مُقْبِلٌ بِوَجْهِهِ عَلَى النَّارِ، هُوَ آخِرُ أَهْلِ النَّارِ دُخُولًا الْجَنَّةَ، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ اصْرِفْ وَجْهِي عَنِ النَّارِ، فَإِنَّهُ قَدْ قَشَبَنِي رِيحُهَا، وَأَحْرَقَنِي ذَكَاؤُهَا، فَيَدْعُو اللَّهَ بِمَا شَاءَ أَنْ يَدْعُوَهُ، ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ: هَلْ عَسَيْتَ إِنْ أُعْطِيتُكَ ذَلِكَ أَنْ تَسْأَلَنِي غَيْرَهُ؟ فَيَقُولُ: لَا، وَعِزَّتِكَ لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ، وَيُعْطِي رَبَّهُ مِنْ عُهُودٍ وَمَوَاثِيقَ مَا شَاءَ، فَيَصْرِفُ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ، فَإِذَا أَقْبَلَ عَلَى الْجَنَّةِ وَرَآهَا سَكَتَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَسْكُتَ، ثُمَّ يَقُولُ: أَيْ رَبِّ، قَدِّمْنِي إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ، فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ: أَلَسْتَ قَدْ أَعْطَيْتَ عُهُودَكَ وَمَوَاثِيقَكَ أَنْ لَا تَسْأَلَنِي غَيْرَ الَّذِي أُعْطِيتَ أَبَدًا؟ وَيْلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ، وَيَدْعُو اللَّهَ، حَتَّى يَقُولَ: هَلْ عَسَيْتَ إِنْ أُعْطِيتَ ذَلِكَ أَنْ تَسْأَلَ غَيْرَهُ؟ فَيَقُولُ: لَا وَعِزَّتِكَ، لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ، وَيُعْطِي مَا شَاءَ مِنْ عُهُودٍ وَمَوَاثِيقَ، فَيُقَدِّمُهُ إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ، فَإِذَا قَامَ إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ، انْفَهَقَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، فَرَأَى مَا فِيهَا مِنَ الْحَبْرَةِ وَالسُّرُورِ، فَيَسْكُتُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَسْكُتَ، ثُمَّ يَقُولُ: أَيْ رَبِّ، أَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ، فَيَقُولُ اللَّهُ: أَلَسْتَ قَدْ أَعْطَيْتَ عُهُودَكَ وَمَوَاثِيقَكَ أَنْ لَا تَسْأَلَ غَيْرَ مَا أُعْطِيتَ؟ فَيَقُولُ: وَيْلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ، لَا أَكُونَنَّ أَشْقَى خَلْقِكَ فَلَا يَزَالُ يَدْعُو حَتَّى يَضْحَكَ اللَّهُ مِنْهُ، فَإِذَا ضَحِكَ مِنْهُ، قَالَ لَهُ: ادْخُلِ الْجَنَّةَ، فَإِذَا دَخَلَهَا قَالَ اللَّهُ لَهُ: تَمَنَّهْ، فَسَأَلَ رَبَّهُ وَتَمَنَّى، حَتَّى إِنَّ اللَّهَ لَيُذَكِّرُهُ، يَقُولُ كَذَا وَكَذَا، حَتَّى انْقَطَعَتْ بِهِ الأَمَانِيُّ، قَالَ: اللَّهُ ذَلِكَ لَكَ، وَمِثْلُهُ مَعَهُ". قَالَ عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ، وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ لَا يَرُدُّ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهِ شَيْئًا حَتَّى إِذَا حَدَّثَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ: ذَلِكَ لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ: «وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ مَعَهُ»، يَا أَبَا هُرَيْرَةَ. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ مَا حَفِظْتُ إِلَّا قَوْلَهُ: ذَلِكَ لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ أَشْهَدُ أَنِّي حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَوْلَهُ: «ذَلِكَ لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ» قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَذَلِكَ: الرَّجُلُ آخِرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا الْجَنَّةَ

সহজ তরজমা

৬৯৫১. আবদুল আযীয ইবনে আবদুল্লাহ রহ... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা (সাহাবাগণ) জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কিয়ামতের দিন আমরা কি আমাদের প্রতিপালককে দেখতে পাব? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : তোমরা কি পূর্ণিমার রাতে চাঁদ দেখতে বাধাপ্রাপ্ত হও? সবাই বলে উঠলেন, না ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি আবার বললেন : মেঘমুক্ত আকাশে সূর্য দেখতে কি তোমরা বাধাপ্রাপ্ত হও? সবাই বলে উঠলেন না, ইয়া রাসূলাল্লাহ। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : তোমরা অনুরূপ আল্লাহকে দেখতে পাবে। কিয়ামতের দিন আল্লাহ লোকদেরকে সমবেত করে বলবেন, যে যার ইবাদত করছিলে সে যেন তার অনুসরণ করে। তারপর যারা সূর্যের ইবাদত করত, তারা সূর্যের অনুসরণ করবে।

যারা চাঁদের ইবাদত করত, তারা চাঁদের অনুসরণ করবে। আর যারা তাগুতদের পূজা করত, তারা তাদের অনুসরণ করবে। অবশিষ্ট থাকবে এই উম্মত। এদের মধ্যে এদের সুপারিশকারীরাও থাকবে অথবা রাবী বলেছেন, মুনাফিকরাও থাকবে। এখানে বর্ণনাকারী ইবরাহীম রহ সন্দেহ পোষণ করেছেন। তারপর মহান আল্লাহ্ তাদের কাছে এসে বলবেন : আমিই তোমাদের রব। তখন তারা বলবে, যতক্ষণ আমাদের রব আমাদের কাছে না আসবেন, ততক্ষণ আমরা এ স্থানেই অবস্থান করব। আমাদের রব যখন আসবেন, তখন আমরা তাকে চিনতে পারব। তারপর আল্লাহ্ এমন এক আকৃতিতে তাদের কাছে আসবেন, যে সুরতে তারা তাঁকে চিনবে। তখন তিনি বলবেন, তোমাদের রব আমিই। তারাও বলে উঠবে হ্যাঁ, আপনিই আমাদের রব। তারপর তারা তাঁর অনুসরণ করবে। এরপর দোযখের উপর পুল কায়েম করা হবে। যারা পুল অতিক্রম করবে, আমি এবং আমার উম্মত তাদের মধ্যে প্রথম থাকব। সেদিন একমাত্র রাসূলগণ ছাড়া আর কেউই কথা বলতে পারবে না। আর রাসূলগণেরও আবেদন হবে শুধু আল্লাহুম্মা সাল্লিম, সাল্লিম (আয় আল্লাহ্! নিরাপদে রাখুন, নিরাপদে রাখুন) এবং জাহান্নামে সাদান এর কাঁটার মত আঁকড়া থাকবে। তোমরা দেখেছ কি সাদান-এর কাঁটা? সাহাবাগণ বললেন, জী হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: জাহান্নামের সে কাঁটাগুলো এ সাদান-এর কাঁটার মত। হ্যাঁ, তবে সেগুলো যে কত বড় হবে তা একমাত্র আল্লাহই জানেন। ওসব কাঁটা মানুষকে তাদের কর্ম অনুপাতে বিদ্ধ করবে। কতিপয় মানুষ থাকবে ঈমানদার,তারা তাদের আমলের কারণে নিরাপদ থাকবে। আর কেউ কেউ তার আমলের কারণে ধ্বংস হবে। কাউকে নিক্ষেপ করা হবে, আর কাউকে প্রতিদান দেওয়া হবে। কিংবা অনুরূপ কিছু রাবী বলেছেন। তারপর (মহান আল্লাহ্) প্রকাশমান হবেন। তিনি বান্দাদের বিচারকার্য সমাপন করে যখন আপন রহমতে কিছু সংখ্যক দোযখবাসীকে বের করতে চাইবেন, তখন তিনি তাদের মধ্যকার শিরক-মুক্তদেরকে দোযখ থেকে বের করে দেয়ার জন্য ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দেবেন। তারাই হচ্ছে ওসব বান্দা যাদের উপর আল্লাহ রহমত করবেন, যারা সাক্ষ্য দিয়েছে যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই। সিজদার চিহ্ন দ্বারা তাদেরকে ফেরেশতাগণ চিনতে পারবেন। সিজদার চিহ্নগুলো ছাড়া সেসব আদম সন্তানের সারা দেহ জাহান্নামের আগুন ভস্মীভূত করে দেবে। সিদার চিহ্নসমূহ জ্বালিয়ে দেওয়া আল্লাহ্ জাহান্নামের উপর হারাম করে দিয়েছেন। অত:পর তাদেরকে আগুনে বিদগ্ধ অবস্থায় জাহান্নাম থেকে বের করা হবে। তাদের ওপর ঢালা হবে সঞ্জীবনীর পানি। এর ফলে নিম্নদেশ থেকে তারা এমনভাবে সজীব হয়ে ওঠবে, প্লাবনে ভাসমান বীজ মাটি থেকে যেভাবে গজিয়ে উঠে। এরপর আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের বিচার ফায়সালা সমাপন করবেন। এদের মধ্য থেকে একজন অবশিষ্ট রয়ে যাবে, যে জাহান্নামের দিকে মুখ করে থাকবে। জাহান্নামীদের মধ্যে এই হচ্ছে সর্বশেষ জান্নাতে প্রবেশকারী। তখন সে বলবে, হে আমার রব! আমার চেহারাটা জাহান্নাম থেকে ফিরিয়ে দাও। কেননা, জাহান্নামের (দুর্গন্ধময়) হাওয়া আমাকে অস্থির করে তুলছে এবং এর শিখা আমাকে জ্বালাচ্ছে। তখন সে আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁর কাছে প্রার্থনা করবে। তারপর আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তোমার প্রাথর্নীয় জিনিস যদি তোমাকে প্রদান করা হয়, তবে অন্য কিছু চাইবে না তো? তখন সে বলবে, না তোমার ইয্যতের কসম করে বলছি, তা ছাড়া আমি আর কিছু চাইব না। তখন সে আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁকে বহু অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি দেবে। ফলে আল্লাহ তার চেহারা জাহান্নাম থেকে ফিরিয়ে দেবেন। যখন সে জান্নাতের দিকে মুখ ফিরাবে এবং জান্নাতকে দেখবে, সে আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী যতক্ষণ চুপ থাকার চুপ থেকে বলবে, হে আমার রব! আমাকে জান্নাতের দ্বার পর্যন্ত এগিয়ে দাও। আল্লাহ তখন তাকে বলবেন, তুমি কি বহু প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকার দাওনি যে, তোমাকে যা দেওয়া হবে, তা ছাড়া আর কিছুই তুমি কখনো চাইবেনা। সর্বনাশ তোমার, হে আদম সন্তান! কতই না প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী তুমি। তখন সে বলবে হে আমার রব। আল্লাহ্ তখন তাকে বলবেন, আচ্ছা, এটি যদি তোমাকে দেওয়া হয়, আর কিছু তো চাইবে না? সে বলবে, তোমার ইয্যতের কসম! সেটি ছাড়া আমি আর কিছুই চাইব না। তারপর আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকার দেবে আর আল্লাহ তাকে জান্নাতের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে নেবেন। যখন সে জান্নাতের দরজার কাছে দাঁড়াবে, তখন তার জন্য জান্নাত উন্মুক্ত হয়ে যাবে,

তখন সে এর মধ্যকার আরাম আয়েশ ও ভোগ বিলাসের প্রাচুর্য দেখতে পাবে। তখন সে আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী নীরব থেকে, পরে বলবে, হে আমর রব! আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিন। আল্লাহ্ বলবেন : তুমি কি আমাকে এই প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকার দাওনি যে, তোমাকে যা দেওয়া হবে, তা ছাড়া আর কিছুর প্রার্থনা করবে না? সর্বনাশ তোমার! হে বনী আদম! কতই না প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী তুমি। তখন সে বলবে, হে আমার রব! আমি তোমার সৃষ্টিরাজির মধ্যে নিকৃষ্টতর হতে চাই না। তখন সে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে থাকবে। অবশেষে আল্লাহ এতে হেসে দেবেন। আল্লাহ্ তার অবস্থার প্রেক্ষিতে হেসে তাকে নির্দেশ দেবেন, তুমি জান্নাতে প্রবেশ কর। সে জান্নাতে প্রবেশ করলে আল্লাহ্ তাকে সম্বোধন করে বলবেন : এবার তুমি চাও। সে তখন রবের কাছে যাঞ্চা করবে এবং আকাঙ্খা প্রকাশ করবে। পরিশেষে আল্লাহ স্বয়ং তাকে স্মরণ করিয় দিয়ে বলবেন, এটা, ওটা চাও। এতে তার আরজূ-আকাঙ্খা সমাপ্ত হলে আল্লাহ্ বলবেন : তোমাকে এগুলো দেয়া হল, সথে সাথে সে পরিমাণ আরো দেয়া হল।

আতা ইবনে ইয়াযীদ রহ বলেন, আবূ হুরায়রা রাযি. যখন হাদীসটির বর্ণনা দিচ্ছিলেন, তখন আবূ সাঈদ খুদরী রাযি.-ও তাঁর সাথে ছিলেন। তিনি আবূ হুরায়রা রাযি.-এর এই বর্ণিত হাদীসের কোথাও প্রতিবাদ রকলেন না। বর্ণনার শেষাংশে এসে আবূ হুরায়রা রাযি. যখন বর্ণনা করলেন, "আল্লাহ তা'আলা তাকে বললেন, ওসব তোমাকে দেওয়া হলো, আরো তার সমপরিমাণ তার সাথে দেওয়া হল" তখন আবু সাঈদ খুদরী রাযি. প্রতিবাদ করে বললেন, হে আবূ হুরায়রা রাযি., রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো বলেছেন : তার সাথে আরো দশগুণ। তখন আবূ হুরায়রা রাযি. বলেন, আমি সংরক্ষণ করেছি এভাবে-ওসব তোমাকে দেওয়া হলো, আর এর সাথে আরো এক গুণ দেওয়া হলো। আবূ সাঈদ খুদরী রাযি. বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছ থেকে এভাবে সংরক্ষণ করেছি-ওই সবই তোমাকে দেওয়া হলো, এর সাথে তোমাকে দেওয়া হলো আরো দশ গুণ। আবূ হুরায়রা রাযি. বলেন এ হচ্ছে জান্নাতে প্রবেশকারীদের মধ্যে সর্বশেষ ব্যক্তি।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পুণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১১০৬-১১০৭ পৃ. পূর্বে: ১১১, ৯৭২-৯৭৩ পৃ.। মুসলিম শরীফ: ১ম খন্ড (الايمان অধ্যায়) ১০০-১০১ পৃ.।

তাশরীহ: اِنْفَقَهَتْ শব্দের نون (নূন) বর্ণে সুকূন এরপর فاء (ফা) هاء (হা) قاف (কাফ) এই বর্ণগুলোতে যবর দিয়ে সবশেষে تاء (তা) সহ। অর্থ: انفتحت ও اتسعت, অর্থাৎ পূর্ণ প্রশস্ত জান্নাত তাকে দেখিয়ে দেওয়া হবে।

حبرة: শব্দের حاء (হা) বর্ণে যার, باء (রা) বর্ণে সুকূন দিয়ে। অর্থ: সাচ্ছন্দ্য ও আনন্দঘন জীবন যাপন। (কাস্তাল্লানী) আরো তাশরীহজানার জন্য নাসরুলবারী-৪র্থ খন্ড, ০৭ পৃ. দেখুন।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلاَلٍ، عَنْ زَيْدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، قَالَ: قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ القِيَامَةِ؟ قَالَ: «هَلْ تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ وَالقَمَرِ إِذَا كَانَتْ صَحْوًا؟» . قُلْنَا: لاَ. قَالَ: «فَإِنَّكُمْ لاَ تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ رَبِّكُمْ يَوْمَئِذٍ، إِلَّا كَمَا تُضَارُونَ فِي رُؤْيَتِهِمَا» ثُمَّ قَالَ: "يُنَادِي مُنَادٍ: لِيَذْهَبْ كُلُّ قَوْمٍ إِلَى مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ، فَيَذْهَبُ أَصْحَابُ الصَّلِيبِ مَعَ صَلِيبِهِمْ، وَأَصْحَابُ الأَوْثَانِ مَعَ أَوْثَانِهِمْ، وَأَصْحَابُ كُلِّ آلِهَةٍ مَعَ آلِهَتِهِمْ، حَتَّى يَبْقَى مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ، مِنْ بَرٍّ أَوْ

فَاجِرٍ، وَغُبَّرَاتٌ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ، ثُمَّ يُؤْتَى بِجَهَنَّمَ تُعْرَضُ كَأَنَّهَا سَرَابٌ، فَيُقَالُ لِلْيَهُودِ: مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ؟ قَالُوا: كُنَّا نَعْبُدُ عُزَيْرَ ابْنَ اللهِ، فَيُقَالُ: كَذَبْتُمْ لَمْ يَكُنْ لِلَّهِ صَاحِبَةٌ وَلاَ وَلَدٌ، فَمَا تُرِيدُونَ؟ قَالُوا: نُرِيدُ أَنْ تَسْقِيَنَا، فَيُقَالُ: اِشْرَبُوا، فَيَتَسَاقَطُونَ فِي جَهَنَّمَ، ثُمَّ يُقَالُ لِلنَّصَارَى: مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ؟ فَيَقُولُونَ: كُنَّا نَعْبُدُ المَسِيحَ ابْنَ اللهِ، فَيُقَالُ: كَذَبْتُمْ، لَمْ يَكُنْ لِلَّهِ صَاحِبَةٌ، وَلاَ وَلَدٌ، فَمَا تُرِيدُونَ؟ فَيَقُولُونَ: نُرِيدُ أَنْ تَسْقِيَنَا، فَيُقَالُ: اِشْرَبُوا فَيَتَسَاقَطُونَ فِي جَهَنَّمَ، حَتَّى يَبْقَى مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ مِنْ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ، فَيُقَالُ لَهُمْ: مَا يَحْبِسُكُمْ وَقَدْ ذَهَبَ النَّاسُ؟ فَيَقُولُونَ: فَارَقْنَاهُمْ، وَنَحْنُ أَحْوَجُ مِنَّا إِلَيْهِ اليَوْمَ، وَإِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي: لِيَلْحَقْ كُلُّ قَوْمٍ بِمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ، وَإِنَّمَا نَنْتَظِرُ رَبَّنَا، قَالَ: فَيَأْتِيهِمُ الجَبَّارُ فِي صُورَةٍ غَيْرِ صُورَتِهِ الَّتِي رَأَوْهُ فِيهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: أَنْتَ رَبُّنَا، فَلاَ يُكَلِّمُهُ إِلَّا الأَنْبِيَاءُ، فَيَقُولُ: هَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ آيَةٌ تَعْرِفُونَهُ؟ فَيَقُولُونَ: السَّاقُ، فَيَكْشِفُ عَنْ سَاقِهِ، فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ، وَيَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ لِلَّهِ رِيَاءً وَسُمْعَةً، فَيَذْهَبُ كَيْمَا يَسْجُدَ، فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبَقًا وَاحِدًا، ثُمَّ يُؤْتَى بِالْجَسْرِ فَيُجْعَلُ بَيْنَ ظَهْرَيْ جَهَنَّمَ "، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا الجَسْرُ؟ قَالَ: " مَدْحَضَةٌ مَزِلَّةٌ، عَلَيْهِ خَطَاطِيفُ وَكَلاَلِيبُ، وَحَسَكَةٌ مُفَلْطَحَةٌ لَهَا شَوْكَةٌ عُقَيْفَاءُ، تَكُونُ بِنَجْدٍ، يُقَالُ لَهَا: السَّعْدَانُ، المُؤْمِنُ عَلَيْهَا كَالطَّرْفِ وَكَالْبَرْقِ وَكَالرِّيحِ، وَكَأَجَاوِيدِ الخَيْلِ وَالرِّكَابِ، فَنَاجٍ مُسَلَّمٌ، وَنَاجٍ مَخْدُوشٌ، وَمَكْدُوسٌ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، حَتَّى يَمُرَّ آخِرُهُمْ يُسْحَبُ سَحْبًا، فَمَا أَنْتُمْ بِأَشَدَّ لِي مُنَاشَدَةً فِي الحَقِّ، قَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنَ المُؤْمِنِ يَوْمَئِذٍ لِلْجَبَّارِ، وَإِذَا رَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ نَجَوْا، فِي إِخْوَانِهِمْ، يَقُولُونَ: رَبَّنَا إِخْوَانُنَا، كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَنَا، وَيَصُومُونَ مَعَنَا، وَيَعْمَلُونَ مَعَنَا، فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى: اذْهَبُوا، فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ دِينَارٍ مِنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجُوهُ، وَيُحَرِّمُ اللهُ صُوَرَهُمْ عَلَى النَّارِ، فَيَأْتُونَهُمْ وَبَعْضُهُمْ قَدْ غَابَ فِي النَّارِ إِلَى قَدَمِهِ، وَإِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ، فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا، ثُمَّ يَعُودُونَ، فَيَقُولُ: اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ نِصْفِ دِينَارٍ فَأَخْرِجُوهُ، فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا، ثُمَّ يَعُودُونَ، فَيَقُولُ: اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجُوهُ، فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا " قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَإِنْ لَمْ تُصَدِّقُونِي فَاقْرَءُوا: {إِنَّ اللهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا} [النساء: ٤٠]، " فَيَشْفَعُ النَّبِيُّونَ وَالمَلاَئِكَةُ وَالمُؤْمِنُونَ، فَيَقُولُ الجَبَّارُ: بَقِيَتْ شَفَاعَتِي، فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ، فَيُخْرِجُ أَقْوَامًا قَدِ امْتُحِشُوا، فَيُلْقَوْنَ فِي نَهَرٍ بِأَفْوَاهِ الجَنَّةِ، يُقَالُ لَهُ: مَاءُ الحَيَاةِ، فَيَنْبُتُونَ فِي حَافَتَيْهِ كَمَا تَنْبُتُ الحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ، قَدْ رَأَيْتُمُوهَا إِلَى جَانِبِ الصَّخْرَةِ، وَإِلَى جَانِبِ الشَّجَرَةِ، فَمَا كَانَ إِلَى الشَّمْسِ مِنْهَا كَانَ أَخْضَرَ، وَمَا كَانَ مِنْهَا إِلَى الظِّلِّ كَانَ أَبْيَضَ، فَيَخْرُجُونَ كَأَنَّهُمُ اللُّؤْلُؤُ فَيُجْعَلُ فِي رِقَابِهِمُ الخَوَاتِيمُ فَيَدْخُلُونَ الجَنَّةَ، فَيَقُولُ أَهْلُ الجَنَّةِ هَؤُلاَءِ عُتَقَاءُ الرَّحْمَنِ أَدْخَلَهُمُ الجَنَّةَ بِغَيْرِ عَمَلٍ عَمِلُوهُ وَلاَ خَيْرٍ قَدَّمُوهُ، فَيُقَالُ لَهُمْ لَكُمْ مَا رَأَيْتُمْ وَمِثْلَهُ مَعَهُ

وَقَالَ حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيٰى ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: " يُحْبَسُ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتّٰى يُهِمُّوا بِذٰلِكَ، فَيَقُولُونَ: لَوِ اسْتَشْفَعْنَا إِلٰى رَبِّنَا فَيُرِيحُنَا مِنْ مَكَانِنَا، فَيَأْتُونَ آدَمَ . فَيَقُولُونَ: أَنْتَ آدَمُ أَبُو النَّاسِ، خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهِ، وَأَسْكَنَكَ جَنَّتَهُ، وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتَهُ، وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ، لِتَشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبِّكَ حَتّٰى يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هٰذَا، قَالَ: فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ . قَالَ: وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ: أَكْلَهُ مِنَ الشَّجَرَةِ، وَقَدْ نُهِيَ عَنْهَا، وَلٰكِنِ ائْتُوا نُوحًا أَوَّلَ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللهُ إِلٰى أَهْلِ الأَرْضِ، فَيَأْتُونَ نُوحًا فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ . وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ: سُؤَالَهُ رَبَّهُ بِغَيْرِ عِلْمٍ، وَلٰكِنِ ائْتُوا إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ الرَّحْمٰنِ، قَالَ: فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُ: إِنِّي لَسْتُ هُنَاكُمْ ، وَيَذْكُرُ ثَلَاثَ كَلِمَاتٍ كَذَبَهُنَّ، وَلٰكِنِ ائْتُوا مُوسٰى: عَبْدًا آتَاهُ اللهُ التَّوْرَاةَ، وَكَلَّمَهُ، وَقَرَّبَهُ نَجِيًّا، قَالَ: فَيَأْتُونَ مُوسٰى، فَيَقُولُ: إِنِّي لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ قَتْلَهُ النَّفْسَ، وَلٰكِنِ ائْتُوا عِيسَى عَبْدَ اللهِ وَرَسُولَهُ وَرُوحَ اللهِ وَكَلِمَتَهُ، قَالَ: فَيَأْتُونَ عِيسَى، فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ . وَلٰكِنِ ائْتُوا مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَبْدًا غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ . فَيَأْتُونِي، فَأَسْتَأْذِنُ عَلٰى رَبِّي فِي دَارِهِ فَيُؤْذَنُ لِي عَلَيْهِ، فَإِذَا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا، فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَدَعَنِي، فَيَقُولُ: ارْفَعْ مُحَمَّدُ، وَقُلْ يُسْمَعْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، وَسَلْ تُعْطَ . قَالَ: فَأَرْفَعُ رَأْسِي، فَأُثْنِي عَلٰى رَبِّي بِثَنَاءٍ وَتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ، ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا، فَأَخْرُجُ فَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ . قَالَ قَتَادَةُ: وَسَمِعْتُهُ أَيْضًا يَقُولُ: فَأَخْرُجُ فَأُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ، وَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ ثُمَّ أَعُودُ الثَّانِيَةَ: فَأَسْتَأْذِنُ عَلٰى رَبِّي فِي دَارِهِ، فَيُؤْذَنُ لِي عَلَيْهِ، فَإِذَا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا، فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَدَعَنِي، ثُمَّ يَقُولُ: ارْفَعْ مُحَمَّدُ، وَقُلْ يُسْمَعْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، وَسَلْ تُعْطَ، قَالَ: فَأَرْفَعُ رَأْسِي، فَأُثْنِي عَلٰى رَبِّي بِثَنَاءٍ وَتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ، قَالَ: ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا، فَأَخْرُجُ، فَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، قَالَ قَتَادَةُ، وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: فَأَخْرُجُ فَأُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ ثُمَّ أَعُودُ الثَّالِثَةَ: فَأَسْتَأْذِنُ عَلٰى رَبِّي فِي دَارِهِ، فَيُؤْذَنُ لِي عَلَيْهِ، فَإِذَا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا، فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَدَعَنِي، ثُمَّ يَقُولُ ارْفَعْ مُحَمَّدُ، وَقُلْ يُسْمَعْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، وَسَلْ تُعْطَهْ، قَالَ: فَأَرْفَعُ رَأْسِي، فَأُثْنِي عَلٰى رَبِّي بِثَنَاءٍ وَتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ، قَالَ: ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا، فَأَخْرُجُ فَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، قَالَ قَتَادَةُ وَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: فَأَخْرُجُ فَأُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ، وَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ حَتّٰى مَا يَبْقٰى فِي النَّارِ إِلَّا مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ " . أَيْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ، قَالَ: ثُمَّ تَلَا هٰذِهِ الآيَةَ: {عَسٰى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا} [الإسراء: ٧٩] قَالَ: «وَهٰذَا الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ الَّذِي وُعِدَهُ نَبِيُّكُمْ ﷺ

সহজ তরজমা

৬৯৫২. ইয়াহইয়া ইবনে বুকায়র রহ.... আবূ সাঈদ খুদরী রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কিয়ামতের দিন আমাদের প্রতিপালকের দর্শন লাভ করব কি? তিনি বললেন : মেঘমুক্ত আকাশে তোমরা সূর্য দেখতে কোন বাধাপ্রাপ্ত হও কি? আমরা বললাম, না। তিনি বললেন : সেদিন তোমরাও

তোমাদের প্রতিপালককে দেখতে বাধাপ্রাপ্ত হবেনা। এতটুকু ব্যতীত যতটুকু সূর্য দেখার সময় পেয়ে থাক। সেদিন একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করবেন, যারা যে জিনিসের ইবাদত করতে, তারা সে জিনিসের কাছে গমন কর। এরপর যারা ক্রুশধারী ছিল, তারা যাবে তাদের ক্রুশের কাছে। মূর্তিপূজারীরা যাবে তাতের মূর্তির সাথে। সকলেই তাদের উপাস্যের সাথে যাবে। অবশিষ্ট থাকবে একমাত্র আল্লাহর ইবাদতকারীরা। নেককার ও গুনাহগার সবই। এবং আহলে কিতাবের কিছু সংখ্যক লোকও থাকবে। অত:পর জাহান্নামকে আনা হবে। সেটি তখন থাকবে মরীচিকার মত। ইহুদীদেরকে সম্বোধন করে জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমরা কিসের ইবাদত করতে? তার উত্তর করবে, আমরা আল্লাহর পুত্র উযায়র আ.-এর ইবাদত করতাম। তখন তাদেরকে বলা হবে, তোমরা মিথ্যা বলছ। কারণ আল্লাহর কোন স্ত্রীও নেই এবং নেই তাঁর কোন সন্তান। এখন তোমরা কি চাও? তারা বলবে, আমরা চাই, আমাদেরকে পানি পান করান। তখন তাদেরকে বলা হবে, তোমরা পানি পান কর। এরপর তারা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হতে থাকবে। তারপর নাসারাদেরকে বলা হবে, তোমরা কিসের ইবাদত করতে? তারা বলে উঠবে, আমরা আল্লাহর পুত্র মসীহের ইবাদত করতাম। তখন তাদেরকে বলা হবে, তোমরা মিথ্যা বলছ। আল্লাহর কোন স্ত্রীও ছিল না, সন্তানও ছিল না। এখন তোমরা কি চাও? তারা বলবে, আমাদের ইচ্ছা আপনি আমাদেরকে পানি পান করতে দিন। তাদেরকে উত্তর দেওয়া হবে, তোমরা পান কর। তারপর তারা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হতে থাকবে। পরিশেষে অবশিষ্ট থাকবে একমাত্র আল্লাহর ইবাদতকারীগণ। তাদের নেককার ও গুনাহগার সবাই। তাদেরকে লক্ষ্য করে বলা হবে, কোন জিনিস তোমাদেরকে আটকে রেখেছে? অথচ অন্যরা তো চলে গিয়েছে। তারা বলবে, আমরা তো সেদিন তাদের থেকে পৃথক রয়েছি, যেদিন আজকের অপেক্ষা তাদের বেশি প্রয়োজন ছিল। আমরা একজন ঘোষণাকারীর এ ঘোষণাটি দিতে শুনেছি যে, যারা যাদের ইবাদত করত তারা যেন ওদের সাথে যায়। আমরা প্রতীক্ষা করছি আমাদের প্রতিপালকের জন্য। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : এরপর মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্ তাদের কাছে আগমন করবেন। এবার তিনি সে আকৃতিতে আগমন করবেন না, যেটিতে তাঁকে প্রথমবার ঈমানদারগণ দেখেছিলেন। এসে তিনি ঘোষণা দেবেন-আমি তোমাদের প্রতিপালক, সবাই তখন বলে উঠবে আপনিই আমাদের প্রতিপালক। আর সেদিন নবীগণ ছাড়া তাঁর সঙ্গে কেউ কথা বলতে পারবে না। আল্লাহ তাদেরকে বলবেন, তোমাদের এবং তাঁর মাঝখানে পরিচায়ক কোন আলামত আছে কি? তারা বলবেন, পায়ের নলা। তখন পায়ের নলা খুলে দেয়া হবে। এই দেখে ঈমানদারগণ সবাই সিজদায় পতিত হবে। বাকি থাকবে তারা, যারা লোক-দেখানো এবং লোক-শোনানো সিজদা করেছিল। তবে তারা সিজদার মনোবৃত্তি নিয়ে সিজ্‌দা করার জন্য যাবে, কিন্তু তাদের মেরুদন্ড একটি তক্তার ন্যায় শক্ত হয়ে যাবে। এমন সময় পুল স্থাপন করা হবে জাহান্নামের উপর। সাহাবীগণ আরয করলেন, সে পুলটি কি ধরনের হবে ইয়া রাসূলাল্লাহ!তিনি বললেন : দুর্গম পিচ্ছিল জায়গা। এর ওপর আংটা ও হুক থাকবে, শক্ত চওড়া উল্টো কাঁটা বিশিষ্ট হবে, যা নাজ্‌দ দেশের সাদান বৃক্ষের কাঁটার মত হবে। সে পুলের উপর দিয়ে ঈমানদারগণের কেউ অতিক্রম করবে চোখের পলকের মতো, কেউ বিজলীর মতো, কেউ বা বাতাসের মতো আবার কেউ তীব্রগামী ঘোড়া ও সাওয়ারের মতো।

তবে মুক্তিপ্রাপ্তগণ কেউ নিরাপদে চলে আসবেন, আবার কেউ জাহান্নামের আগুনে ক্ষতিবক্ষত হয়ে যাবে। একবারে শেষে পার হবে যে ব্যক্তিটি, সে হেঁচড়িয়ে কোন রকমে পার হয়ে আসবে। এখন তোমরা হকের ব্যাপারে আমার অপেক্ষা বেশি কঠোর নও, যতুটকু সেদিন ঈমানদারগণ আল্লাহর সমীপে হয়ে থাকবে, যা তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। যখন ঈমানদারগণ এই দৃশ্যটি অবলোকন করবে যে, তাদের ভাইদেরকে রেখে একমাত্র তারাই নাজাত পেয়েছে, তখন তারা বলবে, হে আমাদের রব! আমাদের সেসব ভাই কোথায়, যারা আমাদের সঙ্গে নামায আদায় করত, রোযা পালন করত, নেক কাজ করত? তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বলবেন, তোমরা যাও, যাদের অন্তরে এক দীনার বরবার ঈমান পাবে, তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে আন। আল্লাহ্ তা'আলা তারে মুখমন্ডল জাহান্নামের ওপর হারাম করে দিয়েছেন। এদের কেউ কেউ দু'পা ও দু'পায়ের নলার অধিক পর্যন্ত জাহান্নামের মধ্যে থাকবে। তারা যাদেরকে চিনতে পারে, তাদেরকে বের করবে। তারপর এরা আবার প্রত্যাবর্তন করবে। আল্লাহ্ আবার তাদেরকে বলবেন, তোমরা যাও, যাদের অন্তরে অর্ধ দীনার পরিমাণ

ঈমান পাবে, তাদেকে বের কের নিয়ে আসবে। তারা গিয়ে তাদেরকেই বের করে নিয়ে আসবে, যাদেরকে তারা চিনতে পারবে। তারপর আবার প্রত্যাবর্তন করবে। আল্লাহ্ তাদেরকে আবার বলবেন, তোমরা যাও, যাদের অন্তরে অনু পরিমাণ ঈমান পাবে, তাদেরকে বের করে নিয়ে আসবে। তারা যাদেরকে চিনতে পারবে তাদেরকে বের করে নিয়ে আসবে। বর্ণনাকারী আবূ সাঈদ খুদরী রাযি. বলেন, তোমরা যদি আমাকে বিশ্বাস না কর, তাহলে আল্লাহর এ বাণীটি পড় : আল্লাহ্ অণু পরিমাণও যুলুম করেন না। এবং অণু পরিমাণ পুণ্য কাজ হলেও আল্লাহ্ তাকে দ্বিগুণ করেন (৪ : ৪০)। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফেরেশতা ও মু'মিনগণ সুপারিশ করবেন। তখন মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ্ বলবেন, এখন একমাত্র আমার শাফাআতই অবশিষ্ট রয়েছে। তিনি জাহান্নাম থেকে একমুষ্টি ভরে এমন কতগুলো কওমকে বের করবেন, যারা জ্বলে পুড়ে দগ্ধ হয়ে গিয়েছে। তারপর তাদেরকে বেহেশতের সামনে অবস্থিত 'হায়াত' নামক নহরে ঢালা হবে। তারা সে নহরের দু'পার্শ্বে এমনবাবে উদ্ভূত হবে, যেমন পাথর এবং গাছের কিনারে বহন করে আনা আবর্জনায় বীজ থেকে তৃণ উদ্ভূত হয়। দেখতে পাও তন্মধ্যে সূর্যের আলোর অংশের গাছগুলো সাধারণত সবুজ হয়, ছায়ার অংশেরগুলো সাদা হয়। তারা সেখান থেকে মুক্তার দানার মত বের হবে। তাদের গর্দানে মোহর লাগানো হবে। জান্নাতে তারা যখন প্রবেশ করবে, তখন অপরাপর জান্নাতবাসীরা বলবেন, এরা হলেন রাহমান কর্তৃক মুক্তিপ্রাপ্ত যাদেরকে আল্লাহ্ তা'অলা কোন নেক আমল কিংবা কল্যাণ কাজ ছাড়া জান্নাতে দাখিল করেছেন। তখন তাদেরকে ঘোষনা দেয়া হবে : তোমরা দেখেছ, সবই তো তোমাদের, এর সাথে আরো সমপরিমাণ দেওয়া হলো তোমাদেরকে।

হাজ্জাজ ইবনে মিনহাল রহ... আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ঈমানদারদেরকে কিয়ামতের দিন আবদ্ধ করে রাখা হবে। পরিশেষে তারা পেরেশান হয়ে ওঠবে এবং বলবে, আমরা যদি আমাদের রবের কাছে কারো দ্বারা শাফাআত করাই যনি আমাদের স্বস্তি দান করেন। তারপর তারা আদম আ. এর কাছে এসে বলবে, আপনিই তো সে আদম, যিনি মানবকুলের পিতা, স্বয়ং আল্লাহ্ আপন কুদরতের হাত দিয়ে আপনাকে সৃষ্টি করেছেন। আপনকে বসবাসের সুযোগ প্রদান করেছেন তাঁর জান্নাতে, ফেরেশতাদের দ্বারা আপনাকে সিজদা করিয়েছেন এবং আপনাকে সব জিনিসের নামের তালীম দিয়েছেন। আমাদের এ স্থান থেকে নিস্কৃতি প্রদানের নিমিত্ত আপনার সেই রবের কাছে শাফাআত করুন। তখন আদম আ. বলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের জন্য নই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ এরপর তিনি নিষিদ্ধ গাছের ফল খাওয়ার ভুলের কথাটি উল্লেখ করবেন। তিনি বলবেন, বরং তোমরা নূহ আ. এর কাছে যাও, যিনি পৃথিবীবাসীদের প্রতি প্রেরিত নবীগণের মধ্যে প্রথম নবী। তারপর তারা নূহ আ. এর কাছে এলে তিনি তাদেরকে বলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের জন্য নই। আর তিনি না জেনে তাঁর রবের কাছে প্রার্থনার ভুলটা উল্লেখ করবেন এবং বলবেন বরং তোমরা রাহমানের সুহৃদ বন্ধু ইবরাহীমের কাছে যাও। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : অত:পর তারা ইবরাহীম আ.-এর কাছে আসবে। তখন ইবরাহীম আ. বলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের জন্য নই। আর তিনি এরূপ তিনটি বাক্যের কথা উল্লেখ করবেন যেগুলো বাহ্যত বাস্তব-পরিপন্থী ছিল। পরে বলবেন, তোমরা বরং মূসা আ. এর কাছে যাও। তিনি আল্লাহর এমন এক বান্দা যাঁকে আল্লাহ্ তাওরাত দান করেছিলেন, তাঁর সাথে কথা বলেছিলেন এবং গোপন বাক্যালাপের মাধ্যমে তাঁকে সান্নিধ্য দান করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : সবাই তখন মূসা আ-এর কাছে আসবে। তিনিও বলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের জন্য নই। এবং তিনি (অনিচ্ছাকৃত) হত্যার ভুলের কথা উল্লেখ করবেন। তিনি বলবেন, তোমরা বরং ঈসা আ. এর কাছে যাও। যিনি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল এবং তাঁর রূহ ও বাণী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : তারা সবাই তখন ঈসা আ-এর কাছে আসবে। ঈসা আ. বলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের জন্য নই। তিনি বলবেন, তোমরা বরং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে যাও। তিনি আল্লাহর এমন এক বান্দা যাঁর পূর্বের ও পরের ভুল তিনি মাফ করে দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : তারা তখন আমার কাছে আসবে। আমি তখন আমার রবের কাছে তাঁর দরবারে হাযির হওয়ার অনুমতি

চাইব। আমাকে তাঁর কাছে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করা হবে। তাঁর দর্শন লাভ করার সাথে সাথে আমি সিজদায় পড়ে যাবো। তিনি আমাকে সে অবস্থায় যতক্ষণ রাখতে চাইবেন ততক্ষণ রাখবেন। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, মুহাম্মদ, মাথা ওঠান; বলুন, আপনার কথা শোনা হবে, আর শাফাআত করুন, কবূল করা হবে, চান আপনাকে দেওয়া হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : তখন আমি আমার মাথা ওঠাবো। তারপর আমি আমার প্রতিপালকের এমন স্তুতি ও প্রশংসা (হামদ ও সানা) করবো যা তিনি আমাকে শিখিয়ে দেবেন। এরপর আমি সুপারিশ করবো, তবে আমার জন্য একটা সীমা নির্ধারণ করা হবে। আমি বের হয়ে তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবো। বর্ণনাকারী কাতাদা রহ.. বলেন, আমি আনাস রাযি.-কে এ কথাও বলতে শুনেছি যে, আমি বের হবো এবং তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করবো এবং জান্নাতে প্রবেশ করাব। তারপর আমি ফিরে এসে আমার প্রতিপালকের দরবারে হাযির হওয়ার অনুমতি চাইব। আমাকে অনুমতি দেওয়া হবে। আমি তাঁকে দেখার পর সিজদায় পড়ে যাব। আল্লাহ্ তা'আলা যতক্ষণ রাখতে চাইবেন, আমাকে সে অবস্থায় রাখবেন। তারপর বলবেন, মুহাম্মদ! মাথা উঠান। বলুন, তা শোনা হবে, শাফা'আত করুন, কবূল করা হবে, চান, দেওয়া হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তারপর আমি আমার মাথা উঠাবো। আমার রবের এমন প্রশংসা ও স্তুতি করব, যা তিনি আমাকে শিখিয়ে দিবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ এরপর আমি শাফাআত করব, আমার জন্য একটা সীমা নিধারণ করা হবে। আমি বের হয়ে তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাব। বর্ণনাকারী কাদাতা রহ বলেন, আমি আনাস রাযি.-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তখন আমি বের হব এবং তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করব এবং জান্নাতে প্রবেশ করাব। তারপর তৃতীয়বারের মত ফিরে আসব এবং আমার রবের দরবারে প্রবেশ করার অনুমতি চাইব। আমাকে অনুমতি দেওয়া হবে। আমি তাকে দেখার পর সিজদায় পড়ে যাব। আল্লাহ্ আমাকে সে অবস্থায় রাখবেন, যতক্ষণ তিনি চাইবেন। অত:পর আল্লাহ্ বলবেন, মুহাম্মদ! মাথা উঠান এবং বলুন, শোনা হবে, সুপারিশ করুন, তা কবূল করা হবে, চান, দেওয়া হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : আমি মাথা উঠিয়ে আমার রবের এমন স্তুতি ও প্রশংসা (হামদ ও সানা) করব, যা তিনি আমাকে শিখিয়ে দেবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : এরপর আমি শাফাআত করব, আমার জন্য একটা সীমা নির্ধারণ করা হবে। তারপর আমি বের হয়ে তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাব। বর্ণনকারী কাতাদা রহ. বলেন, আমি আনাস রাযি.-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : আমি সেখান থেকে বের হয়ে তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে প্রবশ করাব। পরিশেষে জাহান্নামে অবশিষ্ট থাকবে একমাত্র তারা, কুরআন যাদেরকে আটকে রেখেছে। অর্থাৎ যাদের ওপর জাহান্নামের স্থায়ীবাস অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। আনাস রাযি. বলেন, তিনি কুরআনের এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন। (মহান আল্লাহর বাণী) : আশা করা যায় তোমার প্রতিপালক তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করবেন প্রশংসিত স্থানে (১৭: ৭৯) এবং তিনি বলবেন, তোমাদের রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্য প্রতিশ্রুত 'মাকামে মাহমূদ' হচ্ছে এটিই।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পুণরাবৃত্তি : হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযি. থেকে বর্ণিত قُلْنَا يَارسول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ الخ এই হাদীসটি ১১০৭-১১০৮, পূর্বে সংক্ষিপ্ত করে ৭৩১, ৯৭০। মুসলিম শরীফ : ১ম খন্ড ১০৩ পৃ.।

হযরত আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত- أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُحْبَسُ الْمُؤْمِنُونَ الخ

এই হাদীসটি এখানে ১১০৮ পৃ পূর্বেঃ ৬৪২, ৯৭১, ১১০১ পৃ. সামনেঃ ১১১৮, ১১১৯-১১২০ পৃ.। মুসলিম শরীফঃ الايمان অধ্যায়।

তাশরীহঃ তাশরীহ জানার জন্য নাসরুলবারী-১১ তম খন্ড, ৫৩১ পৃ. দেখুন।

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنِي عَمِّي، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَرْسَلَ إِلَى الأَنْصَارِ، فَجَمَعَهُمْ فِي قُبَّةٍ وَقَالَ لَهُمْ: «اصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوُا اللهَ وَرَسُولَهُ، فَإِنِّي عَلَى الحَوْضِ»

সহজ তরজমা

৬৯৫৩. উবায়দুল্লাহ্ ইবনে সাদ ইবনে ইবরাহীম রহ. ..... আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আনসারদের কাছে (লোক) পাঠালেন। তাদেরকে একটা তাঁবুর মধ্যে সমবেত করলেন এবং তাদের বললেন : তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সঙ্গে মুলাকাত পর্যন্ত ধৈর্যধারণ করবে। আমি হাওযের (কাউসারের) কাছেই থাকব।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের حَتَّى تَلْقَوُا اللهَ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১১০৮ পৃ.; পূর্বে: ৪৪৫, ৫৩৩, ৬২০, ৬২১, ৮৭১ পৃ.।

তাশরীহ: বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানার জন্য নাসরুল বারী-৮ম খন্ড (কিতাবুল মাগাযী)- ৪০০ পৃ.।

حَدَّثَنِي ثَابِتُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ الأَحْوَلِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا تَهَجَّدَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ: «اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، وَلَكَ الحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، أَنْتَ الحَقُّ، وَقَوْلُكَ الحَقُّ، وَوَعْدُكَ الحَقُّ، وَلِقَاؤُكَ الحَقُّ، وَالجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ خَاصَمْتُ، وَبِكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَأَسْرَرْتُ وَأَعْلَنْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، لاَ إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ» . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: قَالَ قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ، وَأَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ طَاوُسٍ، «قَيَّامُ» . وَقَالَ مُجَاهِدٌ: «القَيُّومُ القَائِمُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ» . وَقَرَأَ عُمَرُ، القَيَّامُ . «وَكِلاَهُمَا مَدْحٌ»

সহজ তরজমা

৬৯৫৪. সাবিত ইবনে মুহাম্মদ রহ... ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতে যখন তাহাজ্জুদের নামায আদায় করতেন, তখন বলতেন : হে আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ! সব প্রশংসা একমাত্র আপনারই, আসমান ও যমীনের তত্ত্বাবধায়ক আপনিই এবং আপনারই জন্য সব স্তুতি। আসমান ও যমীন এবং এসবের মধ্যকার সবকিছুর প্রতিপালক আপনিই এবং আপনারই জন্য সব প্রশংসা। আসমান যমীন ও এগুলোর মধ্যকার সব কিছুর নূর আপনিই। আপনি হক, আপনার বাণী হক, আপনার ওয়াদা হক, আপনার সাক্ষাৎ হক, জান্নাত হক, জাহান্নাম হক এবং কিয়ামত হক। ইয়া আল্লাহ্! আপনারই উদ্দেশ্যে আমি ইসলাম কবূল করেছি এবং আপনারই প্রতি ঈমান এনেছি, তাওয়াক্কুল করেছি আপনারই ওপর, আপনারই কাছে বিবাদ হাওয়ালা করেছি, আপনারই কছে ফায়সালা চেয়েছি। তাই আপনি আমার পূর্বেও পরের গুপ্ত ও প্রকাশ্য এবং যা আপনি আমার চাইতে বেশি জ্ঞাত তা সবই মাফ করে দিন। আপনি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই। বর্ণনাকারী তাউস রহ থেকে কায়স ইবনে সাদ রহ এবং আবূ যুবায়র রহ قيم এর স্থলে قيام বর্ণনা করেছেন। বর্ণনাকারী মুজাহিদ বলেন قيوم সবকিছুর পরিচালককে বলা হয়ে থাকে। উমর রাযি. قيام পড়েছেন। মূলত শব্দ উভয়টিই প্রশংসার জন্য ব্যবহৃত হয়।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের لقائك حق এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে। কেননা لقائك এর অর্থ হলো رؤيتك।

হাদীসের পুণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ :১১০৮-১১০৯ পৃ. পূর্বে: ১৫১, ৯৩৫, ১০৯৮-১০৯৯ পৃ. সামনে: ১১১৬-১১১৭ পৃ. মুসলিম শরীফ: ১ম খন্ড, ২৬২ পৃ.

তাশরীহ: বিস্তারিত জানার জন্য-৪র্থ খন্ড, ৩২৮ পৃ. দেখুন।

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنِي الأَعْمَشُ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ، وَلاَ حِجَابٌ يَحْجُبُهُ»

সহজ তরজমা

৬৯৫৫. ইউসুফ ইবনে মূসা রহ... আদী ইবনে হাতিম রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের প্রত্যেকের সাথে অচিরেই তার প্রতিপালক আলাপ করবেন, তখন প্রতিপালক ও তার মাঝখানে কোন দোভাষী ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী পর্দাও থাকবে না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের অর্থগত মিল রয়েছে।

হাদীসের পুণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১১০৯ পৃ. পূর্বে : ১৯০, ৯৬৮. পৃ.; সামনে: ১১১৯ পৃ.

এই হাদীস দ্বারা আল্লাহ তাআলার দর্শন লাভ প্রমাণিত হয়ে গেল।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «جَنَّتَانِ مِنْ فِضَّةٍ، آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا، وَجَنَّتَانِ مِنْ ذَهَبٍ، آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا، وَمَا بَيْنَ القَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ إِلَّا رِدَاءُ الكِبْرِ عَلَى وَجْهِهِ فِي جَنَّةِ عَدْنٍ»

সহজ তরজমা

৬৯৫৬. আলী ইবনে আবদুল্লাহ রহ... কায়স রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : দু'টি জান্নাত এমন হবে, সেগুলোর পানপাত্র ও অভ্যন্তরস্থ সব কিছুই হবে রূপার। আর দু'টি জান্নাত এমন হবে, সেগুলোর পানপাত্র ও অভ্যন্তরস্থ সবকিছুই হবে স্বর্ণের। জান্নাতে আদনে তাদের ও তাদের প্রতিপালকের দর্শনের মধ্যে তাঁর চেহারার গর্বের চাদর ছাড়া আর কোন কিছু অন্তরায় থাকবে না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পুণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১১০৯ পৃ.; পূর্বে : ৭২৪ পৃ.

তাশরীহ: বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারী-৯ম খন্ড, (কিতাবুত তাফসীর) ৬৫৩ পৃ.।

حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ المَلِكِ بْنُ أَعْيَنَ، وَجَامِعُ بْنُ أَبِي رَاشِدٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَنِ اقْتَطَعَ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينٍ كَاذِبَةٍ، لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ» قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِصْدَاقَهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لاَ خَلاَقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ} [آل عمران: ٧٧] الآيَةَ

সহজ তরজমা

৬৯৫৭.হুমায়দী রহ... আবদুল্লাহ্ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি মিথ্যা কসম করে কোন মুসলমানের সম্পদ আত্মসাৎ করবে, সে কিয়ামতের দিন আল্লাহর সাথে মিলিত হবে এমতাবস্থায় যে, তিনি তার ওপর রাগান্বিত থাকবেন। আবদুল্লাহ্ রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর বাণীর সমর্থনে আল্লাহর কিতাবের আয়াত তিলাওয়াত করেন : যারা আল্লাহর সঙ্গে কৃত প্রতিশ্রুতি এবং নিজেদের শপথকে তুচ্ছমূল্যে বিক্রয় করে, পরকালে তাদের কোন অংশ নেই। কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাদের সাথে কথা বলবেন না... (৩ : ৭৭)

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের لقي الله এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পূণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ :১১০৯ পৃ.; পূর্বে: ৩১৭, ৩২৬, ৩৪২, ৩৬৬, ৩৬৭, ৩৬৮, ৬৫২, ৯৮৫, ৯৮৭, ১০৫৬ পৃ.।

তাশরীহ: ثَمَنًا قَلِيلًا: আখেরাতের প্রতিদানের তুলনায় পার্থিব বিনিময় সদা সর্বদা খুব নগন্যই হয়ে থাকে। কিন্তু এর দ্বারা এই উদ্দেশ্য নয় যে, যদি পার্থিব বিনিময় অনেক বেশী মিলে যায় তাহলে অযথা ওয়াদা খেলাফ জায়েয হয়ে যাবে। এর মমার্থ হলো এই যে, কোন কিছুর বিনিময়ে ওয়াদা ভঙ্গ করা, অন্যায় কাজ করা জায়েয হবে না।

এই হাদীস সম্পর্কে আরো জানার জন্য নাসরুল বারী-৯ম খন্ড, ১০৭ পৃ. দেখুন।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ: رَجُلٌ حَلَفَ عَلَى سِلْعَةٍ لَقَدْ أَعْطَى بِهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى وَهُوَ كَاذِبٌ، وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ بَعْدَ العَصْرِ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، وَرَجُلٌ مَنَعَ فَضْلَ مَاءٍ فَيَقُولُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ: اليَوْمَ أَمْنَعُكَ فَضْلِي كَمَا مَنَعْتَ فَضْلَ مَا لَمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ"

সহজ তরজমা

৬৯৫৮. আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ রহ.... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : তিন প্রকারের মানষ, যাদের সাথে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ কথা বলবেন না এবং তাদের দিকে তাকাবেনও না। যে বক্তি তার দ্রব্যের উপর মিথ্যা কসম করে যে, একে এখন যে মূল্যে দেওয়া হলো এর চেয়ে অধিক মুল্যে তা বিক্রয় করা যাচ্ছিল। (২) যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের মাল আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে আসরের নামাযের পর মিথ্যা কসম করে। (৩) এক ব্যক্তি সে, যে প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি আটকিয়ে রাখে। আল্লাহ্ তা'আলা তাকে লক্ষ্য করে কিয়ামতের দিন বলবেন, আজ আমি আমার মেহেরবানী থেকে তোমাকে বঞ্চিত করব, যেমনি তুমি যা তোমার হাতের অর্জিত নয় তা থেকে বিমুখ করতে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল এভাবে যে, ক্রোধের কারণে যখন আল্লাহ তাআলার দর্শন লাভ হবে না তখন তো সন্তুষ্টির কারনে অবশ্যই দর্শন লাভ হব। আর তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিলের জন্য এইটুকু যথেষ্ট। (উমদাতুল বারী)

হাদীসের পূণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ :১১০৯ পৃ.; পূর্বে: ৩১৭, ৩১৯, ৩৬৭, ১০৭১ পৃ.

তাশরীহ: এই হাদীস থেকে এই মাসআলা জানা গেল যে, স্বীয় প্রয়োজন অতিরিক্ত পানি কোন তৃষ্ণার্ত মুসফিরকে না দেওয়া জায়েয নেই এবং সে শাস্তির যোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

(২) আরো জানা গেল যে, যদি কেহ কূপ খনন করে কিংবা মশক ভর্তি করে পানি আনে, তাহলে তার অনুমতি ব্যতীত কারো জন্য পানি নেওয়ার অধিকার নেই। যেমনটা لم تعمل له يداك দ্বারা প্রমাণিত। والله اعلم,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " الزَّمَانُ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللهُ السَّمٰوَاتِ وَالأَرْضَ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا: مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، ثَلاَثٌ مُتَوَالِيَاتٌ، ذُو الْقَعْدَةِ، وَذُو الْحَجَّةِ، وَالْمُحَرَّمُ، وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ، أَيُّ شَهْرٍ هٰذَا؟ ". قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتّٰى ظَنَنَّا أَنَّهُ يُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، قَالَ: أَلَيْسَ ذَا الْحَجَّةِ؟ قُلْنَا: بَلٰى، قَالَ: أَيُّ بَلَدٍ هٰذَا؟ قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتّٰى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، قَالَ: أَلَيْسَ الْبَلْدَةَ؟ قُلْنَا: بَلٰى، قَالَ: «فَأَيُّ يَوْمٍ هٰذَا؟»، قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتّٰى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، قَالَ: أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ؟ قُلْنَا: بَلٰى، قَالَ: فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ قَالَ مُحَمَّدٌ وَأَحْسِبُهُ قَالَ: وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا، فِي بَلَدِكُمْ هٰذَا فِي شَهْرِكُمْ هٰذَا وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ أَلاَ فَلاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي ضُلاَّلاً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ أَلاَ لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فَلَعَلَّ بَعْضَ مَنْ يَبْلُغُهُ أَنْ يَكُونَ أَوْعٰى لَهُ مِنْ بَعْضِ مَنْ سَمِعَهُ فَكَانَ مُحَمَّدٌ إِذَا ذَكَرَهُ قَالَ: صَدَقَ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ قَالَ: أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ

সহজ তরজমা

৬৯৫৯. মুহাম্মদ ইবনে মুসান্না রহ... আবূ বাকরা রাযি. থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্ তা'আলা আসমান ও যমীনকে যেদিন সৃষ্টি করেছিলেন, সেদিনকার অবস্থায় যামানা পুনরায় প্রত্যাবর্তন করেছে। বারটি মাসে এক বছর হয়। তন্মধ্যে চারটি মাস (বিশেষভাবে) মর্যাদাসম্পন্ন। যুলকাদা, যুলহাজ্জা ও মুহাররম-এই তিনটি মাস একাধারে এসে থাকে। আর মুযার গোত্রের রজব মাস যা জুমাদা ও শা'বান মাসের মাঝে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এটি কোন্ মাস? আমরা বললাম, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ চুপ থাকলেন, যদ্দরুন আমরা ভেবেছিলাম, তিনি এই নামটি পাল্টিয়ে অন্য কোন নাম রাখবেন। তিনি বললেন, এটি কি যুলহাজ্জা নয়? আমরা উত্তর করলাম হ্যাঁ, এটি যুলহাজ্জার মাস। তিনি বললেন : এটি কোন্ শহর? আমরা বললাম, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই বেশি ভাল জানেন। তিনি নীরব রইলেন : আমরা ভেবেছিলাম, তিনি হয়ত শহরটির নাম পাল্টিয়ে অন্য কোন নাম রেখে দেবেন। তিনি বললেন : এটি কি সেই (পবিত্র) শহরটি নয়? আমরা উত্তর করলাম, হ্যাঁ। তারপর তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, আজকের এই দিনটি কোন্ দিন? আমরা উত্তর করলাম, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই বেশি ভাল জানেন। তিনি নীরব রইলেন, যার দরুন আমরা ভাবলাম, তিনি সম্ভবত এর নামটা পাল্টিয়েই দেবেন। তিনি বললেন : এটি কি কুরবানীর দিন নয়? আমরা বললাম, হ্যাঁ।রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন বললেন : তোমাদের রক্ত ও সম্পদ বর্ণনাকারী মুহাম্মদ ইবনে সীরীন রহ বলেছেন, আমার ধারনা হচ্ছে, আবূ বাকরা রাযি. 'তোমাদের ইয্যত' কথাটিও বর্ণনা করেছিলেন, অর্থাৎ ওসব এ পবিত্র দিন, এ পবিত্র শহর, এ পবিত্র মাসটির ন্যায় পবিত্র ও মর্যাদাসম্পন্ন। এবং অতিশিঘ্রই তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের সাক্ষাৎ লাভ করবে। তখন তিনি তোমাদেরকে তেমাদের আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন। সাবধান, আমার ওফাতের পর তোমরা পথভ্রষ্ট হয়ে একে অপরকে হত্যা করো না। সাবধান! উপস্থিতগণ

অনুপস্থিত লোকদের কাছে (কথাগুলো) পৌঁছিয়ে দেবে। কেননা, হয়ত যার কাছে (রেওয়ায়াত) পৌঁছানো হবে, তাদের মধ্যে এমন ব্যক্তিও থাকবে, যারা (রেওয়াত) প্রত্যক্ষ শ্রোতার চাইতে বেশি সংরক্ষণকারী হবে। মুহাম্মদ ইবনে সীরীন রহ যখন এ হাদীসটি বর্ণনা করতেন, তখন বলতেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সত্যিই বলেছিলেন। অত:পর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আমি পৌঁছিয়ে দিয়েছি কি? আমি পৌঁছিয়ে দিয়েছি কি?

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ :১১০৯পৃ.; পূর্বে : ১৬২১, ২৩৪, ৪৫৩ (মাগাযী) ৬৩২, ৬৭২, ৮৩৩, ১০৪৮ পৃ.।

তাশরীহ: ১. রাসূল ﷺ বিদায় হজ্জে যে খুতবা প্রদান করছিলেন হযরত আবু বকরা রাযি. এর এই হাদীসে সেই খুতবার কথাই উল্লেখ রয়েছে। বিদায় হজ্জের খুতবাটি অনেক দীর্ঘ, ইমাম বুখারী রহ সেই খুতবার কোন কোন অংশ বিভিন্ন বাবে এনেছেন, কোন এক স্থানে পুরো খুতবা উল্লেখ করেননি।

(২) এই হাদীসে ضلال শব্দ এসেছে যার দ্বারা বুঝে আসে যে, কোন মুসলমান অন্য কোন মুসলমানকে হত্যা করার দ্বারা ইসলাম থেকে বের হয়ে যায় না। আর যে হাদীসে কাফের শব্দ এসেছে সেই হাদীসকে الحديث يفسر بعضه بعضا এই নীতির আলোকে ব্যাখ্যা করা হবে যে, সেখানে মুসলমানদেরকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, এখন তোমরা যেমন পরস্পর মিলে-মিশে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে রয়েছ, আমার পরেও তোমরা সেভাবেই থাকবে। এমন যাতে না হয় যে, আমার পরে মুসলমানগণ কাফেরদের অভ্যাস, রীতি-নীতি গ্রহণ করে নিবে। তবে মুসলমানকে হালাল মনে করে হত্যা করলে নি:সন্দেহে সে কাফের হয়ে যাবে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: إِنَّ رَحْمَةَ اللهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ }

৩৮৮৮. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : আল্লাহর অনুগ্রহ সৎকর্ম পরায়ণদের নিকটবর্তী (৭ : ৫৬)

প্রশ্ন : আল্লাহ তাআলা বলেছেন قريب অথচ قريبة বলাই যুক্তিযুক্ত?

জবাব : (১) قريب শব্দটি زفير ও شهيق এর ওযনে যা মাসদার বা ক্রিয়ামূল। তাই قريب কে মাসদারের হুকুম দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ قريب কে اعطى له حكمه فى استواء المذكر والمؤنث এর মذكر و مؤنث ক্ষেত্রে সমতার বিধান দেওয়া হয়েছে।

(২) সহজতর জবাব হলো যে, قريب শব্দটি উহ্য মাউসুফের সিফাত। অর্থাৎ شئ قريب (উসদাতুল কারী)

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ، قَالَ: كَانَ ابْنٌ لِبَعْضِ بَنَاتِ النَّبِيِّ ﷺ يَقْضِي، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَهَا، فَأَرْسَلَ «إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ، وَلَهُ مَا أَعْطَى، وَكُلٌّ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى، فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ» . فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ فَأَقْسَمَتْ عَلَيْهِ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَقُمْتُ مَعَهُ، وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، وَعُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ، فَلَمَّا دَخَلْنَا نَاوَلُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ الصَّبِيَّ وَنَفْسُهُ تَقَلْقَلُ فِي صَدْرِهِ حَسِبْتُهُ قَالَ: كَأَنَّهَا شَنَّةٌ فَبَكَى رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ أَتَبْكِي، فَقَالَ: «إِنَّمَا يَرْحَمُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ»

সহজ তরজমা

৬৯৬০. মূসা ইবনে ইসমাঈল রহ... উসামা ইবনে যায়িদ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জনৈকা কন্যার এক ছেলের জীবন সায়াহ্নে তাঁর কন্যা নবী ﷺ -কে যাওয়ার জন্য (অনুরোধ করে) একজন

লোক পাঠালেন। উত্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন : আল্লাহ্ যা নিয়ে নেন এবং যা দান করেন সবই তাঁরই জন্য। আর প্রতিটি বস্তুর জন্য একটা সময়সীমা নির্ধারিত রয়েছে। সুতরাং সে যেন সবর করে এবং সাওয়াবের আশা করে। তারপর নবী-তনয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ কে পুনরায় যাওয়ার জন্য কসম দিয়ে লোক পাঠালেন। তিনি যাওয়ার জন্য ওঠে দাঁড়ালেন। বর্ণনাকারী উসামা ইবনে যায়িদ রাযি. বলেন, আমি, মুআয্ ইবনে জাবাল, উবাই ইবনে কাব, উবাদা ইবনে সামিতও তাঁর সঙ্গে যাওয়ার জন্য ওঠে দাঁড়ালাম। আমরা যখন সেখানে গিয়ে প্রবেশ করলাম তখন তারা বাচ্চাটাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে দিলেন। অথচ তখন বাচ্চার বুকের মধ্যে এক অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল। বর্ণনাকারী বলেন, আমার ধারণা রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন বলেছিলেন : এ তো যেন মশকের মত। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ কাঁদলেন। তা দেখে সাদ ইবনে উবাদা রাযি. বললেন, আপনি কাঁদছেন? তিনি বললেন : অবশ্যই আল্লাহ্ তাঁর দয়ালু বান্দাদের প্রতিই দয়া প্রদর্শন করে থাকেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের শেষাংশের মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ :১১০৯-১১১০ পৃ.; পূর্বে: ১৭১, ৮৪৪, ৯৭৬, ৯৮৪, ১০৯৭ পৃ.।

তাশরীহ: অন্য এক রেওয়াতে এসেছে যে, রাসূল ﷺ বলেছেন هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده الخ
(বুখারী শরীফ: ১ম খন্ড; ১৭১ পৃ)

সারকথা হলো যে, কারো দু:খ কষ্ঠ, মুসিবত দেখে নিজে ব্যথিত হওয়া স্বভাবগত একটি বিষয় আর যদি কারো হৃদয় শক্ত হয় তাহলে এটা নিন্দনীয় কিছু নয়।

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "اخْتَصَمَتِ الجَنَّةُ وَالنَّارُ إِلَى رَبِّهِمَا، فَقَالَتِ الجَنَّةُ: يَا رَبِّ، مَا لَهَا لاَ يَدْخُلُهَا إِلَّا ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَسَقَطُهُمْ، وَقَالَتِ النَّارُ: يَعْنِي أُوثِرْتُ بِالْمُتَكَبِّرِينَ، فَقَالَ اللهُ تَعَالَى لِلْجَنَّةِ: أَنْتِ رَحْمَتِي، وَقَالَ لِلنَّارِ: أَنْتِ عَذَابِي، أُصِيبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا مِلْؤُهَا، قَالَ: فَأَمَّا الجَنَّةُ، فَإِنَّ اللهَ لاَ يَظْلِمُ مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا، وَإِنَّهُ يُنْشِئُ لِلنَّارِ مَنْ يَشَاءُ، فَيُلْقَوْنَ فِيهَا، فَتَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ، ثَلاَثًا، حَتَّى يَضَعَ فِيهَا قَدَمَهُ فَتَمْتَلِئُ، وَيُرَدُّ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ، وَتَقُولُ: قَطْ قَطْ قَطْ"

সহজ তরজমা

৬৯৬১. উবায়দুল্লাহ ইবনে সাদ ইবনে ইবরাহীম রহ... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জান্নাত ও জাহান্নাম উভয়টি স্বীয় প্রতিপালকের কাছে অভিযোগ করল। জান্নাত বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমার ব্যাপারটি কি হলো যে তাতে শুধু নি:স্ব ও নিম্ন শ্রেণীর লোকেরাই প্রবেশ করবে। এদিকে জাহান্নামও অভিযোগ করল অর্থাৎ আপনি শুধুমাত্র অহংকারীদেরকেই আমাতে প্রাধান্য দিলেন। আল্লাহ্ জান্নাতকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি আমার রহমত। জাহান্নামকে বললেন, তুমি আযার আযাব। আমি যাকে চাইব, তোমাকে দিয়ে শাস্তি পৌছাব। তোমাদের উভয়কেই পূর্ণ করা হবে। তবে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সৃষ্টির কারো উপর যুলুম করবেন না। তিনি জাহান্নামের জন্য নিজ ইচ্ছানুযায়ী নতুন সৃষ্টি পয়দা করবেন। তাদেরকে যখন জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, তখন জাহান্নাম বলবে, আরো অতিরিক্ত আছে কি? জাহান্নামে আরো নিক্ষেপ করা হবে, তখনো বলবে, আরো অতিরিক্ত আছে কি? এভাবে তিবার বলবে। পরিশেষে আল্লাহ্ তাঁর কুদরতের কদম জাহান্নামে প্রবেশ করিয়ে দিলে তা পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। তখন জাহান্নামের একটি অংশ আরেকটি অংশকে এই উত্তর করবে- যথেষ্ট হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের أَنْتِ رَحْمَتِي এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পূণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১১১০ পৃ.; পূর্বে: ৭১৯ পৃ.।

তাশরীহ: اوثرت এটি مجهول এর সীগা অর্থ: اختصصت আমাকে খাস (নির্দিষ্ট) করে দেওয়া হয়েছে।

سَقَطُهُمْ: এই শব্দের প্রথম দুই বর্ণে যবর দিয়ে। যারা মানুষদের মাঝে লাঞ্ছিত, বঞ্চিত, নিম্নশ্রেণীর। মানুষদের দিকে নিসবত মানুষদের দৃষ্টিকে তারা নিম্ন কিন্তু আল্লাহ তাআলার নিকট রয়েছে তার দিকে নিসবত করে তার মহৎ এবং উচ্চ শ্রেণীর মানুষ।

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَيُصِيبَنَّ أَقْوَامًا سَفْعٌ مِنَ النَّارِ بِذُنُوبٍ أَصَابُوهَا عُقُوبَةً، ثُمَّ يُدْخِلُهُمُ اللهُ الجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ، يُقَالُ لَهُمُ الجَهَنَّمِيُّونَ وَقَالَ هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، حَدَّثَنَا أَنَسٌ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

সহজ তরজমা

৬৯৬২. হাফ্স ইবনে উমর রহ... আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কতিপয় কাওম তাদের গুনাহের কারণে শাস্তিস্বরূপ জাহান্নামের অগ্নিশিখায় পৌছবে। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা নিজ করুণার বদৌলতে তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেবেন। তাদেরকে 'জাহান্নামী' বলে আখ্যায়িত করা হবে। হাম্মাম রহ... আনাস রাযি. সুত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে উক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পূণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১১১০ পৃ.; পূর্বে: ৯৭০ পৃ.

بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {إِنَّ اللهَ يُمْسِكُ السَّمٰوَاتِ وَالأَرْضَ أَنْ تَزُولاَ}

৩৮৮৯. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আকাশসমূহ ও পৃথিবীকে সংরক্ষণ করেন, যাতে এরা স্থানচ্যুত না হয় (৩৫ :৪১)

তাশরীহ: আল্লাহ তাআলার মহান কুদরতসমূহের একটি বিস্ময়কর কুদরত হলো যে, আকাশ ও যমিন বিশাল দেহ বিশিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও আপন-আপন স্থানে প্রতিটি রয়েছে-কারো জন্য এই ক্ষমতা নেই বা কারো পক্ষে সম্ভব নয় যে, আকাশ ও যমিন দুটির কোনটিকে স্বীয় স্থান থেকে সামান্যতম এদিক সেদিক করে।

حَدَّثَنَا مُوسَى، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: جَاءَ حَبْرٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ اللهَ يَضَعُ السَّمَاءَ عَلَى إِصْبَعٍ، وَالأَرْضَ عَلَى إِصْبَعٍ، وَالجِبَالَ عَلَى إِصْبَعٍ، وَالشَّجَرَ وَالأَنْهَارَ عَلَى إِصْبَعٍ، وَسَائِرَ الخَلْقِ عَلَى إِصْبَعٍ، ثُمَّ يَقُولُ بِيَدِهِ: أَنَا المَلِكُ، «فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَالَ» : {وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ} [الأنعام: ٩١]

সহজ তরজমা

৬৯৬৩. মূসা রহ... আবদুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন , এক ইহুদী পন্ডিত রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে এসে বলল, হে মুহাম্মদ! আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন আসমানকে এক আঙ্গুলের ওপর, পৃথিবীকে এক আঙ্গুলের

ওপর, পর্বতমালাকে একটি আঙ্গুলের ওপর, বৃক্ষলতা ও নদীনালাকে আরেকটি আঙ্গুলের ওপর এবং সকল সৃষ্টিকে এক আঙ্গুলের ওপর রেখে দেবেন। এবং নিজ হাতে ইশারা দিয়ে বলবেন, সম্রাট একমাত্র আমিই। এর সাথে সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ হাসলেন এবং বললেন : তারা আল্লাহর যথার্থ মর্যাদা উপলব্ধি করেনি (৬ : ৯১)

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের إِنَّ اللهَ يَضَعُ السَّمَاءَ عَلَى إِصْبَعٍ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে। কেননা এর حقيق অর্থ হলো يمسك

হাদীসের পুণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১১১০ পৃ.; পূর্বে (তাফসীর) ৭১১, ১১০২, ১১০৩ পৃ.; সামনে ১১১৯ পৃ.।

তাশরীহ: حبر শব্দের حاء (হা) বর্ণে যবর দিয়ে। (কাস্তাল্লানী) আর আইনী রহ বলেন حاء (হা) বর্ণে যবর ও যের উভয়টি দিয়েই পড়া যায়। (উমদাতুল বারী)

প্রশ্ন : আয়াতে কারীমা দ্বারা বুঝে আসে যে, আল্লাহ তাআলা আকাশ ও জমিনকে কোন মাধ্যম ছাড়াই স্থাপন করে রেখেছেন, কিন্তু হাদীস শরীফ দ্বারা বুঝে আসে যে, আল্লাহ তাআলা আকাশ ও যমিনকে স্বীয় আঙ্গুলের উপর স্থাপন করবেন?

জবাব : আয়াতে কারীমায় امساك এর সম্পর্ক হলো দুনিয়ার সাথে, আর হাদীস শরীফে يوم القيامة এর সাথে। সুতরাং আর কোন ইশকাল নেই। والله اعلم

بَابُ مَا جَاءَ فِي تَخْلِيقِ السَّمٰوٰتِ وَالأَرْضِ وَغَيْرِهَا مِنَ الخَلَائِقِ

৩৮৭০. অনুচ্ছেদ : আসমান, যমীন ইত্যাদির সৃষ্টি সম্পর্কে

وَهُوَ فِعْلُ الرَّبِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَأَمْرُهُ. فَالرَّبُّ بِصِفَاتِهِ وَفِعْلِهِ وَأَمْرِهِ وَكَلَامِهِ. وَهُوَ الخَالِقُ المُكَوِّنُ. غَيْرُ مَخْلُوقٍ. وَمَا كَانَ بِفِعْلِهِ وَأَمْرِهِ وَتَخْلِيقِهِ وَتَكْوِينِهِ. فَهُوَ مَفْعُولٌ مَخْلُوقٌ مُكَوَّنٌ

এটি প্রতিপালকের কাজ ও নির্দেশ। অতএব প্রতিপালক তাঁর গুণাবলি, কাজ, নির্দেশ ও কালামসহ তিনি সৃষ্টা ও অস্তিত্বদানকারী। তিনি অসৃষ্ট। তাঁর কাজ, নির্দেশ ও সৃষ্টি এবং অস্তিত্ব দানে যা সম্পাদিত হয়, তাই হলো কর্ম, সৃষ্ট ও অস্তিত্ব লাভকারী বস্তু

আমাদের হিন্দুস্তানী নুসখায় এবং অন্যান্য অধিকাংশ নুসখায় যেমন-ফাতহুলবারী, আলকাওয়াকিবুদ দুরারী এবং ইরশাদুস সারীতেও এভাবে রয়েছে। কিন্তু উমদাতুল বারীতে, শরহে ইবনে বাত্তাল-এ باب ماجاء فى خلق السموات الخ এভাবে রয়েছে। তবে উভয়ের মাঝে অর্থগত কোন পার্থক্য নেই। এই জন্য যে, خلق শব্দটি বাবে نصر থেকে আর تخليق শব্দটি বাবে تفعيل থেকে দুনোটার অর্থ একই অর্থাৎ সৃষ্টি করা।

امر . خلق: এ দুটির মধ্যকার কি পার্থক্য, এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা অতিবাহিত হয়েছে? তা জানার জন্য নাসরুলবারী-৯ম খন্ড (কিতাবুত তাফসীর) ৩৭০ পৃ.।

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. أَخْبَرَنِي شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ. عَنْ كُرَيْبٍ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ: بِتُّ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ لَيْلَةً. وَالنَّبِيُّ ﷺ عِنْدَهَا. لِأَنْظُرَ كَيْفَ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِاللَّيْلِ. «فَتَحَدَّثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَعَ أَهْلِهِ سَاعَةً ثُمَّ رَقَدَ. فَلَمَّا كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ. أَوْ بَعْضُهُ. قَعَدَ فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ فَقَرَأَ» : {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالأَرْضِ} إِلَى قَوْلِهِ {لِأُولِي الأَلْبَابِ} [آل عمران: ١٩٠] ، «ثُمَّ قَامَ فَتَوَضَّأَ وَاسْتَنَّ. ثُمَّ صَلَّى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً» . ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ بِالصَّلَاةِ. «فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ. ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى لِلنَّاسِ الصُّبْحَ»

সহজ তরজমা

৬৯৬৪. সাঈদ ইবনে আবূ মারিয়াম রহ... ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদা মায়মূনা রাযি. এর ঘরে রাত যাপন করলাম- তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কাছে ছিলেন- রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নামায কিরূপ হয় তা প্রত্যক্ষ করার জন্য। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর পরিবারের সাথে কিছু সময় কথা বললেন এবং ঘুমিয়ে পড়লেন। এরপর যখন রাতের শেষ তৃতীয়াংশ কিংবা শেষের কিছু অংশ অবশিষ্ট রইল, তিনি উঠে বসলেন এবং আসমানের দিকে তাকিয়ে তিলাওয়াত করলেন : আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে বোধশক্তিসম্পন্ন, লোকদের জন্য পর্যন্ত (৩ : ১৯০)। তারপর তিনি উঠে গিয়ে ওযূ ও মিসওয়াক করলেন। অত:পর এগার রাকাত নামায আদায় করলেন। বিলাল রাযি. নামাযের (ফজরের) আযান দিলে তিনি দু'রাকাত নামায পড়ে নিলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বের হয়ে সাহাবাদেরকে ফজরের (দু'রাকাত) নামায পড়িয়ে দিলেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের আয়াতে কারীমার সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পুণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১১১০ পৃ.; পূর্বে: ২২, ২৫, ৩০, ৯৭, ১০০, ১০১, ১১৮, ১৩৫, ১৫৯, ৬৫৭, ৮৭৭, ৯১৮, ৯৩৪ পৃ.।

بَابُ قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا المُرْسَلِينَ} [الصافات: ١٧١]

৩৮৯১. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : আমার প্রেরিত বান্দাদের সম্পর্কে আমার এ বাক্য পূর্বেই স্থির হয়েছে। (৩৭ : ১৭১)

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "لَمَّا قَضَى اللَّهُ الخَلْقَ، كَتَبَ عِنْدَهُ فَوْقَ عَرْشِهِ: إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي"

সহজ তরজমা

৬৯৬৫. ইসমাঈল রহ... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ্ তা'আলা যখন (সৃষ্টির) কাজ সম্পূর্ণ করলেন, তখন তাঁর নিকটে তাঁর আরশের ওপর লিপিবদ্ধ করে দিলেন, "আমার রহমত আমার ক্রোধের উপর প্রবল হয়েছে।"

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের سبقت এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১১১০ পৃ; পূর্বে: ৪৫৩, ১১০১, ১১০৪ পৃ.; ১১২৭ পৃ.।

حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ، سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ الصَّادِقُ المَصْدُوقُ: "أَنَّ خَلْقَ أَحَدِكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَهُ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَهُ، ثُمَّ يُبْعَثُ إِلَيْهِ المَلَكُ فَيُؤْذَنُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، فَيَكْتُبُ: رِزْقَهُ، وَأَجَلَهُ، وَعَمَلَهُ، وَشَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ، ثُمَّ يَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الجَنَّةِ حَتَّى لاَ يَكُونُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُ النَّارَ، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الكِتَابُ، فَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا"

সহজ তরজমা

৬৯৬৬. আদম রহ... আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যিনি 'সত্যবাদী' এং 'সত্যবাদী বলে স্বীকৃত' আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন যে, তোমাদের প্রত্যেকের সৃষ্টি হলো এরূপ বীর্য থেকে যাকে মায়ের পেটে চল্লিশ দিন কিংবা চল্লিশ রাত একত্রিত রাখা হয়। তারপর অনুরূপ সময় আলাক হয়, তারপর অনুরূপ সময়ে গোশতপিন্ডে পরিনত হয়। তারপর আল্লাহ তা'আলা তার কাছে ফেরেশতা প্রেরণ করেন। এই ফেরেশতাকে চারটি জিনিস সম্পর্কে লিপিবদ্ধ করার জন্য হুকুম দেয়া হয়। যার ফলে ফেরেশতা তার রিযিক, আমল, আয়ু এবং সৌভাগ্য কিংবা হতভাগ্য হওয়া সম্পর্কে লিখে দেয়। তারপর তার মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করা হয়। এজন্যই তোমাদের কেউ জান্নাতীদের আমল করে এতটুকু অগ্রগামী হয়ে যায় যে, তার ও জান্নাতের মাঝখানে মাত্র এক গজের দূরত্ব থাকতেই তার ওপর লিখিত তাকদীর প্রবল হয়ে যায়। তখন সে দোযখীদের আমল করে। পরিশেষে সে দোযখেই প্রবেশ করে। আবার তোমাদের কেউ দোযখীদের ন্যায় আমল করে এমন পর্যায়ে পৌছে যে, তার ও দোযখের মধ্যে মাত্র এক গজের দূরত্ব থাকতে তার উপর তাকদীরের লেখনী প্রবল হয়, যদ্দরুন সে জান্নাতীদের ন্যায় আমল করে, ফলে জান্নাতেই প্রবেশ করে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পূণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১১১০-১১১১ পৃ.; পূর্বে: ৪৫৬, ৪৬৯, ৯৭৬ পৃ.।

তাশরীহ: ব্যাখ্যা জানার জন্য নাসরুলবারী-৭ম খন্ড, ৩৫৫ পৃ. দেখুন।

حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى . حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرٍّ . سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ . عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَالَ : يَا جِبْرِيلُ . مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَزُورَنَا أَكْثَرَ مِمَّا تَزُورُنَا . فَنَزَلَتْ : { وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا } [مريم : ٦٤] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ . قَالَ : كَانَ هٰذَا الْجَوَابَ لِمُحَمَّدٍ ﷺ

সহজ তরজমা

৬৯৬৭. খাল্লাদ ইবনে ইয়াহইয়া রহ... ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী রাসূলুল্লাহ ﷺ জিবরাঈলকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে জিবরাঈল! আপনি আমাদের সাথে যে পরিমাণ সাক্ষাৎ করেন, তার চাইতে অধিক সাক্ষাৎ করতে কিসে বাধা দেয়? এরই প্রেক্ষিতে কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয় : আমরা আপনার প্রতিপালকের আদেশ ব্যতীত অবতরণ করি না, যা আমাদের স্মুখে ও পিছনে আছে এবং যা এ দুয়ের অন্তবর্তী তা তাঁরই। আর আপনার প্রতিপালক ভুলবার নন... (৯৯ : ৬৪)। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, এটি মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ ﷺ এর প্রশ্নের জবাব।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পূণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ :১১১১ পৃ.; পূর্বে: ৪৫৭, (কিতাবুত তাফসীর) ৬৯১ পৃ.।

তাশরীহ: বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারী-৯ম খন্ড, কিতাবুত তাফসীর) ৪০৬ পৃ. দেখুন।

حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي حَرْثٍ بِالْمَدِينَةِ وَهُوَ مُتَكِئٌ عَلَى عَسِيبٍ، فَمَرَّ بِقَوْمٍ مِنَ اليَهُودِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: سَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لاَ تَسْأَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ، فَسَأَلُوهُ، «فَقَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى العَسِيبِ وَأَنَا خَلْفَهُ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يُوحَى إِلَيْهِ، فَقَالَ»: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ العِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا} [الإسراء: ٨٥]. فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: قَدْ قُلْنَا لَكُمْ لاَ تَسْأَلُوهُ

সহজ তরজমা

৬৯৬৮. ইয়াহইয়া রহ... আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে মদীনায় একটি কৃষিক্ষেত দিয়ে চলছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন একটি খেজুরের ডালের উপর ভর দিয়ে চলছিলেন। তারপর তিনি যখন ইহুদীদের এক গোত্রের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন তারা একে অপরকে বলতে লাগল তাঁকে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কর। আবার কেউ কেউ বলল, তাঁকে কিছু জিজ্ঞাসা করো না। পরিশেষে তাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খেজুরের শাখার ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। তখন আমি তাঁর পেছনেই ছিলাম। আমি ধারণা করছিলাম, তাঁর ওপর ওহু অবতীর্ণ হচ্ছে। পরে তিনি বললেন : "তোমাকে ওরা রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করে, বল, রূহ্ আমার প্রতিপালকের আদেশ ঘটিত। এবং তোমাদের সামান্য জ্ঞানই দেওয়া হয়েছে" (১৭:৮৫)। তখন তাদের একজন আরেকজনকে বলতে লাগল, বলেছিলাম তোমাদেরকে তাঁকে কোন প্রশ্ন করো না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের وَيَسْأَلُونَكَ الاية এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১১১১ পৃ.; পূর্বে: العلم অধ্যায়-২৪ পৃ.; তাফসীর অধ্যায় : ৬৮৬, ১০৮৪ পৃ.।

তাশরীহ: বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানার জন্য নাসরুল বারী-১ম খন্ড, ৫২৩ পৃ. তাছাড়া নাসরুল বারী-৯ম খন্ড (কিতাবুত তাফসীর)-৩৭০ পৃ.; অবশ্যই দেখুন।

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «تَكَفَّلَ اللهُ لِمَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ، لاَ يُخْرِجُهُ إِلَّا الجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ وَتَصْدِيقُ كَلِمَاتِهِ، بِأَنْ يُدْخِلَهُ الجَنَّةَ، أَوْ يَرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ، مَعَ مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ»

সহজ তরজমা

৬৯৬৯. ইসমাঈল রহ... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের উদ্দেশ্য নিয়ে যে ব্যক্তি বের হয়, আর আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ এবং তাঁর কালেমার বিশ্বাসই যদি তাকে বের করে থাকে, এমন ব্যক্তির জন্য আল্লাহ্ স্বয়ং যিম্মাদার হয়ে যান। হয়তো তাকে তিনি জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, নয়তো যে স্থান থেকে সে বের হয়েছিল সাওয়াব কিংবা গনীমতসহ তাকে সে স্থানে প্রত্যাবর্তন করাবেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের وَتَصْدِيقُ كَلِمَاتِهِ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১১১১ পৃ.; পূবে: ১০, ৩৯১, ৪৪০ পৃ.; সামনে : ১১১২ পৃ.।

তাশরীহ: প্রশ্ন এবং উত্তর সহ তাশরীহজানার জন্য নাসরুলবারী-১ম খন্ড, ২৯৩ পৃ.।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ الرَّجُلُ: يُقَاتِلُ حَمِيَّةً، وَيُقَاتِلُ شَجَاعَةً، وَيُقَاتِلُ رِيَاءً، فَأَيُّ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ قَالَ: «مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ العُلْيَا، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ»

সহজ তরজমা

৬৯৭০. মুহাম্মদ ইবনে কাসীর রহ... আবূ মূসা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এসে বলল, কেউ লড়াই করছে মর্যাদার জন্য, কেউ বীরত্বের জন্য, কেউ লোক দেখানোর জন্য। এদের কার লড়াইটা আল্লাহর পথে হচ্ছে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর বাণীকে বুলন্দ রাখার জন্য লড়াই করছে, সেটাই আল্লাহর পথে

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১১১১ পৃ.; পূর্বে: ২৩, ৩৯৪, ৪৪০ পৃ.।

তাশরীহ: তাশরীহ জানার জন্য নাসরুলবারী-১ম খন্ড, ৫১৯ পৃ. দেখুন।

بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

৩৮৯২. অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : আমার বাণী কোন বিষয়ে.... (২৭:৪০)

حَدَّثَنَا شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: «سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «لاَ يَزَالُ مِنْ أُمَّتِي قَوْمٌ ظَاهِرِينَ عَلَى النَّاسِ، حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللهِ

সহজ তরজমা

৬৯৭১. শিহাব ইবনে আব্বাদ রহ.... মুগীরা ইবনে শুবা রাযি. থেকে বর্ণিত।তিনি বলেন,আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি, আমার উম্মতের মধ্যে এমন একটি দল থাকবে, যারা আল্লাহর হুকুম আসা পর্যন্ত অন্যান্য লোকর বিরুদ্ধে সর্বদাই জয়ী থাকবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللهِ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পূণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১১১১ পৃ.; পূর্বে: ৫১৪, ১০৮৭ পৃ.। মুসলিম শরীফ। الجهاد অধ্যায়।

তাশরীহ: ظاهرين حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللهِ অর্থাৎ এমনটা কখনো হবে না যে, সকল মুসলমান পরাজিত হয়ে যাবে। ইমাম নববী রহ বলেন, সেটা হলো একটি বাতাস যা এসে সকল মুমিন নর-নারীর রুহ কজা করে নিবে। অন্য বর্ণনায় রয়েছে حتى تقوم الساعة (উমদাতুল কারী)

হাদীসে বর্ণিত সেই দলটি কোনটি? এ ব্যাপারে বিভিন্ন অভিমত রয়েছে। ইমাম বুখারী রহ এর অভিমত হলো- তারা হলো 'আহলে ইলম'। আর এটাই সর্বাদিক গ্রহণযোগ্য অভিমত। والله اعلم

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جَابِرٍ، حَدَّثَنِي عُمَيْرُ بْنُ هَانِئٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «لاَ يَزَالُ مِنْ أُمَّتِي أُمَّةٌ قَائِمَةٌ بِأَمْرِ اللهِ، مَا يَضُرُّهُمْ مَنْ كَذَّبَهُمْ وَلاَ مَنْ خَالَفَهُمْ، حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ» . فَقَالَ مَالِكُ بْنُ يُخَامِرَ، سَمِعْتُ مُعَاذًا، يَقُولُ: وَهُمْ بِالشَّأْمِ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: هَذَا مَالِكٌ يَزْعُمُ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاذًا يَقُولُ: وَهُمْ بِالشَّأْمِ

সহজ তরজমা

৬৯৭২. হুমায়দরী রহ. ..... মুআবিয়া রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি, আমার উম্মত থেকে একট দল সব সময় আল্লাহর হুকুমের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। যারা তাদেরকে মিথ্যুক প্রতিপন্ন করতে চাইবে কিংবা বিরোধিতা করবে, তারা তাদের কোন প্রকার ক্ষতি সাধণ করতে পারবে না। কিয়ামত আসা পর্যন্ত তারা এ অবস্থায় থাকবে। মালিক ইবনে ইয়ুখামির রহ বলেন, আমি মুআয রাযি. কে বলতে শুনেছি, তাঁরা হবে সিরিয়ার অধিবাসী। মুআবিয়া রাযি. বলেন, মালিক ইবনে ইয়ুখামির রাযি. বলেন, তিনি মুআয রাযি. কে বলতে শুনেছেন, তাঁরা হবে সিরিয়ার।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : পূর্বের হাদীসের যে মিল এই হাদীসেরও সেই মিল

হাদীসের পূণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১১১১ পৃ.; পূর্বে: ১৬, ৪৩৯, ৫১৪, ১০৮৭ পৃ.।

তাশরীহ: তাশরীহ জানার জন্য নাসরুলবারী-১ম খন্ড, ৩৯১ পৃ. দেখুন।

حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: وَقَفَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى مُسَيْلِمَةَ فِي أَصْحَابِهِ فَقَالَ: «لَوْ سَأَلْتَنِي هَذِهِ القِطْعَةَ مَا أَعْطَيْتُكَهَا، وَلَنْ تَعْدُوَ أَمْرَ اللهِ فِيكَ، وَلَئِنْ أَدْبَرْتَ لَيَعْقِرَنَّكَ اللهُ»

সহজ তরজমা

৬৯৭৩. আবুল ইয়ামান রহ. ..... ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত।তিনি বলেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা মুসলায়লামার কাছে একটু অবস্থান করলেন। তখন সে তার সাথী-সঙ্গীদের মধ্যে ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে লক্ষ্য করে বললেন : তুমি যদি আমার কাছে এ টুকরাটিও চাও, তাহলে আমি তোমাকে তাও তো দিচ্ছি না। তোমার ব্যাপারে আল্লাহ্ যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন তা তুমি অতিক্রম করতেও পারবে না। আর যদি তুমি ফিরে যাও, তাহলে আল্লাহ্ স্বয়ং তোমাকে ধ্বংস করে দেবেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের وَلَنْ تَعْدُوَ أَمْرَ اللهِ فِيكَ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পূণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১১১১ পৃ.; পূর্বে: ৫১১, (মাগাযী)- ৬২৮ পৃ.।

তাশরীহ: ব্যাখ্যা জানার জন্য নাসরুল বারী-৮ম খন্ড, ৪৫২ পৃ. দেখুন।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ الوَاحِدِ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: بَيْنَا أَنَا أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي بَعْضِ حَرْثِ المَدِينَةِ وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى عَسِيبٍ مَعَهُ فَمَرَرْنَا عَلَى نَفَرٍ مِنَ اليَهُودِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ سَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لاَ تَسْأَلُوهُ أَنْ يَجِيءَ فِيهِ بِشَيْءٍ تَكْرَهُونَهُ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَنَسْأَلَنَّهُ. فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَالَ: يَا أَبَا القَاسِمِ مَا الرُّوحُ؟ «فَسَكَتَ عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ فَعَلِمْتُ أَنَّهُ يُوحَى إِلَيْهِ» . فَقَالَ: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتُوا مِنَ العِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا) . قَالَ الأَعْمَشُ هَكَذَا فِي قِرَاءَتِنَا

সহজ তরজমা

৬৯৭৪. মূসা ইবনে ইসমাঈল রহ.. .আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে মদীনায় এক কৃষিক্ষেত কিংবা অনাবাদী জায়গা দিয়ে চলছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের সাথে রক্ষিত একটা খেজুরের শাখার উপর ভর দিয়ে চলছিলেন। তারপর আমরা একদল ইহুদীকে অতিক্রম করে যাচ্ছিলাম। তাদের একে অপরকে বলতে লাগল, তাঁকে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কর। আবার তাদের কেউ কেউ বলল- তাঁকে জিজ্ঞাসা করো না। হয়তো তিনি এমন জিনিস উপস্থাপন করে দেবেন, যা তোমাদের কাছে অপসন্দনীয় লাগবে। তা সত্ত্বেও তাদের কেউ বলে উঠল, আমরা অশ্যাই তাঁকে জিজ্ঞাসা করব। তরপর তাদেরই একজন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দিকে এগিয়ে জিজ্ঞাসা করল, হে আবুল কাসিম! রূহ কি? এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নীরব রইলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি তখন বুঝতে পেরেছিলাম, তাঁর প্রতি ওহী অবতীর্ণ হচ্ছে, এরপর তিনি (নিম্নোক্ত আয়াত) পড়লেন : "তোমাকে ওরা রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বল, রূহ আমার প্রতিপালকের আদেশ ঘটিত। এবং তোমাদের সামান্য জ্ঞানই দেওয়া হয়েছে।: (১৭ : ৮৫)। আমাশ বললেন, আয়াতে وما اوتوا আমাদের কিরাআতে এমনই বিদ্যমান আছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : আল্লামা আইনী রহ বলেন যে, এই হাদীসটি এই বাবের পূর্বোক্ত বাবে অতিবাহিত হয়েছে। (উমদাতুলকারী)

হাদীসের পুণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১১১১-১১১২ পৃ.; পূর্বে: ২৪, ১৮৬, ১০৮৪, ১১১১ পৃ.।

তাশরীহ: বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুলবারী-১ম খন্ড, ৫২৩ পৃ.; দেখুন।

بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {قُلْ لَوْ كَانَ البَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ البَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا} [الكهف. {وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلاَمٌ وَالبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللهِ} . {إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى العَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلاَ لَهُ الخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ العَالَمِينَ} {سَخَّرَ} [التوبة: ٧٩] : «ذَلَّلَ»

৩৮৯৩. অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : বল, আমার প্রতিপালকের কথা লিপিবদ্ধ করার জন্য সমুদ্র যদি কালি হয়... শেষ পর্যন্ত (১৮ : ১০৯)। মহান আল্লাহর বাণী : পৃথিবীর সমস্ত বৃক্ষ যদি কলম হয় এবং এই যে সমুদ্র এর সাথে যদি আরও সাত সমুদ্র যুক্ত হয়ে কালি হয়, তবুও আল্লাহর বাণী নিঃশেষ হবে না।আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় (৩১ :২৭)। মহান আল্লাহর বাণী : তোমাদর প্রতিপালক আল্লাহ, যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। তারপর তিনি আরশে অধিষ্ঠিত হন...মহিমাময় প্রতিপালক আল্লাহ্, জগতসমূহের প্রতিপালখ। (৭ : ৫৪) سخر অর্থ ذلل অধীন করা।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «تَكَفَّلَ اللهُ لِمَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ، لاَ يُخْرِجُهُ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا الجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ وَتَصْدِيقُ كَلِمَتِهِ، أَنْ يُدْخِلَهُ الجَنَّةَ، أَوْ يَرُدَّهُ إِلَى مَسْكَنِهِ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ»

সহজ তরজমা

৬৯৭৫. আবদুল্লাহ ইবনে ইউসুফ রহ... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : আল্লাহর পথে জিহাদের উদ্দেশ্য নিয়ে যে ব্যক্তি বের হবে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ এবং তাঁর কলেমার প্রতি বিশ্বাস ব্যতীত অন্য কিছু তাকে তার ঘর থেকে বের করেনি, তবে এমন ব্যক্তির জন্য আল্লাহ যামিন হয়ে যান। হয়তো বা তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেবেন, নতুবা সে যে সাওয়াব ও গনীমাত হাসিল করছে, তা সহ তিনি তাকে তার আবাসস্থলে প্রত্যাবর্তিত করবেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের وَتَصْدِيقُ كَلِمَتِهِ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১১১২ পৃ.; পূর্বে : ১০, (জিহাদ), ৩৯১, ৪৪০ পৃ.;।

তাশরীহ: বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুলবারী-১ম খন্ড, ২৯৩ পৃ. দেখুন।

بَابُ فِي الْمَشِيئَةِ وَالإِرَادَةِ: {وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ}

৩৮৯৪. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর ইচ্ছা ও চাওয়া।

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ} [آل عمران: ٢٦] . {وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ} [الكهف: ٢٤] . {إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ} [القصص: ٥٦] قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِيهِ: نَزَلَتْ فِي أَبِي طَالِبٍ {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: ١٨٥]

সহজ তরজমা

মহান আল্লাহর বাণী : তোমরা ইচ্ছা করবে না যদি না আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন (৭৬ : ৩০)–। আল্লাহ তা'আলার বাণী : তুমি যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা প্রদান কর (৩ : ২৬)। মহান আল্লাহর বাণী : কখনই তুমি কোন বিষয়ে বলবে না, 'আমি তা আগামী কাল করব, আল্লাহর ইচ্ছা করলে' এ কথা না বলে (১৮ : ২৩-২৪)। মহান আল্লাহর বাণী, তুমি যাকে ভালবাস, ইচ্ছা করলেই তাকে সৎপথে আনতে পারবে না। তবে আল্লাহ যাকে চান তাকে সৎপথে আনয়ন করেন। (২৮ : ৫৬)।

সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব রাযি. তাঁর পিতা মুসাইয়্যাব থেকে বলেন, উপরোক্ত আয়াত আবু তালিব সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। মহান আল্লাহর বাণী : আল্লাহ্ তোমাদর জন্য যা সহজ তা চান এবং যা তোমাদের জন্য কষ্টকর তা চান না। (২:১৮৫)

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

ইবনে বাত্তাল রহ বলেন, এই বাব দ্বারা ইমাম বুখারী রহ এর আল্লাহ তাআলার জন্য مشيئة ও ارادة কে সাব্যস্ত করা এবং উভয়টার অর্থ এক অভিন্ন একথা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। ارادة তাঁর সত্ত্বাগত একটি গুণ আর মুতাযিলারা বলে এটি তার কর্মগত একটি গুণ। তাদের এধারণা ফাসেদ। (ফাতহুল বারী)

আল্লাহ তাআলার বাণী- {وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ} [التكوير: ٢٩] অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অভিপ্রায়ের বাইরে অন্য কিছুই ইচ্ছা করতে পার না। (সূরা আত- তাকবীর-২৯)

এই আয়াতে কারীমাটি দালালাত করে যে, আল্লাহ তাআলাই বান্দার কর্মের সৃষ্টিকর্তা, আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা ব্যতীত তারা কিছুই করতে পারে না।

এই আয়াতে إلا ان يشاء দ্বারা কাদরীয়া সম্প্রদায় কে রদ করা হয়েছে, যারা বলে যে, বান্দা স্বীয় কর্মের ব্যাপারে স্বাধীন। আর এর পূর্বের আয়াত {لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ} [التكوير: ٢٨] র দ্বারা 'জবাবরিয়াদের কে রদ করা হয়েছে, যারা মানুষদের ইট, পাথরের মতো অনুভূতিহীন বলে থাকে। অতএব, উপরোক্ত কথা দ্বারা বুঝে আসে যে, মানুষ স্বীয় কর্মের ব্যাপারে স্বাধীন নয় এবং বাধ্যগত ও নয় বরং এদুয়ের মাঝামাঝি।

আল্লাহর বাণী {تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ} الاية অর্থাৎ তুমি যাকে ইচ্ছা রাজ্য দান কর। (আলে ইমরান-২৬)

আল্লাহর বাণী- {وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا () إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ} [الكهف: ٢٣، ٢٤] অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার ইচ্ছার সাথে সম্পৃক্ত করা ব্যতীত আপনি কোন কাজের বিষয়ে বলবেন না য, সেটি আমি আগামীকাল করব।
-(সূরা কাহফ: ২৩-২৪)

আল্লাহর বাণী- {إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ} [القصص: ٥٦] অর্থাৎ, আপনি যাকে পছন্দ করেন, তাকে সৎপথে আনতে পারবেন না, তবে আল্লাহ তাআলাই যাকে ইচ্ছা তাকে সৎপথে আনয়ন করেন।
-(সূরা কাসাস-৫৬)

সাঈদ ইবনুল মুয়ায়্যিব স্বীয় পিতা হযরত মুসায়্যিব ইবনে হযন রাযি. থেকে বর্ণনা করেন যে, إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ الخ এই আয়াতটি আবু তালেবের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। এই রেওয়াতটি বুখারী শরীফ : ৭০২-৭০৩ পৃষ্ঠায় অতিবাহিত হয়েছে। অনুবাদ ও ব্যাখ্যা জানার জন্য নাসরুলবারী-৯ম খন্ড, ৪৮৭ পৃ. দেখুন।

আল্লাহর বাণী { يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ } [البقرة: ١٨٥] অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য সহজ করতে চান, তোমাদের জন্য জটিলতা কামনা করেন না। (বাকারা-১৮৫)

তাশরীহ: ইসলামী শরীয়তের সকল বিধানাবলী সহজ, যেমন হাদীস শরীফে এসেছে যে, ان الدين يسر এটিই পূর্বোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা। বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুলবারী-১ম খন্ড, ২৯৭-২৯৮ পৃ. দেখুন।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا دَعَوْتُمُ اللَّهَ فَاعْزِمُوا فِي الدُّعَاءِ، وَلاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ إِنْ شِئْتَ فَأَعْطِنِي، فَإِنَّ اللَّهَ لاَ مُسْتَكْرِهَ لَهُ»

সহজ তরজমা

৬৯৭৬. মুসাদ্দাদ রহ... আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন তোমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করবে, তখন দোয়ার দৃঢ় ও সংকল্পবদ্ধ থাকবে। তোমাদের কারোরই এমন কথা কখনো বলা চাই না যে, (হে আল্লাহ!) তুমি যদি চাও, তাহলে আমাকে দান কর। কেননা, আল্লাহকে বাধ্যকারী এমন কেউ নেই।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের ان شئت এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ :১১১২ পৃ. পূর্বে: ৯৩৮ পৃ.

حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، ح وحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي أَخِي عَبْدُ الحَمِيدِ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ طَرَقَهُ وَفَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةً فَقَالَ لَهُمْ أَلاَ تُصَلُّونَ قَالَ عَلِيٌّ: فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا أَنْفُسُنَا بِيَدِ اللَّهِ فَإِذَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَنَا بَعَثَنَا، فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ قُلْتُ ذَلِكَ، وَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ شَيْئًا ثُمَّ سَمِعْتُهُ وَهُوَ مُدْبِرٌ يَضْرِبُ فَخِذَهُ وَيَقُولُ { وَكَانَ الإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا } [الكهف: ٥٤]

সহজ তরজমা

৬৯৭৭. আবুল ইয়ামান ও ইসমাঈল রহ... আলী ইবনে আবূ তালিব রাযি. থেকে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ও রাসূল-তনয়া ফাতিমার কাছে রাতে এসেছেন। তিনি তাদেরকে বললেন : তোমরা নামায আদায় করছ না? আলী বলেন, তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের জীবন অবশ্যই আল্লাহর হাতে।তিনি যখন আমাদেরকে ঘুম থেকে জাগিয়ে ওঠাতে চান জাগিয়ে ওঠান। আমি এ কথা বলার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ ফিরে চললেন। আর আমার কথার কোন উত্তর করলেন না। যাওয়ার সময় তাঁকে উরুর ওপর হাত মেরে বলতে শুনেছি, মানুষ অধিকাংশ বিষয়েই বড্ড ঝগড়াটে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের اذا شاء এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ :১১১২ পৃ.; পূর্বে: ১৫২ (তাফসীর)-৬৮৭, ১০৯১ পৃ.।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، حَدَّثَنَا هِلاَلُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ خَامَةِ الزَّرْعِ يَفِيءُ وَرَقُهُ مِنْ حَيْثُ أَتَتْهَا الرِّيحُ تُكَفِّئُهَا، فَإِذَا سَكَنَتِ اعْتَدَلَتْ، وَكَذَلِكَ الْمُؤْمِنُ يُكَفَّأُ بِالْبَلاَءِ، وَمَثَلُ الْكَافِرِ كَمَثَلِ الأَرْزَةِ صَمَّاءَ مُعْتَدِلَةً حَتَّى يَقْصِمَهَا اللهُ إِذَا شَاءَ»

সহজ তরজমা

৬৯৭৮. মুহাম্মদ ইবনে সিনান রহ... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত।তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ঈমানদার শস্যাক্ষেত্রের নরম ডগার মত। জোরে বাতাস এলেই তার পাতা ঝুঁকে পড়ে।যখন বাতাস থেমে যায়, তখন আবার স্থির হয়ে যায়। ঈমানদারদেরকে বালা-মুসিবত দ্বারা এভাবেই ঝুঁকিয়ে রাখা হয়। আর কাফেরের উদাহরণ দেবদারু গাছ, যা একেবারেই কঠিন ও সোজা হয়। যদ্দরুন আল্লাহ যখন ইচ্ছা করেন সেটিকে মূলসহ উপড়ে ফেলেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের إذا شاء এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পূণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১১১২ পৃ.; পূর্বে: ৮৪৩ পৃ.।

حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ، يَقُولُ: إِنَّمَا بَقَاؤُكُمْ فِيمَا سَلَفَ قَبْلَكُمْ مِنَ الأُمَمِ كَمَا بَيْنَ صَلاَةِ الْعَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ أُعْطِيَ أَهْلُ التَّوْرَاةِ التَّوْرَاةَ فَعَمِلُوا بِهَا حَتَّى انْتَصَفَ النَّهَارُ ثُمَّ عَجَزُوا فَأُعْطُوا قِيرَاطًا قِيرَاطًا ثُمَّ أُعْطِيَ أَهْلُ الإِنْجِيلِ الإِنْجِيلَ فَعَمِلُوا بِهِ حَتَّى صَلاَةِ الْعَصْرِ ثُمَّ عَجَزُوا فَأُعْطُوا قِيرَاطًا قِيرَاطًا ثُمَّ أُعْطِيتُمُ الْقُرْآنَ فَعَمِلْتُمْ بِهِ حَتَّى غُرُوبِ الشَّمْسِ فَأُعْطِيتُمْ قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ قَالَ أَهْلُ التَّوْرَاةِ رَبَّنَا هَؤُلاَءِ أَقَلُّ عَمَلاً وَأَكْثَرُ أَجْرًا؟ قَالَ هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ أَجْرِكُمْ مِنْ شَيْءٍ؟ قَالُوا لاَ فَقَالَ فَذَلِكَ فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ

সহজ তরজমা

৬৯৭৯. আল হাকাম ইবনে নাফি' রহ... আবদুল্লাহ উব্‌ন উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনছি, যখন তিনি মিম্বরে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি বললেন : তোমাদের আগের উম্মতদের তুলনায় তোমাদের অবস্থানকাল আসরের নামায ও সূর্যাস্তের মধ্যবর্তী সময়। তাওরাতের ধারকগণকে তাওরাত প্রদান করা হলে তারা সে অনুযায়ী আমল করল, তবে দুপুর হলে তারা অপারগ হয়ে পড়ল। এ জন্য তাদেরকে এক এক কীরাত করে পারিশ্রমিক হিসাবে দেওয়া হলা। অত:পর ইনজীলের ধারকগণকে ইনজীল প্রদান করা হলো, তারা তদনুযায়ী আমল করল আসরের নামায পর্যন্ত, তারপর তারা অক্ষম হয়ে পড়ায় তাদেরকে দেওয়া হলো এক এক কীরাত করে।(সর্বশেষে)তোমাদেরকে কুরআন দেওয়া হলো। ফলে এই কুরআন অনুযায়ী তোমরা আসর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আমল করেছ। এ জন্য তোমাদেরকে দুই কিরাত দুই কিরাত করে পারিশ্রমিক দেওয়া হয়েছে।তাওরাতের ধারকগণ বললো, হে আমাদের প্রতিপালক! এরাতো আমলে সর্বাপেক্ষা কম আবার পারিশ্রমিকে সবচেয়ে বেশি। আল্লাহ্ তখন বললেন : তোমাদের পারিশ্রমিকে তোমাদেরকে কিছু যুলুম করা হয়েছি কি? তারা বলল, না। তখন আল্লাহ বললেন, সেটি হচ্ছে আমার অনুগ্রহ আমি যাকে চাই তাকে দিয়ে থাকি।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের من اشاء এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১১১২ পৃ.: পূর্বে : ৭৯, ৩০২, ৪৯১, ৭৫১ পৃ.: ১১২৪ পৃ.।

তাশরীহঃ আল্লামা আইনী রহ ও আল্লামা কিরমানী রহ বলেন انما بقائكم فيما سلف ظاهره ليس بمراده (উমদাদুল কারী) অর্থাৎ যেহেতু في টি ظرفية এর জন্য আসে, তাই বাহ্যিক হাদীস দ্বারা এই ভাবার্থ বুঝে আসে যে, এই উম্মাতে মোহাম্মাদীর অবস্থান পূর্বোক্ত উম্মতের যামানার মধ্যে হয়েছে অথচ এই উদ্দেশ্য অকাট্য নয়।

انما معناه ان نسبتكم اليهم كنسبة وقت العصر الى تمام النهار

সারকথা হলো এই যে, في টি الى এর অর্থে, আর ইবারাতের মধ্যে مضاف অর্থাৎ نسبة শব্দটি উহ্য রয়েছে। তাই মূল ইবারাত হবে انما بقاؤكم بالنسبة الى ما سلف الخ মর্মার্থ হলো এই যে, পূর্ববর্তী উম্মতের অবস্থানকালের বিবেচনায় তোমাদের অবস্থানকাল হলো পুরো দিনের বিবেচনায় আসর থেকে মাগরীব পর্যন্ত সময়টুকু। প্রকাশ থাকে যে, পূর্ণ দিনের বিপরীতে আসর থেকে মাগরীব পর্যন্ত সময় খুবই কম।

আরো বিস্তারিত জানার জন্য-নাসরুলবারী-৩য় খন্ড, ১৬২ পৃ. দেখুন।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ الْمُسْنَدِيُّ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي رَهْطٍ، فَقَالَ: "أُبَايِعُكُمْ عَلَى أَنْ لاَ تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا، وَلاَ تَسْرِقُوا، وَلاَ تَزْنُوا، وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ، وَلاَ تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، وَلاَ تَعْصُونِي فِي مَعْرُوفٍ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَأُخِذَ بِهِ فِي الدُّنْيَا، فَهُوَ لَهُ كَفَّارَةٌ وَطَهُورٌ، وَمَنْ سَتَرَهُ اللهُ، فَذَلِكَ إِلَى اللهِ: إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ"

সহজ তরজমা

৬৯৮০. আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ রহ.. .উবাদা ইবনে সামিত রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদল লোকের সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে বায়'আত করেছি। তিনি বললেন : আমি তোমাদের বায়'আত এ শর্তে কবূল করছি যে, তোমরা আল্লাহর সঙ্গে কোন কিছুকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, তোমাদের হাত ও পায়ের মধ্যবর্তী লজ্জাস্থানকে কেন্দ্র করে কোন ভিত্তিহীন জিনিস গড়বে না, কোন ভাল কাজে আমার অবাধ্য হবে না। তোমাদের থেকে যারা ওসব যথাযথ পুরা করবে, আল্লাহর কাছে তার প্রতিদান রয়েছে। আর যারা ওসব নিষিদ্ধ জিনিসের কোনটায় লিপ্ত হয়ে গেলে তাকে যদি সে কারণে দুনিয়ায় শাস্তি প্রদান করা হয়, তাহলে তা হবে তার জন্য কাফ্ফারা এবং পবিত্রতা। আর যাদের দোষ আল্লাহ্ ঢেকে রাখেন সেটি আল্লাহর ইচ্ছাধীন বিষয়।তিনি ইচ্ছা করলে শাস্তি দিবেন, ইচ্ছা করলে ক্ষমা করে দেবেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের শেষাংশের মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পূণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১১১২-১১১৩ পৃ.; পূর্বেঃ ০৭, ৫৫০-৫৫১, ৫৭০, ৭২৭, ১০০৩, ১০০৪, ১০১৫, ১০৭০ পৃ.;।

حدود কাফফারা কি না? এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জণ্য নাসরুলবারী-১ম খন্ড, ২৪৫ পৃ. দেখুন।

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ نَبِيَّ اللهِ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ لَهُ سِتُّونَ امْرَأَةً، فَقَالَ: لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى نِسَائِي فَلْتَحْمِلْنَ كُلُّ امْرَأَةٍ، وَلْتَلِدْنَ فَارِسًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَطَافَ عَلَى نِسَائِهِ، فَمَا وَلَدَتْ مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَةٌ وَلَدَتْ شِقَّ غُلَامٍ". قَالَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ كَانَ سُلَيْمَانُ اسْتَثْنَى لَحَمَلَتْ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ، فَوَلَدَتْ فَارِسًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ»

সহজ তরজমা

৬৯৮১. মুআল্লা ইবনে আসাদ রহ. ..... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর নবী সুলায়মানের ষাটজন স্ত্রী ছিল। একদা সুলায়মান আ বললেন, আজ রাতে আমার সব স্ত্রীর কাছে যাব। যার ফলে স্ত্রীরা সবাই গর্ভবর্তী হয়ে এক একজন সন্তান প্রসব করবে, যারা অশ্বারোহী অবস্থায় আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। অতএব সুলায়মান আ. তাঁর সব স্ত্রীর কাছে গেলেন, তবে তাদের থেকে একজন স্ত্রী ছাড়া আর কেউ গর্ভবর্তী হলো না। সেও প্রসব কলো একটি অপূর্ণাঙ্গ সন্তান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : যদি সুলায়মান আ. ইনশা আল্লাহ্ বলতেন, তাহলে স্ত্রীরা সবাই গর্ভবতী হয়ে যেতো এবং প্রসব করতো এমন সন্তান যারা অশ্বারোহী অবস্থায় আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করত।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের اسْتَثْنَاء এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে। কেননা অভিধানে اسْتَثْنَاء হলো لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللهُ (উমদাতুল কারী)

হাদীসের পূণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১১১৩ পৃ.; পূর্বে: ৩৯৬, ৪৮৭, ৭৮৮, ৯৮২, ৯৯৪ পৃ.।

তাশরীহ: ব্যাক্যা জানার জন্য নাসরুলবারী -৭ম খন্ড, ৩৬-৩৭ পৃ. দেখুন।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الحَذَّاءُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ عَلَى أَعْرَابِيٍّ يَعُودُهُ فَقَالَ: «لَا بَأْسَ عَلَيْكَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللهُ». قَالَ: قَالَ الأَعْرَابِيُّ: طَهُورٌ بَلْ هِيَ حُمَّى تَفُورُ عَلَى شَيْخٍ كَبِيرٍ تُزِيرُهُ القُبُورَ. قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَنَعَمْ إِذًا»

সহজ তরজমা

৬৯৮২. মুহাম্মদ রহ... ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক বেদুঈনের কাছে প্রবেশ করলেন তার রোগের খোঁজ খবর নিতে। তিনি বললেন : আমার চিন্তার কোন কারণ নেই। ইনশা আল্লাহ্ তুমি সুস্থ হয়ে যাবে। বেদুঈন বলল সুস্থতা? না, বরং এটি এমন জ্বর যা একজন প্রবীণ বুড়োকে সিদ্ধ করছে, ফলে তাকে কবরে নিয়ে ছাড়বে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : হ্যাঁ, তাহলে সেরূপই।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের إِنْ شَاءَ اللهُ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পূণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১১১৩ পৃ.; পূর্বে: ৫১১, ৮৪৪, ৮৪৫ পৃ.।

حَدَّثَنَا ابْنُ سَلَامٍ، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، حِينَ نَامُوا عَنِ الصَّلَاةِ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللهَ قَبَضَ أَرْوَاحَكُمْ حِينَ شَاءَ، وَرَدَّهَا حِينَ شَاءَ» . فَقَضَوْا حَوَائِجَهُمْ، وَتَوَضَّئُوا إِلَى أَنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَابْيَضَّتْ، فَقَامَ فَصَلَّى

সহজ তরজমা

৬৯৮৩. ইবনে সালাম রহ... আবূ কাতাদা তাঁর পিতা রাযি. থেকে বর্ণিত। যখন তাঁরা নামায থেকে ঘুমিয়ে ছিলেন তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন : আল্লাহ্ তা'আলা যখন ইচ্ছা করেন তোমাদের রূহকে নিয়ে নেন, আর যখন ইচ্ছা ফিরিয়ে দেন। এরপর তারা তাদের প্রয়োজন সেরে নিলেন এবং ওযূ করলেন। এতে সূর্য উদিত হয়ে শ্বেতবর্ণ হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ ﷺ উঠলেন, নামায আদায় করলেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের حِينَ شَاءَ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১১১৩ পৃ. পূর্বে: ৮৩ পৃ.

তাশরীহ: 'খায়বর' থেকে ফেরার পথে পুরো সৈন্যবাহিনী ঘুমিয়ে গিয়েছিলো এমনকি সকালের (ফজরের) নামায কাযা হয়ে গিয়েছিল। এ ব্যাপারে বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানার জন্য নাসরুল বারী ৩য় খন্ড, ২০৩ পৃ. দেখুন।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَالأَعْرَجِ، ح وحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي أَخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: اسْتَبَّ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَرَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ، فَقَالَ الْمُسْلِمُ: وَالَّذِي اصْطَفَى مُحَمَّدًا عَلَى الْعَالَمِينَ فِي قَسَمٍ يُقْسِمُ بِهِ، فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْعَالَمِينَ، فَرَفَعَ الْمُسْلِمُ يَدَهُ عِنْدَ ذٰلِكَ فَلَطَمَ الْيَهُودِيَّ، فَذَهَبَ الْيَهُودِيُّ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِهِ، وَأَمْرِ الْمُسْلِمِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا تُخَيِّرُونِي عَلَى مُوسَى، فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيقُ، فَإِذَا مُوسَى بَاطِشٌ بِجَانِبِ الْعَرْشِ، فَلَا أَدْرِي أَكَانَ فِيمَنْ صَعِقَ فَأَفَاقَ قَبْلِي، أَوْ كَانَ مِمَّنِ اسْتَثْنَى اللهُ»

সহজ তরজমা

৬৯৮৪. ইয়াহইয়া ইবনে কাযাআ ও ইসমাঈল রহ... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা একজন মুসলমান ও একজন ইহুদী পরস্পর গালমন্দ করল। মুসলিম ব্যক্তিটি বলল, সে মহান সত্তার কসম! যিনি জগতসমূহের ওপর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে মনোনীত করেছেন। এরপর ইহুদীটিও বলল, সে মহান সত্তার কসম! যিনি জগতসমূহের ওপর মূসা আ-কে মনোনীত করেছেন। এরপরই মুসলিম লোকটি হাত উঠিয়ে ইহুদীকে চপেটাঘাত করল। এই প্রেক্ষিতে ইহুদী রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে গেল এবং তার ও মুসলিম ব্যক্তির মধ্যে যা ঘটেছে তা জানাল। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমরা আমাকে মূসার উপর প্রাধান্য দিও না। কেননা, সব মানুষ (শিংগায় ফুৎকারে) বেহুঁশ হয়ে যাবে। তখন সর্বপ্রথম আমি হুঁশ ফিরে পাব। পেয়েই দেখব, মূসা আ আরশের একপাশ ধরে আছেন। অতএব আমি জানি না, তিনি কি বেহুঁশ হয়ে আমার আগেই হুঁশ ফিরে পেয়ে গেলেন, নাকি তিনি তাঁদের অন্তর্ভুক্ত, যাদেরকে আল্লাহ্ বেহুঁশ হওয়া থেকে মুক্ত রেখেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের مِمَّنِ اسْتَثْنَى اللهُ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে। কেননা, এর দ্বারা আল্লাহ তাআলার বাণী: فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللهُ এর দিকে ইশারা করেছেন।

হাদীসের পুণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১১১৩ পৃ.; পূর্বে: ৩২৫. ৪৮৪, ৪৮৫, ৭১১, ৯৬৫ পৃ.।

তাশরীহ: لَا تُخَيِّرُونِي:

(১) অর্থাৎ তোমরা হযরত মূসা আ. এর উপর আমাকে এমনভাবে শ্রেষ্ঠত্ব দিওনা যাতে করে হযরত মূসা আ. এর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শিত হয়।

(২) কিংবা মতলব হলো এই যে, মনগড়া কোন শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করো না। বরং শরীয়ত যতটুকু অনুমতি দেয় ততটুকুই বলো।

(৩) অথবা এটা ঐ সময়কার কথা যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জানানো হয়নি যে, আপনি সকল নবীদের থেকে শ্রেষ্ঠ। আরো বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারী-৯ম খন্ড, (তাফসীর)- ২২৭ পৃষ্ঠার, প্রশ্ন ওউত্তর দেখুন।

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي عِيسَى. أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ. أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ. عَنْ قَتَادَةَ. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمَدِينَةُ يَأْتِيهَا الدَّجَّالُ. فَيَجِدُ الْمَلَائِكَةَ يَحْرُسُونَهَا فَلَا يَقْرَبُهَا الدَّجَّالُ. وَلَا الطَّاعُونُ إِنْ شَاءَ اللهُ»

সহজ তরজমা

৬৯৮৫. ইসহাক ইবনে আবূ ঈসা রহ... আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : দাজ্জাল মদীনার উদ্দেশ্যে আসবে, তবে সে ফেরেশতাদেরকে মদীনা পাহারারত দেখতে পাবে। সুতরাং দাজ্জাল ও প্লেগ মদীনার কাছেও আসতে পারবে না ইনশা আল্লাহ।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের إِنْ شَاءَ اللهُ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ :১১১৩ পৃ.; পূর্বে ১০৫৬ পৃ.

তাশরীহ: كتاب الفتن এ কানা দাজ্জাল সম্পর্কে রেওয়াত অতিবাহিত হয়েছে যে, এই কানা দাজ্জাল মদীনার নিকটবর্তী মদীনা থেকে এক মাইল বা আরো বেশী দূরত্বে লবণাক্ত যমিনে অবতরণ করবে এবং মদীনায় প্রবেশের চেষ্টা করবে, কিন্তু মদীনা শরীফ ফেরেস্তাদের হেফাজতে থাকার কারনে কানা দাজ্জাল প্রবেশ করতে পারবে না। এই কানা দাজ্জালের আবির্ভাব আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে পরীক্ষা স্বরূপ হবে। কাফের মুনাফিকরা কানা দাজ্জালের কাছে চলে যাবে। মুনাফিক দ্বারা সম্ভবত রাফেজীগণ উদ্দেশ্য হবে।

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ. أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ. عَنِ الزُّهْرِيِّ. حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ. أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ. فَأُرِيدُ إِنْ شَاءَ اللهُ أَنْ أَخْتَبِيَ دَعْوَتِي. شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

সহজ তরজমা

৬৯৮৬. আবুল ইয়ামান রহ... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : প্রত্যেক নবীর একটি (বিশেষ) দোয়া রয়েছে। আমার সে দোয়াটি কিয়ামতের দিন আমার উম্মতের শাফাআতের জন্য লুকিয়ে রাখার ইচ্ছা করছি, ইনশাআল্লাহ।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের إِنْ شَاءَ اللهُ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১১১৩ পৃ.; পূর্বে: ৯৩২ পৃ.।

حَدَّثَنَا يَسَرَةُ بْنُ صَفْوَانَ بْنِ جَمِيلٍ اللَّخْمِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي عَلَى قَلِيبٍ، فَنَزَعْتُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ أَنْزِعَ، ثُمَّ أَخَذَهَا ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ فَنَزَعَ ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنِ وَفِي نَزْعِهِ ضَعْفٌ، وَاللهُ يَغْفِرُ لَهُ، ثُمَّ أَخَذَهَا عُمَرُ فَاسْتَحَالَتْ غَرْبًا، فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًّا مِنَ النَّاسِ يَفْرِي فَرِيَّهُ حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ حَوْلَهُ بِعَطَنٍ»

সহজ তরজমা

৬৯৮৭. ইয়াসারা ইবনে সাফওয়ান ইবনে জামীল লাখিমী রহ. ..... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : একদা আমি ঘুমন্ত অবস্থায় আমাকে একটি কূপের কাছে দেখতে পেলাম। তারপর আমি সে কূপ থেকে আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী পানি ওঠালাম। তারপর আবূ কাহাফার পুত্র (আবূ বাকর) তা (হাতে) নিলেন এবং তিনি এক বা দুই বালতি উঠালেন। তার ওঠানোর মধ্যে একটু দূর্বলতা ছিল। তাকে আল্লাহ্ মাফ করুন। তারপর উমর তা (হাতে) নিলেন। তখন তা বিরাট একটি বালতিতে রূপান্তরিত হল। আমি লোকের মধ্যে কোন মহাবীরকেও তার মত পানি তুলতে আর দেখিনি। এমনকি লোকেরা কূপটির পার্শ্বে উটশালা তৈরী করে নিল।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের مَا شَاءَ اللهُ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১১১৩ পৃ.; পূর্বে: ৫১৭. ১০৩৯, ১০৪০ পৃ.।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ العَلَاءِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَتَاهُ السَّائِلُ وَرُبَّمَا قَالَ جَاءَهُ السَّائِلُ أَوْ صَاحِبُ الحَاجَةِ، قَالَ: اشْفَعُوا فَلْتُؤْجَرُوا وَيَقْضِي اللهُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ مَا شَاءَ

সহজ তরজমা

৬৯৮৮. মুহাম্মদ ইবনে আলা রহ... আবূ মূসা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর অভ্যাস ছিল, তাঁর কাছে কোন ভিক্ষুক কিংবা অভাবী লোক এলে তিনি সাহাবাদের বলতেন, তোমরা তার জন্য সুপারিশ কর, এর প্রতিদান পাবে। আর আল্লাহ তাঁর রাসূলের মুখ দিয়ে তাই প্রকাশ করে থাকেন, যা তিনি চান।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের مَا شَاءَ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ :১১১৩-১১১৪ পৃ.; পূর্বে: ১৯২, ৮৯০, ৮৯১ পৃ.।

তাশরীহ: হাদীস শরীফের মতলব হলো এই যে, আল্লাহ তাআলা যা মঞ্জুর করেছেন তাই হবে। কিন্তু যদি তোমরা কোন মুখাপেক্ষীর জন্য সুপারিশ করো, তাহলে তোমরা এর প্রতিদান পাবে। চাই মুখাপেক্ষী ব্যক্তির হাজত (প্রয়োজন) পূরণ হোক বা না হোক।

حَدَّثَنَا يَحْيَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "لاَ يَقُلْ أَحَدُكُمْ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ، ارْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ، ارْزُقْنِي إِنْ شِئْتَ، وَلْيَعْزِمْ مَسْأَلَتَهُ، إِنَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، لاَ مُكْرِهَ لَهُ"

সহজ তরজমা

৬৯৮৯. ইয়াহইয়া রহ... আবু হুরায়রা রাযি. থকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেউ এভাবে দোয়া করো না, হে আল্লাহ্! আমাকে মাফ করে দাও, যদি তুমি চাও। আমার প্রতি রহম কর, যদি তুমি চাও। আমাকে রিযিক দাও, যদি তুমি চাও। বরঞ্চ দোয়া প্রার্থী খুবই দৃঢ়তার সাথে প্রার্থনা করবে। কেননা, তিনি যা চান তাই করেন। তাকে বাধ্য করার মত কেউ নেই।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পুণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১১১৪ পৃ.; পূর্বে: ৯৩৮ পৃ.। তাছাড়া আবু দাউদ শরীফ: الصلوة অধ্যায়, তিরমিযি শরীফ: الدعوات অধ্যায়।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ عَمْرٌو، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ تَمَارَى هُوَ وَالحُرُّ بْنُ قَيْسِ بْنِ حِصْنٍ الفَزَارِيُّ فِي صَاحِبِ مُوسَى أَهُوَ خَضِرٌ؟ فَمَرَّ بِهِمَا أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ الأَنْصَارِيُّ، فَدَعَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: إِنِّي تَمَارَيْتُ أَنَا وَصَاحِبِي هٰذَا فِي صَاحِبِ مُوسَى الَّذِي سَأَلَ السَّبِيلَ إِلَى لُقِيِّهِ، هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَذْكُرُ شَأْنَهُ، قَالَ: نَعَمْ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "بَيْنَا مُوسَى فِي مَلَإٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: هَلْ تَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنْكَ؟ فَقَالَ مُوسَى: لاَ، فَأُوحِيَ إِلَى مُوسَى، بَلَى عَبْدُنَا خَضِرٌ، فَسَأَلَ مُوسَى السَّبِيلَ إِلَى لُقِيِّهِ، فَجَعَلَ اللهُ لَهُ الحُوتَ آيَةً، وَقِيلَ لَهُ إِذَا فَقَدْتَ الحُوتَ فَارْجِعْ فَإِنَّكَ سَتَلْقَاهُ، فَكَانَ مُوسَى يَتْبَعُ أَثَرَ الحُوتِ فِي البَحْرِ، فَقَالَ فَتَى مُوسَى لِمُوسَى: (أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ)، قَالَ مُوسَى: (ذٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا)، فَوَجَدَا خَضِرًا، وَكَانَ مِنْ شَأْنِهِمَا مَا قَصَّ اللهُ"

সহজ তরজমা

৬৯৯০. আবুদল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ রহ... ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি এবং হুর ইবনে কায়স ইবনে হিসন ফাযারী রাযি. মূসা আ-এর সঙ্গীটি সম্পর্কে এ ব্যাপারে দ্বিমত করছিলেন যে, তিনি কি খাযির ছিলেন? এমন সময় তাদের পাশ দিয়ে উবাই ইবনে কা'ব আনসারী রাযি. যাচ্ছিলেন। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. তাঁকে ডেকে বললেন, আমি এবং আমার এ বন্ধু মূসা আ- এর সঙ্গী সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছি। মূসা আ. যার সাথে সাক্ষাতের পথের সন্ধান চেয়েছিলেন, আপনি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে তাঁর সম্বন্ধে কিছু বলতে শুনেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। অবশ্যই আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে তার সম্পর্কে উল্লেখ করে বলতে শুনেছি যে, এক সময় মূসা আ. বনী ইসরাঈলে একদল লোকের মধ্যে ছিলেন। এমন সময় জনৈক ব্যক্ত তাঁর কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলো, মূসা! আপনি কি জানেন, আপনার চাইতে অধিক জ্ঞানী কেউ আছেন? মূসা আ. বললেন, না। তারপর মূসা আ-এর কাছে ওহী অবতীর্ণ হল যে, হ্যাঁ আছেন, আমার বান্দ

খাযির। তখন মূসা আ তাঁর সাথে সাক্ষাতের পথ সম্পর্কে জানতে চাইলেন। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা সেজন্য একটি মাছকে নিদর্শন স্বরূপ ঠিক করলেন এবং তাকে বলা হল, মাছটিকে যখন হারিয়ে ফেলবে, তখন সেদিকে ফিরে যাবে, তবে তুমি তাঁর সাক্ষাৎ পাবে।এরই প্রেক্ষিতে মূসা আ সাগরে মাছের চিহ্ন ধরে তালাশ করতে থাকলে মূসার সঙ্গী যুবকটি মূসাকে উদ্দেশ্য করে বলল, আমরা যখন শিলাখন্ডে বিশ্রাম করছিলাম, তখন আমি মাছের কথা ভুলে গিয়েছিলাম। শয়তানই ওর কথা বলতে আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল (১৮ : ৬৩)। মূসা আ. বললেন, আমরা তো সেই স্থানটির অনুসন্ধান করছিলাম। তারপর তাঁরা দু'জনেই নিজেদের পদচিহ্ন ধরে ফিরে চললো (১৮ : ৬৫)। তাদের এই দু'জনের ঘটনা যা ঘটলো, আল্লাহ তারই বর্ণনা দিয়েছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে আয়াতের বাকী অংশ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللهُ صَابِرًا এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১১১৪ পৃ.; পূর্বে: ১৭, ২৩, ৩০২, ৩৭৭, ৪৬৩, ৪৮১, ৪৮২, ৪৮৩, ৬৮৭, ৬৮৮, ৬৯০, ৯৮৭ পৃ.

তাশরীহ: বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুলবারী-১ম খন্ড, ৪০৫ পৃ.।

حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَالَ، أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «نَنْزِلُ غَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ، حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الكُفْرِ يُرِيدُ المُحَصَّبَ»

সহজ তরজমা

৬৯৯১. আবুল ইয়ামান ও আহমাদ ইবনে সালিহ্ রহ... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলছেন : আমরা আগামী দিন বনী কিনানা গোত্রের উপত্যকায় অবস্থান করব ইনশা আল্লাহ, যে স্থানে কাফেরগণ কুফরীর উপর অটল থাকার শপথ নিয়েছিল। তিনি মুহাস্সাবকে উদ্দেশ্য করছিলেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের إِنْ شَاءَ اللهُ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১১১৪ পৃ.; পূর্বে: ২১৬. ৫৪৮, ৬১৪ পৃ.।

তাশরীহ: বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারী-৫ম খন্ড, ২৪৩ পৃ. দেখুন।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي العَبَّاسِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: حَاصَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَهْلَ الطَّائِفِ فَلَمْ يَفْتَحْهَا، فَقَالَ: «إِنَّا قَافِلُونَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ»، فَقَالَ المُسْلِمُونَ: نَقْفُلُ وَلَمْ نَفْتَحْ، قَالَ: «فَاغْدُوا عَلَى القِتَالِ»، فَغَدَوْا فَأَصَابَتْهُمْ جِرَاحَاتٌ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّا قَافِلُونَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ»، فَكَأَنَّ ذٰلِكَ أَعْجَبَهُمْ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সহজ তরজমা

৬৯৯২. আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ রহ.... আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত।তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তায়েফবাসীদেরকে ঘেরাও করলেন। তবে তা বিজয় করতে পারলেন না। এই

জন্য তিনি বললেন : আমরা ইনশা আল্লাহ্ ফিরে যাব। মুসলিমগণ বলে উঠল, "আমরা কি ফিরে যাবো? অথচ বিজয় হলো না"। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : আগামীকাল ভোরে যুদ্ধ কর। পরদিন তারা যুদ্ধ করল। বহু লোক আহত হল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুনরায় বললেন : আমরা ইনশা আল্লাহ্ আগামী কাল ভোরে ফিরে যাব। এবার উক্তিটি যেন মুসলিমগণের কাছে খুবই আনন্দের মনে হল। ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুচকি হাসলেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের إِنْ شَاءَ اللهُ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১১১৪ পৃ.; পূর্বে: (মাগাযী) ৬১৯ (আদব)-৮৯৯ পৃ.।

তাশরীহ: বিস্তারিত জানার জন্য-৮ম খন্ড, (কিতাবুল মাগাযী) ৩৯০ পৃ. সাওয়াবে তায়েফ দেখুন।

بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ} [سبأ: ٢٣]. "وَلَمْ يَقُلْ: مَاذَا خَلَقَ رَبُّكُمْ "وَقَالَ جَلَّ ذِكْرُهُ: {مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ} [البقرة: ٢٥٥] وَقَالَ مَسْرُوقٌ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: «إِذَا تَكَلَّمَ اللهُ بِالْوَحْيِ سَمِعَ أَهْلُ السَّمٰوَاتِ شَيْئًا. فَإِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ وَسَكَنَ الصَّوْتُ، عَرَفُوا أَنَّهُ الْحَقُّ وَنَادَوْا»: {مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ} [سبأ: ٢٣] وَيُذْكَرُ عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُنَيْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: "يَحْشُرُ اللهُ الْعِبَادَ، فَيُنَادِيهِمْ بِصَوْتٍ يَسْمَعُهُ مَنْ بَعُدَ كَمَا يَسْمَعُهُ مَنْ قَرُبَ: أَنَا الْمَلِكُ، أَنَا الدَّيَّانُ

সহজ তরজমা

৩৮৯৫. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : যাকে অনুমতি দেয়া হয়, সে ব্যতীত আল্লাহর কাছে কারো সুপারিশ ফলপ্রসু হবে না। পরে যখন তাদের অন্তর থেকে ভয় বিদূরিত হবে, তখন পরস্পরের মধ্যে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। তোমাদের প্রতিপালক কি বললেন। তদুত্তরে তারা বলবে, যা সত্য তিনি তাই বলেছেন। তিনি সমুচ্চ, মহান (৪৩ : ২৩)। আর এখানে এ কথা বলা হয়নি, তোমাদের প্রতিপালক কি সৃষ্টি করেছেন?

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : কে সে যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর কাছে সুপারিশ করবে? (২:২৫৫)। বর্ণনাকারী মাসরুক রহ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আল্লাহ্ যখন ওহীর দ্বারা বলেন, তখন আসমানের অধিবাসিগণ কিছু শুনতে পায়। তাদের অন্তর থেকে যখন ভয় দূর করে দেয়া হয়। আর ধ্বনি স্তিমিত হয়ে যায়। তখন তারা উপলব্ধি করে যে, যা ঘটেছে তা অবশ্যই এটা বাস্তব সত্য। তারা পরস্পর এ কথা জিজ্ঞাসা করতে থাকে যে, তোমাদের প্রতিপালক কি বলেছেন? তারা বলে 'হক' বলেছে। জাবির রাযি. আবদুল্লাহ ইবনে উনায়স রাযি. থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনেছি, আল্লাহ্ সমস্ত বান্দাকে হাশরে একত্রিত করে এমন আওয়াযে ডাকবেন যে, নিকটবর্তীদের মত দূরবর্তীরাও শুনতে পাবে। আল্লাহর ভাষ্য থাকবে আমিই মহা সম্রাট, আমিই প্রতিদানকারী।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

বায়হাকী রহ. كتاب الاعتقاد এ বলেন যে, কোরআন আল্লাহ তাআলার কালাম। আর كلام الله (আল্লাহ তাআলার কালম তাঁর সত্ত্বগত একটি সিফাত। এবং সত্ত্বাগত কোন সিফত মাখলুক, নবপ্রবর্তিত বা নতুন কোন কিছু নয়। যেমনঃ আল্লাহ তাআলা বলেন الرَّحْمٰنُ () عَلَّمَ الْقُرْآنَ () خَلَقَ الْإِنْسَانَ এখানে আল্লাহ তাআলা

কোরআনকে تعليم (তালীম) এর সাথে খাস করেছেন। কেননা, কোরআন كلام الله ও তাঁর সিফাত আর ইনসান (মানুষ) কে تخليق এর সাথে খাস করেছেন কেননা, মানুষ আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি। যদি এমনটা হতো তাহলে তো আল্লাহ তাআলা خلق القران والانسان বলতেন।

وقال مَسْرُوقٌ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رضى الله الخ : হযরত মাসরুক রাযি. বর্ণনা করেন যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তায়ালা যখন ওহীর মাধ্যমে কথা বলেন তখন আকাশ বাসীরা কিছু শুনতে পান। অত:পর তখন তাদের অন্তর থেকে ভীত সন্ত্রস্ততা দূরীভূত হয়ে যায় এবং আওয়াজ বন্ধ হয়ে যায়। তখন তাঁরা বুঝতে পারেন যে, এটা সত্যা। তাঁরা একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন যে, তোমাদের পরওয়ারদিগার কি বলেছেন জবাবে ফেরেস্তাগণ বলেন তিনি সত্য বলেছেন।

তাশরীহঃ ইমাম বায়হাকী রহ এই তা'লীককে كتاب الاسماء والصفات এ موصولا উল্লেখ করেছেন। যার সারমর্ম হলো এই যে, আল্লাহ তাআলা যখন ওহীর মাধ্যমে কথা বলেন, তখন আকাশবাসরীরা তা শোনতে পান। অর্থাৎ মসৃণ পাথরের উপর লোহার শিকল টানার দ্বারা যে, আওয়াজ সৃষ্টি হয় সে রকম আওয়াজ তারা শোনতে পান। আর সেই আওয়াজ শোনার পর তারা বেহুশ হয়ে যাবেন। অত:পর হযরত জিবরাঈল আ তাদের কাছে তাশরীফ আনয়ন করবেন, তখন সকল ফেরেস্তাদের অন্তর থেকে ভীতসন্ত্রস্তভাব দূরীভূত হয়ে যাবে এরপর হযরত জিবরাঈল আ. জিজ্ঞাসা করবেন যে, তোমাদের পালনবর্তা কি বলেছেন, তারা বলবেন আল্লাহ তাআলা সত্য বলেছেন। তারপর সকলেই উচ্চ আওয়াজে বলতে লাগবেন হক হক।

وَيُذْكَرُ عَنْ جَابِرٍ الخ: হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উনাইস রাযি. বর্ণনা করেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শ্রবণ করেছি, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তাআলা সকল বান্দাদেরকে একত্রিত করবেন এবং তিনি তাদেরকে এমন আওয়াজে আহ্বান করবেন যে, দূরবর্তী ও নিকটবর্তী সবাই একই আওয়াজে শোনতে পাবে। তিনি বলবেন أَنَا الْمَلِكُ أَنَا الدَّيَّانُ আমিই বাদশাহ আমিই বদলা দান কারী।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "إِذَا قَضَى اللهُ الأَمْرَ فِي السَّمَاءِ، ضَرَبَتِ المَلاَئِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خُضْعَانًا لِقَوْلِهِ، كَأَنَّهُ سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفْوَانٍ قَالَ عَلِيٌّ: وَقَالَ غَيْرُهُ: صَفْوَانٍ يَنْفُذُهُمْ ذَلِكَ فَإِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الحَقَّ وَهُوَ العَلِيُّ الكَبِيرُ} [سبأ: ٢٣] . قَالَ عَلِيٌّ، وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنَا عَمْرٌو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهَذَا، قَالَ سُفْيَانُ: قَالَ عَمْرٌو: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ عَلِيٌّ: قُلْتُ لِسُفْيَانَ: قَالَ سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ لِسُفْيَانَ: إِنَّ إِنْسَانًا رَوَى عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَرْفَعُهُ: أَنَّهُ قَرَأَ: (فُرِّغَ) . قَالَ سُفْيَانُ: هَكَذَا قَرَأَ عَمْرٌو، فَلاَ أَدْرِي سَمِعَهُ هَكَذَا أَمْ لاَ؟ قَالَ سُفْيَانُ: وَهِيَ قِرَاءَتُنَا

সহজ তরজমা

৬৯৯৩. আলী ইবনে আবদুল্লাহ রহ... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ্ তা'আলা যখন আসমানে কোন হুকুম জারি করেন, ফেরেশতাগণ তাঁর হুকুমের প্রতি বিনয় ও আনুগত্য প্রকাশার্থে স্বীয় পাখাসমূহ হেলাতে থাকেন। তাদের পাখা হেলানোর ধ্বনিটা যেন পাথরের উপর শিকলের ঝনঝনির ধ্বনি। বর্ণনাকারী আলী রহ এবং সাফওয়ান ব্যতীত অন্যরা বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ্ যে হুকুম তাদের প্রতি জারি করেন। এরপর ফেরেশতাদের হৃদয় থেকে যখন ভীতি দূরীভূত করা হয় তখন তারা একে অপরকে বলতে থাকে, তোমাদের প্রতিপালক কি হুকুম জারি করেছেন? তাঁরা বলেন, তিনি বলেছেন, হক।

তিনি মহান ও সর্বোচ্চ। বর্ণনাকারী আলী... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম فزع পড়েছেন। বর্ণনাকারী সুফিয়ান রহ বলেছেন যে, আমর রহ-ও এভাবেই পড়েছেন। তিনি বলছেন, আমার জানা নেই যে, বর্ণনাকারী এরূপ শুনেছেন কি না? তবে আমাদের কিরাআত এরূপই।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পূণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১১১৪-১১১৫ পৃ.; পূর্বে: ৬৮২. ৭০৮ পৃ.।

তাশরীহ: বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারী-৯ম খন্ড, (তাফসীর)-৩৩৩, ৩৩৪ পৃ. দেখুন।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا أَذِنَ اللهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِلنَّبِيِّ ﷺ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ»، وَقَالَ صَاحِبٌ لَهُ: يُرِيدُ: أَنْ يَجْهَرَ بِهِ

সহজ তরজমা

৬৯৯৪. ইয়াহইয়া ইবনে বুকায়র রহ... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা তাঁর কোন এক নবী থেকে (মধুময় স্বরে) যেভাবে কুরআন শ্রবণ করেছেন, সেভাবে আর কিছুই তিনি শোনেননি। আবূ হুরায়রা রাযি. এর এক সাথী বলেছেন, يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ এর অর্থ আবু হুরায়রা রাযি. উচ্চস্বরে কুরআন পড়া বোঝাতেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : বাহ্যিক ভাবে তরজমাতুল বাবের সাথে এই হাদীসের কোন মিল নেই। আল্লামা আইনী রহ আল্লামা কিরমানী রহ এর কথা নকল করে বলেন, قُلْتُ فِيهِ مَوْضَعُ التَّأَمُّلِ الخ আল্লামা আইনী রহ এর মাকসাদ হলো এই যে, قول এর স্থানে اذن দ্বারা سماع উদ্দেশ্য। যেমন: অভিধানবিদগণ লিখেন যে, اذن-يأذن اذنا কান লাগানো, কান লাগিয়ে শোনা।

সুতরাং এই হাদীস দ্বারা আল্লাহ তাআলার জন্য 'শ্রবণ করা' সাব্যস্ত হয়ে গেল। আর শ্রবণ করা আল্লাহ তাআলার একটি গুণ-যেমন কথা বলা একটি গুণ। বুখারী শরীফের فضائل القران এ হাদীস অতিবাহিত হয়েছে যে,

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَمْ يَأْذَنِ اللهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِلنَّبِيِّ أَنْ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ (بخاری شریف ص : ۷۰۱)

হাদীসের পূণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১১১৫ পৃ.; পূর্বে: ৭৫১ পৃ.; সামনে : ১১২৬ পৃ.।

তাশরীহ: কোরআন মাজীদকে সুমধুর কণ্ঠে তারতীলের সাথে তেলাওয়াত করা সুন্নত এবং সাওয়াবের কারণ। অন্য এক রেওয়ায়াতে এসেছে যে, রাসূল ﷺ কে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, কোরআন মাজীদ তেলাওয়াতের ক্ষেত্রে কি রকম কণ্ঠ পছন্দনীয়? জবাবে রাসূল ﷺ বললেন যে, যে তেলাওয়াত দ্বারা আল্লাহ তাআলার ভয় সৃষ্টি হয়। তবে সুন্দর, মধুর কণ্ঠ দ্বারা গানের মত পড়া উদ্দেশ্য নয়।

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَقُولُ اللَّهُ: يَا آدَمُ، فَيَقُولُ: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، فَيُنَادَى بِصَوْتٍ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تُخْرِجَ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ بَعْثًا إِلَى النَّارِ"

সহজ তরজমা

৬৯৯৫. উমর ইবনে হাফস্ ইবনে গিয়াস রহ... আবু সাঈদ খুদরী রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা আদমকে বলবেন, হে আদম! আদম আ. উত্তরে বলবেন, ইয়া আল্লাহ! তোমার দরবারে আমি হাযির, তোমার দরবারে আমি বহু ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। এরপর আল্লহ্ তাকে এ স্বরে ডাকবেন, অবশ্যই আল্লাহ্ তোমাকে হুকুম করছেন, তোমার সন্তানদের মধ্য থেকে জাহান্নামে পাঠানোর জন্য একটি দলকে তুমি বের কর।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : হযরত ইবনে মাসউদ রাযি. এর হাদীসের সাথে এই হাদীসে মিল, যেখানে وسكن الصوت রয়েছে। আর এটাই তরজমাতুল বাবের সাথে মিল যেখানে فَإِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ রয়েছে।

হাদীসের পুণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১১১৫ পৃ. পূর্বে : ৪৭২, ৬৯৩, ৯৬৭ পৃ.।

তাশরীহ: এই হাদীস ছড়াও আরো হাদীস রয়েছে যা দ্বারা আল্লাহ তাআলার 'শ্রবণ করা' কথা বলা সাব্যস্ত হয়। যেমন وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا দ্বারা সুস্পষ্ট হয়ে যায় এবং এর দ্বারা অস্বীকারকারীদের রদ হয়ে যায়। তবে শ্রবণ করা, কথা বলা তাঁর শান অনুযায়ী।

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: «مَا غِرْتُ عَلَى امْرَأَةٍ مَا غِرْتُ عَلَى خَدِيجَةَ، وَلَقَدْ أَمَرَهُ رَبُّهُ أَنْ يُبَشِّرَهَا بِبَيْتٍ فِي الجَنَّةِ»

সহজ তরজমা

৬৯৯৬. উবায়দ ইবনে ইসমাঈল রহ.. আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন মহিলার ব্যাপারে আমি এতটুকু ঈর্ষা বোধ করিনি, যতটুকু খাদিজা রাযি.-এর ব্যাপার করেছি। আর তা এ জন্য যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতিপালক তাঁকে হুকুম দিয়েছেন যে, খাদিজা রাযি.-কে জান্নাতের একটি ঘরের সুসংবাদ পৌছিয়ে দিন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : আল্লামা আইনী রহ বলেন, কোন ব্যাখ্যাদাতা শিরোনামের সাথে এই হাদীসের মিল খোঁজে পাননি। আবার যারা মিল আছে বলেছেন তার খুব চিন্তাভাবনার পর বলেছেন, যাঁকে অনুমোদন দেয়া হয়েছে তাকে সে বিষয় সম্পর্কে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। কেননা কাউকে অনুমোদনের মানেই হল সে সেই কাজটি করতে পারবে। (উমদাতুল বারী)

হাদীসের পুণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১১১৫ পৃ.; পূর্বে: ৫৩৮, ৫৩৯, ৮৮৭, ৮৮৮ পৃ.।

তাশরীহ: এই হাদীস দ্বারা আল্লাহ তাআলার জন্য কথা বলা সাব্যস্ত হয়ে গেল। যেমন হাদীস শরীফে রয়েছে যে, ولقد امره ربه, তবে বুখারী শরীফ: ৫৩৮ পৃষ্ঠায় امره ربه او جبرئيل রয়েছে। এর পরও কোন ইশকাল নেই। কেননা হযরত জিবরাঈল (আ) একজন ফেরেস্তা আর ফেরেস্তাদের শান হলো (وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ) তাঁদেরক যা করতে বলা হয় তাই করেন। সুতরাং এর দ্বারা জানা গেল যে, আল্লাহ তাআলাই হযরত জিবরাঈল আ কে নির্দেশ দিয়েছেন। অত:পর হযরত জিবরাঈল আ রাসূল ﷺ কে বলেছেন। والله اعلم.

بَابُ كَلَامِ الرَّبِّ مَعَ جِبْرِيلَ، وَنِدَاءِ اللهِ المَلَائِكَةَ

৩৮৯৬. অনুচ্ছেদ : জিবরাঈলের সাথে প্রতিপালকের কথাবার্তা, ফেরেশতাদের প্রতি আল্লাহর আহ্বান।

وَقَالَ مَعْمَرٌ: {وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى القُرْآنَ} [النمل:٦] . أَيْ يُلْقَى عَلَيْكَ وَتَلَقَّاهُ أَنْتَ، أَيْ تَأْخُذُهُ عَنْهُمْ، وَمِثْلُهُ: {فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ} [البقرة: ٣٧]

সহজ তরজমা

মা'মার বলেন, انك لتلقى القر ان এর অর্থ হচ্ছে, তোমার উপর কুরআন নাযিল করা হয়। وَتَلَقَّاهُ أَنْتَ এর অর্থ তুমি কুরআন তাদের কাছ থেকে গ্রহণ কর। যেমন বলা হয়েছে- فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ আদম আ. তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ থেকে কয়েকটি বাণী গ্রহণ করলেন

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

এই বাব দ্বারাও আল্লাহ তাআলার কথা বলা প্রমাণিত হয়। তবে অবশ্যই একথা স্মরণ রাখা উচিৎ যে, আল্লাহ তাআলার কথা বলা তাঁর শান ও অবস্থা অনুযায়ী, সৃষ্টিজীবের কারো সাথে সাদৃশ্য নয়।

وَقَالَ مَعْمَرٌ: {وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى القُرْآنَ الخ : আর মা'মার বলেন وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى القُرْآنَ الاية

অর্থাৎ আপনাকে কোরআন প্রদান করা হচ্ছে প্রজ্ঞাময়, জ্ঞানময় আল্লাহ্ তাআলার কাছ থেকে। (সূরা নমল-০৬) অর্থাৎ يلقى عليك (আপনার উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে)। আর وَتَلَقَّاهُ أَنْتَ "আপনি এই কোরআনকে গ্রহণ কারী"। অর্থাৎ تأخذه عنهم (আপনি ফেরেস্তা থেকে এই কোরআনকে গ্রহণকারী)। এমনি ভাবে فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ (হযরত আদম আ স্বীয় পালনকর্তার কাছ থেকে কয়েকটি কথা শিখে নিলেন। (বাকারা-৩৭)

হযরত আদম আ. আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ইলহামের মাধ্যমে যে কালিমাগুলো শিখেছিলেন সেগুলো হলো এই- رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ- আর এরই মাধ্যমে তাঁর তাওবা কবুল করা হয়েছিল।

ঈসায়ীদের প্রত্যখ্যান : হযরত আদম আ এর তাওবা কবুল হয়ে যাওয়ার দ্বারা ঈসায়ীদের ঐ আক্বীদা প্রত্যাখ্যাত হয়ে গেল যে, হযরত আদম আ এর গোনাহের কারনে তাঁর সকল সন্তানাদী গোনাহের ভারে পিষ্ট ছিল। অত:পর হযরত ঈসা আ. এসে ক্রশবিদ্ধ হয়ে স্বীয় মৃত্যু দ্বারা সকল বনী আদমকে গোনাহ থেকে মুক্তি দিয়েছেন। নাসারাদের এহেন ধারনা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত, যুক্তি এবং বর্ণনার বিপরীত।

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا نَادَى جِبْرِيلَ: إِنَّ اللهَ قَدْ أَحَبَّ فُلَانًا فَأَحِبَّهُ، فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ، ثُمَّ يُنَادِي جِبْرِيلُ فِي السَّمَاءِ: إِنَّ اللهَ قَدْ أَحَبَّ فُلَانًا فَأَحِبُّوهُ، فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، وَيُوضَعُ لَهُ القَبُولُ فِي أَهْلِ الأَرْضِ"

সহজ তরজমা

৬৯৯৭. ইসহাক রহ... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ্ যখন কোন বান্দাকে ভালবাসেন তখন তিনি জিবরাঈলকে ডেকে বলেন, আল্লাহ্ অমুক বান্দাকে ভালবাসেন, তাই তুমিও তাকে ভালবাস। সুতরাং জিবরাঈল আ. তাকে ভালবাসেন। তারপর জিবরাঈল আ. আসমানে এ ঘোষণা করে দেন যে, আল্লাহ্ অমুক বান্দাকে ভালবাসেন, তোমরাও তাকে ভালবাস। তখন তাকে আসমানবাসীরা ভালবাসে এবং যমীনবাসীদের মাঝেও তাকে মাকবুল করা হয়।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পুণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১১১৫ পৃ.; পূর্বে ৪৫৬, ৮৯২ পৃ.।

তাশরীহ: এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যে, তার বড়ত্ব ভালোবাসা যমিনবাসীর অন্তরে ঢেলে দেওয়া হয়। এর একটি সুরত হলো এই যে, প্রথমত জনসাধারণের অন্তরে মহব্বত ভালোবাসা সৃষ্টি হবে। অত:পর তা বিশেষ ব্যক্তিবর্গের পর্যন্ত পৌছবে। কিংবা জনসাধারণের মাঝেই সীমাবদ্ধ থেকে যাবে। এই সুরতে মাকবুলিয়্যাতের দলীল নয়। দ্বিতীয় সুরত হলো এই যে, প্রথমে বিশেষ ব্যক্তিবর্গের অন্তরে ভালোবাসা সৃষ্টি হবে। অত:পর তাদের থেকে জনসাধারণের পর্যন্ত পৌছবে। এই সুরতটাই আল্লাহ তাআলার নিকট মকবুল হওয়ার আলামত। আর এটাই এই হাদীসের ফায়দা।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلاَئِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلاَئِكَةٌ بِالنَّهَارِ، وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلاَةِ العَصْرِ وَصَلاَةِ الفَجْرِ، ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ، فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ: كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟ فَيَقُولُونَ: تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ"

সহজ তরজমা

৬৯৯৮. কুতায়বা ইবনে সাঈদ রহ... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : তোমাদের মাঝে ফেরেশতাগণ আসেন, একদল রাতে এবং একদল দিনে। তাঁর আবার একত্রিত হন আসরের নামাযে ও ফজরের নামাযে। তারপর তোমাদের মাঝে যাঁরা রাতে ছিলেন তাঁরা উর্ধ্ব জগতে চলে যান। তখন আল্লাহ্ তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, অথচ তিনি সবচাইতে বেশি জানেন, তোমরা আমার বান্দাদেরকে কি হালে রেখে এসেছ? তখন তাঁরা বলেন, আমরা তাদেরকে নামাযরত অবস্থায় ছেড়ে এসেছি আর যখন আমরা তাদের কাছে গিয়েছিলাম, তখনও তারা নামাযরত অবস্থায়ই ছিল।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ اى بِهِمْ من مَلَائِكَة।এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১১১৫ পৃ.; পূর্বে: ৭৯, ৪৫৭, ১১০৫ পৃ.।

তাশরীহ: বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুলবারী-৩য় খন্ড, ১৫৬ পৃ. দেখুন।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ وَاصِلٍ، عَنِ المَعْرُورِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "أَتَانِي جِبْرِيلُ فَبَشَّرَنِي أَنَّهُ مَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الجَنَّةَ، قُلْتُ: وَإِنْ سَرَقَ، وَإِنْ زَنَى، قَالَ: وَإِنْ سَرَقَ، وَإِنْ زَنَى"

সহজ তরজমা

৬৯৯৯. মুহাম্মদ ইবনে বাশ্শার রহ.. আবূ যর রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : আমার কাছে জিবরাঈল আ. এসে, সুসংবাদ দিল যে, আল্লাহর সাথে শরীক না করে যদি কেউ মারা যায়, তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আমি বললাম, চুরি ও যিনা করলেও কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : চুরি ও যিনা করলেও।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল এভাবে যে, হযরত জিবরাঈল আ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সুসংবাদ দিয়েছেন। আর এটা আল্লাহ তাআলার নির্দেশক্রমেই দিয়েছিলেন।

হাদীসের পুণরাবৃত্তি :হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ :১১১৫ পৃ.; : ১৬৫, ৩২১, ৪৫৭, ৮৬৭, ৯২৭, ৯৩৫, ৯৫৪ পৃ.।

بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ}

৩৮৯৭. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : তা তিনি জেনেশুনে অবতীর্ণ করেছেন। আর ফেরেশতারা এর সাক্ষী (৪ : ১৬৬)।

قَالَ مُجَاهِدٌ: {يَتَنَزَّلُ الأَمْرُ بَيْنَهُنَّ} [الطلاق: ١٢] «بَيْنَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ وَالأَرْضِ السَّابِعَةِ

মুজাহিদ রহ বলেছেন, 'ওদের মধ্যে নেমে আসে তাঁর নির্দেশ' (৬৫ : ১২) (এর অর্থ) সপ্তম আকাশ ও সপ্তম যমীনের মধ্যখানে

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

হযরত মুজাহিদ রাযি. বলেন-সূরা ত্বলাকে আল্লাহ তাআলার বাণী يَتَنَزَّلُ الأَمْرُ بَيْنَهُنَّ এর মর্মার্থ হলো এই যে, আল্লাহ তাআলা স্বীয় হুকুম মতে আকাশ ও সাত যমিনের মাঝে অবতীর্ণ করেন।

ইবনে বাত্তাল রহ বলেন انزال দ্বারা বান্দাদেরকে কোরআনে বর্ণিত ফরজসমূহের অর্থ উপলব্দি করানো উদ্দেশ্য। তবে কোরআনের অবতরণ সৃষ্টিজীবের শরীরের অবতরনের মতো নয়। কেননা কোরআন কোন মাখলুকও নয় এবং শরীর বিশিষ্টও নয়।

প্রশ্ন : যদি انزال দ্বারা افهام উদ্দেশ্য নেওয়া হয়, তাহলে এই প্রশ্ন হবে যে, نظم قران অবতীর্ণ নয়। তাই কোরআন আল্লাহ তাআলার পক্ষ থকে অবতীর্ণকৃত বলাই উত্তম। আর অবতীর্ণের পদ্ধতি অবস্থা আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূলের মাঝে গোপন।

الملائكة يشهدون : অর্থাৎ ফেরেস্তাগন আপনার নবুওয়াতের সাক্ষ্য দেয়। (উমদাতুল কারী)

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الهَمْدَانِيُّ، عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَا فُلَانُ إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَقُلْ: اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، فَإِنَّكَ إِنْ مُتَّ فِي لَيْلَتِكَ مُتَّ عَلَى الفِطْرَةِ، وَإِنْ أَصْبَحْتَ أَصَبْتَ أَجْرًا "

সহজ তরজমা

৭০০০. মুসাদ্দাদ রহ.... বারা ইবনে আযিব রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদা বলেছেন : হে অমুক! যখন তুমি তোমার শয্যা গ্রহণ করতে যাবে তখন বলবে, হে আল্লাহ! আমি আমার নিজকে তোমারই কাছে সমর্পণ করছি। আমার চেহারাকে তোমার দিকে ফিরাচ্ছি! আমার কর্ম আমার কাছে সোপর্দ করছি। আমার নির্ভরশীলতা তোমারই প্রতি আশা ও ভয় উভয় অবস্থায়। তোমার কাছে ছাড়া আর কোথাও আশ্রয় ও মুক্তির জায়গা নেই। আমি ঈমান এনেছি তোমার কিতাবের প্রতি যা তুমি অবতীর্ণ করেছ এবং তোমার নবীর প্রতি যাঁকে তুমি প্রেরণ করেছ। অনন্তর এ রাত্রিতে যদি তোমার মৃত্যু হয়, তাহলে ফিতরাতের ওপর তোমার মৃত্যু হবে। আর যদি (জীবিতাবস্থায়) তোমার ভোর হয়, তুমি কল্যাণের অধিকারী হবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পূণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১১১৫-১১১৬ পৃ.; পূর্বে: ৩৮, ৯৩৩-৯৩৪ পৃ.। বাকী স্থানগুলোর জন্য নাসরুলবারী -২য় খন্ড, ১৯৬ পৃ. দেখুন।

তাশরীহ: বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানার জন্য নাসরুল বারী-২য় খন্ড, ১৯৭ পৃ. দেখুন।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ الأَحْزَابِ: «اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الكِتَابِ، سَرِيعَ الحِسَابِ، اهْزِمِ الأَحْزَابَ، وَزَلْزِلْ بِهِمْ» زَادَ الحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَالِدٍ، سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ

সহজ তরজমা

৭০০১. কুতায়বা ইবনে সাঈদ রহ... আবদুল্লাহ্ ইবনে আবু আওফা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আহযাব দিবসে বলেছেন : কিতাব অবতীর্ণকারী, দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী আল্লাহ তুমি দলসমূহকে পরাভূত কর এবং তাদেরকে কম্পিত কর। অতিরিক্ত এক বর্ণনায় হুমায়দী রহ... আবদুল্লাহ্ রাযি. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি...।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তহকীক ও তাশরীহ : এই দ্বিতীয় সনদ নকল করার দ্বারা একথা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য যে, সুফিয়ান তিনি ইবনে আবি খালেদ থেকে, ইবনে আবি খালেদ তিনি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবি আউফা রাযি. থেকে শ্রবণ করেছেন। কেননা, প্রথম সনদে عنعن ছিল।

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الكِتَابِ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পূণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১১১৬ পৃ.; পূর্বে: ৪১১, ৫৯০, ৯৪৬ পৃ.

তাশরীহ: বিস্তারিত জানার জন্য ৮ম খন্ড (মাগাযী) গাযওয়ায়ে খন্দক দেখুন।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: {وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ} [الإسراء: ١١٠] بِهَا، قَالَ: «أُنْزِلَتْ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ مُتَوَارٍ بِمَكَّةَ، فَكَانَ إِذَا رَفَعَ صَوْتَهُ سَمِعَ المُشْرِكُونَ، فَسَبُّوا القُرْآنَ وَمَنْ أَنْزَلَهُ وَمَنْ جَاءَ بِهِ، فَقَالَ اللهُ تَعَالَى» : {وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا} [الإسراء: ١١٠] لَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ حَتَّى يَسْمَعَ المُشْرِكُونَ {وَلَا تُخَافِتْ بِهَا} [الإسراء: ١١٠] عَنْ أَصْحَابِكَ فَلَا تُسْمِعُهُمْ {وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا} [الإسراء: ١١٠] أَسْمِعْهُمْ وَلَا تَجْهَرْ، حَتَّى يَأْخُذُوا عَنْكَ القُرْآنَ

সহজ তরজমা

৭০০২. মুসাদ্দাদ রহ... ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত : তুমি নামাযে স্বর উঁচু করবে না এবং অতিশয় ক্ষীণও করবে না... (১৭ : ১১০)।এর তাফসীরে তিনি বলেন, এ আয়াতটি তখন অবতীর্ণ হয়, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কায় লুক্কায়িত ছিলেন।সুতরাং যখন তিনি তাঁর স্বর উঁচু করতেন তাতে মুশরিকরা শুনে গালমন্দ করত কুরআনকে, কুরআন অবতীর্ণকারীকে এবং যাঁর প্রতি কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে

তাঁকে। এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ বললেন : (হে নবী) তুমি নামাযে তোমার স্বর উঁচু করবে না, যাতে মুশরিকরা শুনতে পায়। আর তা অতিশয় ক্ষীণও করবে না যাতে তোমার সঙ্গীরাও শুনতে না পায়। এই দুয়ের মধ্যপথ অবলম্বন কর। তুমি স্বর উঁচু করবে না, তারা শুনে মত পাঠ করবে যেন তারা তোমার কাছ থেকে কুরআন শিখতে পারে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের انزلت এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পূণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১১১৬ পৃ.; পূর্বে: ৬৮৬, ১৯২৩, ১১১২৬ পৃ.।

তাশরীহ: তরজমাতুল বাবে বর্ণিত আয়াতে কারীমার শানে নুযুলের ব্যাপারে একটি অভিমত হলো এই, যা হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে এই হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, রাসূল ﷺ নামাযে উঁচু আওয়াজে কোরআন তেলাওয়াত করতেন, তখন মুশরিকরা হাসি ঠাট্টা বিদ্রুপ করত। আর কোরআন মাজীদ, জিবরাঈল আমীন আ এবং স্বয়ং রাসূল ﷺ এর ব্যাপারে বেআদবীমূলক অসঙ্গত কথাবার্তা বলত। এরই প্রেক্ষিতে আয়াত নাযিল হলো যে, لاتجهر بصلاتك যে আয়াতে কারীমার মাঝে আল্লাহ তাআলা রাসূল ﷺ কে উচ্চঃ ও চুপি চুপি এ দুয়ের মধ্যম পন্থা অবলম্বন করার শিক্ষা দিয়েছেন। এই আয়াতে কারীম শানে নুযূলের ব্যাপারে আরো অনেক অভিমত রয়েছে।

بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللهِ} [الفتح]

إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ [الطارق: ١٣] «حَقٌّ» {وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ} [الطارق: ١٤] «بِاللَّعِبِ

৩৮৯৮. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ্ তা'আলার বাণী: তারা আল্লাহর প্রতিশ্রুতি পরিবর্তন করতে চায় (৪৮:১৫)

لقول فصل অর্থাৎ চিরসত্য। وما هو بالهزل এর অর্থ কুরআন খেল-তামাশার বস্তু নয়

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

:হুদায়বিয়া থেকে ফিরে আসার পর রাসূল ﷺ খায়বরে আক্রমণ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। যেখানে গাদ্দার ইয়াহুদীদের বসবাস ছিল। যারা আহযাব যুদ্ধে কাফের সম্প্রদায়কে মদীনায় আক্রমন করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছিল। আল্লাহ তাআলা রাসূল ﷺ কে জানিয়ে দিলন যে, ঐ সকল লোকেরা যারা হুদায়বিয়ায় যায়নি, কিন্তু এখন তারা আপনাদের সাথে খায়বর যুদ্ধে যেতে চাইবে। কেননা, খায়বরে পরাজয়ের শঙ্কা কম এবং গণীমতের আশা বেশী। তাই আপনি তাদেরকে বলে দিন যে, আল্লাহ তাআলা তোমাদের মনোবাসনা আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তোমরা তো আমাদের সাথে কখনো যেতেনা। তবে এখন অভ্যান্তরীন এমন কি কারণ রয়েছে যে, তোমরা আমাদের সাথে যেতে চাচ্ছ?

إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ الخ : এই আয়াতটি যা সূরা তারেক-এ রয়েছে সেখানে فَصْلٌদ্বারা হক উদ্দেশ্য এর هَزْل দ্বারা لعب (ক্রীড়া কৌতুক) উদ্দেশ্য। অর্থাৎ এই কোরআন যা কিছু বর্ণনা কর তা হাসি-ঠাট্টা, ক্রীড়া-কৌতুক নয় বরং কোরআন হক বাতিল এবং সত্য ও মিথ্যার মাঝে ফায়সালাকারী।

قال الحافظ ابن حجر والذى يظهر لى ان غرضه ان كلام الله لايختص بالقران

অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার كلام কোরআনের সাথে খাস নয়। বরং كلام আল্লাহ তাআলার একটি সিফাত। তিনি যখন চান, বা যা চান প্রয়োজন অনুযায়ী কথা বলেন। যেমন-ইমাম বুখারী রহ দুটি আয়াত নকল করেছেন। প্রথম আয়াতে সুস্পষ্ট ভাবে كلام الله এর কথা উল্লেখ রয়েছে এবং দ্বিতীয় আয়াতে قول فصل এভাবে উল্লেখ রয়েছে। আর قول ও كلام দুনোটা তো একই বিষয়।

حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ، وَأَنَا الدَّهْرُ، بِيَدِي الأَمْرُ، أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ"

সহজ তরজমা

৭০০৩. হুমায়দী রহ... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন,আমাকে আদম সন্তান কষ্ট দিয়ে থাকে। কারণ তারা কালকে গালি দেয়। পক্ষান্তরে আমিই দাহর বা কাল। কেননা আমার হাতেই সব বিষয়। আমিই রাত ও দিনের পরিবর্তন ঘটাই।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : আল্লাহ তাআলার দিকে قول এর ইসনাদকে সাব্যস্ত করার মাধ্যমে তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল রয়েছে। আর এটা হাদীসে কুদসীর অন্তর্ভূক্ত।

হাদীসের পূণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১১১৬ পৃ.; পূর্বে: ৭১৫, ৯১৩ পৃ.

তাশরীহ:বিস্তরিত জানার জন্য নাসরুলবারী-৯ম খন্ড, ৫৮৫ পৃ. দেখুন।

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَأَكْلَهُ وَشُرْبَهُ مِنْ أَجْلِي، وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ، وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ: فَرْحَةٌ حِينَ يُفْطِرُ، وَفَرْحَةٌ حِينَ يَلْقَى رَبَّهُ، وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ المِسْكِ"

সহজ তরজমা

৭০০৪. আবূ নুআঈম রহ... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ্ ঘোষণা করেন যে, রোযা আমার জন্যই, আর আমিই এর প্রতিদান দেব। যেহেতু সে আমারই সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তার প্রবৃত্তি, পান ও আহার ত্যাগ করেছে। আর রোযা হচ্ছে ঢাল। রোযা পালনকারীর জন্য রয়েছে দু'টি আনন্দ। এক আনন্দ হলো যখন সে ইফতার করে, আর এক আনন্দ হলো, যখন সে তার প্রতিপালকের সাথে মিলিত হবে। আলআহর কাছে রোযা পালনাকরী মুখের গন্ধ মিশকের সুগন্ধির চেয়েও উত্তম।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের يَقُولُ اللهُ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পূণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১১১৬ পৃ.; পূর্বে: ২৫৪, ২৫৫, ২৭৪, ৮৭৮ পৃ.; সামনে : ১১২৫ পৃ.।

তাশরীহ: الصَّوْمُ لِي : নামায, যাকাত এবং হজ্জ এমন ইবাদাত যা অন্য কেহ দেখে বুঝতে পারে যে, সে যাকাত দিচ্ছে বা হজ্জ করছে কিংবা নামায পড়ছে। যেমন- নামায এর মূল বিধান হলো জামাতের সাথে আদায় করা। কিন্তু কেহ যদি একাকীও নামায পড়ে তবুও নামাযের বিশেষ রুকন যথা-রুকু, সেজদা ইত্যাদি দেখে প্রত্যেক ব্যক্তিই বুঝতে পারে যে, অমুক ব্যক্তি নামায আদায় করছে। এমনিভাবে যাকাত দরিদ্র ও গরীব ব্যক্তিদেরকে দেওয়া হয়, এটাও অন্যের জন্য জানা খুবই সহজ বিষয়। হজ্জের অবস্থাও ঠিক এমনই যে, হজ্জে লাখ লাখ মানুষের মিলন হয়। এবং নির্দষ্ট দিনে বিশেষ কিছু কার্যসম্পাদনের মাধ্যমে হজ্জ পালিত হয়। সুতরাং তা দেখে যে কেউ বুঝবে যে, সে হজ্জ আদায় করেছে। কিন্তু রোযা এমন এক ইবাদাত যাতে এমন কোন নিদর্শন নেই যা দেখে কেউ বুঝতে পারে যে, সে রোযা রেখেছে। এমনকি যদি কেউ রোযা রেখে গোপনে নির্জনে পানাহার করে নেয়, তাহলেও কেউ জানতে পারে না যে, সে রোযা রাখেনি। এই জন্য অন্যান্য ইবাদাতের

তুলনায়, রোযার মধ্যে কোনো লৌকিকতার সন্দেহ নেই, তাই যে ব্যক্তি রোযা রাখে শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্যই রোযা রাখে। তাইতো আল্লাহ তাআলা বলেছেন الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ রোযা আমার জন্য এর প্রতিদান আমি নিজ হাতে দিব। সুতরাং এর দ্বারা জানা গেল যে, যখন আল্লাহ তাআলা কোন দানের নিসবত নিজের দিকে করেন তখন সেটা মহা প্রতিদানই হবে বৈ আর কি। এবং এর মধ্যে ইশারা রয়েছে যে, অসংখ্য অগণিত গুণ বৃদ্ধি হারে প্রতিদান দেওয়া হবে। (কাস্তাল্লানী)

অন্য এক হাদীসে কুদসীতে রয়েছে যে - قال الله تعالى كل عمل ابن آدم له الا الصيام فانه لى وانا اجزى له - الحديث

বাদশাহ যখন কোন পছন্দনীয় কাজে খুশি হয়ে কাউকে কোন কিছু প্রদান করে, তখন বাদশাহ কি পরিমাণ দিবেন তার অনুমান কে করতে পারবে।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "بَيْنَمَا أَيُّوبُ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا خَرَّ عَلَيْهِ رِجْلُ جَرَادٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَجَعَلَ يَحْثِي فِي ثَوْبِهِ، فَنَادَى رَبُّهُ: يَا أَيُّوبُ أَلَمْ أَكُنْ أَغْنَيْتُكَ عَمَّا تَرَى؟ قَالَ: بَلَى، يَا رَبِّ، وَلَكِنْ لاَ غِنَى بِي عَنْ بَرَكَتِكَ"

সহজ তরজমা

৭০০৫. আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ রহ... আবূ হুরাযরা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : একদা আইউব আ বিবস্ত্র অবস্থায় গোসল করছিলেন। তখন স্বর্ণের একদল পঙ্গপাল তাঁর ওপর পতিত হলে তিনি তা তাঁর কাপড়ে ভরতে থাকেন। তখন তাঁর প্রতিপালক আহবান করে বললেন : হে আইউব! তুমি যা দেখছ, এর থেকে তোমাকে কি আমি অভাবমুক্ত করিনি? আইউব আ বললেন, হ্যাঁ হে আমার প্রতিপালক! তবে তোমার বরকত থেকে আমি অভাবমুক্ত নই।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের فَنَادَى رَبُّهُ: يَا أَيُّوب এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে। কেননা এর অর্থ হলো قال الله له الخ

হাদীসের পুণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১১১৬ পৃ.; পূর্বে: ৪২, ৪৮০ পৃ.।

رِجْلُ جَرَادٍ: رجل শব্দের راء (রা) বর্ণে যের (جيم) জীম বর্ণে সুকূন দিয়ে। অর্থ: ঝাঁক, পাল। رِجْلُ جَرَادٍ পঙ্গপাল।

قوله: فَنَادَى رَبُّهُ অর্থ হলো قال الله له (উমদাতুল বারী)

উলঙ্গ হয়ে গোসল করা জায়েয কিনা এ ব্যাপারে জানার জন্য নাসরুলবারী-২য় খন্ড, ২৩৮ পৃ. দেখুন।

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الأَغَرِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ فَيَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ"

সহজ তরজমা

৭০০৬. ইসমাঈল রহ... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : আমাদের প্রতিপালক প্রতি রাতের যখন রাতের শেষ তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকে তখন পৃথিবীর আসমানে অবতরণ করেন। এবং বলেন, আমার কাছে যে দোয়া করবে, আমি তার দোয়া গ্রহণ করব। আমার কাছে যে চাইবে, আমি তাকে দান করব। আমার কাছে যে মাগফিরাত প্রার্থনা করবে তাকে আমি মাফ করে দেব।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের فَيَقُوْلُ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ :১১১৬ পৃ.; পূর্বে: ১৫৩, ৯৩৬ পৃ.।

উদ্দেশ্য : রাতের নামায (তাহাজ্জদের নামায) এবং দোআ করার ফযিলত ও গুরুত্ব বর্ণনা করাই ইমাম বুখারী রহ এর উদ্দেশ্য। বিশেষ করে রাতের শেষভাগে নামায ও দোআর অতীব গুরুত্ব বর্ণনা উদ্দেশ্য।

হাদীসের প্রেক্ষাপট : বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানার জন্য নাসরুল বারী-৪র্থ খন্ড, ৩৫১-৩৫২ পৃ. দেখুন।

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، أَنَّ الأَعْرَجَ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «نَحْنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» وَبِهَذَا الإِسْنَادِ قَالَ اللَّهُ: «أَنْفِقْ أُنْفِقْ عَلَيْكَ»

সহজ তরজমা

৭০০৭. আবুল ইয়ামান রহ... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছেন। আমরা পৃথিবীতে সর্বশেষ আগমনকারী, তবে কিয়ামতের দিন আমরাই থাকব অগ্রগামী। হাদীসটির এ সনদে আরো আছে যে, আল্লাহ বলেন, তুমি খরচ কর, তাহলে আমিও তোমার ওপর খরচ করব।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের قَالَ اللهُ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে। কেননা, এটা হাদীসে কুদসী।

হাদীসের পুণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ :১১১৬ পৃ.; আর এই হাদীসটি দুটি হাদীস সমৃদ্ধ। তার মধ্য হতে প্রথমটি পূর্বোক্ত একটি দীর্ঘ হাদীসের সংক্ষেপ। দীর্ঘ হাদীসটি পূর্বে: ১২০, ১২৩, ৪৯৫ পৃ.। আর এই সংক্ষেপ হাদীসটি পূর্বে : ৩৭, ৪১৫, ৯৮০, ১০১৭, ১০৪২ পৃ.।

দ্বিতীয় হলো قَالَ اللهُ أَنْفِقْ عَلَيْكَ এটিও পূর্বোক্ত একটি দীর্ঘ হাদীসের সংক্ষেপ। দীর্ঘ হাদীসটি পূর্বে : ৬৭৭, ১১০২, ১১০৩ পৃ.। আর এই সংক্ষেপ হাদীসটি পূর্বে : ৮০৬ পৃ.।

نحن الاخرون السابقون এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য-নাসরুলবারী-২য় খন্ড, ১৮০ পৃ. দেখুন।

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. فَقَالَ هَذِهِ خَدِيجَةُ أَتَتْكَ بِإِنَاءٍ فِيهِ طَعَامٌ أَوْ إِنَاءٍ فِيهِ شَرَابٌ فَأَقْرِئْهَا مِنْ رَبِّهَا السَّلاَمَ وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ مِنْ قَصَبٍ لاَ صَخَبَ فِيهِ وَلاَ نَصَبَ

সহজ তরজমা

৭০০৮. যুহায়র ইবনে হারব রহ... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত। জিবরাঈল আ. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বললেন, এই তো খাদিজা আপনার জন্য একটি পাত্র ভর্তি খাবার করে নিয়ে এসেছেন। বর্ণনাকারী সন্দেহে বলেছেন, অথবা পাত্র নিয়ে এসেছেন, যাতে পানীয় রয়েছে। আপনি তাঁকে তাঁর রবের পক্ষ থেকে সালাম বলুন। আর তাঁকে এমন একটি (প্রশস্ত অভ্যন্তর শূন্য) মোতির তৈরি প্রাসাদের সুসংবাদ দিন, যেখানে শোরগোল বা ক্লেশ থাকবে না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের فَأَقْرِئْهَا مِنْ رَبِّهَا... এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পূণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ :১১১৬ পৃ.; পূর্বে: ৫৩৯ পৃ.।

তাশরীহ:উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদিজা রাযি. এর ফযিলত জানার জন্য বুখারী শরীফ: ১ম খন্ড, ৫৩৯ পৃষ্ঠার হাদীস দেখুন।

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ أَسَدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "قَالَ اللهُ: أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لاَ عَيْنٌ رَأَتْ، وَلاَ أُذُنٌ سَمِعَتْ، وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ"

সহজ তরজমা

৭০০৯. মুআয ইবনে আসাদ রহ... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ্ ঘোষনা করলেন, আমি আমার নেককার বান্দাদের জন্য এমন বস্তু প্রস্তুত করে রেখেছি, যা কোন চোখ কখনো দেখেনি, কোন কান কখনো শোনেনি, এমনকি কোন মানুষের অন্তরে কল্পনায়ও আসেনি।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের قال الله এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পূণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১১১৬ পৃ.; পূর্বে: ৪৬০, ৪০৭ পৃ.।

তাশরীহ: أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ: এখানে ইযাফতটি সম্মানের জন্য। অর্থাৎ তাদের জন্য জান্নাতে এমন নেয়ামত প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে যা কোন চোখ দেখেনি তথা শুধু একটি চোখ নয় তাদের কোন চোখই দেখেনি। عين নফীর ক্ষেত্রে استغراق এর ফায়দা দেয় এমনি ভাবে তাঁর বাণী وَلاَ أُذُنٌ سَمِعَتْ، وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ আরো জানার জন্য নাসরুল বারী-৯ম খন্ড, ৫০৩ পৃ. দেখুন।

حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الأَحْوَلُ، أَنَّ طَاوُسًا، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا تَهَجَّدَ مِنَ اللَّيْلِ، قَالَ: «اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، وَلَكَ الحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، وَلَكَ الحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، أَنْتَ الحَقُّ، وَوَعْدُكَ الحَقُّ، وَقَوْلُكَ الحَقُّ، وَلِقَاؤُكَ الحَقُّ، وَالجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ إِلَهِي لاَ إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ»

সহজ তরজমা

৭০১০. মাহমূদ রহ... ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতে যখন তাহাজ্জুদের নামায আদায় করতেন তখন এ দোয়া করতেন : হে আল্লাহ্! সব প্রশংসা একমাত্র তোমারই, তুমিই আসমান ও যমীনের নূর। তোমারই সমস্ত প্রশংসা, তুমিই আসমান ও যমীনের একমাত্র পরিচালক। তোমারই সব প্রশংসা, তুমিই আসমান ও যমীন এবং এ দুয়ের মধ্যে বিদ্যমান সব কিছুর প্রতিপালক। তুমি মহাসত্য। তোমার প্রতিশ্রুতি সত্য। তোমার বাণী সত্য। তোমার সাক্ষাৎ সত্য। জান্নাত সত্য। জাহান্নাম সত্য। নবীগণ সত্য। কিয়ামত সত্য। হে আল্লাহ্! তোমারই জন্য আনুগত্য (ইসলাম) স্বীকার করি। তোমারই প্রতি ঈমান আনি। তোমারই ওপর তাওয়াক্কুল করি এবং তোমারই দিকে রুজু করি। তোমারই উদ্দেশ্যে বিতর্ক করি। তোমার কাছেই আমি ফায়সালা চাই। সুতরাং আমার আগের ও পরের গোপনীয় ও প্রকাশ্য সর্বপ্রকার গুনাহ মাফ করে দাও। তুমিই আমার একমাত্র মাবূদ। তুমি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের وَقَوْلُكَ الحَقُّ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১১১৬-১১১৭ পৃ.; পূর্বে: ১৫১, ৯৩৫, ১০৯৮, ১০৯৯ পৃ.।

তাশরীহ: তাহাজ্জুদ নামাযের ফযিলত সম্পর্কে জানার জন্য নাসরুলবারী-৪র্থ খন্ড, ৩২৯ পৃ. দেখুন।

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ النُّمَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ الأَيْلِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ، قَالَ: سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، وَسَعِيدَ بْنَ المُسَيِّبِ، وَعَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ، وَعُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ، عَنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حِينَ قَالَ لَهَا أَهْلُ الإِفْكِ مَا قَالُوا، فَبَرَّأَهَا اللهُ مِمَّا قَالُوا، وَكُلٌّ حَدَّثَنِي طَائِفَةً مِنَ الحَدِيثِ الَّذِي حَدَّثَنِي، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «وَلَكِنِّي وَاللهِ مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ اللهَ يُنْزِلُ فِي بَرَاءَتِي وَحْيًا يُتْلَى، وَلَشَأْنِي فِي نَفْسِي كَانَ أَحْقَرَ مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ اللهُ فِيَّ بِأَمْرٍ يُتْلَى، وَلَكِنِّي كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَرَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي النَّوْمِ رُؤْيَا يُبَرِّئُنِي اللهُ بِهَا، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى»: {إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالإِفْكِ} العَشْرَ الآيَاتِ

সহজ তরজমা

৭০১১. হাজ্জাজ ইবনে মিনহাল রহ. ..... উরওয়া ইবনে যুবায়র, সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যাব, আলকামা ইবনে ওয়াক্কাস ও উবায়দুল্লাহ্ ইবনে আবদুল্লাহ্ রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সহধর্মিনী আয়েশা রাযি. এর ঘটনা সম্পর্কে বর্ণনা করেন। যখন অপবাদ রটনাকারীরা তাঁর সম্পর্কে যা বলার তা বলল। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের অপবাদ থেকে তাঁকে পবিত্র বলে ঘোষণা দিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণনাকারীদের প্রত্যেকে হাদীসটির কিছু কিছু অংশ আমাকে বর্ণনা করেছেন। আয়েশা রাযি. বলেন কিন্তু আল্লাহর কসম! আমি ধারণাও করিনি যে, আল্লাহ্ আমার পবিত্রতার সপক্ষে এমন ওহী অবতীর্ণ করবেন যা তিলাওয়াত করা হবে। আমার মর্যাদা আমার কাছে এর চাইতে তুচ্ছ ছিল যে, আল্লাহ্ তা'আলা আমার বিষয়ে এমন কোন কালাম করবেন যা তিলাওয়াত করা হবে। তবে আমি আশা করতাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বপ্নে এমন কিছু দেখবেন, যদ্বারা আল্লাহ আমার পবিত্রতা ঘোষণা করবেন। অথচ আল্লাহ্ অবতীর্ণ করলেন : যারা অপবাদ রচনা করেছে.... থেকে দশটি আয়াত (১০ : ২১)

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের أَنْ يَتَكَلَّمَ اللهُ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১১১৭ পৃ.; পূর্বে: ৩৫৩, ৩৫৯, ৩৬৩-৩৬৫, ৪০৩, ৫৭৩, ৫৯৬,-৫৯৭, ৬৭৯, ৬৯৬-৬৯৭, ৬৯৮, ৬৮৫, ৯৮৮, ১০৯৬ পৃ.; সামনে: ১১২৬ পৃ.।

حديث الافك : এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারী (মাগাযী) ৮ম খন্ড, ১৯২ পৃ. দেখুন।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا المُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " يَقُولُ اللهُ: إِذَا أَرَادَ عَبْدِي أَنْ يَعْمَلَ سَيِّئَةً، فَلاَ تَكْتُبُوهَا عَلَيْهِ حَتَّى يَعْمَلَهَا، فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا بِمِثْلِهَا، وَإِنْ تَرَكَهَا مِنْ أَجْلِي فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْمَلَ حَسَنَةً فَلَمْ يَعْمَلْهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً، فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ"

সহজ তরজমা

৭০১২. কুতায়বা ইবনে সাঈদ রহ. ..... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ্ বলেন, আমার বান্দা কোন গুনাহের কাজ করার ইচ্ছা পোষণ করলে তা না করা পর্যন্ত তার গুনাহ লেখো না। আর যদি তা করেই ফেলে, তাহলে তার সমপরিমাণ লেখো। আর যদি আমার কারনে তা পরিহার করে, তাহলে তার পক্ষে একটি নেকী লেখো।এবং যদি বান্দা কোন ভাল কাজের ইচ্ছা করল কিন্তু তা না করে, তবুও তোমরা তার জন্য একটি নেকী লিপিবদ্ধ করবে। তারপর যদি তা সম্পাদন করে, তবে তোমরা তার জন্য কাজটির দশ গুণ থেকে সাত'শ গুণ পর্যন্ত লেখো।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের يَقُوْلُ اللهُ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ :১১৭ পৃ.।

তাশরীহ:এই হাদীসটি হাদীসে কুদসীর অন্তর্ভুক্ত। আর এটি পূর্বে كتاب الرقاق এর باب من هم بحسنة او بسيئة এই বাবে অতিবাহিত হয়েছে। অনুরূপভাবে হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. এর হাদীস। বুখারী শরীফঃ ৯৬০ পৃ. শেষ বাব দেখুন।

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي مُزَرِّدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " خَلَقَ اللهُ الخَلْقَ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهُ قَامَتِ الرَّحِمُ، فَقَالَ: مَهْ، قَالَتْ: هٰذَا مَقَامُ العَائِذِ بِكَ مِنَ القَطِيعَةِ، فَقَالَ: أَلَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ، وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ، قَالَتْ: بَلَى يَا رَبِّ، قَالَ: فَذَلِكِ لَكِ ". ثُمَّ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ} [محمد: ٢٢]

সহজ তরজমা

৭০১৩. ইসমাঈল ইবনে আবদুল্লাহ রহ... আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্ তো সমস্ত সৃষ্টিকে পয়দা করলেন। তারপর যখন তিনি এর থেকে অবসর হলেন তখন 'রাহিম' (আত্মীয়তার বন্ধন) উঠে দাঁড়াল। আল্লাহ্ সেটিকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি থাম। 'অত্মীয়তার বন্ধন' তখন বলল, আমাকে ছিন্নকারী থেকে পানাহ্ প্রার্থনার স্থল এটিই।এতে আল্লাহ্ ঘোষণা করলেন, তুমি এতে রাযী নও কি? যে ব্যক্তি তোমার সাথে সৎভাব রাখবে আমিও তার সাথে সৎভাব রাখব। আর যে তোমাকে ছিন্ন করবে, আমিও তাকে ছিন্ন করব। সে বলল, আমি এতে সন্তুষ্ট, হে প্রতিপালক! আল্লাহ বললেন : তা-ই তোমার জন্য। তারপর আবূ হুরায়রা রাযি. তিলাওয়াত করলেন : فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ الا ية ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে সম্ভবত তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্ট করবে এবং তোমাদের আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের قال এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১১১৭ পৃ. পূর্বে (তাফসীর) ৭১৬, ৮৮৫ পৃ.।

আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষার তাকিদ

رحم শব্দটি আভিধানিকভাবে মায়ের পেটের বাচ্চাদানীকে বলা হয়। কেননা এটাই সকল আত্মীয়তার মূল উৎপত্তিস্থল। তাই رحم এর অর্থ: আত্মীয়তার বন্ধন আসে।

রাসূল ﷺ বলেছেন যে, আল্লাহ তাআলা বলেন اَنَا الرَّحْمٰنُ - الحديث (আবু দাউদ, ১ম খন্ড, ২৩৮ পৃ.) অর্থাৎ আমি রহমান ও রাহীম। অর্থাৎ, আত্মীয়তাকে আমার নাম থেকে নির্গত করেছি। যে ব্যক্তি আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করবে আমি তাকে আমার নৈকট্য দান করব। আর যে ব্যক্তি আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করে দিবে, আমিও তাকে আমার থেকে ছিন্ন ,পৃথক করে দিবো। অর্থাৎ দূরে সরিয়ে দিব।

হযরত জুবাইর ইবনে মুতঈম রাযি. থেকে মারফুভাবে বর্ণিত আছে যে, لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ (আবু দাউদ শরীফ -১ম খন্ড, ২৩৮ পৃ.; তিরমিযি শরীফ: ২য় খন্ড, ১৩ নং পৃ.-

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযি. থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন

"لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِي، وَلٰكِنَّ الْوَاصِلَ مَنْ إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا"

(তিরমিযি শরীফ: ২য় খন্ড, ১৩ পৃ.; আবু দাউদ শরীফ: ১ম খন্ড, ২৩৮ পৃ.)

অর্থাৎ প্রকৃত পক্ষে আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষাকারী তোঐ ব্যক্তি যে, তার সাথে যখন আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে দেওয়া হয় এবং আত্মীয়তার হক আদায় করা না হয় এরপরও সে আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখে এবং আত্মীয়তার যে সকল হক নিজের উপর অর্পিত হয়েছে তা যথাযথ আদায় করে।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ صَالِحٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ: مُطِرَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: "قَالَ اللهُ: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي كَافِرٌ بِي وَمُؤْمِنٌ بِي"

সহজ তরজমা

৭০১৪. মুসাদ্দাদ রহ.... যায়িদ ইবনে খালিদ রহ... থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সময় একবার বৃষ্টি হলো। তিনি বললেন : আল্লাহ্ বলেছেন, (এই বৃষ্টিকে কেন্দ করে) আমার বান্দাদের কিছু সংখ্যক আমার সাথে কুফরী করছে, আর কিছু সংখ্যাক ঈমান এনেছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের قال الله এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১১১৭ পৃ.; পূর্বে: ১১৭, ১৪১ পৃ.।

মাসআলা : তারকারাজিকে বৃষ্টিবর্ষণের প্রকৃত ফায়েল বা সৃষ্টিকর্তা মনে করা কুফুরী। এ রকম আকীদা পোষণকারী ব্যক্তি ইসলাম চ্যূত হয়ে কাফের হয়ে যাবে।

তবে যদি কেই এমন মনে করো যে, এটা আল্লাহ তাআলারই বিধান যে, ওমুক তারকা ওমুক স্থানে আসার সময় অনেক বৃষ্টি বর্ষিত হচ্ছে। তাহলে টো কুদুরী আকীদা বলে গণ্য হবে না।

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "قَالَ اللهُ: إِذَا أَحَبَّ عَبْدِي لِقَائِي أَحْبَبْتُ لِقَاءَهُ، وَإِذَا كَرِهَ لِقَائِي كَرِهْتُ لِقَاءَهُ"

সহজ তরজমা

৭০১৫. ইসমাঈল রহ... আবূ হুরায়া রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ্ বলেন, আমার বান্দা আমার সাক্ষাৎ পছন্দ করলে আমিও তার সাক্ষাৎ পছন্দ করি। আর সে আমার সাক্ষাতকে অপছন্দ করলে, আমিও তার সাক্ষাতকে অপছন্দ করি।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের قَالَ اللهُ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পূণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ :১১১৭ পৃ.;

তাশরীহ: এই হাদীসটি হযরত আনাস রাযি. হযরত উবাদ রাযি. এবং হযরত আবু মুসা আশআরী রাযি. থেকে كتاب الرقاق এর باب من احب لقاء الله الخ এ অতিবাহিত হয়েছে। (বুখারী শরীফ: ২য়, খন্ড, ৯৬৩ পৃ.)

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " قَالَ اللهُ: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي"

সহজ তরজমা

৭০১৬. আবুল ইয়ামান রহ... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ্ ইরশাদ করেন : আমার বিষয়ে আমার বান্দার ধারণার অনুরূপ ব্যবহার করে থাকি।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের قال الله এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পূণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১১১৭ পৃ.; পূর্বে: ১১০১ পৃ.।

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " قَالَ رَجُلٌ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ: فَإِذَا مَاتَ فَحَرِّقُوهُ وَاذْرُوا نِصْفَهُ فِي الْبَرِّ، وَنِصْفَهُ فِي الْبَحْرِ، فَوَاللهِ لَئِنْ قَدَرَ اللهُ عَلَيْهِ لَيُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا لَا يُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، فَأَمَرَ اللهُ الْبَحْرَ فَجَمَعَ مَا فِيهِ، وَأَمَرَ الْبَرَّ فَجَمَعَ مَا فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: لِمَ فَعَلْتَ؟ قَالَ: مِنْ خَشْيَتِكَ وَأَنْتَ أَعْلَمُ، فَغَفَرَ لَهُ"

সহজ তরজমা

৭০১৭. ইসমাঈল রহ... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : জনৈক ব্যক্তি (জীবনেও) কোন ভাল আমল করেনি। মৃত্যুর সময় সে বলল, মারা যাওয়ার পর তোমরা তাকে পুড়িয়ে ফেল। আরঅর্ধেক স্থলে আর অর্ধেক সাগরে ছড়িয়ে দাও। সে আরো বলল, আল্লাহর কসম! আল্লাহ্ যদি তাকে পেয়ে যান তাহলে অবশ্যই তাকে এমন শাস্তি দেবেন, যা জগতসমূহের আর কাউকে দেবেন না। তারপর আল্লাহ সাগরকে হুকুম দিলে সাগর এর মধ্যকার অংশকে একত্রিত করল। স্থলকে হুকুম দিলে সেও তার মধ্যকার অংশ একত্রিত করল। তারপর আল্লাহ বললেন : তুমি কেন এরূপ করলে? সে উত্তর করল, তোমার ভয়ে। আর তুমি অধিক জ্ঞাত। এর প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করে দিলেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের ثُمَّ قَالَ: لِمَ فَعَلْتَ؟ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পূণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১১১৭ পৃ.; পূর্বে: ৪৯৫ পৃ.।

তাশরীহ: قَالَ رَجُلٌ সে বনী ইসলাঈলের نَاش তথা কাফনচুর ছিল। (উমদাতুল কারী)

অর্থাৎ, এই ব্যক্তি বনী ইসরাঈলের মদ্যে কাফনচুর ছিল। فاذا مات এখানে حاضر থেকে غائب এর দিকে প্রত্যাবর্তন হয়েছে। অন্যথায় তো তার فاذا متُّ বলা উচিৎ ছিল। যেমন-৪৯৫ নং পৃষ্ঠায় রেওয়ায়াতে রয়েছে।

وَأَنْتَ أَعْلَمُ : এটি جمله حالية এই বাক্য দ্বারা বুঝে আসে যে, ঐ ব্যক্তি মুমিন ছিল তব সে কবীরা গোনাহে লিপ্ত ছিল। কেননা চুরি করা কুফুরী বা শিরীকী কোনটাই নয়। তাই তার ক্ষমার ব্যাপারে কোন ইশকাল নেই। যদিও খাওয়ারেজ ও মুতাযিলারা এর বিপরীত ভ্রান্ত মত পোষণ করে থাকে। والله اعلم

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ أَبِي عَمْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: " إِنَّ عَبْدًا أَصَابَ ذَنْبًا وَرُبَّمَا قَالَ أَذْنَبَ ذَنْبًا فَقَالَ: رَبِّ أَذْنَبْتُ وَرُبَّمَا قَالَ: أَصَبْتُ فَاغْفِرْ لِي، فَقَالَ رَبُّهُ: أَعَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ؟ غَفَرْتُ لِعَبْدِي، ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ أَصَابَ ذَنْبًا، أَوْ أَذْنَبَ ذَنْبًا، فَقَالَ: رَبِّ أَذْنَبْتُ أَوْ أَصَبْتُ آخَرَ، فَاغْفِرْهُ؟ فَقَالَ: أَعَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ؟ غَفَرْتُ لِعَبْدِي، ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ أَذْنَبَ ذَنْبًا، وَرُبَّمَا قَالَ: أَصَابَ ذَنْبًا، قَالَ: قَالَ: رَبِّ أَصَبْتُ أَوْ قَالَ أَذْنَبْتُ آخَرَ، فَاغْفِرْهُ لِي، فَقَالَ: أَعَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ؟ غَفَرْتُ لِعَبْدِي ثَلَاثًا، فَلْيَعْمَلْ مَا شَاءَ"

সহজ তরজমা

৭০১৮. আহমদ ইবনে ইসহাক রহ.. আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে এ কথা বলতে শুনেছি, এক বান্দা গুনাহ্ করল। বর্ণনাকারী اصاب ذنبا না বলে কখনো اذنب ذنبا বলেছেন। তারপর সে বলল, হে আমার প্রতিপালক ! আমি তো গুনাহ্ করে ফেলেছি। বর্ণনাকারী اذنبت-এর স্থলে কখনো اصبت বলেছেন। তাই আমার গুনাহ্ মাফ করে দাও। তার প্রতিপালক বললেন : আমার বান্দা কি একথা জেনেছে যে, তার রয়েছে একজন প্রতিপালক যিনি গুনাহ্ মাফ করেন এবং এর কারণ শাস্তিও দেন। আমার বান্দাকে আমি ক্ষমা করে দিলাম। তারপর সে আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী কিছুকাল অবস্থান করল এবং সে আবার গুনাহতে লিপ্ত হলো। বর্ণনাকারীর সন্দেহ أَذْنَبَ ذَنْبًا কিংবা أَصَابَ ذَنْبًا বলা হয়েছে। বান্দা আবার বল, হে আমার প্রতিপলক! আমি তো আবার গুনাহ্ করে বসেছি। এখানে أَصَبْتُ কিংবা أَذْنَبْتُ বলা হয়েছে। আমার এ গুনাহ্ তুমি ক্ষমা করে দাও। এর প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ পাক বললেন : আমার বান্দা কি জেনেছে যে, তার রয়েছে একজন প্রতিপালক যিনি গুনাহ্ মাফ করেন এবং এর কারণ শাস্তিও দেন। আমি আমার বান্দার গুনাহ মাফ করে দিয়েছি এরপর সে বান্দা আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী কিছুদিন সে অবস্থায় অবস্থান করল। আবারও সে গুনাহতে লিপ্ত হয়ে গেল। এখানে أَذْنَبَ ذَنْبًا কিংবা أَصَابَ ذَنْبًا বলা হয়েছে। সে বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমি তো আরো একটি গুনাহ্ করে ফেলেছি। এখানে أَصَبْتُ কিংবা أَذْنَبْتُ বলা হয়েছে। আমার এ গুনাহ্ ক্ষমা করে দাও। তখন আল্লহ্ বললেন : আমার বান্দা কি জেনেছে যে, তার একজন প্রতিপালক রয়েছেন, যিনি গুনাহ্ ক্ষমা করেন এবং এর কারণে শাস্তিও দেন। আমি আমার এ বান্দাকে ক্ষমা করে দিলাম। এরূপ তিনবার বললেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের فَقَالَ رَبُّهُ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পূণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ :১১১৭-১১১৮ পৃ.। মুসমি শরীফ: التوبه অধ্যায়, নাসাঈ শরীফ : اليوم و الليلة অধ্যায়।

তাশরীহ: فَلْيَعْمَلْ مَا شَاءَ এর অর্থ হলো যখন্ গোনাহ করবে অত:পর তাওবা করবে,। তাকে ক্ষষমা করে দেওয়া হবে। (উমদাতুল বারী)

ইমাম নববী রহ বলেন- হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, কেহ একশতবার বা হাজার বার কিংবা আরো বেশী বার গোনাহ করে এবং প্রত্যেক বার তাওবা করে, তাহলে তার তাওবা কবুল করা হবে। (উমদাতুল বারী)

এই হাদীস দ্বারা তাওবা ইস্তিগফারের মহা ফযিলত সাব্যস্ত হলো তবে শর্ত হলো যে, তাওবার শর্তাবলীর প্রতি যত্নবান হতে হবে। তাই شرط না পাওয়া গেলে شروط পাওয়া যাবে না।

তাওবার শর্তাবলী

ব্যাপকভাবে মাকবুল তাওবার তিনটি শর্ত বর্ণিত রয়েছে। যথা- (১) সম্পূর্ণরূপে গোনাহ ছেড়ে দিবে। (২) বিগত জীবনের গোনাহ সমূহের উপর লজ্জিত হতে হবে। এবং (৩) ভবিষ্যতে গোনাহ না করার দৃঢ় সংকল্প করতে হবে।

যদিও এ ব্যাপারে আরো কথা রয়েছে। কিন্তু এই শর্তাবলীল সাথে যদি কেহ তাওবা করে, তাহরে সমস্ত গোনাহ মাফ হয়ে যাবে এবং অস্তিত্বহীন হয়ে যাবে। যেমন-রাসূল ﷺ বলেছেন اَلتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لاَ ذَنْبَ لَهُ

আর যদি কোন মুসলমান তাওবা করা ছাড়া মারা যায় তাহলেও আল্লাহ তাআলা স্বীয় করুনায় তাকে ক্ষমা করে দিতে পানের কিংবা তাকে শাস্তি দিয়ে ক্ষমা করে দিবেন।

মোটকথা- যদি কোন মু'মিন কুফর ও শিরক করা ব্যতিত হাজার লাখ ও কবীরা গোনাহ করে তওবা করা ছাড়াই মৃত্যুবরণ করে তবুও সে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে না। আল্লাহ স্বীয় বান্দাদেরকে অবশ্যই ক্ষমা করে দিবেন।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، سَمِعْتُ أَبِي، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَبْدِ الغَافِرِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلًا فِيمَنْ سَلَفَ أَوْ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. قَالَ: كَلِمَةً: يَعْنِي أَعْطَاهُ اللهُ مَالًا وَوَلَدًا. فَلَمَّا حَضَرَتِ الوَفَاةُ، قَالَ لِبَنِيهِ: أَيَّ أَبٍ كُنْتُ لَكُمْ؟ قَالُوا: خَيْرَ أَبٍ. قَالَ: فَإِنَّهُ لَمْ يَبْتَئِرْ أَوْ لَمْ يَبْتَئِزْ عِنْدَ اللهِ خَيْرًا، وَإِنْ يَقْدِرِ اللهُ عَلَيْهِ يُعَذِّبْهُ، فَانْظُرُوا إِذَا مُتُّ فَأَحْرِقُونِي حَتَّى إِذَا صِرْتُ فَحْمًا فَاسْحَقُونِي أَوْ قَالَ: فَاسْحَكُونِي. فَإِذَا كَانَ يَوْمُ رِيحٍ عَاصِفٍ فَأَذْرُونِي فِيهَا. فَقَالَ: نَبِيُّ اللهِ ﷺ: فَأَخَذَ مَوَاثِيقَهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَرَبِّي فَفَعَلُوا. ثُمَّ أَذْرَوْهُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ فَقَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: كُنْ فَإِذَا هُوَ رَجُلٌ قَائِمٌ قَالَ اللهُ أَيْ عَبْدِي مَا حَمَلَكَ عَلَى أَنْ فَعَلْتَ مَا فَعَلْتَ؟ قَالَ: مَخَافَتُكَ أَوْ فَرَقٌ مِنْكَ قَالَ: فَمَا تَلاَفَاهُ أَنْ رَحِمَهُ عِنْدَهَا وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى: فَمَا تَلاَفَاهُ غَيْرُهَا فَحَدَّثْتُ بِهِ أَبَا عُثْمَانَ فَقَالَ: سَمِعْتُ هَذَا مِنْ سَلْمَانَ غَيْرَ أَنَّهُ زَادَ فِيهِ: أَذْرُونِي فِي البَحْرِ أَوْ كَمَا حَدَّثَ حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، وَقَالَ: لَمْ يَبْتَئِرْ وَقَالَ خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ وَقَالَ: لَمْ يَبْتَئِزْ فَسَّرَهُ قَتَادَةُ: لَمْ يَدَّخِرْ

সহজ তরজমা

৭০১৯. আবদুল্লাহ্ ইবনে আবুল আসওয়াদ রহ... আবূ সাঈদ খুদরী রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অতীত যুগের এক ব্যক্তি সম্পর্কে আলোচনা করলেন। অথবা তিনি বলেছেন, তোমাদের পুর্বে যারা ছিলেন তাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি। তিনি তাঁর সম্পর্কে বললেন, অর্থাৎ আল্লাহ্ তাকে সম্পদ ও সন্ত

ান দান করলেন। যখন তার মৃত্যু উপস্থিত হল তখন সে তার সন্তানদেরকে বলল, আমি তোমাদের জন্য কেমন পিতা ছিলাম? তারা বলল, উত্তম পিতা। তখন সে বলল, সে যে আল্লাহ্ কাছে কোন প্রকার নেক আমল রেখে যেতে পারেনি। এখানে لَمْ يَبْتَئِرْ কিংবা لَمْ يَبْتَئِزْ বলা হয়েছে। অতএব, আল্লাহ্ (তার উপর) সমর্থ হলে, অবশ্যই তাকে আযাব দিবেন। অতএব তোমরা লক্ষ্য রাখবে, আমার মৃত্যু হলে তোমরা আমাকে আগুনে জ্বালিয়ে দেবে। এরপর যখন আমি কয়লা হয়ে যাব, তখন ছাই করে ফেলবে। বর্ণনাকারী এখানে فَاسْحَكُوْنِىْ কিংবা فَاسْحَقُوْنِىْ বলেছেন। তারপর যেদিন প্রচন্ড বাতাসের দিন হবে সেদিন বাতাসে ছড়িয়ে দেবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : পিতা এ বিষয়ে সন্তানদের থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করল। আমার প্রতিপালকের কসম! সন্ত ানরা তাই করল। এক প্রচন্ড বাতাসের দিনে তাকে ছড়িয়ে দিল। তারপর মহান আল্লাহ্ নির্দেশ দিলেন। তুমি অস্তিত্বে এসে যাও। তৎক্ষণাৎ সে উঠে দাঁড়াল। মহান আল্লাহ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আমার বান্দাহ্ তুমি যা করেছ তা কেন করলে? সে উত্তর করল, তোমার ভয়ে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : এর বিনিময়ে মাকে মাফ করে দিলেন। রাবী আবার অন্য বর্ণনায় বলেছেন : আল্লাহ্ ক্ষমা দ্বারাই এর বিনিময় দিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি এ হাদীস আবূ উসমানের কাছে বর্ণনা করলে তিনি বললেন, আমি হাদীসটি সালমা রাযি. থেকে শুনেছি। তবে তিনি এটুকু সংযোগ কচ্ছেন اَذْرُوْنِىْ فِى الْبَحْرِ আমাকে সমুদ্রে ছড়িয়ে দাও। রাবী বলেন, কিংবা তিনি বলেছেন, অথবা যেরূপ তিনি বর্ণনা করেছেন।

মূসা রহ... মুতামির রহ থেকে বর্ণিত। তিনি لَمْ يَبْتَئِرْ বর্ণনা করেছেন। খালীফা রহ মুতামির থেকে لَمْ يَبْتَئِزْ বর্ণনা করেছেন। কাতাদা রহ এ সবের বিশ্লেষণ করেছেন لَمْ يَدَّخِرْ অর্থাৎ 'সঞ্চয় করেনি' দ্বারা।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের قال الله এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পূণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১১১৮ পৃ.; পূর্বে:৪৫৯, ৪৯৫। মুসলিম শরীফ : التوبة অধ্যায়।

بَابُ كَلَامِ الرَّبِّ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الأَنْبِيَاءِ وَغَيْرِهِمْ

৩৮৯৯. অনুচ্ছেদ : কিয়ামতের দিনে নবী ও অপরাপরের সাথে মহান আল্লাহর কথাবার্তা

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ رَاشِدٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: "إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ شُفِّعْتُ. فَقُلْتُ: يَا رَبِّ أَدْخِلِ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ خَرْدَلَةٌ فَيَدْخُلُونَ. ثُمَّ أَقُولُ أَدْخِلِ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ أَدْنَى شَيْءٍ". فَقَالَ أَنَسٌ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَصَابِعِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সহজ তরজমা

৭০২০. ইউসুফ ইবনে রাশিদ রহ ... আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত।তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে আমি বলতে শুনেছি যে, কিয়ামতের দিন যখন অমাকে সুপারিশ করার অনুমতি দেওয়া হবে তখন আমি বলব, হে আমার প্রতিপালক! যার অন্তরে এক সরিষা পরিমাণ ঈমান আছে, তাকে তুমি জান্নাতে দাখিল করো। তারপর তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করা হবে। তারপর আমি বলব, তাকেও জান্নাতে প্রবেশ কর, যার অন্ত রে সামান্য ঈমানও আছে। আনাস রাযি. বলেন, আমি যেন এখানো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাতের আঙ্গুলগুলো দেখছি।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পূণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১১১৮ পৃ.; পূর্বে: ৬৪২, ৯৭১, ১১০১, ১১০৪ পৃ.; সামনে ১১১৯ পৃ.। মুসলিম শরীফ: ১ম খন্ড, الايمان অধ্যায়।

তাশরীহ: বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারী-৯ম খন্ড, (কিতাবুত তাফসীর) ২০ পৃ. দেখুন। তাছাড়া নাসরুলবারী ১১ তম খন্ড, ৫৩১ পৃ. দেখুন।

উদ্দেশ্য : খাওয়ারেজ ও মুতাযিলাদেরকে 'রদ' এবং كلام الله আল্লাহ তাআলার সিফাত একথা সাব্যস্ত করাই ইমাম বুখারী রহ এর উদ্দেশ্য।

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا مَعْبَدُ بْنُ هِلاَلٍ العَنَزِيُّ، قَالَ: اجْتَمَعْنَا نَاسٌ مِنْ أَهْلِ البَصْرَةِ فَذَهَبْنَا إِلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَذَهَبْنَا مَعَنَا بِثَابِتٍ البُنَانِيِّ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ لَنَا عَنْ حَدِيثِ الشَّفَاعَةِ، فَإِذَا هُوَ فِي قَصْرِهِ فَوَافَقْنَاهُ يُصَلِّي الضُّحَى، فَاسْتَأْذَنَّا، فَأَذِنَ لَنَا وَهُوَ قَاعِدٌ عَلَى فِرَاشِهِ، فَقُلْنَا لِثَابِتٍ: لاَ تَسْأَلْهُ عَنْ شَيْءٍ أَوَّلَ مِنْ حَدِيثِ الشَّفَاعَةِ، فَقَالَ: يَا أَبَا حَمْزَةَ هَؤُلاَءِ إِخْوَانُكَ مِنْ أَهْلِ البَصْرَةِ جَاءُوكَ يَسْأَلُونَكَ عَنْ حَدِيثِ الشَّفَاعَةِ، فَقَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ﷺ قَالَ: " إِذَا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ مَاجَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ، فَيَأْتُونَ آدَمَ، فَيَقُولُونَ: اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، فَيَقُولُ: لَسْتُ لَهَا، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِإِبْرَاهِيمَ فَإِنَّهُ خَلِيلُ الرَّحْمَنِ، فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ، فَيَقُولُ: لَسْتُ لَهَا، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُوسَى فَإِنَّهُ كَلِيمُ اللَّهِ، فَيَأْتُونَ مُوسَى فَيَقُولُ: لَسْتُ لَهَا، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِعِيسَى فَإِنَّهُ رُوحُ اللَّهِ، وَكَلِمَتُهُ، فَيَأْتُونَ عِيسَى، فَيَقُولُ: لَسْتُ لَهَا، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَأْتُونِي، فَأَقُولُ: أَنَا لَهَا، فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي، فَيُؤْذَنُ لِي، وَيُلْهِمُنِي مَحَامِدَ أَحْمَدُهُ بِهَا لاَ تَحْضُرُنِي الآنَ، فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ المَحَامِدِ، وَأَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا، فَيَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ، وَسَلْ تُعْطَ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ، أُمَّتِي أُمَّتِي، فَيَقُولُ: انْطَلِقْ فَأَخْرِجْ مِنْهَا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ شَعِيرَةٍ مِنْ إِيمَانٍ، فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ، ثُمَّ أَعُودُ، فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ المَحَامِدِ، ثُمَّ أَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا، فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ، وَسَلْ تُعْطَ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ، أُمَّتِي أُمَّتِي، فَيَقُولُ: انْطَلِقْ فَأَخْرِجْ مِنْهَا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ أَوْ خَرْدَلَةٍ مِنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجْهُ، فَأَنْطَلِقُ، فَأَفْعَلُ، ثُمَّ أَعُودُ فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ المَحَامِدِ، ثُمَّ أَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا، فَيَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ، وَسَلْ تُعْطَ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ أُمَّتِي أُمَّتِي، فَيَقُولُ: انْطَلِقْ فَأَخْرِجْ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ أَدْنَى أَدْنَى أَدْنَى مِثْقَالِ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ، فَأَخْرِجْهُ مِنَ النَّارِ، فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ " فَلَمَّا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ أَنَسٍ قُلْتُ لِبَعْضِ أَصْحَابِنَا: لَوْ مَرَرْنَا بِالحَسَنِ وَهُوَ مُتَوَارٍ فِي مَنْزِلِ أَبِي خَلِيفَةَ فَحَدَّثْنَاهُ بِمَا حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، فَأَتَيْنَاهُ فَسَلَّمْنَا عَلَيْهِ، فَأَذِنَ لَنَا فَقُلْنَا لَهُ: يَا أَبَا سَعِيدٍ، جِئْنَاكَ مِنْ عِنْدِ أَخِيكَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، فَلَمْ نَرَ مِثْلَ مَا حَدَّثَنَا فِي الشَّفَاعَةِ، فَقَالَ: هِيهْ فَحَدَّثْنَاهُ بِالحَدِيثِ، فَانْتَهَى إِلَى هَذَا المَوْضِعِ، فَقَالَ: هِيهْ، فَقُلْنَا لَمْ يَزِدْ لَنَا عَلَى هَذَا،

فَقَالَ: لَقَدْ حَدَّثَنِي وَهُوَ جَمِيعٌ مُنْذُ عِشْرِينَ سَنَةً فَلاَ أَدْرِي أَنَسِيَ أَمْ كَرِهَ أَنْ تَتَّكِلُوا، قُلْنَا: يَا أَبَا سَعِيدٍ فَحَدِّثْنَا فَضَحِكَ، وَقَالَ: خُلِقَ الإِنْسَانُ عَجُولًا مَا ذَكَرْتُهُ إِلَّا وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُحَدِّثَكُمْ حَدَّثَنِي كَمَا حَدَّثَكُمْ بِهِ، قَالَ: " ثُمَّ أَعُودُ الرَّابِعَةَ فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ المَحَامِدِ، ثُمَّ أَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا، فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ، وَسَلْ تُعْطَهْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ ائْذَنْ لِي فِيمَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَيَقُولُ: وَعِزَّتِي وَجَلاَلِي، وَكِبْرِيَائِي وَعَظَمَتِي لَأُخْرِجَنَّ مِنْهَا مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ "

সহজ তরজমা

৭০২১. সুলায়মান ইবনে হারব রহ... মাবাদ ইবনে হিলাল আল আনাযী রহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বসরার অধিবাসী কিছু লোক একত্রিত হয়ে আনাস ইবনে মালিক রাযি.-এর কাছে গেলাম। আমাদের সাথে সাবিত রাযি. কে নিলাম, যাতে তিনি আমাদের কাছে আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত শাফাআত সম্পর্কে হাদীস জিজ্ঞাসা করেন। আমরা তাঁকে তাঁর মহলেই চারশতের নামায আদায়রত পেলাম। তাঁর কাছে প্রবেশের অনুমতি চাইলে তিনি আমাদেরকে অনুমতি দিলেন। তখন তিনি তাঁর বিছানায় বসা অবস্থায় আছেন। অত:পর আমরা সাবি রাযি. কে অনুরোধ করলাম, তিনি যেন শাফাআতের হাদীসটি জিজ্ঞাসার পূর্বে অন্য কিচু জিজ্ঞাসা না করেন। তখন সাবিত রাযি. বললেন, হে আবু হামযা! এরা বসরাবাসী আপনার ভাই, তারা শাফাআতের হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে এসেছে। তারপর আনাস রাযি. বললেন, আমাদের কাছে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, কিয়ামতের দিন মানুষ সমুদ্রের ঢেউয়ের মত ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে। তাই তারা আদম আ. এর কাছে এসে বলবে, আমাদের জন্য আপনার প্রতিপালকের কাছে সুপারিশ করুন। তিনি বলবেন : এ কাজের জন্য আমি নই। বরং তোমরা ইবরাহীম আ. এর কাছে যাও। কেননা, তিনি হলেন আল্লাহ্ খলীল। তখন তারা ইবরাহীম আ. এর কাছে আসবে। তিনি বলবেন : আমি এ কাজের জন্য নই। তবে তোমরা মূসা আ এর কাছে যাও। কারণ তিনি আল্লাহর সাথে বাক্যালাপ করেছেন। তখন তারা মূসা আ এর কাছে আসবে তিনি বলবেন : আমি তো এ কাজের জন্য নই। তোমরা বরং ঈসা আ এর কাছে যাও। যেহেতু তিনিই আল্লাহর রূহ ও বাণী। তারা তখন ঈসা আ এর কাছে আসবে। তিনি বলবেন : আমি তো এ কাজের জন্য নই। তোমরা বরং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে যাও। এরপর তারা আমার কাছে আসবে। আমি বলব, আমিই এ কাজের জন্য। আমি তখন আমার প্রতিপালকের কাছে অনুমতি চাইব। আমাকেঅনুমতি দেওয়া হবে। আমাকে প্রশংসা সম্বলিত বাক্য ইলহাম করা হবে যা দিয়ে আমি আল্লাহর প্রশংসা করব, যেগুলো এখন আমার জানা নেই। আমি সেসব বাক্য দিয়ে প্রশংসা করব এবং সিজদায় পড়ে যাব। তখন আমাকে বলা হবে, ইয়া মুহাম্মদ! মাথা ওঠাও। তুমি বল, তোমার কথা শোনা হবে। চাও, তা দেওয়া হবে। সুপারিশ কর, গ্রহণ করা হবে। তখন আমি বলবো, হে আমার প্রতিপালক! আমার উম্মাত। আমার উম্মাত। বলা হবে, যাও যাদের হৃদয়ে যবের দানা পরিমাণ ঈমান আছে, তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে দাও, আমি যেয়ে এমনই করব। তারপর আমি ফিরে আসব এবং পুনরায় সেসব প্রশংসা বাক্য দ্বারা আল্লাহ্ প্রশংসা করবো এবঙ সিজদায় পড়ে যাবে। তখন বলা হবে, ইয়া মুহাম্মদ"! মাথা ওঠাও। তোমার কথা শোনা হবে, চাও, দেওয়া হবে। সুপারিশ কর গ্রহণ করা হবে। তখনো আমি বলব, হে আমার প্রতিপালক! আমার উম্মত। আমার উম্মত। অত:পর বলা হবে, যাও, যাদেরএক অনু কিংবা সরিষা পরিাণ ঈমান আছে তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের কর। আমি গিয়ে তাই করব। আমি পুনরায় প্রত্যাবর্তন করবো এবং সেসব প্রশংসা বাক্য দিয়ে আল্লাহর প্রশংসা করবো। আর সিজদায় পড়ে যাবো। আমাকে বলা হবে, ইয়া মুহাম্মদ! মাথা উঠাও। বল, তোমার বক্তব্য শোনা হবে, চাও, দেওয়া হবে। সুপারিশ কর, গ্রহণ করা হবে। আমি তখ বলবো, হে আমার প্রতিপালক, আমার উম্মত, আমার উম্মত। এরপর আল্লাহ্ বলবেন,

যাও, যাদের অন্তরে সরিষার দানা অপেক্ষা ক্ষুদ্রাণুক্ষুদ্র পরিমাণও ঈমান থাকে, তাদেরকেও জাহান্নাম থেকে বের করে আন। আমি যাবোএবং তাই করবে। আমরা যখন আনাস রাযি. এর নিকট থেকে বের হয়ে আসছিলাম, তখণ তিনি আমার সাথীদের কোন একজনকে বললাম, আমরা যদি আবু খলীফার বাড়িতে অত্মগোপনরত হাসান বসরীর কাছে গিয়ে আনাস ইবনে মালিক রাযি. এর বর্ণিত হাদীসটি তাঁর কাছে বর্ণনা করতাম। এরপর আমরা হাসান বসরীর কাছে এসে তাঁকে অনুমতির সালাম দিলাম। তিনি আমাদেরকে প্রবেশ করতে অনুমতি দিলেন। আমরা তাঁকে বললাম, হে আবূ সাঈদ! আমরা আপনাই ভাই আনাস ইবনে মালিক রা এরকাছ থেকে আপনার কাছে আসলাম। শাফাআত সম্পকে তিনি যেরূপ বর্ণনা দিয়েছেন, অনুরূপ বর্ণনা করতে আমরা আর কাউকে দেখিনি। তিনি বললেন, আমার কাছে সেট বর্ণনা কর। আমরা তাঁকে হাদীসটি বর্ণনা করে শোনালাম। এরপর আমরা শেষস্থলে এসে বর্ণনা শেষ করলাম। তিনি বললেন, আরো বর্ণনা কর। আমরা বললাম, তিনি তো এর বেশি আমাদের কাছে বর্ণনা দেননি। তিনি বললেন, জানি না, তিনি কি ভুলেই গেলেন, না তোমরা নির্ভরশীল হয়ে পড়বে বলে অবশিষ্টটুকু বর্ণনা করতে অপছন্দ করলেন, বিশ বচর পূর্বে যখন তিনি শক্তি সামর্থ্যে ও স্মরণশক্তিতে মজবুত ছিলেন, তখন আমার কাছেও হাদীসটি বর্ণনা করেছিলেন। আমরা বললাম, হে আবূ সাঈদ! আমাদের কাছে হাদীসটি বর্ণনা করুন। তিনি হাসলেন এবং বললেন, সৃষ্টি করা হয়েছে, মানুষ তো অতিমাত্রায় ত্বরা প্রিয়। আমি তো বর্ণনার উদ্দেশ্যেই তোমাদের কাছে বিষয়টি উল্লেখ করলাম। তিনি তোমাদের কাছে যা বর্ণনা করেছেন, আমার কাছেও তা বর্ণনা করেছেন, তবে পরে এটুকুও বলেছিলেন, আমি চতুর্থবার ফিরে আসবো এবং সেসব প্রশংসা বাক্য দিয়ে আল্লাহর প্রশংসা কর এবং সিজদায় পড়ে যাবো। তখন বলা হবে। আমি বলব, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে তাদের সম্পর্খে শাফাআত করারঅনুমতি দান কর, যারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলেছে। তখন আল্লাহ বলবেন, আমার ইয্যত, আমার পরাক্রমশীলতা, আমার বড়ত্ব ও আমার মহত্তের কসম! যারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলেছে, আমি অবশ্যই তাদের সবাইকে জাহান্নাম থেকে বের করে আনব।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট। কেননা, এই হাদীসে রাসূল ﷺ এর পক্ষ থেকে প্রশ্ন এবং আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তার উত্তর বর্ণিত রয়েছে।

হাদীসের পূণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১১১৮-১১১৯ পৃ. ১১৯-১১২০ পৃ.। তাছাড়া মুসলিম শরীফ: ১ম খন্ড, ১০৮-১০৯ পৃ.

তাশরীহ: বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারী-১১ তম খন্ড, ৫৩১ পৃ. দেখুন।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسٰى، عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ آخِرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا الْجَنَّةَ، وَآخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا مِنَ النَّارِ رَجُلٌ يَخْرُجُ حَبْوًا، فَيَقُولُ لَهُ رَبُّهُ: ادْخُلِ الْجَنَّةَ، فَيَقُولُ: رَبِّ الْجَنَّةُ مَلْأَى، فَيَقُولُ لَهُ ذٰلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَكُلُّ ذٰلِكَ يُعِيدُ عَلَيْهِ الْجَنَّةُ مَلْأَى، فَيَقُولُ: إِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا عَشْرَ مِرَارٍ"

সহজ তরজমা

৭০২২. মুহাম্মদ ইবনে খালিদ রহ... আবদুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : সর্বশেষ জান্নাতে প্রবেশকারী এবং জাহান্নাম থেকে সর্বশষ পরিত্রাণ লাভকারী ব্যক্তিটি জাহান্নাম থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বের হয়ে আসবে। তার প্রতিপালক তাকে বলবেন, তুমি জান্নাতে প্রবেশ কর। সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! জান্নাত তো পরিপূর্ণ! আল্লাহ্ এভাবে তাকে তিনবার বলবেন। প্রত্যেকবারই সে উত্তর দেবে, জান্নাত তো পরপূর্ণ। পরিশেষে আল্লাহ্ তাকে বলবেন, তোমার জন্য রয়েছ এ পৃথিবীর ন্যায় দশ গুণ।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের فَيَقُولُ لَهُ رَبُّهُ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ :১১১৯ পৃ.; পূর্বে: ৯২৭ পৃ.। মুসলিম শরীফ : الايمان অধ্যায়। তিরমিযি শরীফ: صفة جهنم অধ্যায়, ইবনে মাজাহ শরীফ: الزهد অধ্যায়।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَا مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ، فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ مِنْ عَمَلِهِ، وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ، وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ". قَالَ الأَعْمَشُ: وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ، عَنْ خَيْثَمَةَ، مِثْلَهُ، وَزَادَ فِيهِ: «وَلَوْ بِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ»

সহজ তরজমা

৭০২৩. আলী ইবনে হুজর রহ. ..... আদী ইবনে হাতিম রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদর প্রত্যেকের সঙ্গে তার প্রতিপালক অতিসত্ত্বর বাক্যালাপ করবেন। তার ও আল্লাহর মাঝখানে কোন দোভাষী থাকবে না। এরপর সে তাকাবে ডান দিকে, তখন তার অতীত আমল ছাড়া সে আর কিছু দেখবে না। আবার তাকাবে বাম দিকে, তখনো অতীত আমল ছাড়া আর কিছু সে দেখব না। আর সামনে তাকাবে তখন সে জাহান্নামের অবস্থান ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবেনা। সুতরাং জাহান্নামকে ভয় কর এক টুকরো খেজুরের বিনিময়ে হলেও। বর্ণনাকারী আমাশ রহ... খায়সামা রহ থেকে অনুরূপই বর্ণনা দিয়েছেন। তাবে তিনি وَلَوْ بِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ "যদি পবিত্র কালেমার বিনিময়েও হয়" কথাটুকু সংযোগ করেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পুণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১১১৯ পৃ.; পূর্বে: ১৯০, ৮৯০, ৯৬৮, ৯৭১, ১১০৯ পৃ.।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: جَاءَ حَبْرٌ مِنَ اليَهُودِ، فَقَالَ: إِنَّهُ إِذَا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ جَعَلَ اللهُ السَّمٰوَاتِ عَلَى إِصْبَعٍ، وَالأَرَضِينَ عَلَى إِصْبَعٍ، وَالمَاءَ وَالثَّرَى عَلَى إِصْبَعٍ، وَالخَلَائِقَ عَلَى إِصْبَعٍ، ثُمَّ يَهُزُّهُنَّ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا المَلِكُ أَنَا المَلِكُ، «فَلَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَضْحَكُ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ تَعَجُّبًا وَتَصْدِيقًا لِقَوْلِهِ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» : {وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ} [الأنعام:] إِلَى قَوْلِهِ {يُشْرِكُونَ} [الزمر: ٦٧]

সহজ তরজমা

৭০২৪. উসমান ইবনে আবূ শায়বা রহ... আবদুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি লেন, এক ইহুদী পন্ডিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এসে বললো, কিয়ামতের দিন আল্লাহ আসমানসমূহকে এক আঙ্গুলে, ভূমন্ডলকে এক আঙ্গুলে, পানি ও কাদামাটি এক আঙ্গুলে এবং অবশিষ্ট সৃষ্টিকে এক আঙ্গুলে উঠিয়ে ঝাঁকুনি দিয়ে বলবেন, আমিই একমাত্র বাদশাহ্, আমিই একমাত্র বাদশাহ। আমি তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে দেখলাম, তিনি তার উক্তির সত্যতার প্রতি বিস্মিত হয়ে এমন ভাবে হাসলেন যে, তাঁর মাড়ির দাঁতগুলো প্রকাশিত হয়ে পড়ল। অত:পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআনের বাণী

পড়লেন : وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ তারা আল্লাহর যথার্থ মর্যাদা উপলব্ধি করেনি (৬ : ৯১) -وَالْاَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهٗ.....عَمَّا يُشْرِكُوْنَ- "কিয়ামতের দিন সমস্ত পৃথিবী থাকবে তাঁর হাতের মুষ্টিতে এবং আকাশসমূহ থাকবে তাঁর করায়ত্ত, পবিত্র ও মহান তিনি এরা যাকে শরীক করে, তিনি তার উর্ধ্বে। (৩৯ : ৬৭)

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের ثُمَّ يَقُوْلُ: اَنَا الْمَلِكُ اَنَا الْمَلِكُ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পূণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১১১৯ পৃ.; পূর্বে: ৭১১, ১১০২, ১১০৩, ১১১০ পৃ.।

তাশরীহ: اصبع ও ضحك শব্দ দুটি মুতাশাবিহাত এর অন্তর্ভূক্ত। উদ্দেশ্য এখানে এগুলোর সাথে সামঞ্জস্যশীল কোন রূপক অর্থ হবে। যেমন মানুষ পরস্পর কথা বলার সময় রূপক অর্থের সাহায নিয়ে থাকে। সুতরাং এখানে রূপক অর্থ হবে।

এর রূপক অর্থ নিম্নরূপ-

আল্লাহ তাআলার কুদরত সীমাহীন। পৃথিবীরকে গুঠিয়ে আনা, জলস্থল কে একত্র করে হাতের মুঠোয় রাখা আল্লাহর তায়ালার কাছে খু সহজ। সুতরাং বিষয়টির তুলনা হবে ঐ ব্যক্তির সাথে যে ব্যক্তি ভারী কোন বস্তুকে গুঠিয় হাতের মুঠোয় রাখতে পারে। বরং ভারী কোন বস্তুকে ধারণ করার জন্য পুরো হাতের মুঠোর ও প্রয়োজন হয় না। বরং এর জন্য তার কনিষ্ঠ আঙ্গুলই যথেষ্ট।

যখন কোন কঠিন বিষয় সামনে আসে তখন তারা বলাবলি শুরু করে এ বিষয়টি কঠিন কিন্তু কোন শক্তিশালী ব্যক্তির কাছে এটি কোন ব্যাপার না। বরং এর জন্য তার কনিষ্ঠ আঙ্গুলই যথেষ্ট।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا اَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ، اَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ، كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ فِي النَّجْوَى؟ قَالَ: "يَدْنُو اَحَدُكُمْ مِنْ رَبِّهِ حَتّٰى يَضَعَ كَنَفَهُ عَلَيْهِ، فَيَقُوْلُ: اَعَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا؟ فَيَقُوْلُ: نَعَمْ، وَيَقُوْلُ: عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا؟ فَيَقُوْلُ: نَعَمْ، فَيُقَرِّرُهُ، ثُمَّ يَقُوْلُ: اِنِّي سَتَرْتُ عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا، وَاَنَا اَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ" وَقَالَ آدَمُ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ

সহজ তরজমা

৭০২৫. মুসাদ্দাদ রহ... সাফওয়ান ইবনে মুহরিয রহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি ইবনে উমর রাযি.-কে জিজ্ঞাসা করল, আল্লাহরসাথে বান্দার গোপন আলাপ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ কে আপনি কি বলতে শুনেছেন: তিনি বললন, আমাদের কেউ তার প্রতিপালকের নিকটস্থ হলে তিনি তাঁর ওপর রহমতের আবরণ বিস্তার করে জিজ্ঞাসা করবেন, তুমি কি এই কাজ করেছ? সে বলবে, হ্যাঁ। আল্লাহ আবারো জিজ্ঞাসা করবেন, তুমিএই কাজ করেছ? সে বলবে, হ্যাঁ। আল্লাহ্ এভাবে তার স্বীকারোক্তি নেবেন। তারপর আল্লাহ্ বলবেন, আমি দুনিয়ায় তোমার ওসজব কাজ গোপন রেখেছিলাম। আমি আজকেও তোমার জন্য তা মাফ করে দিলাম। আদম রহ... ইবনে উমর রাযি. সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনেছি।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তাশরীহ: দ্বিতীয় সনদ আনার দ্বারা ইমাম বুখারী রহ এর উদ্দেশ্য হলো এই যাতে কাতাদাহ থেকে সাফওয়ানের শ্রবণ করাটা সুস্পষ্ট হয়ে যায়। কেননা প্রথম সনদে عنعن ছিল।

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের উভয় স্থানের فَيَقُوْلُ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পূণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১১১৯ পৃ.; পূর্বে: ৩৩০, ৮৯৬ (তাফসীর) ৬৭৮ পৃ.।

তাশরীহ: النجوى ঐ কানাঘুষা যা কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা স্বীয় বান্দাদের সাথে করবেন।

كنفه : শব্দের نون (নূন) বর্গে যবর দিয়ে। পার্শ্ব, কিনারা। আর এটা কিয়ামদ দিবসে তাঁর রহমতের ছায়াতলে স্থান দেওয়ার দৃষ্টান্ত। (উমদাতুল বারী)

উদ্দেশ্য : বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুলবারী-৬ষ্ঠ খন্ড, ৩৩৯ পৃ. দেখুন।

بَابُ قَوْلِهِ: {وَكَلَّمَ اللهُ مُوسَى تَكْلِيمًا} [النساء: ١٦٤]

৩৭০০. অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : এবং মূসা আ. এর সাথে আল্লাহ্ সাক্ষাৎ বাক্যালাপ করেছিলেন (৪ : ১৬৪)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ احْتَجَّ آدَمُ وَمُوسَى فَقَالَ مُوسَى أَنْتَ آدَمُ الَّذِي أَخْرَجْتَ ذُرِّيَّتَكَ مِنَ الْجَنَّةِ قَالَ آدَمُ أَنْتَ مُوسَى الَّذِي اصْطَفَاكَ اللهُ بِرِسَالَاتِهِ وَكَلَامِهِ ثُمَّ تَلُومُنِي عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِّرَ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ أُخْلَقَ فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى

সহজ তরজমা

৭০২৬. ইয়াহইয়া ইবনে বুকাযর রাযি....আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আদম ও মূসা আ বিতর্কে রত হলেন। মূসা আ বললেন, আপনি সেই আদম, যিনি আপন সন্তানদের জান্নাত হতে বের করেদিলেন। আদম আ. বললেন, আপনি হচ্ছেন সেই মূসা যাকে আল্লাহ্ রিসালত দিয়ে সম্মানিত করলেন এবং যার সাথে বাক্যালাপ করে তাঁর মর্যাদাকে বৃদ্ধি করে দিলেন। আপনি এমন একটি বিষয়ে কেন আমাকে অভিযুক্ত করছেন, আমাকে পয়দা করারও আগে যেটির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ে গিয়েছ। তাই আদম আ. মূসা আ-এর ওপর বিজয়ী হন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের اصْطَفَاكَ اللهُ بِرِسَالَاتِهِ وَكَلَامِهِ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১১১৯ পৃ.; পূর্বে: ৪৮৪, ৬৯২, ৬৯৩, ৯৭৯ পৃ.।

উদ্দেশ্য : এই হাদীস দ্বারা হযরত মূসা আ এর জন্য হযরত আদম আ এর সাক্ষ্যপ্রদান উদ্দেশ্য যে ان الله اصطفاه (অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তাঁকে মনোনীত করেছেন) (কাস্তাল্লানী)

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يُجْمَعُ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُونَ: لَوِ اسْتَشْفَعْنَا إِلَى رَبِّنَا فَيُرِيحُنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَا، فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ لَهُ: أَنْتَ آدَمُ أَبُو الْبَشَرِ، خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهِ، وَأَسْجَدَ لَكَ الْمَلَائِكَةَ، وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ فَاشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّنَا حَتَّى يُرِيحَنَا، فَيَقُولُ لَهُمْ: لَسْتُ هُنَاكُمْ فَيَذْكُرُ لَهُمْ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ"

সহজ তরজমা

৭০২৭. মুসলিম ইবনে ইবরাহীম রহ... আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কিয়ামতের দিন ঈমানদারদের সমবেত করা হবে। তখন তারা বলবে আমরা যদি আমাদের প্রতিপালকের কাছে সুপারিশ নিয়ে যেতাম তাহলে তিনি আমাদের এই স্থানটি হতে স্বস্তি দান করতেন। তখন তারা আদম আ-এর কাছে এসে আবেদন জানাবে, আপনি মনবকূলের পিতা আদম। মহান আল্লাহ্ আপনাকে সৃষ্টি করেছেন আপন কুদরতের হাতে। এবং তাঁর ফেরেশতাদেরদিয়ে আপনাকে সিজদা করিয়েছেন। আর সব জিনিসের নাম

আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন। তাই আপনি আমাদের প্রতিপালকের কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন, তিনি যেন আমাদের স্বস্তি দেন। তখন আদম আ. তাদের লক্ষ্য করে বলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের জন্য নই। তারপর তিনি তাদের কাছে নিজের সে ভুলের কথা উল্লেখ করবেন, যেটিতে তিনি লিপ্ত হয়েছিলেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : এই হাদীষটি এখানে সংক্ষিপ্তকারে রয়েছে আর ইমাম বুখারী রহ স্বীয় অভ্যাসানুযায়ী এই হাদীসের অন্য আরেকটি সনদের দিকে ইশারা করে দিয়েছেন যা কিতাবুত তাফসীরে বুখারী শরীফের-৬৪২ পৃষ্ঠায় অতিবাহিত হয়েছে। সেখানে উল্লেখ রয়েছে اِيْتُوْا مُوْسٰى عَبْدًا كَلَّمَهُ اللهُ এর দ্বারা মিল সুস্পষ্ট। তাছাড়া كتاب الرقاق এ ৯৭১ পৃষ্ঠায় হাদীস অতিবাহিত হয়েছে, যার মধ্যে اِيْتُوْا مُوْسٰى عَبْدًا كَلَّمَهُ اللهُ الخ এই দুনো রেওয়ায়াত দ্বারা মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পূণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১১১৯-১১২০ পৃ.; পূর্বে: (তাফসীর) ৬৪২, الرقاق, ১১১৮,১১০৮,০১ পৃ.।

حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: " لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ مَسْجِدِ الكَعْبَةِ، أَنَّهُ جَاءَهُ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ قَبْلَ أَنْ يُوحَى إِلَيْهِ وَهُوَ نَائِمٌ فِي المَسْجِدِ الحَرَامِ، فَقَالَ أَوَّلُهُمْ: أَيُّهُمْ هُوَ؟ فَقَالَ أَوْسَطُهُمْ: هُوَ خَيْرُهُمْ، فَقَالَ آخِرُهُمْ: خُذُوا خَيْرَهُمْ، فَكَانَتْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، فَلَمْ يَرَهُمْ حَتَّى أَتَوْهُ لَيْلَةً أُخْرَى، فِيمَا يَرَى قَلْبُهُ، وَتَنَامُ عَيْنُهُ وَلاَ يَنَامُ قَلْبُهُ، وَكَذٰلِكَ الأَنْبِيَاءُ تَنَامُ أَعْيُنُهُمْ وَلاَ تَنَامُ قُلُوبُهُمْ، فَلَمْ يُكَلِّمُوهُ حَتَّى احْتَمَلُوهُ، فَوَضَعُوهُ عِنْدَ بِئْرِ زَمْزَمَ، فَتَوَلَّاهُ مِنْهُمْ جِبْرِيلُ، فَشَقَّ جِبْرِيلُ مَا بَيْنَ نَحْرِهِ إِلَى لَبَّتِهِ حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَدْرِهِ وَجَوْفِهِ، فَغَسَلَهُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ بِيَدِهِ، حَتَّى أَنْقَى جَوْفَهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ فِيهِ تَوْرٌ مِنْ ذَهَبٍ، مَحْشُوًّا إِيمَانًا وَحِكْمَةً، فَحَشَا بِهِ صَدْرَهُ وَلَغَادِيدَهُ يَعْنِي عُرُوقَ حَلْقِهِ ثُمَّ أَطْبَقَهُ ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَضَرَبَ بَابًا مِنْ أَبْوَابِهَا فَنَادَاهُ أَهْلُ السَّمَاءِ مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ جِبْرِيلُ: قَالُوا: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مَعِيَ مُحَمَّدٌ، قَالَ: وَقَدْ بُعِثَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالُوا: فَمَرْحَبًا بِهِ وَأَهْلًا، فَيَسْتَبْشِرُ بِهِ أَهْلُ السَّمَاءِ، لاَ يَعْلَمُ أَهْلُ السَّمَاءِ بِمَا يُرِيدُ اللهُ بِهِ فِي الأَرْضِ حَتَّى يُعْلِمَهُمْ، فَوَجَدَ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا آدَمَ، فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ: هٰذَا أَبُوكَ آدَمُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَرَدَّ عَلَيْهِ آدَمُ، وَقَالَ: مَرْحَبًا وَأَهْلًا بِابْنِي، نِعْمَ الِابْنُ أَنْتَ، فَإِذَا هُوَ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا بِنَهَرَيْنِ يَطَّرِدَانِ، فَقَالَ: مَا هَذَانِ النَّهَرَانِ يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هٰذَا النِّيلُ وَالفُرَاتُ عُنْصُرُهُمَا، ثُمَّ مَضَى بِهِ فِي السَّمَاءِ، فَإِذَا هُوَ بِنَهَرٍ آخَرَ عَلَيْهِ قَصْرٌ مِنْ لُؤْلُؤٍ وَزَبَرْجَدٍ، فَضَرَبَ يَدَهُ فَإِذَا هُوَ مِسْكٌ أَذْفَرُ، قَالَ: مَا هٰذَا يَا جِبْرِيلُ؟، قَالَ: هٰذَا الكَوْثَرُ الَّذِي خَبَأَ لَكَ رَبُّكَ، ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ، فَقَالَتِ المَلاَئِكَةُ لَهُ مِثْلَ [ص:٠] مَا قَالَتْ لَهُ الأُولَى مَنْ هَذَا، قَالَ جِبْرِيلُ: قَالُوا: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالُوا: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالُوا: مَرْحَبًا بِهِ وَأَهْلًا، ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ، وَقَالُوا لَهُ مِثْلَ مَا قَالَتِ الأُولَى وَالثَّانِيَةُ، ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى الرَّابِعَةِ، فَقَالُوا لَهُ مِثْلَ ذٰلِكَ، ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الخَامِسَةِ، فَقَالُوا مِثْلَ ذٰلِكَ، ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى

السَّمَاءِ السَّادِسَةِ. فَقَالُوا لَهُ مِثْلَ ذٰلِكَ. ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ. فَقَالُوا لَهُ مِثْلَ ذٰلِكَ. كُلُّ سَمَاءٍ فِيهَا أَنْبِيَاءُ قَدْ سَمَّاهُمْ. فَأَوْعَيْتُ مِنْهُمْ إِدْرِيسَ فِي الثَّانِيَةِ، وَهَارُونَ فِي الرَّابِعَةِ، وَآخَرَ فِي الْخَامِسَةِ لَمْ أَحْفَظِ اسْمَهُ، وَإِبْرَاهِيمَ فِي السَّادِسَةِ، وَمُوسٰى فِي السَّابِعَةِ بِتَفْضِيلِ كَلَامِ اللهِ. فَقَالَ مُوسٰى: رَبِّ لَمْ أَظُنَّ أَنْ يُرْفَعَ عَلَيَّ أَحَدٌ. ثُمَّ عَلَا بِهِ فَوْقَ ذٰلِكَ بِمَا لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللهُ. حَتّٰى جَاءَ سِدْرَةَ الْمُنْتَهٰى. وَدَنَا لِلْجَبَّارِ رَبِّ الْعِزَّةِ. فَتَدَلّٰى حَتّٰى كَانَ مِنْهُ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنٰى. فَأَوْحَى اللهُ فِيمَا أَوْحٰى إِلَيْهِ: خَمْسِينَ صَلَاةً عَلٰى أُمَّتِكَ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ. ثُمَّ هَبَطَ حَتّٰى بَلَغَ مُوسٰى. فَاحْتَبَسَهُ مُوسٰى. فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ. مَاذَا عَهِدَ إِلَيْكَ رَبُّكَ؟ قَالَ: عَهِدَ إِلَيَّ خَمْسِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ. قَالَ: إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ ذٰلِكَ. فَارْجِعْ فَلْيُخَفِّفْ عَنْكَ رَبُّكَ وَعَنْهُمْ. فَالْتَفَتَ النَّبِيُّ ﷺ إِلٰى جِبْرِيلَ كَأَنَّهُ يَسْتَشِيرُهُ فِي ذٰلِكَ. فَأَشَارَ إِلَيْهِ جِبْرِيلُ: أَنْ نَعَمْ إِنْ شِئْتَ. فَعَلَا بِهِ إِلَى الْجَبَّارِ. فَقَالَ وَهُوَ مَكَانَهُ: يَا رَبِّ خَفِّفْ عَنَّا فَإِنَّ أُمَّتِي لَا تَسْتَطِيعُ هٰذَا. فَوَضَعَ عَنْهُ عَشْرَ صَلَوَاتٍ ثُمَّ رَجَعَ إِلٰى مُوسٰى. فَاحْتَبَسَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُرَدِّدُهُ مُوسٰى إِلٰى رَبِّهِ حَتّٰى صَارَتْ إِلٰى خَمْسِ صَلَوَاتٍ. ثُمَّ احْتَبَسَهُ مُوسٰى عِنْدَ الْخَمْسِ. فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ وَاللهِ لَقَدْ رَاوَدْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَوْمِي عَلٰى أَدْنٰى مِنْ هٰذَا فَضَعُفُوا فَتَرَكُوهُ. فَأُمَّتُكَ أَضْعَفُ أَجْسَادًا وَقُلُوبًا وَأَبْدَانًا وَأَبْصَارًا وَأَسْمَاعًا فَارْجِعْ فَلْيُخَفِّفْ عَنْكَ رَبُّكَ. كُلَّ ذٰلِكَ يَلْتَفِتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلٰى جِبْرِيلَ لِيُشِيرَ عَلَيْهِ. وَلَا يَكْرَهُ ذٰلِكَ جِبْرِيلُ. فَرَفَعَهُ عِنْدَ الْخَامِسَةِ. فَقَالَ: يَا رَبِّ إِنَّ أُمَّتِي ضُعَفَاءُ أَجْسَادُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ وَأَسْمَاعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَأَبْدَانُهُمْ فَخَفِّفْ عَنَّا. فَقَالَ الْجَبَّارُ: يَا مُحَمَّدُ. قَالَ: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ. قَالَ: إِنَّهُ لَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ. كَمَا فَرَضْتُهُ عَلَيْكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ. قَالَ: فَكُلُّ حَسَنَةٍ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا. فَهِيَ خَمْسُونَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ. وَهِيَ خَمْسٌ عَلَيْكَ. فَرَجَعَ إِلٰى مُوسٰى. فَقَالَ: كَيْفَ فَعَلْتَ؟ فَقَالَ: خَفَّفَ عَنَّا. أَعْطَانَا بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا. قَالَ مُوسٰى: قَدْ وَاللهِ رَاوَدْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلٰى أَدْنٰى مِنْ ذٰلِكَ فَتَرَكُوهُ. ارْجِعْ إِلٰى رَبِّكَ فَلْيُخَفِّفْ عَنْكَ أَيْضًا. قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مُوسٰى. قَدْ وَاللهِ اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّي مِمَّا اخْتَلَفْتُ إِلَيْهِ. قَالَ: فَاهْبِطْ بِاسْمِ اللهِ قَالَ: وَاسْتَيْقَظَ وَهُوَ فِي مَسْجِدِ الْحَرَامِ "

সহজ তরজমা

৭০২৮. আবদুল আযীয ইবনে আবদুল্লাহ রহ... আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত।তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কে এক রাতে কা'বার মসজিদ থেকে সফর করানো হয়। বিবরণটি হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে এ বিষয়ে ওহী প্রেরনের পূর্বে তাঁর কাছে তিনজন ফেরেশতার একটা জামাত আসল। অথচ তখন তিনি মসজিদুল হারামে ঘুমন্ত ছিলেন। এদের প্রথমজন বলল, তিনি কে? মধ্যের জন বলল, তিনি এদের উত্তম ব্যক্তি। সর্বশেসে জন বলল, তা হল তাদের উত্তম ব্যক্তিকেই নিয়ে চল। সে রাতটির ঘটনা এতটুকু। এ জন্য তিনি আর তাদেরকে দেখেননি। অবশেষে তাা অন্য এক রাতে আগমন করলেন, যা তিনি অন্তর দ্বারা দেখছিলেন। তাঁর চোখ ঘুময়, অন্তর ঘুমায় না। অনুরূপ অন্য নবীগণেও আ. চোখ ঘুমিয়ে থাকে, অন্তর ঘুমায় না। এ রাতে তাঁরা তাঁরসাথে কোন কথা না বলে তাঁকে উঠিয়ে নিয়ে যমযম কূপের কাছে রাখলেন। জিবরাঈল আ. তাঁর সাথীদের থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর দায়িত্ব গ্রহণ করলেন।

জিবরাঈল আ. তাঁর গলার নিচ হতে বক্ষস্থল পর্যন্ত বিদীর্ণ করলেনএবং তাঁর বক্ষ ও পেট থেকে সবকিছু নেড়েচেড় যমযমের পানি দ্বারা নিজ হাতে দৌত করেন। সগুলোকে পরিচ্ছন্ন করলেন, তারপর সোনার একটি তশতরী আনা হয়। এবং তাকে ছিল একটি সোনার পাত্র যা পরিপূর্ণ ছিল ঈমান ও হিকমতে। তাঁর বক্ষ ও গলার রগগুলি এর দ্বারা পূর্ণ করলেন। তারপর সেগুলো যথাস্থানে স্থাপন করে বন্ধ করে দিলেন। তারপর তাঁকে নিয়ে পৃথিবীর আসমানেরদিকে আরোহণ করলেন। আসমানের দরজাগুলো হতে একট দরজাতে নাড়া দিলেন। ফলে আসমানবাসিগণ তাঁকে ডাক দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, এ কে? তিনি উত্তরে বললে, জিবরাঈল। তারা আবার জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার সঙ্গে কে? তিনি বললেন, আমার সঙ্গে মুহাম্মদ ﷺ। জিজ্ঞাস করলেন, তাঁর কাছে কি দূত পাঠাো হয়েছে? তিনি বললেন হ্যাঁ। তখ তাঁরা বললেন, মারহাবান ওয়া আহলান (আপনাকে ধন্যবাদ, আপনি আপনজনের মধ্যে এসেছেন। তাঁর শুভাগমনে আসমানবারীরা খুবই আনন্দিত। বস্তু আল্লাহ তা'আলা যমীনে কি যে করতে চাচ্ছেন, তা আসমানবাসীদেরকে না জানানো পর্যন্ত তারা জানতে পারে না। দুনিয়ার আসমানে তিনি আদম আ.-কে পেলেন। জিবরাঈল আ. তাঁকে দেখিয়ে বললেন, তিনি আপনার পিতা, তাঁকে সালাম দিন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে সালাম দিলেন। আদম আ, তাঁর সালামের উত্তর দিলেন। এবং বললেন, মারহাবান ওয়া আহলান হে আমার পুত্র। তুমি আমার কতইনা উত্তম পুত্র। রাসূলুল্লাহ ﷺ দু'টি প্রবহমান নহর দুনিয়ার আসমানে অবলোকন করলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, এ নহর দু'টি কোন নহর হে জিবরাঈল। জিবরাঈল আ বললেন, এ দু'টি হলো নীল ও ফুরাতের মূল। এরপর জিবরাঈল আ. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে সঙ্গে নিয়ে এ আসমানে ঘুরে বেড়ালেন। তিনি আরো একটি নগর অবলোকন করলেন। এর ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল মোতি ও জাবারজাদের তৈরি একটি প্রাসাদ। রাসূলুল্লাহ ﷺ নহরে হাত মারলেন। তা ছিল আতি উন্নমানে মিসক। তিনি বললেন, হে জিবরাঈল! এটি কি? জিবরাঈল আ. বললেন, হাউযে কাউসার। যা আপনার প্রতিপালক আপনার জন্য সংরক্ষিত করে রেখেছেন। তারপর তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে সঙ্গে করে দ্বিতীয় আসমানে গমন করলেন। প্রথম আসমানে অবস্থানরত ফেরেসতাগণ তাঁকে যা বলেছিলেন এখানেও তা বললেন। তারা জানতে চাইল, তিনি কে? তিনি বললেন, জিবরাঈল" তাঁরা বললেন, আপনার সঙ্গে কে? তিনি বললেন, মুহাম্মদ ﷺ। তাঁরা বললেন, তাঁরকাছে কি দূত পাঠানো হয়েছে? তিনি বললেন হ্যাঁ। তাঁরা বললেন, মারহাবান ওয়া আহলান। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ কে সঙ্গে করে তিনি তৃতীয় আসামনের দিকে গমন করলেন। প্রথম ও দ্বিতীয় আসমানে অবস্থানরত ফেরেশতারা যা বলেছিলেন, তৃতীয় আসমানের ফেরেশাগণও তাই বললেন।তারপর তাঁকে সঙ্গে করে তিনি চতুর্থ আসমানের দিকে গমন করলেন। তাঁরও তাঁকে পূর্বের ন্যায়ই বললেন। তারপর তাঁকে নিয়ে তিনি পঞ্চম আসমানের গমন করলেন। তাঁরা পূর্বের মতো বললেন। এরপর তিনি তাঁকে নিয়ে ষষ্ঠ আসমানের দিনে গমন করলেন। সেখানেও ফেরেশতারা পূর্বেই মতই বললেন। সর্বশেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ কে নিয়ে সপ্তম আসমানে গমন করলে সেখানেও ফেরেশতারা তাঁকে পূর্বের ফেরেশতাদের মতো বললেন। প্রত্যেক আসমানেই নবীগণ রয়েছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদের নাম উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে আমি সংরক্ষিত করেছি যে, দ্বিতীয় আসমানে ইদরীস আ, চতুর্থ আসমানে হরুন আ, পঞ্চম আসমানে অন্য একজন নবী, যার নাম আমি স্মরণ রাখতে পারিনি। ষষ্ঠ আসমানে রয়েছেন ইবরাহীম আ এবং আল্লাহর সাথে বাক্যালাপের মর্যাদার করণে মূসা আ আছেন সপ্তম আসমানে। সে সময় মূসা বললেন,. হে আমার প্রতিপালখ। আমি তো ধারণা করিনি আমার ওপর কাউকে উচ্চমর্যাদা দান করা হবে। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ কে এত উর্ধ্বে আরোহণ করান হলো, যা সম্পর্কে আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউই জানে না। অবশেষে তিনি 'সিদরাতুল মুনতাহায়' আগমন করলেন। এখানে প্রবল পরাক্রমশালী আল্লাহ তাঁর নিকটবর্তী হলেন।অতি নিকটবর্তীর ফলে তাঁদের মধ্যে দু'ধনুকের ব্যবধান রইল অথবা তারও কম। তখন আল্লাহ্ তাঁর প্রতি ওহী পাঠালেন। অর্থ: তাঁর উম্মতের উপর রাত ও দিনে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায আদায়ের কথা ওহীযোগে পাঠানো হলো। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ অবসরণ করেন। আর মূসার কাছে পৌছলে মূসা আ. তাঁকে আটকিয়ে বললেন হে মুহাম্মদ! আপনার প্রতিপালক আপনাকে কি নির্দেশ দিলেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম বললেন, রাত ও নি পঞ্চাশ বার নামায আদারে। তখন মূসা আ বললেন, আপনার উম্মত তা আদায়ে সক্ষম হবে না। সুতরাং আপনি ফিরেযান, তাহলে আপনার প্রতিপালক আপনার এবং আপনার উম্মত থেকে এ আদেশটি সহজ করে দেবেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ জিরাবঈলের দিকে এমন ভাবে লক্ষ্য করলেন, যেন তিনি এ বিষয়ে তাঁর থেকে পরামর্শ চাচ্ছিলেন। জিবরাঈল আ. তাঁকে ইঙ্গিত করে বললেন, হ্যাঁ। আপনি চাইলে তা হতে পারে। তাই তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে নিয়ে প্রথমে আল্লাহর কাছে গেলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ যথাস্থানে থেকে বললেন, হে আমার প্রতিপাল! আমার উম্মত এটি আদায়ে সক্ষম হবে না। তখন আল্লাহ দশ ওয়াক্ত কমিয়ে দিলেন।এরপর মসূা আ এর কাছে ফিরে আসলে তিনি তাঁকে নামালেন। এভাবেই মূসা তাঁকে তার প্রতিপালকের কাছে পাঠাতে থাকবেন। পরিশোষে পাঁচ ওয়াক্ত অবশিষ্ট থাকল। পাঁচ সংখ্যায়ও মূসা আ তাঁকে থামিয় বললেন, হে মুহাম্মদ! আমি আমার বনী ইসরাঈল কাওমের কাছে এর চেয়েও সামান্য কিছু পেতে চেয়েছি। তদুপরি তারা দুর্বল হয়েছে এবং পরিত্যাগ করেছে। অথচ আপনার উম্মত দৈহিক, মানসিক, শারীরিক দৃষ্টি ও শ্রবণক্ষমতা সব দিকে আরো দুর্বল। সুতরাং আপনি আবার যান এবং আপনার প্রতিপালক থেকে নির্দেশটি আরো সহজ করে আনুন। প্রতিবারই রাসূলুল্লাহ ﷺ পরামর্শের জন্য জিবরাঈলের দিকে তাকাতেন। পঞ্চমবারেও জিবরাঈল তাঁকে নিয়ে গমন করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হে আমার প্রতিপালক! আমার উম্মতের শরীর, মন, শ্রবণশক্তি ও দেহ নিতান্তই দুর্বল। তাই নির্দেশটি আমাদের থেকে আরো সহজ করো দিন। এরপর পরাক্রমশালী আল্লাহ বললেন : মুহাম্মদ! রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমি পানার দরবারে হাযির, বারবর হাযির আল্লাহ্ বললেন, আমারবাণীরকোন প্রকার পরিবর্তন পরিবর্ধন হয় না। আমি তোমাদেরউপর যা ফরজ করেছি তা 'উম্মুল কিতাব' তথা লাওহে মাহফুযে সংরক্ষিত আছে। প্রতিটি নেক আমলের দশটি নেকী রয়েছে। উম্মুল কিতাবে নামায পঞ্চাশ ওয়াক্তই লিপিবদ্ধ আছে। তবে আপনার ও আপনার উম্মতের জন্য তা পাঁচ ওয়াক্ত করা হলো। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ মূসার কাছে প্রত্যাবর্তন করলে মূসা আ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপকি কি ব্যবস্থা নিয়ে এসেছেন? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আল্লাহ্ আমাদের জন্য সহজ করে দিয়েছন। তিনি আমাদেরকে প্রতিটি নেক আমলের বিনিময়ে দশটি সাওয়াব নির্ধারণ করেছেন। তখন মূসা আ বললেন, আল্লাহর কসম! আমি নবী ইসরাঈলের কাছ থেকে এর চাইতেও সামান্য জিনিসের প্রত্যাশা করছি। কিন্তু তারা তাও আদায় করেনি। আপনার প্রতিপালকের কাছে আপ আবর ফিরে যান, যেন তিনি আরো একটু কমিয়ে নে। এবার রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে মূসা, আল্লাহর কসম! আমি আমার প্রতিপালকের কাছে বারবার গিয়েছি। আবার যেতে লজ্জাবোধ করছি, যেন তাঁর সাথে মতান্তর করছি। এরপর মূসা আলা বলেন, অবতরণ করতে পারেন আল্লাহর নামে । এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ জাগ্রত হয়ে লেখলেন তিনি মসজিদে হারামে আছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের وَمُوسَى فِي السَّابِعَةِ بِتَفْضِيلِ كَلَامِ اللهِ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ :১১২০-১১২১ পৃ.; পূর্বে : ৫০-৫২, ২২১, ৪৫৫-৪৫৬, ৪৭০-৪৭১, ৪৮১, ৪৮৭-৪৮৮, ৫৪৮-৫৫০ পৃ.।

তাশরীহ:

اى استيقظ من نومة نامها بعد الاسراء او انه افاق مما كان فيه مما خامر باطنه من مشاهدة الملإ الاعلى فلم يرجع الى حال بشريته الا هو نائم (قس)

অর্থাৎ, জাগ্রত হওয়ার মওলা হলো এই যে, রাসূল ﷺ মেরাজ থেকে ফিরে আসার পর স্বীয় স্থান মসজিদে হারামে এসে শোয়ে গেলেন। কিংবা এর মতলব হলো এই যে, ملا اعلى দর্শনের মে'রাজের সেই হালত দূরীভূত হচ্ছিল এবং মানব হালতে ফিরে এলেন। বিস্তাতির জানার জন্য উমদাতুল বারী, ফাতহুল বারী দেখুন।

بَابُ كَلَامِ الرَّبِّ مَعَ أَهْلِ الجَنَّةِ

৩৯০১. অনুচ্ছেদ : জান্নাতবাসীদের সাথে প্রতিপালকের বাক্যালাপ

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللهَ يَقُولُ لِأَهْلِ الجَنَّةِ: يَا أَهْلَ الجَنَّةِ، فَيَقُولُونَ: لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ وَالخَيْرُ فِي يَدَيْكَ، فَيَقُولُ: هَلْ رَضِيتُمْ؟ فَيَقُولُونَ: وَمَا لَنَا لاَ نَرْضَى يَا رَبِّ وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، فَيَقُولُ: أَلاَ أُعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، فَيَقُولُونَ: يَا رَبِّ وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ، فَيَقُولُ: أُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي فَلاَ أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا"

সহজ তরজমা

৭০২৯. ইয়াহ্ইয়া ইবনে সুলায়মান রহ... আবূ সাঈদ খুদরী রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ্ জান্নাতবাসীদেরকে বলবেন, হে জান্নাতীগণ! তখন জান্নাতীগণ বলবেন, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা হাযির, আপনারকাছে হাযির হতে পেরে আমরা সৌভাগ্যবান। কল্যাণ আপনারই হাতে। আল্লাহ্ বলবেন, তোমরা সন্তুষ্ট হয়েছ কি? তারা বলবেন, হে আমাদের প্রতিপালক! আমা কেন সন্তুষ্ট হব না? অথচ আপনি আর কোন সৃষ্টিকে যা দান করেননি, তা আমাদেরকে দান করেছেন। তখন আল্লাহ্ বলবেন, আমি কি তোমাদেরকে এর চাইতেও উত্তম জিনিস দান করব না? তারা বলবেন, হে প্রতিপালক! এর চাইতে উত্তম বস্তু কোনটি? আল্লাহ বলবেন, তোমাদের ওপর আমার সন্তুষ্টি নির্ধারিত করলাম। এরপর আমি তোমাদের উপর কখনো অসন্তুষ্ট হবো না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পুণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১১২১ পৃ.; পূর্বে: ৬৯৬-৯৭০ পৃ.;। মুসলিম শরীফ; তিরমিযি শরীফ: صفة الجنة অধ্যায়।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، حَدَّثَنَا هِلاَلٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَوْمًا يُحَدِّثُ وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ البَادِيَةِ: "أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ اسْتَأْذَنَ رَبَّهُ فِي الزَّرْعِ، فَقَالَ لَهُ: أَوَلَسْتَ فِيمَا شِئْتَ؟ قَالَ: بَلَى، وَلَكِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَزْرَعَ، فَأَسْرَعَ وَبَذَرَ، فَتَبَادَرَ الطَّرْفَ نَبَاتُهُ وَاسْتِوَاؤُهُ وَاسْتِحْصَادُهُ وَتَكْوِيرُهُ أَمْثَالَ الجِبَالِ، فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى: دُونَكَ يَا ابْنَ آدَمَ، فَإِنَّهُ لاَ يُشْبِعُكَ شَيْءٌ". فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ: يَا رَسُولَ اللهِ، لاَ تَجِدُ هَذَا إِلَّا قُرَشِيًّا أَوْ أَنْصَارِيًّا، فَإِنَّهُمْ أَصْحَابُ زَرْعٍ، فَأَمَّا نَحْنُ فَلَسْنَا بِأَصْحَابِ زَرْعٍ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ

সহজ তরজমা

৭০৩০. মুহাম্মদ ইবনে সিনান রহ.. আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদা আলোচনারত ছিলেন। তখন তাঁর সেখানে একজন গ্রাম্য লোকও উপস্থিত ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলছিলেন, একজন জান্নাতবাসী অনুমতি প্রার্থনা করবে কৃষিকার্য করার জন্য। আল্লাহ তাকে বলবেন, তুমি যা চাও তা কি পাওনি? সে বলবে হ্যাঁ, পেয়েছি। তবে আমি কৃষিকাজ করতে পছন্দ করছি। অতি সত্বর ব্যবস্থা করা হবে। এবং বীজ বোনা হবে। তখনই নিমিষে চারা গজাবে, সোজা হয়ে দাঁড়াবে এবং তা কাটা হবে আর তা পর্বত পরিমাণ

স্তুপীকৃত করা হবে। আল্লাহ্ তখন বলবেন, হে আদম সন্তান! লও। কারণ, তোমাকে কোন কিছুই তৃপ্তি দেবে না। এমন সময় জনৈক বেদুঈন বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ঐ লোকটিকে আপনি কুরাইশী কিংবা আনসারী পাবেন। কেননা, তাঁরা হলেন কৃষিজীবী। আর আমরা কৃষিজীবী নই। এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ হেসে দিলেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পূণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১১২১ পৃ.; পূর্বে: ৩১৫-৩১৬পৃ.।

بَابُ ذِكْرِ اللهِ بِالأَمْرِ، وَذِكْرِ العِبَادِ بِالدُّعَاءِ، وَالتَّضَرُّعِ وَالرِّسَالَةِ وَالإِبْلاَغِ

৩৭০২. অনুচ্ছেদ : নির্দেশের মাধ্যমে আল্লাহ্ কর্তৃক বান্দাকে স্মরণ করা। এবং দোয়া, মিনতি, বার্তা ও বাণী প্রচারের মাধ্যমে বান্দা কর্তৃক আল্লাহকে স্মরণ করা।

لِقَوْلِهِ تَعَالَى: فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللهِ فَعَلَى اللهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لاَ يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلاَ تُنْظِرُونِ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ غُمَّةٌ هَمٌّ وَضِيقٌ قَالَ مُجَاهِدٌ اقْضُوا إِلَيَّ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ يُقَالُ افْرُقْ اقْضِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللهِ إِنْسَانٌ يَأْتِيهِ فَيَسْتَمِعُ مَا يَقُولُ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ. فَهُوَ آمِنٌ حَتَّى يَأْتِيَهُ فَيَسْمَعَ كَلاَمَ اللهِ وَحَتَّى يَبْلُغَ مَأْمَنَهُ [ص:١٥٢] حَيْثُ جَاءَهُ. النَّبَأُ العَظِيمُ: القُرْآنُ {صَوَابًا} [النبأ: ٣٨] حَقًّا فِي الدُّنْيَا وَعَمَلٌ بِهِ

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : তোমরা আমাকে স্মরণ করো, আমি তোমাদের স্মরণ করব। তাদেরকে নূহ এর বৃত্তান্ত শোনাও, সে তাঁর সম্প্রদায়কে বলেছিল, হে আমার সম্প্রদায়! আমার অবস্থিতি ও আল্লাগর নিদর্শন দ্বারা আমার উপদেশ দান তোমাদের কাছেযদি দু:সহ হয়, তবে আমি তো আল্লাহর উপর নির্ভর করি, তোমরা যাদেরকে শরীক করেছ, তা-সহ তোমাদের কতর্ব্য স্থির করে লও, পরে যেন কর্তব্য বিষয়ে তোমাদের কোন সংশয় না থাকে। আমি তো আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত (১০ : ৭১-৭২)

غُمَّةٌএর অর্থ পেরেশানী, সঙ্কট। মুজাহিদ রহ বলেন, اقضوا الى এর ভাবার্থ হচ্ছে-তোমাদের মনে যা কিছু আছে। আরবীতে বলা হয়, افرق فاقض-তুমি স্পষ্ট করে বল, তবে আমি ফায়সালা দেব। মুজাহিদ রহ বলেন-وان احد من المشركين استجارك এর ভাবার্থ হচ্ছে, কোন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে এসে তাঁর অথবা কুরআনের বাণী শুনতে চাইলে সে নিরাপদ স্থানে গিয়ে পৌছা পর্যন্ত নিরাপত্তা ও আশ্রয়প্রাপ্ত বলে স্বীকৃত। اَلنَّبَأُ الْعَظِيْمِ-এর অর্থ আল-কুরআন, صَوَابًا এর অর্থ দুনিয়ায় হক (কথা) বলেছে এবং এতে (নেক) আমল করেছে।

উদ্দেশ্য : ইমাম বুখারী রহ ইমাম মুজাহিদ রহ এর তাফসীর নকল করে এই কথা বলতে চেয়েছেন যে, বান্দাদের আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করার মতলব হলো এই যে, বান্দাগণ আল্লাহ তাআলার বিধানাবলীকে অন্যের নিকট পৌছিয়ে দিবে। আর এটা ব্যাপবভাবে সকল মানুষের কাছে পৌছাতে হবে। এমনকি কাফের, মুশরিকদের নিকটও আল্লাহ তাআলার বিধানাবলী পৌছে দেওয়া জরুরী। والله اعلم

النَّبَأُ الْعَظِيْمُ; সূরা নাস' দ্বিতীয় আয়াতে نَبَأٌ عَظِيْمٌ দ্বারা কোরআন উদ্দেশ্য যা দুনিয়াতে সঠিক, সত্য এবং আমলযোগ্য।

ইমাম বুখারী রহ. এই অধ্যায়ে কোন 'মারফূ হাদীস উল্লেখ করেননি। বরং গ্রন্থলিখকের ত্রুটি হয়ে গেছে। অন্যান্য হাদীসের সাথে এটিকেও উল্লেখ করে দিয়েছেন। যদিও এটি এখানে লেখার কথা ছিলো না।

بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا} [البقرة: ٢٢]

৩৯০৩. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : সুতরাং জেনে শুনে কাউকেও আল্লাহর সমকক্ষ দাঁড় করো না (২ : ২২)

وَقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذٰلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ [فصلت: ٩] ، وَقَوْلِهِ: وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلٰهًا آخَرَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. بَلِ اللهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ [الزمر: ٦٦] وَقَالَ عِكْرِمَةُ: وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ [يوسف: ١٠٦] ، وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ [الزخرف: ٨٧] ، وَمَنْ خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللهُ فَذٰلِكَ إِيمَانُهُمْ. وَهُمْ يَعْبُدُونَ غَيْرَهُ وَمَا ذُكِرَ فِي خَلْقِ أَفْعَالِ الْعِبَادِ وَأَكْسَابِهِمْ " لِقَوْلِهِ تَعَالَى: وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا [الفرقان: ٢] وَقَالَ مُجَاهِدٌ: مَا تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ إِلَّا بِالْحَقِّ بِالرِّسَالَةِ وَالْعَذَابِ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ [الأحزاب: ٨] : الْمُبَلِّغِينَ الْمُؤَدِّينَ مِنَ الرُّسُلِ. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ [يوسف: ١٢] عِنْدَنَا {وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ} [الزمر: ٣٣] : الْقُرْآنُ وَصَدَّقَ بِهِ [الزمر: ٣٣] الْمُؤْمِنُ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هٰذَا الَّذِي أَعْطَيْتَنِي عَمِلْتُ بِمَا فِيهِ

সহজ তরজমা

এবং তোমরা তাঁর সমকক্ষ দাঁড় করতে চাও? তিনি তো জগতসমূহর প্রতিপালক (২ :৯)। এবং তারা আল্লাহর সঙ্গে কোন ইলাহকে ডাকে না (২৫ : ৬৮)। তোমার প্রতি ও তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবশ্যই ওহী হয়েছে। তুমি আল্লাহর শরীক স্থির করলে তোমার কর্ম তো নিষ্ফল হবে এবং তুমি হবে ক্ষতিগ্রস্ত। অতএব, তুমি আল্লাহরই ইবাদত কর এবং কৃতজ্ঞ হও। (৩৯ : ৬৫, ৬৬)

এ আয়াতের ব্যাক্যা প্রসঙ্গে ইকরিমা রহ বলেন, তাদের অধিকাংম আল্লাহতে বিশ্বাস করে, কিন্তু তাঁর শরীক কে। যদি তাদেরকে তুমি জিজ্ঞাসা কর, আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছে কে? তারা বলবে, আল্লাহ! এটিই তাদের বিশ্বাস। অথচ তারা আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের ইবাদত করছে। বান্দার কর্ম ও অর্জন সবই সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত। কারণ আল্লাহ্ ইরশাদ করছেন! خلق كل شيء فقدره تقديرا, তিনি সমস্ত কিছু পরিমিত সৃষ্টি করেছেন যথাযথ অনুপাতে (২৫ : ২)।

মুজাহিদ রহ বলেন, আমি ফেরেশতাগণকে প্রেরণ করি না হক ব্যতীত.... (১৫ : ৮)। এখানে 'হক' শব্দের অর্থ রিসালাত ও আযাব। সত্যবাদীদের তাদের সত্যবাদিতা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করার জন্য (৩৩ : ৮)। এখানে صاد قين শব্দের অর্থ মানুষের কাছে যেসব রাসূল আল্লাহর বাণী পৌছান। এবং আমিই এর সংরক্ষণ (১৫ : ৯)। আমাদের কাছে রয়েছে সংরক্ষণকারিগণ। مالذى جاء بالصدق যারা সত্য এনেছে (৩৯ : ৩৩)। এখানে صدق -এর অর্থ কুরআন, صدق به এর অর্থ ঈমানদার। কিয়ামতের দিন ঈমানদার বলবে, আপনি আমাকেযা দিয়েছিলেন, আমি সে অনুযায়ী আমল করেছি

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

আল্লাহ তাআলার বাণী خَلَقَ كُلَّ شَيْئٍ এর মধ্যে সকল জিনিসের মাঝে বান্দার কর্মও অন্তর্ভুক্ত। সে বান্দার ক্রিয়াকর্মের সৃষ্টিকর্তাও আল্লাহ তাআলা, তবে বান্দা كاسب (অর্জনকারী) এর চেয়ে আরো বেশী সুস্পষ্ট বাণী হলো- যে আল্লাহ তাআলা বলেন وَاللهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ

এই আয়াতে কারীমা দ্বারা ঐ সকল দলের বক্তব্য সুস্পষ্ট ও পরিস্কার ভাবে 'রদ' হয়ে যায়। যারা বলে যে বান্দাই স্বীয় اعمال ও افعال এর خالق (সৃষ্টিকর্তা)। অথচ আয়াতে কারীমায় সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে যে, তোমাদের কেও আল্লাহ তাআলা (সৃষ্টি) করেছেন এবং তোমাদের ক্রিয়া কর্মও আল্লাহ তাআলাই সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং আল্লাহ তাআলাই হলেন প্রত্যেক জিনিসের সৃষ্টিকর্তা। কেননা বান্দার عمل ক্রিয়া কর্মও شيء من।الاشياء এর অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং এর দ্বারা কাদরীয়া ও মুতাযিলা এসকল ভ্রান্ত দলের রদ হয়ে গেল।

وَقَالَ مُجَاهِدٌ الخ : মুফাসিসরে কোরআন হযরত মুজাহিদ রহ مَا تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ إِلَّا بِالْحَقِّ এই আয়াতে কারীমার তাফসীরে বলেন- ফেরেস্তা কেবল সত্য নিয়েই অবতীর্ণ হন। অর্থাৎ بالرسالة والعذاب আল্লাহ তাআলার পয়গাম এবং আযাব সহ। তাহলে তো ফেরেস্তাদের كسب হলো অর্থাৎ, বান্দা নিজেই স্বীয় ক্রিয়া কর্মের كاسب।

এখানে দুটি কেরাত রয়েছে। প্রসিদ্ধ কেরাত হলো নূন দ্বারা যেমন مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِهٖ অর্থাৎ جمع متكلم এর সীগা দ্বারা। তাহলে এই সুরতে نزول ملائكة না বিশিষ্টি হবে। আন মতলা হবে এই যে, আমিই কোন পয়গাম দিয়ে কিংবা কোন আযাবের নির্দেশ দিয়ে ফেরেস্তাদেরকে অবতীর্ণ করে। সুতরাং এই সুরতে نزول ملائكة (ফেরেস্তাদের অবতরণ) আল্লাহ তাআলার خلق হলো। অতএব এর দ্বারা জানা গেল-আল্লাহ তাআলাই বান্দার ক্রিয়াকর্মের খালেক।

لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ: যাতে আল্লাহ তাআলা সত্যবাদীদেরকে তাদের সত্যবাদিতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। (আহযাব-০৮) صادقين দ্বারা পয়গাম ও আহকাম পৌছা নেওয়ালা এবং তাবলীগের ফরজ দায়িত্ব সম্পাদনকারী নবীগণ উদ্দেশ্য।

وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ : আমিই এই কোরআনের হেফাজত কারী। ইমাম মুজাহিদ রহ عندنا দ্বারা এর তাফসীর করেছেন। এর মর্ম হলো এই যে, কোরআন মাজীদ হেফাজত করার দায়িত্ব আমি নিজেই নিজের হাতে নিয়ে নিয়েছি। এই কোরআন মাজীদকে অর্থগত ও শব্দগত প্রত্যেক প্রকার তাহরীফ (বিকৃত) থেকে সংরক্ষণ করা হবে।

وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ : এবং যিনি সত্য নিয়ে আগমন করেছেন। অর্থাৎ, কোরআন এবং যে তার সত্যায়ন করবে তথা মু'মিন কিয়ামতের দিন বলবে। আর তা হলো এই যে, যিনি আমার তোমাকে দিয়েছিলেন এবং তাতে যা ছিল সে অনুযায়ী আমি আমল করেছি।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ، أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ؟ قَالَ: أَنْ تَجْعَلَ لِلّٰهِ نِدًّا، وَهُوَ خَلَقَكَ». قُلْتُ: إِنَّ ذٰلِكَ لَعَظِيمٌ، قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: «ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ تَخَافُ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ. قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ ثُمَّ أَنْ تُزَانِيَ بِحَلِيلَةِ جَارِكَ.

সহজ তরজমা

৭০৩১. কুতায়বা ইবনে সাঈদ রহ... আবদুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে জিজ্ঞাসা করলাম, আল্লাহর কাছে গুনাহ্ কোনটি সবচেয়ে বড়? তিনি বললেন : আল্লাহর সঙ্গে শরীক করা। অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। আমি বললাম, এটি অবশ্যই বড় গুনাহ। এরপর কোনটি? তিনি বললেন : তোমার সন্তান তোমার সঙ্গে খাবে এই আশংকায় তাকে হত্যা করা। আমি বললাম, এরপর কোনট? তিনি বললেন, এরপর তুমি তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে যিনা করা।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের أَنْ تَجْعَلَ لِلّٰهِ نِدًّا। : এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পূণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১১২২ পৃ.; পূর্বে: ৬৪৩, ৭০১, ৮৮৭, ১০০৩, ১০১৪ পৃ.।

بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلاَ أَبْصَارُكُمْ وَلاَ جُلُودُكُمْ، وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللهَ لاَ يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ} [فصلت: ٢٢]

৩৯০৪. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : তোমরা কিছু গোপন করতে না ও বিশ্বাসে যে, তোমাদের কান, চক্ষু এবং ত্বক তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে না। উপরন্তু তোমরা মনে করতে যে, তোমরা যা করতে তা অনেক কিছুই আল্লাহর জানেন না (৪১ : ২২)

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

এই জন্য যে, অমানুষ পার্থিব জীবনে দুনিয়ার মানুষের কাছে স্বীয় অন্যায় অপরাধ লুকিয়ে রাখতে পারে। কিন্তু মানুষের এই ক্ষমতা নেই যে, স্বীয় কৃতকর্ম স্বীয় আমল নিজের চোখ কান, এবং নিজের শরীর থেকে গোপন করে নিবে। এই হাকীকতের দাবী তো ছিল এই যে, মানুষ কখনা অপরাধীই সাব্যস্ত হতো না।

حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ﷺ، قَالَ: " اجْتَمَعَ عِنْدَ البَيْتِ ثَقَفِيَّانِ وَقُرَشِيٌّ أَوْ قُرَشِيَّانِ وَثَقَفِيٌّ كَثِيرَةٌ شَحْمُ بُطُونِهِمْ، قَلِيلَةٌ فِقْهُ قُلُوبِهِمْ، فَقَالَ أَحَدُهُمْ: أَتَرَوْنَ أَنَّ اللهَ يَسْمَعُ مَا نَقُولُ؟ قَالَ الآخَرُ: يَسْمَعُ إِنْ جَهَرْنَا وَلاَ يَسْمَعُ إِنْ أَخْفَيْنَا، وَقَالَ الآخَرُ: إِنْ كَانَ يَسْمَعُ إِذَا جَهَرْنَا، فَإِنَّهُ يَسْمَعُ إِذَا أَخْفَيْنَا، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلاَ أَبْصَارُكُمْ وَلاَ جُلُودُكُمْ [فصلت: ٢٢] " الآيَةَ

সহজ তরজমা

৭০৩২. হুমায়দী রহ... আবদুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন বায়তুল্লাহর কাছে একত্রিত হলো দু'জন সাকাফী ও একজন কুরাইশী অথবা দু'জন কুরাইশী ও একজন সাকাফী। তাদের পেট চর্বিতে পরিপূর্ণ ছিলো বটে; তবে তাদের হৃদয়ে নিতান্তই স্বল্প অনুধাবন ক্ষমতা ছিল। এরপর তাদের একজন বলে উঠল, তোমাদের অভিপ্রায় কি? আমরা যা বলছি আল্লাহ কি সবই শুনতে পান? দ্বিতীয় ব্যক্তি বলল, হ্যাঁ শোনেন, যদি আমরা উচ্চস্বরে বলি। আর যদি চুপে চুপে বলি, তবে তা আর শোনেন না। তৃতীয় জন বলল, যদি তিনি উচ্চস্বরে বললে শোনেন, তা হলে অনুচ্চস্বরে বললেও শুনবেন। এরই প্রেক্ষাপটে মহান আল্লাহ নিম্নোক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ করলেন : তোমরা কিছু গোপন করতে না এই বিশ্বাসে যে, তোমাদের কান, চক্ষু তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে না... আয়াতের শেষ পর্যন্ত। (৪১-২২)

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পুণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১২২২ পৃ.; পূর্বে: ৭১২ পৃ.।

তাশরীহ: ইবনে বাত্তাল রহ বলেন, যে আল্লাহর জন্য سمع (শ্রবণ করা) সাব্যস্ত করাই এই বাব দ্বারা ইমাম বুখারী রহ এর উদ্দেশ্য। এমনি ভাবে সহীহ কিয়াসকে হুজ্জত সাব্যস্ত করা এবং ফাসেদ কিয়াসকে বাতিল সাব্যস্ত করাও ইমাম বুখারী রহ এর উদ্দেশ্য। কেননা, যারা বলে যে, যদি আমরা উচ্চ আওয়াজ করি, তাহলে আল্লাহ তাআলা তা শুনতে পান কিন্তু যদি চুপিসারে আওয়াজ করি তাহলে তিনি শুনতে পান না। এসকল ব্যক্তিরা আল্লাহর শ্রবণকে সৃষ্টজীবের শ্রবণের উপর কিয়াস করে যে জোরে আওয়াজ করলে সৃষ্টজীব শোনতে পায় কিন্তু আসেত আওয়াজ করলে তারা শোনতে পায় না। তাদের এই কিয়াস ভ্রান্ত ফাসেদ। (কাস্তালানী)

بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ} [الرحمن:]

৩৭০৫. অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : তিনি প্রত্যহ গুরুত্বপূর্ণ কাজে রত (৫৫ : ২৯)।

مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ} [الأنبياء: ٢] ، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: {لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} [الطلاق: ١] وَأَنَّ حَدَثَهُ لاَ يُشْبِهُ حَدَثَ المَخْلُوقِينَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ} . وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ اللهَ يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ، وَإِنَّ مِمَّا أَحْدَثَ: أَنْ لاَ تَكَلَّمُوا فِي الصَّلاَةِ"

সহজ তরজমা

যখনই তাদের কাছে দয়াময়ের নিকট হতে কোন নতুন উপদেশ আসে (২৬:৫)। হযরত আল্লাহ্ এরপর কোন উপায় করে দেনে (৬৫:১)। তিনি যদি কিছু বলেন, সৃষ্টির কথার মত হয় না। কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নেই। তিনি সব কিছু শোনেন, সব কিছু দেখেন (৪২:১১)। ইবনে মাসউদ রাযি. রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, আল্লাহ্ তা'আলা নতুন কিছু আদেশের ইচ্ছা করলে তা করে। তন্মধ্যে নতুন নির্দেশের মধ্যে এটিও যে, তোমরা নামাযের মধ্যে কথা বলো না।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: كَيْفَ تَسْأَلُونَ أَهْلَ الكِتَابِ عَنْ كُتُبِهِمْ، وَعِنْدَكُمْ كِتَابُ اللهِ، أَقْرَبُ الكُتُبِ عَهْدًا بِاللهِ، تَقْرَءُونَهُ مَحْضًا لَمْ يُشَبْ

সহজ তরজমা

৭০৩৩. আলী ইবনে আবদুল্লাহ রহ.... ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা আহলে কিতাবদেরকে তাদের কিতাব সম্পর্কে কিভাবে প্রশ্ন করে থাক? অথচ তোমাদের কাছে মহান আল্লাহর কিতাব বিদ্যমান রয়েছে-যা অপরাপর আসমানী তিবের তুলনায় আল্লাহর কাছে বেশি প্রিয়, যা তোমরা (অহরহ) পাঠ করছ, যা পুরা খাঁটি, সেখানে কোন প্রকারের ভেজালের লেশ নেই।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের أَقْرَبُ الْكُتُبِ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে। আর কোন কোন রেওয়ায়াতে أَقْرَبُ الْكُتُبِ এর স্থানে أَحَدُ الْكُتُبِ রয়েছে। আর এটাই উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কিন্তু ছাত্রদের মেধাকে শানিত করাই মুসান্নিফ রহ এর অভ্যাস। (কাস্তাল্লানী)

হাদীসের পুণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১১২২ পৃ.; পূর্বে: ৩২৯, ১০৭৪ পৃ.।

তাশরীহ: উদ্দেশ্য ও ব্যাখ্যা জানার জন্য নাসরুলবারী-৬ষ্ঠ খন্ড, ২৫১৪ নং হাদীস দেখুন।

حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: " يَا مَعْشَرَ المُسْلِمِينَ، كَيْفَ تَسْأَلُونَ أَهْلَ الكِتَابِ عَنْ شَيْءٍ، وَكِتَابُكُمُ الَّذِي أَنْزَلَ اللهُ عَلَى نَبِيِّكُمْ ﷺ أَحْدَثُ الأَخْبَارِ بِاللهِ، مَحْضًا لَمْ يُشَبْ، وَقَدْ حَدَّثَكُمُ اللهُ: أَنَّ أَهْلَ الكِتَابِ قَدْ بَدَّلُوا مِنْ كُتُبِ اللهِ وَغَيَّرُوا، فَكَتَبُوا بِأَيْدِيهِمُ الكُتُبَ، قَالُوا: هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ لِيَشْتَرُوا بِذَلِكَ ثَمَنًا قَلِيلًا، أَوَلاَ يَنْهَاكُمْ مَا جَاءَكُمْ مِنَ العِلْمِ عَنْ مَسْأَلَتِهِمْ؟ فَلاَ وَاللهِ، مَا رَأَيْنَا رَجُلًا مِنْهُمْ يَسْأَلُكُمْ عَنِ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَيْكُمْ "

সহজ তরজমা

৭০৩৪. আবুল ইয়ামান রহ... আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে মুসলিম সমাজ! তোমরা কি করে আহলে কিতাবদেরকে কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা কর? অথচ তোমাদের সেকিতাব যেটা আল্লাহ পাক তোমাদের নবীর ওপর অবতীর্ণ করেছেন, তা আল্লাহর কিতাবগুলোর মধ্যে সর্বাপেক্ষা নমযোপযোগী। যা সনাতন ও নির্ভেজাল। অথচ আল্লাহ্ তোমাদেরকে বলে দিয়েছেন, আহলে কিতাবগণ আল্লাহর কিতাবসমূহকে রদবদল করেছে এবং স্বহস্তে লিখে দাবি করছে এগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। এর দ্বারা তারা তুচ্ছ সুবিধা লুটতে চাচ্ছে। তোমাদের কাছে যে ইলম বিদ্যমান রয়েছে, তা কি তোমাদেরকে তাদের কাছে কিছু জিজ্ঞাসা করতে বাধা দিচ্ছে না? আল্লাহর কসম! তাদের কাউকে তোমাদের ওপর অবতীর্ণ বিষয় সম্পর্কে কখনো জিজ্ঞাসা করতে আমি দেখি না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : এই হাদীসটি পূর্বোক্ত হাদীসের ভিন্ন একটি সনদ।

হাদীসের পুণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১১২২ পৃ.; পূর্বে: ৩২৯, ১০৯৪, ১১২২ পৃ.।

بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ} [القيامة:] وَفِعْلِ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ يُنْزَلُ عَلَيْهِ الوَحْيُ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "قَالَ اللهُ تَعَالَى: أَنَا مَعَ عَبْدِي حَيْثُمَا ذَكَرَنِي وَتَحَرَّكَتْ بِي شَفَتَاهُ"

৩৯০৬. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : তাড়াতাড়ি ওহী আয়ত্ত করার জন্য তুমি তোমার জিহ্বা এর সাথে সঞ্চালন করো না (৭৫:১৬)।

ওহী অবতীর্ণ হওয়র সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ এমনটি করেছেন। আবূ হুরায়রা রযি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, আল্লাহ বলেন, আমি আমার বন্দার সাথে ততক্ষণ পর্যন্ত থাকি যতক্ষণ সে আমাকে স্মরণ করে এবং আমার জন্য তার ঠোঁট দুটো নাড়াচড়া করে।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ} [القيامة: ١٦] ، قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعَالِجُ مِنَ التَّنْزِيلِ شِدَّةً، وَكَانَ يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ» فَقَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ: فَأَنَا أُحَرِّكُهُمَا لَكَ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُحَرِّكُهُمَا. فَقَالَ سَعِيدٌ: أَنَا أُحَرِّكُهُمَا كَمَا كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُحَرِّكُهُمَا، فَحَرَّكَ شَفَتَيْهِ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: {لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ} [القيامة: ١٧] ، قَالَ: «جَمْعُهُ فِي صَدْرِكَ ثُمَّ تَقْرَؤُهُ» . {فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ} [القيامة: ١٨] قَالَ: "فَاسْتَمِعْ لَهُ وَأَنْصِتْ، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا أَنْ تَقْرَأَهُ، قَالَ: فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اسْتَمَعَ، فَإِذَا انْطَلَقَ جِبْرِيلُ قَرَأَهُ النَّبِيُّ ﷺ كَمَا أَقْرَأَهُ"

সহজ তরজমা

৭০৩৫. কুতায়বা ইবনে সাঈদ রহ..... ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। আল্লাহর বাণী “কুরআনের কারণে আপনার জিহ্বা নাড়াচাড়া করবেন না”, এ আয়াত প্রসঙ্গে বলেন, ওহী অবতীর্ণ হওয়া শুরু হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ খুবই কষ্টসাধ্য অবস্থার সম্মুখীন হতেন, যে করণে তিনি ঠোঁট দুটি নাড়াচাড়া করতেন। বর্ণনাকারী বলেন, ইবনে আব্বাস রাযি. আমাকে বললেন, আমি তোমাকে বোঝানোর জন্য ঠোঁট দু'টি সেভাবে নাড়ছি, যেভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ নেড়েছিলেন। এরপর বর্ণনাকারী সাঈদ রহ বললে, আমিও ঠোঁট দু'টি তেমনি নেড়ে দেখাচ্ছি, যেমনি ইবনে আব্বাস রাযি. নেড়ে আমাকে দেখিয়েছিলেন। তিনি তাঁর ঠোঁট দু'টি নাড়ালেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর এ অবস্থা প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করলেন : তাড়াতাড়ি ওহী আয়ত্ব করার জন্য তুমি তোমার জিহ্বা এর সাথে সঞ্চালন করো না, এর সংরক্ষণ ও পাঠ করাবার দায়িত্ব আমারই (৭৫ : ১৬, ১৭)

তিনি বলেন, جمعه এর অর্থ আপনার বক্ষে তা এভাবে সংরক্ষিত করা, যেন পরে তা পড়তে সক্ষম হন। সুতরাং আমি যখন তা পাঠ করি, তুমি সে পাঠের অনুসরণ কর (৭৫ :১৮)। এর অর্থ হচ্ছে আপনি তা শ্রবণ করুন এবং চুপ থাকুন। এরপর আপনি কুরআন পাঠ করবেন সে দায়িত্ব আমাদের উপর। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে জিবরাঈল আ যখন আসতেন, তিনি তখন একাগ্রচিত্তে তা শ্রবণ করতেন। জিবরাঈল আ. চলে গেলে তিনি ঠিক তেমনিভাবে পাঠ করতেন, যেমনি তাঁকে পাঠ করিয়েছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পূণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১১২২-১১২৩ পৃ.; পূর্বে: ৭৩৩, ৭৩৪, ৭৫৪ পৃ.।

তাশরীহ: প্রশ্ন-উত্তরসহ বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানার জন্য নাসরুলবারী-১ম খন্ড, ১৩৪-১৪০ পৃ. দেখুন।

بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الخَبِيرُ}.

৩৯০৭. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : তোমরা তোমাদের কথা গোপনেই বল অথবা প্রকাশ্যেই বল তিনি তো অন্তর্যামী (৬৭ :১৩)। (আল্লাহর বাণী) : যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি জানেন না? তিনি সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবগত (৬৭ : ১৪)। يَتَخَافَتُونَ-এর অর্থ يَتَسَارُّونَ (চুপে চুপে পড়ে)

حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، عَنْ هُشَيْمٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا} [الإسراء: ١١٠]، قَالَ: نَزَلَتْ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ مُخْتَفٍ بِمَكَّةَ، فَكَانَ إِذَا صَلَّى بِأَصْحَابِهِ رَفَعَ صَوْتَهُ بِالقُرْآنِ، فَإِذَا سَمِعَهُ المُشْرِكُونَ، سَبُّوا القُرْآنَ وَمَنْ أَنْزَلَهُ وَمَنْ جَاءَ بِهِ، فَقَالَ اللهُ لِنَبِيِّهِ ﷺ {وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ} [الإسراء: ١١٠] أَيْ بِقِرَاءَتِكَ فَيَسْمَعَ المُشْرِكُونَ فَيَسُبُّوا القُرْآنَ: {وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا} [الإسراء: ١١٠]، عَنْ أَصْحَابِكَ فَلاَ تُسْمِعُهُمْ {وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا} [الإسراء: ١١٠]

সহজ তরজমা

৭০৩৬. আমর ইবনে যুরারা রহ... ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি মহান আল্লাহর বাণী : নামাযে স্বর উচ্চ করবে না এবং অতিশয় ক্ষীণও করবে না... (৭:১১০)-এ প্রসঙ্গে বলেন, এ নির্দেশ যখন নাযিল হল তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কায় গোপনে অবস্থান করতেন। অথচ তিনি যখন সাহাবীগণকে নিয়ে নামায আদায় করতেন, কুরআন উচ্চস্বরে পড়তেন। মুশরিকরা এ কুরআন শুনলে কুরআন, কুরআন-এর অবতীর্ণকারী এবং বাহক সবাইকে গালমন্দ করত। এরই প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলে দিলেন, ولا تجهر بصلا تك আপনার নাযকে এমন উচ্চস্বরে করবে না অর্থাৎ আপনার কিরাআতকে। তাহলে মুশরিকরা শুনতে পেয়ে কুরআন সম্পর্কে গালমন্দ করবে। আরএ কুরআন আপনার সাহাবীদের কাছে এত ক্ষীণ ভাবেও পড়বেন না, যাতে আপনার কিরাআত তারা শুনতে না পায়। বরং এ দুয়ের মাঝামাঝি পথ অবলম্বন করুন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পূণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ :১১২৩ পৃ.; পূর্বে: ৬৮৬. ১১১৬ পৃ.; সামনে: ১১২৬ পৃ.।

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: " نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ {وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا} [الإسراء: ١١٠] فِي الدُّعَاءِ "

সহজ তরজমা

৭০৩৭. উবায় ইবনে ইসমাঈল রহ... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত।তিনি বলেন, এ আয়াতটি "আপনি আপনার নামাযকে উচ্চস্বরেও পড়বেন না এবং ক্ষীণও করবেন না" দোয়া সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পূণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১১২৩ পৃ.; পূর্বে: (তাফসীর) ৬৮৭, ৯৩৬ পৃ.।

প্রশ্ন : বাহ্যিকভাবে উভয় রেওয়ায়াতের মাঝে পরস্পর বিরোধী মনে হয়। এর সমাধান কি?

জবাব: (১) اطلاق الجزء على الكل এই নীতি অবলম্বনে কোন বিরোধ থাকে না। কেননা, দোআ নামাযের একটি অংশ।

(২) দুইবার নাযিল হওয়াটা সম্ভব যে, একবার নামায সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। আর দ্বিতীয়বার দোআ সম্পর্কে।

(৩) প্রত্যেকেই নিজ নিজ ইলম অনুযায়ী শানে নুযুল বর্ণনা করেছেন। والله اعلم

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالقُرْآنِ»، وَزَادَ غَيْرُهُ: «يَجْهَرُ بِهِ»

সহজ তরজমা

৭০৩৮. ইসহাক রহ... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত।তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি ভাল আওয়াজে কুরআন পড়ে না, সে আমাদের নয়। আবূ হুরায়রা রাযি. ছাড়া অন্যরা يجهر به 'উচ্চস্বরে কুরআন পড়ে না' কথাটুকু বৃদ্ধি করেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالقُرْآنِ এর মাধ্যমে মিল রয়েছে যে, তার দিক عمل এর ইযাযত করা হয়েছে আর এটা দালালাত করে যে, বান্দার কাজকর্ম আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি।

হাদীসের পূণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১১২৩ পৃ.; পূর্বে: (فضائل القرآن,) পৃ.।

তাশরীহ: বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানার জন্য নাসরুলবারী-১০ম খন্ড, ৩৬ পৃ: দেখুন।

بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ القُرْآنَ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، وَرَجُلٌ يَقُولُ: لَوْ أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ هَذَا فَعَلْتُ كَمَا يَفْعَلُ فَبَيَّنَ أَنَّ قِيَامَهُ بِالكِتَابِ هُوَ فِعْلُهُ» . وَقَالَ: {وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، وَاخْتِلاَفُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ} . وَقَالَ جَلَّ ذِكْرُهُ: {وَافْعَلُوا الخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [الحج:]

৩৯০৮. অনুচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বাণী: এক ব্যক্তিকে আল্লাহ কুরআন দান করেছেন। সে রাতদিন তা পাঠ করছে। আরেক ব্যক্তি বলে, এ ব্যক্তি কে যা দেওয়া হয়েছে, আমাকে যদি তা দেওয়া হতো, আমিও সেরূপ করতাম যেরূপ সে করছে। এই প্রেক্ষিতে আল্লাহ স্পষ্ট করে বলেন, ব্যক্তিটির কুরআনের সাথে কায়েম থাকার অর্থ তার কুরআন তিলাওয়াত করা।এবং তিনি বললেন, তাঁ নিদর্শনাবীল মধ্যে রয়েছে আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য (৩০ : ২২) রাসূলুল্লাহ ﷺ তিলাওয়াত করলেন, وافعلوا الخير لعلكم تفلحون সৎকর্ম কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার (২২ : ৭৭)

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ ﷺ "لاَ تَحَاسُدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ القُرْآنَ فَهُوَ يَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، فَهُوَ يَقُولُ: لَوْ أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ هَذَا لَفَعَلْتُ كَمَا يَفْعَلُ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُهُ فِي حَقِّهِ، فَيَقُولُ: لَوْ أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ عَمِلْتُ فِيهِ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ"

সহজ তরজমা

৭০৩৯. কুতায়বা রহ.... আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : দু'টি বিষয় ছাড়া ঈর্ষা করা যায় না। এক ব্যক্তি হচ্ছে, আল্লাহ্ যাকে কুরআন দান করেছেন, আর সে দিবারাত্র তা তিলাওয়াত করে। অপর ব্যক্তি বলে, এ লোকটিকে যা দেওয়া হয়েছে, আমাকে যদি অনুরূপ দেওয়া হতো তা হলে আমিও অনুরূপ করতাম, সে যেরূপ করছে। আরেক ব্যক্তি হচ্ছে সে, যাকে আল্লাহ ধন-সম্পদ দিয়েছেন। ফলে সে তা যথাযথভাবে ব্যয় করছে। তখন অপর ব্যক্তি বলে, একে যা দেওয়া হয়েছে, আমাকেও যদি অনুরূপ দেওয়া হতো, আমিও তাই করতাম, সে যা করেছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পুণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১১২৩ পৃ.; পূর্বে: ৭৫১, ১০৭৪ পৃ.।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "لاَ حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ القُرْآنَ فَهُوَ يَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ" سَمِعْتُ سُفْيَانَ مِرَارًا، لَمْ أَسْمَعْهُ يَذْكُرُ الخَبَرَ، وَهُوَ مِنْ صَحِيحِ حَدِيثِهِ

সহজ তরজমা

৭০৪০. আলী ইবনে আবদুল্লাহ রহ...সালিম তাঁর পিতা রাযি. রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, একমাত্র দু'টি বিষয়েই ঈর্ষা করা যায়। একজন হচ্ছে, যাকে আল্লাহ কুরআন দান করেছেন, আর সে তা রাতদিন তিলাওয়াত করে, আরেকজন হচ্ছে যাকে আল্লাহ্ সম্প দান করেছেন আর সে রাতদিন তা ব্যয় করে। আমি সফওয়ান রহ কে একাধিকবার শুনেছি কিন্তু তাকে الخبر উল্লেখ করতে শুনিনি। অর্থাৎ এটি তার বিশুদ্ধ হাদীসগুলোর অন্যতম।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পুণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১১২৬ পৃ.; পূর্বে: ৭৫১ পৃ.।

بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: (يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالاَتِهِ)

৩৯০৯. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : হে রাসূল! তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, তা প্রচার কর। যদি না কর তবে তো তুমি বার্তা প্রচার করলে না (৫ :৬৭)।

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: مِنَ اللهِ الرِّسَالَةُ، وَعَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ الْبَلاَغُ، وَعَلَيْنَا التَّسْلِيمُ وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالاَتِ رَبِّهِمْ [الجن: ٢٨]، وَقَالَ تَعَالَى: (أُبَلِّغُكُمْ رِسَالاَتِ رَبِّي) وَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ: " حِينَ تَخَلَّفَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ [التوبة: ١٠٥] وَقَالَتْ عَائِشَةُ: " إِذَا [ص:١٥٥] أَعْجَبَكَ حُسْنُ عَمَلِ امْرِئٍ فَقُلْ: اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ [التوبة: ١٠٥] وَلاَ يَسْتَخِفَّنَّكَ أَحَدٌ وَقَالَ مَعْمَرٌ: ذَلِكَ الْكِتَابُ [البقرة: ٢] هَذَا الْقُرْآنُ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ [البقرة: ٢] بَيَانٌ وَدِلاَلَةٌ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ذَلِكُمْ حُكْمُ اللهِ [الممتحنة: ١٠] هَذَا حُكْمُ اللهِ لاَ رَيْبَ [البقرة: ٢] لاَ شَكَّ تِلْكَ آيَاتُ [البقرة: ٢٥٢] : يَعْنِي هَذِهِ أَعْلاَمُ الْقُرْآنِ، وَمِثْلُهُ: حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ [يونس: ٢٢] يَعْنِي بِكُمْ وَقَالَ أَنَسٌ بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ خَالَهُ حَرَامًا إِلَى قَوْمِهِ، وَقَالَ أَتُؤْمِنُونِي أُبَلِّغُ رِسَالَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ فَجَعَلَ يُحَدِّثُهُمْ

যুহরী রহ বলেন, আল্লাহর পক্ষ থেকে হচ্ছে বার্তা প্রেরণ আর রাসূলুল্লাহ ﷺ এর দায়িত্ব হলো, পৌছানো, আর আমাদের কর্তব্য হলো মেনে নেয়া। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : রাসূলগণ তাঁদের প্রতিপালকের বাণী পৌছে দিয়েছেন কিনা তা জানার জন্য (৭২ : ২৮)। তিনি আরো বলেন : আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর বার্তাসমূহ পৌছে দিচ্ছি। কাব ইবনে মালিক রাযি. যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সঙ্গে (তাবূক যুদ্ধে শরীক হওয়া) থেকে পিছনে রয়ে গেলেন, তখন আল্লাহর বলেন : আল্লাহ তো তোমাদের কার্যকলাপ লক্ষ করবেন এবং তাঁর রাসূল ও মু'মিনগণও (৯ : ১০৫)। আয়েশা রাযি. বলেন, কারো ভালো কাজে তোমাকে আনন্দিত করলে বলো, আমল কর, তোমার এ আমল আল্লাহ্, আল্লাহর রাসূল, সমস্ত মু'মিন দেখবেন। আর তোমাকে কেউ যেন বিচলিত করতে না পারে।

মা'মার রহ বলেন, ذٰلِكَ الْكِتَابُ এরঅর্থ এ কুরআন هُدًى لِلْمُتَّقِينَ-এরঅর্থ বর্ণনা ও পথ প্রদর্শন। আল্লাহর এ বাণীর মত ذلكم حكم الله অর্থাৎ এগুলো কুরআনের নিদর্শন। এর উদাহরণ আল্লাহরই বাণী: যখন তোমরা নৌকায় অবস্থান করো আর চলতে থকে সেগুলো তাদের নিয়ে। এখানে بِهِمْ-এর অর্থ بِكُم অর্থাৎ তোমাদের নিয়ে। আনাস রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর মামা হারামকে তাঁর গোত্রের কাছে পাঠালেন। তিনি সেখানে গিয়ে বললেন, তোমরা আমাকে বিশ্বাস কর কি? আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ -এর বার্তা পৌছিয়ে দিচ্ছি। এই বলে তিনি তাদের সাথে আলাপ করতে লাগলেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

রেসালাতের জন্য তিনটি জিনিস অতীব জরুরী-(১) মুরসিল (প্রেরণকারী) (২) رسول (সংবাদ বাহক) (৩) মুরসাল ইলাইহ (যার কাছে প্রেরিত বা প্রাপক) ইমাম যুহরী রহ এ তিনটির ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন যে, মুরসিল এর কাজ হলো প্রেরণ করা তথা আল্লাহ তাআলার কাজ হলো নবী প্রেরণ করা। আর রাসূল এর কাজ হলো তাবলীগ (পৌছানো) তথা আল্লাহ তাআলার পয়গাম সংবাদ মানুষদের নিকট পৌছে দেওয়া। আর মুরসাল ইলাহই তথা আমরা বান্দাদের কাজ হলো তা কবুল করা এবং মান্য করা।

وَقَالَ تعالى: لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ : এবং আল্লাহ তাআলা বলেন-যাতে আল্লাহ তাআলা জেনে নেন যে, তাঁরা (ফেরেস্তাগণ) তাঁদের স্বীয় পালনকর্তার পয়গাম (সহীহ ভাবে তাঁর রাসূলগণের নিকট) পৌছিয়েছেন কি না। কিংবা যাতে আল্লাহ তাআলা জেনে নেন যে, তাঁর রাসূলগণ স্বীয় পালনকর্তার পয়গাম বান্দাদের নিকট পৌছিয়েছেন কি না। (সূরা জিন-২৮)

قَالَ الله تعالى: أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي : আমি তোমাদেরকে আমার প্রতিপালকের পয়গাম পৌছাই। (আল-আ'রাফ-৬২)

وَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ الخ : এবং কা'ব ইবনে মালেক রহ বললেন যখন গাযওয়ায়ে তাবুকে নবী আকরাম ﷺ থেকে পিছনে রয়ে গেলে গাযওয়ায় অংশগ্রহণ করেননি। (এখানে কা'ব এর কথা শেষ হয়ে গেছে। ইমাম বুখারী রহ এর দীর্ঘ হাদীসের প্রতি ইশারা সামনে فيرى الله عليكم থেকে কা'ব এর কথা নয়। এখানে তো উদ্দেশ্য হলো হযরত কা'ব রহ এর পিছনে থাকার فعل টা আর মন্দার কাজ فعل মাখলুক) অচিরেই আল্লাহ তাআলা এবং তাঁর রাসূল ও মু'মিনগণ তোমাদর কতৃকর্ম দেখবেন। سير الله عملكم الخ এটা কা'ব ইবনে মালেক রাযি. এর উক্তি নয়। বরং স্বয়ং রাসূল ﷺ মুমিনদেরকে বলেছিলেন। (সূরায়ে তাওবা-৯৪ নং আয়াতের তাফসীর দেখুন)

وَقَالَتْ عَائِشَةُ الخ : হযরত আয়েশা রাযি. বললেন যে, যখন তোমাদের কারো নেক আমল ভালো লাগে তখন বল যে, আমল করে যাও আল্লাহ তাআলা, তাঁর রাসূল ﷺ এবং মুসলমান তোমাদের আমল দেখেবেন। আর তুমি যেন কোন ধোকায় পতিত না হও। অর্থাৎ তুমি কোন ভালো আমল দেখে ধোকায় পতি হয়ে যেও না যে, তা নেক ও ভালো মনে করে প্রশংসা করতে শুরু করবে। হযরত আয়েশা রাযি. এটা ঐ সকল লোকদের ব্যাপারে বলেছিলেন-যারা কোরআন মাজীদের খুব ভালো ক্বারী ছিলেন এবং ইবাদাতগুজার ছিলেন, কিন্তু তারা হযরত উসমান রাযি. এর বিদ্রোহী হয়ে গেলেন। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যে, কারো কিছু নেক আমল দেখে, নেক মনে করে নেওয়া উচিৎ নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত তার আরো কোন আমল দেখে না নিবে। যে, তার বাকী আসলগুলোও কোরআন, হাদীস অনুযায়ী নাকি কোরআন হাদীসের বিরোধী? الله اعلم,

وَقَالَ مَعْمَرٌ الخ : এবং মা'মার বললেন ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ এখানে যদিও ذلك টি দূরবর্তী ইশারার জন্য। কিন্তু এখানে এটি هذا এর অর্থে তথা নিটবর্তীর জন্য। আর কিতাব দ্বারা কোরআন উদ্দেশ্য। هدى للمتقين এটি বয়ান এবং দালালাত। যেমন আল্লাহ তাআলার বাণী- (সূরায়ে মুমতাহিনা)ذلكم حكم الله এখানেও ذلك টি هذا এর অর্থে যেমন هذا حكم الله অর্থাৎ এটি আল্লাহ তাআলার ফায়সালা। لا ريب فيه لا شك অর্থাৎ ريب অর্থ شك.تلك آيات الله অর্থাৎ هذه اعلام القرآن এটি কোরআনের নিদর্শনাবলী (এখানেও একথা বলা উদ্দেশ্য যে,এখানে تلكটি هذهএর অর্থে) এর দৃষ্টান্ত হলো এই আয়াত حتى اذا كنتم فى الفلك وجرين بهم يعنى بكم এখানে بهم টি بكم এর অর্থে।

وَقَالَ أَنَسٌ الخ : হযরত আনাস রাযি. বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ তাঁর মামা হারাম ইবনে মিলহানকে তার সম্প্রদায় (বনী আমের) এর নিকট প্রেরণ করেছিলেন। হযরত হারাম কওম (সম্প্রদায়) কে বললেন তোমারা কি আমাতে নিরাপত্তাব্ দিবে যে, আমি তোমাদেরকে রাসূল ﷺ এর পয়গাম পৌছিয়ে দিব এবং তাদের সাথে কথা বলতে নরম করলেন। -(এই ঘটনা বিস্তারিত ভাবে জানার জন্য নসরুলবারী-৮ম খন্ড, ১৩৮ পৃ. দেখুন)

حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّيُّ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيُّ، وَزِيَادُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ، قَالَ الْمُغِيرَةُ: أَخْبَرَنَا نَبِيُّنَا ﷺ عَنْ رِسَالَةِ رَبِّنَا: «أَنَّهُ مَنْ قُتِلَ مِنَّا صَارَ إِلَى الْجَنَّةِ»

সহজ তরজমা

৭০৪১. ফাযল ইবনে ইয়াকুব রহ. ..... মুগীরা রাযি. বলেন। আমাদের রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে আমাদের প্রতিপালকের বার্তা সম্পর্কে অবহিত করেছেন যে, আমাদের মধ্য থেকে যাকে হত্যা (শহীদ) করা হবে, সে জান্নাত চলে যাবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পূণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ :১১২৩ পৃ.; পূর্বে: ৪৪৭ পৃ.।

তাশরীহ: বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুলবারী-০৭ম খন্ড, ৩০৮-৩৬০৯ পৃ. দেখুন।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ مُحَمَّدًا ﷺ كَتَمَ شَيْئًا؟ وَقَالَ مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ العَقَدِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَتَمَ شَيْئًا مِنَ الوَحْيِ فَلاَ تُصَدِّقْهُ إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ [المائدة: ٦٧]

সহজ তরজমা

৭০৪২. মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ রহ... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাকে যে বলবে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (ওহীর) কিছু জিনিস গোপন করেছেন। মুহাম্মদ রহ বলেন... আয়েশা রাযি. বলেছেন, যে ব্যক্তি তোমার কাছে বলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওহীর কোন কিছু গোপন করেছেন, তাকে তুমি সত্যবাদী মনে করো না। মহান আল্লাহ্ বলেন: হে রাসূল! তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমার কাছে যা অবতীর্ণ হয়েছে, তা প্রচার কর (৫ : ৬৭)।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পূণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১১২৪ পৃ. পূর্বে। ৪৫৯ (তাফসীর) ৬৬৪, ৭২০, ১০৯৮ পৃ.।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الذَّنْبِ أَكْبَرُ عِنْدَ اللهِ؟ قَالَ: «أَنْ تَدْعُوَ لِلهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ» . قَالَ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: «ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مَخَافَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ» . قَالَ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: «أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ» . فَأَنْزَلَ اللهُ تَصْدِيقَهَا: {وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ، وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالحَقِّ، وَلاَ يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ العَذَابُ} [الفرقان: ٦٩] الآيَةَ

সহজ তরজমা

৭০৪৩. কুতায়বা ইবনে সাঈদ রহ... আবদুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি আরয করল, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর কাছে কোন গুনাহটি সব চাইতে বড়? তিনি বললেন : আল্লাহর বিপরীত কাউকে আহ্বান করা অথচ তিনিই (আল্লাহ) তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। সে বলল, এরপর কোনটি? তিনি বললে : এরপর তোমার সঙ্গে আহার করবে এই ভয়ে (তোমার) সন্তানকে হত্যা করা। সে বলল, এরপর কোনটি? তিনি বললেন: এরপর তোমাদের প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করা।এরই সমর্থনে আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন : এবং তারা আল্লাহর সঙ্গে কোন ইলাহকে ডাকে না। আল্লাহ যার হত্যা হারাম করেছেন, যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। যেগুলো করে সে শাস্তি ভোগ করবে.... (২৫ :৬৮)।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল এভাবে যে বর্ণিত আয়াতটি হাদীসের পূর্বে নাযিল হয়েছে। রাসূল ﷺ এই আয়াতে কারীমা থেকে এই তিনটি জিনিস উদ্ভাবন করেছেন এবং তা পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং আয়াতে কারীমায় যে তিনটি বিষয় রয়েছে, হাদীসটিও সেই তিনটি বিষয় সমৃদ্ধ। এটিও তাবলীগের অন্তর্ভুক্ত হবে। অর্থাৎ রাসূল ﷺ এর তাবলীগ দুই প্রকার-

(১) কোরআন মাজীদের যে সকল আয়াতে কারীমা অবতীর্ণ হতো, রাসূল ﷺ শুধু তা তেলাওয়াত করে শুনিয়ে দিতেন।

(২) কোরআন মাজীদ থেকে যে সখল বিষয় উদঘাটন করতেন, পরবর্তীতে আল্লাহ তাআলা রাসূল ﷺ এর উদঘাটিত বিষয় অনুযায়ী কোরআন মাজীদের আয়াত অবতীর্ণ করে দিতেন। (কাস্তাল্লানী)

হাদীসের পুণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১১২৪ পৃ.; পূর্বে: ৭০১, ৮৮৭, ১০০৬, ১১২২ পৃ.। মুসলিম শরীফ।

بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا} [آل عمران : ٩٣]

৩৭১০. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী: বল, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে তাওরাত আন এবং পাঠ কর (৩ : ৯৩)।

وَقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «أُعْطِيَ أَهْلُ التَّوْرَاةِ التَّوْرَاةَ فَعَمِلُوا بِهَا. وَأُعْطِيَ أَهْلُ الإِنْجِيلِ الإِنْجِيلَ فَعَمِلُوا بِهِ. وَأُعْطِيتُمُ القُرْآنَ فَعَمِلْتُمْ بِهِ» وَقَالَ أَبُو رَزِينٍ: {يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاَوَتِهِ} [البقرة: ١٢١]: «يَتَّبِعُونَهُ وَيَعْمَلُونَ بِهِ حَقَّ عَمَلِهِ». يُقَالُ: {يُتْلَى} [النساء: ١٢٧]: "يُقْرَأُ. حَسَنُ التِّلاَوَةِ: حَسَنُ القِرَاءَةِ لِلْقُرْآنِ". {لاَ يَمَسُّهُ} [الواقعة: ٧٩]: «لاَ يَجِدُ طَعْمَهُ وَنَفْعَهُ إِلَّا مَنْ آمَنَ بِالقُرْآنِ، وَلاَ يَحْمِلُهُ بِحَقِّهِ إِلَّا المُوقِنُ. لِقَوْلِهِ تَعَالَى»: {مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا. كَمَثَلِ الحِمَارِ [ص:١٥٦] يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ القَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللهِ. وَاللهُ لاَ يَهْدِي القَوْمَ الظَّالِمِينَ} [الجمعة: ٥] وَسَمَّى النَّبِيُّ ﷺ الإِسْلاَمَ وَالإِيمَانَ وَالصَّلاَةَ عَمَلًا. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِبِلاَلٍ: أَخْبِرْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِي الإِسْلاَمِ. قَالَ: مَا عَمِلْتُ عَمَلًا أَرْجَى عِنْدِي أَنِّي لَمْ أَتَطَهَّرْ إِلَّا صَلَّيْتُ وَسُئِلَ أَيُّ العَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: إِيمَانٌ بِاللهِ وَرَسُولِهِ. ثُمَّ الجِهَادُ. ثُمَّ حَجٌّ مَبْرُورٌ

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বাণী: তাওরাতের ধারকদেরকে তাওরাত দেওয়া হলে তারা সে অনুযায়ী আমল করল। ইনজীলের দারকদেরকে ইনজীল দেওয়া হলে তারাও সে অনুযায়ী আমল করল। তোমাদেরকে দেওয়া হলো কুরআন, সুতরাং তোমরা এ অনুযায়ী আমল কর।

আবূ রাযীন রহ বলেন, يتلونه এর অর্থ তাঁর নির্দেশকে যথাযথভাবে পালন করার মাধ্যমে অনুসরণ করা। আবূ আবদুল্লাহ রহ বলেন, يتلى অর্থ يقرا পাঠ করা হয়। حسن التلاوة অর্থ- কুরআন সুন্দরভাবে পাঠ করা। لايمسه এর অর্থ কুরআনের স্বাদ ও উপকারিতা কুরআনের প্রতি বিশ্বাসীদের ব্যতীত না পাওয়া। কুরআনের উপর সঠিক আস্থা স্থাপনকারী ছাড়া কেউই তা যথাযথভাবে বহন করতে সক্ষম হবে না। কেননা, মহান আল্লাহ্ বলেন : যাদেরকে তাওরাতের দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়েছিল এরা তা বহন করেনি। তাদের দৃষ্টান্ত পুস্তক বহনকারী গর্দভ। কত নিকৃষ্ট সে সম্প্রদায়ের দৃষ্টান্ত! যারা আল্লাহর আয়াতকে মিথ্যা বলে। আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না। (৬২:৫) রাসূলুল্লাহ ﷺ ইসলাম, ঈমান ও নামাযকে আমল নামে আখ্যায়িত করেছেন। আবূ হুরায়রা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিলাল রাযি. কে বললেন : ইসলামে থাকা অবস্থায় যেটি দ্বারা তুমি

মুক্তির বেশি প্রত্যাশী, আমাকে তুমি সে আমলটি সম্পর্কে অবহিত কর। বিলাল রাযি. বললেন, আমার মতে মুক্তির বেশি প্রত্যাশা রাখতে পারি যে আমলটি দ্বারা, তা হচ্ছে আমি যখনই ওযু করেছি, তখন নামায আদায় করেছি। নবী করীম ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করা হলো-কোন আমলটি সর্বোত্তম? তিনি বললেন : আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনয়ন, এরপর জিহাদ, এরপর কবূল হওয়া হজ্জ

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনাম বর্ণিত আয়াতে কারীমায় ইয়াহুদ ও গাইরে ইয়াহুদ এর একটি সন্দেহের নিরসন রয়েছে।

প্রশ্নটি হলো এই যে, হে মুহাম্মদ! ﷺ আপনি নিজেকে দীনে ইবরাহীমী এবং পূর্ববর্তী নবীগণের দীনের অনুসারী বলে দাবী করেন। অথচ আপনি ঐ সকল জিনিসকে হালাল মনে করেন যা হযরত ইবরাহীম আ. সহ পূর্ববর্তী সকল নবীগণের উপর হারাম ছিল। যেমন উটের গোশত, এবং তার দুধ তাঁদের উপর হারাম ছিল। কিন্তু আপনি হালাল মনে করেন।

এর জবাবে আল্লাহ ইরশাদ করেন যে, হে ইয়ানদে! তোমরা যে বলে থাক যে, উটের গোশতও তার দুধ হযরত ইবরাহীম আ সহ পূর্ববর্তী সকল নবীগণের উপর হারাম ছিল, তোমাদের এই বক্তব্য দাবী সম্পূর্ণ ভুল। বরং হযরত ইবরাহীম আ থেকে নিয়ে তাওরাত নাযিল হওয়া পর্যন্ত এসকল জিনিস বনী ইসরাঈলের জন্য হালাল ছিল। তবে ইসরাঈল তথা হযরত ইয়াকুব আ তাওরাত নাযিল হওয়ার পূর্বে উটের গোশত এবং তার দুধ মান্নতের মাধ্যমে নিজের উপর হারাম করে নিয়েছিলেন। আর তার মান্নতের কারণ ছিল এই যে, ইয়াকুব আ. ইরকুন্নিসা নামক ব্যধিতে আক্রান্ত ছিলেন তখন তিনি মান্নত করেছিলেন যে, যদি এ রোগ থেকে সুস্থ হই তাহলে আমি আমার সবচেয়ে প্রিয় বস্তু সবচেয়ে পছন্দনীয় বস্তু খাওয়া ছেড়ে দিব। পরবর্তীতে তিনি সুস্থ্য হওয়ার পর তাঁর সবচেয়ে প্রিয় পছন্দনীয় বস্তু উটের গোশত ও তার দুধ মান্নতের কারনে ছেড়ে দিয়েছিলন। কিন্তু আল্লাহর পক্ষ থকে তাঁর উপর তা হারাম ছিলো না, সুতরাং ইয়াহুদীদের দাবী একদম ভ্রান্ত ও ভুল। তাই ইয়াহুদীদেরকে বলা হলো যে, তোমরা যে দাবী কর যে, এ সকল জিনিস হযরত ইবরাহীম আ. পর্যন্ত হারাম হয়ে আসছে। যদি তোমাদের এ দাবী সত্য হয়ে থাকে তাহলে তাওরাত নিয়ে এসো এবং তোমাদের দাবীর স্বপক্ষে তাওরাত থেকে দলীল পেশ কর।

رزين : وَقَالَ أَبُو رَزِيْنٍ الخ শব্দের راء (রা) বর্ণে খবর দিয় عظيم এর ওযনে। তিনি হলেন কিভাবে তাবেয়ীর অন্ত র্ভুক্ত মাসুদ ইবনে মালিক আল আসাদী আলকূফী। আবু রাযীন রাযি. বলেন সূরা বাকারা-১২১ নং আয়াতে يتلونه দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যে, তার অনুসরণ করে এর তার উপর পূর্ণাঙ্গরূপে আমল করে।

حسن التلاوة يُقَالُ يُتْلٰى يقرأ : আহলে আরবগণ বলে থাকেন যে, يتلى অর্থ ভালোভাবে পড়া হবে অর্থাৎ تلوت অর্থ قرأت (ভালোভাবে পড়া হবে) حسن القراءة للقران কোরআন মাজীদকে ভাভোবে উত্তমরূপে পড়া যায়।

তাশরীহ: تلاوت ও قرأت এরমাঝে خاص ও عام এর নিসবত রয়েছে। تلاوت আসমানী কিতাবসমূহের জন্য খাস এই জন্য প্রত্যেক তেলাওয়াত কেরাআত। কিন্তু প্রত্যেক قرأت তেলাওয়াত নয়। তাইতো تلوت رقعتك বলা যাবে না। বরং تلاوت এর ব্যবহার শুধু কোরআনের জন্য হবে।

لَا يَمَسُّهُ : সূরায়ে হারাকিয়ার ৭৯ নং আয়াতে لا يمسه এর অর্থ হলো কোরআন মাজীদের মজা, উপকার ঐ সকল লোকেরাই হাসিল করতে পারবে যারা কোরআনের উপর ঈমান আনবে (অর্থাৎ কুফুর থেকে পাক থাকবে) আর কোরআনের অনুসরণ সেই ব্যক্তিই করে যে ঈমান ও ইয়াকীন রাখে।

لقول الله تعالى : مَثَلُ الَّذِيْنَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوْهَا. الاية যাদেরকে তাওরাত দেওয়া হয়েছিল, অত:পর তারা তার অনুসরণ করেনি, তাদের দৃষ্টান্ত সেই গাধা, যে পুস্তক বহন করে যারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলে তাদের দৃষ্টান্ত কতইনা নিকৃষ্ট। আর আল্লাহ তাআলা জালেম সম্প্রদায়কে পথপ্রদর্শন করেন না। (জুমুআহ-০৫)

وسمى النبى صلى الله عليه وسلم الاسلام والايمان والصلوة عملا এবং নবী করীম ﷺ ইসলাম, ঈমান এবং নামাযকে আমল বলেছেন। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যে, শুধুমাত্র অঙ্গ-প্রতঙ্গের কাজ কর্মের উপর عمل এর প্রয়োগ হয় না। বরং অন্তরের কাজ কর্মের উপর عمل এর প্রয়োগ হয়। কেননা, ইসলাম ও ঈমান অন্তর ও যবানের কাজ আর নামায অঙ্গ-প্রতঙ্গের কাজ।

وقال ابو هريرة رضى الله تعالى عنه : হযরত আবু হুরায়রা রাযি. বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ হযরত বেলাল রাযি. কে বললেন যে, তুমি ইসলাম কবুলের পর এমন কোন আমল করেছ যার উপর সবচেয়ে বেশী আশা জাগে? জবাবে হযরত বেলাল রাযি. বললেন যে, আমার দৃষ্টিতে আমার এমন কোন আশা জাগানিয়া আমল নেই। তবে আমি যখন অজু করি তখন দুই রাকাত নামায পড়ে নেই। (অর্থাৎ তাহিয়্যাতুল অজুর দুই রাকাত নামায পড়ি।)

وسئل اى العمل افضل الخ : রাসূল ﷺ কে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, আল্লাহ তাআলার নিকট কোন আমল সর্বোত্তম? জবাবে রাসূল ﷺ বললেন আল্লাহ এবং তাঁ রাসূলের উপর ঈমান আনয়ন করা, তারপর জিহাদ করা, তারপর কবুল হজ্জ করা।

তাশরীহ: বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারী-১ম খন্ড, ২৬৬-২৬৮ পৃ. দেখুন।

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي سَالِمٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "إِنَّمَا بَقَاؤُكُمْ فِيمَنْ سَلَفَ مِنَ الأُمَمِ، كَمَا بَيْنَ صَلَاةِ العَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ، أُوتِيَ أَهْلُ التَّوْرَاةِ التَّوْرَاةَ، فَعَمِلُوا بِهَا حَتَّى انْتَصَفَ النَّهَارُ ثُمَّ عَجَزُوا، فَأُعْطُوا قِيرَاطًا قِيرَاطًا، ثُمَّ أُوتِيَ أَهْلُ الإِنْجِيلِ الإِنْجِيلَ، فَعَمِلُوا بِهِ حَتَّى صُلِّيَتِ العَصْرُ ثُمَّ عَجَزُوا، فَأُعْطُوا قِيرَاطًا قِيرَاطًا، ثُمَّ أُوتِيتُمُ القُرْآنَ، فَعَمِلْتُمْ بِهِ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَأُعْطِيتُمْ قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ، فَقَالَ أَهْلُ الكِتَابِ: هَؤُلَاءِ أَقَلُّ مِنَّا عَمَلًا وَأَكْثَرُ أَجْرًا، قَالَ اللهُ: هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ شَيْئًا؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: فَهُوَ فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ"

সহজ তরজমা

৭০৪৪. আবদান রহ... ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : অতীত উম্মাতদের তুলনায় তোমাদের অবস্থানকালের উাহরণ হচ্ছে, আসরের নামায এবং সূর্যাস্তের মাঝখানের সময়টুকু। তাওরাতধারীদেরকে তাওরাত প্রদান করা হলে তারা সে অনুযায়ী আমল করল।এভাবে দুপুর হয়ে গেল এবং তারাও দুর্বল হয়ে পড়ল। তাদেরকে এক কীরাত করে পারিশ্রমিক দেওয়া হল। তারপর ইনজীলের ধারকদেরকে ইনজীল দেওয়া হলে তারা সে অনুযায়ী আমল করল। এমনিতে আসরের নামায আদায় করা হল। তারাও ক্লান্ত হয়ে পড়ল। তারপর তাদেরকেও এক কীরাত করে দেওয়া হল। পরিশেষে তোমাদেরকে কুরআন প্রদান করা হয়। তোমরা তদনুযায়ী আমল করেছ। এমনিতে সূর্যাস্ত হয়ে গেল। আর তোমাদেরকে দেওয়া হল দু'কীরাত করে। ফলে কিতাবীগণ বলল, এরা তো আমাদের তুলনায় কাজ করল কম, অথচ পারিশ্রমিক পেল বেশি। এতে আল্লাহ্ বললেন, তোমাদের হক থেকে তোমাদের কিছু যুলুম করা হয়েছে কি? এরা বলবে, না আল্লাহ্ বললেন : এটিই আমার অনুগ্রহ, তা আমি যাকে চাই তাকে প্রদান করে থাকি।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পুণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১১২৪ পৃ.; পূর্বে: ৭৯, ৩০২, ৪৯১, ৭৫১, ১১১২ পৃ.।

তাশরীহ: বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারী-৩য় খন্ড, ৫৩৭ নং হাদীসের ১৬১-১৬২ নং পৃষ্ঠার তাশরীহ দেখুন।

بَابُ وَسَمَّى النَّبِيُّ ﷺ الصَّلَاةَ عَمَلًا.

وَقَالَ: لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ

৩৯১১. অনুচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাযকে আমল বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন : যে ব্যক্তি সূরা ফাতিমা নামাযে পাঠ করল না, তার নামায আদায় হল না

حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الوَلِيدِ، ح وَحَدَّثَنِي عَبَّادُ بْنُ يَعْقُوبَ الأَسَدِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ العَوَّامِ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الوَلِيدِ بْنِ العَيْزَارِ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا، وَبِرُّ الوَالِدَيْنِ، ثُمَّ الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ»

সহজ তরজমা

৭০৪৫. সুলায়মান রহ ও আব্বাদ ইবনে ইয়াকুব আসাদী রহ... ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত। জনৈক ব্যক্তি (সাহাবী) রাসূলুল্লাহ ﷺ কে জিজ্ঞাসা করলেন, কোন আমলটি সর্বোত্তম? তিনি বললেন : যথাসময়ে নামায আদায় করা, মাতাপিতার সাথে সদ্ব্যবহার করা, অত:পর আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পূণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১১২৫ পৃ.; পূর্বে: ৭৫-৭৬, ৩৬৯০, ৮৮২ পৃ.। মুসলিম শরীফ: ১ম খন্ড, ৬২ পৃ.।

তাশরীহ: বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারী-১ম খন্ড, ২১৯ পৃ. দেখুন।

بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: إِنَّ الإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا، إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا،

وَإِذَا مَسَّهُ الخَيْرُ مَنُوعًا} [المعارج: ٢٠] "هَلُوعًا: ضَجُورًا

৩৯১২. অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : মানুষ তো সৃজিত হয়েছে অতিশয় অস্থির চিত্তরূপে। যখন বিপদ তাকে স্পর্শ করে সে হয় তা-হতাশকারী আর যখন কল্যাণ স্পর্শ করে, সে হয় অতি কৃপণ (৭০:১৯,২০,২১)

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

هَلُوعًا : মুবালাগার সীগা। অর্থ: অত্যান্ত ধৈর্য্যহীণ। এটি বাবে سَمِعَ থেকে মাসদার هَلَعَ বেসবুরীর সাথে শোর করা।

جَزُوعًا : পড়ানো, ধৈয্যহারা,। এটি বাবে سمع থেকে جزع অর্থ: অস্থির হওয়া, পেরেশানী হওয়া, অধৈর্য্য হওয়া। যেমন সূরায়ে ইবরাহীমে রয়েছে- سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا আমরা ধৈয্যচ্যুত হই কিংবা সবর করি সবই আমাদের জন্য সমান। (সূরা ইবরাহীম-২১)

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنِ الحَسَنِ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ، قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ ﷺ مَالٌ فَأَعْطَى قَوْمًا وَمَنَعَ آخَرِينَ، فَبَلَغَهُ أَنَّهُمْ عَتَبُوا، فَقَالَ: «إِنِّي أُعْطِي الرَّجُلَ وَأَدَعُ الرَّجُلَ، وَالَّذِي أَدَعُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الَّذِي أُعْطِي، أُعْطِي أَقْوَامًا لِمَا فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الجَزَعِ وَالهَلَعِ، وَأَكِلُ أَقْوَامًا إِلَى مَا جَعَلَ اللهُ فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الغِنَى وَالخَيْرِ» مِنْهُمْ عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ. فَقَالَ عَمْرٌو: مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِكَلِمَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ حُمْرَ النَّعَمِ

সহজ তরজমা

৭০৪৬. আবূ নুমান রহ... আমর ইবনে তাগলিব রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে কিছু মাল এল। এর থেকে তিনি এক দলকে দিলেন। আর একটি দলকে দিলেন না। অত:পর তাঁর কাছে এ খবর পৌছল যে, যারা পেলো না তারা অসন্তুষ্ট হয়েছে। এতে তিনি বললেন : আম একজনকে দিয়ে আবার আরেক জনকে দেই না। পক্ষান্তরে যাকে আমি দেই না, সে-ই আমার কাছে তুলনামূলক বেশি প্রিয়। এমন কিছু সম্প্রদায়কে আমি দিয়ে থাকি, যাদের অন্তরে রয়েছে অস্থিরতা দ্বন্দ্ব। আর কিছু সম্প্রদায়কে আমি মাল না দিয়ে তাদের অন্তরে আল্লাহ যে স্বচ্ছতা ও কল্যাণ রেখেছেন তার উপর সোপর্দ করি। এদেরই একজন হলেন, আমর ইবনে তাগলিব রাযি.। আমর রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এই উক্তিটার বিনিময়ে আমি একপাল লাল বর্ণের উটের মালিক হওয়াও পছন্দ করি না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের مِنَ الْجَزَعِ وَالْهَلَعِ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১১২৪-১১২৫ পৃ.; পূর্বে: ১২৬, ৪৪৫ পৃ.।

بَابُ ذِكْرِ النَّبِيِّ ﷺ وَرِوَايَتِهِ عَنْ رَبِّهِ

৩৯১৩. অনুচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক তাঁর প্রতিপালক থেকে রিওয়ায়াতের বর্ণনা

তাশরীহ: عن ربه এর تعلق (সম্পর্ক) روايت ও ذكر দুনোটার সাথেই হাদীসে কুদসীর জন্য নাসরুলবারী-১ম খণ্ড, ১১, দেখুন।

صاحب توضيح এর সূত্রে আল্লামা আইনী রহ নকল করেন। আর এই বিষয়বস্তুটিই হাফেজ ইবনে যাদার আসকালানী রহ শাবেহে বুখারী আল্লাসা ইবনে বাত্তাল রহ থেকে নখল করেন। আর এই দুনো বর্ণনার সারমর্ম হলো এই যে, তরজমাতুল বাব দ্বারা ইমাম বুখারী রহ এর উদ্দেশ্য হলো- রাসূল ﷺ আল্লাহ তাআলা থেকে যেভাবে কোরআন নকল করেন এমনিভাবে সুন্নাত তথা হাদীসও নকল (বর্ণনা) করেন। যেমনটা আয়াতে কারীমা দ্বারা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى () إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى [النجم:]

ইমাম বুখারী রহ এই বাবের অধীনে পাঁচটি (৫) ট হাদীস উল্লেখ করেছেন।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ الهَرَوِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّهِ، قَالَ: «إِذَا تَقَرَّبَ العَبْدُ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَإِذَا تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا، وَإِذَا أَتَانِي مَشْيًا أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً»

সহজ তরজমা

৭০৪৭. মুহাম্মদ ইবনে আবদুর রহমান রহ...আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর প্রতিপালক থেকে বর্ণনা করেন।তিনি বলেন : আমার বান্দা যখন আমারদিকে এক বিঘত পরিমাণ নিকটবর্তী হয়, আমি তখন তার দিকে এক হাত পরিমাণ নিকটবর্তী হই। আর সে যখন আমার দিকে এক হাত পরিমাণ নিকটবর্তী হয়, আমি তখন তারদিকে দু'হাত নিকটবর্তী হই। সে যদি আমার দিকে হেঁটে আসে আমি তার দিকে দৌড়ে যাই।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّهِ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ :১১২৫ পৃ.।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

باع অর্থঃ হাফেজ আসকালানী রহ আল্লাম বাজী রহ এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে,

قال الباجى الباع طول ذراع الا لسان وعضديه وعرض صدره وذلك قدر اربعة اذرع

অর্থাৎ, মানুষের বাজুসহ দুনো হাত এবং সীনার প্রশস্ত তাকে باع বলা হয়। যার পরিমাণ চার হাত। এটা বুঝার জন্য নিজের দুনো হাতকে স্বীয় সীনার উপর এভাবে রেখে দিন যাতে দুনো কনুই দুপার্শ্ব দিয়ে বাহির হয়ে থাকে। এবং ডান হাত ও বাম হাতের আঙ্গুলগুলো স্বীয় সীনার উপর এমন ভাবে মিলাবেযে, দুনো কুনুই দুদিকে বের হয়ে থাকে। তাহলে এভাবে চার হাতের পরিমানটা খুব সহজেই বুঝে আসবে। আরএই পরিমানটাকেই باع বলা হয়। কোন কান রেওয়ায়াতে بوع বা বর্ণে যবর দিয়ে রয়েছে। باع يبوع এর মাসদার (ক্রিয়ামূল) যেমন قال يقول قولا আর যদি باء (বা) বর্ণে পেশ দিয়ে পড়া হয়। আর এটাই অধিক প্রসিদ্ধ ও অধিক গ্রহণযোগ্য। তাহলে এই সুরতে باع এর বহুবচন হবে بوع যেমন دار এর বহুবচন دُور এবং ساق এর বহুবচন سوق আসে।

هرولة : দৌড়ানো, দ্রুতগতীতে চলা।

ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ : হাদীস শরীফে যে, এসেছে আল্লাহ তাআলা বান্দার দিকে এক হাত এক পা' অগ্রসর হন। তাছাড়া আল্লাহর দিকে দৌড়ের নিসবত করা হয়েছে। প্রকাশ থাকে যে, এখানে প্রকৃত অর্থ অসম্ভব, কেননা এসবগুলোর প্রয়োগ مجازى (রূপকার্থে) আল্লামা আসকালানী রহ আল্লামা কিরমানী রহ এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে

وَقَالَ الْكِرْمَانِيُّ لَمَّا قَامَتِ الْبَرَاهِينُ عَلَى اسْتِحَالَةِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ فِي حَقِّ اللهِ تَعَالَى وَجَبَ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى مَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِطَاعَةٍ قَلِيلَةٍ جَازَيْتُهُ بِثَوَابٍ كَثِيرٍ وَكُلَّمَا زَادَ فِي الطَّاعَةِ أَزِيدُ فِي الثَّوَابِ وَإِنْ كَانَتْ كَيْفِيَّةُ إِتْيَانِهِ بِالطَّاعَةِ بِطَرِيقِ التَّأَنِّي يَكُونُ كَيْفِيَّةُ إِتْيَانِي بِالثَّوَابِ بِطَرِيقِ الْإِسْرَاعِ (فتح الباري لابن حجر جـ ١٣ ـ ص ٣٣٠)

যেহেতু দলীল-প্রমানাদি দ্বারা একথা সাব্যস্ত হয়ে গেল যে, ঐসকল নিজিস যার মধ্যে দূরত্ব অতিক্রম করা বা শারীরীক গঠন ইত্যাদি লাযেম আসে আর তা আল্লাহ তাআলার শানে অসম্ভব। তাই এই ভাবার্থ গ্রহণ করা জরুরী যে, যে বান্দা সামান্য অল্প ইবাদাতের মধ্যে আমার নিকটবর্তী হয়, আমি তাকে বিনিময়ে অনেক বেশী সাওয়াব বিনিময় দান করিব। আর বান্দা যখন ইবাাত ও আনুগত্যের মাধ্যমে অধিক নিকটবর্তী হবে এবং আমার দিকে অগ্রসর হবে, তাহলে আমি তার প্রতি আমার দয়া অনুগ্রহ ও সাওয়াব বাড়িয়ে দিব। আর যদি বান্দার ইবাদাত আনুগত্য ধীরগতিতে হয়, তাহলে বান্দার প্রতি আমার সাওয়াব ও রহমত দ্রুতগতিতে পৌছেবে।

সারকথাঃ সাওয়াব আমলের উপর অগ্রগণ্য প্রাধান্য পায়। এরপর পরিমাণও অবস্থাগত পার্থক্য হয়ে থাখে। তারপর ইখলাস ও ব্যক্তির বিবেচনায়ও পার্থক্য হয়ে থাকে।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: رُبَّمَا ذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: «إِذَا تَقَرَّبَ العَبْدُ مِنِّي شِبْرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا، وَإِذَا تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا، أَوْ بُوعًا» . وَقَالَ مُعْتَمِرٌ: سَمِعْتُ أَبِي، سَمِعْتُ أَنَسًا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ

সহজ তরজমা

৭০৫৪. মুসাদ্দাদ রহ.. আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এট একাধিকবার বর্ণনা করেছেন যে, (আল্লাহ বলেন) : আমার বান্দা যদি আমার কাছে এক বিঘত পরিমাণ এগিয়ে আসে, আমি তার দিকে এক হাত পরিমাণ এগিয়ে যাই। আর সে যদি আমার কাছে এক হাত পরিমাণ এগিয়ে আসে, আমি তার দিকে দুই হাত পরিমাণ এগিয়ে যাই। বর্ণনাকারী এখানে باعا কিংবা بوعا বলেছেন। মুতামির রহ বলেন, আমি আমার পিতা থেকে শুনেছি, তিনি আনাস রাযি. থেকে শুনেছেন, তিনি আবূ হুরায়রা রাযি. কর্তৃক রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেণ। আর তিনি তাঁর প্রতিপালক থেকে বর্ণনা করেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পুণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১১২৫ পৃ.; পূর্বে: ১১০১ পৃ.।

তাশরীহ: এই হাদীসটি ইতোপূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। ইমাম বুখারী রহ এই হাদীসটিকে দুটি সনদে বর্ণনা করেছেন। একটি হযরত আনাস রাযি. রাসূল ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, অর্থাৎ হযরত আবু হুরায়রা রাযি. এর মধ্যস্থতা নেই। যেমন পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। দ্বিতীয় অর্থাৎ, হযরত আনাস রাযি. এর ঐ রেওয়াত যেখানে হযরত আবু হুরায়রা রাযি. মধ্যস্থতা রয়েছে। এর মর্মার্থ হলো এই যে, উভয় রেওয়ায়াত সহীহ। যে, হযরত আনাস রাযি. হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে শ্রবণ করেছেন। আর আবু হুরায়রা রাযি. এর থেকে শ্রবণ করা ব্যতীতই তিনি নিজেই সরাসরি রাসূর ﷺ থেকে শ্রবণ করেছেন।

حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّكُمْ، قَالَ: «لِكُلِّ عَمَلٍ كَفَّارَةٌ، وَالصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ المِسْكِ»

সহজ তরজমা

৭০৪৯. আদম রহ... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমাদের প্রতিপালক থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : প্রতিটি আমলের কাফ্ফারা রয়েছে, কিন্তু রোযা আমার জন্যাই, আমি নিজেই এর প্রতিদান প্রদান করব। রোযা পালনকীর মুখের গন্ধ আল্লাহর কাছে মিসকের চাইতেও অধিক সুগন্ধময়।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পুণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১১২৫ পৃ.; পূর্বে: ২৫৪, ২৫৫, ৮৭৮, ১১১৬ পৃ.।

তাশরীহ: রোযা যেহেতু রিয়া লৌকিকতা মুক্ত ইবাদাত।এটি এমন একটি ইবাদাত যা শুধু বান্দা ও আল্লাহ তাআলার মাঝে হয়ে থাকে। এই জন্যেই ফেরেস্তাদের মধ্যস্থতা ব্যতিত রোযার প্রতিদান স্বয়ং আল্লাহ তাআলা নিজ হাতে প্রদান করিবেন। তবে রোযা ব্যতীত অন্যান্য ইবাদাত এর বিপরীত কেননা, সেগুলোর প্রতিদান আল্লাহ তাআলা ফেরেস্তাদের মাধ্যমে দান করিবেন।

আরো বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুলবারী-৫ম খন্ড, ৪৬৯ পৃ. দেখুন।

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، ح وقَالَ لِي خَلِيفَةُ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي العَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيمَا يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّهِ، قَالَ: " لاَ يَنْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ: إِنَّهُ خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى " وَنَسَبَهُ إِلَى أَبِيهِ

সহজ তরজমা

৭০৫০. হাফস ইবনে উমর ও খালীফা রহ... ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর প্রতিপালকের কাছ থেকে বর্ণনা করেন যে, মহান আল্লাহ বলেন : কোন বান্দার জন্য এ দাবি করা সঙ্গত নয় যে, সে ইউনুস ইবনে মাত্তার চাইতে উত্তম। এখানে ইউনুস আ-কে তাঁর পিতার দিকে সম্পর্কযুক্ত করা হয়েছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের فِيمَا يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّهِ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ :হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ: ১১২৫ পৃ.; পূর্বে: ৪৮১, ৪৮৫, ৬৬৬ পৃ.।

তাশরীহ: বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুলবারী-৯ম খন্ড, ২০৭ পৃ.।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي سُرَيْجٍ، أَخْبَرَنَا شَبَابَةُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ، قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَوْمَ الفَتْحِ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ يَقْرَأُ سُورَةَ الفَتْحِ أَوْ مِنْ سُورَةِ الفَتْحِ» قَالَ: فَرَجَّعَ فِيهَا، قَالَ: ثُمَّ قَرَأَ مُعَاوِيَةُ: يَحْكِي قِرَاءَةَ ابْنِ مُغَفَّلٍ، وَقَالَ: لَوْلَا أَنْ يَجْتَمِعَ النَّاسُ عَلَيْكُمْ لَرَجَّعْتُ كَمَا رَجَّعَ ابْنُ مُغَفَّلٍ، يَحْكِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ لِمُعَاوِيَةَ: كَيْفَ كَانَ تَرْجِيعُهُ؟ قَالَ: آآآ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

সহজ তরজমা

৭০৫১. আহমদ ইবনে আবু সুরায়জ রহ... আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্‌ফাল আল মুযানী রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ কে তাঁর উটনীর উপর উপবিষ্ট অবস্থায় সুরা ফাত্‌হ কিংবা সূরা ফাতহের কিছু অংশ পড়তে দেখেছি। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি তারজীসহ তা পাঠ করলেন। বর্ণনাকারী বলন, মুাবিয়া রহ ইবনুল্‌ মুগাফ্‌ফালের কিরআত নকল করে পড়ছিলেন। তিনি বললেন, যদি তোমাদের কাছে লোকজন ভিড় জমানোর আশংকা না হত, তবে আমিও তারজী করে ঠিক সেভাবে পাঠ করতাম, যেভাবে ইনুল মুগাফ্‌ফাল রাযি. রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কিরাআত নকল করে তারজী সহকারে পাঠ করেছিরেন। তারপর আমি মুআবিয়া রাযি. কে বললাম, তাঁর তারজী কিরূপ ছিল? তিনি বললেন, আ, আ, আ, তিনবার

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল এভাবে যে, রাসূল ﷺ সূরাতুল ফাতহ তেলাওয়াত করেছেন। এটা তো كلام الله অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা থেকে রেওয়ায়াত। আর রেওয়ায়াতে রব আম (ব্যাপক) চাই তা কোরআন মাজীদ হোক বা গাইরে কোরআন মাজীদ হোক এবং ফেরেস্ত ার মধ্যস্ততায় হোক বা ফেরেস্তার মধ্যস্ততায় না হোক। যদিও মধ্যস্ততা ব্যতীত এর দিকেই যেহেন দ্রুত ধাবমান হয়। والله اعلم,

হাদীসের পুণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : التوحيد অধ্যায়-১১২৫ পৃ.; পূর্বে: মাযাগী-৬১৪, তাফসীর-৭১৯, ৭৫৩, ৭৫৪-৭৫৫ পৃ.।

তাশরীহ: এই হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, তরজী এবং সুন্দর কণ্ঠে কোরআন তেলাওয়াত জায়েয, বরং রাসূল ﷺ এর এ রকম আমলের কারনে তা উত্তম ও পছন্দনীয়। আর হযরত মুআবিয়া রাযি. এর কথা দ্বারা বুঝে আসে যে কোরআন মাজীদের সুন্দর কণ্ঠের তেলাওয়াত মানুষদেরকে আকৃষ্ট করে। আর যুক্তির দাবীও এটাই যে কোরআন শরীফের অভিজ্ঞ করী যদি কোরআন তেলাওয়াত করেন, তাহলে চতুর্দিক হতে আশপাশ হতে লোকের ভীড় জমাবে এবং তেলাওয়াত শ্রবণ করবে এবং মাধুর্যতা উপলব্ধি করবে। তাই কোরআন শরীফ পড়ার ক্ষেত্রে খুব মেহনত করা উচিৎ'। আরো জানার জন্য নাসরুলবারী-৮ম খন্ড, ৩৪৩ পৃ; দেখুন।

بَابُ مَا يَجُوزُ مِنْ تَفْسِيرِ التَّوْرَاةِ وَغَيْرِهَا مِنْ كُتُبِ اللهِ، بِالعَرَبِيَّةِ وَغَيْرِهَا

৩৭১৪. অনুচ্ছেদ : তাওরাত ও অপরাপর আসমানী কিতাব আরবী ইত্যাদি ভাষায় ব্যাখ্যা করা বৈধ। কেননা, আল্লাহর বাণী : যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তবে তাওরাত আন এবং পাঠ কর (৩:৯৩)

لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} [آل عمران] وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ: أَنَّ هِرَقْلَ دَعَا تَرْجُمَانَهُ، ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَرَأَهُ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ، مِنْ مُحَمَّدٍ، عَبْدِ اللهِ وَرَسُولِهِ، إِلَى هِرَقْلَ، وَ: {يَا أَهْلَ الكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ} [آل عمران: ٦٤] الآيَةَ"

ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, আবূ সুফিয়ান ইবনে হারব রাযি. আমাকে এ খবর দিয়েছেন, হিরাক্লিয়াস তাঁর দোভাষীকে ডাকলেন। তারপর তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পত্রখানা আনার জন্য হুকুম করলেন এবং তা পড়লেন। (তাতে লিপিবদ্ধ ছিল) বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম-আল্লাহর বান্দা ও রাসূল মাহাম্মদ ﷺ এর পক্ষ থেকে হিরাক্লিয়াসের প্রতি এ পত্র প্রেরিত। তাতে আরও লেখা ছির ويا اهل الكتاب تعالوا.....بيننا وبينكم الا ية (হে কিতাবীগণ এস সে কথায়, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই)

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তাওরাত ইবরানী ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছিল। আর আল্লাহ তাআলা আরবী ভাষাভাষীদেরকে বলেছেন যে তাওরাত নিয়ে এসো এবং পড়। কিন্তু আহলে আরবগণ তো ইবরানী ভাষা জানতো না।এর দ্বারা প্রতীয়মান হয়যে, ইবরানী থেকে আরবীতে তাফসীর করে কাউকে বুঝানো জায়েয।

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ الخ : হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বর্ণনা করেন যে,আমার থেকে আবু সুফিয়ান ইবনে হযরব বর্ণনা করেছন যে, হেরাক্লিয়াস স্বীয় দোভাষীকে আহ্বান করলেন এবং রাসূল এর পবিত্র চিঠি পড়ালেন। তাতে লিখা ছিল بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله الخ

অর্থাৎ, পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ তাআলার নামে শুরু করতেছি। আল্লাহ তাআলার বান্দা এবং তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ (ﷺ) এরপক্ষ থেকে হেরাক্লিয়াসের প্রতি। হে আহলে কিতাব। তোমরা এমন এক কালিমার দিকে আসো যা আমাদের ও তোমাদের মাঝে বরাবর।

তাশরীহ: এই হাদীসটি হাদীসে হেরাক্লিয়াসের একটি অংশ যা, কিতাবুল ওহী তে অতিবাহিত হয়েছে।

এখানে সামঞ্জস্য হলো এই যে, রাসূল ﷺ হেরাক্লিয়াসের নামে আরবী ভাষায় চিঠি প্রেরণ করেছিলেন আর হেরাক্লিয়াসের ভাষা ছিল রোমী অর্থাৎ অনারবী। সুতরাং এর দ্বারা পরিস্কার হয়ে গেল যে, রাসূল ﷺ স্বীয়আরবী ভাষায় চিঠি প্রেরণ করেছিলেন। যাতে করে হেরাক্লিয়াস রোমীও ভাষায় করে বুঝতে পারে। আর ترجمان এর মর্মার্থও এটাই যে, এক ভাষার অনুবাদ অন্য ভাষায় করবে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ المُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ أَهْلُ الكِتَابِ يَقْرَءُونَ التَّوْرَاةَ بِالعِبْرَانِيَّةِ، وَيُفَسِّرُونَهَا بِالعَرَبِيَّةِ لِأَهْلِ الإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا تُصَدِّقُوا أَهْلَ الكِتَابِ وَلَا تُكَذِّبُوهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ [البقرة] الآيَةَ

সহজ তরজমা

৭০৫২. মুহাম্মদ ইবনে বাশ্শার র... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আহলে কিতাব তাওরাত হিব্রু ভাষায় পাঠ করত, আর মুসলমানদের জন্য আরবী ভাষায় এর ব্যাখ্যা করত। এ প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : কিতাবধারীদেরকে তোমরা বিশ্বাস করো না আবার তাদেরকে মিথ্যারোপও করো না। বরং তোমরা আল্লাহর এ বাণীটি امنا با لله وما انزل الينا الا ية وما انزل اليكم-(আমরা আল্লাহতে এবং আমাদের ও তোমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে ঈমান এনেছি) বল।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট। এর মতলব হলো এই যে, আরবী ভাষায় তাওরাতের তাফসীর হতো। কিন্তু রাসূল ﷺ তা থেকে নিষেধ করেননি।

হাদীসের পুণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১১২৫ পৃ.; (সূরায়ে বাকারার তাফসীর)-৬৪৪, ১০৯৪ পৃ.।

তাশরীহ: বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুলবারী-৯ম খন্ড, ৩৮ পৃ: দেখুন।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ مِنَ اليَهُودِ قَدْ زَنَيَا، فَقَالَ لِلْيَهُودِ: «مَا تَصْنَعُونَ بِهِمَا؟» ، قَالُوا: نُسَخِّمُ وُجُوهَهُمَا وَنُخْزِيهِمَا، قَالَ: {فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} [آل عمران: ٩٣] ، فَجَاءُوا، فَقَالُوا لِرَجُلٍ مِمَّنْ يَرْضَوْنَ: يَا أَعْوَرُ، اقْرَأْ فَقَرَأَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى مَوْضِعٍ مِنْهَا فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ، قَالَ: «ارْفَعْ يَدَكَ» ، فَرَفَعَ يَدَهُ فَإِذَا فِيهِ آيَةُ الرَّجْمِ تَلُوحُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ عَلَيْهِمَا الرَّجْمَ، وَلَكِنَّا نُكَاتِمُهُ بَيْنَنَا، فَأَمَرَ بِهِمَا فَرُجِمَا، فَرَأَيْتُهُ يُجَانِئُ عَلَيْهَا الحِجَارَةَ

সহজ তরজমা

৭০৫৩. মুসাদ্দা রহ... ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দু'জন ইহুদী নারী-পুরুষকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে আনা হলো। তারা যিনা করেছিল। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : তোমরা ইহুদীগণ এ যিনাকারী ও যিনাকারিণীদের সাথে কি আচরণ করে থাক? তারা বলল, আমরা এদেরকে (এক পদ্ধতিতে) মুখ কালো ও লাঞ্চিত করে থাকি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : তোমরা তাওরাত এনে তা তিলাওয়াত কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। তারা তাওরাত নিয়ে আসল এবং তাদেরই খুশিমত এক ব্যক্তিকে ডেকে বলল, হে আওয়ার! তুমি পাঠ কর। সে পাঠ করতে লাগল। পরিশেষে এক স্থানে এসে সে তাতে আপন হাত রেখে দিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : তোমার হাতটি উঠাও। সে হাত উঠাল। হঠাৎ যিনার শাস্তি পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করা (রজম)-এর আয়াতটি স্পষ্টত দেখা যাচ্ছিল। তিলাওয়াতকারী বলল, হে মুহাম্মদ! এদের (দু'জনের) মধ্যখানে শাস্তি পক্ষান্তরে রজমই, কিন্তু আমরা পরস্পর তা গোপন করছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে রজম করার নির্দেশ দিলে তাদেরকে রজমই করা হয়। বর্ণনাকারী বলেন, যিনাকারী পুরুষটিকে মেয়ে লোকটির উপর ঝুঁকে পড়ে তাকে পাথর থেকে রক্ষার চেষ্টা করতে দেখেছি।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তাশরীহ:বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুলবারী-৯ম খন্ড, ১১৮ পৃ.।

بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ المَاهِرُ بِالقُرْآنِ مَعَ الكِرَامِ البَرَرَةِ وَزَيِّنُوا القُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ

৩৭১৫. অনুচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বাণী : কুরআন বিষয়ক পারদর্শী ব্যক্তি জান্নাতে সম্মানিত পুত-পবিত্র কাতিব ফেরেশতাদের সঙ্গে থাকবে। অতএব, তোমাদের কণ্ঠ দ্বারা কুরআনকে সৌন্দর্য মন্ডিত কর।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

مَاهِرٌ بِالقُرْآنِ এর মর্ম হলো الجيد التلاوة مع الحفظ অর্থাৎ বিশুদ্ধভাবে তেলাওয়াতকারী হাফেজ।

سفرة : অর্থ লিখন। سفرঐ ফেরেস্তা যারা লওহে মাহফুজ থেকে লিখেন।

الكرام : আল্লাহ তাআলার নিকট সম্মানীত।

البرة : المطعين المطهرين من الذنوب অর্থা, আল্লাহ তাআলার নিকট সম্মানীত ও আনুগত্যশীল নেক বান্দা এবং গোনাহ থেকে পবিত্র।

উদ্দেশ্য : ইমাম বুখারী রহ এর উদ্দেশ্য হলো যে, কোরআন মাজীদ তেলাওয়াত এবং হিফজ করা, হাফেজ কারীদে কাজ যা বান্দাদের কাজ এবং মাখলুক।

حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «مَا أَذِنَ اللَّهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِيٍّ حَسَنِ الصَّوْتِ بِالقُرْآنِ يَجْهَرُ بِهِ»

সহজ তরজমা

৭০৫৪. ইবরাহীম ইবনে হামযা রহ... আবূ হুরায়রা রযি থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছেন। তিনি বলেছেন : আল্লাহ উচ্চস্বরে মধুর কাণ্ঠে তিলাওয়াতাকরী নবীর প্রতি যেরূপ সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন, অন্য কিছুর প্রতি সেরূপ সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : ما اذن الله হাদীসে اذن শব্দটি استمع । অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সন্তুষ্টি। উমদাতুলবারী) আর استمع এর অর্থ কান লাগিয়ে মনযোগ দিয়ে শ্রবণ করা এই অই নেওয়া যাবে না। কেননা এই শব্দটি যখন আল্লাহ তাআলার শানে ব্যবহৃত হয় তখন এই অর্থ নেওয়া অসম্ভব। এর অর্থ হবে নিকটবর্তী বাবানো ও বিশাল সাওয়াব প্রদান করা। কেননা سماع الله আল্লাহ তাআলার শ্রবণশক্তি কোন সময় পরিবর্তন হয় না। সব সময় এক অবস্থায়ই থাকে। (কাস্তাল্লানী)

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের অর্থগত মিল রয়েছে।

হাদীসের পুণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১১২৬ পৃ.; পূর্বে: ৭৫১, ১১১৫ পৃ.।

তাশরীহ: বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুলবারী-১০ম খন্ড, ৩৬ পৃষ্ঠার তাশরীহ দেখুন।

সারকথা হলো যে, এই হাদীস দ্বারা কোরআন মাজীদের অনুশীলন- চর্চা'র মহান ফযিলত প্রমাণিত হয়।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَسَعِيدُ بْنُ المُسَيِّبِ، وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَقَّاصٍ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ، حِينَ قَالَ لَهَا أَهْلُ الإِفْكِ مَا قَالُوا، وَكُلٌّ حَدَّثَنِي طَائِفَةً مِنَ الحَدِيثِ، قَالَتْ: " فَاضْطَجَعْتُ عَلَى فِرَاشِي وَأَنَا حِينَئِذٍ أَعْلَمُ أَنِّي بَرِيئَةٌ، وَأَنَّ اللَّهَ يُبَرِّئُنِي، وَلَكِنِّي وَاللَّهِ مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ اللَّهَ يُنْزِلُ فِي شَأْنِي وَحْيًا يُتْلَى، وَلَشَأْنِي فِي نَفْسِي كَانَ أَحْقَرَ مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ اللَّهُ فِيَّ بِأَمْرٍ يُتْلَى، وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ} العَشْرَ الآيَاتِ كُلَّهَا

সহজ তরজমা

৭০৫৫. ইয়াহইয়া ইবনে বুকায়র রহ... ইব্নে শিহাব রহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে উরওয়া ইবনে যুবাযর, সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যাব, আলকামা ইবনে ওয়াক্কাস, উবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ রহ আয়েশা রাযি. এর হাদীস সম্পর্কে বলেছেন। তাঁকে যখন অপবাদকারিগণ অপবাদ দিয়েছিল। ইবনে শিহাব রহ বলেন, বর্ণনাকারীদের এক একজন সে সম্পকে আমার কাছে হাদীসের এক এক অংশের বর্ণনা করেছেন। আয়েশা রাযি. বলেন, এর দরুন আমি আমার বিছানায় শুয়ে পড়লাম। অথচ আমি তখন জানি, আমি নির্দোষ পবিত্র এবং আল্লাহ্ আমাকে নির্দোষ বলে প্রমাণ করবেন। আল্লাহর কসম! কিন্তু আমার মর্যাদা আমার কাছে এরূপ উপযুক্ত ছিল না যে, এ ব্যাপারে ওহীই নাযিল করবেন। যা তিলাওয়াত করা হবে আমার মর্যাদা আমার কাছে এর চাইতে তুচ্ছ ছিল যে, আল্লাহ্ তা'আলা আমার বিষয়ে এমন কোন কালাম করবেন যা তিলাওয়াত করা হবে। এ প্রসঙ্গে মহামহিম আল্লাহ্ অবতীর্ণ করলেন : যারা এমন জঘন্য অপবাদ এনেছে.... পূর্ণ দশটি আয়াত।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের بِأَمْرٍ يُتْلَى এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ :১১২৬ পৃ.; পূর্বে: ৩৫৩, ৩৫৯, ৩৬৩-৩৬৫, ৩৭১, ৪০৩, ৫৭৩, ৫৯৩-৫৯৪, ৬৭৯, ৬৯৬, ৯৮৫, ৯৮৮, ১০৯৬, ১১১৭ পৃ.।

তাশরীহ: বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুলবারী-৮ম খন্ড, (কিতাবুল মাগাযী) حديث الافك দেখুন।

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، أُرَاهُ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ، قَالَ: "سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْعِشَاءِ: وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ فَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ صَوْتًا أَوْ قِرَاءَةً مِنْهُ"

সহজ তরজমা

৭০৫৬. আবূ নুআয়ম রহ. ..... বারা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে এশার নামাযে সূরা والتين والزيتون, পড়তে শুনেছি। তাঁর চেয়ে সুন্দর স্বর কিংবা তাঁর চেয়ে সুন্দর কিরাআত আর কারো থেকে আমি শুনিনি।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পুণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১১২৬ পৃ.; পূর্বে: ১০৫, ১০৬, (তাফসীর) ৭৩৯ পৃ.।

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: "كَانَ النَّبِيُّ ﷺ مُتَوَارِيًا بِمَكَّةَ، وَكَانَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ، فَإِذَا سَمِعَ الْمُشْرِكُونَ سَبُّوا الْقُرْآنَ وَمَنْ جَاءَ بِهِ، فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِنَبِيِّهِ ﷺ: وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا} [الإسراء: ١١٠]"

সহজ তরজমা

৭০৫৭. হাজ্জাজ ইবনে মিনহাল রহ.. ইব্নে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কায় গোপনে থাকতেন। আরতিনি উচ্চস্বরে (তিলাওয়াত) করতেন।যখন তা মুশরিকরা শুনল, তারা কুরআন ও তাঁর বাহককে গালমন্দ করল। এরই প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তাঁর রাসূলুল্লাহ ﷺ কে জানিয়ে দিলেন, আপনি আপনার নামাযে কুরআন উচ্চস্বরেও না আবার খুব চুপে চুপেও পড়বেন না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : নামাযের মধ্যে উচ্চ:স্বরে ও নীরবে কেরাত পড়া এ দুয়ের ইখতিলাফের মাধ্যমে তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল রয়েছে।

হাদীসের পুণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১১২৬ পৃ.; পূর্বে: ৬৮৬, ১১১৬, ১১২৩ পৃ.।

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ لَهُ: إِنِّي أَرَاكَ تُحِبُّ الغَنَمَ وَالبَادِيَةَ، فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ أَوْ بَادِيَتِكَ فَأَذَّنْتَ لِلصَّلاَةِ، فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ، فَإِنَّهُ: «لاَ يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ المُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلاَ إِنْسٌ، وَلاَ شَيْءٌ، إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ»، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সহজ তরজমা

৭০৫৮. ইসমাঈল রহ... আবূ সাঈদ খুদরী রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আবু সা'সাআ রহ-কে বললেন, আমি তোমাকে লক্ষ্য করছি, তুমি বকরীপাল ও ময়দানকে ভালবাস। সুতরাং তুমি যখন বকরীর পাল কিংবা ময়ানে থাকবে, তখন নামাযের জন্য উচ্চস্বরে আযান দেবে। কারণ মুআযযিনের আযানেরস্বর যতদূর পৌঁছবে, ততদূরের জ্বিন, ইনসা, অন্যান্য জিনিস যারাই শুনবে, কিয়ামতের দিন তারা তার স্বপক্ষে সাক্ষী দেবে। আবূ সাঈদ রাযি. বলে, আমি এটি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনেছি।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল এভাবে যে, উচ্চ:আওয়াজে কোরআন তেলাওয়াত করা শাহাদাত দানের ক্ষেত্রে অধিক উপযুক্ত এবং উত্তম।

হাদীসের পুণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১১২৬ পৃ. পুর্বে ৮৫-৮৬, ৪৬৫ পৃ.।

حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ القُرْآنَ وَرَأْسُهُ فِي حَجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ»

সহজ তরজমা

৭০৫৯.। কাবীসা রহ... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন কুরআন পাঠ করতেন তখন তাঁর মাথা মুবারক থাকত আমার কোলে অথচ আমি তখন ঋতুমতী অবস্থায় ছিলাম।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের يَقْرَأُ الْقُرْآنَ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল গ্রহণ করা সম্ভব।

হাদীসের পুণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১১২৬ পৃ.; পূর্বে: ৪৪ পৃ.।

তাশরীহ: حجرى শব্দের حاء (হা) বর্ণে যবর ও যের দিয়ে।

قوله: وَأَنَا حَائِضٌ এটি جملة حالية ভালো করে বুঝ।

উদ্দেশ্য : ইমাম বুখারী রহ এর এই মাসআলা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য যে, ঋতুবর্তী স্ত্রী কোলে ঠেক লাগিয়ে কিংবা তার কোলো মাথা রেখে কোরআন তেলাওয়াত করা জায়েয।

بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ

৩৯১৬. অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী: কাজেই কুরআনের যতটুকু আবৃত্তি করা তোমাদের জন্য সহজ ততটুকু আবৃত্তি কর (৭৩ : ২০)

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

হাফেজ আসকালানী রহ বলেন যে, নামাযে কেরাত পড়া উদ্দেশ্য। কেননা নামাযে কোরআন পড়া রুকন। (ফাতহুল বারী)

সারকথা: নামাযে কেরাত পড়া উদ্দেশ্য। অর্থাৎ নামাযে কোরআন পড়া ফরজ ও রুকন। কিন্তু কোন সূরা নির্দিষ্ট নেই বরং যে কোন সূরা কিংবা যে কোন সুরার যে কোন অংশ স্মরণ হয় তা পড়ে নাও। এই আয়াত দ্বারা সুস্পষ্টভাবে পরিস্কার হয়ে গেছে যে, সূরা ফাতেহা পড়া ফরজ নয় বরং শুধু কোরআন পড়া ফরজ।

আর এই আয়াতটি তাঁদের বিপক্ষে দলল যারা নামাযে সূরা ফাতেহাকে ফরজ বলে থাকেন।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ وَعَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَبْدٍ الْقَارِيَّ حَدَّثَاهُ أَنَّهُمَا سَمِعَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمٍ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَاسْتَمَعْتُ لِقِرَاءَتِهِ. فَإِذَا هُوَ يَقْرَأُ عَلَى حُرُوفٍ كَثِيرَةٍ لَمْ يُقْرِئْنِيهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَكِدْتُ أُسَاوِرُهُ فِي الصَّلَاةِ فَتَصَبَّرْتُ حَتَّى سَلَّمَ فَلَبَّبْتُهُ بِرِدَائِهِ فَقُلْتُ مَنْ أَقْرَأَكَ هٰذِهِ السُّورَةَ الَّتِي سَمِعْتُكَ تَقْرَأُ؟ قَالَ أَقْرَأَنِيهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ كَذَبْتَ أَقْرَأَنِيهَا عَلَى غَيْرِ مَا قَرَأْتَ فَانْطَلَقْتُ بِهِ أَقُودُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ إِنِّي سَمِعْتُ هٰذَا يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى حُرُوفٍ لَمْ تُقْرِئْنِيهَا فَقَالَ أَرْسِلْهُ. اقْرَأْ يَا هِشَامُ فَقَرَأَ الْقِرَاءَةَ الَّتِي سَمِعْتُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ كَذٰلِكَ أُنْزِلَتْ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ اقْرَأْ يَا عُمَرُ فَقَرَأْتُ الَّتِي أَقْرَأَنِي فَقَالَ كَذٰلِكَ أُنْزِلَتْ إِنَّ هٰذَا الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ

সহজ তরজমা

৭০৬০. ইয়াহইয়া ইবনে বুকায়র রহ... মিসওয়ার ইবনে মাখরামা রহ ও আবদুর রহমান ইবনে আবদুল ক্বারী রহ থেকে বর্ণিত। তাঁরা উভয়ে উমর ইবনে খাত্তাব রাযি. কে বলতে শুনেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জীবদ্দশায় আমি হিশাম ইবনে হাকীম রাযি. কে (নামাযে) সূরায়ে ফুরকান তিলাওয়াত করতে শুনেছি। আমি একাগ্রচিত্তে তাঁর তিলাওয়াত শুনছিলাম। তিনি এমন অনেকগুলো শব্দ তিলাওয়াত করছিলেন, যেগুলো রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে তিলাওয়াত করাননি। এতে আমি তাঁকে নামাযরত অবস্থায় ধরে ফেলতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সালাম ফেরানো পর্যন্ত আমি ধৈর্য ধরলাম। তারপর আমি তাঁর চাদর দিয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরলাম। আর বললাম, আমি তোমাকে যে সূরা পাঠ করতে শুনলাম, তা তোমাকে কে শিখিয়েছে? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ। আমি বললাম, তুমি মিথ্যে বলেছ, তিনি আমাকে শিখিয়েছেন, তবে তোমার কিরাআতের মত নয়। তারপর আমি তাঁকে টেনে টেনে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে নিয়ে চললাম। এরপর আমি বললাম, আমি শুনলাম একে ভিন্ন শব্দ দ্বারা সূরা ফুরকান পাঠ করতে, যা আপনি আমাকে শেখাননি। তিনি (নবী ﷺ) বললেন : আচ্ছা, তাকে ছেড়ে দাও। তুমি পড়, হে হিশাম! এরপর আমি যেরূপ কিরাআত শুনেছিলাম তিনি সেরূপ কিরাআত পড়লেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : কুরআন অনুরূপই অবতীর্ণ হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হে উমর! তুমি পাঠ কর। আমি সেভাবে

পড়লাম যেভাবে আমাকে শিখানো হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হে উমর! তুমি পাঠ কর। আমি সেভাবে পড়লাম যেভাবে আমাকে শিখানো হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এরূপই অবতীর্ণ হয়েছে। এ কুরআন সাত হরফে (পাঠ) নাযিল করা হয়েছে। অতএব যেভাবে সহজ হয়, তা সেভাবে তোমার পাঠ কর।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১১২৬ পৃ.; পূর্বে: ৩২৬. ৭৪৭, ৭৫৩-৭৫৪ পৃ.। মুসলিম শরীফ: الصلوة অধ্যায়।

بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَلَقَدْ يَسَّرْنَا القُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ} [القمر: ١٧]

৩৯১৭. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী: আমি কুরআন সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য। অতএব উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি? (৫৪ : ৩২)।

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ» يُقَالُ مُيَسَّرٌ: مُهَيَّأٌ " وَقَالَ مُجَاهِدٌ: " يَسَّرْنَا القُرْآنَ بِلِسَانِكَ: هَوَّنَّا قِرَاءَتَهُ عَلَيْكَ " وَقَالَ مَطَرٌ الوَرَّاقُ: {وَلَقَدْ يَسَّرْنَا القُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ} [القمر] قَالَ: «هَلْ مِنْ طَالِبِ عِلْمٍ فَيُعَانَ عَلَيْهِ».

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : প্রত্যেক ব্যক্তি যাকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে তার জন্য সে কাজ সহজ করে দেয়া হবে। ميسر অর্থ প্রস্তুতকৃত। মুজাহিদ রহ বলন, يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ بِلِسَانِكَ-এর অর্থ আমি কুরআন তিলাওয়াত আপনার জন্য সহজ করে দিয়েছি।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

ذكر : قَوْلُهُ: لِلذِّكْرِ এর অর্থ স্মরণ করা, মুখস্ত করাও আসে। এমনিভাবে ذكر শব্দটি কারো কথা থেকে নসীহত (উপদেশ) ও শিক্ষা গ্রহণ করার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এখানে এই দুনোটি অর্থ উদ্দেশ্য হতে পারে।

وقيل ولقد سهلنا للحفظ واعنا عليه من اراد حفظهٗ فهل من طالب فحفظه ليعان عليه

এর মতলব হলো এই যে, আল্লাহ তাআলা কোরআন মাজীদকে মুখস্ত করার জন্য সহজ করে দিয়েছেন। আর এই কথাটি পূর্বেকার কোন আসমানী কিতাবে ছিলো না যে পূর্ণ তাওরাত, যাবূর, ইঞ্জিল, মানুষেরা মুখস্ত করতে পারবে। এটা শুধুমাত্র কোরআনের মোজিযা যে ছোট-ছোট মুসলমান ছেলে-মেয়েরা পুরো কোরআনকে এমনভাবে মুখস্ত করে নেয় যে একটি যের বা যবরেও পার্থক্য হয় না। সেই চৌদ্দশত বছর থেকে প্রত্যেক যামানায় প্রত্যেক যুগে হাজার লাখো হাফেজের সীনায় পুরো কোরআন (কিতাবুল্লাহ) সংরক্ষিত হয়ে আসছে।

وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ الخ : নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন যে, كل ميسر প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য ঐ কাজ সহজ করে দেওয়া হবে যার জন্য তাকে সৃজন করা হয়েছে।

يقال ميسر مهيأ: ইমাম বুখারী রহ বলেন- ميسر এর অর্থ مهيا অর্থাৎ প্রস্তুত করা হয়েছে।

وَقَالَ مُجَاهِدٌ رَحِمَهُ الله: ইমাম মুজাহিদ রহ বলেন যে, يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ اَىْ بِلِسَانِكَ অর্থাৎ আমি আপনার ভাষায় কোরআন সহজ করে দিয়েছি। অর্থাৎ, কোরআন পড়া সহজ করে দিয়েছি।

وَقَالَ مَطَرٌ الْوَرَّاقُ الخ : مطر وراق বলেন, ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر, এর মর্ম হলো এই যে, তালেবে ইলম (ইলমের পিপাসু) কে সাহায্য করা হবে। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তাকে সাহায্য করবেন।

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ، قَالَ يَزِيدُ: حَدَّثَنِي مُطَرِّفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عِمْرَانَ، قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فِيمَا يَعْمَلُ العَامِلُونَ؟ قَالَ: «كُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ»

সহজ তরজমা

৭০৬১. আবূ মা'মার রহ.... ইমরান রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমলকারীরা কিসে আমল করছে? তিনি বললেন, যাকে যে কাজ করার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তার জন্য সে কাজ করা সহজ করে দেওয়অ হয়।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের كل ميسر এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পূণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১১২৬-১১২৭পৃ.; পূর্বে: ৯৭৬ পৃ.।

তাশরীহ: অর্থাৎ আল্লাহ তালা যাকে সৌভাগ্যশীল রূপে সৃষ্টি করেছেন, তার জন্য সৌভাগ্যের কাজ সম্পাদন করা এবং সৎ কাজ করা সহজ। আর যে হতভাগ্য হয়ে জন্মগ্রহণ করেছে তার জন্য নিন্দনয় বর্জনীয় মন্দ কাজ করা সহজ হয়ে যায়। যথা- রাসূল ﷺ এর ইরশাদ (ما منكم من احد الا وقد كتب مقعده منا الجنة ومقعده من النار (الحديث

অর্থাৎ তোমাদের প্রত্যেকেরই জান্নাতে বা জাহান্নামে ঠিকানা লিপিবদ্ধ রয়েছে। (বুখারী শরীফ: ৭৩৭-৭৩৮ পৃ.)

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَالأَعْمَشِ، سَمِعَا سَعْدَ بْنَ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ كَانَ فِي جَنَازَةٍ فَأَخَذَ عُودًا فَجَعَلَ يَنْكُتُ فِي الأَرْضِ، فَقَالَ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ أَوْ مِنَ الجَنَّةِ». قَالُوا: أَلاَ نَتَّكِلُ؟ قَالَ: «اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ». {فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى} [الليل: ٥] الآيَةَ

সহজ তরজমা

৭০৬২. মুহাম্মদ ইবনে বাশ্‌শার রহ.. আলী রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি একবার কোন জানাযায় ছিলেন। তারপর তিনি একটি কাঠের টুকরা হাতে নিয়ে তা দিয়ে মাটি খোঁচাচ্ছিলেন এবং বলছিলেন, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার ঠিকানা জাহান্নাম কিংবা জান্নাতে নির্ধারিত করা হয়নি। সাহাবীগ বললেন, তা হলে আমরা কি এর উপর ভরসা করব না? তিনি বললেন : তোমরা আমল করতে থাক। প্রত্যোককেই সহজ করে দেয়া হয়। (অত:পর তিনি তিলাওয়াত করলেন : فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ الا ية সুতরাং কেউ দান করলে মুত্তাকী হলে...।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তাশরীহ: এই হাদীসটি এখানে সংক্ষিপ্তকারে রয়েছে। তবে পূর্ণ বিস্তারিত জানার জন্য كتاب الجنائز পৃ.; দেখুন।

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের ميسر এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পূণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১১২৭পৃ.; পূর্বে: ১৮২, ৭৩৭-৭৩৮, ৭৩৮, ৯১৮, ৯৭৭ পৃ.। তাছাড়া মুসলিম শরীফ القدر অধ্যায়, তিরমিযি শরীফ: القدر অধ্যায়, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ শরীফ : السنة অধ্যায়।

بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ} [البروج]

৩৭১৮. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : বস্তুত এটি সম্মানিত কুরআন, সংরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ (৮৫ : ২১, ২২)
শপথ তূর পর্বতের। শপথ কতাবের, যা লিখিত আছে। (৫২ : ১, ২)

{وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ} [الطور: ١] قَالَ قَتَادَةُ: «مَكْتُوبٌ». {يَسْطُرُونَ} [القلم: ١]: «يَخُطُّونَ». {فِي أُمِّ الْكِتَابِ} [الزخرف: ٤]: «جُمْلَةِ الْكِتَابِ وَأَصْلِهِ». {مَا يَلْفِظُ} [ق: ١٨]: «مَا يَتَكَلَّمُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا كُتِبَ عَلَيْهِ» وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «يُكْتَبُ الخَيْرُ وَالشَّرُّ». {يُحَرِّفُونَ} [النساء: ٤٦]: «يُزِيلُونَ. وَلَيْسَ أَحَدٌ يُزِيلُ لَفْظَ كِتَابٍ مِنْ كُتُبِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ. وَلَكِنَّهُمْ يُحَرِّفُونَهُ. يَتَأَوَّلُونَهُ عَلَى غَيْرِ تَأْوِيلِهِ» {دِرَاسَتُهُمْ} [الأنعام: ١٥٦]: «تِلَاوَتُهُمْ». {وَاعِيَةٌ} [الحاقة: ١٢]: «حَافِظَةٌ». {وَتَعِيَهَا} [الحاقة: ١٢]: «تَحْفَظُهَا». {وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا القُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ} [الأنعام: ١٩]. «يَعْنِي أَهْلَ مَكَّةَ» {وَمَنْ بَلَغَ} [الأنعام: ١٩]: «هَذَا القُرْآنُ فَهُوَ لَهُ نَذِيرٌ»

কাতাদা রহ বলে, مَسْطُوْرٌ অর্থ লিপিবদ্ধ يَسْطُرُوْنَ অর্থ তারা লিখেছ ام الكتاب অর্থাৎ কিতাবের স্তর ও মূল ما يلفظ অর্থ যা কিছু বলা হয়, তা লিপিবদ্ধ হয়।এর ব্যাখ্যায় ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, ভালমন্দ সব লিপিবদ্ধ করা হয়। يحر فون এরঅর্থ পরিবর্তন করা। এমন কেউ নেই, যে আল্লাহর কোন কিতাবের শদ পরিবর্তন করতে পারে। তবে তারা তাহরীফ তথা অপব্যাখ্যা করতে পারে। دراستهم অর্থ তাদের তিলাওয়অত اعية, অর্থ সংরক্ষণকারী, تعيها অর্থ তা সংরক্ষণ করে। এবং এই কুরআন আমার নিকট প্রেরিত হয়েছে, যেন তোমাদেরকে এর দ্বারা আমি সতর্ক করি (৬ :১৯)। অর্থাৎ মক্কাবাসী এবং যাদের কাছে এ কুরআন প্রচারিত হবে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের জন্য সর্তককারী।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

تحريف (তাহরীফ) এর অর্থ: تحريف এর আভিধানিক অর্থ হলো- পরিবর্তন করা, বদলিয়ে দেওয়া, হেরফের করা। আয়াতে কারীমায় يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِه এর তাফসীরে تحريف দ্বারা শব্দগত বা অর্থগত تحريق উদ্দেশ্য কিংবা দুনোটা উদ্দেশ্য। এ ব্যাপারে মুহাদ্দিসীনে কেরাম ও মুফাসিরীনে ইজাম এর বিভিন্ন অভিমত রয়েছে-যথা:

প্রথম অভিমত: তাওরাত ও ইঞ্জিলে শব্দগত ও অর্থগত উভয় রকমের তাহরীফ হয়ে গেছে। অর্থাৎ পুরো কিতাব বিকৃত। এরই উপর ভিত্তি করে একথা বর্ণিত আছে যে, বর্তমানে যে তাওরাত ও ইঞ্জিল পাওয়া যায়, সেগুলো তুচ্ছতা ও হেয়তা জায়েয কেননা এগুলো আসমানী কিতাব নয়। সম্পূর্ণ বিকৃত, এটা বাড়াবাড়ি গ্রহণযোগ্য নয়। তবে তাওরাত ইঞ্জিলের কিছু বিধান শুদ্ধ। যেহেতু অধিকাংশই বিকৃত তাই للاكثر حكم الكل এর নীতি অনুসারে পুরোটাকেই বিকৃত বলে দেওয়া হয়েছে। কেননা, কোন কোন আয়াত সহীহ রেওয়ায়াতে সুস্পষ্ট ভাবে উল্লেখ রয়েছে যে, তাওরাত ও ইঞ্জিলের কতক আহকাম ও মাসায়েল তাহরীফ (বিকৃত) থেকে মুক্ত। যেমন আয়াতে কারীমা

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ الاية

সে সমস্ত লোক যারা আনুগত্য অবলম্বল করে এ রাসূলের যিনি উম্মী নবী, যাঁর সম্পর্কে তারা তাদের নিজেদের কাছে সংরক্ষিত তাওরাত ও ইঞ্জিলে লিপিবদ্ধ দেখতে পায়-(আল আ'রাফ-১৫৭)

তাছাড়া রেওয়ায়াত দ্বারাও বুঝে আসে যেমন ইয়াহুদীপে যখন রাসূল ﷺ এর দরবারে দুইজন ব্যভিচারকে এসে মাসআলা জিজ্ঞাসা করল তখন রাসূল ﷺ বললেন {فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} বুখারী শরীফ-১১২৫ পৃষ্টায় বিস্তারিত রেওয়ায়াত অতিবাহিত হয়েছে যেখানে তাওরাতে রজমের আয়াত সংরক্ষিত হয়েছে।

দ্বিতীয় অভিমত : অধিকাংশ বিধানের ক্ষেত্রে তাহরীক হয়েছে, যদিও কিছু অবিকৃত মূলের উপর বাকী রয়েছে।

তৃতীয় অভিমত: পূর্বেকার বিপরীত। অর্থাৎ অধিকাংম সংরক্ষিত, অবিকৃত আর তাহরীফ (বিকৃত) কম। আর মুফাজিরে ইসলাম আল্লামা ইবনে তাহমিয়া রহ স্বীয় কিতাব كتاب الرد الصحيح على من بدل دينا المسيح এর মধ্যে এই অভিমতেরই সমর্থন করেছেন।

চতুর্থ অভিমত : শুধু অর্থগত তাহরীমা (বিকৃত) হয়েছে অর্থাৎ শব্দগুলো সম্পূর্ণ অবিকৃত সংরক্ষিত। তাফসীর ও তাবীলে থেকে তাহরীফ (বিকৃত) হয়েছে। এ ব্যাপারে সকলেই ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, তাওরাত ও ইঞ্জিলে অর্থগত তাহরীফ (বিকৃত) হয়েছে আর অধিকাংশ তাহরীমই প্রমাণিত। কিন্তু শব্দগত তাহরীফ হয়েছে কি না? এ ব্যাপারে ইমাম বুখারী রহ এর অভিমত হলো যে, শব্দগত তাহরীম (বিকৃত) হয়নি আর এ ব্যাপারেই এখানে বলেছেন-

وليس احد يزيل لفظ كتابا من كتب الله ولكنهم يحرفون يتاولونه على غيرتا ويله

অর্থাৎ কোন ব্যক্তিই আল্লাহ তাআলার কোন কিতাবের কোন শব্দ পরিবর্তন করতে পারবে না।

সারকথা হলো যে, আসমানী কিতাবসমূহে অর্থগত তাহরীফ হয়েছে এ ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই। তবে শব্দগত তাহরীম হয়েছে কি না? ইমাম বুখারী রহ শব্দগত তাহরীফ কে অস্বীকার করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ উলামায়ে কেরাম বলেন তাওরাত ও ইঞ্জিল শব্দগত তাহরীফ ও হয়েছে যদিও অনেক কম হয়েছে, যেমন তাওরাতের প্রথম পরিচ্ছেদে হযরত লুত আ সম্পর্কে বর্ণিত রয়েছে যে, হযরত লুত আ এর দুনো ছেলে স্বীয় পিতা লুত আ কে মদ পান করিয়ে লুত আ এর সাথে যেনা করেছে এবং উভয়েই গর্ভবতী হয়েছে। এরকম ভ্রান্ত গাজাখোরী কথা তাওরাতে পাওয়া যায়, যা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে হওয়া অসম্ভব। তাছাড়া আরো একটি রেওয়ায়াত রয়েছে যে, রাসূল ﷺ হযরত ওমর ফারুক রাযি. এর হাতে তাওরাত দেখে খুবই অসন্তুষ্ট হলেন এবং বল্লেণ যে, আজ যদি হযরত মুসা আ ও জীবীত থাকতেন তাহলে তিনিও আমার অনুরূপ করা ছাড়া কোন উপায় থাকতো না। এই হাদীস থেকে সুস্পষ্টতই বুঝে আসে যে, তাওরাত ও ইঞ্জিল দেখা-পড়া জায়েয নেই।

উলামায়ে কেরামের নির্ভরযোগ্য ফতোয়া হলো যে, রাসূল ﷺ হযরত ওমর ফারুক রাযি. কে বাধা প্রদান করা মাকরূহে তানযিহীর উঙ্গার প্রয়োগ হবে। কেননা, পূর্ববর্তী উলামায়ে ইসলামের একটি বড় দল থেকে তাওরাত পড়া ও তাওরাতের রেফারেন্স দেওয়া প্রমাণিত। বিশেষ করে আহলে কিতাবদের 'রদ' করার জন্য তাদের কিতাবাদী অধ্যায়ন করা জরুরী। এই জন্য আকাবিরে উলামায়ে ইসলাম বলেন-শুধুমাত্র অভিজ্ঞ মজবুত আলেমদের জন্য আহলে কিতাবদের কিতাবাদী অধ্যায়ন করা জায়েয কিন্তু দুর্বল মুসলমানদের প্রত্যেক সন্দেহযুক্ত, ভ্রান্ত কিতাবাদী থেকে বিরত থাকা আবশ্যক। যেমন-কাদীয়ানী আহলে কোরআন, মাওদুদী এবং রেজাখানীর কিতাবসমূহ থেকে গাইরে আলেমদের বেঁচে থাকা জরুরী। কেননা এর দ্বারা তাদের পথহারা হয়ে যাওয়ার ভয় রয়েছে। والله علم بالصواب

دراستهم : قَوْلُهُ: دِرَاسَتُهُمْ অর্থ হলো تلاوتهم আয়াতে কারীমার দিকে ইশারা করা হয়েছে وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ অর্থাৎ আমরা সেগুলার পাঠ ও পঠন সম্পর্কে কিছুই জানতাম না। (সূরা আনআম-১৫৬) এই আয়াতে কারীমায় دراست শব্দটি تلاوت এর অর্থে।

واعية : وَاعِيَةٌ حَافِظَةٌ অর্থ حافظة অর্থাৎ واعية, অর্থ: সংরক্ষণকারী হিফজকারী। আয়াতে কারীমার দিকে ইশারা রয়েছে وتعيها اذن واعية এবং কান এটাকে উপদেশ গ্রহণের উপযোগী রুপে গ্রহণ করে। (সূরা হাক্কাহ-১২)

এখানে وتعيها টি تحفظها অর্থে। অর্থাৎ وعى টি حفظ এর অর্থে।

وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ: আমার প্রতি এ কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে যাতে আমি তোমাদেরকে (আহলে মক্কাকে) এবং যাদের কাছে এ কোরআন পৌছে সবাইকে ভীতি প্রদর্শন করি। (সূরা আন আম-১৯)

এর মর্মার্থ হলো এই যে, যার নিকটই কোরআন পৌছেছে সে যেন আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তা শ্রবণ করেছে। কেননা নি:সন্দেহে কোরআন আল্লাহ তাআলার কালাম।

وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ بْنُ خَيَّاطٍ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، سَمِعْتُ أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "لَمَّا قَضَى اللهُ الخَلْقَ، كَتَبَ كِتَابًا عِنْدَهُ: غَلَبَتْ، أَوْ قَالَ سَبَقَتْ رَحْمَتِي غَضَبِي، فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ العَرْشِ"

সহজ তরজমা

৭০৬৩. আমার কাছে খালীফা রহ. বলেছেন, মুতামির রহ. ..... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্ যখন তাঁর মাখলূকাত সৃষ্টি করলেন, তাঁর কাছে একটি কিতাব লিপিবদ্ধ রাখলেন। "আমার গযবের উপর আমার রহমত প্রবল হয়েছে" এটি তাঁর কাছে আরশের ওপর সংরক্ষিত রয়েছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসে মিল এভাবে যে হাদীসে এর দিকে ইশারা করা হয়েছে যে, লাওহে মাহফুজ আরশের উপরে।

হাদীসের পূণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১১২৭ পৃ.; পূর্বে: ৪৫৩, ১১০১, ১১০৪, ১১১০ পৃ.।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي غَالِبٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، سَمِعْتُ أَبِي، يَقُولُ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، أَنَّ أَبَا رَافِعٍ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "إِنَّ اللهَ كَتَبَ كِتَابًا قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ الخَلْقَ: إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي، فَهُوَ مَكْتُوبٌ عِنْدَهُ فَوْقَ العَرْشِ"

সহজ তরজমা

৭০৬৪. মুহাম্মদ ইবনে আবূ গালিব রহ... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তা'আলা সমস্ত সৃষ্টিকে সৃষ্টি করার পূর্বে একটি লেখা লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। তা হলো "আমার ক্রোধের উপর আমার রহমত অগ্রগামী রয়েছে" এটি তাঁরই নিকটে আরশের ওপর লিপিবদ্ধ আছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পূণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১১২৭ পৃ.।

بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَاللهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ}

৩৭১৯. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ্ই সৃষ্টি করেন তোমাদেরকে এবং তোমরা যা তৈরী কর তাও (৩৭ : ৯৬)।

{إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ} [القمر: ٤٩] وَيُقَالُ لِلْمُصَوِّرِينَ: «أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ» {إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى العَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ، يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ، أَلَا لَهُ الخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ العَالَمِينَ} قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: «بَيَّنَ اللهُ الخَلْقَ مِنَ الأَمْرِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى»: {أَلَا لَهُ الخَلْقُ وَالأَمْرُ} [الأعراف:] وَسَمَّى النَّبِيُّ ﷺ الإِيمَانَ عَمَلًا قَالَ أَبُو ذَرٍّ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ: سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «إِيمَانٌ بِاللهِ وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ» وَقَالَ: {جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [السجدة: ١٧] وَقَالَ وَفْدُ عَبْدِ القَيْسِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُرْنَا بِجُمَلٍ مِنَ الأَمْرِ، إِنْ عَمِلْنَا بِهَا دَخَلْنَا الجَنَّةَ، فَأَمَرَهُمْ بِالإِيمَانِ وَالشَّهَادَةِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ «فَجَعَلَ ذٰلِكَ كُلَّهُ عَمَلًا»

আমি প্রত্যেক কিছু সৃষ্টি করেছি নির্ধারত পরিমাপে (৫৪ : ৪৯)। ছবি নির্মাতাদের বলা হবে, তোমরা যা তৈরি করেছ, তাতে জীবন দাও। তোমাদের প্রতিপালক যিনি আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেন। তারপর তিনি আরশে অধিষ্ঠিত হন।তিনিই দিনকে রাত দ্বারা আচ্ছাদিত করেন যেন এদেরএকে অন্যকে দ্রুতগতিতে অনুসরণ করে। আর সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজি যা তাঁর আজ্ঞাধীন, তা তিনিই সৃষ্টি করেছেন। জেনে রাখ সৃজন ও আদেশ তাঁরই। মহিমময় জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ (৭ : ৫৪)

ইবনে উয়ায়না রহ বলেন, আল্লাহ খালককে আমর থেকে পৃথক করে বর্ণনা করেছেন। কেননা তার বাণী হলো: الا له الخلق والامر জেনে রাখ সৃজন ও আদেশ তাঁরই। রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈমানকেও আমল বলে উল্লেখ করেছেন। আবূ যার রহ ও আবূ হুরায়রা রাযি. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কে জিজ্ঞাসা করা হল, কোন আমলটি সর্বোত্তম? তিনি বললেন : আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা, তাঁর রাস্তায় জিহাদ করা। মহান আল্লাহ বলেন : جزاء بما كانوا يعملون এটা তাদের কাজেরই প্রতিদান। আবদুল কায়সের প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে এসে বললেন, আমাদের কিছু সংক্ষিপ্ত বিষয়ের নির্দেশ দি, যেগুলো মেনে চললে আমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারব। তিনি তাদের আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা, রাসূলের রিসালাতের সাক্ষ্য প্রদান, নামায কায়েম করা এবং যাকাত আদায়ের নির্দেশ দিলেন। এসবকেই তিনি আমলরূপে উল্লেখ করেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

ইমাম বুখারী রহ এর উদ্দেশ্য.হলো যে বান্দার افعال ও اعمال মাখলুক। কালেক শুধু এক আল্লাহ তাআলা। ইমাম বুখরী রহ এর একথা বর্ণনা করতে চাচ্ছেন যে আয়াতে কারীমা দ্বারা কাদরীয়া ও জাবরিয়াদের মাযহাব বাতিল হয়ে গেছে যারা বলে যে, বান্দা নিজেই স্বীয় افعال খালেক।

(১)একথা সম্পূর্ণ সুস্পষ্ট যে, আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছন এবং ঐ সকল জিনিস সমূহকে সৃষ্টি করেছেন যা তোমরা করো। সুতরাং আয়াতে কারীমায় عطف এর মাধ্যমে معطوف ও معطوف عليه এ দুয়ের প্রত্যেকের খালেক (সৃষ্টিকর্তা) হলেন আল্লাহ তাআলা।

(২) আল্লাহ তাআলার ইরশাদ اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ শোনে রেখে তাঁরই কাজ সৃষ্টি করা এবং আদেশ দান করা। (আরাফ-৫৪) তিনি আরো ইরশাদ করেন যে, وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى তাছাড়া আরো ইরশাদ করেন ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ

এসকল দলীল প্রমাণাদী কাদরীয়া ও মুতাযালিদের 'রদ' এর ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট।

আল্লাহর বাণী اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنٰهُ بِقَدَرٍ "আমি প্রত্যেক জিনিসকে পরিমিতরূপে সৃষ্টি করেছি।" (আল কামার-৪৯)

এই আয়াতে কারীমায় সুস্পষ্ট ভাবে উল্লেখ রয়েছে যে, প্রত্যেক বস্তুর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলা। সুতরাং اعمال ও افعال এর সৃষ্টিকর্তা বান্দাকে বলা সুস্পটতই আয়াতে কারীমার বিরোধ। তবে বান্দার দিকে كسب এর নিসবত সহীহ ও শুদ্ধ আছে। লক্ষণীয় বিষয় হলো যে, যদি বান্দাকে افعال। এর সৃষ্টিকর্তা বলা হয়, তাহলে তো খালেক (সৃষ্টিকর্তার) এর মাখলুকের তুলনায় বান্দার মাখলুক বেশী হয়ে যায়। কেননা, স্বাভাবিক ভাবেই মানুষের তুলনায় اعمال ও افعال বেশী। তাছাড়া আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন যে, الله خالق كل شيئ وهو على شيئ وكيل

আল্লাহ তাআলাই সর্বকিছুর সৃষ্টা এবং তিনিই সবকিছুর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। (যুমার-৬২)

মু'তাযিলারা বলে যে, আল্লাহ তাআলা হলেন উত্তম কল্যাণকর বিষয়ের সৃষ্টিকর্তা। আর মন্দ বিষয়ের সৃষ্টি আল্লাহ তাআলার দিকে নিসবত করা তাঁর শানের খেলাফ। তাদের এ কথার জবাব হরো যে, আল্লাহ তাআলা যেমননিভাবে নবী ও রাসূলের সৃষ্টিকর্তা, তেমনিভাবে জিন্নাত ও শয়তানেরও সৃষ্টিকর্তা।

দলীল: আল্লাহ তাআলার বাণী قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ - مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

এই আয়াতে কারীমা দ্বারা বুঝে আসে যে আল্লাহ তাআলাই মন্দ বিষয়ের সৃষ্টিকর্তা।

قَوْلُهُ: ويقال للمصور ين احيوا ما خلقتم الخ (এবং ছবি অঙ্গনকারীদেরকে বলা হবে যে, তোমরাযা সৃষ্টিকরেছ তাতে প্রাণ দাও।(এটি একটি হাদীসের অংশ যে, প্রাণীদের ছবি অঙ্গকনকারীদেরকে কিয়ামত দিবসে স্বয়ং আল্লাহ কিংবা আল্লাহর নির্দেশে ফেরেস্তাগণ বলবেন যে, তোমরা যা কিছু সৃষ্টি করেছ তোমরা তাতে প্রাণ স্থাপন করো। আর তাদের দিকে تخليق তথা সৃষ্টিকরা নিসবত অপারগ ও ঠাট্টা বিদ্রুপ স্বরূপ করা হবে।

(২) আল্লামা কিরমানী রহ বলেন যে, خلقتم টি كسبتم সুতরাং আর কোন প্রশ্ন নেই।

আল্লাহ তাআলার বাণী- إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপানক হলেন আল্লাহ তাআলা। যিনি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। (সূরা আল-আ'রাফ-৫)

তাশরীহঃ এখানে মূল মাকসাদ (উদ্দেশ্য) হলো যে, الا له الخلق الامر যার দ্বারা পরিস্কার বুঝে আসে যে, আল্লাহই কাজ সৃষ্টি করা এবং নির্দেশ দেওয়া। এর সমর্থন সামনের এ আয়াত দ্বারাও হয় الله خالق كل شيئ আর ইমাম বুখারী রহ এর আরো সুস্পষ্টতার জন্য সাথে সাথে ইবনে উয়ায়না রহ এর উক্তি বর্ণনা করে দিয়েছেন।

قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: «بَيَّنَ اللهُ الْخَلْقَ الخ: আর সুফিয়ান ইবনে উয়ায়না রহ বলেন- যে আল্লাহ তাআলা خلق কে امر থেকে পৃথকভাবে বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ প্রথক করে দিয়েছেন। আর স্বীয় উক্তি الا له الخلق والامر দ্বারা হযরত সুফিয়ান ইবনে উয়ায়না রহ এর মাকসাদ হলো এই যে, আয়াতে কারীমায় امر এর আতফ خلق এর উপর। আর عطف বৈপরীত্বকে চায় যার দ্বারা প্রমাণিত হয়ে গেল যে, خلق হলো একটি জিনিস আর امر হলো ভিন্ন আরেকটি জিনিস। خلق দ্বারা مخلقات আর امر দ্বারা كلام উদ্দেশ্য। সুতরাং একথা সাব্যস্ত হয়ে গেল কালামুল্লাহ মাখলুক নয় বরং امر এর অন্তর্ভুক্ত।

وَسَمَّى النَّبِيُّ ﷺ الإِيمَانَ عَمَلًا : নবী করীম ﷺ ঈমানকে عمل বলেছেন। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা 'কিতাবুল ঈমানে' অতিবাহিত হয়েছে।

قال ابو ذر وابو هريرة رضى الله عنهما سئل رسول الله ﷺ اَىُّ الاَعْمَال افضل قال الايمان بالله وجهاد فى سبيل الله الخ

হযরত আবু যর রাযি. ও হযরত আবু হুরায়রা রাযি. বর্ণনা করেন যে, রাসুল ﷺ কে জিজ্ঞাসা করা হলো কোন আমল সর্বশ্রেষ্ঠ? জবাবে রাসূল ﷺ বললেন আল্লাহর উপর ঈমান আনা এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করা।

وَقَالَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ الخ : আবদে কায়ম গোত্রের একদল নবী করীম ﷺ কে বললেন দীনের ব্যাপার আমাদের কে একটি জামে আমলের কথা বলে দিন, যে আমরা যদি এর উপর আমল করি তাহলে আমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবো। আমি রাসূল ﷺ তাদেরকে আল্লাহ তাআলার উপর ঈমান আনয়ন করা, তাওহীদের সাক্ষ্যপ্রদান, নামায প্রতিষ্ঠা করা এবং যাকাত আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন। এভাবেই রাসূল ﷺ এ সব কিছুকে আমল সাব্যস্ত করে দিয়েছেন।

ফায়দা : وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুলবারী-১ম খন্ড, ৩৫৪ পৃ. দেখুন।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الوَهَّابِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، وَالقَاسِمِ التَّمِيمِيِّ، عَنْ زَهْدَمٍ، قَالَ: كَانَ بَيْنَ هَذَا الحَيِّ مِنْ جُرْمٍ وَبَيْنَ الأَشْعَرِيِّينَ وُدٌّ وَإِخَاءٌ، فَكُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ فَقُرِّبَ إِلَيْهِ الطَّعَامُ، فِيهِ لَحْمُ دَجَاجٍ وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَيْمِ اللهِ كَأَنَّهُ مِنَ المَوَالِي، فَدَعَاهُ إِلَيْهِ فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ شَيْئًا فَقَذِرْتُهُ فَحَلَفْتُ لَا آكُلُهُ، فَقَالَ: هَلُمَّ فَلْأُحَدِّثْكَ عَنْ ذَاكَ: إِنِّي أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي نَفَرٍ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ نَسْتَحْمِلُهُ، قَالَ: «وَاللهِ لَا أَحْمِلُكُمْ وَمَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ فَأُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِنَهْبِ إِبِلٍ فَسَأَلَ عَنَّا فَقَالَ أَيْنَ النَّفَرُ الأَشْعَرِيُّونَ؟ فَأَمَرَ لَنَا بِخَمْسِ ذَوْدٍ غُرِّ الذُّرَى ثُمَّ انْطَلَقْنَا قُلْنَا مَا صَنَعْنَا حَلَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ لَا يَحْمِلَنَا وَمَا عِنْدَهُ مَا يَحْمِلُنَا؟ ثُمَّ حَمَلَنَا تَغَفَّلْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ يَمِينَهُ وَاللهِ لَا نُفْلِحُ أَبَدًا فَرَجَعْنَا إِلَيْهِ فَقُلْنَا لَهُ فَقَالَ لَسْتُ أَنَا أَحْمِلُكُمْ، وَلَكِنَّ اللهَ حَمَلَكُمْ وَإِنِّي وَاللهِ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ وَتَحَلَّلْتُهَا

সহজ তরজমা

৭০৬৫. আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব রহ... যাহদাম রাযি. থেক বর্ণিত। তিনি বলেন, জারমের এ গোত্রটির সাথে আশ'আরী গোত্রের গভীর ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্ব ছিল। এক সময় আমরা আবূ মূসা আশ'আরী রাযি.-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। তাঁর কাছে খাবার আনা হল। এতে মুরগীর গোশতও ছিল। এ সময় তাঁর নিকট বনী তায়মুল্লাহর এক ব্যক্তি ছিল। সে (দেখতে) যেন আযাদকৃত গোলাম (অনারব)। তাকেও আবূ মূসা রাযি. খেতে ডাকলেন। সে বলল, আমি এ মুরগীকে এমন কিছু জিনিস খেতে দেখছি, যার ফলে এটি খেতে আমি ঘৃণা করি। এই জন্য কসম করছি, আমি তা আর খাব না। আবূ মূসা রাযি. বললেন, তুমি এদিকে এসো, এ সম্পর্কে আমি তোমাকে একটি হাদীস শোনাব। আমি এক সময় আশ'আরী গোত্রের একটি প্রতিনিধি দলের সঙ্গে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে বাহন চাওয়ার জন্য উপস্থিত হয়েছি। তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের বাহন দেব না।আর তোমাদের দেওয়ার মত অমার কাছে বাহন নেই। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে গনীমতের কিছু উট আনা হলে তিনি আমাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন এবং বললেন, আশ'আরীদের দলটি কোথায়? তারপর তিনি পাঁচট মোটা তাজা ও উত্তম উট আমাদের দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন। আমরা এগুলো নিয়ে ফিরার পথে বলতে লাগলাম, আমরা যে কি কর্মটি করলাম! রাসূলুল্লাহ ﷺ কসম করে বললেন, আমাদের বাহন দেবেন না। এবং তাঁরকাছে দেওয়ার মত বাহন নেই। তারপরও তো তিনি আসাদের বাহন দিয়ে দিলেন। হয়ত আমরা তাঁকে তাঁর কসম সম্পর্কে অজ্ঞাত অবস্থায় পেয়েছি। আল্লাহর কসম! আমরা কখনো সফলকাম হবো না। তাই আমরা তাঁর কাছে আবার গেলাম এবং তা তাঁকে বললাম। তিনি বললেন : আমি তোমাদের বাহন দেইনি, বরং দিয়েছেন আল্লাহ। আল্লাহর কসম! কোন বিষয়ে কসম করি যদি তার বিপরীতে মঙ্গল দেখতে পাই, তবে তা করে নেই এবং (কাফফারা দিয়ে) কসম থেকে বের হয়ে আসি।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের وَلَكِنَّ اللهَ حَمَلَكُمْ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১১২৭-১১২৮ পৃ.; পূর্বে: ৪৪২, (মাগযী) ৬২৯, ৮২৯, ৯৮০, ৯৮৩, ৯৮৮, ৯৯৪, ৯৯৫ পৃ.

তাশরীহ: এখানে সাওয়ারীকে আল্লাহর দিক নিসবত করা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলাই তোঁমাদের সবাইকে সাওয়ারী দিয়েছেন। যদিও রাসূল ﷺ এর হাতে দিয়েছেন। এমনিভাবে আল্লাহর বাণী وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللهَ رَمَى

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةَ الضُّبَعِيُّ، قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: فَقَالَ: قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: إِنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ الْمُشْرِكِينَ مِنْ مُضَرَ، وَإِنَّا لَا نَصِلُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي أَشْهُرٍ حُرُمٍ، فَمُرْنَا بِجُمَلٍ مِنَ الأَمْرِ إِنْ عَمِلْنَا بِهِ دَخَلْنَا الجَنَّةَ، وَنَدْعُو إِلَيْهَا مَنْ وَرَاءَنَا، قَالَ: "آمُرُكُمْ بِأَرْبَعٍ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ: آمُرُكُمْ بِالإِيمَانِ بِاللهِ، وَهَلْ تَدْرُونَ مَا الإِيمَانُ بِاللهِ؟ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَتُعْطُوا مِنَ المَغْنَمِ الخُمُسَ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ: لَا تَشْرَبُوا فِي الدُّبَّاءِ، وَالنَّقِيرِ، وَالظُّرُوفِ المُزَفَّتَةِ، وَالحَنْتَمَةِ"

সহজ তরজমা

৭০৬৬. আমর ইবনে আলী রহ... আবূ জামরা দুবায়ী রহ থেকে বর্ণিত।তিনি বলেন, আমি ইবনে আব্বাস রাযি.-কে বললাম। তিনি বললেন, আবদুল কায়সের প্রতিনিধিদল রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে এসে বলল, আমাদের এবং আপনাদের মাঝখানে মুযার গোত্রের মুশরিকদের বসবাস। যদ্দরুন আমরা সম্মানিত মাস (আশহুরে হুরুম) ছাড়া আর কোন সময় আপনার কাছে আসতে পারি না। সুতরাং আমাদের সংক্ষিপ্ত কিন্তু

বিষয়ের নির্দেশ দিন, যা মেনে চললে আমরা জান্নাতে প্রবেশ করব এবং আমরা যাদের রেখে এসেছি তাদেরও আহবান জানাতে পারব। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আমি তোমাদের চারটি বিষয়ের নির্দেশ দিচ্ছি। আর চারটি বিষয় থেকে নিষেধ করছি। আমি তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার। আর তোমরা জান কি, আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা কাকে বলে? তা হলো, সাক্ষ্য দেয়া যে আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই নামায কায়েম করা, যাকাত দেয়া, গনীমতের মালের এক পঞ্চমাংশ দেওয়া। তোমাদের চারটি বিষয় থেকে নিষেধ করছি (তা হলো) লাইয়ের খোল দ্বারা তৈরি পাত্রে, খেজুর গাছের মূল খোদাই করে তৈর পাত্রে, আলকাতরা জাতীয় (রাসায়নিক) দ্রব্য দিয়ে প্রলেব দেওয়া পাত্রে, মাটির সবুজ ঘটিতে তোমরা পান করবে না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানার জন্য নাসরুলবারী-১ম খন্ড, ৩৫২ পৃ. এবং নাসরুলবারী-৮ম খন্ড, (كتاب المغازى) পৃ. দেখুন।

হাদীসের পুণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১১২৮ পৃ.। পূর্বে: ১৩, ১৯, ৭৫, ১৮৮, ৪৩৬, ৪৯৮, ৬২৬, ৯১২, ১০৭৯ পৃ.।

উদ্দেশ্য : ইমাম বুখারী রহ এর উদ্দেশ্য হলো যে, এই হাদীসে ঈমানকে আমল বলা হয়েছে, তাই ঈমানও আমলের মতো আল্লাহ তাআলার মাখলুক হবে। কেননা, এটি বান্দার একটি সিফাত। والله اعلم

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَيُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ"

সহজ তরজমা

৭০৬৭. কুতায়বা ইবনে সাঈদ রহ...আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : এসব ছবি নির্মাতাকে কিয়ামতের দিন আযাব দেওয়া হবে। তখন তাদেরকে হুকুম করা হবে তোমরা যা তৈরি করেছ, তাতে প্রাণ দাও।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল এভাবে যে, যে ব্যক্তি ধারণা কর যে বান্দা নিজেই স্বীয় কর্মের সৃষ্টিকর্তা। যদি তার এ দাবী সহীহ হতো তাহলে কেন সকল ছবি অংকনকারীদের ক্ষেত্রে অস্বীকার করা হয়েছে।

আল্লামা কিরমানী রহ বলেন, ছবি অংকনকারীদের দিকে সুস্পষ্টভাবে خلق এর নিসবত করা হয়েছে। আর এটা তরজমাতুল বাবের বিপরীত। কিন্তু خلقهم দ্বারা كسبهم উদ্দেশ্য। আর ছবি অংকনকারীদের প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রুপ হিসাবে এবং তাদের ধারণার উপর ভিত্তি করে তাদের দিকে خلق এর নিসবত করা হয়েছে।

হাদীসের পুণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১১২৮ পৃ.; পূর্বে: ২৮৩, ৮৮০, ৮৮১ পৃ.।

তাশরীহ: এই হাদীস শরীফ দ্বারা এ মাসআলা জানা গেল যে, কোন প্রাণীর ছবি নির্মাণ করা, বানানো হারাম চাই তা কোন ছবি অংকন বা ভাস্কর্য হোক। সবকিছুই নিষিদ্ধ ও নাজায়েয। তবে প্রাণহীন কোন বস্তু যেমন মসজিদ, মাদরাসা, গাছ ও বাড়ী ঘরের ছবি আঁকা নিঃসন্দেহে জায়েয।

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَيُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ"

সহজ তরজমা

৭০৬৮. আবূ নুমান রহ... ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : এসব ছবি নির্মাতাকে কিয়ামতের দিন শাস্তি দেওয়া হবে। আর তাদের বলা হবে, যা তোমরা সৃষ্টি করেছ, তা জীবিত কর।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ العَلاَءِ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي، فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً أَوْ شَعِيرَةً

সহজ তরজমা

৭০৬৯. মুহাম্মদ ইবনে আলা রহ...আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন : আল্লাহ্ ঘোষনা করেছেন : তাদের অপেক্ষা বড় যালিম আর কে হতে পারে যে আমার সৃষ্টির সদৃশ সৃষ্টি করার জন্য প্রস্তুত হয়েছে? তা হলে তারা একটা শস্যদানা কিংবা যব তৈরি করুন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে পূর্বের হাদীসের সাথে মিল এই হাদীসেরও সেই।

হাদীসের পূণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১১২৮ পৃ.; পূর্বে: ৮৮০ পৃ.।

তাশরীহ (১) : ছবি অংকনকারীদের দিকে ঠাট্টা সরুপ কিংবা শুধু বাহ্যিক সুরতের তাশরীহ দেওয়ার জন্য خلق(সৃষ্টি করার) এর নিসবত করা হয়েছে।

(২) এবং ليخلقوا দ্বারা অক্ষম করার জন্য নির্দেশ করা হবে।

(৩) ذره এর অর্থের ব্যাপারে কেউ কেউ বলেন ذره অর্থ: পিঁপড়া, পিপিলিকা। এই সুরতে প্রাণীর মূর্তি বানানো বা ছবি অংকনের ক্ষেত্রে অক্ষম, অপারগতা উদ্দেশ্য। ইবনে বাত্তাল রহ বলেন, যে, ছবি অংকন কারীদের দিকে تخليق (সৃষ্টিকরার) এর নিসবত শুধুমাত্র নিরুত্তর ও অক্ষম করার জন্য করা হয়েছে যে তোমরা ছবি নির্মাণের ক্ষেত্রে যেহেতু আল্লাহ তাআলার সৃষ্টির সাথে তুলনা করেছ, সাদৃশ্যতা গ্রহণ করেছ, তাহলে প্রাণ দেওয়ার ক্ষেত্রেও সাদৃশ্যতা অবলম্বন করো। প্রকাশ থাকে যে, এটা কখনোও সম্ভব নয় বরং প্রাণ দেওয়ার ক্ষেত্রে সবই অপারগ ও অক্ষম।

بَابُ قِرَاءَةِ الفَاجِرِ وَالمُنَافِقِ، وَأَصْوَاتُهُمْ وَتِلاَوَتُهُمْ لاَ تُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ

৩৯২০. অনুচ্ছেদ : গুনাহগার ও মুনাফকের কিরাআত, তাদের স্বর ও তাদের কিরাআত কণ্ঠনালী অতিক্রম করে না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

فاجر দ্বারা মুনাফিক উদ্দেশ্য এই জন্য যে, এই বাবের অধীনে যে সকল হাদীস আনা হয়েছে সেগুলোতে মুমিনের বিপরীতে ফাজের (فاجر) এর কথা উল্লেখ রয়েছে। আর এই সুরতে منافق এর অতত্ত্ব عطف تفسیری হবে। আর এটাই সামঞ্জস্যপূর্ণ ওউত্তম। যদিওএই সম্ভাবনাও রয়েছে যে, এমনটা প্রকার বর্ণনার জন্য হয়েছে। আর মুনাফিকের তুলনায় আম (ব্যাপক) তাহলে এই সুরতে فاجرএর উপর منافق এর আতকটা عطف الخاص على العام হবে।

উদ্দেশ্য : এই বাব দ্বারা ইমাম বুখারী রহ এই মাসআলা বর্ণনা করেছেন যে, তেলাওয়াতে কোরআন কোরআনের বিপরীত পরিপন্থি কারণ তেলাওয়াত ও তেলাওয়াতের মধ্যকার পার্থক্য রয়েছে যেমন- মুনাফিকের তেলাওয়াত কণ্ঠনালীর নীচে নামে না। সুতরাং এর দ্বারা জানা গেল যে তেলাওয়াত মাখলুক আর কোরআন মাখলুক নয়।

حناجر শব্দটি حنجرة এর বহুবচন। অর্থ: গলা, কণ্ঠনালী, স্বরযন্ত্র। (কাস্তাল্লানী)

حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، حَدَّثَنَا أَنَسٌ، عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَثَلُ المُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ القُرْآنَ كَالأُتْرُجَّةِ، طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَرِيحُهَا طَيِّبٌ، وَمَثَلُ الَّذِي لاَ يَقْرَأُ كَالتَّمْرَةِ، طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَلاَ رِيحَ لَهَا، وَمَثَلُ الفَاجِرِ الَّذِي يَقْرَأُ القُرْآنَ كَمَثَلِ الرَّيْحَانَةِ، رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ، وَمَثَلُ الفَاجِرِ الَّذِي لاَ يَقْرَأُ القُرْآنَ كَمَثَلِ الحَنْظَلَةِ، طَعْمُهَا مُرٌّ وَلاَ رِيحَ لَهَا»

সহজ তরজমা

৭০৭০. হুদবা ইবনে খালিদ রহ... আবূ মূসা আশ'আরী রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : কুরআন তিলাওয়াতকারী ঈমানদারের উদাহরণ উতরুজ্জার (কমলালেবু) মত। এর স্বাদও উত্তম এবং ঘ্রানও হৃদয়গ্রাহী। আর যে মু'মিন কুরআন তিলাওয়াত করে না তার উদাহরণ যেন খেজুর। এটি খেতে স্বাদ বটে, তবে তার কোন সুঘ্রাণ নেই। কুরআন তিলাওয়াতকারী গুনাহগার ব্যক্তিটি সুগন্ধি ঘাসের তুল্য। এর ঘ্রাণ আছে বটে, তবে স্বাদে তিক্ত। আর যে অতি গুনাহগার হয়ে আবার কুরআনও তিলাওয়াত করে না সে মাকাল ফলের মত।এর ফল স্বাদেও তিক্ত এবং এর কোন সুঘ্রাণও নেই।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পূণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ :১১২৮ পৃ.; পূর্বে: ৭৫১, ৭৫৭, ৮১৬ পৃ.।

ইবনে বাত্তাল রহ বলেন, এর দ্বারা জানা গেল যে, মুনাফিকের কেরাত গ্রহণযোগ্য নয়। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার নিকট পৌছে না। কেননা, যে তেলাওয়াত আল্লাহ তাআলাকে রাজী-কুশি করার উদ্দেশ্য করা হয় না, তা আল্লাহ তাআলার নিকট গ্রহণযোগ্য হয় না। আর আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য দিনের পবিত্রতা শর্ত।

এর দ্বারা সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, মুনাফিকদের পড়া, তেলাওয়াত শুধুমাত্র জবানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তাদের তেলাওয়াত হলকের নীচে পৌছেনা অর্থাৎ, তাদের অন্তরে কোন প্রভাব সৃষ্টি করে না।

حَدَّثَنَا عَلِيٌّ. حَدَّثَنَا هِشَامٌ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ. عَنِ الزُّهْرِيِّ. ح وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ. حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ. حَدَّثَنَا يُونُسُ. عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ. أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ. قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: سَأَلَ أُنَاسٌ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْكُهَّانِ. فَقَالَ: «إِنَّهُمْ لَيْسُوا بِشَيْءٍ» . فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ. فَإِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَ بِالشَّيْءِ يَكُونُ حَقًّا. قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الْحَقِّ يَخْطَفُهَا الْجِنِّيُّ. فَيُقَرْقِرُهَا فِي أُذُنِ وَلِيِّهِ كَقَرْقَرَةِ الدَّجَاجَةِ. فَيَخْلِطُونَ فِيهِ أَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ كَذْبَةٍ»

সহজ তরজমা

৭০৭১. আলী রহ.. আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকজন রাসূলুল্লাহ ﷺ কে জ্যোতিষদের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করল। তিনি বললেন, তারা মূলত কিছুই নয়। তারা জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কখনো কখনো তারা তো এমন কিছু কথাও বলে ফেলে যা সত্য হয়। এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এসব কথা সত্য জ্বিনেরা এসব কথা প্রথম শোনে, (মনে রেখ) পরে এদের দোসরদের কানে মুরগির মত করকর রবে নিক্ষে করে দেয়। এরপর এসব জ্যোতিষী সামান্য সত্যের সাথে শত মিথ্যার মিশ্রণ ঘটায়।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল এভাবে যে, জ্যোতিষিকে মুনাফিকের সাথে তুলনা, উপমা দেওয়া হয়েছে। আর তা এভাবেযে, জৌতিষির উপর মিথ্যা প্রভাব বিস্তার করার কারনে সে সত্য কথা দ্বারা উপকৃত হতে পারে না যেমনিভাবে নষ্ট ভ্রান্ত আক্বীদার কারনে তেলাওয়াত এর মাধ্যমে মুনাফিকরাও উপকৃত হতে পারে না।

অর্থাৎ জৌতিষি-গণক মুনাফিক, পাপাচারীর মত।

হাদীসের পূণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১১২৮ পৃ.; পূর্বে: ৮৫৭ পৃ.।

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ، يُحَدِّثُ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «يَخْرُجُ نَاسٌ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ، وَيَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، ثُمَّ لاَ يَعُودُونَ فِيهِ حَتَّى يَعُودَ السَّهْمُ إِلَى فُوقِهِ» . قِيلَ مَا سِيمَاهُمْ؟ قَالَ: " سِيمَاهُمُ التَّحْلِيقُ أَوْ قَالَ: التَّسْبِيدُ "

সহজ তরজমা

৭০৭২. আবূ নুমান রহ... আবূ সাঈদ খুদরী রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : পূর্বাঞ্চল থেকে একদল লোকের অভ্যুদয় ঘটবে। তারা কুরআন পাঠ করবে, তবে তাদের এ পাঠ তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তারা দীন থেকে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে, যেভাবে শিকার (ধনুক) থেকে তীর বেরিয়ে যায়। তারা আর ফিরে আসবে না, যে পর্যন্ত তীর ধনুকের ছিলায় না আসে। বলা হল, তাদের আলামত কি? তিনি বললেন, তাদের আলামত হল মাথা মুন্ডন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের وَيَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুণরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ১১২৮ পৃ.; পূর্বে : ৪৭১, ৫০৯-৫১০, ৬২৩, ৬৭৩, ৭৫৬, ৯১০, ১০২৪ পৃ.।

প্রশ্ন : বাহ্যিকভাবেই একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, যারা মাতা মুন্ডন করে, তারা সবাই খারেজী। অথচ বাস্তবতা এমন নয়?

জবাব: সালফ তথা পূর্ববর্তীগণ সাধারণ হজ্জ ও ওমরার সময় মাথা মুন্ডন করতেন। তবে খারেজীদের অবস্থা এর বিপরীত যে, সদা সর্বদায় মাথা মুন্ডিয়ে রাখাই তাদের অভ্যাস ছিল, তাই মাথা মুন্ডানোকে খারেজীদের আলামত বলে সাব্যস্ত করে দেওয়া হয়েছিল।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মতে খাওয়ারেজ একটি ভ্রান্ত পথভ্রষ্ট দল। তাদের বিস্তারিত আলোচনা পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে।

بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَنَضَعُ المَوَازِينَ القِسْطَ لِيَوْمِ القِيَامَةِ. وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: " القُسْطَاسُ: العَدْلُ بِالرُّومِيَّةِ " وَيُقَالُ: " القِسْطُ: مَصْدَرُ المُقْسِطِ وَهُوَ العَادِلُ، وَأَمَّا القَاسِطُ فَهُوَ الجَائِرُ

৩৯২১. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ্ তা'আলার বাণী: কিয়ামত দিবসে আমি স্থাপন করব ন্যায়বিচারের মানদন্ড (২১ : ৪৭)। আদম সন্তানদের আমল ও কথা পরিমাপ করা হবে। মুজাহিদ রহ বলেন, রুমীদের (ইটালীয়দের) ভাষায় اَلْقِسْطَاسُ অর্থ ন্যায় ও ইনসাফ। اَلْقِسْطُ শব্দমূল হল القسط আর القسط অর্থ ন্যায়পরায়ণ। অপর পক্ষে القاسط এর অর্থ (কিন্তু) জালিম।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

. এই বাবটি বুখারী শরীফের সর্বশেস কিতাব كتاب التوحيد এর অধীনে মোট ৫৮ (আটান্নটি) বাবের সর্বশেষ বাব। আর এটাই বুখারী শরীফের সর্বশেস বাব। ইমাম বুখারী রহ স্বীয় রচিত বুখারী শরীফ كتاب الايمان দ্বারা শুরু করেছেন আর ايمان এর উপরই সমাপ্ত করেছেন। প্রথম কিতাব كتاب الايمان আর সর্বশেষ কিতাব كتاب لتوحيد যার উপর ঈমানের প্রাথমিক ভিত্তি। ইমাম বুখারী রহ স্বীয় কিতাব كتاب التوحيد দ্বারা সমাপ্ত করেছেন এই জন্য যে, তাওহীদ হলো মুক্তির সনদ। যে ব্যক্তি তাওহীদের উপর মৃত্যুবরণ করবে সে মুক্তি পারে অন্যথায় শাস্তির উপযুক্ত হবে। এই কারনেই ইমাম বুখারী রহ স্বীয় রচিত বুখারী কিতাব كتاب التوحيد দ্বারা শেষ করেছেন।

আল্লামা কাস্তাল্লানী রহ বলেন-

ولما فرغ المؤلف رحمة الله عليه من باب الوحى الذى هو كالمقدمة فهذا الكتاب الجامع شرح ذكر المقاصد الدينية وبدأ منها بالايمان الخ

অর্থাৎ, আল্লামা কাস্তাল্লানী রহ বলেন যে, কিতাবের মুসন্নিফ আল্লামা ইমাম বুখারী রহ كتاب الوحى যা এই জামে কিতাবের মুকাদ্দামা মতো থেকে ফারেস হলেন, তো এখন দীনী উদ্দেশ্যাবলী নিয়ে আলোচনা শুরু করলেন। আর اصحاب جوامع অর্থাৎ, যে সকল মুহাদ্দীসীনে কেরাম স্বীয় কিতাবে انواع ثمانية কে উল্লেখ তাদের নীতি হলো যে, তাঁরা তাঁদের কিতাব كتاب الايمان দ্বারা শুরু করে থাকেন। কেননা শরীয়তের আজ্ঞাবহ ব্যক্তির উপর সর্বপ্রথম ঈমান আনা ফরজ আর সকল ইবাদাত আমাল এর মানদন্ড হলো ঈমান। ঈমান ব্যতিত কারো কোন আমল কোন ইবাদাত আল্লাহ তাআলার নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না। শাশ্বত ও চিরন্তন জীবন এবং পরকালীন মুক্তি ঈমানের উপর নির্ভরশীল। ঈমান ও আক্বীদা হলো মূল ভিত্তি আর আমাল হলো তার শাখা-প্রশাখা। ঈমান হলো রুহ আর আমাল হলো তার শরীর। ঈাম হলো হাকীকত আর ইসলাম হলো তার সুরত। এই জন্যেই মুসান্নিফ রহ মোকাদ্দামা থেকে ফারেগ হওয়ার পর তাঁর কিতাব كتاب الايمان দ্বারা শুরু করেছেন।

كتاب الايمان এর পর আ'মাল ও ইবাদাত এর সম্পর্ক এভাবে বুঝুন যেভাবে হাদীস শরীফে রয়েছে الدنيا مزرعة الاخرة অর্থাৎ দুনিয়া হলো আখেরাতের শষ্যক্ষেত্র। এর দ্বারা উদ্দেশ্য খুবই সুস্পষ্ট যে, পরকালীন মুক্তির সনদ পার্থিক জীবনেই ব্যবস্থা করতে হবে।

কর্ষণের পদ্ধতি হলো এই যে, প্রথমে জমিনে বীজ বপন করা হয় অত:পর তার থেকে উদাসীন থাকা হয় না। অবহেলায় রেখে দেওয়া হয় না বরং জমিনে পানি সিঞ্চন করা হয়, সার্বক্ষণিক তার পরিচর্যা করা হয়, এবং ক্ষতিকর জিনিস সমূহ থেকে হেফাজত করা হয়। একদিকে জমিনে ফসল ফলানোর জন্য সার গোবর ও পানি দেওয়া হয় অপরদিকে ঘাস-আগাছা পরিস্কার করা হয় এবং প্রত্যেক প্রকার ক্ষতিকারক জিনিস সমূহের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা হয়-যেমন প্রাণী ও চুরদের হাত থেকে হেফাজত করা হয়।

এমনি ভাবে অন্তর ঈমানের বীজ বপন করার পর, তাতেউন্নতি, ও অগ্রগতির জন্য আ'মাল সালেহা, ইবাদাতের মাধ্যমে তাকে লালন-পালন করতে হয় পরিচর্যা করতে হয়। তবে সফলতার দ্বার উম্মোচিত হবে।

সারকথা হলো এই যে, ঈমান কে পূর্ণাঙ্গ করার জন্য আদিষ্টিত বিষয়াবলীর আমল করা এবং নিষিদ্ধ বিষয়াবলী থেকে বেঁচে থাকা জরুরী। এই জন্য কিতাবুল ঈমারেন পর আ'মাল ও ইবাদাতের আলোচনা করা হয়েছে। এখন দৃশ্যতই এই সামঞ্জস্যতা বুঝে আসে যে, ইমাম বুখারী রহ ঈমানের পরে كتاب الصلوة এর বর্ণনা এনেছেন। এই জন্য যে, ঈমান আনয়নের অর্থই হলো এই বান্দা নিজের উপর আল্লাহ তাআলার আনুগত্য, ইবাদাত আশ্যক করে নিয়েছে। আর সকল ইবাদাতের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত হলো নামায। তবে নামায সহীহ শুদ্ধ হওয়ার জন্য যেহেতু কিছু উসুল ও বিধানাবলী রয়েছে। যেগুলো ব্যতিত নামায হবে না, তাই ইমাম বুখারী রহ كتاب الايمانএর পরে كتاب العلم এর আলোচনা করেছেণ এবং তার ধীনে এমন একটি আয়াত এনেছেন, যেখানে ঈমানের পরে ইলমের কথা উল্লেখ রয়েছে-যেমন: আল্লাহ তাআলার বাণী

يَرْفَعِ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

এখন كتاب العلم এর পরে كتاب الصلوة এর আলোচনা করার প্রয়োজন ছিল। কেননা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত হলো নামায। আর এই ইবাদাতটা عام (ব্যাপক) কেননা, নামায আমীর গরীব, স্বাধীন, গোলাম, সুস্থ্য-অসুস্থ্য, মুসাফির, মুকীম সবার উপরই ফরজ। তাছাড়া হজ্জ, যাকাত, রোযার মতো অন্যান্য ইবাদাতের চেয়ে নামায অধিকারে বেশী আদায় করা হয়। কারণ নামায দৈনিক ৫ বার আদায় করতে হয়।

কোরআন কারীম ও হাদীস শরীফে ঈমানের পরে সাথে সাথে নামাযের বিধান বর্ণিত রয়েছে। যেমন-আল্লাহ তাআলার বাণী الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ

الحديث " بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، রাসূল ﷺ এর বাণী وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ "

এসকল প্রামানাদীর ভিত্তিতে كتاب العلم এর পরে كتاب الصلوٰة এর আলোচনা করা উচিৎ ছিল। কিন্তু যেহেতু নামাযের জন্য পবিত্রতা শর্ত আর শর্ত مشروط এরউপর অগ্রগামী হয়ে থাকে। এই জন্য সকল মুহাদ্দীসীন ও ফুকাহায়ে কেরাম كتاب الصلوٰة এর পূর্বে كتاب الطهارة এর আলোচনা করেছেন। এই তারতীবের চেয়ে ইমাম বুখারী রহ এর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, সুন্দর তারতীবকেই ভালো মনে হয়। فجزاء الله خير الجزاء

وقال مجاهد الخ: ইমামুত তাফসীর আল্লামা মুজাহিদ রহ বলেন যে قسطاس অর্থ عدل (ন্যায়বিচার) আর রোমীয় ভাষায় قسطاس অর্থ ইনসাফ।

প্রশ্ন : এখানে একটি প্রশ্ন হয় যে, কোরআন মাজীদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا الاية

"আমি একে আরবী ভাষায় কোরআনরূপে অবতীর্ণ করেছি। (ইউসুফ-০২)

কিন্তু ইমাম মুজাহিদ রহ এর উক্তি থেকে বুঝে আসেযে, কোরআন মাজীদের কিছু শব্দ ধারকৃত তথা অন্যভাষা থেকে আগত? অর্থাৎ সেটি প্রকৃতপক্ষে অন্যভাষার কিন্তু কোরআন মাজীদের তার ব্যবহার রয়েছে।

জবাবঃ পুরো কোরআন মাজীদে দু-চারটি অনারবী শব্দ দ্বারা কোন পার্থক্য বুঝে আসে না।

দ্বিতীয় জবাব : দুএকটি অনারবী শব্দ এসে যাওয়া মূলত তাওয়ারুদ তথা একি ধরনের দুটি শব্দ একত্রিত হওয়া।

আল্লামা কাস্তাল্লানী রহ বলেন- فلا ينافيه الفاظ نادرة أوهن من توافق اللغة দুএকটি দূর্লভ শব্দ এসে যাওয়া আয়াতের সাথ সাংঘর্ষিক নয় কিংবা এগুলো পরস্পর সমার্থবোধক। (কাস্তাল্লানী)

ইমাম বুখারী রহ ওযনে আ'মাল সত্য হওয়ার ব্যাপারে وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ এই আয়াতে কারীমা দ্বারা দলীল পেশ করেছেন। আরএখথা জানা গেল যে, ইমাম বুখারী রহ যেমনি ভাবে হাফেজুন হাদীস ছিলেন এমনিভাবে হাফেজুল কোরআনও ছিলেন। যেহেতু তরজমাতুল বাবে সূরা আম্বিয়ার وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ এর মধ্যে قسط শব্দ এসেছে, তাই হৈ সামঞ্জস্যতার ভিত্তিতে তিনি স্বীয় অভ্যাসানুযায়ী কোরআন মাজীদের এই মাদ্দা দ্বারা যে সীগা এসেছে তার তাহকীকও বর্ণনা করেদিয়েছেন। যেমন-সূরা শুআরার ১৮২ নং আয়াত, সুরা বানী ইসরাঈলের ৩৫ নং আয়াতে وزنوا بالقسطاس المستقيم এবং সঠিক দাঁড়িপাল্লায় ওজন করবে। এর দিকে ইশারা করে দিয়েছেন যে, قسطاس অর্থ: দাঁড়িপাল্লা। আর এতে রোমী ও আরবী উভয় ভাষা এক হয়ে গেছে।

موازين : مَوَازِيْنَ শব্দটি ميزان এর বহুবচন। অর্থ: দাঁড়িপাল্লা। ميزان মূলত موازين ছিল যার واو (ওয়াওকে) তার পূর্বের যের এর কারনে يای (ইয়া) দ্বারা পরিবর্তন করে দিয়েছে। আয়াতে কারীমার ميزان এর জন্য বহুবচনের সীগা ব্যবহার করা হয়েছে। তাই কোন কোন আলেম বলেন যে, আমল ওযন করার জন্য অনেক দাঁড়িপাল্লাহ ব্যবহার করা হবে। আর বহুবচনের সীগা হাকীকতের উপর প্রয়োগ হবে। আর এর দুটি সুরত হতে পারে প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য কিংবা প্রত্যেক আমালের জন্য ভিন্ন ভিন্ন দাঁড়িপাল্লা ব্যবহার করা হবে। এর মর্মার্থ হলো এই যে, আমল ওযন (পরিমাপ) করার জন্যঅনেক দাঁড়িপাল্লা ব্যবহর করা হবে। যেমন-ফরজ আমলসমূহের জন্য একটি, নফল আমলসমূহের জন্য আরেকটি, শারীরীক ইবাদাতের জন্য একটি আবার আর্থিক ইবাদাতের জন্য আরেকটি দাঁড়িপাল্লা ব্যবহার করা হবে। যেমনিভাবে দুনিয়াতে বিভিন্ন দাঁড়িপাল্লা রয়েছে যেমন কয়লা ওযন করার জন্য এক রকম দাঁড়পাল্লা, চাউল ওযন করার জন্য আরেক রকম দাঁড়িপাল্লা এবং স্বর্ণ রৌপ্য ওযন করার জন্য অন্য রকম দাঁড়িপাল্লা ইত্যাদি ইত্যাদি। এমনিভাবে কিয়ামত দিবসেও বিভিন্ন রকম দাঁড়িপাল্লা ব্যবহার করা হব।

কিন্তু অধিকাংম মুফাসিসরীন ও জমহুর মুহাদ্দীসীনের অভিমত হলো যে, দাঁড়িপাল্লা একটিই হবে।

والذی علیہ الاکثرون ان میزان واحد غیر عنه بلفظ الجمع للتفخم الخ

এখন আবার প্রশ্ন হয় যে, তাহলে বহুবচনের সীগা কেন আনা হয়েছে? এই প্রশ্নের কয়েকটি জওয়াব দেওয়া হয়েছে যথা:

(১) এখানে موازين শব্দটি ميزان এর বহুবচন নয় বরং موزون এর বহুবচন। আর موزون বলা হয় ঐসকল জিনিসকে যেগুলোকে ওযন করা হয়। উদ্দেশ্য হলো যে, আমল পরিমিত। যেমন-সূরায়ে রহমান এর-وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ এই আয়াতে কারীমার তাফসীরে আল্লামা মালালুদ্দীন মহল্লী রহ বলেন- ای لا تنقصوا الموزرن

(২) موازين কে বহুবচন হিসাবে আনা হয়েছে তাযীম ও সম্মানের জন্য। অর্থাৎ, সেই দাঁড়িপাল্লা অনেক বড় হবে যেমন-আবুল কাসেম রহ হযরত সালমান রহ থেকে বর্ণনা করেন যে, দাঁড়িপাল্লার দুটি পাল্লা হবে একটি পাল্লাতে আসমান ও যমিনকে পরিমাপ করা যাবে।

তাফসীরে মাজহারীতে হযরত সালমান ফামী রহ থেকে একটি হাদীস বর্ণিত রয়েছে যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন কিয়ামতের দিন আমল ওযন করার জন্য যে দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করা হবে তা এত বড় হবে এত প্রশস্ত হবে যে, তাতে আকাশ ও যমিনকে পরিমাপ করা যাবে।

আর সম্মানার্থে বহুবচনের সীগার ব্যবহার কোরআন মাজীদ দ্বারা প্রমাণিত-যেমন আল্লাহ তাআলার বাণী- كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ নূহের আ সম্প্রদায় রাসূলগণকে মিথ্যারোপ করেছে। (সূরা শুআরা,-১০৫)

এখানে বলা হয়েছে যে, নূহ আ এর সম্প্রদায় রাসূলগণকে মিথ্যারোপ করেছে অথচ তাদের নিকট শুধুমাত্র একজন রাসূল হযরত নূহ আ কে প্রেরণ করা হয়েছিল। তিনি ব্যতীত অন্য কোন নবী রাসূল প্রেরণ করা হয়নি।

(৩) বণী আদমের সংখ্যার ভিত্তিতে বহুবচনের সীগা আনা হয়েছে তাছাড়া আমলের সংখ্যার ভিত্তিতেও বহুবচনের সীগা আনা হয়েছে। কেননা, হযরত আদম আ থেকে শুরু করে কেরামত পর্যন্ত সকল মাখলুক যার সংখ্যা সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন। তাদের সকলের আমলকে এই দাঁড়িপাল্লা দ্বারা পরিমাপ করা হবে। যেমন-আল্লাহ তাআলার বাণী-

فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ () فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ () وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ () فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ

অর্থাৎ অতএব যার পাল্লা ভারী হবে, সে সুখীজীবন যাপন করবে, আর যার পাল্লা হালকা হবে,

তার ঠিকানা হবে হাবিয়া। (আল কারিআহ-৬-৯)

قسط অর্থ: আদল ইনসাফ। মতলব হলো এই যে, এই দাঁড়িপাল্লা ন্যায় ইনসাফের সাথে ওযন (পরিমাপ) করবে। সামান্যতম কম বা বেশী হবে না। আর এখানে قسط টি موازين সিফাত।

প্রশ্ন : এখানে একটি প্রশ্ন হয় যে, قسط শব্দটি একবচন আর موازين শব্দটি বহুবচন। সুতরাং বহুবচনের সিফত একবচন কিভাবে হতে পারে?

জবাব:

(১) قسط শব্দটি মাসদার। আর তাতে واحد ও جمع সব জায়েয। যেমন বলা যায়- ميزان قسط. ميزانان قسط. موازين قسط (শরহে ইবনে বাত্তাল)

(২) قسط একটি মাদার আর তার مضاف উহ্য। যেমন-ذات القسط ليوم القيامة আর ليوم القيامة এর লাম বর্ণটি তালীল তথা কারণ বর্ণনা করার জন্য আর مضاف টি উহ্য। অর্থাৎ, لحساب يوم القيامة

وان اعمال بني ادم و قولهم يوزن : বনী আদমের সকল আমল সকল কথা ওযন করা হবে। যদি باب শব্দটিকে مضاف পড়া হয় তাহলে ان হামযা বর্ণে যবর দিয়ে হবে। আর এটাই সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য ও প্রসিদ্ধ। কিন্তু যদি باب শব্দটি তানবীন সহ পড়া হয় তাহলে ان হামযা বর্ণে যের দ্বারা হবে।

وقولهم : কোন কোন নুসখায় **وقوالهم**, বহুবচনের সীগা দ্বারা উল্লেখ রয়েছে। এটাই অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ। কেননা তার **معطوف عليه** টি বহুবচনের সীগা।

হাফেজ আবুল কাসেম রহ স্বীয় সূনানে উল্লেখ করেন যে, হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন দাঁড়িপাল্লার জন্য একজন ফেরেস্তা নির্ধারিত হবে এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে সেই দাঁড়িপাল্লার সামনে আনা হবে, যদি তার নেকীর পাল্লা ভারী হয়ে যায়, তাহলে ফেরেস্তা আহ্বান করবে যা সমস্ত হাশরবাসী শুনতে পাবে যে অমুক ব্যক্তি সফলকাম হয়ে গেছে। সে আর কখনো বঞ্চিত হবে না

আর যদি নেকীর পাল্লা হালকা হয়, তাহলে এই ফেরেস্তা আহ্বান করবে যে, আমুক ব্যক্তি হতভাগ্য, দূর্ভাগ্য সে বঞ্চিত হয়ে গেছে, সে আর কামিয়াব ও সফলকাম হবে না। যেমন সুরায়ে মুমিনুন এ রয়েছে যে,

فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (۰) وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ

অর্থাৎ, যাদের পাল্লা ভারী হবে, তারাই হবে সফলকাম, আর যাদের পাল্লা হালকা হবে তারাই নিজেদের ক্ষতিসাধন করেছে, তারা দোযখেই চিরকাল বসবাস করবে। (মু'মিনুন-১০২-১০৩)

হযরত আবু কাসেম লালকাই রহ হযরত হুযায়ফা রাযি. থেকে মাওকুফ ভাবে রেওয়ায়াত করেছেন যে, এই ফেরেস্তা যিনি দাঁড়িপাল্লার জন্য নির্ধারিত হবেন-তিনি হলেন হযরত জিবরাঈল আ। (কাস্তাল্লানী)

দাঁড়িপাল্লা এবং আমল ওযন করার পদ্ধতি :আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত এর সর্বজন স্বীকৃত আক্বীদা ও ঈমান হলো মিযান সত্য।কিয়ামত দিবসে বনী আদমের আমল ওযন করা হবে।

শরহে আকাইদ নাসাফীতে রয়েছে যে,

الوزن حق والميزان عبارة عما يعرف به مقادير الاعمال والعقل قاصر عن ادراك كيفيته

অর্থাৎ আমলের ওযন করা হবে এটা সত্য আর দাঁড়িপাল্লা হলো এমন এক যন্ত্র যার দ্বারা আমলের ওযন পরিমাপ করা হবে কিন্তু মানুষের জ্ঞান এর পূর্ণ অবস্থা ও সুরত উপলব্ধি করতে অক্ষম।

তবে মু'তাযিলারা দাঁড়িপাল্লাকে অস্বীকার করে অথচ তাদেরএই ভ্রান্ত বিশ্বাস কোরআন কারীম সহীহ হাদীস এবং ইজমায়ে উম্মতের বিরোধ। কোরআন মাজীদে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে যে,

وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ () وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ
الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ

অর্থাৎ, আর সেদিন যথার্থই ওযন হবে। অত:পর যাদের পাল্লা ভারী হবে, তারাই সফলকাম হবে। এবং যাদের পাল্লা হালকা হবে, তারাই এমন হবে যারা নিজেদের ক্ষতি করেছে। কেননা তারা আমার আয়াতসমূহের প্রতি অবিচার করতো। -(আল আ'রাফ-০৮-০৯)

(আয়াত সমূহের হক ও ইনসাফ ছিল এই যে, আয়াত সমূহের উপর ঈমান আনা ও তা কবুল করা কিন্তু এই কাফের মুশরিকরা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে নিজেদের উপর জুলুম করেছে)।

আল্লাহ তাআলা অন্যত্র ইরশাদ করেন- وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ "আমি কিয়ামত দিবসে ন্যায়বিচারের মানদন্ড (পাল্লা) স্থাপন করব। (আম্বিয়া-৪৭)

মুতাযিলারা বলে যে, আমল হলো اعراض যার কোন শরীর নেই তাই তা ওযন করা সম্ভব নয়। আর কোরআনের আয়াত সমূহের মনগড়া ভ্রান্ত ব্যাখ্যা করে বলে ميزان অর্থ আদল (عدل) ন্যায় বিচার কেননা اعراض কে ওযন করা সম্ভব নয়। অথচ হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. হাদীস থেকে সুস্পষ্ট বুঝে অসে যে, আমলকে অন্যান্য বস্তুর ন্যায় দেহ, সুরত আকৃতি দিয়ে ওযন করা হবে।

وقد روى بعض المتكلمين عن ابن عباس رضى الله عنهما ان الله تعالى يقلب الاعراض اجساما فيزنها اوتوزن صحفها الخ

আমলনামা ওযন করা হবে এবং হাদীসুলবিতাকা

প্রশ্ন : মু'তাযিলাদের এই আপত্তি যে, আমল হলো اعراض তাহলে তা ওযন করার মতলব কি?

উত্তর : আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত এর জবাবে বলেন যে, আমলনামা পরিমাপ করা হবে। আর আল্লামা কাস্তাল্লানী রহ বলেন যে,

ويؤيدهذا احديث البطاقة المروى فى الترمذى وقال حسن غريب وابن ماجة وابن حبان فى صحيحه والحاكم والبيهقى من حديث عبدِ الله بنِ عَمرو بنِ العاصِ رضى اللهُ عنهما اَنَّ رسول الله صلى الله قال اِنَّ الله يستخلِصُ رَجُلًا مِنْ اُمَّتِى عَلٰى رُؤُوسِ الخلائق يوم القيامة فينشرُ تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ سِجِلًّا كُلُّ سجلٍ مثلُ مَدِّ البَصرِ ثُمَّ يقول اَتُنْكِرُ مِنْ هٰذا شيئًا ؟ اَظَلَمَكَ كَتَبَتِىَ الحافظون؟ فيقول لايارب فيقول افلك عذر؟ فقال لا يارب فيقول الله تعالى بَلٰى اَنَّ لك عندنا حسنة فانه لا ظلم عليك فتخرج بطاقة فيها اشهد ان لااله الا الله واشهد ان محمدا عبدهٗ ورسوله فيقول احضر وزنك فيقول يارب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات فيقول فانك لاتظلم فتوضع السجلات فى كفة والبطاقة فى كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيئ قس . ص : ٦٢٨، ج : ١٥)

আল্লামা কাস্তাল্লানী রহ এর বক্তব্যের সারকথা হলো এই যে, আল্লাহ তাআলা কিয়ামত দিবসে সকলের সামনে আমার উম্মতের মধ্য থেকে এক ব্যক্তিকে উপস্থিত করবেন এবং তার সামনে নিরানব্বইটি (৯৯) আমলনামা খোলে দেওয়া হবে। আর প্রত্যেকটি আমলনামা দৃষ্টির শেষ সীমানা পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। অত:পর তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে এই আমলনামা সমূহের লিখিত কোন বিষয়কে কি তুমি অস্বীকার করো? আমার দায়িত্বশীল ফেরেস্তারা কিতোমার উপর জুলুম করেছে? (যে তুমি কোন গোনাহ করোনি কিন্তু লিখে দিয়েছে বা যতটুকু গোনাহ করেছ তার চেয়ে বেশি লিখে দিয়েছে?) তখন জবাবে ঐ ব্যক্তি বলবে-ইয়া রব! না, এমন না। (অর্থাৎ তখন অস্বীকার করার সুযোগ থাকবে না, এবং ফেরেস্তাগণও তার প্রতি কোন জুলুম বা অন্যায় করেনি) পুনরায় আবার তাকে বলা হবে-এ ব্যাপারে কি তোমার নিকট কোন ওজর রয়েছে? (অর্থাৎ, এই বদ আমল সমূহ করার ব্যাপারে কি তোমার কোন ওযর রয়েছে?) জবাবে ঐ ব্যক্তি বলবে لايارب হে রব! না আমার কোন ওজর নেই। তখন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করবেন-আমার নিকট তোমার একটি নেকী বিদ্যমান রয়েছে, আজ তোমার উপর কোন জুলুম করা হবে না। তখন কাগজ বের করা হবে যেখানে اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده و رسوله লিখা থাকবে। আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ইরশাদ করা হবে যাও এই কাগজটাকে ওযন করিয়ে নাও। তখন ঐ ব্যক্তি বলবে হে রব! এতএত গোনাহের দফতরের বিপরীতে এই ছোট টুকরাটি আর কিউপকারে আসবে।

অত:পর ঐ সকল আমলনামাগুলোকে এক পাল্লায় রাখা হবে (এবং বলা হবে তোমার উপর কোন জুলুম করা হবে না) আর সেই ছোট টুকরাটিকে অন্য পাল্লায় রাখা হবে। তখন ঐ গোনারেহ আমলমানার পাল্লা হালকা হয়ে গেছে এবং ছোট টুকরাটির পাল্লা ভারী হয়ে যাবে। মোটকথা বাস্তবতা হলো এই যে, আল্লাহ তাআলার নামের বিপরীতে কোন জিনিসই ভারী হতে পারে না। (কাস্তাল্লানী-খন্ডঃ ১৫, পৃ.: ৬২৮)

এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়ে গেল যে, আমলনামাসমূহ পরিমাপ করা হবে।

মু'তাযিলাদের মূলত আপত্তি ছিল এই যে, আমল হলো -اعراض । যার কোন শরীর দেহ নেই সুতরাং এগুলোকে ওযন করা অসম্ভব। তাদের প্রশ্নের একটি জবাব তো হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. এর হাদীস দ্বারা পরিস্কার হয়ে গেছে যে اعراض কে শরীর বিশিষ্ট বানিয়ে ওযন করা হবে। কারণ আল্লাহ তাআলা সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাবান। আর দ্বিতীয় জবাব হাদীসে কিত্বাকা দ্বারা পরিস্কার হয়ে গেছে যে, আমল নামাসমূহ اعراض নয় বরং শরীর বিশিষ্ট। তাই এ ব্যাপারে মু'তাযিলাদের সেই যৌক্তিক প্রশ্নও আর উত্থাপিত হবে না। والله اعلم

সম্প্রতিকালে তো বিভিন্ন জিনিস ওযন করার জন্য এমন সব যন্ত্র আবিস্কার করা হয়েছে যার দ্বারা মু'তাযিলাদের মূর্খতা ও অজ্ঞতা খুব পরিস্কার ভাবে বুঝে আসে। যেমন-থার্মোমিটার যার দ্বারা জ্বর মাপা হয়। এমনিভাবে আলো, হাওয়া, গরম , ঠান্ডা এসব জিনিসও মাপা যায়। এমনকি টায়ার টিউব এর মধ্যে হাওয়া মেপে ভর্তি করা হয়। এমনিভাবে যুক্তিপূজারীরা বলে থাকে যে, কথা ওযন করা অসম্ভব। কেননা, কথা মুখ থেকে বের

হয়ে বাতাসে মিলিয়ে যায়, তার অস্তিত্বও বাকী থাকে না, তাহলে তা কিভাবে ওযন করা হবে। কিন্তু বর্তমানে বিজ্ঞানের এই উন্নতির যুগে টেরেকর্ড দ্বরা তাদের সেই যুক্তি মুর্খতার পর্যাবসিত হয়েছে। কেননা, টেপরেকর্ড দ্বারা অনেক যুগ আগের কথাও হুবহু শোনা যায়।

দাঁড়িপাল্লা স্থাপনের উদ্দেশ্য

এটা জ্ঞাত বিষয় এবং এটাই ঈমান ও বিশ্বাস যে, আল্লাহ তাআলা দৃশ্য ও অদৃশ্য সবকিছু সম্পর্কে অবগত রয়েছেন। তিনি তো সব বিষয়ে জানেন। তিনি সর্ব বিষয়ে খবর রাখেন, তিনি সর্ববিষয়ে শোনেন এবং দেখেন। তাহলে আর আমল ওযন করার জন্য দাঁড়িপাল্লা কেন স্থাপন করতে হবে? আর দাঁড়িপাল্লা স্থাপনের উদ্দেশ্যই বা কি?

জবাব : বান্দাদের আমল এবং ফেরেস্তাদের লিখিত আমলনামা ওযন করার জন্য দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করা হবে এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। এটা সত্য যে সমগ্রবিশ্বের ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্র প্রতিটি অনুকণা পর্যন্ত সবকিছুর সংবাদ আল্লাহ তাআলার নিকট রয়েছে। কিন্তু দাড়িপাল্লা স্থাপন এবং আমল ওযন করার দ্বারা ন্যায়বিচার এবং চূড়ান্তপর্যায়ের ইনসাফ প্রকাশ করাই উদ্দেশ্য। কেননা, আল্লাহ তাআলা স্বীয় প্রনয়নের মাধ্যমে সকল ফায়সালা এমনভাবে সম্পাদন করবেন যে, কারো কোন যোগ-অনুযোগ করা তো দূরের কথা দম পালানোরও সুযোগ থাকবে না। সেদিন প্রত্যেক মানুষ জগৎ উজালাকারী সূর্যের ন্যায় আল্লাহ তাআলার ইনসাফভিত্তিক, ন্যায়সঙ্গত-ফায়সালা দেখতে পাবে। আর সকলেই বুঝতে পারবে সকল নবীগনের উপস্থিতি। ফেরেস্তাগণের সাক্ষ্য, স্বয়ং প্রত্যেক ব্যক্তির অঙ্গ-প্রতঙ্গের সাক্ষ্য এবং আমলনামাসমূহ লিপিবদ্ধ বিষয়যা কিয়ামত দিবসে কর্মসম্পদনকারীদের হাতে হাতে দিয়ে দেওয়া হবে। আর প্রত্যেকেই নিজ নিজ আমলনামা পড়ে নিবে। এ ব্যাপারে হুকুম দেওয়া হবে اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا পাঠ কর তুমি তোমার কিতাব। আজ তোমার হিসাব গ্রহণের জন্য তুমিই যথেষ্ট। (সুরা বনী ইসরাঈল-১৪)

মোটকথা সৃষ্টজীবের উপর প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করাই আমল ওযন করা ও আমলনামার হিসাব গ্রহণ করার উদ্দেশ্য। যাতে প্রত্যেকেই বুঝতে পারে, জানতে পারে যে, আমাদের কারো উপর জুলুম করা হয়নি। হযরত আনাস রাযি. থেকেএকটি হাদীস বর্ণিত আছে যে,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَضَحِكَ. فَقَالَ: «هَلْ تَدْرُونَ مِمَّ أَضْحَكُ؟» قَالَ قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: " مِنْ مُخَاطَبَةِ الْعَبْدِ رَبَّهُ. يَقُولُ: يَا رَبِّ أَلَمْ تُجِرْنِي مِنَ الظُّلْمِ؟ قَالَ: يَقُولُ: بَلَى. قَالَ: فَيَقُولُ: فَإِنِّي لَا أُجِيزُ عَلَى نَفْسِي إِلَّا شَاهِدًا مِنِّي. قَالَ: فَيَقُولُ: كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ شَهِيدًا. وَبِالْكِرَامِ الْكَاتِبِينَ شُهُودًا. قَالَ: فَيُخْتَمُ عَلَى فِيهِ. فَيُقَالُ لِأَرْكَانِهِ: انْطِقِي. قَالَ: فَتَنْطِقُ بِأَعْمَالِهِ. قَالَ: ثُمَّ يُخَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَلَامِ. قَالَ فَيَقُولُ: بُعْدًا لَكُنَّ وَسُحْقًا. فَعَنْكُنَّ كُنْتُ أُنَاضِلُ"

হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমরা একদা রাসূল ﷺ এর কাছে উপবিষ্ট ছিলাম এমন সময় তিনি হাসতে লাগলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন তোমরা কি জানো আমি কেন হাসছি? হযরত আনাস রাযি. বলেন যে, আমরা উপস্থিত সবাই আরয করলাম, আল্লাহ তআলা ও তাঁর রাসূল ﷺ -ই ভালো জানেন। তখন তিনি বললেন আমি বান্দাদের স্বীয় প্রতিপালকের সাথে কথোপকথনের কারনে হাসতেছি। কেননা, বান্দা তার পওয়ারদিগার কে বলবে হে আমার মালিক! আপনি আমাকে জুলুম থেকে মুক্তি দিবেন, তথা আপনি কি আমার সাথে ন্যায় বিচার করবেন? (অর্থাৎ, আপনি তো প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে আমি কারো উপর জুলুম করব না- وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ আমি বান্দাদের উপর জুলুম করিবো না"। অর্থাৎ আমাদের এখানে কোন জুলুমের অস্তিত্ব নেই যেসকল ফায়সালা হবে তা অত্যান্ত প্রজ্ঞাপূর্ণ ও ইনসাফপূর্ণই হবে।)

জবাবে আল্লাহ তাআলা বলবেন-হ্যাঁ। কারো উপর জুলুম করা হবে না। রাসূল ﷺ বলেন বান্দা আবার বলবে যে, আমি আমার নিজের ব্যাপারে স্বীয় সত্বার সাক্ষ্য ব্যতীত অন্য কারো সাক্ষ্যকে বৈধ মনে করব না। রাসূল ﷺ বলেন তখন পরওয়ারদিগার বলবেন كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا

"আচ্ছা ঠিক আছে-আজ তোমার জন্য তোমার নিজের সাক্ষীই যথেষ্ট এবং কিরামান কাতেবিনের সাক্ষী। রাসূল ﷺ বলেন যে, অত:পর সেই বান্দার মুখে মহর লাগিয়ে দেওয়া হবে এবংতার হাত পা কে নির্দেশ দেওয়অ হবে। তোমরাই সব বল-তোমার বার সকল কর্মের কথা বলে দাও। এরপর বান্দাকে কথা বলার অনুমতি দেওয়া হবে। তখন বান্দা স্বীয় হাত-পাকে বলবে দূর হও কমবখত, দূর্ভাগ্য তোমাদের। আমি তোমাদের জন্যাই ঝগড়া করতেছিলাম। (আমি তোমাদেরকে দোযখ থেকে বাঁচাতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তোমরা নিজেরাই স্বীয় গোনাহের স্বীকারোক্তি দিয়েদিয়েছ, বেশ ভালো এখন তো দোযখে যাও।)

কাদের আমল পরিমাপ করা হবে?;

আল্লামা কাস্তাল্লানী রহ বলেন–

ثم ان ظاهر قول البخاری : وانّ اعمال بنی آدم وقولهم يوزن التعميم وليس كذٰلك بل خص منهم

من يدخل الجنة بغير حساب الخ

অর্থাৎ, ইমাম বুখারী রহ এর উক্তি ان اعمال بنی ادم الخ দ্বারা স্বাভাবিক ভাবেই ব্যাপকতা বুঝে আসে যে, সমস্ত মানুষের আমল সমূহও কথাসমূহ ওযন করা হবে। কিন্তু বাস্তবতা এমন নয়। কেননা, সত্তর (৭০) হাজার মানুষ কোন রকম হিসাব কিতাব ব্যতীতই জান্নাতে প্রবেশ করবে, তাদের আমল পর্যন্ত ওযন করা হবে না । যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-

ولقد وعدنی ربی سبحانه ان يدخل الجنة من امتی سبعين الفا لا حساب عليهم ولا عذاب مع كل الف سبعون الفا وثلاث حثيات

من حثيات ربی عز وجل (ابن ماجه ج : ص :)

এই হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, সত্তর (৭০) হাজার ব্যক্তি যারা কোন প্রকার শাস্তি ও কোন হিসাব কিতাব ছাড়াই জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর এই প্রত্যেক হাজারের সাথে আরো সত্তর (৭০) হাজার করে হবে।

আল্লামা কুবতুবী রহ বলেন- যার বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে তাঁদের জন্য কোন দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করা হবে না। যেমনিভাবে কাফেররা বিনা হিসাবে জাহান্নামে যাবে তাদের জন্যও কোন দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করা হবে না। যেমন-আল্লাহ তাআলা বলেন-

يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ

অপরাধীদের পরিচয় পাওয়া যাবে তাদের চেহারা থেকে, অত:পর তাদের কপালের চুল

ও পা ধরে টেনে নেওয়া হবে। (সূরা আর রহমান-৪১)

(অর্থাৎ চেহারার কৃষ্ণতা ও চোখের নীলাভ দেখেই অপরাধীদের চিনা যাবে, যেমন-মু'মিনদেরকে সেজদার চিহ্ন ও অজুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ঔজ্জ্বল্য দেখে চেনা যাবে।)

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ বলেন-

ইমাম বুখারী রহ এর উক্তিতে তো ব্যাপকতা সুস্পষ্ট। তবে দুটি দল এর অন্তর্ভুক্ত নয়-তাদের একটি হলো কাফের যাদের কুফুরী ব্যতীত কোন গোনাহ নেই এবং কোন নেক আমলও নেই। তাদের জন্য দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করা হবে না। কেননা, তারা বিনা হিসাবে জাহান্নামে যাবে। আর দ্বিতীয় দলটি হলো মুমিনদের ঐ সকল ব্যক্তিবর্গ যাদের কোন গোনাহ নেই বরং রয়েছে তাদের অনেক অনেক সওয়াব। তাদের জন্যও কোন দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করা হবে না। কেননা তারা বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। যেমনটা রয়েছে (৭০) সত্তর হাজারের বর্ণনায়। আর আল্লাহ তাআলা যাকে ইচ্ছা তাকেও তাদের সাথে যুক্ত করতে পারেন। আর তারা বাতাস তড়িত্ব বিদ্যুৎ গতীতে পুলসিরাত অতিক্রম করবে।কাফের ও মুমিনদের এই দুই দল ব্যতীত বাকী সকলের হিসাব কিতাব নেওয়া হবে। তাদের সকল আমল দাঁড়িপাল্লায় পরিমাপ করা হবে।-ফাতহুল বারী- খন্ড: ১৩; পৃ. ৪৬৩।)

সারকথা :

(১) সকল মানুষের আমল ও কাজ পরিমাপ করা হবে না বরং কিছু ব্যক্তি এমন হবেন যারা বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবেন। যেমন হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত আছে যে,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «يَدْخُلُ مِنْ أُمَّتِي الْجَنَّةَ سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ» . فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ. ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. قَالَ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ» . ثُمَّ قَامَ آخَرُ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ. ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ: «سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ

(২) আর কিছু কাফের এমন রয়েছে যারা বিনা হিসাবে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। আর তারা হলো ঐ সকল কাফের যারে কোন নেক আমল থাকবে না।

মোটকথা জমহুর সুহাদীন ও মুফসিসরীন এর অভিমত হলো যে মূল আমলসমূহকে শরীরবিশিষ্ট করা হবে এবং পৃথকভাবে দেহ অবয়ব দেওয়া হবে অত:পর তা ওযন (পরিমাপ) করা হবে। যেমন-আয়াতে কারীমায় এসেছে যে, وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا "তারা তাদের কৃতকর্মকে সামনে উপস্থিত পাবে"। (সূরা কাহফ-৪৯)

এই আয়াতে কারীমা দ্বারা বিষয়টি আরো জোড়ালো হয়।

বর্তমানে তো বিভিন্ন জিনিস ওযন করার জন্য বিভিন্ন রকমের যন্ত্রপতির আবিস্কার হয়েছে, যার দ্বারা মুতাযিলাদের মূর্খতা সূর্যের ন্যায় সুস্পষ্ট হয়ে গেছে এবং তাদের যৌক্তিক দাবী মিথ্যায় পর্যবসিত হয়েছে। যেমন- থার্মোমিটার যা দিয়ে জ্বর-শরীরের তাপ মাপা হয় ইত্যাদি।

আ'মালের হিসাব পরিসংখ্যান

ইমাম তিরমিযি রহ হযরত আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণনা করেন যে,জৈনক এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সামনে এসে বসল এবং বলল ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার দুটি গোলাম রয়েছে যারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলে, লেনদেনের ক্ষেত্রে খেয়ানত করে এবং আমার কথা অমান্য করে। কিন্তু এর বিপরীতে আমি তাকে ধমক বা কটু কথাও বলেছি এবং হাত দ্বারা প্রহারও করেছি। তাহলে এখন আমার ও গোলামদের মধ্যকার ইনসাফ কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঐসকল গোলামদের নাফরমানী খেয়ানত ও অবাধ্যতা পরিমাপ করা হবে অত:পর তোমার গালি-গালাজ ও মারপিটও ওযন পরিমাপ করা হবে। যদি তোমার দেয়া শাস্তি ও তারঅন্যায় অপরাধ সমান-সমান হয়ে যায় তাহলে তো ব্যাপারটা সমান সমানই হবে। আর যদি তোমার দেওয়া শাস্তি তাদের অপরাধের চেয়ে কম প্রমাণিত হয়, তাহলে তো তোমার দয়া গণনা করা হবে। পক্ষান্তরে যদি তোমার দেয়া শাস্তি তাদের অপরাধের চেয়ে বেশী হয়ে যায়, তাহলে তুমি যে পরিমাণ বেশী শাস্তি দিয়েছ সেই পরিমাণ প্রতিশোধ বদলা নেওয়া হবে।

অত:পর এই ব্যক্তি রাসূল ﷺ এর সামনে থেকে উঠে গিয়ে পৃথক একটি স্থানে গিয়ে বসল এবং কাঁদতে লাগল। তখন রাসূল ﷺ তাকে বললেন, তুমি কি কোরআনের এই আয়াত পড়নি-

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ

সেই ব্যক্তি আরয করল এখন তো আর আমার জন্য তাকে আযাদ করে দেওয়া ছাড়া বাঁচার আর কোন পথ নেই যে, আমি এই হিসাব এর চিন্তা-পেরেশানী থেকে পরিত্রান পাবো। (তিরমিযি শরীফ-/ ১৪৫ পৃ.)

وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ. الْمُقْسِطِ وَ هُوَ الْعَادِلُ অর্থাৎ, বলা হয়ে থাকে যে, مقسط এর মাসদার (ক্রিয়ামূল) যার অর্থ হলো: ন্যায়বিচার। বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকার আল্লামা আইনী রহ ইসমাঈলীর প্রশ্ন নকল করেছেন যে, مقسط শব্দটি قسط থেকে যার মাসদার আসে اقساط- অর্থ: ইনসাফ ন্যায় বিচার করা। তাহলে مقسط এর মাসদার قسط হওয়া কিবাবে সহীহ হবে? অত:পর তিনি নিজেই আল্লামা কিরমানী ররহ (শহরে বুখারী) এর জবাব নকল করেছেন যে قسط টি مقسطএর মাসদার محذوف الزوائد এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যে, قسط এর অর্থ এবং مقسط এর মাসদার اقساط এর অর্থ এক. যেন قسط টা اقساط এর অর্থে যা مقسط এর মাসদার।

وَاَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ : আর قاسط অর্থ: জুলুমকারী অন্যায়কারী। এর দ্বারা وَاَمَّا الْقَاسِطُوْنَ فَكَانُوْا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا (আর যারা অন্যায়কারী, তারা তো জাহান্নামের ইন্দন) সুরা জিন-১৫ এই আয়াতে কারীমার দিকে ইশারা করা হয়েছে।

আর এই আয়াতে কারীমায় قاسط অর্থ: বেইনসাফ, জুলমকারী। তাই একদল আলেমের তাহকীক হলো যে, قسط শব্দটি عدل (ন্যায়; ইনসাফ) ও جور (অন্যায়; জুলুম) এর মাঝে মুথারিফ)

আর কেউ কেউ বলেন যে, قسط শব্দটি ঐ সকল ইসিমের অন্তর্ভুক্ত যেগুলো বিপরীতমুখী দুটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন- بيع ইত্যাদি। আরো একটি অভিমত হলো এই যে, قسط (ক্বাফ বর্ণে যের দিয়ে) অর্থ: عدل ন্যায় বিচার। দলীল: কোরআন শরীফের আয়াত وَاِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ "যদি ফয়সালা করেন, তাহলে ন্যায় ভাবে ফয়সালা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা সুবিচারকারীদেরকে ভালোবাসে। -(আল মায়েদাহ-৪২)

আর قسط এর ক্বাফ বর্ণে যবর দিয়ে অর্থ: হবে জুলুম অন্যায়, আর এই সুরতে قاسط এর মাসদার ক্বাফ বর্ণে যবর দ্বারা হবে।

حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِشْكَابَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كَلِمَتَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمٰنِ، خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ "

সহজ তরজমা

৭০৭৩. আহমাদ ইবনে আশকাব রহ... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : দু'টি কালেমা রয়েছে, যেগুলো দয়াময় আল্লাহর কাছে অতি প্রিয়, উচ্চারণে খুবই সহজ (আমলের) পাল্লায় অত্যন্ত ভারী। (বাণী দু'টি হচ্ছে), সুবহানাল্লাহি ওয়অ বিহামদিহি সুবহান্নাল্লাহিল আযীম'- আমরা আল্লাহ তা'আলার প্রশংসাসহ তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করছি, মহান আল্লাহ্ অতীব পবিত্র।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবর সাথে হাদীসের ثقليلتان في الميزان এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

তাশরীহ : তরজমাতুল বাব হলো- وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ আর হাদীস শরীফে ميزان এর কথা তো সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে, আর আমলের পরিমাপের কথা।

হাদীসের পূণরাবৃত্তি : হাদীসটি বুখারী শরীফ: ১১২৮, ১১২৯ পৃ.; পূর্বে: ৯৪৮, ৯৮৮ পৃ.। তাছাড়া মুসলিম শরীফ : ২য় খন্ড, ৩৪৪ পৃ.; তিরমিযি শরীফ : ২য় খন্ড, আর ইবনে মাজাহ শরীফ।

হাদীসের 'রাবী' পরিচয় :

(১) احمد بن اشكاب এর إشكاب শব্দের 'হামযা' বর্ণে যের ও যবর উভয়টা দিয়ে شين (শীন) বর্ণে সুকূন দিয়ে এরপর الف ও با সহ। এটি গাইরে মুনসারিফ। আবার কেউ কেউ বলেন মুনসারিফ। (কাস্তাল্লানী)অর্থাৎ اشكاب শব্দটি علم ও عجمه এর কারনে গাইরে মুনসারিফ আর কেউ কেউ আবার এটিকে আরবী বলে থাকেন তাই তাদের মতে اشكاب মুনসারফ কোন না এই সুরতে শুধু একটি সবব তথা علم পাওয়া যায়। اشكاب হলো তাঁর উপাধি, নাম হলো مجمع আর উপনাম হলো আহমাদ আবু আব্দুল্লাহ। তাঁর সাথে ইমাম বুখারী রহ এর ২১৭ হিজরীতে মিশরে সাক্ষাৎ হয়েছিল। আর তিনি ২১৭ হিজরী মনান্তরে ২১৮ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। আবার কেউ কেউ বলেন তিনি ২১১ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। والله اعلم

(২) محمد بن فضيل শব্দের فضيل বর্ণে পেশ ও ضا বর্ণে যবর দিয়ে শব্দটি مصغر তিনি স্বীয় পিতা এবং ইসমাঈল ইবনে আবি খালেদ, উমাা ইবনে কা' কা' আরো অন্যান্যদের থেকে রেওয়ায়াত করেছেন। মুহাম্মদ ইবনে

ফুজাইলের উপর শিয়াঈ মতাদর্শীর অপবাদ দেওয়া হয়েছে। কোন কোন মুহাদ্দিস এটাকে সত্যায়ন কচ্ছেন আবার কেউ কেউ শিয়াঈ মতবাদের বিষয়টিকে প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছেন। বাস্তবসম্মত কথা হলো এই যে, যাঁরা আহলে বায়তের সাথে বিশষ সম্পর্ক যানতেন এবং আহলে বায়তের প্রতি অধিক ভালোবাসা প্রদর্শন করতেন তাঁদের কেউ শিযাঈ বলে অপবাদ দেওয়া হলো, অথচ তাঁরা শিয়াঈ ছিলেন না। চিন্তার বিষয় হলো এই যে, সুফিয়ান ছাওরী রহ ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ ইমাম ইসহাক ইবনে রাহওয়াই রহ এর মতো মহৎ বড় বড় মুহাদ্দিসগণও তাঁদের থেকে হাদীসে বপনা করেছেন। আর ইমাম বুখারী রহ সেই হাদীসসমূহকে স্বীয় রচিত সহীহ বুখারীতে বর্ণনা করেছেন। এর দ্বারা পরিস্কার বুঝে আসে যে, হাদীসের ইমামগণের নিকট তাঁদর ইনসাফ ও নির্ভরযোগ্যতা গ্রহণযোগ্য আর তাঁদের প্রতি শিয়াঈ অপবাদ দেওয়া একটি চরম ভ্রান্ত ও ভুল বিষয়।

(৩) عمارة بن القعقاع. عمارة শব্দের عين (আইন) বর্ণে পেশ দিয়ে ميم (মীম) বর্ণ তাশদীদ ছাড়াএবং শেষে هى (হা) দিয়ে। ابن القعقاع শব্দের উভয় قاف (ক্বাফ) বর্ণে যবর দিয়ে এবং قاف (কাফ) বর্ণের মাঝে সাকিনযুক্ত عين (আইন) দিয়।

ابن شبرمة : শব্দের شين (শীন) বর্ণে পেশ দিয়ে। কুফী তিনি বিশ্বস্ত, নির্ভরযোগ্য। ইবনে মাঈন রহ ও ইমাম নাসাঈ রহ তাঁরাও বিশ্বস্ত ওনির্ভরযোগ্য বলে স্বীকৃতি প্রদান করেছেন। আর আবু হাতেম রহ বলেন তিনি صالح الحديث ছিলেন। (তাযীবুত তাহযীব-৭ম খন্ড, ৪২৪ পৃ.)

(৪) ابو زرعة بن عمرو بن جرير بن عبدالله الى لى الكو فى لا কেউ কেউ বলেন তাঁর নাম هرم (হা বর্ণে যবর ও রা বর্ণে যের দিয়ে) (কাস্তাল্লানী) আর কেউ কেউ বলেন-তাঁর নাম আব্দুল্লাহ। আবার অন্য কেউ কেউ বলেন আব্দুর রহমান ইত্যাদি। (তাহযীবুত তাহযীব) আর আল্লামা ওয়াকেদী রহ বলেন তিনি হযরত আলী রহ এর দর্শন লাভ করেছেন।- তাহযীবুত তাহকীক)

হযরত আবু যুরআ রাযি. এর নাম নিয়ে হযরত উলামায়ে কেরামের বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত রয়েছে যে, তিনি উপনাম প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি স্বীয় দাদা হযরত জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ বাজালী রাযি. হযরত আবু হুরায়রা রাযি. এবং হযরত আমীর মুআবিয়া রাযি. থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। মআরো বিস্তারিত জানার জন্য তাহযীবুত তাহকীক দেখুন।

(৫) হযরত আবু হুরায়রা রাযি. সপ্তম হিজরীতে ইসলামে দীক্ষীত হন। তিনি প্রখর মেধাবী ও জালীলুল ক্বদর সাহাবী ছিলেন। সকল সাহাবায়ে কেরামের তুলনায় তার থেকেই সবচেয়ে বেশী হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

আল্লামা আইনী রহ বলেন যে, হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে পাঁচ হাজার তিনশত চুয়াত্তর (৫৩৭৪) টি হাদীস বর্ণিত রয়েছে। (উমদাতুল বারী : ৮ম খন্ড, ৩৪ পৃ.)

আবু হুরায়রা হলো তাঁর উপনাম। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তাঁর নাম ছিল আব্দুশ শামছ, আরইসলাম গ্রহণের পর তাঁর নাম আর রহমান রাখা হয়। আর কেউ কেউ বলেন আব্দুল্লাহ। তাঁর উপনাম আবু হুরায়রা সম্পর্কে স্বয়ং তাঁর থেকেই বর্ণিত রয়েছ যে, আমি আমার পরিবারের বকরী চড়াতাম আর একটি বিড়ালছানা ছিল। আমি সেই বিড়ালছানা সাথে নিয়ে যেতাম, খেলা করতাম, আর রাতের বেলায়, বিড়াল ছানাটিকে গাছে উঠিয়ে রাখতাম। এই সুবাদে আমার পরিবার 'আবু হুরায়রা' বলে আমার কুনিয়াত (উপনাম) রেখে দেয়।

আল্লামা আইনী রহ বলেন যে, রাসূল ﷺ যখন তাঁর আস্তিনে বিড়ালছানাটি দেখতে পেলেন, তখন রাসূল ﷺ বলেন يا ابا هريرة (হে আবু হুরায়রা!) মুহাদিসীনে কেরামের মতে ابو هريرة শব্দটি গাইরে মুনসারিফ তাই ابو هريرة পুরো শব্দটি একটি কালিমার মতো। যেমন আবু হামযা হযরত আনাস রাযি. এর কুনিয়াত (উপনাম)।

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. আঠাত্তার (৭৮) বছর হায়াত পেয়েছিলেন, তিনি উনষাট (৫৯) হিজরীতে ইন্তেকাল করেন এবং জান্নাতুল বাকীকে তাঁকে দাফন দেওয়া হয়।

ইমাম বুখারী রহ সহীহ বুখারীর সর্বশেষ হাদীসট স্বীয় শায়খ আহমাদ ইবনে আশকার রহ থেকে বর্ণনা করেছেন, যে হাদীসটি বুখারী শরীফের সর্বশেষ كتاب التوحيد এ এনেছেন। ইসাম বুখারী রহ كتاب التوحيد এ মোট আঠান্ন (৫৮) টি বাব স্থাপন করেছেন আর প্রত্যেকটি বাবে (অধ্যায়ে) কোন না কোন একটি ভ্রান্ত ফিরকার রদ করেছেন। যেমন কোন অধ্যায়ে মুতাযিলা, কোন অধ্যায়ে জাহমিয়া ইত্যাদি মোটকথা বাতিল ফিরকা সমুহের রদ করেছেন।

ইমাম বুখারী রহ স্বীয় রচিত বুখারী শরীফের তিন স্থানে এই হাদীসটি এনেছেন। যেমন

(১) كتاب الدعوات এ বুখারী শরীফ ৯৮ পৃ. স্বীয় শায়খ যুহাইর ইবনে হাযব থেকে।

(২) كتاب الايمان والنذور এ বুখারী শরীফ ৯৮৮ পৃ. স্বীয় উস্তাদ হযরত কুতাইবা ইবনে সাঈদ রহ থেকে।

(৩) এখানে অর্থাৎ বুখারী শরীফের শেষ পৃষ্টা তথা ১১২৮ পৃ.। স্বীয় শায়খ হযরত আহমাদ ইবনে আশকার রহ থেকে ইমাম বুখারী রহ তিন স্থানের প্রত্যেক স্থানে পৃথক পৃথক উস্তাদ থেকে বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারী রহ এর এই তিন উস্তাদের শায়খ হলেন মুহাম্মাদ ইবনে ফুজাইল। বরং ইমাম বুখারী রহ এর এই তিন উস্তাদ, শায়খ যুহাইর ইবনে হাযর রহ, সুত্তাইকা ইবনে সা'দ রহ, আহমাদ ইবনে আশকাব রহ এর উপরের রেওয়ায়াত এক অভিন্ন যেমন মুহাম্মদ ইবনে ফুজাইল রহ উমামা ইবনে কা'কাআ রহ এবং আবু যুরআ রহ।

হাদীসের ব্যাখ্যা

ইমাম বুখারী রহ স্বীয় রচিত সহী বুখারী শরীফের শুরু-শেষ প্রারম্ভ ও সমাপ্তির ক্ষেত্রে তীক্ষ্ণ দৃষ্ি ও বিচক্ষণতার দ্বারা তারতীব দিয়েছেন যেটা শুধু তাঁরই বৈশিষ্ট্য যে, তিনি সহীহ বুখারী শরীফের সর্বপ্রথম হাদীস হযরত হুমায়দী রহ থেকে বর্ণনা করেছেন এবং সর্বশেষ হাদীস হযরত আহমাদ ইবনে আশকাব রহ থেকে বর্ণনা করেছেন। حميد ও احمد এই দুনোটার মূল হরফ (حمد ح م د) অর্থাৎ শুরু এবং শেষ সব প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্যই।

واحمد رأس الشكر : আর شكر এর মূল হলো এই যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রশংসা গুণকীর্তন করা।

বুখারী শরীফের সর্বপ্রথম হাদীস- انا الاعمال بالنيات الخ

এই প্রথম হাদীসটি হযরত ওমর ফারুক রাযি. থেকে যিনি মুহাজির ছিলেন। আর সর্বশেষ হাদীসটি হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে তিনিও মুহাজির ছিলেন। এর দ্বারা ইমাম বুখারী রহ সম্ভবত এই সূক্ষ্ম বিষয়ের প্রতি ইশারা করেছেন যে, আমাদের তোমাদের সহ সমগ্রবিশ্বের প্রতিটি সৃষ্টিজীবের এই নশ্বর পৃথিবী থেকে হিজরত করতে হবে এবং আখেরাতের জীবনের প্রতি প্রত্যাবতন করতে হবে।

বুখারী শরীফের প্রথম হাদীসটি সায়্যিদুনা হযরত ওমর ফারুক রাযি. থেকে বর্ণিত যিনি সকল সাহাবায়ে কেরাম এর মধ্যে সবচেয়ে বেশী বোধশক্তি সম্পন্ন ছিলেন। তাঁর বোধ শক্তির চিত্র ছিল এই যে, হযরত ওমর ফারুক রাযি. এর রায় বেশ কয়েক স্থানে ওহীর সাথে মিলে গেছে, যেমন হযরত ওমর ফারুক রাযি. বলেন- ووافقت ربي في ثلاث, (বুখারী ১ম খন্ড, ৫৮ পৃ.) আমার কথা আমার 'রব' আল্লাহ তাআলার তিনটি কথার সাথে মিলে গেছে। বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকার আল্লামা কিরমানী রহ বলেন মূলত এর অর্থ হলো-

وافقنى ربى فانزل القرآن على وفق ما رايت ولكنه اسند الموافقة لنفسه رعاية للادب كذا فى الكرمانى

আল্লাহ তাআলা আমার রায় অনুযায়ী ওহী অবতীর্ণ করেছেন, কিন্তু হযরত ওমর ফারুক রাযি. আদবের প্রতি লক্ষ্য রেখ موافقت এ নিসবত নিজের দিকে করেছেন। যেমনটা কিরমানীতে রয়েছ। (টীকা বুখারী শরীফ : ৫৮ পৃ.)

আর কেউ কেউ বলেন যে, সর্বমোট একুশ স্থানে হযরত ওমর ফারুক রাযি. এর মানসানুযায়ী ওহী অবতীর্ণ হয়েছে। যেমনটা আল্লামা সুতুতী রহ 'তারীখুল খোলাফা' নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। (টীকা বুখারী শরীফ-১/ ৫৮ পৃ.)

المعنی فی الاصل الخ, এর ব্যাখ্যা

বাস্তবসম্মত কথা হলো এই যে, موافقت আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে হয়েছে, কিন্তু আদবের প্রতি লক্ষ্য রেখে موافقت নিসবত হযরত ওমর ফারুক রাযি. এর দিকে করা হয়েছে।

অপরদিকে বুখারী শরীফের সর্বশেষ হাদীসটি হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত যিনি সাহাবায়ে কেরামের মাঝে সবচেয়ে বেশী স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন ছিলেন। কেননা, বর্ণিত হাদীস সমূহের মধ্যে সবচেয়ে বেশী হাদীস হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত।

এর দ্বারা ইমাম বুখারী রহ এর দিকে ইশারা করেছেন যে, হাদীসের ক্ষেত্রে (১) حفظ وضبط () نظر وفکر এই দুনোটা বিষয় অতীব জরুরী।

ফায়দা: হাদীস শরীফে كلمتان হলো মাউসুফ তার তিনটি সিফাত (তথা ১. حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمٰنِ . خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ . ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ) মিলে خبر مقدم আর سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ الخ হলো مبتدا مؤخر

'কায়দা আছে যে, জুমলায়ে ইসমিয়ার মধ্যে মুবতাদাটিই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। কিন্তু যখন খবরকে আগে আনা হয় তখন শ্রোতাদের মুবতাদার প্রতি অপেক্ষা ও আগ্রহ বেড়ে যায়। অত:পর খবর কে তার আরো সিফাত এনে দীর্ঘ করে দেওয়া হয়েছে। আর একের পর এক সিফত উল্লেখ করার শ্রোতাদের মুবতাদার প্রতি আরো আগ্রহ অপেক্ষা বেড়ে গেছে। কেননা, اوصاف جميله আধিক্যতা দ্বারা শ্রোতাদের আগ্রহ অপেক্ষা চূড়ান্ত সীমা, পৌছে যায়। এরপর দীর্ঘ অপেক্ষা ও আগ্রহের পর যখন মুবতাদা অর্জিত হবে তখন তা খুব সহজেই হৃদয়াঙ্গম হবে এবং এই উভয় বাক্য অত্যান্ত গুরুত্ব সহকার হৃদয়ের গভীরে অংকিত হয়ে যাবে।

হাদীস শরীফের মর্মার্থ সম্পূর্ণ সুস্পষ্ট যে, দুটি বাক্য (سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ ও سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ) এমন যা দয়ালু আল্লাহ তাআলার নিকট খুবই প্রিয় এবং অত্যান্ত পছন্দনীয়।

প্রশ্ন : سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ ও سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ এই দুটি তো কালাম তাই کلامان বলা উচিৎ ছিল কিন্তু كلمتان কেন বলা হয়েছে?

জবাব :

(১)এই হাদীস শরীফে كلمة দ্বারা کلام উদ্দেশ্য। کلامএর উপর كلمة এর প্রয়োগ এমন, যেমন- আম (ব্যাপক) পরিভাষায় কালিমায়ে তাওহীদ বলা হয়। অথচ এর দ্বারা পুর্ণ কালাম لااله الا الله محمد رسول الله উদ্দেশ্য।

(২) এমনিভাবে কালিমায়ে শাহাদাত বলা হয়ে থাকে অথচ পূর্ণ কালাম اشهد ان لااله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله উদ্দেশ্য।

(৩) কোরআন মাজীদে কালিমায়ে ইসলাম এবং কালিমায়ে কুফরকে কালিমাই বলা হয়ে থাকে। অথচ, পূর্ণ কালাম উদ্দেশ্য। যেমন-আল্লাহ তাআলার বাণী-

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ

"তুমি কি লক্ষ্য করো না, আল্লাহ তাআলা কেমন উপমা বর্ণনা করেছেন: পবিত্র বাক্য হলো পবিত্র বৃক্ষের মতো তার শিখার মজবুত এবং শাখা প্রশাখা আকাশে উত্থিত। (ইবরাহীম-২৪)

আর এখানে বৃক্ষ দ্বারা খেজুর বৃক্ষ উদ্দেশ্য।

এমনি ভাবে আল্লাহ তাআলার বাণী-

وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ

এবং মন্দ বাক্যের উদাহরণ হোন মন্দ বৃক্ষের মতো।একে মাটির উপর থেকে উপড়ে নেওয়া হয়েছে এর কোন স্থিতি নেই। (ইবরাহীম-২৬)

এই সকল উদাহরণে কালিমায়ে ইসলাম এবং কালিমায়ে কুফর কে কালিমা দ্বারাই ব্যক্ত করা হয়েছে, অথচ তা কালাম।

(৪) বুখারী শরীফ-১ম খন্ড, ৫৪১ পৃ.; তাছাড়া মেশকাত শরীফ-২য় খন্ড, ৪০৯ পৃষ্ঠায় হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ বলেছেন

أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا الشَّاعِرُ. كَلِمَةُ لَبِيدٍ الَاكُلُّ شَيْئٍ مَا خَلَا اللهُ بَاطِلٌ۔

"সবচেয়ে সত্য কালিমা হলো যা হযরত লাবীদ রাযি. নামক কবি বলেছেন আর সেই কালিমাটি হলো

اَلَاكُلُّ شَيْئٍ مَا خَلَا اللهُ بَاطِلٌ ، وَكُلُّ نَعِيْمٍ لَا مَحَالَةَ زَائِلٌ

অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা ব্যতীত প্রত্যেক জিনিসই ধ্বংসশীল।

এখানে 'কালিমায়ে লাবীদ' দ্বারা চাই শের বা পুরা কাসীদা উদ্দেশ্য হোক প্রত্যেক সুরতে কালিমা দ্বারা কালাম উদ্দেশ্য। হযরত লাবীদ ইবনে রাবীআ রাযি. জাহেলী যুগের অলংকার পূর্ণ ভাষার অধিকারী কবিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

হযরত উসমান গণী রাযি. এর খেলাফতামলে একশত চল্লিশ বছর অথবা একশত সাতান্ন বছর হায়াত পেয়েছিলন। পরিবেশষে তিনি কুফায় ইন্তেকাল করেন।

قال الطيبي : কবি লাবীদ রাযি. এর এই কথাটি সবেচেয়ে বেশী সত্য কেননা তাঁর এই কথাটি সবেচেয় সত্যবাণীর সাথে সামঞ্জস্যশীল, আর তা হলো আল্লাহ তাআলার বাণী-

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ অর্থাৎ ভূপৃষ্টের সবকিছু ধ্বংসশীল। -(আর রহমান-২৬) (শরহুত তীবি-৯ম খন্ড, ৯৮ পৃ.)।

রাসূল ﷺ হযরত লাবীদ রাযি. এর যে কবিতাটি পছন্দ করেছিলেন তা হলো এই যে,

اَلَاكُلُّ شَيْئٍ مَا خَلَا اللهُ بَاطِلٌ + وَكُلُّ نَعِيْمٍ لَا مَحَالَةَ زَائِلٌ

অনুবাদ : স্মরণ রেখো আল্লাহ তাআলা ব্যতীত সব কিছু ধ্বংসশীল এবং দুনিয়ার প্রত্যেক নেয়ামত লয়প্রাপ্ত।

(৫) আল্লাজ তাআলার বাণী- قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ

এখানেও কালিমা দ্বারা পূর্ণ কালাম لا اله الا الله محمد رسول الله উদ্দেশ্য।

তাছাড়া বুখারী শরীফ : ২০ নং পৃষ্ঠায় وَإِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثًا এর মধ্যেও كلم দ্বারা কালাম ও জুমলা উদ্দেশ্য।

উপরিউক্ত, বর্ণিত সকল উদাহরণ দ্বারা এটিই প্রতীয়মান হয় যে كلام এর উপর كلمه এর প্রয়োগ হতে পারে। আর তার মূল হলো এই যে, كلام যেহেতু كلمه দ্বারাই গঠিত হয়ে থাকে, তাই পূর্ণ কালামের উপরও كلمه এর প্রয়োগ করা জায়েয। তবে নাহবীদের পরিভাষা ভিন্ন।

حَبِيْبَتَانِ إِلَى الرَّحْمٰنِ : অর্থাৎ مَحْبُوْبَتَانِ إِلَى الرَّحْمٰنِ এর মর্মার্থ হলো এই যে, এই দুটি বাক্য যে ব্যক্তি বলবে এবং পড়বে সে আল্লাহ তাআলার নিকট খুবই প্রিয় হবে। আর আল্লাহ তাআলা কোন বান্দাকে মহব্বত করার মর্ম হলো এই যে তিনি বান্দাকে কল্যাণ ও সম্মানের দিকে আহ্বান করেন। (কাস্তাল্লানী)

حَبِيْبَتَانِ শব্দটি حَبِيْبَةٌ এর দ্বিবচন تثنية অর্থ: محبوبة অর্থাৎ এখানে এটি مفعول এর অর্থে فاعل এর অর্থে নয়। (যদিও فعيل টি কখনো কখনো فاعل এর অর্থেও আসে। কিন্তু অধিকাংশ সময় مفعول এর অর্থে ব্যবহৃত হয়)– যেমন এখানেও حَبِيْبَتَانِ শব্দটি حبيبة এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

এখন এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে فعيل টি যখন অধিকাংম সময় مفعول এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। বিশেষ করে যখন তার সাথে তার মাউসূফ উল্লেখ থাকে। তাহলে এই সুরতে পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ উভয়ই বরাবর। যেমন-رجل قتيل ও امراة قتيل

কিন্তু যদি মাউসূফ উল্লেখ না থাকে, তাহলে مذكر ও مونث এর সাথে পার্থক্য করতে হবে। যেমন-قتيل ও قتيلة

সুরতাং বিষয়টি যখন এমনই তাহলে এখান حَبِيْبَتَانِ এর মাধ্যমে কেন تاى تانيث যুক্ত করা হয়েছে?

জবাব :

(১) বর্ণিত সুরতে مونث ও مذكر এর মধ্যে বরাবর জায়েয ওয়াজিব নয়।

(২) কোন কোন আলেম এই জবাব দিয়েছেন যে, ثَقِيلَتَانِ ও حَبِيبَتَانِ এর সাথে মিল রাখার জন্য حَبِيبَتَانِ এর মধ্যে তা تای যুক্ত করা হয়েছে। আর এই দুনোটার মধ্যে تای تانیث যুক্ত করার কারণ হলো এই দুনোটা فاعل এর অর্থে مفعول এর অর্থে নয়।

যখন ইরশাদ করা হয়েছে যে, كَلِمَتَانِ حَبِيبَتَانِ দুটি কালিমা পাঠকারী আল্লাহ তাআলার নিকট খুবই প্রিয়, তখন শ্রোতাগণের অন্তরে অস্থিরতা, ব্যাকুলতা সৃষ্টি হয়ে গেল এবং তারা চিন্তা করতে লাগল যে এমনটা তো নয় যে অনেক কাষ্ঠ পরিশ্রম করে এই দুটি কামি অর্জন করতে হবে অথচ কায়দা আছে اجوركم على نصبكم। পরিশ্রম অনুযায়ী পারিশ্রমিক দেওয়া হয়। তখন তাদেরকে বলা হলো حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمٰنِ আল্লাহ তাআলার আসমায়ে হুসার মধ্য থেকে رحمن, কে উল্লেখ করার দ্বারা এই সুক্ষ্ম বিষয়ের প্রতি ইশারা করা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা স্বীয় বান্দাদের উপর অসীম সীমাহীন দয়ালু। আল্লাহ তাআলা স্বীয় বান্দাদের প্রতি এমন দয়ালু যে, তিনি অল্প আমলের বিনিময়েও মহা প্রতিদান, সাওয়াব দিয়ে থাকেন। কেননা, এই দুটি কালিমার বড় ফযিলত রয়েছে। যেমন- كتاب الدعوات পৃষ্ঠায় হাদীস অতিবাহিত হয়েছে। হাদীস হলো এই-

قال رسول الله ﷺ من قال سبحان الله وبحمده فى يوم مائة مرة حطت خطاياه وان كانت مثل زبد البحر الخ

অর্থাৎ রাসূল ﷺ বলেছেন যে, যে ব্যক্তি একদিনে একশত বার سبحان الله وبحمده পাঠ করবে আল্লাহর হক সংক্রান্ত তার জীবনের সমস্ত গোনাহ মাফ হয়ে যাবে। যদিও তার গোনাহ সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ হয়।

خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ : উভয় কালিমা জবানে হালকা তথা পড়তে খুব সহজ। এর দ্বারা একটি সন্দেহের নিয়খে করা হয়েছে যা اجوركم على نصبكم। (তোমাদেরকে পরিশ্রম অনুযায়ী পরিশ্রমিক দেওয়অ হবে) দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে। এবং বলা হয়েছ যে, এই দুটি কালিমা জবানে তথাউচ্চারণে হালকা, পাতলা, অত্যান্ত সহজ। একথা শ্রবণ করে স্বাভাবিক ভাবেই এই ধারণা হবে যে, এর প্রতিদানও মনে হয় হালকা-পাতলা হবে। যেমন বলা হয় কাম যেমন তার মূল্য প্রতিদান তেমন। তাই এই সন্দেহের নিরসন কারনার্থে বলা হয়েছে ثقيلتان فى الميزان আমলের পাল্লায় অতি ভারী হবে। অর্থাৎ কিয়ামত দিবস তার সাওয়াব প্রতিদান অত্যান্ত ভারী হবে।

আল্লামা কিরমানী রহ বলেন- المقصود من ذكر الحفظ والثقل بيان قلة العمل وكثرة الثواب অর্থাৎ خفت (হালকা) দ্বারা আমলের স্বল্পতার প্রতি ইশারা, আর ثقل (ভারী) দ্বারা সাওয়াবের আধিক্যতা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য।

خفت তথা হালকা হওয়ার কারণ

আল্লামা কাস্তাল্লানী রহ বলেন- لانه ليس فيهما من حروف الشدة المعروفة عند اهل العربية و هى الخ অর্থাৎ, আল্লামা কিরমানী রহ এর মতে উচ্চারণে হালকা হওয়ার কারণ হলো যে এই দুইটি কালিমার মধ্যে কোন কঠিন হরফ (অক্ষর) নেই। আর কঠিন হরফ হলো ৮ (আট)টি যেমন-হামযা, বা তা জীন, দাল, যোয়া, ক্বাফ, এবং কাফ। (أ ب ت ج د ط ق ك) ولا من حروف الاستعلاء ايضا الخ এবং এই দুই কালিমার মধ্যে কোন حروف استعلاء নেই। আর حروف استعلاء হলো সাত (৭) টি যেমন خ ص ض ط ظ غ ق (খা, ছোয়াদ, দোযা, তোয়া, যোয়া, গাইন, ক্বাফ) যেগুলোর সমষ্টিকে حص ضغط قظ বলা হয়ে থাকে। (কাস্তাল্লানী)

আরো বলা হয় যে,

ثم ان الافعال اثقل من الاسماء وليس فيهما فعل وفى الاسماء ايضا ما يستثقل كالذى لا ينصرف وليس فيهما شيئ من ذلك الخ.

অর্থাৎ ইসিমের তুলনায় ফেইল কঠিন। আর এই দুইটি কালিমাতে কোন ফেইল নেই। অত:পর ইসিমের মধ্যে আবার মুনসারিফের তুলনায় গাইরে মুনসারিফ কঠিন। আর এই কালিমা দুটিতে কোন غير منصرف নেই।

তাছাড়া এই কালিমা দুটিতে হরফে লীন উল্লেখ রয়েছে যেগুলো উচ্চারণে খুবই সহজ। আর হরফে লীন হলো তিনটি যথা-الف.واو.یای (আলিফ ওয়াও, ইয়া) (কাস্তাল্লানী)

আল্লামা কিরমানী রহ বলেন- المقصود من ذكر الخفة والثقل بيان قلة العمل وكثرة الثواب অর্থাৎ এই কালিমা দুটি খুবই সংক্ষিপ্ত কিন্তু এর সাওয়াব অনেক বেশী। যেমন বলা হয়েছে যে سبحان الله হলো অর্ধ পাল্লা পরিমাণ আর الحمد لله সেই পাল্লাকে পরিপূর্ণ করে দিবে। একথার দুটি অর্থ হতে পারে। যেমন- (১) سبحان الله দ্বারা দাঁড়িপাল্লার অর্ধেক ভরে যাবে তার অর্ধেক الحمد لله দ্বারা পূর্ণ হবে। (২) এটাও উদ্দেশ্য হতে পারে যে, الحمد لله এককভাবেই পাল্লাকে পূর্ণ করে দেয় তাইতো বলা হয়েছে যে, (আমলের) দাঁড়িপাল্লায় অতি ভারী হবে।

ثَقِيْلَتَانِ فِيْ الْمِيْزَانِ : এবং কালিমা দুটি আমলের পাল্লায় অতিভারী হবে। অর্থাৎ এই কালিমাদ্বয় পাঠকারীর সাওয়াব প্রতিদান অত্যান্ত ভারী হবে।

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ বলেন যে, وقد سئل بعض السلف عن سبب ثقل الحسنة وخفة السيئة الخ (فتح) অর্থাৎ কতক পূর্ববর্তী আলেম কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে আমলের পাল্লায় নেকসমূহ ভারী হওয়ার এবং মন্দ সমূহ রহহালকা হওয়ার কারণ কি? জবাবে তাঁরা বলেছেন যে নেক কাজের কর্মপশ্রিম দুনিয়াতে বিদ্যমান কিন্তু তার মিষ্টতা অবিদ্যমান তথা মজা মিষ্টতা বুঝে আসে না তাই তা কঠিন ভারী অনুভব হয়। অর্থাৎ নেক কর্ম সম্পাদনকারীর নেকের বোঝা অনুভূত হয়। কিন্তু সেই নেকের বোঝাটা নেক কাজ বর্জন করার কারণ হবে না। এর বিপরীতে গোনাহের মজা-মিষ্টতা বিদ্যমান। কিন্তু তার তিক্ততা, কষ্ট-ক্লেশ অবিদ্যমান, তাই গোনাহকে হালকা মনে হয় এবং গোনাহ করাও সহ হয়ে যায়।

সুতরাং দুনিয়াতে সৎকাজ করার তিক্ততা, কষ্ট-ক্লেশের ভার, বোঝা আমলের পাল্লায় প্রকাশিত হবে।

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ এটা কতক সালাফ থেকে যববর্ণনা করেছেন। কিন্তু আল্লামা কাস্তাল্লানী রহ 'ইরশাদুস সারী' নামক গ্রন্থে এটা কে হযরত ঈসা আ এর দিকে সম্পৃক্ত করেছেন। والله اعلم

বর্ণনার সারসংক্ষেপ

সারকথা হলো এই যে, হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত এই হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কালিমা سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ. سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ দুটির তিনটি সিফত বর্ণনা করেছেন।

(১) এই দুটি কালিমা রহমানের নিকট খুবই প্রিয়। কেননা, এই দুটি কালিমা আল্লাহ তাআলার অংশিদারিত্ব থেকে পবিত্রতা বর্ণনাকারী এবং এই কালিমা দুটি আল্লাহ তাআলার প্রশংসা সম্মানীত ও মহৎ গুণ সমৃদ্ধ।

(২) উচ্চারণে সহজ এবং তা আদায় করা খুব সহজ আর তা উচ্চারণে কোন কষ্ট হয় না। যেমনটা এবং مستشزرات এর মধ্যে রয়েছে অর্থাৎ, এগুলো উচ্চারণে কষ্ট হয়। অত:পর হাদীসের এই বাক্য দুটি পাঠ করার জন্য কোন সময় বা কোন অবস্থার সাথে শর্তযুক্ত নয়। প্রত্যেক অবস্থায় (পবিত্র ও অপবিত্র) এগুলো পড়া যায় কোন সময়ের সাথে শর্তযুক্ত নয় প্রত্যেক সময় তথা রাত-দিন, বা সকাল-সন্ধ্যা সর্বদাই পড়া যায়।

(৩) আমলের দাঁড়িপাল্লায় তা অত্যান্ত ভারী হবে। অর্থাৎ এই কালিমা দুটির সাওয়াব প্রতিদান এত বেশী হবে যে, নেকীর পাল্লাকে ভারী করে দিবে যার ফলপ্রসূতি সেই ব্যক্তি কামিয়াব সফলকাম হয়ে যাবে। যেমন-আল্লাহ তাআলার বাণী-

فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهُ () فَهُوَ فِيْ عِيْشَةٍ رَاضِيَةٍ

অতএব যার পাল্লা বারী হবে, সে সুখী জীবন যাপন করবে।"-সূরা কারিয়া-৬-৭)

যেমন ফেরেস্তাগণ ঘোষণা দিবেন যে, অমুক ব্যক্তি কামিয়াব হয়ে গেছে, একন থেকে সে আর কখনো বঞ্চিত হবে না। আর ফেরেস্তার এই ঘোষণা সমস্ত হাশরবাসী শোনতে পাবে।

مبتدا হলো। سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ. سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ শব্দটি তার সিফাতসমূহ সহ خبر مقدم আর পরবর্তী كلمتان موخر

سبحان : سبحان الله শব্দটি মাসদার অর্থ: তাসবীহ পাঠ করা অর্থাৎ سبحان الله বলা। পবিত্রতা বর্ণনা করা। আল্লামা কিরমানী রহ বলেন উহ্য ফেল এর কারণে মাসদারটি অবশ্যই নসব বিশিষ্ট হয়ে থাকে। অর্থাৎ سبحان الله এর মূল হলো اسبح سبحان الله। কিংবা سبحت سبحان الله এর মর্ম হলো এই যে, سبحان الله টি উহ্য ফেল এর مفعول مطلق

তাছাড়া سبحان শব্দটির مفرد এর দিকে ইযাযত হওয়া আবশ্যক চাই সেই مفرد টি প্রকাশ্য ইসিম হোক যেমন سبحان الله ও سبحان الذى اسراى অথবা ইসমে যমীর হোক, যেমন سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ (তাঁর জন্য সন্তান-সন্তানাদী হওয়া থেকে তিনি পবিত্র) সূরা নিসা-১৭১। তাঁর জন্য সন্তান হওয়াটা যুক্তিগত ও বর্ণনাগত সর্বদিক দিয়ে সম্পূর্ণভাবে অসম্ভ এবং প্রভুর শানের সম্পূর্ণ বিরোধী।

এমনিভাবে الخ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا (সূরা বাকারা-৩২)

আল্লামা আইনী রহ বলেন যমখশরী রহ বলেছেন-سبحان হলো তাসবীহের একটি নাম যেমন عثمان এক ব্যক্তিরনাম। (উমদাতুলবারী)

ফায়দা : আল্লাম কাস্তাল্লানী রহ سبحان শব্দ নিয়ে বিস্তর আলোচনা করেছেন। আরো বিস্তারিত জানার জন্য আল্লামা কাস্তাল্লানী রহ রচিত ইরমাদুস সারী দেখুন।

وبحمده: হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ বলেন যে কেউ কেউ واو, (ওয়াও) টি অবস্থা বর্ণনা সূচক। অর্থাৎ وبحمده এর واو টি حال এর জন্য, তার মূল ইবারত হলো- এই যে, سبح الله متلبسا بحمده له من اجل توفيقه

অর্থাৎ আমি আল্লাহ তাআলার তাওফিকে আল্লাহ তাআলার পবিত্রতা বর্ণনা করি এবং তাঁর প্রশংসাও বর্ণনা করি। অর্থাৎ একই সময়ে তাসবীহ ও হামদ উভয়টা একইসাথে বর্ণনা করি। আর কেউ কেউ বলেন- واو, টি আতেফা। যখন মূল ইবারাত হবে اسبح الله والتبس حمده । অর্থাৎ اتعلق مدحه والحق حمده "আমি আল্লাহ তাআলার পবিত্রতা বর্ণনা করি এবং তাঁর প্রশংসাকেও এর সাথে সম্পৃক্ত ও যুক্ত করে বর্ণনা করি। (ফাতহুল বারী, কাস্তাল্লানী)।

وقال الخطابي فى حديث سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اى بِقُوَّتِكَ التى هى نعمة توجب على حَمْدَكَ سَبَّحْتُكَ لا بِحَوْلِي وَبِقُوَّتِي كانه يُرِيْدُ أَنَّ ذلك مما اقيم به السبب مقام المسبب (فتح)

অর্থাৎ, আল্লামা খাত্তাবী রহ- سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ বিশিষ্ট হাদীস بِقُوَّتِكَ দ্বারা بِحَمْدِكَ এর মর্ম বর্ণনা করেছেন এবং বলেন যে, আপনার ঐ শক্তির কারনে যা এমনএকটি নেয়াম যে আমার উপর আপনার, হামদ ও শোকর কে ওয়াজিব করে দেয়, আমি আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি স্বীয় শক্তি-সামর্থের মাধ্যমে নয়। (বরং আপনারই দেওয়া নেয়ামত তাওফিকের মাধ্যমে) যেন এখানে সববকে মুসাবাব এর স্থলাভিষিক্ত করে দেওয়া হয়েছে।

আল্লামা কাস্তাল্লানী রহ بِقُوَّتِكَ এর স্থানে بِمَعُوْنَتِكَ দ্বারা বর্ণনা করেছেন। (কাস্তাল্লানী) এ দুয়ের ভাবার্থের মাঝে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই।

সমাপ্ত